মূল ও বঙ্গানুবাদ।

ভট্টপল্লি নিবাসী

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা

১৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন প্রেসে

শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০০।

মূল্য ১, এক টাকা।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্।

মূল ও বঙ্গানুবাদ।

ভট্টপল্লী নিবাসী
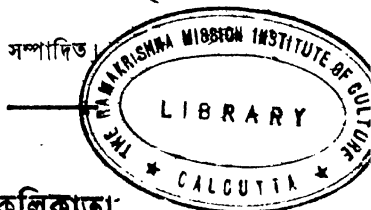
শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন-প্রেসে

শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০০।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ বড়ই উত্তম ও মধুর পুরাণ। একবার পড়িলেই ইহার উৎকর্ষ সকলে বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু দেশের ও আমাদের দুর্ভাগ্য, এমন পুরাণও একখানি বিশুদ্ধ পাওয়া যায় না। সুতরাং বহু চেষ্টা করিয়াও সর্ব্বত্র সুবিশুদ্ধি রক্ষিত হয় নাই, উত্তম আদর্শ পুস্তকের অভাবে। সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ, সেই সব স্থানের অনুবাদ দেখিয়া ভাবার্থ পরিগ্রহ করিবেন এবং বিশুদ্ধতা স্থির করিবেন। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, মৎসম্পাদিত এই বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের ন্যায় শুদ্ধ পাঠ আর কোন একখানি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে নাই।

এই গ্রন্থের অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীরামানুজ বিদ্যার্ণব, শ্রীজগন্নাথ বিদ্যার্ণব, আমার ছাত্র শ্রীদ্বারকেশ কাব্যতীর্থ এবং আমি।

পূর্ব্বখণ্ডের প্রথম কয়েক অধ্যায় এবং উত্তরখণ্ডের শেষ ৭ অধ্যায় এবং মধ্যে মধ্যে দুই এক অধ্যায়ের অনুবাদ আমার কৃত।

অনুবাদকেরা সকলেই পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন, এক্ষণে পাঠকেরা পরিতৃপ্ত ও উপকৃত হইলে পরম আনন্দ অনুভব করিব। ইতি

সম্পাদক।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

২৪ পরগণা, ভাটপাড়া।

পূর্ব্বখণ্ডম্ ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বরিতি তৎ সবিতুর্[illegible] ভর্গো [illegible]র্গবিমলং পরমস্য বিষ্ণোঃ ।
দেবস্য ধীমহি বিয়োঽবিগতং বরং যো [illegible] হিতমতীংস্তু প্রচোদয়াদ্ ওঁ ॥ ১

পবিত্রে নৈমিষক্ষেত্রে বিমলে সাধুসেবিতে । সুগন্ধিমন্দশীতেন বায়ুনা সুমনোহরে ॥ ২
নানাদ্রুমলতাকীর্ণে নানাপুষ্পসমাকরে । ময়ূরৈঃ কোকিলৈর্হংসৈস্তথা মধুপকূজিতে ॥ ৩
তথান্যৈঃ পক্ষিভিশ্চৈব গোমৃগাদিভিরেব চ । শান্তস্বভাবৈর্ব্যাঘ্রাদ্যৈরাবৃতে নৈমিষে বনে ॥ ৪
দীর্ঘসত্রমুপাসীনানৃষীন্ সাবসরাংস্ততঃ । যদৃচ্ছয়া সমায়াতঃ সূতো বদরিকাশ্রমাৎ ॥ ৫
তং দৃষ্ট্বা সূতমায়াতং মুনয়ঃ শৌনকাদয়ঃ । স্বাগতাসনপাদ্যাদ্যৈর্মুদিতাঃ সমপূজয়ন্ ।
তমূচুশ্চ মহাত্মানং সূতং পৌরাণিকোত্তমম্ ॥ ৬

ঋষয় উচুঃ ।

কস্মাদাগমনং সূত ভবেদং রোমহর্ষণে । প্রফুল্লবদনাম্ভোজো দৃশ্যসেঽস্মাভিরেব চ ॥ ৭
মন্যে ব্যাসসমীপাৎ ত্বং সমাগচ্ছসি সম্প্রতি । বদ তর্হি কথাঃপুণ্যা ব্যাসেনোক্তা মহামতে॥৮
কঃ শ্রোতা তত্র কিংবাসৌপ্রোক্তবাঙ্ক্রিপুত্রজঃ । তৎ ত্বমাচক্ষ্বাহ্যপূর্ব্ব্যাশ্রুতবানসি চেৎ তথা ॥

সূত উবাচ ।

নমো বঃ সত্যমেবাহং প্রাপ্তো বদরিকাশ্রমাৎ । ভবতাং নিকটং তত্রকথাঃ পুণ্যাঃ শ্রুতা অপি

ব্যাসো জাবালিনা পৃষ্টঃ কথা ধর্ম্মার্থসংহিতাঃ। প্রত্যবোচচ্ছুশ্রুতাশ্চ মুনীনাং মম চ দ্বিজাঃ ১১
প্রাবর্ত্তয়ৎ তথা পুণ্যং পুরাণং ধর্ম্মসংজ্ঞিতম্। সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ শ্রুতাস্তত্র নেতিহাসা উদাহৃতাঃ॥
চতুরাশ্রমধর্ম্মাশ্চ সামান্যেন বিশেষতঃ। ধর্ম্মপ্রশংসা সত্যাদের্ভেদা ধর্ম্মাঙ্গরূপিণঃ॥ ১৩
গুরূণাং কথনঞ্চৈব পিতুর্মাতুস্তথা স্তবঃ। তীর্থানি দেশাঃ ক্ষেত্রাণি দেবপূজাঃ পৃথগ্বিধাঃ॥১৪
তিথীনামপি মাহাত্ম্যং যচ্চ কালবিশেষজম্। পুরাণোপপুরাণাদিকীর্ত্তনং পুণ্যকীর্ত্তনম্॥ ১৫
গবাঞ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ মাহাত্ম্যং বহুশঃ শ্রুতম্। শুকজৈমিনিসংবাদঃ সৃষ্ট্যাদিপ্রক্রিয়াবিধিঃ॥১৬
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং কথাঃ পুণ্যা মহোদয়াঃ। জ্যোতিষাং বর্ণনঞ্চৈব কথিতং তন্ময়া শ্রুতম্।
গঙ্গায়াঃ সৎপ্রসঙ্গশ্চ শ্রুতঃ প্রথমতঃ পরম্॥ ১৭
সর্ব্বেষাং খলু ধর্ম্মাণাং কারণং পাবনং পরম্। রামায়ণঞ্চ সংক্ষেপাৎ কথিতং তন্ময়া শ্রুতম্॥
ময়ি শ্রোতরি হে বিপ্রাস্তত্র তেন কৃপাত্মনা। শ্রুতং পুরাণমমলং বক্তাস্মীতি সর্ব্বতঃ॥ ১৯
ঋষয় উচুঃ।
সূত সূত মহাভাগ বদ নো বদতাংবর। যদাহ ভগবান্ ব্যাসো জাবালিং প্রতি তত্র বৈ॥২০
বয়ং শুশ্রূষবস্তত্র সত্রে পরমকে স্থিতাঃ। কেন স্ববসরঃ কালো যাপনীয়ো বৃথা বহিঃ।
ভবেন্ন ইতি সঞ্চিন্ত্য স্থিতানাং ত্বমিহাগতঃ॥ ২১
তদ্ব্রূহি সূত হে তাত পুরাণং ধর্ম্মনামকম্। পুরাণজ্ঞোঽসি ধীরোঽসি বক্তাসি মতিমানসি
সূত উবাচ।
নমস্তস্মৈ মুনীশায় তপোনিষ্ঠায় ধীমতে। বীতরাগায় কবয়ে ব্যাসায়ামিততেজসে॥২৩
তং নমামি মহেশানং মুনিং ধর্ম্মবিদাংবরম্। শ্যামং জটাকলাপেন শোভমানং শুভাননম্॥ ২৪
মুনীন্ সূর্য্যপ্রভান্ ধর্ম্মং পাঠয়ন্তং সুবর্চ্চসম্। নানাপুরাণকর্ত্তারং বেদব্যাসং মহাপ্রভম্॥ ২৫
তং নমস্কৃত্য ধর্ম্মজ্ঞং ব্রাহ্মণাংশ্চ সুশীলিনঃ। শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বেধর্ম্মান্ বক্ষ্যে সনাতনান্॥২৬
জাবালির্নাম বিপ্রর্ষিঃ কাশ্যপেয়ো মহামুনিঃ। শিষ্যোপশিষ্যমুনিভিঃ প্রাপ্তো বদরিকাশ্রমম্॥
তত্র দৃষ্ট্বা মহাত্মানং ব্যাসং নত্বা পুনঃপুনঃ। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা সর্ব্বৈশ্চ মম শৃণ্বতঃ॥ ২৮
পপ্রচ্ছ বিনয়ী তেন ব্যাসেনাপি সভাজিতঃ॥ ২৯
জাবালিরুবাচ।
মহর্ষে কে কলৌ ধর্ম্মাঃ কিমাচারাশ্চ কীদৃশাঃ। বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ কিং কৃত্বা মুচ্যতে ভয়াৎ॥
বক্তা জ্ঞাতা ভবানেব কর্ত্তা প্রবর্ত্তকঃ। পৃচ্ছামিত্বাং মহাবাহো বদ মে শৃণ্বতঃ প্রভো ৩১
ব্যাস উবাচ।
ধর্ম্মে মতির্ভবতু বঃ সততোত্থিতানাং স হ্যেক এব পরলোকগতস্য বন্ধুঃ।
অর্থাঃ স্ত্রিয়শ্চ নিপুণৈরপি সেব্যমানা নৈবাপ্তভাবমুপযান্তি ন চ স্থিরত্বম্॥ ৩২
ধর্ম্মঃ সনাতনঃ সর্ব্বৈঃ সেবনীয়ঃ সদা মুনে। ধর্ম্ম এব পরো বন্ধুঃ পিতা মাতা পিতামহঃ॥৩৩
ধর্ম্মো গুরুঃ সত্য একো ধর্ম্ম এব পরা গতিঃ। ধর্ম্ম আত্মা ক্রিয়া ধর্ম্মস্তীর্থানি ধর্ম্ম এব হি॥৩৪
ধর্ম্মো ধনং সর্ব্বদেবো ধর্ম্ম এব ন সংশয়ঃ। ধর্ম্মঃ সম্পদ্বিপদ্ ধর্ম্মরাহিত্যং ব্যর্থজীবনম্॥৩৫

সদসৎকর্ম্মণাং দ্রষ্টা ধর্ম্ম এব সনাতনঃ । ধর্ম্মে মতিঃ পরো লাভস্তস্য স্বপচয়োঽন্যথা ॥ ৩৬
সা চাতুরী চাতুরী যা ধর্ম্মরক্ষাকরী ভবেৎ । সহস্রোপদ্রবৈর্যুক্তো যো ন ধর্ম্মং জহাতি হি ।
স ধীর উচ্যতে সদ্ভির্ধর্ম্মহা ত্বাত্মহা মতঃ ॥৩৭
ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে সুতঃ । ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে গেহং ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে ধনম্
ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে দেহো ধর্ম্মার্থে সুস্থিরা মহী ॥৩৮
ধর্ম্মার্থে বর্ষতীন্দ্রোঽপি ধর্ম্মার্থে তপতে রবিঃ । ধর্ম্মার্থে বহতে বায়ুর্ধর্ম্মার্থেঽগ্নির্জ্বলতে সৌ ॥
ধর্ম্মার্থানি পুরাণানি ধার্ম্মিকঃ পূজ্যতেঽমরৈঃ ॥৪০
অধার্ম্মিকমুখং দৃষ্ট্বা পশ্যেৎ সূর্য্যং সদা নরঃ ॥৪১
ধার্ম্মিকো যত্র তৎ তীর্থং স দেশো নিরুপদ্রবঃ । নাধর্ম্মে রমতাং বুদ্ধির্যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ ॥
ধর্ম্মশ্চতুষ্পাৎ সম্পূর্ণো বৃষরূপধরশ্চরন্ । পাতি লোকানিমান্ মূর্ত্তস্তস্মৈ ধর্ম্মায় বৈ নমঃ ॥ ৪৩
সত্যং দয়া তথা শান্তিরহিংসা চেতি কীর্ত্তিতাঃ । ধর্ম্মস্যাবয়বাস্ত্বেতে চত্বারঃ পূর্ণতাং গতাঃ ॥৪৪
সর্ব্বপ্রভেদৈঃ সম্পূর্ণা এতে সত্যযুগে মতাঃ । এতেষাং হ্রসতে পাদস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পুনঃ ॥
দ্বৌ পাদৌ পাদ একশ্চ কলৌ সোঽন্তেবিনঙ্ক্ষ্যতি । তস্মাদ্ধর্ম্মেমতিঃকার্য্যা সুরাসুরনরাদিভিঃ
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ । যথা স্বল্পমধর্ম্মং হি জনয়েৎ তু মহাভয়ম্ ॥ ৪৭
এতৎ পুরা ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । পৃষ্টঃ সনৎকুমারায় প্রোক্তবান্ হিতকৃন্নৃণাম্ ॥
তেনাহমুপদিষ্টোঽস্মি তবাবোচং বিশেষতঃ । শ্রোতুমিচ্ছসি জাবালে কিমন্যদ্ধার্ম্মিকোত্তম ॥
ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ব্যাসজাবালিসংবাদে ধর্ম্মমহাত্ম্যবর্ণনংনাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।
এবং শ্রুত্বা স জাবালিঃ প্রাহ ব্যাসং মুনীশ্বরম্ । সত্যাদের্বদ মে ভেদান্ ধর্ম্মাবয়বরূপিণঃ ॥১
ব্যাস উবাচ ।
অমিথ্যাবচনং সত্যং স্বীকারপ্রতিপালনম্ । প্রিয়বাক্যং গুরোঃ সেবা দৃঢ়ঞ্চৈব ব্রতং কৃতম্ ॥২
আস্তিক্যং সাধুসঙ্গশ্চ পিতুর্মাতুঃ প্রিয়ঙ্করঃ । শুচিত্বং ত্রিবিধঞ্চৈব হ্রীরসঞ্চয় এব চ ॥৩
এবং দ্বাদশধা সত্যং দয়াং মে বদতঃ শৃণু । পরোপকারো দানঞ্চ সর্ব্বদা স্মিতভাষণম্ ॥৪
বিনয়ো ন্যূনতাভাবস্বীকারঃ সমতামতিঃ । ষড়্‌বিধেয়ং দয়া প্রোক্তা শৃণু শান্তিমথো মুনে ॥৫
অনসূয়াল্পসন্তোষ ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ । অসঙ্গমো মৌনমেবং দেবপূজাবিধৌ মতিঃ ॥৬
অকুতশ্চিদ্ভয়ত্বঞ্চ গাম্ভীর্য্যং স্থিরচিত্ততা । অরুক্ষভাবঃ সর্ব্বত্র নিস্পৃহত্বং দৃঢ়া মতিঃ ॥৭
বিবর্জ্জনং হ্যকার্য্যাণাং সমঃ পূজাপমানয়োঃ । শ্লাঘা পরগুণেঽস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং ধৃতিঃ ক্ষমা ॥
আতিথ্যঞ্চ জপো হোমস্তীর্থসেবার্য্যসেবনম্ । অমৎসরো বন্ধমোক্ষজ্ঞানং সন্ন্যাসভাবনা ॥৯

সহিষ্ণুতা সুহৃৎস্বেষু অকার্পণ্যমমূর্খতা। এবমাদিগুণা বিপ্র শান্তিস্তেন প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥১০
অহিংসা ত্যাসনজয়ঃ পরপীড়াবিবর্জ্জনম্‌। শ্রদ্ধা চাতিথিসেবা চ শান্তরূপপ্রদর্শনম্‌ ॥১১
আত্মীয়তা চ সর্ব্বত্র আত্মবুদ্ধিঃ পরাত্মসু। ইতি নানাবিধাঃ প্রোক্তা অহিংসেতি মহামুনে ॥
জাবালিরুবাচ।
গুরূন্‌ বদ মহাভাগ বেদব্যাস জগদ্‌গুরো। গুরূণাং তারতম্যঞ্চ কস্মাৎ কিং ফলমুচ্যতে ॥১৩
ব্যাস উবাচ।
মাতা পিতা গুরুঃ শ্রেয়ান্‌ জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতামহঃ। শ্বশুরো মাতুলশ্চৈব তথা মাতামহঃ স্মৃতঃ ॥
পিতুর্জ্জ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠশ্চ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠা নিজস্বসা। পিতুঃস্বসা জনন্যাশ্চ স্বসা গুরুজনাঃ স্মৃতাঃ ॥
পত্ন্যঃ পিতামহাদীনাং তথৈব গুরবঃ স্মৃতাঃ। এতেষু হি পিতা শ্রেয়ান্‌ গুরুরেব মহাগুরুঃ ১৬
পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥
পিতা যস্য রুচিদ্রুষ্টো ন তস্যকস্যচিদ্গতিঃ। জপো দানং তপো হোমঃস্নানংতীর্থক্রিয়াবিধিঃ
বৃথৈব তস্য সর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যন্যানি কানিচিৎ ॥ ১৮
করোতি সর্ব্বদেবেশং পিতরঞ্চানুতপ্য যঃ। অনুতাপঃ পিতুস্তীব্রং বিষং দহতি যং সুতম্‌।
জপাদি বিফলং তত্র দগ্ধক্ষিত্যুপ্তবীজবৎ ॥ ১৯
পিত্রর্থে পুণ্যকর্ম্মাণি কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি সংসুতঃ। তেনানন্নমতোঽপ্যেবং কুর্ব্বন্নেবাবসীদতি ২০
যত্নাৎ তু পিতরং যস্তু কিয়ৎপুণ্যঞ্চ কারয়েৎ। স তৎপুণ্যফলং কোটিগুণমাপ্নোত্যসংশয়ম্‌ ২১
শৃণু বক্ষ্যে পিতুঃ স্তোত্রং বিষ্ণবেব্রহ্মণোদিতম্‌। নাভিপদ্মোদ্ভবোযেন তুষ্টাব পিতরং স তম্‌
ব্রহ্মোবাচ।
ওঁ নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব্বদেবময়ায় চ। সুখদায় প্রসন্নায় সুপ্রীতায় মহাত্মনে ॥ ২৩
সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপায় স্বর্গায় পরমেষ্ঠিনে। সর্ব্বতীর্থাবলোকায় করুণাসাগরায় চ ॥ ২৪
নমঃ সদাশুতোষায় শিবরূপায় তে নমঃ। সদাপরাধক্ষমিণে সুখায় সুখদায় চ ॥ ২৫
দুর্লভং মানুষমিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ। সম্ভাবনীয়ং ধর্ম্মার্থে তস্মৈ পিত্রে নমো নমঃ ॥ ২৬
তীর্থস্নানতপোহোমজপাদি যস্য দর্শনম্‌। মহাগুরোশ্চ গুরবে তস্মৈ পিত্রে নমো নমঃ ॥ ২৭
যস্য প্রণামস্তবনাৎ কোটিশঃ পিতৃতর্পণম্‌। অশ্বমেধশতৈস্তুল্যং তস্মৈ পিত্রে নমো নমঃ ॥ ২৮
ইদং স্তোত্রং পিতুঃ পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ। প্রত্যহংপ্রাতরুত্থায় পিতৃশ্রাদ্ধদিনেঽপি চ
স্বজন্মদিবসে সাক্ষাৎ পিতুরগ্রে স্থিতোঽপি বা। ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবাঞ্ছিতম্‌
নানাপকর্ম্ম কৃত্বাপি যঃ স্তৌতি পিতরং সুতঃ। স ধ্রুবং প্রবিধায়ৈব প্রায়শ্চিত্তং সুখী ভবেৎ ॥
পিতুঃ প্রীতিকরো নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মাণ্যথার্হতি ॥ ৩২
ব্যাস উবাচ।
পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণপোষণাৎ। অতো হি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ ৩৩
নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং নাস্তি বিষ্ণুসমঃ প্রভুঃ। নাস্তি শম্ভুসমঃ পূজ্যো নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ।
নাস্তিচৈকাদশীতুল্যং ব্রতং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্‌। তপোনানশনাৎ তুল্যং নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ

নাস্তি ভার্য্যাসমং মিত্রং নাস্তি পুত্রসমঃ প্রিয়ঃ। নাস্তি ভগ্নীসমা মান্যা নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ
ন জামাতৃসমং পাত্রং ন দানং কন্যয়া সমম্। ন ভ্রাতৃসদৃশো বন্ধুর্ন চ মাতৃসমো গুরুঃ॥ ৩৭
দেশো গঙ্গান্তিকঃ শ্রেষ্ঠো দলেষু তুলসীদলম্। বর্ণেষু ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠো গুরুর্মাতা গুরুষপি ৩৮
পুরুষঃ পুত্ররূপেণ ভার্য্যামাশ্রিত্য জায়তে। পূর্ব্বভাবাশ্রয়া মাতা তেন সৈব গুরুঃ পরঃ॥ ৩৯
মাতরং পিতরঞ্চোভৌ দৃষ্ট্বা পুত্রস্তু ধর্ম্মবিৎ। প্রণম্য মাতরং পশ্চাৎ প্রণমেৎ পিতরং গুরুম্ ৪০
মাতা ধরিত্রী জননী দয়ার্দ্রহৃদয়া শিবা। দেবী ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠা নির্দ্দোষা সর্ব্বদুঃখহা॥ ৪১
আরাধনীয়া পরমা দয়া শান্তিঃ ক্ষমা ধৃতিঃ। স্বাহা স্বধা চ গৌরী চ পদ্মা চ বিজয়া জয়া৪২
দুঃখহন্ত্রীতি নামানি মাতুরেবৈকবিংশতিম্। শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েন্মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বদুঃখাদ্ বিমুচ্যতে॥৪৩
দুঃখৈর্ম্মহদ্ভির্দূনোঽপি দৃষ্ট্বা মাতরমীশ্বরীম্। যমানন্দং লভেন্মর্ত্ত্যঃ স কিং বাচোপপদ্যতে ৪৪
ইতি তে কথিতং বিপ্র মাতৃস্তোত্রং মহাগুণম্। পরাশরমুখাৎ পূর্ব্বমশ্রৌষং মাতৃসংস্তবম্ ৪৫
সেবিত্বা পিতরৌ কশ্চিদ্ ব্যাধঃ পরমধর্ম্মবিৎ। লেভে সর্ব্বজ্ঞতাং যা তু সাধ্যতে ন তপস্বিভিঃ
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভক্তিঃ কার্য্যা তু মাতরি। পিতর্য্যপীতি চোক্তং বৈ পিত্রা শক্তিসুতেন মে

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে পিতৃমাতৃভক্তির্নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

জাবালিরুবাচ।

কোঽসৌ ব্যাধো ধর্ম্মবেত্তা পিত্রোঃ সংসেবকঃ পরঃ। কা বা সর্ব্বজ্ঞতা তস্যবিশ্রুতেতিমুনীশ্বর
বদ মে শৃণ্বতো ব্রহ্মন্ শ্রোতুং কৌতূহলং মম। গোপনীয়ং ভবতি চেৎ তথাপি বদ মে প্রভো
প্রপন্নায় চ ভক্তায় শুশ্রূষাভিরতায় চ। অনাপৃষ্টঞ্চ গোপ্যঞ্চ ব্রূয়ুঃ সানুগ্রহাঃ প্রভো॥ ৩

ব্যাস উবাচ।

অত্র তূদাহরাম্যেনমিতিহাসং পুরাতনম্। পিতা পরাশরোঽস্মং মে প্রোক্তবান্ পুণ্যকীর্ত্তনম্ ৪

পরাশর উবাচ।

তপোদেব ইতি খ্যাতো দ্বিজঃ কশ্চিদ্ গৃহী কৃতী। কৃতবোধঃ সুতস্তস্য ব্রাহ্মণস্য সুতেজসঃ॥
স ব্রাহ্মণসুতস্তত্র তপস্যাসক্তমানসঃ। তপ এব ব্রাহ্মণানাং ধনমিত্যেব নির্ণয়ী॥ ৬
নাভিনন্দ্যৈব পিতরৌ গন্তুমৈচ্ছদ্দৃঢ়াশয়ঃ। তং গন্তুমনসং দৃষ্ট্বা পুত্রং বিপ্রস্তদাবদৎ॥ ৭

তপোদেব উবাচ।

কিং তাত যাসি তপসে ময়ি বৃদ্ধে গৃহে স্থিতে। তব স্বল্পবয়াঃ প্রৌঢ়া ভার্য্যাপি তব বেশ্মনি॥
পুত্রান্ জনয় গার্হস্থ্যং কুরু পূজয় দেবতাঃ। পিতৄন্ যজাতিথীন্ সেব কৃতবিদ্যাশ্চ শীলয়॥ ৯
ইত্থং মমাজ্ঞয়া বিপ্র গৃহধর্ম্মান্ মহাগুণান্। নিরূপিতাংশ্চ মুনিভিশ্চরিতাংশ্চ মহাত্মভিঃ॥১০
চরিত্বা প্রাপ্য হি পরং শতযজ্ঞফলং গৃহে। পশ্চাৎ সর্ব্বং সুতে ন্যস্য তপোধর্ম্মং বিধাস্যসি॥১১

মমাপি পূর্ব্বপিতরশ্চক্রুরেবং হি সন্বিদঃ। মা যাপয় বৃথা কালং পিত্রাজ্ঞাতিক্রমাদিভিঃ ॥১২

পরাশর উবাচ।

এবমুক্তোঽপি বহুশঃ কৃতবোধো মহাত্মনা। অনাদৃত্য পিতুর্ব্বাক্যং জগাম তপসে মুনিঃ ॥১৩
ততঃ স দেবপীঠেষু হবিষ্যান্নরতোঽতপৎ। ন স্থৈর্য্যমাপ্তবাংস্তত্র ভৃশং ভীতো বিভীষয়া ॥১৪
ততো জগাম যত্নেন গঙ্গাতটমনুত্তমম্। যত্র কোটিগুণং পুণ্যং পাপঞ্চ বিততং ভবেৎ ॥ ১৫
তত্র স্নানঞ্চ পূজাঞ্চ জপদানাদিকং চরন্। দৃঢ়ীকৃত্য মনস্তস্থৌ নাভিনন্দতি কোঽপি তম্ ॥১৬
তত্রাপ্যুদ্বেজিতো লোকৈর্গঙ্গানুচররূপিভিঃ। সামুদ্রং প্রযযৌ তীরং যত্র নাস্তি নৃণাং গতিঃ ১৭
তত্র তিষ্ঠংস্তপস্তেপে নিষ্ফলাম্বুভোজনঃ। যযুর্দ্বাদশবর্ষাণি পুত্র তস্য তপস্যতঃ ॥ ১৮
সর্ব্বে বনচরাঃ পক্ষিমৃগা বিশ্বাসমাগতাঃ। ততঃ কালে তু কুত্রাপি দেহার্দ্ধং তস্য চাবৃণোৎ ১৯
বল্মীকপিণ্ডো বিপুলস্তত্র গর্ত্তেষু মূষিকাঃ। সর্পাদ্যা বিদধুর্ব্বাসং যযুস্তে জাতপুত্রকাঃ ॥ ২০
বর্ষাসু জলবর্ষেণ বল্মীকো গলিতো গতঃ। ততশ্চ পক্ষিণস্তস্য শীর্ষে কেশৈঃ সমাকুলে।
নীড়ং চক্রুস্তেঽপি জাতা জনিতৈর্বহুশাবকৈঃ ॥ ২১
তদ্দৃষ্ট্বা স মুনিস্তুষ্টঃ স্বং মেনে সিদ্ধতাপসম্। স তপোমৎসরো ভূতঃ প্রচচার বনে বনে ॥
কদাচিজ্জলধেস্তোয়ে স্নাতুং গচ্ছত এব হি। তস্য গাত্রে বকঃ যেন গচ্ছন্ বিষ্ঠামথাসৃজৎ ॥
তং তথাকারিণং বিপ্রঃ পক্ষিণং ক্রোধচক্ষুষা। তথৈব ভস্মসাচ্চক্রে বভূব বৃদ্ধমৎসরঃ ॥ ২৪
স্নাত্বা সারস্বতে তোয়ে বাসং গন্তুং মনোদধে। মধ্যাহ্নকালে বিপ্রস্য কস্যচিৎ তু গৃহং যযৌ ॥
অতিথির্ভবিতুং তস্য গৃহস্থস্যাঙ্গণে স্থিতঃ। দদর্শ ব্রাহ্মণং গেহে সেবমানং পিতুঃ পদে।
স্বোরৌ নিধায় নিদ্রালোর্নৈব কিঞ্চিৎ স চাব্রবীৎ ॥ ২৬
এবং বৃত্তে মুহূর্ত্তার্দ্ধেঽতিথির্ব্রাহ্মণমুক্তবান্। প্রেক্ষমাণশ্চ সক্রোধচক্ষুষা ভস্মকারিণা ॥২৭

অতিথিরুবাচ।

অহো ব্রাহ্মণদায়াদ চারিত্রং কিমিদং তব। অভ্যাগতং তে তিষ্ঠন্তং প্রাঙ্গণে মাং ন পশ্যসি।
ধর্ম্মঃ কিং তে গৃহে নাস্তি অতিথির্যেন সেব্যতে ॥ ২৮
অতিথির্যস্য ভবনান্নিরাশো যাতি সর্ব্বথা। সর্ব্বপুণ্যপরিত্যক্তো ভজেৎ পাপানি স ক্ষণাৎ ॥
অতিথির্ধর্ম্মরূপো হি গৃহস্থানাং গৃহে গৃহে। জিজ্ঞাসমানো গার্হস্থ্যধর্ম্মাংস্ত নিরপেক্ষকঃ ॥ ৩০
চরত্যে নবিদং নৈব শ্রুতং তে গৃহিপুত্রক। গৃহং দৃষ্ট্বা গৃহস্থানামাগচ্ছত্যতিথিঃ খলু।
তত্র চেন্নার্চ্চিতস্তর্হি বনং তৎ শ্বপচালয়ঃ ॥ ৩১
যথাযোগ্যন্ত সেবেত বাচা মধুরয়া ততঃ। নো চেৎ পচেত নরকে ক্লপ্তে ব্রাহ্মণবালক ॥৩২
চাণ্ডালং ব্রাহ্মণং বাপি যো নার্চ্চয়তি চাতিথিম্। আত্মসম্ভাবনো মূর্খঃ প্রত্যুপকারচিন্তকঃ।
ন মুখং তস্য পশ্যন্তি নরকে পতিতা অপি ॥ ৩৩
ত্বন্তু মে বচনেনাপি নাতিথ্যং বিহিতং কিয়ৎ। যামি স্থামভিশপ্যৈব পশ্য মে ব্রাহ্মণং বলম্ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

অতিথে কিং ময়ি ভবান্ ক্ষিপতি ক্রোধদর্শনম্। অতিথির্ধর্ম্মরূপো বৈ যত্ত্বং চরসি ভূতলে ॥

অতিথিত্বং গৃহিত্বঞ্চ সম্বন্ধোহয়মপেক্ষিতঃ । অন্যথা বনবৃক্ষস্ত কিং নাভূদতিথির্ভবান্ ॥ ৩৬
অহং পিত্রা পরাধীনঃ পিত্রাজ্ঞানুচরঃ সদা । যৎ করোমি ধনোপায়ং তৎ সর্ব্বং পিতুরেব মে
ভার্য্যা পুত্রশ্চ ভৃত্যশ্চ ন স্বতন্ত্রাঃ কদাচন । সদা স্বামার্থকর্ম্মাণো যত্নৈতে তস্য তদ্ধনম্ ॥৩৮
মৎপিতুর্হ্যতিথিস্ত্বং বৈ নিদ্রাণশ্চ পিতা মম । নাহং গৃহী নাতিথিস্ত্বং নিদ্রাণশ্চ পিতা গৃহী ॥
এতস্য নিদ্রাভঙ্গো হি ন মে ধর্ম্মঃ সতাং মতঃ । অপিচেহ গৃহস্থস্য পুত্রো ভার্য্যা চ বেশ্মনি ॥
গৃহানুপস্থিতে চাস্মিন্ কিং স্ব ধর্ম্মং ন রক্ষতি ॥৪১
সুশীলো যদ্গৃহেপুত্রঃ স্ত্রীচ শীলান্বিতা যদি । তদা তস্য গৃহং পূর্ণং ধর্ম্মেণ সুখদেন হি ॥ ৪২
ভার্য্যায়াং তনয়ে বাপি ন্যস্য ধর্ম্মগৃহং পুমান্ । বিজ্বরশ্চরতি হেবং প্রাহুর্ধর্ম্মনিরূপকাঃ ॥ ৪৩
সত্যমেবং কিন্তু ভবান্নাতিথিঃকিল কেবলম্ । বিহগং ভস্মসাৎ কৃত্বা মাৎসর্য্যেণ চরস্যপি ॥
তস্মান্নাহং বকঃ পক্ষী পিত্রোঃ সেবাবৃতো হ্যহম্ ত্বমপিব্রাহ্মণো ভুঙ্ক্ষে দংসে যংসে স্বমেবহি
কিমপ্রাপ্য পরস্মাৎ তু ক্রুধ্য শান্তিং সমাচর ॥ ৪৫
গৃহেষু গৃহিণাং স্বান্নবস্ত্রাদি নেতুমাব্রজন্ । স্বয়মেবাতিথিস্তত্রাদাতাঙ্গস্যাপহৃদ্ গৃহী ॥৪৬
তস্মাদ্ গৃহিণ এবেহ দণ্ডযোগ্যত্বমিষ্যতে । অতিথিঃ কেন দূয়েত তস্মাচ্ছান্তিং সমাচর ॥ ৪৭

অতিথিরুবাচ ।

কুতস্ত্বযেদৃশং জ্ঞানংজানীষে যৎপরোক্ষকম্ । ভস্মীকৃতো ময়া ক্রৌঞ্চো মাৎসর্য্যাঞ্চাশ্রিতং ততঃ
ক্লেশয়িত্বা ময়া দেহং যন্ন জ্ঞানমুপার্জ্জিতম্ । তত্ত্বমেতেন বয়সা কুতঃ সমুদপাদয়ঃ ॥৪৯
যস্ত ক্রৌঞ্চো ময়া ভস্মীকৃতঃ কঃ স তদুচ্যতাম্ । কেন ত্বৎসদৃশং জ্ঞানংপ্রাপ্নুয়াং তন্নিদিশ্যতাম্
ত্বং মে গুরুরভূঃ স্বল্পবয়া অপি মতিপ্রদঃ ॥৫১

পরাশর উবাচ ।

এবমুক্তঃ সোঽতিথিনা ত্যক্তমৎসরচেতসা । তত্র বিস্ময়যুক্তেন দ্বিজস্তং দ্বিজমব্রবীৎ ॥৫২

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

যাহি বারাণসীং বিপ্র তত্র কশ্চিদ্ বসত্যুত । ব্যাধঃ সাধুর্স্বশীলস্তুলাধার ইতি শ্রুতঃ ॥ ৫৩
স তে নিঃসংশয়ং সর্ব্বং কথয়িষ্যতি ধার্ম্মিকঃ । দৃষ্ট্বৈব চরিতং তস্য তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি ॥
পুরা জাবালিনাম্নে স দদৌ জ্ঞানং দ্বিজাতয়ে । তন্নিদর্শনিজং ধর্ম্মং কিমদেতচ্চরাম্যহম্ ॥ ৫৫
ইহ ক্ষণঞ্চোপবিশ পিতা মে প্রতিবুধ্যতু । এতেন পূজিতস্তত্র যাস্যসি জ্ঞানবৃদ্ধয়ে ॥৫৬

পরাশর উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ সোঽতিথির্ব্যাস পরমংবিস্ময়ংগতঃ । তূষ্ণীং স্থিতঃ কিঞ্চিদপি নোবাচ সাধ্বসাধু বা
তৎক্ষণাদেব গন্তুং স মতিং চক্রে ত্বরান্বিতঃ । এতস্মিন্নেব কালে তু গৃহস্থঃ প্রতিবুদ্ধবান্ ॥৫৮
দৃষ্ট্বাতিথিমুবাচেদং শৃণ্বতস্তস্য তস্য চ । কিং ময়া চরিতং ভদ্রং বিপ্রোঽয়মতিথির্মম ॥৫৯
নিদ্রয়া মরণেনৈব সমাপন্নে ময়ি হ্যয়ম্ । কতিকালং সমায়াতস্তিষ্ঠন্নেবাঙ্গণে মম ॥ ৬০
পুত্রশ্চ ধর্ম্মভীরুর্মে মন্নিদ্রাপায়ভীতিতঃ । স্বোরৌ নিধাপিতৌ পাদৌ মদীয়ৌ নাপ্যপাকরোৎ
তস্মাদমাপরাধোঽয়মতিথির্যেন বঞ্চিতঃ । স এবমদ্ভুতৈপ্যেব স্বয়ং স্বেনৈব ভুং ত্বদা ॥৬২

অপূজয়দ্ যথাশক্তি সোঽতিথিস্তেন পূজিতঃ। উষিত্বা রজনীং তাঞ্চ প্রাতরুত্থায় বৈ ততঃ॥
প্রণম্য তং দ্বিজসুতং ব্রাহ্মণংগৃহিণং তথা। বারাণসীং যযৌ শীঘ্রং যত্র ব্যাধস্তুলাধরঃ॥ ৬৪
দদর্শ তত্র বিপণৌ বিক্রীণানং মৃগামিষম্। স্ত্রিয়া সহ তুলাধারং জ্বলন্তং ধর্ম্মতেজসা॥৬৫
তিষ্ঠন্তং সম্মুখে তচ্চ তুলাধারঃ সমীক্ষ্য তম্। প্রোবাচ ব্রাহ্মণং সায়মতিথিংসমুপাগতম্॥৬৬

ব্যাধ উবাচ।

স্বাগতন্তে দ্বিজসুত প্রোষিতোঽসি দ্বিজাতিনা। মৎসন্নিধানং মাৎসর্য্যাং তেন নিঃসারিতং তব
যৎ ত্বয়োপার্জ্জিতং পক্ষিনীড়ীকৃতশিরেণ বৈ॥৬৭
ছেৎস্যামি তব সন্দেহং ব্রহ্মন্ যস্তে হৃদিস্থিতঃ। গৃহান্ মম সমাগচ্ছ ত্বং সায়মতিথিঃ কিল॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স দ্বিজস্তেন ব্যাধেন চরিতাত্মনা। পরমং বিস্ময়ং প্রাপ্তো ন বক্তুমশকদ্ যতঃ॥৬৯
সহ তেন গতস্তস্য ভবনং সাধুধর্ম্মিণঃ। দদর্শ ভবনং চারু নানাশোভাবিরাজিতম্॥৭০
তত্র ব্যাধস্তুলাধারঃ প্রণম্য পিতরৌ গৃহে। ভার্য্যয়া সহধর্ম্মিণ্যা পশ্যতশ্চ দ্বিজন্মনঃ॥৭১
তস্থৌ তয়োস্তু পুরতঃ পিত্রোর্ব্যাধঃ সুভক্তিমান্। তথাভূতং স্থিতং তচ্চ ব্যাধং ধর্ম্মবতাংবরম্
পিতা প্রোবাচ মুদিতঃ সেব্যতামতিথিঃ সুত॥ ৭২
ইত্যাজ্ঞপ্তঃ পিতৃভ্যাং স যথাবিধি যথাধনম্। ব্রাহ্মণং পূজয়ামাস যথাযোগ্যং যথামতি॥৭৩
বিশ্রান্তে সুখমাসীনে ব্রাহ্মণে ব্যাধ এব সঃ। সম্পূজয়িত্বা পিতরৌ যথাকালক্রিয়োচিতম্॥
স্বভোজনাদিদ্রব্যার্থং নিযোজ্য চ প্রিয়াংসতীম্। অতিথের্নিকটংগত্বা জিজ্ঞাসোরুষিতোঽভবৎ
তং দৃষ্ট্বা মুদিতো বিপ্রঃ পপ্রচ্ছ চিরমীপ্সিতম্। বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ো ব্যাস ব্রাহ্মণপুত্রকঃ॥৭৬

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কুতস্তবেদৃশংজ্ঞানং গুরোস্তু সমুপার্জ্জিতম্ কেন মে তাদৃশংজ্ঞানং সম্পদ্যেত বদস্ব তৎ॥৭৭
ময়া ভস্মীকৃতঃ ক্রৌঞ্চঃ সবা ক ইতি মে বদ। তপসা দেহশোষেণ যজ্জ্ঞানং নার্জ্জিতংময়া
তৎ ত্বং যাদৃচ্ছিকো লব্ধঃ কথমামিষবিক্রয়িন্॥৭৮

ব্যাধ উবাচ।

শৃণুষ দ্বিজদায়াদ-বৃত্তান্তং মম যত্নতঃ। পুরাহং বালকং কঞ্চিদ্ বনে ব্রাহ্মণমুত্তমম্॥৭৯
তেজোরাশিং দুর্নিরীক্ষ্যং জ্বলন্তমিব পাবকম্। দৃষ্ট্বা ক্রীড়াঃ পরিত্যজ্য তমেবানুগমং মুদা ৮০
তত্রৈকদাহং বিপিনে পক্ষিণং ধৃতবানপি। ময়া গৃহীতঃ পক্ষী স জালবদ্ধো জরন্নপি॥৮১
রুরাব ব্যাকুলস্তত্র পক্ষিণস্তস্য চাত্মজঃ। পূর্ব্বপোষমনুস্মৃত্য পিত্রে বারি দদৌ কিয়ৎ॥৮২
সম্ভ্রমাৎ তত্র জালে চ পপাত চ মমার চ। স পক্ষিতনয়ঃ পক্ষিবপুর্হিত্বা চ তৎক্ষণাৎ॥৮৩
ধৃত্বা দিব্যং বপুঃ সর্ব্বৈঃ স্তূয়মানং যযৌ দিবম্। তদ্দৃষ্ট্বাশ্চর্য্যমতুলং বিস্ময়াবিষ্টমানসম্॥৮৪
মামুবাচ স বৈ বিপ্রঃ পৃষ্টশ্চ জ্ঞানিনাংবরঃ। ব্যাধপুত্র শকুন্তোঽসৌ ত্বয়া বদ্ধস্য পক্ষিণঃ॥
ঔরসস্তনয়ঃ পূর্ব্বং স্মৃত্বা পিত্রে দদৌ জলম্। অবিচিন্ত্যৈব মরণং পিতরং তমপূজয়ৎ॥৮৬

এতেন কর্ম্মণা তস্য গতিরেষাভিপদ্যতে। বাল ত্বমপি পিতরৌ সেবস্ব দেশিতো ময়া।
দিব্যং জ্ঞানং বপুশ্চাপি ভবিষ্যতি তব ধ্রুবম্ ॥৮৭
ইত্যেবমুক্তস্তেনাহং গুরুণা ব্রাহ্মণেন হি। প্রতিজ্ঞায় সদা পূজাং পিত্রোরেতাং চরাম্যহম্॥
নাহং জানে তপো দানব্রতযজ্ঞাদিকঞ্চ যৎ। পিত্রোশ্চরণয়োঃ সেবামেবৈকাংজান এব হি॥
যম্মে জ্ঞানং সমুৎপন্নং পিত্রোঃ সেবাফলঞ্চ তৎ॥ ৯০
প্রাতরুত্থায় তং বিপ্রং পিতৃসেবোপদেশকম্। প্রণম্য পিতৃসেবাঞ্চ করোমি তদনন্তরম্॥ ৯১
ক্রীত্বা মাংসানি বিক্রীয় বৈশ্যবৃত্তির্গৃহং চরে। ভার্য্যাপি লব্ধা সুভগা মদেকপতিদেবতা॥
তয়া সহ চরে ধর্ম্মং পিতৃসেবাং তথাতিথে। ত্বন্তু পিত্রাননুমতো দেহকর্ষণমুগ্রকম্॥ ৯৩
অত্যত্রালব্ধশরণঃ সিন্ধুতীরেঽচরস্তপঃ। যত্র বৈ মূষিকাহ্লাদ্যা বরং বিশ্বাসমাগতাঃ॥৯৪
ত্বামদৃষ্ট্বা তব পিতা বহ্বনুতপ্তবাংস্তথা। তেন তে বিহিতস্যোগ্রং তপোঽস্থিরমভূন্নমু॥ ৯৫
যেতং তদ্বকরূপেণ তপস্তে খমুপাশ্রিতম্। তব পিত্রনুতাপাগ্নের্ভস্ম দৃষ্টং ত্বয়া ক্ষণাৎ॥
নিঃস্বতে তপসি হ্যগ্রে সাহঙ্কারোঽভবত্তবান্। অতএবাধুনা বিপ্র মদ্বাক্যমবধায় হি॥ ৯৭
গৃহান্ গত্বা প্রযত্নেন পিতরৌ যজ সর্ব্বথা। যে সেবেতে পরিত্যজ্য বৃথাহধ্যা দেহকর্ষণম্।
এবং তবোদিতং সর্ব্বং লপ্স্যসি হৃভিবাঞ্ছিতম্॥ ৯৮
দুরদৃষ্টবশান্মর্ত্ত্যঃ পুংসো রেত উপাশ্রিতঃ। বসতে মাতুরুদরে মাসান্ দশ দিনানি চ॥ ৯৯
দুঃখালয়ে বসংস্তত্র ভুঙ্ক্তে মাসচতুষ্টয়ে॥ ১০০
তদা তু পূর্ব্বজনুষাং দুঃখানি স্মরতি দ্বিজ। কথঞ্চিৎ সংস্তভ্য মনো বদত্যেবং হরিংস্মরন্॥
নমো ভগবতে তুভ্যং নারায়ণ জগৎপতে। লোকপিত্রে লোকধাত্রে লোককর্ত্রে হরে নমঃ॥
প্রদাত্রে সুখদুঃখানাং তত্তৎকর্ম্মানুরূপতঃ। ত্বত্তো হি জায়তে জন্তুর্ধৃত এব ত্বয়া পুনঃ॥১০৩
কুকর্ম্মফলজংদুঃখংভুঙ্ক্তে ত্বৎসেবয়া সুখম্। অতোঽস্মান্নিঃসৃতো গর্ভাত্ত্বামেবপিতরৌ বিভো
সেবিষ্যামি যতো নৈব জন্মমৃত্যুব্যথাং ভজে॥১০৪
এবং বদন্ হরিমিব সাক্ষাৎ পশ্যন্ দ্বিজোত্তম। সূতিকাবায়ুনাকৃষ্টো গর্ভান্নিঃসরতে স বৈ॥
কোটিবৃশ্চিকদষ্টস্য পীড়ামাপ্নোত্যসৌ তদা। ইত্থন্তু মৃত্যুকালেঽপি ব্যথামাপ্নোতি দেহভৃৎ॥
ততো জাতশ্চ সংবৃদ্ধোমাত্রাচ পরিপোষিতঃ। পিত্রোঃ সংসেবয়া দেবাঃ পিতরস্তুষ্টতোষিতাঃ
ততঃ সদ্গুরুমাপ্নোতি সদ্দৈবতনিদর্শনম্। এবংজন্তুঃ সুখংভুক্ত্বা পরত্র চাপ্নুতে সুখম্॥ ১০৮
পরাশর উবাচ।
ইত্যুক্তঃ স দ্বিজসুতঃ প্রসন্নাত্মা তুলাধৃতা। পিতরৌ কেন তুষ্যেতামিতি প্রাতর্গৃহংযযৌ॥১০৯

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে তুলাধারোপাখ্যানং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতোঽপিকথিতঃ শ্রেয়ান্ মন্ত্রজ্ঞানপ্রদোগুরুঃ। নতেস্বে পতিপুত্রাদ্যাযে ন মৃত্যোর্বিমোচকাঃ.
দুর্লভং মানুষং জন্ম প্রাপ্য যো গুরুদীপতঃ। ন দৃষ্টবান্ পরং ব্রহ্ম ভুক্তং তেন বিষং স্বয়ম্ ॥২
অজ্ঞানতমসাকীর্ণং চেতো জন্তোঃ স্বয়ং গুরুঃ। জ্ঞানাঞ্জনেন সম্মার্জ্জ্য করোতি ব্রহ্মনির্ম্মলম্ ॥
চিরন্তনতমোজুষ্টং জন্তোরন্তরমেব হি। কো হন্তঃ শ্রীগুরোঃ পাদান্নির্ম্মলং কুরুতেঽর্চ্চিষঃ ॥৩
যমং লোকনিয়ন্তারং লোকে নির্দ্দোষদুর্লভে। মোচয়েদ্গুরুরেবৈকস্তস্মাদ্ যত্নাদ্গুরুং ভজেৎ
শান্তং সুশীলং ধর্মজ্ঞং শাস্ত্রজ্ঞং চারুদর্শনম্। দয়ালুং পুত্রিণং দান্তং গৃহস্থং গুরুমাশ্রয়েৎ ॥৬
বয়োজ্যেষ্ঠমপিতরমভ্রাতরমবৈরিণম্। অমাত্তামহমজ্ঞানশাঠ্যশূন্যং তথা যতিম্ ॥ ৭
অন্তর্ব্বহিস্তুল্যচেষ্টং সদা সস্মিতভাষণম্। গৃহেঽনাসক্তবৎসন্তং স্বয়ং যোগ্যো গুরুং ভজেৎ ৮
গুরুপুত্রেষু পৌত্রেষু গুরুভ্রাতৃষু যো ভিদাম্। কুর্য্যাৎ স উচ্যতে মূঢ়ো গুরুহা ধর্ম্মলোপকৃৎ ॥
তস্মাদ্গুরোর্ব্বংশজাতং বয়োঽল্পমপি পণ্ডিতম্। গুরুং কুর্য্যাত্তু দীক্ষায়ামবিচার্য্য গুরোঃকুলম্
নানামূর্ত্তির্যথা দেবো নানামূর্ত্তিস্তথা গুরুঃ। পুত্রপৌত্রাদিরূপেণ জাবালে নাত্র সংশয়ঃ ॥১১
দেবানাঞ্চ গুরূণাঞ্চ ভেদো বাগ্যাদিনা কৃতঃ। পাতয়েন্নরকে তীব্রে গুরুভেদকরং নরম্ ॥১২
ঊর্দ্ধস্তিষ্ঠেদ্গুরোরগ্রে লব্ধানুজ্ঞো বসেৎ পৃথক্। নিবীতবাসা বিনয়ী ভীতস্তিষ্ঠেদ্গুরোঃপুরঃ।
গুরৌ তিষ্ঠতি তিষ্ঠেত উষিতেঽস্যাজ্ঞয়া বসেৎ ॥১৩

শয়িতে চরণৌ সেবেদভ্যায়াতে চ ধারয়েৎ। চাপল্যংপ্রমদাগাথাং হুঙ্কারঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥১৪
নাপৃষ্টো বচনং কিঞ্চিদ্ব্রূয়াদ্যত্রাপি নিষেধয়েৎ। পাদোদকং পিবেন্মূর্দ্ধ্না ধারয়েৎ পূজয়েদপি ॥
অন্যত্র ন মনো দদ্যাদ্ভোজয়েন্মিষ্টমাহৃতম্। অবশিষ্টঞ্চ ভুঞ্জীত শিষ্য এবংবিধো মতঃ ॥১৬
গুরৌ সাক্ষাৎ স্থিতে মর্ত্তাঃ পৃথক্ পূজাং ন চাচরেৎ। শান্তত্বাদিগুণৈর্যুক্তঃপিত্রোর্ভক্তিযুতঃসুধীঃ
শিবপূজারতঃ সাধুঃ শিষ্য আত্মা গুরোর্মতঃ। চতুর্ণামেব বর্ণানাং স্ত্রীণাঞ্চ ব্রাহ্মণো গুরুঃ ॥১৮
ব্রাহ্মণো জ্ঞানবৃদ্ধো হি কনিষ্ঠোঽপি গুরুর্ভবেৎ। স্ত্রিয়স্তু গুরুসম্বন্ধাদ্গুরুরপ্যুচ্যতে দ্বিজ ॥১৯
গুরুস্তন্ত্রশ্চ মন্ত্রশ্চ গোপনীয়াঃ প্রযত্নতঃ। প্রকাশাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাদিত্যাহ ভগবাঞ্ছিবঃ ॥২০
শৌক্রং তথা চ সাবিত্রং দৈক্ষঞ্চ জন্ম সম্মতম্। জন্মত্রয়ংব্রাহ্মণানাং স্ত্রীশূদ্রাণাং দ্বিজন্মতা ॥২১
গুরুং তন্ত্রং দেবতাঞ্চ ভেদয়ন্ নরকং ব্রজেৎ। গঙ্গাদুর্গাহরীশানাং ভেদকৃন্নারকী যথা ॥ ২২
পতিরেব গুরুঃ স্ত্রীণাং যদি স্যাৎ পতিতো ন চ। ভার্য্যায়া দেবপূজায়ামনুকূলো ভবেৎপতিঃ
স্বামিপ্রেমকরী ভার্য্যা সর্ব্বদা সুখমশ্নুতে। ভার্য্যা স্যাৎপতিসেবায়াংসদা দক্ষা হ্যকল্মষা ॥২৪
মাতাপিত্রোঃ পুত্রইব যথোক্তং পূর্ব্বতস্তব। অলোলুপা ভবেন্নারী লজ্জাশীলা চ সর্ব্বতঃ ॥২৫
নির্লজ্জা শয়নে পত্যুঃ সস্মিতা স্যাৎ সদৈব হি। অন্তরং দুঃখদূনঞ্চ দর্শয়েৎ স্নিগ্ধমুত্তমম্ ॥২৬
পুত্রাণাং পালনং কুর্য্যাৎ পুত্রবুদ্ধিঃ পরাত্মজে। স্বামিনঃ সুখদুঃখেষু তথা স্যাৎ স্বয়মেব হি ॥
প্রোষিতে চ সুখং জহ্যাদেবং নার্য্যাঃ শুভং ভবেৎ। গৃহে দ্রব্যাণি রক্ষেত সাবধানা চ সর্ব্বতঃ

অন্নাদেঃ সংবিভাগঞ্চ কুর্য্যাৎ সুচতুরা সতী। এবংবিধা তু যা নারী সা সর্ব্বৈঃ পূজ্যতে দ্বিজ॥
তয়া চ ধ্রিয়তে পৃথ্বী লোকানাং দেবতা চ সা। গৃহেষু তনয়া ভূষা ভূষা সংসৎসু পণ্ডিতঃ॥৩০
সুবুদ্ধিঃ পুংসুভূষা স্যাৎস্ত্রীষু ভূষা সলজ্জতা। অপণ্ডিতো মৃতো বিপ্রো মৃতো যজ্ঞোহদক্ষিণঃ
মৃতা সভা সুধীহীনা মৃতা নারী গতত্রপা। নদী চ জলহীনেব কৃষ্ণহীনা মতির্যথা॥৩২
রাজহীনা যথা ভূমিঃ পতিহীনা তথাবলা। যৌবনং বিবিধা ভূষা চারুকেশাদিধারণম্।
দেহশোভা চ নারীণাং বিধবানাং ন শোভতে॥ ৩৩
ইতোবমুক্তং নমু কাশ্যপেয় যদেব পৃষ্টং ভবতা মমৈব।
সংকীর্ত্তনীয়ং পরমং পবিত্রং শ্রাব্যং গুরূণাং চরিতং নরাণাম্॥ ৩৪
পিত্রোঃ সুতানাং পতিষু স্ত্রিয়াঞ্চ গুরৌ চ শিষ্যস্য সুভক্তিদঞ্চ।
অতঃপরং কিং কথনীয়মত্র প্রব্রূহি তচ্ছ্রোতুমনাস্ম্যত্র॥ ৩৫

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গুরূণাং নির্ণয়ো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

জাবালিরুবাচ।

তীর্থানি বদ মে ব্রহ্মন্ বেদব্যাস জগদ্গুরো। দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ যানি সন্তি বিশেষতঃ ১
তেষাং ফলং স্বরূপঞ্চ নাম কার্য্যবিধিশ্চ যঃ। তৎসর্ব্বং মে বিশিষ্যৈব শুশ্রূষোর্বক্তুমর্হসি॥২

ব্যাস উবাচ।

তীর্থানি সন্ত্যসঙ্খ্যানি দিবি ভূমৌ নভস্যপি। তেষাং প্রাধান্যতঃ প্রাহ তীর্থানাং বায়ুরেব হি
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তত্র বচ্মি কিয়ন্তি তে॥ ৩
কানিচিদ্বাক্যরূপাণি জলরূপাণি কানিচিৎ। কানিচিদ্দেশরূপাণি দেহকালাত্মকানি চ॥৪
কানি চেন্দ্রিয়রূপাণি তরুরূপাণি কানিচিৎ॥ ৫
দেবতানামধিষ্ঠানস্থানং তীর্থমিহোচ্যতে॥৬
ফলস্বরূপতত্ত্বেন শৃণু তীর্থানি বক্ষ্যতে। যাস্যাহ দেবী রুদ্রাণী সখ্যৌ স্বে বিজয়াং জয়াম্॥৭

জাবালিরুবাচ।

কুত্র দেবী তু রুদ্রাণী ত্রৈলোক্যজননী শিবা। সখীং জয়াঞ্চ বিজয়াং তীর্থানি কেন বাব্রবীৎ ৮
এতন্মে পৃচ্ছতো ব্রহ্মন্ রুদ্রাণীমুখপঙ্কজাৎ। নির্গতং তীর্থমাহাত্ম্যপীযূষং পাবনং পরম্॥৯
কস্তভ্যং কথয়ামাস তদুপাখ্যানমদ্ভুতম্। যতঃ শ্রুত্বা কৃতার্থোঽহং ভবেয়ং জগতাং গুরো॥১০

ব্যাস উবাচ।

কদাচিৎ পার্ব্বতী দেবী কৈলাসশিখরে স্থিতা। সাকং জয়াবিজয়াভ্যাং সখীভ্যাং রহসি দ্বিজ
সুখাসীনাঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা দেবীং তে বিজয়াজয়ে। কৃতাঞ্জলিপুটে ভূত্বা প্রোচতুঃ পূর্ব্ববাঞ্ছিতম্॥

সখ্যাবূচতুঃ।

গিরিজে ভগবত্যম্ব দুর্গে গিরিশভাবিনি। আবয়োর্বাঞ্ছিতং কিঞ্চিৎ সম্পূরয় শুভাননে ॥১৩
সর্ব্বদেবসমারাধ্যে প্রসীদ জগদম্বিকে। চিরং নৌ বাঞ্ছিতং তীর্থাণ্যবগাহয় দর্শয় ॥১৪

ব্যাস উবাচ।

এবমুক্তা তু সা দেবী সখীভ্যাং সুস্মিতাননা। উবাচ বচনং দুর্গা লোকদুর্গতিতারিণী ॥১৫

দেব্যুবাচ।

মমেষ্টমিদমাগচ্ছ বিজয়ে জয়য়া সহ। সর্ব্বতীর্থানি বাং সখ্যৌ দর্শয়ে স্নাপয়েঽধুনা ॥১৬
ইত্যুক্ত্বা সহ তাভ্যাং সা মুদিতাভ্যাং শিবা সতী। হিমালয়মগাদ্ যত্র গঙ্গা বহতি বেগিতা
তত্র তাং বেগিনীং গঙ্গাং দৃষ্ট্বা বগাহ্য পার্ব্বতী। প্রতিগন্তুং মনশ্চক্রে সহ তাভ্যাং স্বমালয়ম্
তাং দৃষ্ট্বা প্রতিগচ্ছন্তীমাহতুস্তে বিজালিকে ॥১৮

সখ্যাবূচতুঃ।

ক্বগচ্ছসি মহেশানি অসম্পূর্ণা মনো হি নৌ। কৃতেচ্ছয়োঃ সর্ব্বতীর্থেতীর্থমেকন্তু লব্ধয়োঃ ১৯

দেব্যুবাচ।

সখ্যৌ কিমিতি ন স্নাতং তীর্থেষু সকলেষু চ। কিং ন জানাসি গঙ্গেয়ংসর্ব্বতীর্থপ্রসূরিতি ॥২০
ন কেবলন্তু তীর্থানাং প্রসূরেষা সদা শিবা। সর্ব্বেষামপি লোকানাং ধর্ম্মাণামপি দেবতা ॥২১
পবিত্রাণি বিধায়ৈব ভুবনানি চতুর্দ্দশ। ত্রৈলোক্যে ভাতি দেবীয়ং দীপ্যমানা বিভুঃ কিল ॥
এতয়াধিষ্ঠিতং সর্ব্বমূর্দ্ধমাকাশমেব চ। ভূতলঞ্চ তলস্থানং গিরীণাং শিখরাণি চ।
গুণৈস্তুল্যানি পুণ্যানি তানি নৈবাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩
মুক্তিস্থানং সুখস্থানং বাসস্থানং তদেব তু। অশোকমভয়ঞ্চৈব যত্র গঙ্গা প্রতিষ্ঠিতা ॥২৪
স্বর্গশ্চৈষ সুখঞ্চেদং মোক্ষ এব চ পঞ্চধা। সম্পদেষা যশশ্চৈতদ্ যদ্গঙ্গাদর্শনাদিকম্ ॥ ২৫
ন ব্রহ্মাণ্ডমনাশ্রিত্য সৃষ্টিঃ কাপি প্রবর্ত্ততে। নৈতাং গঙ্গামনাশ্রিত্য তীর্থং কিঞ্চিদ্বিরাজতে ২৬
স্ত্রীরাজসুতগোঘ্নঞ্চ গুর্ব্বাত্মহননমেব চ। মাতেব পাতি গঙ্গৈষা যমদণ্ডমহাভয়াৎ ॥২৭
দানযজ্ঞজপস্নানতপাংসি মুক্তিদানি চ। কৃতানি যেন তেনৈষা গঙ্গা দেবী সমাশ্রিতা ॥২৮
ইয়ং সুরনদী পুণ্যা গঙ্গা ত্রিপথগা নদী। যদা ন স্মর্য্যতে সখ্যৌ তদৈব বিপদঃ পরাঃ ॥২৯
ভক্তির্যস্য তু নাস্ত্যস্যাং সর্ব্বে ধর্ম্মাস্ত্যজন্তি তম্। সদা হ্যপ্রিয়বাক্যস্য লোকা ইব সখীদ্বয় ॥৩০
অহমেষা শিবো বিষ্ণুস্ত্বেনৈষাং ভিদা ন হি। কিং বর্ণিতেন বহুনা হেসখ্যৌ বিজয়ে জয়ে।
যুবাভ্যাং সর্ব্বতীর্থানি স্নাতানি কলিতানি চ ॥৩১

সখ্যাবূচতুঃ।

প্রতীতিঃ কেন মেঽত্রস্যাদ্যৎ ত্বয়াস্যাস্তু বর্ণিতম্। অচক্ষুর্গোচরীভূতং ন প্রতীয়ন্তি পণ্ডিতাঃ ॥

দেব্যুবাচ।

স্বহিগঙ্গামিমাংসখ্যৌসাক্ষাম্মেভক্তিভাবিতে। সর্ব্বতীর্থোদ্ভবাংদেবীংগঙ্গাঞ্চেদ্ব্রহ্মাণ্ডথোঽচিরাৎ
মমৈব বচনাদত্র যুবয়োর্মুখতো ধ্রুবম্। নির্গমিষ্যতি যদ্বাক্যং ভবেদ্ গঙ্গাস্তবো হি সঃ ॥৩৪

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তেতে তয়া সখ্যা বিজয়া চ জয়াতথা। ত্রৈলোক্যপাবনীংদেবীংস্তোতুং যোগ্যেবভূবতুঃ সখ্যাবূচতুঃ।

নমঃ প্রসীদাম্ব মহেশি মাতর্গঙ্গে ত্রিলোকাখিলদুঃখহন্ত্রি।
বিষ্ণোঃ পদং তৎ পরমস্তু লব্ধা ত্রৈলোক্যমাপ্লাবসি সাধিতার্থম্॥ ৩৬
ত্বাং স্তৌমি পশ্যামি পরাবরেশে নমামি কায়াবয়বৈরপি ত্বাম্।
অজ্ঞানমোহান্ধতমোনিরস্তচিত্তাস্তু মাং বোধয় যাদৃশী ত্বম্॥ ৩৭
ত্বং ব্রহ্মণা বিষ্ণুনা পূরুষেণ শিবেন বৈ দেববরেণ ভূয়ঃ।
সিদ্ধৈঃ পরৈজ্ঞৈরপি ধীরবর্গৈঃ স্তুতা কিমাবাং মনুবো ভবাদৃশীম্॥ ৩৮
ধন্যাবনীয়ং খলু ভূতধাত্রী লোকৈঃ সর্ব্বৈঃ পূজিতেয়ং বভূব।
ত্বং বৈ যস্যামবগাহ্য নবৌঘৈর্বিভাসি পুণ্যাধিকপুণ্যবত্যাম্॥ ৩৯
জানন্তি কে ত্বাং নম্ব মূঢবুদ্ধয়ো নরাঃ স্ত্রিয়ো বা বনজন্তবো বা।
পীতামৃতা দৃষ্টসহস্রসূর্য্যা জানন্ত্যনন্তামৃতসারভূতাম্॥ ৪০
প্রাণাংস্ত্যজন্তং ত্বয়ি বা বসন্তং গায়ন্তমানন্দময়ীঞ্চ বা ত্বাম্।
কঃ শ্রদ্ধধীতাহিতদেহবন্ধং বিনাত্মঘাতান্ নরকায় যোগ্যান্॥ ৪১
যঃ সর্ব্বলোকামরযজ্ঞদেবঃ স্বয়ং শিবঃ শ্রীমতি চোত্তমাঙ্গে।
সর্ব্বোত্তমাং ত্বাং প্রদধাতি গঙ্গাং সার্দ্ধং শিবত্বং হৃধিমন্যমানঃ॥ ৪২
সর্ব্বস্য সর্ব্বত্র তু নাধিকারঃ কস্যাপি কুত্রাপি চ কো হি অস্তে।
ত্বং খণ্ডিতব্রহ্মকটাহকোটিঃ সর্ব্বত্র চাখণ্ডগতিঃ কিলাসুনে॥ ৪৩
ধ্যায়ে শিবে ত্বাং শশিশুক্লবর্ণাং চতুর্ভুজাং পদ্মবরাভয়ামৃতৈঃ।
যুক্তাঞ্চ শুক্লে মকরে বসন্তীং ত্রিলোচনাং দেবস্তুতামলঙ্কৃতাম্॥ ৪৪

নমঃ শিবায়ৈ শান্তায়ৈ গঙ্গায়ৈ তে নমো নমঃ। নমো মকরবাসিন্যৈ কোটিচন্দ্ররুচে নমঃ॥৪৫
চতুর্ভুজায়ৈ পদ্মেন বরেণাপ্যভয়েন চ। পীযূষপূর্ণকনকঘটেন চ বিরাজিতাম্॥ ৪৬
সর্ব্বালঙ্কারভূষাঢ্যাং ত্রিনেত্রাং দৈবতৈস্তুতাম্। স্মিতাস্যাং গৌরবসনাং স্থিরনূপুরশিঞ্জিনীম্।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবারাধ্যাং দধানায়ৈ তনুং নমঃ॥ ৪৭
নমঃ কল্মষহন্ত্রৈ চ লোকমাত্রে নমো নমঃ। সর্ব্বতীর্থভবায়ৈ চ সুলভায়ৈ নমো নমঃ॥ ৪৮

ব্যাস উবাচ।

এবং তয়োঃ স্তবস্তোস্ত বিজয়াজয়য়োর্দ্বিজ। প্রাদুরাসীৎ তদা গঙ্গা দীপয়ন্তী জগত্রয়ম্॥৪৯
তাং তথা প্রাদুরাসীনাং মকরাসনসংস্থিতাম্। বিলোক্য মুমুদাতে তে বিস্মিতে বিজয়াজয়ে॥
নাশকৎ তাঞ্চ বচনং বক্তুং কিয়দপি দ্বিজ। রোমাঞ্চিতাঙ্গ্যৌ তিষ্ঠন্ত্যৌ বাষ্পরুদ্ধদৃশৌ ভৃশম্॥
সর্ব্বেষামপি দেবানাং মুনীনাঞ্চ তদাগমঃ। বভূব হৃষ্টমনসাং সিদ্ধগন্ধর্ব্বরক্ষসাম্॥৫১
যক্ষাণাং কিন্নরাণাঞ্চ তথৈবাপ্সরসাং মুনে। মহর্ষিরপি বাল্মীকিরহঞ্চ তত্র চাগতৌ॥ ৫২

সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা ব্রহ্মাচ্যুতশিবাদয়ঃ। সর্ব্বা দেব্যশ্চ দেবানাং পুষ্পচন্দনপাণয়ঃ।
নানালঙ্কারভূষাঢ্যাং গঙ্গাং চক্রুঃ সুশোভিতাম্ ॥৫৩
অথ তস্যাশ্চ অঙ্গেভ্যো জাবালে তীর্থরাজয়ঃ। সমুৎপন্না হি তত্রৈব দদৃশাতে তদৈব তে ॥৫৪
মূর্ত্তিমন্তি চ তীর্থানি নানারূপাণি তানি বৈ। দেহদেশানুবাক্যাদিরূপাণি বিশ্রুতানি চ ॥৫৫
মুখতো জজ্ঞিরে তস্যা ব্রহ্মতীর্থানি সর্ব্বশঃ। পাদেভ্যো দেশতীর্থানি জলতীর্থানি বক্ষসঃ ॥৫৬
কর্ণয়োর্জজ্ঞিরে তস্যা আকাশতীর্থসঞ্চয়াঃ। ললাটাজ্জজ্ঞিরে চৈব দিব্যতীর্থানি ভাস্বরাৎ ॥৫৭
অঙ্গতীর্থানি অঙ্গেভ্যো জাতান্যস্যাস্তথা তথা। তানীহ সর্ব্বতীর্থানি নানাবর্ণানি তত্র বৈ।
সর্ব্বাবয়বপূর্ণানি ভূষণৈরুজ্জ্বলানি চ ॥ ৫৮
শৃণ্বতাং মুনিদেবানাং বিজয়াজয়য়োস্তথা। তুষ্টুবুস্তুষ্টচেতাংসি সর্ব্বেষাং পশ্যতামপি ॥ ৫৯

তীর্থান্যূচুঃ।

ওঁ নমো বিমলবদনায়ৈ ভূর্ভুবঃস্বঃপরমহঃকলায়ৈ কেবলপরমানন্দসন্দোহরূপায়ৈ লোকত্রয়ামীববলাকান্তিমিরাপসারকপরমজ্যোতীরূপায়ৈ অসদপলাপতিক্তরসদূষিতরসনাদোষাপসারণপরমামৃতরসরসায়নামৃতরূপায়ৈ মূর্ত্তিমত্যৈ কোটিকোটিচন্দ্রধবলায়ৈ মকরাসনায়ৈ তে গঙ্গে দেবি স্বর্ধুনি বিষ্ণুপাদোদ্ভবে ব্রহ্মময়নারায়ণতেজসশরীরব্রহ্মশরীরে পরমাত্মন্ প্রসীদ প্রসীদ তে নমো নমঃ ॥

নমস্তে দেবদেবেশি গঙ্গে ত্রিপথগামিনি। ত্রিলোচনে শ্বেতরূপে ব্রহ্মবিষ্ণুশিবার্চ্চিতে ॥৬০
বেগখণ্ডিতব্রহ্মাণ্ডকটাহে দোষখণ্ডিনি। রত্নকোটিকিরীটেন মণ্ডিতামলমস্তকে ॥৬১
দেবদেব্যাদিকিরীটস্পৃষ্টপাদাম্বুজদ্বয়ে। কামদে কামরূপাসি তীর্থানাঞ্চ প্রসূরসি ॥৬২
শ্যামে শ্যামলসচ্চারুকুঞ্চিতামলকুন্তলে। শিবপ্রিয়ে শিবারাধ্যে শিবশীর্ষকৃতালয়ে ॥৬৩
শিবে শিবপ্রদে শৈবং কুর্ব্বাণা নিখিলং জগৎ। অচ্যুতেঽচ্যুতভূষাঢ্যে অচ্যুতাঙ্ঘ্রিসমুদ্ভবে ॥
অচ্যুতাত্মকপাদাব্জে ধরাগমনপাবনে। অচ্যুতপ্রেমধারাঢ্যা ব্রহ্মাণী ব্রহ্মরূপিণী ॥৬৫
ব্রহ্মানন্দময়ী ব্রহ্মপ্রসূর্ব্রহ্মরসামৃতা। ব্রহ্মত্বদায়িনী ব্রহ্মনদী সুরধুনী সুরা ॥৬৬
ভেদশূন্যাঽভেদকরী ভেদকপ্রাণহারিণী। অভেদবুদ্ধিরূপাসি অভেদবুদ্ধিমৎপ্রিয়ে ॥৬৭
সত্যপ্রপঞ্চরহিতে অনিন্দ্যে দোষবর্জ্জিতে। কমলে বিমলে শুদ্ধে তত্ত্বব্রহ্মপরাত্মিকে ॥৬৮
বেগাধারে বেগগমে স্থিরবায়ুপ্রভেদিনি। সূর্য্যমণ্ডলসম্ভিন্নে মন্দাকিনি মহেশ্বরি ॥৬৯
সুরার্চ্চিতে মহামন্ত্রে কোকামুখি রণপ্রিয়ে। বলিমাংসপ্রিয়ে কালি মৎস্যাসবসুখগ্রহে ॥৭০
জবারক্তাক্ষি লোলাক্ষি রক্তবস্ত্রপিধায়িনি। নিঃশঙ্কসেব্যে নিঃসেব্যে নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়ে ॥৭১
দিগম্বরপ্রিয়ে দিব্যে বীররূপে মনোহরে। আকাশনিলয়ে দেবি সদা পর্ব্বতবাসিনি ॥৭২
ধরালয়ে চ পাতালনিলয়ে খেচরে চরে। সদা শঙ্করে ভীমে মহাভৈরবনাদিতে ॥৭৩
ভয়হারে ভয়াধারে ভবপত্নি ভবানলে। ভাবজ্ঞে ভাবরসিকে গিরিজে গিরিশৃঙ্গগে ॥৭৪
শৃঙ্গাটকগতে কান্তে শৃঙ্গাররসশোভনে। কামরূপে কামভবে কামনাভবমন্মথে ॥৭৫
দুর্গমে দুর্গতিহরে দুঃখহন্ত্রি সুখালয়ে। হংসকারণ্ডবক্রৌঞ্চমণ্ডিকূলদ্বয়ে শুভে ॥৭৬

দেবাদীসেবিততটে স্মৃতিপাপবিনাশিনি। ব্রহ্মহত্যাদিপাপেষু নামমাত্রমহাশনে ॥৭৭
সুখদে মোক্ষদে মাতঃ সর্ব্বেষাং জগতামপি। চাণ্ডালগৃহিসন্ন্যাসিযোগিসেব্যা চ যোগিনী ৭৮
বিষয়াখ্যবিষজ্বালাহরে বিষহরে হরে। হারে দশহরে গঙ্গে কলিপাপহরে পরে ॥৭৯
হুঙ্কাররূপে প্রণবস্বরূপে হ্রীংস্বরূপিণি। অম্বিকে ভগবত্যস্ব ভীষ্মসূস্তে নমো নমঃ ॥৮০
ইষ্টসিদ্ধিকরেস্ফেঁ স্ফেঁ হ্রেঁ হ্রুঁ স্বাহাস্বরূপিণী। বিমলমুখি চন্দ্রমুখি কোলাহলে থর্ব্বেপ্রসীদ
রাজলক্ষ্মীশ্চ ভূপানাং গৃহিণাং গৃহিণী শুভা। যোগিনাং যোগ এব ত্বং মতিঃ সন্ন্যাসিনামপি
কবীনাং বিশ্বতোদৃষ্টির্বুদ্ধিস্ত্বং রাজসেবিনাম্। লজ্জাসি চ কুলস্ত্রীণাং বালানাং মধুরা চ গীঃ ॥
ভবতী সমরে স্পর্দ্ধা সাধুনাঞ্চ ক্ষমা খলু। সরস্বতী চ বাল্মীকে ব্যাসে বাচালতা তথা ॥৮৪
শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ সংজ্ঞা চ কবিতালহরী তথা। গতিস্ত্বমেব ভূতানাং মৎস্যানামুদকং যথা ॥৮৫
জাড্যহন্ত্রী মন্ত্ররূপা কালরূপা কপালিনী। কুমারী তরুণী বৃদ্ধা রসজ্ঞা রসসুন্দরী ॥৮৬
স্বর্গে মন্দাকিনী ত্বং হি দেবদেবীনিষেবিতা। ক্ষিতাবলকনন্দা ত্বং কৃতার্থান্ কুরুষে নরান্।
পাতালে নাগলোকাদ্যৈর্ভোগবত্যসি সেবিতা ॥৮৭
পূর্ব্বস্যাংদিশিসীতা ত্বং ভদ্রাখ্যা চোত্তরত্রবৈ। পশ্চিমস্যাং হি বংক্ষুস্ত্বমলকনন্দা চ দক্ষিণে
ব্রাহ্মী ত্বং বৈষ্ণবী শৈবী কুমারী যুবতী তথা। কপালমালিনী চ ত্বং বিকটাক্ষা সরস্বতী।
শ্মশানবাসিনী চ ত্বং চিতাঙ্গারাস্থিসঞ্চয়া ॥ ৮৯
সরস্বতী জাহ্নবী চ গঙ্গা ভাগীরথী শুভে। হংসী পদ্মমুখী পদ্মসহস্রদলবাসিনী ॥৯০

বয়ন্তু মাতঃ পরমমঙ্গলায়নবাসাবগাহদর্শনস্মরণেন বিশ্বানি তীর্থানি বিলেভরথা জাতানি চ ভগবতি ভবতীমেবাশ্রয়মাশ্রিতানি তীর্থত্বেন প্রপঞ্চরূপাণি ভবত্যা এব সর্ব্ব-রূপায়া যে পুনস্তুয়ি ভক্তাস্তান্ বয়ং পুনীমহে ত্বদ্বিভূতিবিশেষদিদৃক্ষয়া তত্র তত্র ভ্রমতঃ। ত্বয্যভক্তাংস্তু দূরতস্ত্যজামহে। ত্বং পুনস্তত্ত্বময়ত্বাদ্দেবানাং তীর্থানাং ধর্ম্মাণাং মাতা সর্ব্বসাক্ষিণী প্রণম্যসে শতশঃ। প্রাদুর্ভাবপ্রলয়ৌ নস্তত্ত ইতি পরমম্, কিং ক্রমস্তব মহিমা নাস্তি যতো ব্রহ্মহত্যাস্ত্রীহত্যাগুরুহত্যাদিমহাপাতকাতিপাতকানামেকাধিকরণঞ্চ ; জনস্তু-জলকণসম্বন্ধাদিনৈব পূতো ভবতীতি। ত্বদ্দর্শনাদেব পরমব্রহ্মপদপ্রাপ্তিঃ ফলমিতি চ যো মহিমপরমাহ স তত্তৎপাপভাগিতি যথার্থবাদঃ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তা তানি তীর্থানি নিলিল্যুস্তত্র সর্ব্বশঃ। রুদ্রাণ্যা সহ গঙ্গা সা একরূপা বভূব হ ॥ ৯১
জয়া চ বিজয়া তত্র ব্যাকুলে ন বিলোক্য তাম্। বভূবতুঃপ্রপশ্যন্ত্যোস্তয়োস্তত্র তু পার্ব্বতী ॥
অন্তর্হিতাগ্যরূপা সা রুদ্রাণী সমরাজত ॥৯২
দেবতাশ্চবিমুখ্যাদ্যাঃ সর্ব্বে চান্তর্হিতা গতাঃ। তাভ্যাংসহৈব সা দেবী বিস্মিতাভ্যাংজগামহ

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে তীর্থপ্রাদুর্ভাবো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সখ্যাবুচতুঃ।

স্নাতাসি সর্ব্বতীর্থানি দৃষ্টানি চ বিশেষতঃ। জ্ঞাতা চ গঙ্গা তত্ত্বেন ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি ॥১
শ্রুতশ্চ পরমঃ পুণ্যো দেব্যাস্তীর্থকৃতস্তবঃ। যে পঠন্তি চ শৃণ্বন্তি নাস্তি তেষাং পরাভবঃ ॥২
সর্ব্বতীর্থাবগাহস্য হয়মেধস্য চ ক্রতোঃ। গয়াশ্রাদ্ধশতস্যাপি ফলমেষ প্রসূয়তে ॥
অত্র নাস্ত্যেব সন্দেহস্ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি ॥৩
অস্মন্মুখান্নির্গতো যঃ স্তবস্ত্বৎপরমাজ্ঞয়া। স চাপোবহিবিধস্তাস্তাং লোকমাতর্নমামহে ॥৪
তীর্থানাং বদ নামানি যানি দৃষ্টানি সর্ব্বশঃ ॥৫

দেব্যুবাচ।

প্রোক্তং বঃ প্রথমং তীর্থং গঙ্গাখ্যংপাবনং পরম্। অস্যামন্যানি তীর্থানি কথয়ামি যথাতথম্ ॥
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। যস্মাদ্গঙ্গা প্রভবতি তীর্থং তৎ প্রথমং মতম্ ॥৭
ততো ধ্রুবাদিলোকেষু সঙ্গাসম্ভেদকং স্থলম্। নবসঙ্খ্যাকমাখ্যাতং তীর্থং পবনপদ্ধতৌ ॥৮
যত্র গঙ্গা প্রভবতি মহাবেগা মহাবলা। সিদ্ধদেবর্ষিপ্রমুখাস্তত্র স্নান্তি গতাগতৈঃ ॥৯
ততঃ সুমেরুশিরসি ধারাপাত ইতীরিতম্। তীর্থং যত্রোর্দ্ধলোকাংস্তু ভিত্ত্বা গঙ্গা পপাত হ ॥
তত্রৈব হি চতুর্দ্ধাভূদ্গঙ্গা গন্তুং দিশঃ সমাঃ। অস্যৈব চতুরন্তেভ্যো যেভ্যো গঙ্গাবরোহতি।
তানি চত্বারি তীর্থানি তেষাং নামানি বর্ণয়ে ॥১১
সীতালকং নাম পূর্ব্বং দক্ষিণঞ্চালকালকম্। পশ্চিমং বংক্ষুভদ্রঞ্চ ভদ্রোত্তরমথোত্তরম্ ॥১২
মেরোরধোঽধঃ শৈলানামষ্টানাং যত্র যত্র চ। সংযুক্তা চ বিযুক্তা চ তানি তীর্থানি ষোড়শ ॥
পরপাতং পূর্ব্বপাতং পূর্ব্বস্যাং গন্ধমাদনে। শাঙ্করী বিলসন্তী চ তীর্থে পশ্চিমপর্ব্বতে ॥১৪
পুণ্যপ্রভা প্রকাশাক্ষী গোমতী গোতমী তথা। মণিকর্ণা মণিস্রোতা এতান্যুত্তরতোঽপি চ ১৫
মণিদর্শা মহাবেগঃ অবন্তী ব্রহ্মবেগিণী। শিবেশ্বরী শম্ভুমুখী দক্ষিণাদ্রিষিমান্যত ॥১৬
পশ্চিমোত্তরপূর্ব্বেষাং গিরীণাং মধ্যদেশতঃ। শঙ্খপাতাখ্যকং তীর্থমেবংপূর্ব্বাদিপূর্ব্বকম্ ॥১৭
হিমালয়নিতম্বে তু যত্র শম্ভুঃ শিবোঽবিশৎ। শিবস্রোতোঽভিধানন্তুতীর্থমুক্তং মহাফলম্ ॥১৮
গঙ্গাদ্বারাণি চত্বারি তীর্থানি ক্ষিতিমণ্ডলে। কেতুমালে কুরৌ চৈব ভদ্রাশ্বে ভারতেতথা ॥ ১৯
ব্রহ্মদ্বারং শিবদ্বারং তেজোদ্বারং ততঃ পরম্। হরিদ্বারং ততস্তত্র সপ্তস্রোতঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥২০
সপ্তর্ষীণাং প্রীতয়েঽভূৎ স্বর্ণদী যত্র সপ্তধা ॥২১
কেতুমালে শিবানদ্যা সঙ্গতা যত্র সা নদী। গোকলং নাম তীর্থংতদ্বিচ্ছেদাৎ পরগোকলম্ ॥
সাম্বমত্যা ভাম্বমত্যা গঙ্গাসঙ্গাৎ কুরৌ তথা। পুণ্যমালং নাম তীর্থং বিচ্ছেদাৎ সোমমালকম্
ভদ্রাশ্বে বৈষ্ণবী নাম মাকরীংনাম্ন চাপরাম্। সঙ্গতা বিগতা গঙ্গা তীর্থে সাকলদেবলে ॥ ২৪
গঙ্গাসাগরসঙ্গস্ত স্রোতস্তু পশ্চিমে বনে। উত্তরে ত্রিশতস্রোতঃ পূর্ব্বে সপ্তকলেবরম্ ॥২৫
ভারতে কানিচিৎ সখ্যো তীর্থানি শৃণুতং মম ॥ ২৬

জহ্নুস্বাধ্যন্ত ততস্তীর্থং যত্র নাম্না তু জাহ্নবী। ততঃ প্রয়াগো নাম স্যাৎ তত্রাক্ষয়বটোঽপি চ
তীর্থে দ্বে সমগাদ্যত্র যমুনা চ সরস্বতী। যত্র মুণ্ডিতমুণ্ডস্তু ম্রিয়তাং যত্র কুত্রচিৎ ॥২৮
প্রসঙ্গতো গতো যত্র নর উগ্রশিরা ভবেৎ। ততো বামস্তকং ক্ষেত্রং বামন্তী যত্র পূজ্যতে ॥
ততো বারাণসী নাম পুরী শম্ভোঃ সতাংগতেঃ। মরণং দুর্লভং যত্র যত্র গঙ্গোত্তরস্রবা ॥ ৩০
জলে স্থলে মুক্তিদাত্রী স্বধুর্নী মণিকর্ণিকা। যস্মিন্ ভগবতঃ শম্ভোর্লিঙ্গানি সুবহুন্যত ॥৩১
ভবন্তি তানিতীর্থানিনামভেদাৎপৃথক্পৃথক্। বিশেষোঽস্যাস্তিবিজ্ঞেয়ঃপুরাণে মৎস্যভাষিতে
ততোঽপি কথিতং তীর্থং পদ্মাবত্যাঃ সমাগমঃ। ত্রিবেণী নাম তীর্থঞ্চ পৃথগ্ভূতে চ যত্রবৈ
সরস্বতী চ যমুনা প্রয়াগফলদায়কম্। গঙ্গাসাগরসঙ্গশ্চ তীর্থং পরমকং মতম্ ॥৩৪
যত্র ধারাসহস্রেণ গঙ্গা সাগরগা ভবেৎ। সহস্রং তাশ্চ ধারাশ্চ তীর্থানি কথিতানি চ ॥৩৫
যত্রাকাশে স্থলে তোয়েমোক্ষোনৃণাংসদা ভবেৎ। কামেনবা মৃতঃকামংতংতমাপ্নোত্যনন্তরম্

নারী বাথ নরো বাপি যত্র গঙ্গাপি দুর্লভা ॥৩৬

এবং যত্র চ যত্রৈব গঙ্গাতীরে দ্বয়ে শুভে। শিবালয়া ব্রহ্মবিষ্ণুব্রাহ্মণানাং তথালয়াঃ।

তেঽপি তীর্থবিশেষেণ দেবীপীঠাশ্চ যে পুনঃ ॥৩৭

এবং বাং কথিতা সধ্যো গঙ্গায়াং তীর্থসঙ্ঘয়াঃ। ব্রহ্মতীর্থানি চৈতানি গঙ্গামস্তকজানি বৈ ॥

ক্ষিতাবন্যানি তীর্থানি নিবোধ বিজয়ে জয়ে ॥৩৯

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে তীর্থপ্রাদুর্ভাবো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

নিবসন্তি দ্বিজা যত্র তীর্থংতং ক্ষিতিমণ্ডলম্। যেষাং হি চরণৌ তীর্থং সর্ব্বতীর্থসমাশ্রয়ৌ ॥১
তীর্থং পদ্মবনং প্রোক্তং তুলসীকাননং তথা। তুলসীমূলমারভ্য যাবদ্ধস্তাস্তু ষোড়শ।

দশদিক্ষু মহৎ তীর্থং তদেব সুরবন্দিতম্ ॥২

যত্র চ শ্রীফলতরুঃ সোঽপি দেশঃ সুতীর্থকম্। তুলসীবৎ সমাখ্যাতং বৃক্ষমানগুণং তথা ॥৩

সখ্যাবূচতুঃ।

মাতদুর্গে মহেশানি তুলসীবিল্ববৃক্ষয়োঃ। জন্মমাহাত্ম্যতত্ত্বানি কথয়স্ব কৃপাময়ি ॥৪

দেব্যুবাচ।

পুরা কৈলাসশিরসি ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদাস হ। ধর্ম্মদেব ইতি খ্যাতঃ সাধুর্বিষ্ণুপরায়ণঃ ॥৫
বৃন্দা নাম তস্য পত্নী ব্রাহ্মণী ধর্ম্মচারিণী। সদা পত্যনুগা সাধ্বী পতিপ্রেষ্ঠা সুখান্বিতা ॥৬
পত্যাজ্ঞয়া সদা দেবকার্য্যাণি কুরুতে সতী। স্বয়ঞ্চ দেবপূজায়াং পতিপূজাবিধাবপি ॥৭
নিযুক্তা সততং সখ্যো তিষ্ঠত্যেব সুখান্বিতা। তপস্বিনী সবিনয়া স্মিতবক্ত্রা সদা সতী।

সল্লক্ষণৈঃ সমৈর্যুক্তা সম্মান্যা সর্ব্বদা জনৈঃ ॥৮

ধর্ম্মদেবস্তু সততং কৃষ্ণভক্তিপরায়ণঃ । গায়ন্ সদা শিবং কৃষ্ণং পর্য্যটত্যাবিমণ্ডলে ॥৯
দর্শনীয়শ্চ ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মজ্ঞশ্চ স্মিতাননঃ । পারগো গানবিদ্যায়াং সুস্বরঃ সাধুসম্মতঃ ॥১০
সদা সুস্বরগানেন বিষ্ণুভক্ত্যা চ শীলতঃ । রময়ন্ সর্ব্বলোকানাং চিত্তং ভ্রমতি পাবনঃ ॥১১
একদা স দ্বিজঃ সখ্যো গায়ন্ ব্রাহ্মণসংসদি । অতীয়ায় গৃহে কালং ভোজনস্য দ্বিজোত্তমঃ ॥
বৃন্দা তু তদ্গৃহে ভার্য্যাসংপূজ্যাতিথিমাগতম্ । পতিং প্রণম্যদেবাংশ্চপূজয়িত্বাজলং পপৌ ॥
পশ্চাদাগত্য তদ্ভর্ত্তা ধর্ম্মদেবঃ স্বকালয়ম্ । বিলোক্য পত্নীং বারীণিপীত্বাগেহে স্থিতাং তদা ।
হঠাদ্দৈববলাৎ সাধ্বীং শশাপ রাক্ষসীমিতি ॥ ১৪
সা শপ্তা স্বামিনা সদ্যো রাক্ষসং ভাবমাগতা । বিচচার সদা লোকে কৈলাসশিখরে শুভে ॥
আগত্য ক্ষ্মাতলং লোকান্ ভক্ষয়ামাস সা ক্ষুধা । সদা ক্ষুধাপীড়িতা চ সরোষা সততঞ্চ সা ॥
বনে বনে ব্যাঘ্রসিংহগজখড়্গাশশাদিকান্ । খাদয়ামাস সা বৃন্দা মৃগাশ্বমহিষান্ বহূন্ ॥ ১৭
পূর্ব্বানুভূতধর্ম্মেণ ত্যক্ত্বা গোবিপ্রবৈষ্ণবান্ । সর্ব্বান্ জন্তূনমুদাভুক্ত্বা মহীং চক্রেঽস্থিমালিনীম্
ততঃ সস্মার কৈলাসশিখরং গন্তুমিচ্ছতী । উপোষিতা ত্রিরাত্রঞ্চ ক্ষুধাশীলা বুভুক্ষিতা ॥ ১৯
আগত্য গিরিমূর্দ্ধানং চিন্তয়ামাস খাদিতুম্ । সর্ব্বেঽত্র জন্তবঃ শৈবা ব্রাহ্মণাস্তু স্বভাবতঃ ॥২০
কো মে দন্তপ্রহারস্য পাত্রং ভবতু সম্প্রতি । বৃক্ষা অপি ন মে ভক্ষ্যাঃ শিবলোকেঽত্রতন্ময়াঃ
এবং চিন্তাকুলাং বৃন্দাং রাক্ষসীতি চ বিশ্রুতাম্ । দৃষ্ট্বা সর্ব্বে মিথো বিপ্রা জগদুঃ শিবপর্ব্বতে
ইয়ং বৃন্দা গুণৈর্যুক্তা সদা দোষেণ বর্জ্জিতা । জগাম রাক্ষসং ভাবং নচ দৈবাৎ পরং বলম্২৩
স্ত্রীণাংলোলুপতামামপ্রধানংদোষউচ্যতে । নির্দোষায়াংসোঽপ্যমুষ্যাং ন চ দৈবাৎপরংবলম্ ॥
অতএব বলং নৈব যত্নাহ্বলমুচ্যতে । ভাগ্যং বিভর্ত্তি ক্ষীণোঽপি ন চ দৈবাৎ পরং বলম্ ॥
ধনং বলংমতংকৈশ্চিংকৈশ্চিৎসামর্থ্যমুচ্যতে । বলংবুদ্ধির্ম্মতং কৈশ্চিন্ন চ দৈবাৎপরংবলম্ ২৬
তপোবলং মতং কৈশ্চিদ্ব্রাহ্মণত্বঞ্চ কৈশ্চন । ঐশ্বর্য্যঞ্চ বলং কৈশ্চিন্ন চ দৈবাৎ পরং বলম্ ২৭
বলবান্ বুদ্ধিমাংশ্চাপি জনঃ পরবশঃ সদা । আত্মানং মন্যতে শ্রেষ্ঠং নচ দৈবাৎ পরংবলম্ ॥২৮
কর্ত্তব্যো নিয়মাচারে যত্নবান্ সততং ভবেৎ । জানীয়াৎ সততং ধীরো নচ দৈবাৎ পরং বলম্
যত্নে কৃতেঽপি সুদৃঢ়ে যদি কার্য্যং ন সিধ্যতি । তদা নানুভবেদ্দুঃখং ন চ দৈবাৎ পরংবলম্
দৈবং পুরুষকারেণ যো নিবর্ত্তয়িতুমিচ্ছতি । ন স জানাতি মূর্খত্বান্ন চ দৈবাৎ পরং বলম্ ॥৩১
দৈবেন লভ্যতে স্বর্গো দৈবেন মোক্ষ ইষ্যতে । ত্রৈলোক্যং দৈববশগং নচ দৈবাৎ পরংবলম্
দৈবন্তু প্রাক্তনং কর্ম্ম কিং বেশ্বরবিচেষ্টিতম্ । উভয়ং তুল্যমেবোক্তং তস্মাদ্ দৈবং পরংমতম্৩৩
ইয়ন্তু পূর্ব্বধর্ম্মেণ যুক্তৈব মোক্ষমাপ্স্যতি । শ্রুত্বা কৃষ্ণস্য নামানি লব্ধ্বা নামময়ীং তনুম্ ॥৩৪
ইত্যুক্ত্বা তে জগুঃ কৃষ্ণং সর্ব্বপাপহরৈ রবৈঃ । শুশ্রাব সততং বৃন্দা ব্রাহ্মণী শাপরাক্ষসী ॥৩৫
যত্র যত্র ব্রজন্তী সা ক্ষুধয়া পীড়িতাপি চ । তত্র তত্র হরের্নামাবলীং শুশ্রাব সর্ব্বদা ॥৩৬
সা তু শ্রুত্বা হরের্নাম সপ্তাহং সমুপোষ্য চ । জহাবসূন্ গিরৌ তত্র কৈলাসে শিবধর্ম্মিণি ॥৩৭
অথ সংবৎসরেঽতীতে মহাদেবো ময়া সহ । বিচরন্ বনশোভাং বৈ দ্রষ্টুং সখ্যো কুতূহলাৎ
দদর্শ মালতীমল্লীযূথিকাতগরাহ্বয়ান্ । কুন্দমন্দারশেফালীকূটজান্ কনকাহ্বয়ান্ ॥৩৯

চম্পকং কেশরঞ্চৈব শিরীষং নবমল্লিকাঃ। মুচুকুন্দঞ্চ বন্ধুকং পুষ্পবৃক্ষান্ পৃথক্ পৃথক্ ॥৪০
ততঃ কদম্বপনসচূতাম্রাম্রাতকাদিকান্। অশ্বত্থবটনিম্বাদিং তথা শিংশপচন্দনান্ ॥৪১
লাঙ্গলীতালহিন্তালগুবাকান্ বেত্রকীচকান্। খর্জ্জুরান্ বেতসান্নীপানুনলান্ শালপিয়ালকান্
নমেরুকোবিদারাদীন্ দদর্শ বিপিনে শিবঃ। এবং চচার বিপিনে ফুল্লপঙ্কজসারসে ॥৪৩
কূজৎকোকিলকেকালীভ্রমরাদিকপক্ষিষু। গণৈঃ সার্দ্ধং প্রগায়দ্ভির্নৃত্যদ্ভির্বাদ্যকারিভিঃ ॥৪৪
করবাদ্যং বক্ত্রবাদ্যং কুর্ব্বদ্ভিশ্চ মুদান্বিতৈঃ। হুঙ্কারঘোষং বিবিধং প্রোৎফালগমনং তথা।
কুর্ব্বদ্ভিঃ সহ মুদিতো বিচচার বৃষধ্বজঃ ॥৪৫
তত্র পুষ্করিণীতীরে প্রফুল্লকমলাকরে। দদর্শ নারীং জ্বলন্তীং মৃতাং বৃন্দাং হি রাক্ষসীম্ ॥৪৬
সামুবাচ মহেশানো দৃষ্ট্বা তদ্রাক্ষসীবপুঃ। দৃশ্যতাং গিরিজে বৃন্দা রাক্ষসী ব্রাহ্মণী পুরা।
বিষ্ণুভক্তস্য বিপ্রস্য ভার্য্যা পরমবৈষ্ণবী ॥৪৭
দৈবেন রাক্ষসী ভূত্বা মৃতাপি শোভতে পরা। সংবৎসরমৃতায়াশ্চ নাস্যা নষ্টমভূদ্ বপুঃ ॥৪৮
শ্রীবিষ্ণুভক্তিমাহাত্ম্যং তন্নামশ্রবণস্য চ। অস্যা অঙ্গেষু কিং নাম দৃশ্যতে দেববন্দিতে ॥৪৯
এবং শ্রুত্বা তু বাক্যং তন্মহেশস্য সখীদ্বয়। দৃষ্ট্বা বৃন্দাং মৃতাং দীপ্ত্যা জ্বলন্তীং বিস্মিতাভবম্ ॥
প্রত্যবোচঞ্চ দেবেশং দেবদেব প্রভো হর। দৃশ্যন্তে বিষ্ণুনামানি যস্যা অবয়বেষু হ্ ॥৫১
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রশ্চ দৃশ্যতেঽস্যা বপুষ্যহো। অপঠংশ্চ তদা মন্ত্রং গণাঃ শম্ভোর্মুদান্বিতাঃ ॥৫২
তৈজসং তচ্ছরীরঞ্চ পস্পৃশুঃ শিবকিঙ্করাঃ। তেষাং সংস্পর্শমাত্রেণ খণ্ডখণ্ডীকৃতং বভৌ ॥৫৩
প্রতিখণ্ডেষু তং মন্ত্রং দদৃশুর্দ্বাদশাক্ষরম্। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়েতি মহাফলম্ ॥৫৪
মন্ত্রস্য প্রতিবর্ণস্য গর্ভে নামসহস্রকম্। এবং তস্যাঃ শরীরং তদ্দদৃশুঃ খণ্ডকোটিশঃ ॥৫৫
ততো মৎপুরতঃ সাক্ষাচ্ছঙ্করো লোকশঙ্করঃ। উবাচ স গণান্ প্রীতো হর্ষিতাংশ্চ স্বভাবতঃ ॥

মহাদেব উবাচ।

ইয়ং বৃন্দা রাক্ষসী তু ধর্ম্মদেবস্য সুন্দরী। বৈষ্ণবী যাভিশপ্তাপি ব্রহ্মহিংসাং ন চাকরোৎ ॥৫৭
ন বৃথা ভবিতুং যোগ্যা বিষ্ণুপ্রীতিকরী ত্বিয়ম্। বিষ্ণুপ্রীতিং করোত্বেষা তরুর্ভূত্বা মহীতলে ॥৫৮
শরীরমর্জ্জ্যতামস্যাঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতয়ে গণাঃ। অস্যাঃ পত্রেণ বৃন্দায়াঃ পূজিতঃ স্যাৎ স্বয়ং হরিঃ ॥
নাস্ত্যনেনেতি সুবিজ্ঞেয়ং মণিমুক্তাদিনাপি চ। নামাস্যাস্তুলসীত্যস্তু পবিত্রায়াঃ সুপাবনম্ ॥৬০
তকারো মরণং প্রোক্তং তদ্‌যোগঃ স্যাদুকারতঃ। মৃতা লসতি চেত্যেবং তুলসীত্যেব গীয়তে
স্থিতঃ প্রতিদলেষস্যা মন্ত্রো দ্বাদশবর্ণকঃ। অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্যামাবাং দেবীমহেশ্বরৌ।
নারায়ণ উপাস্যোঽস্যাঃ প্রিয়েয়ং বৈষ্ণবী মতা ॥৬২
অত্রান্তরে ধর্ম্মদেবঃ প্রিয়াং স্মৃত্বা সমাগতঃ। ক্ষীণো মলীমসঃ শোকাদ্ বৃন্দা বৃন্দেতি বৈ রুদন্
ক্বাসি বৃন্দে প্রিয়ে কান্তে ময়াপকরুণাত্মনা। রাক্ষসীত্যভিশপ্তাসি নির্দ্দোষা মামিহাস্তু ধিক্ ॥
শিবেন সান্ত্বিতো বিপ্রঃ স্থিরোভূত্বা প্রণম্য তম্। পুনর্জ্জগর্হ চাত্মানং ধিঙ্মাহং যেন মোহিতঃ
শিবং সাক্ষান্মহাদেবং নাভিবন্দিতবানহম্ ॥৬৫

দেব্যুবাচ।

জ্ঞাত্বা বৃত্তান্তমস্যাঃ ন বৃন্দায়াঃ পরিতোষদম্। শিবং শান্তং মহেশানং প্রোচে বিপ্রঃ সধার্ম্মিকঃ
যদি নারায়ণার্থেঽয়ং বভূব তুলসীতরুঃ। তরুমূলমহঞ্চ স্যাং প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কাম্যয়া॥৬৭
এবমেবেত্যাহ শম্ভুর্ব্বিদেবস্তথাভবৎ। শিবাজ্ঞয়া শিবগণাঃ পৃথ্বীমাগত্য হর্ষিতাঃ।
রোপয়ামাস তদ্দেহং কালিন্দীতট উত্তমে॥৬৮
যত্র গোবর্দ্ধনো নাম গিরী রাজতি রাজিতঃ। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিস্তত্র দেশো যমুনয়া কৃতঃ॥৬৯
নাম্না বৃন্দাবনো রম্যঃ কৃষ্ণপ্রীতিস্থলং পরম্। ত্রৈলোক্যগোপনীয়োঽসৌ দেশো বৃন্দাবনাখ্যকঃ
যোগিনাং শিরসাং বেষ্টং সহস্রদলপঙ্কজম্। রোপয়িত্বা যযুঃ শৈবাঃ কৈলাসং শ্বেতপর্ব্বতম্॥৭১

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে তুলসীপ্রাদুর্ভাবো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

অথ সখ্যৌ কার্ত্তিকে বৈ মাসি দামোদরপ্রিয়ে। অমাবাস্যাতিথৌ পৃথ্ব্যাং প্রাতঃ প্রাদুর্বভূবসা
তুলসী প্রীতয়ে বিষ্ণোঃ শিবায়াশ্চ শিবস্য চ॥১
প্রাদুর্ভূতে তরৌ তস্মিন্ দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ। আজগাম মহেশেন দদর্শ তুলসীং ভুবি॥২
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং স্নিগ্ধপল্লবশোভিতাম্। দলৈরসঙ্খ্যৈঃ সম্পূর্ণাং মহামন্ত্রময়ীং স্থিরাম্।
জ্বলন্তীং স্বেন মহসা গন্ধামোদিতদিঙ্মুখাম্॥৩
তাং বিষ্ণুঃ স্বয়মালোক্য হর্ষিতঃ সশিবোঽভবৎ। ততো মূর্ত্তিমতী দেবী বভূব তুলসীশুভা॥৪
শ্যামাঙ্গী চারুবদনা দ্বিভুজা স্মিতভাষিণী। শঙ্খপদ্মকরা শ্বেতবসনা যুবতী সতী॥৫
নানালঙ্কারভূষাঢ্যা সিন্দূরারুণমালিকা। মধুপৈর্গন্ধসংযুক্তৈরালীঢ়বদনাম্বুজা॥৬
দৃষ্ট্বা নারায়ণং দেবং তুষ্টাবানন্দমন্দিতা॥৭

তুলস্যুবাচ।

ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং নারায়ণ জগৎপতে। কেবলানুভবানন্দস্বরূপ পরমেশ্বর॥৮
কংসারয়ে মহেশায় কেশবায় নমোঽস্তু তে। হরয়ে নরসিংহায় শ্রীকান্তায় নমো নমঃ॥৯
নমো ভক্ত্যেকলভ্যায় তর্কদূরায় তে নমঃ। নমো বেদান্তবেদ্যায় বিদ্যাবেদ্যায় তে নমঃ॥১০
নমস্তে শ্রুতিগম্যায় শ্রুতিস্তুত্যায় তে নমঃ। নমো নীলঘনশ্যামতনবে ধৃতমূর্ত্তয়ে॥১১
বহুরূপোঽরূপায় নীরূপায় নমো নমঃ। পূজকায় চ পূজ্যায় পত্রপুষ্পফলৈঃ প্রভো॥১২
অভবায় ভবচ্ছেত্রে সুখদুঃখপ্রদায় চ। তবৈবাহং সুখকরী ত্বঞ্চ মে প্রভুরীশ্বর।
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং হরে নমঃ॥১৩
ইতি স্তুত্বা দণ্ডবৎ সা কৃত্বা তঞ্চ প্রদক্ষিণম্। পুনস্তুষ্টাব তুষ্টাত্মা বচোভিরমলৈঃ সখি॥১৪

ওঙ্কারায় নমস্তেঽস্তু শঙ্করায় নমো নমঃ। শিবায় হরয়ে দক্ষবলিক্রতুহরায় তে ॥১৫
একত্রিপুরহন্ত্রে তে কৈটভান্ধকঘাতিনে। শ্রীগৌরীপতয়ে কৃষ্ণ মহাদেব নমোঽস্তু তে ॥১৬
ইত্যাদি স্তুবতীং দেবীং তুলসীং শিবসন্নিধৌ। জগাদ বরদো দেবো দৈবকীনন্দনো হরিঃ ১৭

হরিরুবাচ।

তুলসি শ্রীমতি শ্রেষ্ঠে বৃন্দে বৃন্দাবনে প্রিয়ে। স্থিরীভব মম প্রীত্যৈ যাবদাচন্দ্রতারকম্ ॥১৮
সদাভিনন্দ্যা বন্দ্যা চ সুরাসুরনরোরগৈঃ। তব পত্রমৃতে পূজা মাদ্যারভ্য ভবেন্মম ॥১৯
একতঃ সর্ব্বনৈবেদ্যনানাপুষ্পবিভূষণম্। একতঃ পত্রমেকং তে দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রবৎ ॥২০
ত্বাং যঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণমেদ্দণ্ডবৎ ভক্তম্। সসপ্তদ্বীপা পৃথিবী কৃতা তেন প্রদক্ষিণা ॥২১
শ্রাদ্ধে চ তর্পণে চৈব দানে নৈবেদ্যদাপনে। ত্বৎপত্রেণ বিনা ন স্যাৎ তত্তৎকর্ম্মফলোত্তরম্।
পূজিতে ময়ি পত্রৈস্তে তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥২২
কার্ত্তিকে মাসি তে পত্রমেকং যচ্ছতি যো জনঃ। স গোসহস্রদানস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ ২৩
মাঘে মাসি চ তে পত্রমালাং যচ্ছতি যো জনঃ। তস্মা অহংপ্রযচ্ছামি বাজিমেধক্রতোঃফলম্
বৈশাখেমাসি তে পত্রৈর্যো মে শয্যাংপ্রযচ্ছতি। তস্মা অহং প্রযচ্ছামি স্বমেবকিমিতোঽধিকম্
বৈশাখে মাসি তে পত্রজলেন যোঽভিষিঞ্চতি। তস্মা অহং প্রযচ্ছামি সদামৃতনিধিস্থিতিম্ ॥
আষাঢ়ে মাসি যো মহ্যং ত্বৎপত্ররসবাসিতম্। জলং দদাতি তস্মৈ চ দদাম্যপুনরুদ্ভবম্ ॥ ২৭
ত্বৎপত্রং যত্র তত্রাপি পতেদ্ যত্র মহীতলে। তদহং শিরসা গ্রাহ্যং করিষ্যামি শিবাজ্ঞয়া ২৮
ত্বৎপত্রজলসিক্তান্নং যো ভুঙ্‌ক্তে মানবঃ ক্বচিৎ। তদেবামৃতমিত্যুক্তং ভুক্তং ভাগ্যবতা শুভে ॥
ত্বৎপত্ররসভোজী যো গঙ্গাজলসমন্বিতম্। সোঽহমিত্যেব বিজ্ঞেয়ং সত্যং সত্যং শপে শপে
স্পৃষ্ট্বা যস্তুলসীপত্রং মিথ্যা বদতি শোভনে। ন তস্য নরকাদ্‌গ্রাহুদ্ধারঃ কল্পকোটিষু ॥ ৩১
ত্বৎকাষ্ঠমালাং ত্বৎকাষ্ঠঘৃষ্টপঙ্কঞ্চ যোঽদধাৎ। অহং তস্যানুগঃ শুদ্ধে ভবামি সুতবৎপিতুঃ ॥৩২
ইত্যুক্ত্বা সম্মতঃশম্ভোঃসেন্দ্রৈর্দেবগণৈঃসহ। সোঽভিষিচ্যক্ষিতৌদেবীংতুলসীংপাপনাশিনীম্।
অন্তর্দ্ধায় যযৌ দেবো দেবৈঃ শম্ভুগণৈস্তথা ॥ ৩৩
এবং বাং কথিতং সখ্যৌ তুলস্যা জন্ম কর্ম্ম চ। এতামুদ্দিশ্য তীর্থানি ত্রীণ্যুক্তানি চ খাদিষু ॥
এতাং সম্পূজয়েন্মর্ত্ত্যঃ সাদরেণ হরের্মতাম্। দর্শনে প্রণতৌ স্পর্শে স্থানসম্মার্জ্জনে তথা।
পূজনে চয়নে সখ্যৌ ক্রমান্মন্ত্রানুদীরয়েৎ ॥ ৩৫
দেবি বিষ্ণুপ্রিয়ে মাতস্তুলসি প্রিয়দর্শনে। হরিদর্শনদীপার্চ্চিঃ প্রসীদ দ্বিজবল্লভে ॥ ৩৬
নর এতেন মন্ত্রেণ প্রফুল্লাস্যঃ প্রগে শুভাম্। প্রপশ্যেন্ন যমং পশ্যেৎ প্রণমেৎ তদনন্তরম্ ॥ ৩৭
বিষ্ণুপ্রীতিকরে মাতর্নমস্তে তুলসীশ্বরি। পবিত্রীকুরু মোঽঙ্গানি বিষ্ণ্বঙ্কহর্ষকারিণি ॥ ৩৮
মন্ত্রেণানেন তুলসীং বন্দেতাষ্টাঙ্গলোঠনঃ। নরঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য ন চ্ছায়াং লঙ্ঘয়েদপি ॥ ৩৯
বৈকুণ্ঠেশ্বরপাদাব্জবাসিনি প্রিয়দর্শনে। স্পৃশামি ত্বাং মহাপাপসঞ্চয়ান্ মে প্রণাশয় ॥ ৪০
মন্ত্রেণানেন তুলসীং স্পৃশেন্মর্ত্ত্যো বিমুক্তিভাক্। স্থানসম্মার্জ্জনে মন্ত্রং কথয়ামিনিবোধ তম্ ॥
মাতস্তুলসি কল্যাণি স্থলং তে সুমনোহরম্। ক্রীড়ন্ত্যাগত্য বিবুধা মার্জ্জয়ে তৎপ্রসীদ মে ॥

মন্ত্রেণানেন তুলসীস্থানং হস্তচতুষ্টয়ম্। সম্মার্জ্জয়েচ্চতুর্দিক্ষু সগোময়জলৈর্মৃদা॥ ৪৩
ওঁ তুলস্যৈ নম ইতি মন্ত্রেণ শক্তিসম্ভবাম্। ষড়ক্ষরেণ সম্পূজ্য জপেদষ্টোত্তরং শতম্॥ ৪৪
মাতস্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে। কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং প্রসীদ শুভদর্শনে॥ ৪৫
মন্ত্রেণানেন তুলসীপত্রাণি প্রচয়েৎ কৃতী। এতৈঃ পর্য্যুষিতৈশ্চাপি পূজা কার্য্যা হরেঃ সখি
নাশুচিঃ সংস্পৃশেদেতাং নোপানচ্চরণোঽপি চ। পশ্চিমাস্যো ন চিনুয়াৎপক্ষান্তদ্বাদশীষ্বপি॥
স্পৃশেন্নৈব চ সংক্রান্ত্যাং ন রাত্রৌ সায়মেব চ। নিষিদ্ধেষ্বপি কালেষু বিষ্ণ্বর্থে স্বয়মর্চ্চয়েৎ
যয়াতিকম্পতে শাখা ন ভঙ্গং যাতি বা তথা। চিনুয়াৎ তুলসীপত্রাণ্যেবং বিষ্ণুপ্রিয়ো ভবেৎ
তুলসীমূলসম্ভূতাং মৃদং মূর্দ্ধ্নি বিভর্ত্তি যঃ। দধাতি রূপং গোহর্কস্য তমোনাশায় কেবলম্॥৫০
গঙ্গামৃদা চন্দনেন তন্মূলস্য মৃদাঽপি বা। যুক্তং পত্রং স্বশীর্ষে যো নয়েত্ত তীর্থমেব সঃ॥ ৫১
তুলসীকাননং যত্র তত্র নাস্তি যমক্রিয়া। তত্র চেন্ম্রিয়তে জন্তুর্ন জন্তুঃ পুনর্ভবেৎ॥ ৫২
তুলসীং স্থাপয়েন্মর্ত্ত্যো উচ্চস্থানে পরিষ্কৃতে। অক্ষয়স্বর্গবাসো হি তেন লভ্যো ন সংশয়ঃ॥ ৫৩
শ্রাদ্ধং দানং তপো হোমঃ সন্ধ্যোপাসনপূজনে। পুরাণপঠনঞ্চাপি তুলসীসন্নিধৌ চরেৎ॥ ৫৪

চরিতমিদমপূর্ব্বং বাসবোচং মু সখ্যো শ্রুতিসুখকরমিষ্টং কালদোষঘ্নমেকম্।
শিবহরিসুখদঞ্চ প্রীতিদং মানসানাং শ্রবণপঠনমস্যানন্তপুণ্যপ্রদং স্যাৎ॥ ৫৫

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে তীর্থমণ্ডবে তুলসীমাহাত্ম্যং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

অথাতঃ শৃণুতং সখ্যো মাহাত্ম্যং শ্রীফলস্য চ। যচ্ছ্রুত্বা সদ্য এব স্যাজ্জনঃ শিবজনঃ স্মৃতঃ॥১
ব্রহ্মাণ্ডোপরি বিখ্যাতো ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ। যত্র সর্ব্বে চতুর্ব্বাহুবদনা বেদবাদিনঃ॥২
শিবলোকস্ততশ্চোর্দ্ধং যত্র সর্ব্বে শিবাত্মকাঃ। বৈকুণ্ঠাখ্যং পরং ধাম তত ঊর্দ্ধং হরের্মতম্॥
যত্র সর্ব্বে ঘনশ্যামাঃ পীতকৌষেয়বাসসঃ। চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরাঃ সখি॥ ৪
উজ্জ্বলৎকুণ্ডলদ্যোতকপোলাশ্চারুনূপুরাঃ। দুর্গালোকস্ততশ্চোর্দ্ধং যত্র সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ শুভাঃ॥ ৫
যঃ পৃথিব্যাং কামরূপ ইতি দেশোত্তমঃ সখি। তত ঊর্দ্ধং গোলোকো লসেত্তেজোময়ঃ পরঃ
যঃ পৃথিব্যাংসমাখ্যাতোনাম্নাবৃন্দাবনাভিধঃ। এতেষু যো ময়া প্রোক্তো বৈকুণ্ঠাখ্যো মনোরমঃ
নারায়ণস্য দেবস্য পরমং ধাম বিশ্রুতম্। তত্রৈকদা হরির্নিদ্রাসময়ে দদৃশে শিবম্॥ ৮
কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশং ত্রিলোচনবিরাজিতম্। ত্রিশূলডমরুধরং স্বর্ণাভরণভূষিতম্॥ ৯
পৃথিবীজলতেজোভির্বায়্বাকাশযজ্ঞতৈঃ। সোমেন রবিণা চাপি স্তূয়মানং সুরৈস্তথা॥ ১০
সিদ্ধিভিশ্চাণিমাদ্যাভিঃ পরিতঃ সর্ব্বতো দিশম্। এবম্ভূতং মহাদেবং নৃত্যন্তং মুদিতং পরম্॥

আনন্দেনাতিগাঢ়েন মমএব হরিঃ স্বয়ম্ । উত্তস্থৌ সহসা তল্পে পর্য্যঙ্কে শ্রীবিরাজিতে ॥ ১২
অহো কিমিতি সংক্ষোভঃ প্রবুদ্ধঃ সুরবৃন্দবন্দ্যো ॥ ১৩

শ্রীরুবাচ ।

কিমিদং তে প্রভো দৃষ্টং স্বপ্নে বদ জনার্দ্দন । প্রেয়সীং প্রতি মাং নাথ স্বপ্নবৃত্তং বদস্ব মে ॥

দেব্যুবাচ ।

ইতি পৃষ্টো মহালক্ষ্ম্যা দেবদেবো জনার্দ্দনঃ । বক্তুং ন শক্ত আনন্দেনান্দোলিতমনস্তনুঃ ॥ ১৫
গদ্গদাক্ষরয়া বাচা তামুবাচ হ কেশবঃ ॥ ১৬

ভগবানুবাচ ।

দৃষ্টঃ স্বপ্নে মহালক্ষ্মি ময়া দেবো মহেশ্বরঃ । আনন্দময়দেহোঽতিসুন্দরোঽদ্ভুতদর্শনঃ ॥ ১৭
উত্তিষ্ঠ গচ্ছ কৈলাসং ময়া সহ সমুদ্ভজে । মহাদেবং মহাত্মানং দ্রক্ষ্যামাদ্য ত্রিলোচনম্ ॥ ১৮
মন্যে হন্ত সুভগেন ভাগ্যেন কেনচিৎ সতা ॥ ১৯

দেব্যুবাচ ।

ইত্যুক্তা বিস্মিতা লক্ষ্মীস্তথা চক্রে ত্বরান্বিতা । নারায়ণোঽপি কৈলাসগমনায় মনো দধে ॥২০
অথ মধ্যপথে দেবশ্চন্দ্রমৌলির্মহেশ্বরঃ । গচ্ছন্ বৈকুণ্ঠভবনং দৃষ্টো নারায়ণেন সঃ ॥ ২১
উভয়োর্দর্শনং তত্র মিথঃ সন্দর্শনার্থিনোঃ । অত্যুৎকণ্ঠাবতোর্বিষ্ণুশিবয়োর্বিস্ময়প্রদম্ ॥ ২২
ন বাচা প্রতিপাদ্যং তদৃগ আনন্দো মহাত্মনোঃ । উৎপন্নস্তত্র সময়ে মম লক্ষ্ম্যাশ্চ সন্নিধৌ ২৩
তাবুভৌ সুমহোৎসাহাবুভৌ প্রণতিতৎপরৌ । মিথঃ কৃতালিঙ্গনৌ চ রোমাঞ্চিতসুবিগ্রহৌ ॥
আনন্দাশ্রুপ্লুতৌ স্বৌ চ দ্বাবেব গদ্গদোক্তিকৌ । কস্মাদাগমনং কুত্রেত্যুক্তিকৌ তৌ হরীশ্বরৌ
তত্রাহ বিষ্ণুং গিরিশঃ ক্ষণং সংস্তভ্য কেশব । ময়া ত্বং স্বপ্নে দৃষ্টোঽসি শ্যামসুন্দরবিগ্রহঃ ॥
শ্রীজুষ্টবামপার্শ্বশ্চ শঙ্খচক্রগদাধরঃ । অত্যদ্ভুতমহাশোভো যথা দৃষ্টোঽসি দৃশ্যতে ॥ ২৭
ত্বং পুনঃ কেশবানন্ত নারায়ণ জনার্দ্দন । কুতো গচ্ছসি সোৎকণ্ঠো মদ্ভাগ্যোপস্থিতঃ পথি ॥

হরিরুবাচ ।

দৃষ্টঃ স্বপ্নেময়া পি ত্বং শিবশঙ্করসর্ব্বদা । স্বপ্নেযথেক্ষিতোঽসি ত্বং তথা দৃষ্টোঽধুনাপি চ ॥২৯
নমোঽষ্টমূর্ত্তয়ে তুভ্যমেকাদশভবায় চ । পিনাকপাণয়ে দেবীপতয়ে তে নমো নমঃ ॥ ৩০
আগচ্ছ মৎপুরং নাথ বৈকুণ্ঠং গিরিশ প্রভো । তত্র ত্বাং পূজয়িষ্যামি যোগিনাং পরমীশ্বরম্ ৩০
ত্বমেব দ্রষ্টুমিচ্ছোমে মিলিতোঽসি পথি প্রভো ॥ ৩১

শিব উবাচ ।

আত্মস্বরূপ হে দেব মমেদং মতমীপ্সিতম্ । ব্যক্তীকৃতং মদাত্মত্বাৎ তস্মান্মৎপুরমাব্রজ । ৩২

দেব্যুবাচ ।

এবম্ভৌ নিগদন্তৌ হি সমীহম পরস্পরম্ । কেন কস্য পুরং গম্যমিতি প্রেম্ণাপি সংশয়ঃ ॥ ৩৩
উভৌ সংশয়িতৌ তত্র সমায়াতঞ্চ নারদম্ । পপ্রচ্ছতুঃ পূজয়িত্বা মধ্যস্থত্বেন তৌতদা ॥ ৩৪

নারদোঽপিভ্রমচ্ছিত্তো নশক্তস্তত্রনিশ্চয়ে। প্রোবাচকিংনু দেবেশৌপৃচ্ছথোঽত্রপ্রিয়ং শিবাম্
ইমে দেব্যৌ যুক্তিদক্ষে কর্ত্তব্যং বক্ষ্যতোঽত্র বাম্॥ ৩৫

দেবদেবাবূচতুঃ।

বদস্ব গিরিজে লক্ষ্মি কঃ কস্য পূর্ব্বমেতু নৌ॥ ৩৬

ইত্যুক্তাহং ততস্তাভ্যাং কৃষ্ণেশাভ্যাং সখীত্বয়। বক্ত্র্মধ্যং তয়োঃ প্রেম চান্যানাধিকং তদা
লক্ষিত্বা স্বামনস্যাঞ্চ নির্নেত্রীং সমুপস্থিতাম্। তয়োরিব মনো মেঽপি সন্দেহি সমজায়ত॥
ততস্তদা স্থিরীভূয় সমবোচমিদং সখি। তৌ দেবদেবৌ পরমপ্রীতিমন্তৌ পরস্পরম্॥ ৩৯
যুবয়োর্যাদৃশী প্রীতির্দৃশ্যতে হ্যনুপাধিকা। মন্যে তয়া প্রমাণেন ন ভিন্নবপতী যুবাম্॥৪০
যাদৃশী দর্শিতা প্রীতির্যুবাভ্যাং নাথ কেশব। মন্যে তয়া প্রমাণেন আত্মিকোঽন্যস্তযুর্ম্মিথঃ৪১
যা প্রীতির্দর্শিতা দেবৌ যুবাভ্যাংনাথকেশব। মন্যে তয়াপ্রমাণেব ভার্য্যেআবাং পৃথঙ্ন বাম্
যাদৃশী দর্শিতা প্রীতির্যুবাভ্যাং নাথ কেশব। মন্যে তয়া প্রমাণেন দ্বেষ একস্য স দ্বয়োঃ॥ ৪৩
যাদৃশী দর্শিতা প্রীতির্যুবাভ্যাং নাথ কেশব। মন্যে তয়া প্রমাণেন একা পূজা দ্বয়োর্মতা॥৪৪
যাদৃশী দর্শিতা প্রীতির্যুবাভ্যাং নাথ কেশব। মন্যে তয়া প্রমাণেন অপূজৈকস্য চ দ্বয়োঃ॥৪৫
যাদৃশী দর্শিতা প্রীতির্যুবাভ্যাং নাথ কেশব। মন্যে তয়া প্রমাণেন ভেদকৃদ্বাং চিরং পতেৎ৪৬
কিং ভ্রামযসি মধ্যস্থচিত্তং ভেদপ্রদর্শনাৎ। যোগিনো যং প্রপশ্যন্তি নাম্না শ্রীকৃষ্ণশঙ্করৌ॥৪৭
অতএব বদাম্যেবং গচ্ছতং স্বং স্বমালয়ম্। বৈকুণ্ঠোঽপি চ কৈলাসঃ কৈলাসস্তৎপৃথঙ্ন চ ৪৮
আত্মানং শিবমালোক্য বৈকুণ্ঠং যাহি কেশব। বিষ্ণুমালোক্য বৈকুণ্ঠং কৈলাসঞ্চ ময়া শিব ৪৯

দেব্যুবাচ।

ইত্যুক্তা মদ্বচঃ শ্রুত্বা হসিত্বা হরিশঙ্করৌ। হর্ষালিঙ্গিতসর্ব্বাঙ্গৌ মামেব প্রশশংসতুঃ॥ ৫০
আলিঙ্গনপ্রণামাদিং কৃত্বা সখ্যৌ শিবাচ্যুতৌ। গতৌ কৈলাসবৈকুণ্ঠৌ নারদশ্চ স্থলান্তরম্ ৫১

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীকলপ্রাদুর্ভাবে কৃষ্ণশঙ্করসমাগমো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

কৈলাসমাগতে শম্ভৌ বৈকুণ্ঠে গরুড়ধ্বজম্। সুখাসীনং প্রিয়া লক্ষ্মীঃ পপ্রচ্ছ মুদিতাননা॥১
প্রভো দেব জগন্নাথ প্রসন্নাত্মন্ প্রিয়ঃপতে। কতি প্রিয়তমাঃ সন্তি ভগবন্ ভবতোঽনঘ॥২
মাতা গুরূণামধিকা পুত্র এবাত্মনো বরঃ। সুহৃদাঞ্চ প্রিয়াণাঞ্চ বরা ভার্য্যা জনার্দ্দন॥ ৩
মন্যেঽতএবমাত্মানমনন্যাং তে প্রিয়াং প্রিয়ম্। মত্তোঽপি হ্যধিকঃপ্রেষ্ঠো দৃষ্টঃ শ্রীকণ্ঠ ঈশ তে
অতোঽপিহ্যধিকঃ প্রেষ্ঠস্তেমাজ্ঞাতোঽস্তিকোঽপি তে। তন্মেবদপ্রভোদেবভার্য্যাহংযদিতেমতা

ভগবানুবাচ ।

ন মে প্রিয়তমাঃ সন্তি শিব একঃ প্রিয়ো মম । অহেতুকঃ প্রিয়োঽন্যো মে স্বকার্য্যঃ প্রাণিনামিব
পুত্রার্থী যৌবনার্থী চ গৃহার্থী স্ত্রী প্রিয়া নৃণাম্ । পুত্রঃ প্রিয়শ্চ পিণ্ডার্থঃ কীর্ত্ত্যর্থশ্চ সমুদ্রজে ॥৭
ধনং প্রিয়ং সুখার্থঞ্চ বিপত্ত্রাণার্থমেব চ । প্রিয়ং শরীরং ধর্ম্মার্থে তে চ ধর্ম্মাত্মনাং তথা ॥ ৮
সর্ব্বে প্রয়োজনেনৈব প্রিয়া লোকেষু পদ্মিনি । কেবলপ্রীতয়ে শ্রেষ্ঠঃ প্রিয়ে ন কোঽপি দৃশ্যতে
স্ত্রীণাং যথা পতিঃ শ্রেষ্ঠঃ স্ত্রী পুংসাং ন তথা প্রিয়া । অহেতুকঃ প্রিয়ঃ স্বামীস্ত্রীসহেতুঃপ্রিয়ামতা
অতোঽনুগচ্ছতে পত্নী বহ্নৌ দীপ্তেমৃতং পতিম্ । পুমান্ পত্ন্যাং মৃতায়াস্তু পুত্রায়োদ্বহতেঽপরাম্
প্রীতিস্ত্বহেতুকী পুংসাং পুরুষেষ্বেব যুজ্যতে । ন স্ত্রীষু ভিন্নধর্ম্মাস্তা মৈত্রী সাম্যমপেক্ষতে ॥১২
পুরা স্বয়ম্ভুবাবাবাং পৃথিব্যাং সমুপস্থিতৌ । তত্রাহং প্রিয়কাম্যায়ৈ চরন্ কান্তে দিশো দশ ।
মনসা নিশ্চয়ং চক্রে শৃণু তৎ কমলালয়ে ॥ ১৩
যথাহং প্রিয়কাম্যায়ৈ চরামি বিদিশো দশ । তথা চরন্ যো দৃষ্টঃ স্যাৎ স স্যান্মেঽহেতুকঃপ্রিয়ঃ
এবং মনসি নিশ্চিত্য চরন্ দৃষ্টোঽহমীশ্বরম্ । মম তস্য চ দৃষ্টৈব দৃষ্টস্য নিরতং যথা ।
বভূব মহতী প্রীতির্বিদ্যেব প্রাক্তনোদ্ভবা ॥ ১৫
স এবাহং মহাদেবঃ স এবাহং জনার্দ্দনঃ । উভয়োরন্তরং নাস্তি ঘটস্থজলয়োরিব ॥ ১৬
শিবাদন্যঃপ্রিয়ো মেঽস্তিভক্তো যঃ শিবপূজকঃ । শিবস্যাপূজকো লক্ষ্মি ন কদাপি প্রিয়ো মম
দেব্যুবাচ ।
ইত্যুক্তা কমলা দেবী বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা । অমন্যতাপ্রিয়াং বিষ্ণোঃ শিবপূজাপরাঙ্মুখীম্ ।
বিজ্ঞাং বিজ্ঞামিদং বাক্যং প্রবদন্তীং মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ১৮
তাং দৃষ্ট্বা কমলাং কৃষ্ণো মাভৈরিত্যাহ হর্ষিতঃ । ময়া প্রবর্ত্তিতা নাসি শিবপূজাবিধৌ সতি ॥
অদ্যারভ্য মহেশস্য [illegible] কুরু যথাবিধি । [illegible] প্রতিদিনং শিববশ্যে প্রিয়া ভবেঃ ॥ ২০
দেব্যুবাচ ।
ই[illegible] [illegible] জ্ঞায় প্রাহিতা নারদেন চ । শিবপূজাং সমারেভে কর্ত্তুং পত্যাজ্ঞয়া সখি ।
দিনে [illegible] শিবে ভক্তির্ববৃধে পূজয়া প্রিয়ঃ ॥ ২১
এবং যাতেষু কালেষু কদাচিজ্জলধেঃ সুতা । পপ্রচ্ছ কেশবং দেবং শিবভক্ত্যা সমাদরাৎ ॥২২
শ্রীরুবাচ ।
প্রভো শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ কেন পুষ্পেণ সর্ব্বথা । পরিতুষ্যতি তে শ্রেষ্ঠঃ শিতিকণ্ঠস্ত্রিলোচনঃ ॥২৩
তেন পুষ্পসহস্রেণ প্রত্যহং নীললোহিতম্ । সম্পূজয়িষ্যামি তস্মে পুরয় মানসম্ ॥২৪
ভগবানুবাচ ।
দেবি প্রিয়তমে নাথে লক্ষ্মি প্রাণাধিকে শুভে । অহো তে ভগবানীশঃ সুপ্রসন্নো ন সংশয়ঃ ॥
শৃণুষ্বাব্ধিসুতে যেন তুষ্টো ভবতি শঙ্করঃ ॥২৫
নবাষ্টোত্তরশতং সবৎসং সমলঙ্কৃতম্ । পয়স্বি দত্ত্বা বিপ্রেভ্যো যৎ পুণ্যং লভতে নরঃ ।
তৎ পুণ্যং করবীরাখ্যং পুষ্পং দত্ত্বা লভেৎ কৃতী ॥২৬

সুরক্তকরবীরেণ তৎ পুণ্যং দ্বিগুণং ভবেৎ। শ্বেতেন করবীরেণ তৎ পুণ্যং সমুপার্জ্জয়েৎ ॥২৭
শেফালিকাখ্যপুষ্পেণ রাপ্যকোটিফলং লভেৎ। শেফালিকাশতগুণং কুন্দপুষ্পন্ত শম্ভবে।
ততঃ শতগুণং প্রোক্তং মল্লীপুষ্পমুদাহৃতম্ ॥২৮
নির্ম্মিতং মুক্তয়া লিঙ্গং মুক্তাভিঃ পূজয়েৎ যদি। তৎ পুণ্যং লভতে সাধুর্দ্রোণপুষ্পপ্রদানতঃ
সুবর্ণনির্ম্মিতং লিঙ্গং শম্ভোঃ স্বর্ণেন পূজিতম্। তৎ পুণ্যং লভতে দত্ত্বা পুষ্পং চম্পকনামকম্
বৈশাখে মাসি শুক্লেন চামরেণ সুবীজিতে। শর্ম্ভো যা ফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ সা শিরীষপ্রসূনতঃ॥
অশ্বমেধস্য যৎ পুণ্যং তৎ পুণ্যং নাগকেশরাৎ ॥৩১
মুচুকুন্দপ্রসূনন্ত লব্ধা শম্ভুঃ সমুদ্রজে। গয়াশ্রাদ্ধফলং দত্তে পিতৃণাং পরিতোষদম্ ॥
তৎ ফলং স্যাচ্ছতগুণং তুলসীপত্রদানতঃ ॥৩২
শিবস্তগরপুষ্পেণ চন্দ্রপ্রাপ্তিফলং লভেৎ। উপোষ্য যৎ ফলং কাশ্যাং তৎ ফলং বক্রপুষ্পতঃ ॥৩৩
উন্মত্তপুষ্পং যো দদ্যাচ্ছিবায় পরমাত্মনে। স তৎ পুণ্যংলভেদ্ যৎস্যাদুপোষ্যৈকাদশীশতম্ ॥
এবমন্যানি পুষ্পাণি বর্জ্জয়িত্বা তু কেতকীম্। শিবপ্রিয়াণি জ্ঞেয়ানি মহালক্ষ্মি নিবোধ মে ॥৩৫
এতানি সর্ব্বপুষ্পাণি দত্ত্বা যৎ ফলমাপ্নুয়াৎ। তৎ ফলং সমবাপ্নোতি শিবায় পদ্মপুষ্পদঃ ॥৩৬
পদ্মপুষ্পাৎ পরং নান্যচ্ছিবপ্রীতিকরং সদা। তস্মাৎ পদ্মপ্রসূনানি দেহি সঙ্কল্প্য শম্ভবে ॥ ৩৭
দেব্যুবাচ।
ইত্যুক্তা দেবদেবেন লক্ষ্মীঃ পদ্মালয়া শুভা। পদ্মপুষ্পপ্রদানায় সঙ্কল্পং প্রচকার হ ॥৩৮
স্বয়মাহৃত্য কাসারাৎ স্বয়ং প্রক্ষাল্য যত্নতঃ। স্বয়ং দত্তে মহেশস্য স্বর্ণলিঙ্গোপরি ধ্রুবম্ ॥৩৯
সহস্রং পদ্মপুষ্পাণি ত্রিবারগণিতানি চ। প্রত্যহং ভক্তিভাবেন সুদৃঢ়েন সখিব্রয় ॥ ৪০
এবং বর্ষে গতপ্রায়ে কদাচিজ্জলধেঃ সুতা। প্রাতঃ স্নাত্বা সরো গত্বা নির্ম্মলেনান্তরাত্মনা ॥
প্রচিকায়সরোজানিসখ্যো সংখ্যায়তৎপরা। পুনঃ প্রক্ষালয়ামাসনসংখ্যায়ৈবসংক্রমাৎ ॥৪১॥৪২
পূজাং কৃত্বা স্বর্ণলিঙ্গে সহস্রং পঙ্কজানি সা। সংখ্যায় দাতুমারেভে সা পদ্মা বিজয়ে জয়ে ॥
একমেকং ক্রমাদ্দত্ত্বা শেষে ন্যূনাম্বুজদ্বয়ম্। বিলোক্য চিন্তয়ামাস শিবভক্তা সমুদ্রজা ॥৪৪
অহো সু কিমিদং জাতং ক গতংপঙ্কজদ্বয়ম্। চোরিতং কেন বা কিংবা ময়া নৈবচিতংভ্রমাৎ
দ্বিত্রামদ্য ত্রিধা নৈব গণিতং কিল কিং ভবেৎ। চয়নে ক্ষালনেঽর্চ্চায়াং প্রত্যহং গণয়ে মুহুঃ
অদ্যোপভক্তিশৈথিল্যাদ্‌দ্বিরেব গণিতং ময়া। তস্মান্ময়ৈব বিহিতং ভ্রান্তয়ানর্থমেব হি ॥৪৭
কিং কর্ত্তব্যং ভবেৎ কিংবা সঙ্কল্পক্ষতিরীক্ষতে। ন কুত্রাপি দিনে পুষ্পং পরহস্তার্জ্জিতংকৃতম্
কথমদ্য পরদ্বারা পঙ্কজদ্বয়মানয়ে। ত্যক্ত্বা পূজাসনং নৈব গন্তব্যমপি যুজ্যতে।
অদত্তয়োঃ পঙ্কজয়োরপি সঙ্কল্পহানিকৃৎ ॥৪৯
ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা চ মনসা নিশ্চিকায় সা। সস্মার বচনং বিষ্ণো রতিকালে যথোদিতম্ ৫০
সমুদ্রকান্তে হে লক্ষ্মি প্রিয়ে তব কুচদ্বয়ম্। দত্তবান্ কামদেবো মে পঙ্কজদ্বয়মর্চ্চকঃ ॥৫১
অত এতেন হে লক্ষ্মি সরসি ত্বয়ি সুন্দরম্। প্রীতিদং পরমং চারু স্তনপঙ্কজযুগ্মকম্ ॥৫২
অতএব স্তনাবেতৌ পদ্মাখ্যে বিষ্ণুবর্ণিতৌ। ন মিথ্যা ভবিতুং যোগ্যৌ পদ্মাবেতৌ মতৌ মম

এতাভ্যামর্চ্চয়ামীশং পূর্ণমস্তু সহস্রকম্ । অনেন কর্ম্মণা প্রীতঃ কেশবোঽপি ভবিষ্যতি ॥৫৪
ইতি নিশ্চিত্য মনসা দেবী পদ্মালয়া শুভা । দধার কর্ত্তৃকাং হস্তে ছেত্তুং স্বে স্তনপঙ্কজে ॥৫৫
স্তনাভ্যামিদমপ্যাচে হর্ষিতাভ্যাং সুহর্ষিতা । যথা নমতি মে মৌলির্দেবদেবং মহেশ্বরম্ ।
তথা স্তনৌ মৎসরোজে ভবতং শিবপূজনে ॥৫৬
যথৈব শঙ্করঃ কৃষ্ণো ন ভিন্নৌ ভবতঃ কচিৎ । তথা যুবাং নাতিভিন্নৌ ভবতং পঙ্কজাৎ স্তনৌ
হে স্তনৌ ময়ি চেজ্জাতৌ করমূর্দ্ধমুখাদিবৎ । তদা স্তং শম্ভুপূজাজসহস্রপূরকৌ মম ॥৫৮
ইত্যুক্ত্বা সা স্তনং বামং ধৃত্বা বামেন পাণিনা । চকর্ত্ত পাণিনা ভক্ত্যা দক্ষিণেন সকর্ত্তৃণা ॥৫৯
ছিত্ত্বা চাবিকলাত্মৈকং স্তনং কমলসন্নিভম্ । প্রফুল্লচারুশোণাভং স্পৃষ্টং পূর্ব্বক বিষ্ণুনা ॥ ৬০
পঞ্চাক্ষরেণ মন্ত্রেণাস্মরন্তী চ্ছেদবেদনাম্ । ছিত্ত্বা দত্ত্বা স্তনং বামং মত্বাত্মানং কৃতার্থিকাম্ ৬১
অপরং ছেত্তুমারেভে স্তনং দক্ষিণমুন্নতম্ ॥৬২
অকস্মাৎ তু স্তনচ্ছেদাদৃশীভূতো মহেশ্বরঃ । সোৎসহে দ্রষ্টুমীশানশ্ছেৎস্যমানং স্তনং পরম্ ॥
আবির্ভূয় স্বর্ণলিঙ্গাজ্জগাদ ত্বরয়া প্রিয়ম্ ॥৬৩

শিব উবাচ ।

মাতঃ সমুদ্রতনয়ে মা মা চ্ছিন্ধি স্তনং পরম্ । যত্তে চ্ছিন্নঃ স্তনো বামো জায়তাং পুনরেব সঃ
জাতা তে পরমা ভক্তিঃ পূর্ণস্তে চ মনোরথঃ ॥৬৪
যশ্চ চ্ছিন্নস্তনো দত্তো মল্লিঙ্গোপরি তেশুভে । সোঽস্তু বৃক্ষঃক্ষিতৌ পুণ্যো নাম্নাশ্রীফলইত্যত
মূর্ত্তিমাংস্তব বৈ ভক্তিবৃক্ষঃ শ্রীফলনামকঃ । ত্বৎকীর্ত্তয়ে ক্ষিতাবাস্তাং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥৬৬
স তরুর্মম বৈ লক্ষ্মি পরমঃ সুপ্রিয়ো ভবেৎ । তৎপত্রেণৈব মে পূজা ভবিষ্যতি নচান্যথা ॥৬৭
স্বর্ণমুক্তাপ্রবালাদিপুষ্পাণ্যন্যানি চ ধ্রুবম্ । শ্রীফলচ্ছদনে শস্তকলাং নার্হন্তি কোটিকাম্ ॥৬৮
যথা মে ত্রীণি নেত্রাণি যথা গঙ্গাজলং মম । তথা প্রিয়তমো লক্ষ্মি ত্রিপত্রঃ শ্রীফলচ্ছদঃ ॥৬৯

দেব্যুবাচ ।

এবং বদতি দেবেশে লক্ষ্মীঃ পরমহর্ষিতা । রোমাঞ্চিতসমগ্রাঙ্গী প্রণনাম পুনঃপুনঃ ॥৭০
ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে । নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥৭১
এবং গদ্গদবাক্যেন স্তবন্তী সা পুনঃপুনঃ । শিবং প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণনাম পুনঃপুনঃ ॥৭২
উত্থায়োত্থায় নমতী স্থিরীভূতা শিবাজ্ঞয়া । গদ্গদোক্তির্মহেশানং লক্ষ্মীঃ স্তৌতিপুটাঞ্জলিঃ ॥

শ্রীরুবাচ ।

শশধরশুচিমূর্ত্তে চন্দ্রমৌলেঽমলাভ ত্রিনয়ন মৃদুচারুস্মেরবক্ত্রামৃতাভ ।
ধবলবৃষভপৃষ্ঠে ভ্রাজমান প্রসীদ প্রণতসদয়দৃষ্টে দেবদেবাধিদেব ॥ ৭৪
ত্রিগুণময় বিরাজত্রাক্ষধুস্তুরপুষ্প প্রবিলসিতসিতাভো ডিণ্ডিমধ্বানবাদিন্ ।
সততসুখসুধাব্ধৌ ত্বং শিবঃ সন্ বিহারী জয় জয় জয় শম্ভো পার্ব্বতীশ প্রসীদ ॥ ৭৫
ভুবননিচয়লীলাধার সাকার শম্ভো অমলরবিশশিক্ষ্মাখাসভূতাশুগেশ ।
সৃজসি হরসি পাসি স্বেচ্ছয়া ত্বং কথং তদ্ বিদিত ইহ নহ্ স্যা ঈদৃশো বা ইয়ান্ বা ॥

মৃতনিলয়বিচারী প্রেতধূল্যাচিতাঙ্গো বিবসনকৃতমালাকীকশো ভূতনাথঃ।
ভবসি বিভবভূতং ত্বাং পুনঃ সাধুচিত্তং লসতি ধরিতুকামং প্রেতভূমীবরাঙ্গ্যং ॥ ৭৭
ত্রিপুরহর মহেশ ত্র্যক্ষ সর্ব্বেশ নাথ প্রভব বিভবনীল শ্বেতবক্ত্র প্রসন্ন।
গিরিশ গহনগোপ শ্রীগুরো নীলকণ্ঠ ক্ষয়কর হর দুঃখং দুঃখহন্তঃ প্রসীদ ॥ ৭৮

দেব্যুবাচ।

ইতি স্তবন্তীং সরিদীশপুত্রীমুবাচ শম্ভুঃ পরমঃ প্রসন্নঃ।
শুভে বরং প্রার্থয় বিষ্ণুকান্তে শ্রীস্তেহহমীশো বরদো বরায় ॥ ৭৯

শ্রীরুবাচ।

অদ্যাহং বিষ্ণুপত্নীত্বং প্রাপ্তা ভক্তোহ ভাবিতা। দৃষ্টস্ত্বঞ্চ মহেশানঃ কিমতোঽস্তি বরঃ পরঃ॥
ত্বদ্দর্শনাৎ প্রাপ্তবরা সদাহং নিগদে যতঃ। নমঃ শিবায় শান্তায়েত্যেবমস্তু বরঃ পরঃ॥ ৮১
ভক্তিমেকাং প্রযাচেঽহং শিবে ত্বয়ি মহেশ্বরে। ভক্তোপযুক্তকৃত্যার্থং ত্বমেব চতুরঃ পরঃ ॥৮২

দেব্যুবাচ।

ইত্যুক্তঃ স তথেত্যুক্ত্বা মহেশোঽন্তর্দধে সখি। কপালমোচনক্ষেত্রে বৃক্ষঃ শ্রীফলকোঽর্জ্জিতঃ

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীফলপ্রাদুর্ভাবো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

বৈশাখে শুক্লপক্ষস্য তৃতীয়ায়াং সখিদ্বয়। জাতো বৈ শ্রীফলতরুর্মাহাত্ম্যং তস্য কথ্যতে ॥ ১
জাতে তু শ্রীফলতরৌ দেবাঃ সর্ব্বে সবাসবাঃ। ব্রহ্মা নারায়ণশ্চাপি দেবপত্ন্যঃ সমাগতাঃ ॥ ২
দদৃশুঃ স্নিগ্ধবিটপং ত্রিপত্রৈঃ সুদলৈর্যুতম্। দীপ্যমানং তেজসৈব শিবরূপং শিবপ্রদম্ ॥ ৩
প্রণেমুঃ সিষিচুস্তত্র বাসং চক্রুঃ সুখান্বিতাঃ। তত্র ক্ষণায় ভগবানুবাচ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥ ৪

ভগবানুবাচ।

অয়ং নাম্না বিল্ব ইতি মালূরঃ শ্রীফলস্তথা। শাণ্ডিল্যশ্চাথ শৈলূষঃ শিবঃ পুণ্যঃ শিবপ্রিয়ঃ ॥ ৫
দেবাবাসস্তীর্থপদঃ পাপঘ্নঃ কোমলচ্ছদঃ। জয়ো বিজয়নামা চ বিষ্ণুস্ত্রিনয়নো বরঃ ॥ ৬
ধূম্রাক্ষঃ শুক্লবর্ণশ্চ সংযমী শ্রাদ্ধদেবকঃ। ইত্যেকবিংশতিং নাম্নাং দধাত্যেষ তরূত্তমঃ ॥ ৭
ধনুঃশতঞ্চাস্য মূলাৎ খণ্ডাগ্রাৎ তীর্থমুচ্যতে। অধোভূমেস্তথা তীর্থমতস্তীর্থত্রয়ং সখি ॥ ৮
ঊর্দ্ধপত্রং হরো জ্ঞেয়ঃ পত্রং বামং বিধিঃ স্বয়ং। অহং দক্ষিণপত্রঞ্চ ত্রিপত্রদলমিত্যতঃ ॥ ৯
অস্য চ্ছায়াঞ্চ পত্রঞ্চ লঙ্ঘয়েন্ন পদা স্পৃশেৎ। হরতে লঙ্ঘনাদায়ুঃ পাদস্পর্শাচ্ছ্রিয়ং হরেৎ ১০
পদ্মপুষ্পসহস্রস্য ফলমত্র মমাপি চ। দর্শনে প্রণতৌ স্পর্শে স্থানসম্মার্জ্জনে তথা।
পূজনে চয়নে দানে ক্রমান্মন্ত্রাদুদীরয়ে ॥ ১১

বিল্ববৃক্ষ মহাভাগ মহেশস্য সদা প্রিয় । শিবদর্শনকৃজ্জ্যোতিঃ প্রসীদাব্ধিসুতাস্তন ॥ ১২
নর এতেন মন্ত্রেণ প্রফুল্লাক্ষঃ প্রগে শুভং । প্রপশ্যেৎ স শিবং পশ্যেৎ প্রণমেৎ তদনন্তরম্ ১৩
ওঁ নমো বিল্বতরবে সদা শঙ্কররূপিণে । সফলানি মমাঙ্গানি কুরুষ শিবহর্ষদ ॥ ১৪
মন্ত্রেণানেন মালুরমষ্টাঙ্গৈঃ প্রণমেৎ কৃতী । স বৈষ্ণবো মতো ভক্তঃ স মে প্রিয়তমঃ পরঃ ১৫
শিবপূজক মালুর প্রিয়স্পর্শ মহাতরো । স্পৃশামি ত্বাং মহাপাপসঞ্চয়ান্ মে প্রণাশয় ॥ ১৬
দেববৃক্ষবর শ্রেষ্ঠ স্থলং তে সুমনাহরম্ । ক্রীড়ন্ত্যাগত্য বিবুধা মার্জ্জয়ে তৎ প্রসীদ মে ॥ ১৭
মন্ত্রেণানেন বিল্বস্য দশহস্তস্থলং মৃজেৎ । সগোময়জলৈঃ প্রাতঃসময়ে স তু বৈষ্ণবঃ ॥ ১৯
ওঁ দ্রুমায় শ্রীফলায় নমো দশভিরক্ষরৈঃ । মন্ত্রেণ পূজয়েদ্বিল্বং জপেচ্ছক্তিক্রমাৎ তথা ॥ ১৯
পুণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালুর শ্রীফল প্রভো । মহেশপূজনার্থায় ত্বৎপত্রাণি চিনোম্যহম্ ॥ ২০
মন্ত্রেণানেন চিনুয়াদ্বিল্বপত্রাণি ভক্তিতঃ । পক্ষান্তদ্বাদশীসায়ংমধ্যাহ্নভিন্নকালতঃ ॥ ২১
শাখাভঙ্গো ন কর্ত্তব্যো নৈবারোহেৎ তথা তরুম্ । বরমারুহ্য চিনুয়ান্ন শাখাভঞ্জনং ক্বচিৎ ॥
খণ্ডিতৈশ্চ শিবঃ পূজ্যঃ পত্রৈরন্যস্বখণ্ডিতৈঃ । ষণ্মাসানন্তরং বিল্বপত্রং পর্য্যুষিতং ভবেৎ ॥ ২৩
পূজ্যা এতেন বৈ দেবাঃ সূর্য্যলম্বোদরৌ বিনা । বিল্ববৃক্ষবনং যত্র সা তু বারাণসী পুরী ॥ ২৪
পঞ্চবিল্বদ্রুমা যত্র তত্র তিষ্ঠেৎ স্বয়ং হরঃ । সপ্তবিল্বদ্রুমা যত্র তত্র দুর্গাযুতো হরঃ ॥ ২৫
একো বিল্বতরুর্যত্র তত্র শম্ভূর্ময়া সহ । বিল্ববৃক্ষা যত্র দশ তত্র শম্ভুর্গণৈঃ সহ ॥ ২৬
এতান্যুক্তানি তীর্থানি দেবাঃ সর্ব্বমরুদ্গণৈঃ ॥ ২৭
যত্র বাট্যাং গৃহস্থস্য কোণ ঈশাননামকে । জায়তে শ্রীফলতরুর্ন তত্র বিপদঃ ক্বচিৎ ॥ ২৮
পূর্ব্বস্যাং সুখদঃ স স্যাদ্দক্ষিণে যমভীতিহা । পশ্চিমে চ প্রজাদায়ী বৃক্ষো বিল্ব উদাহৃতঃ ॥
শ্মশানে চ নদীতীরে প্রান্তরে বা বনান্তরে । বিল্ববৃক্ষতলং প্রোক্তং সিদ্ধপীঠস্থলং সুরাঃ ॥ ৩০
ন মধ্যপ্রাঙ্গণে বৃক্ষং স্থাপয়েৎ শ্রীফলাখ্যকম্ । দৈবাদ্যদি প্রজায়েত তদা শিববদর্চ্চয়েৎ ॥ ৩১
চৈত্রাদিচতুরো মাসান্ শম্ভবে পরমাত্মনে । দত্তং স্যাদ্বিল্বপত্রৈকং লক্ষধেনুসমং সুরাঃ ॥ ৩২
মধ্যাহ্নকালে যে মর্ত্ত্যা বিল্বং কুর্য্যুঃ প্রদক্ষিণম্ । তৈঃ সুমেরুগিরিবরঃ কৃত এব প্রদক্ষিণম্ ॥
ন ছিন্দ্যাৎ শ্রীফলতরুং ন দহেৎ কাষ্ঠমেব চ । বিনা ব্রাহ্মণযজ্ঞার্থং পতিতো বিল্ববিক্রয়ী ৩৪
পঙ্কং বিল্বসমিদ্‌ঘৃষ্টং যো ধত্তে মূর্দ্ধ্নি মানবঃ । যমাধিকারো নাত্র স্যাৎ কৃতপাপেঽপ্যপাতকে
বিল্বপত্রং ফলং বীজং ভূমৌ পতিতমীশ্বরঃ । স্বয়ং গৃহ্লাতি শিরসা বৈয়র্থ্যভয়শঙ্কিতঃ ॥ ৩৬
চৈত্রাদিচতুরো মাসান্ সিঞ্চেদ্বিল্বতরুং কৃতী । যথা স্নিগ্ধোভবেদ্বৃক্ষস্তথা তৎপিতরোঽপি চ
চৈত্রাদিচতুরো মাসান্ সদা ভ্রমতি শঙ্করঃ । নবীনবিল্বপত্রার্থী ভুক্তমুক্তিপ্রদায়কঃ ॥৩৮
হরিদ্রানগরে যত্র বৈদ্যনাথো মহেশ্বরঃ । তত্রাক্ষয়ো বিল্ববৃক্ষঃ স্বর্ণবৃক্ষ উদাহৃতঃ ॥৩৯
কামরূপে কামতরুঃ কাশ্যামুক্তস্তথাদিমঃ । কাঞ্চীপুরেঽপরঃ প্রোক্তঃ শ্রীফলোঽক্ষয়পুণ্যদঃ ।
তেঽপি তীর্থবিশেষাঃ স্যুস্তীর্থেষ্বপি সদাতনাঃ ॥৪০

দেব্যুবাচ ।

এতস্মিন্নেব কালে তু শম্ভুরাগত্য বৈ সখি । ব্রহ্মণা বিষ্ণুনা পত্রৈঃ পূজিতঃ শ্রীফলৈরভূৎ ॥ ৪১

ততঃ সর্ব্বে যথাস্থানং জগ্মুর্নারায়ণাদয়ঃ । কথিতোঽয়ং ময়া সখ্যৌ বিল্ববৃক্ষস্তরূত্তমঃ ॥৪২
অয়ং বাং সম্প্রোক্তো নমু শিবকথাপুণ্যনিচয়ঃ পবিত্রঃ শ্রোতব্যঃ শ্রবণরমণীয়ঃ খলু সতাম্।
শিবে বিষ্ণৌ ভেদাপহরণ উদারঃ সুমনসাং সুসেব্যঃ পাঠ্যশ্চ প্রভবতি শিবস্যাপি নিকটে ৪৩

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বিল্ববৃক্ষমাহাত্ম্যং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

সখ্যাবূচতুঃ ।

উক্তস্ত্বয়া মহেশানি তুলসীবিল্বসম্ভবঃ । অনয়োস্তুল্য এক কঃ শিববিষ্ণুপ্রিয়স্তরুঃ ॥১
তদাবাং শ্রোতুমিচ্ছাবঃ শিবসুন্দরি কথ্যতাম্ । ত্বং সখী স্বামিনী ত্বং বাং ত্বং বাংপরমদেবতা

দেব্যুবাচ ।

অস্তি বিল্বতুলসীতরুতুল্যঃ পুণ্য এক উত হিরশিবার্হঃ ।
নামতোঽমলক ইত্যপি সখ্যৌ রোপিতঃ কমলনাথ ময়াপি ॥৩

কদাচিদ্দেবযাত্রায়াং প্রভাসপুণ্যতীর্থকে । সর্ব্বে দেবাঃ সমায়াতা দিনে পুণ্যে চ কুত্রচিৎ ॥৪
তত্রায়াতঃ স্বয়ং ব্রহ্মা হংসারূঢ়শ্চতুর্ম্মুখঃ । শিবো ভূতগণৈঃ সার্দ্ধং চন্দ্রমৌলির্ময়া সহ ॥৫
লক্ষ্ম্যা চ সহ গোবিন্দঃ প্রসন্নবদনঃ সুরৈঃ । ইন্দ্রঃ সুরপতিশ্চৈব বহ্নিঃ শমননৈঋর্তৌ ॥৬
যাদোভির্বরুণশ্চৈব পবনঃ স্বগণৈঃ সহ । কুবেরো ধনদঃ শ্রীমান্ মহেশ্বরধনাধিপঃ ॥৭
ঈশানশ্চ স্বয়ং দেবঃ শিবমূর্ত্তিঃ সনাতনঃ । ইত্যাদয়ো দেবগণা নারদাদ্যাঃ সহর্ষিভিঃ ॥৮
গৌতমঃ কশ্যপঃ সাক্ষাদসিতশ্চ্যবনোঽসিতঃ । কণ্বো মেধাতিথির্ব্যাসঃ পলাশশ্চ পরাশরঃ ॥৯
বিশ্বামিত্রঃ সজাবালির্জ্জৈমিনিশ্চ তপোধনঃ । আর্ষ্টিসেনঃ পিপ্পলাদোঽপ্যঙ্গিরাঃ পৈল এব চ
জামদগ্ন্যো ভরদ্বাজো জৈগীষব্যঃ স্বয়ং মুনিঃ । ইত্যাদ্যা মুনয়ঃ সর্ব্বে সশিষ্যাঃ সুকুতূহলৈঃ ॥
আজগ্মুঋর্ষয়ঃ সর্ব্বে বেদবেদাঙ্গপারগাঃ । তে সর্ব্বে পুণ্যকর্ম্মাণি চক্রুরেব যথোচিতম্ ॥১২
সর্ব্বে সংহৃত্য মুদিতাঃ শিবং কৃষ্ণং বিধিং তথা । অপূজয়ন্ সুরাধীশাস্তীর্থভূতান্ স্বয়ম্প্রভান্
তত্রাহঞ্চ স্বয়ং লক্ষ্মীরেকস্থানে সমাগতে । নানাকৌতূহলকথাশ্চকার হি তয়া সহ ॥১৪
তত্রাবয়োর্ম্মতির্জ্জাতা শিববিষ্ণুপ্রপূজনে । অহং প্রিয়মথোচক্ষ সামুদ্রি শৃণু মে মতিম্ ॥১৫
যৎকল্পিতেন দ্রব্যেণ পূজয়েঽহং হরিং প্রভুম্ । হরিঃ প্রাণভৃতামাত্মা পূজ্যশ্চ পরমঃ সতাম্ ॥
তচ্চিন্তয় মহাভাগে কিং স্পৃষ্ট্বা পূজয়ে হরিম্ ॥১৬

দেব্যুবাচ ।

ইত্যুক্তে চ যদি ময়া তদা শ্রীরপি হর্ষিতা । রোমাঞ্চিতাঙ্গী সজরে দণ্ডবৎ প্রণনাম মাম্ ॥১৭
অহঞ্চ প্রণতাং লক্ষ্মীং সমুৎপাপ্য চ বাহুনা । সমালিঙ্গং সমুত্থায় গাঢ়মেব শুভাননাম্ ॥১৮

মামুবাচ ততো লক্ষ্মীর্গদ্গদাক্ষরভাষিণী। মমাপ্যেবং মতির্জ্জাতা ত্বমবোচঃ স্বয়ং যথা॥
স্বকল্পিতেন দ্রব্যেণ পূজয়েঽহং মহেশ্বরম্॥১৯

দেব্যুবাচ।

সজয়ে বিজয়ে দেবি নাবেবম্ভূতয়োস্তদা। নয়নেষু সুজাতানি অমলাশ্রুজলানি চ॥ ২০
তানি নৌ নয়নেভ্যশ্চ নিপেতুর্ভুবি হে সখি। অমলানি কানি নাম দ্বয়োরেব লসম্মুদোঃ॥২১
ততো জাতা ক্রমাঃপৃথ্যাং চত্বারো বিমলপ্রভাঃ। ধ্যাতা ত্বামলকীনাম্নাজাতাঃ কাদমলাত্ত্বযতঃ
শ্যামলচ্ছদযুক্তাস্তে কর্ব্বুরস্কন্ধমূলকাঃ। শিরাগ্রথিতপর্ব্বালী পত্রমালৈকপত্রকাঃ॥ ২৩
বিল্বস্য চ তুলস্যাশ্চ যে গুণাঃ কথিতাঃ সখি। তে তে গুণাঃ সর্ব্ব এব আমলক্যাং সমাহৃতাঃ॥
পত্রমালাদলৈরস্যাঃ শিববিষ্ণুসুরেশ্বরৌ। সর্ব্বথা পূজিতৌ স্যাতাং সখ্যৌ নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥
মাঘে মাসি সিতায়াংতামেকাদশ্যাং সমুদ্ভবাম্। শুভামামলকীং দৃষ্ট্বা সমেতাঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥
ঋষয়স্তে সশিষ্যাশ্চ হর্ষমাপুঃ পরং তদা। শিবাচ্যুতস্বরূপঞ্চ দদৃশুস্তুষ্টুবুস্তদা॥ ২৭
নমাম্যামলকীং দেবীং পত্রমালাস্বলঙ্কৃতাম্। শিববিষ্ণুপ্রিয়াং দিব্যাং শ্রীমতীং সুন্দরপ্রভাম্॥
এতেন খলু মন্ত্রেণ সর্ব্বা অস্যাঃ ক্রিয়াঃ মতাঃ। এতামুদ্দিশ্য তীর্থানি ত্রীণ্যুক্তানি মনীষিভিঃ॥
বিল্ববৃক্ষবদেবেহ পৃথিব্যাং কর্ম্মণাং স্থলে। সিষিচুস্তামামলকীং সর্ব্বতীর্থজলৈর্দ্বিজাঃ॥ ৩০
অথ সর্ব্বসুরাণাঞ্চ মুনীনাঞ্চ তদাগ্রতঃ। ময়া সংপূজিতঃ কৃষ্ণঃ শ্রীশ্চ শম্ভুমপূজয়ৎ॥ ৩১
তদা জয়জয়ধ্বানো বভূব ক্ষিতিমণ্ডলে। আকাশে পুষ্পবৃষ্টিশ্চ শঙ্খশব্দাশ্চ পুষ্কলাঃ॥ ৩২
দৃষ্টা হ্যামলকী দেবী দধারানন্দমুত্তমম্। তেন ধাত্রীতি নাম্নাপি রাজত্যামলকী শুভা॥ ৩৩
নমস্কৃত্য হ্যামলকীং গতা দেবা দ্বিজাস্তথা। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাশ্চাপি তত্রাধিষ্ঠানমাহিতাঃ॥ ৩৪
জাতা হ্যামলকী দেবী পরমানন্দদায়িনী। মান্যা স্থাপ্যা চ পূজ্যা চ প্রণন্তব্যা সখীবয়॥ ৩৫

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে আমলকীপ্রাদুর্ভাবো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

অথাতঃ শৃণুতং সখ্যৌ দেশতীর্থানি নামতঃ। গঙ্গায়া অন্যতো যানি বিশ্রুতানি ক্ষিতৌ খলু॥
প্রভাস ইতি বিখ্যাতো দেশঃ পুণ্যতমঃ সখি। যত্র চন্দ্রো দক্ষশপ্তো বিমুক্তো যক্ষ্মণা বভৌ॥
ততঃ পশ্চিমতো নাম্না তীর্থং সখ্যৌ পৃথূদকম্। যত্রাব্ধিঃ স্বয়মাগত্য স্নাতি প্রতি দিনং দিনম্,
ততো বিন্দুসরো নাম তীর্থং সখ্যৌ সুবিশ্রুতম্। বিধের্যত্র গতস্যাভূদানন্দাশ্রুস্রবো বহুঃ॥ ৪
যত্র স্বয়ং তপস্তেপে কর্দ্দমো বৈ প্রজাপতিঃ। তত উত্তরতস্তীর্থং ব্রহ্মতীর্থমিতি শ্রুতম্।
যত্র পূর্ব্বমুখী দেবী নদী যাতি সরস্বতী॥ ৫

তস্য পশ্চিমতো নাম নৈমিষারণ্যমুত্তমম্। সততং যত্র মুনয়স্তিষ্ঠন্তি সৎক্রিয়ান্বিতাঃ॥ ৬
যত্র নাস্তি কলির্দ্দেবঃ সত্ত্বহারী নৃণাং সদা। শৃণুতং যেন তৎ ক্ষেত্রং প্রশংসন্ত্যৃষয়ঃ সদা॥৭
পুরা সর্ব্বে মুনিগণাঃ সশিষ্যাঃ কলিসন্নিধৌ। ব্রহ্মাণং শরণাপন্নাঃ কলিভীতা অথাবদন্॥ ৮

ঋষয় ঊচুঃ।

ব্রহ্মন্নব্যয় দেবেশ সত্ত্বমূর্ত্তে সনাতন। চতুর্ব্বক্ত্র চতুর্ব্বাহো হংসবাহ নমোঽস্তু তে॥ ৯
নমঃ শ্বেতায় নীলায় ব্রহ্মণে শোণশোচিষে। সর্জ্জকব্রহ্মণে রক্ষাব্রহ্মণে প্রলয়ায় চ॥ ১০
ব্রহ্মণে তে নমস্তুভ্যং প্রমাগম্যায় তে নমঃ। প্রণব্যধিষ্ঠাতৃদেব তুভ্যং ব্রহ্মন্ নমো ... ১১
নমঃ কমলভূতায় কমলাসনসংস্থিত। চতুর্ম্মুখ নমস্তুভ্যং নমস্তেঽষ্টবিলোচন॥ ১২
নমোঽক্ষসূত্রপাণে তে কমণ্ডলুকরায় চ। নমঃ পুস্তকহস্তায় নমস্তে কুশপাণয়ে॥ ১৩
সদা তিলকিনে তুভ্যং সদা বদ্ধশিখায় চ। সদোপবীতিনে তুভ্যং সত্যবাক্যায় তে নমঃ ..
গায়ত্রীপতয়ে তুভ্যং ব্রাহ্মণায় নমো নমঃ। নমো বিষ্ণুশিবারাধ্য দেবর্ষীড়িত তে নমঃ॥ ১৫
নমস্তে ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্ববেদবিদে নমঃ। অনাদিমধ্যনিধনসর্ব্বজ্ঞায় নমো নমঃ॥ ১৬

ব্রহ্মোবাচ।

প্রসন্নো বোঽহমৃষয়ঃ স্বাভিপ্রায়ং বদন্তু চ। আগতা বা কথং যূয়ং তন্মে কথয়তর্ষয়ঃ॥ ১৭

ঋষয় ঊচুঃ।

পৃথিবী কলিনা ব্যাপ্তা নৃণাং সত্যাপহারিণা। বয়ং তপোধনা ব্রহ্মন্ কুত্র তপ্স্যামহে ক্ষিতৌ

দেব্যুবাচ।

ইত্যুক্তঃ স তদা ব্রহ্মা চিন্তয়ামাস চ ত্রিধা। তস্য চিন্তয়তোঽঙ্কোঽভূদ্দেবঃ কশ্চিন্মহাপ্রভঃ॥
শশাঙ্ককোটিধবলো দ্বিবাহুশ্চ ত্রিলোচনঃ। শ্বেতমাল্যাম্বরধরঃ স্মিতশোভিশুভাননঃ॥ ২০
দধানো হস্তযুগ্মেন জপমালাকমণ্ডলু। তং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্ব্বেকোঽয়মিত্যব্রুবন্ বিধিম্॥ ২১

বিধিরুবাচ।

এষ বৈ নিমিষো নাম সত্ত্বমূর্ত্তিঃ সনাতনঃ। সত্যকালোচিতত্তনুর্যুষ্মদর্থেঽপ্যুপস্থিতঃ॥ ২২
এনমগ্রেসরং কৃত্বা যূয়ং গচ্ছত ভূতলে। যত্রৈষ তত্র গন্তব্যং স্থাতব্যং যত্র তিষ্ঠতি॥ ২৩
যত্র চান্তর্হিতো হ্যেষ ভবিষ্যতি হরেস্তনুঃ। স দেশঃ কলিনা ত্যক্তো যুষ্মদিষ্টো ভবিষ্যতি ২৪

দেব্যুবাচ।

ইত্যুক্তাস্তে মুনিগণা ব্রহ্মণা ক্ষেমদায়িনা। নিমিষাগ্রেসরা জগ্মুর্ব্রহ্মলোকান্মহীতলম্॥ ২৫
উত্তরং কুরুমাগত্য ভূমিষ্ঠাস্তে তদাভবন্। অতীত্য পর্ব্বতান্ সর্ব্বান্ বর্ষাণি ষড়তীত্য চ।
হিমাদ্রের্দক্ষিণে বর্ষে ভারতাখ্যে চ বভ্রমুঃ॥ ২৬
তত্রৈকত্র বনেপৃথ্ব্যাং সৌরাষ্ট্রস্য সমীপতঃ। বিপ্রঃ সোঽন্তর্দধে শ্বেতো নিমিষাখ্যঃ সধীবয়॥
তত্র চান্তর্হিতে দেবে মুনয়স্তে মহাব্রতাঃ। সর্ব্বং নারায়ণময়ং দদৃশুঃ স্থাবরাদিকম্॥ ২৮
বিস্মিতা মুনয়ঃ সর্ব্বে জগদুস্তত্র তে মিথঃ। ইদমেবোত্তমং ক্ষেত্রং নিমিষক্ষেত্রমাহিতম্॥
অস্পৃষ্টং কলিনা নৃণাং পরমক্ষেমদায়কম্॥ ২৯

অত্র যে পশুপক্ষ্যাদ্যা লতাক্রমনরাদয়ঃ। সর্ব্বে নরোত্তমা এব যথা গঙ্গাতটক্ষিতৌ।
যজ্ঞাধ্যয়নদানানাং স্থানমেকমিদং স্মৃতম্ ॥ ৩০
জম্বুদ্বীপক্ষিতৌ তত্র ভারতং বর্ষমুত্তমম্। তত্রাপি নৈমিষারণ্যং তীর্থং পরমমুচ্যতে ॥ ৩১
ইত্যুক্তা মুনয়ঃ সর্ব্বে তত্র বাসং দধুশ্চিরম্। জুহুবুঃ সং তপশ্চেরুঃ সন্তুঃ কৃষ্ণপরায়ণাঃ ॥ ৩২
এতৎ তু বৈষ্ণবক্ষেত্রং নৈমিষারণ্যসংজ্ঞিতম্। অধিষ্ঠায়াদ্যাপি বিপ্রাঃ কুর্ব্বন্তি সৎক্রিয়াঃ সদা
যত্র সূত উগ্রশ্রবা লোমহর্ষণজো মহান্। শ্রাবয়মাস বহুধা পুরাণানি সুধীঃ শুচিঃ ॥ ৩৪
এতদ্বাং কথিতং সখ্যৌ নৈমিষারণ্যসম্ভবম্। এতদ্ যঃ শৃণুয়াৎসোঽপি মুচ্যতে কলিদোষতঃ ॥
অত্র যৎ কথিতং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। তচ্ছ্রুত্বা ব্রাহ্মণো মোক্ষমন্তে জন্মান্তরে লভি।
জায়তে ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ মুক্তিপাত্রং হরেস্তনুঃ ॥ ৩৬

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নৈমিষারণ্যসম্ভবো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

পুলহস্যাশ্রমস্তীরে গণ্ডক্যাস্তীর্থমুত্তমম্। গণ্ডকী চ নদী তীর্থং গিরের্গণ্ডকতো তথা ॥ ১
যত্র শালগ্রামশিলা বজ্রকীটেন নির্ম্মিতাঃ। ভবন্তি তন্মহৎ তীর্থং ক্ষিতৌ ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ॥
অগস্ত্যস্যাশ্রমস্তত্র মলয়স্তীর্থমুচ্যতে। মহেন্দ্রপর্ব্বতে চৈব ভৃগুরামস্য চালয়ঃ ॥ ৩
কাবের্য্যাশ্চ তটে তীর্থং রঙ্গনাথস্য চালয়ঃ। বিন্ধ্যো গিরৌ চ বাসন্তীনিলয়স্তীর্থমুচ্যতে ॥ ৪
শ্রীশৈলমৃষভশ্চৈব পর্ব্বতং প্রাহুরেব চ। পঞ্চাপ্সরঃসরস্তীর্থং গোকর্ণাখ্যং শিবস্থলম্ ॥ ৫
সূর্পারকং তথা তীর্থং দণ্ডকারণ্যমেব চ। মাহিষ্মতী পুরী চৈব বিশালা চ তথা পুরী ॥ ৬
ত্রিতকূপং পরং তীর্থং কাঞ্চীনগরং বেঙ্কটম্। তীর্থমাহুস্তথা বেণ্বা কাবেরী চ সরস্বতী ॥ ৭
যমুনা সরযূঃ পম্পা চন্দ্রভাগা চ কৌশিকী। গোদাবরী বিপাশা চ নর্ম্মদা চ সরিদ্বরা ॥ ৮
কৃতমালা মহাপুণ্যা তাম্রপর্ণী বটোদকা। এতানি জলতীর্থানি কথিতানি মনীষিভিঃ ॥ ৯
মথুরা দ্বারকা চৈব তথা গোবর্দ্ধনো গিরিঃ। বৃন্দাবনং মহাতীর্থং যমুনায়াস্তটে শুভে ॥১০
কুরুক্ষেত্রং তথা যত্র জামদগ্ন্যস্য বৈ যশঃ। সামুদ্রশ্চ তথা সেতুরযোধ্যা চ তথা পুরী ॥ ১১
গোতমস্যাশ্রমঃ পুণ্যং তীর্থং প্রোক্তং মনীষিভিঃ। তীরে ব্রহ্মনদস্যাপি কামকোষ্ঠী চ পুণ্যদা
কামরূপমিতি খ্যাতং যত্র যোনিঃ শিবা মতা। দক্ষালয়ে মৃতায়া মে যত্র যোনিঃ পপাত হ ॥
উজ্জয়িন্যাং তথা পূর্য্যাং পীঠং মঙ্গলকোষ্ঠকম্। শুভা মঙ্গলচণ্ড্যাখ্যা যত্রাহং বরদায়িনী ॥১৪
জ্ঞাতয়ো বহবো যত্র মতং তৎ তীর্থমুত্তমম্। হিংসানকার্য্যাজ্জ্ঞাতীনাং জ্ঞাতিপূজারতো ভবেৎ
সহস্রব্রাহ্মণৈস্তুল্য একঃ স্বজন উচ্যতে। ব্রাহ্মণঃ স্বর্গতুল্যঃ স্যাৎ স্বজনস্য তু যো মতঃ ॥ ১৬
পুষ্ণীত স্বজনং দীনং সহায়ঃ স্যাদ্বিপত্তিষু কর্ম্মণা মনসা বাচা ধ্যায়েৎ স্বজনমঙ্গলম্ ॥ ১৭

স্বজনায় ঋণং দত্বা যো গৃহ্লাত্যধিকেন তৎ । তস্য বংশবিলোপঃ স্যাম্ ভঃ প্রেতত্বমাপ্নুয়াৎ ১৮
অপুত্রং স্বজনং দীনং পুত্রেণ পুত্রিণঞ্চ যঃ । কুরুতে স ভবেৎ সখ্যো জন্ম জন্ম প্রজাপতিঃ ১৯
বান্ধবস্ত বিষাদস্তং যঃ হাপয়তি বান্ধবঃ । শিবলিঙ্গসহস্রস্য প্রতিষ্ঠাতা স গীয়তে ॥ ২০
অপ্যকার্য্যশতং যস্ত জ্ঞাত্যর্থে কুরুতে জনঃ । ন স দোষেণ লিপ্তঃ স্যাৎ সখীবয় ম সংশয়ঃ ২১
পাতকাদুদ্ধরেজ্ জ্ঞাতিং দোষান্ নাপি প্রকাশয়েৎ । স্বদোষমপি ন জ্ঞাতৌ গোপয়েত্তারয়েত্তত
রাজদ্বারং বান্ধবার্থে প্রগচ্ছেৎ পারকোঽপি চেৎ । রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ
আত্মনঃ সাধুশীলেন জ্ঞাতিবহিঃ সদা নরঃ । শাস্ত্রয়েদ্দায়কার্য্যে তু নোপেক্ষেত কদাচন ॥২৪
জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠঃ স এব স্যান্নৈব দোষৈশ্চ লিপ্যতে । অতএব জ্ঞাতিদেশঃ পরমং তীর্থমুচ্যতে ॥
প্রসঙ্গাৎ কথিতং সখ্যো জ্ঞাতিকার্য্যমিদং ময়া । যঃশৃণোতিপঠেচ্চৈতৎসজ্ঞাতিপ্রিয়কৃদ্ভবেৎ ॥
জলতীর্থং পুষ্করং স্যাদ্দেশতীর্থং গয়া মতম্ । পুরাণপঠনং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ ॥ ২৭
তচ্চ তীর্থং সমাখ্যাতং গুরুদেবগৃহং তথা । শালগ্রামশিলা যত্র তীর্থং তৎ ক্রোশযুগ্মকম্ ২৮
বৈদ্যনাথসমাখ্যাতং তীর্থং কৈলাসসম্মিতম্ । বক্রেশ্বরস্থলঞ্চৈব সুতীর্থং সমুদাহৃতম্ ॥ ২৯
যত্র পাপহরা নাম নদী পুণ্যজলা শুভা । ব্রহ্মাণ্ডাখ্যে পুরাণেঽস্য জ্ঞেয়ং বিবরণং শুভম্ ৩০
দেবপীঠানি সর্ব্বাণি বিখ্যাতানি ক্ষিতৌ সখি । তীর্থান্যুক্তানি মুক্তীনাংক্ষেত্রাণি বিবিধানি চ
লবণাম্বুনিধেস্তীরে তীর্থং শ্রীপুরুষোত্তমম্ । মোক্ষক্ষেত্রং পরং প্রোক্তং যত্রাস্তে পুরুষোত্তমঃ ॥
বারাণসী চ কামাখ্যা দ্বারকা পুরুষোত্তমঃ । প্রয়াগশ্চ গয়া বৃন্দাবনং তীর্থোত্তমানি চ ॥ ৩৩
বনবাসগতো রামো যত্র যত্র ব্যবস্থিতঃ । তানি প্রোক্তানি তীর্থানি শতমষ্টোত্তরং ক্ষিতৌ ৩৪

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে জ্ঞাতিকর্ত্তব্যনিরূপণং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ।

দেব্যুবাচ ।

অথাতঃ শৃণু বক্ষ্যামি তীর্থানীন্দ্রিয়দেহতঃ । বিপ্রাণাং চরণৌ তীর্থে গবাং পৃষ্ঠং তথা মতম্ ॥
এতে যত্র হি তিষ্ঠন্তি তচ্চ তীর্থমুদাহৃতম্ । স্ত্রীণাং সর্ব্বাণি চাঙ্গানি তীর্থান্যুক্তানিসূরিভিঃ ॥
বালানাঞ্চ শিরস্তীর্থং স্বং তীর্থং চক্ষুরুচ্যতে । তথৈব দক্ষিণঃ কর্ণস্তীর্থং স্বং পরিগণ্যতে ॥ ৩
সত্যবাক্যস্ত বাক্তীর্থং পুরাণপঠনং তথা । দেবলিঙ্গধরং চিত্তং তীর্থমিত্যুচ্যতে সুধৈঃ ॥ ৪
অসচ্চিন্তাবিরহিতং মানসং তীর্থমুচ্যতে । দাতৄণাঞ্চ করৌ তীর্থং দেবপূজাকরৌ তথা ॥ ৫
অস্তস্তীর্থং ভূতশুদ্ধ্যা প্রাণায়ামৈশ্চ নাসিকে । মন্ত্রিতঞ্চাসনং তীর্থং পৈতৃকী বসতিস্তথা ॥ ৬
অথাতঃ শৃণু বক্ষ্যামি কালতীর্থানি সুন্দরি । বৈষ্ণবানি চ শাক্তানি শৈবসৌরাদিকানি চ ॥ ৭
কাল একো বিভুঃ সাক্ষাদ্দেবো নারায়ণঃপ্রভুঃ । ক্রিয়াকৃতৈস্তুবিচ্ছেদৈর্ভেদাৎসত্রিবিধোমতঃ
বর্ত্তমানশ্চ ভূতশ্চ ভবিষ্যন্নিতি সোপধিঃ ॥ ৮

্যাচন্দ্রমসোর্গত্যা পরমাণুক্ষণাদয়ঃ। উপাধয়শ্চ বহবো বৈদিকব্যবহারতঃ॥ ৯
া মনুষ্যমানেন ষষ্ঠী রাত্রিন্দিবং মতম্। তে পঞ্চদশ পক্ষঃ স্যাদ্দ্বৌ পক্ষৌ মাস উচ্যতে॥
দাঃ কলাস্ত তিথয়ো বর্দ্ধমানাঃ পরস্পরম্। শুক্লাস্তাঃ পঞ্চদশ বৈ শুক্লপক্ষ ইতি স্মৃতঃ॥১১
াণি দেবকার্য্যাণি স্নানদানোৎসবাদয়ঃ। প্রশস্যন্তে তত্র যস্মাৎ শশী যত্র হি বৃদ্ধিমান্ ১২
অন্যাশ্চ পঞ্চদশ বৈ কৃষ্ণপক্ষ উদাহৃতঃ॥ ১৩
়ণোতি চন্দ্রমা যত্র নাম্না প্রতিপদাদিষু। চন্দ্রস্য তু বলং ক্ষীণং কৃষ্ণপক্ষঃ স উচ্যতে॥১৪
ং পক্ষৌ শুক্লকৃষ্ণৌ পিতৄণাং তদহর্নিশম্। আশ্বিনাদ্যা মতা মাসাঃ সৌরচান্দ্রপ্রমাণতঃ॥
ব্যমৃতুঃ প্রোক্তো যথৈবং কার্ত্তিকৌ শরৎ। এবং ষড়্ ঋতবো মাসা দ্বাদশৈবায়নে সমা।
সাহর্নিশা চ দেবানাময়নোত্তরদক্ষিণে॥ ১৬
াষাঢ়ঃ কার্ত্তিকশ্চ মাঘো বৈশাখ এব চ। তীর্থান্যুক্তানি মাসা বৈ চত্বারোঽভীষ্টদায়কাঃ
ষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ কুর্য্যাদেষু কৃতী নরঃ। স্নানং দানং তপো হোমো গুরুদেবদ্বিজার্চ্চনম্ ১৮
হাসপুরাণাদিপাঠশ্রবণকর্ম্মণী। কূপারামতড়াগাদিদীক্ষাদ্যাশ্চ ক্রিয়াঃ শুভাঃ।
মাসেষ্বেষু প্রশস্যন্তে বিপ্রাস্তীর্থাশ্রয়া ইব॥১৯
াথে যো বসেৎ কাশ্যাং শুচৌ শ্রীপুরুষোত্তমে। কামরূপেকার্ত্তিকে চ প্রয়াগেমাঘমাসিবৈ
যত্র কুত্র মৃতোঽপ্যেষু নির্ব্বাণমুক্তিভাগ্ ভবেৎ॥ ২০
সৌ হ্যমীষ্বেব কালেষু চ স্থলেষু চ। অন্তর্জলে চ গঙ্গায়াং মৃতেঽবশ্যং তথা ভবেৎ॥২১
াঢ়ে পদ্মকুসুমৈঃ কার্ত্তিকে তুলসীদলৈঃ। দীপৈর্বহুবিধৈশ্চৈব নৈবেদ্যৈশ্চ যথোচিতৈঃ।
কুন্দৈর্মাঘে বিল্বপত্রৈ রাধে স্বেষ্টান্ প্রপূজয়েৎ॥ ২২
ষ্টমাসেষ্বেতেষু কালতীর্থং বিশিষ্যতে। তৃতীয়া নাম বৈশাখে শুক্লা নাম্নাক্ষয়াতিথিঃ
লয়গৃহে যত্র গঙ্গা জাতা চতুর্ভুজা। পুরাণে কথিতা যা চ যুগাদ্যা প্রথমা সখি॥ ২৪
া জহ্নুসপ্তমী চ যত্র নাম্না চ জাহ্নবী। তত একাদশী শুক্লা কালতীর্থং হি মাধবে॥ ২৫
ততো হি দ্বাদশী শুক্লা প্রশস্তজলদানিকা॥ ২৬
াথী পৌর্ণমাসী চ সংযুতা চ বিশাখয়া। শুক্লাষাঢ়া দ্বিতীয়া চ বৈষ্ণবীতিথিরুত্তমা॥২৭
চ সপ্তমী সূর্য্যপ্রীতিদা দশমী ততঃ। মন্বন্তরা চ বিজ্ঞেয়া তত একাদশী শুভা॥ ২৮
তিতরাং শ্রেষ্ঠা যুক্তা তেনানুরাধয়া। যত্র স্বপিতি বৈ বিষ্ণুরাদ্যপাদে জগৎপতিঃ॥ ২৯
মাসী তথাষাঢ়ী মতা মন্বন্তরা তু যা। ততো হি পঞ্চমী কৃষ্ণা নাগদেবীপ্রিয়েষ্যতে॥৩০
ং কার্ত্তিকে মাসি দ্যূতপ্রতিপদিত্যপি। শিবো গিরিজয়া যত্র কৃতং দ্যূতং জয়প্রদম্৩১
ন্তি ভূমিপাস্তত্র সেবন্তে তৌ দ্বিজাতয়ঃ। পরাজয়ে ন কর্ত্তব্যং দুঃখচিত্তং নৃপৈঃ সদা৩২
ভ্রাতৃদ্বিতীয়েতি যমুনা যত্র চাগতম্। অপূজয়দ্ধর্ম্মরাজং স চ তাং ভক্ষ্যভূষণৈঃ॥ ৩৩
চ যমশ্চৈব তৌ পরস্পরপূজিতৌ। দ্বিতীয়ায়ৈ তু তিথয়ে দদতুঃ প্রথমং বরম্॥ ৩৪
যে শুক্লপক্ষীয়ে প্রিয়ে ভ্রাতুঃ স্বসুঃ সদা। স্বস্মি যে সোদরাঃ পূজাং করিষ্যন্তিমিথঃসুখৈঃ
চন্দনতাম্বূলৈর্ভোজনৈর্বিবিধৈঃ শুভৈঃ। তেষাং তাসাং যশঃ পাপক্ষয়ঃ সুজনসঙ্গতিঃ ৩৫

আয়ুর্ব্বৃদ্ধিশ্চ ভবিতা ধর্ম্মবৃদ্ধির্দিনে দিনে । ন চাপি কলহং সেবং পাপকর্ম্ম চ কিঞ্চন ॥ ৩৭
পৈশুন্যাদি চ নো কুর্য্যান্ন চাধ্যয়নপাঠনে । ব্রাহ্মণান্‌ ভোজয়েদ্‌ভ্রাতৄন্‌ ভগিনীরপি পূজয়েৎ
ততোঽষ্টমী কালতীর্থং গবাং মঙ্গলপূজনম্‌ । ততো যুগাদ্যা নবমী যত্র ত্রেতাযুগোদ্ভবঃ ॥ ৩৯
ততোঽপি দ্বাদশী তীর্থং যা তু মন্বন্তরা শ্রুতা । যত্র চোত্তিষ্ঠতে বিষ্ণুঃ শয়নাৎ পাপনাশকঃ ॥
ততো মন্বন্তরা নাম পৌর্ণমাসী তু কার্ত্তিকী । যত্র দামোদরো দেবো ভক্ত্যা তু তুলসীদলৈঃ
প্রদীপৈশ্চান্ননৈবেদ্যৈরিষ্ট আত্মানমর্পয়েৎ । ততঃ কৃষ্ণা চ নবমী যুগান্ত ইতি কথ্যতে ॥ ৪১
ততশ্চতুর্দ্দশী নাম রটন্তীতি চ গীয়তে । অরুণোদয়বেলায়াং স্নায়ী নাবেক্ষতে যমম্‌ ॥ ৪২

মাঘে মাসি সিতা খ্যাতা চতুর্থী বরদা শুভা ॥ ৪৩

ততঃ শ্রীপঞ্চমী নাম যত্র লক্ষ্মীঃ প্রপূজ্যতে । মহাকালীসরস্বত্যৌ পূজ্যেতে বিবিধার্চ্চনৈঃ ॥
ততোঽপি সপ্তমী শুক্লা স্মৃতা মন্বন্তরা সখি । অরুণোদয়বেলায়াং তত্র স্নায়াচ্ছুচৌ জলে ॥
সূর্য্যায়ার্ঘ্যং মুদা দদ্যাৎ সপ্তজন্মাঘমুক্তয়ে । গঙ্গাস্নানমমুষ্যান্ত সূর্য্যগ্রহণতৈঃ সমম্‌ ॥ ৪৬

স্নানে চার্কার্ঘ্যদানে চ মন্ত্রাবেতাবুদীরয়েৎ ॥ ৪৭

যদ্‌যজ্জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু । তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী ॥ ৪৮
জননী সর্ব্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে । সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে ॥ ৪৯
ততোঽষ্টমী যত্র ভীষ্মো বিষ্ণুং প্রাপ ত্যজন্নসূন্‌ । তত্র সন্তর্পয়েত্তস্মৈ সতিলাঞ্জলিভিস্ত্রিভিঃ ॥
বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃতিপ্রবরায় চ । অপুত্রায় দদ্যাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে ॥ ৫১
অনেন খলু মন্ত্রেণ দদ্যাদস্তোঞ্জলিত্রয়ম্‌ । পিতরস্তেন তৃপ্তাঃ স্যুর্বিষ্ণুশ্চাপি সনাতনঃ ॥ ৫২
ততোঽপি নবমী নাম মহানন্দেতি গীয়তে । যত্র বিষ্ণোর্মহানন্দো ভীষ্মং প্রাপ্তস্য নির্বৃতম্‌ ॥
ততো মাঘী যুগাদ্যা চ পৌর্ণমাসী তু গীয়তে । যত্রাভিষিচ্যতে বিষ্ণুঃ সুগন্ধপুণ্যবারিভিঃ ৫৪
ততঃ কৃষ্ণাষ্টমীতীর্থং পিতরো যত্র সর্ব্বথা । পূজ্যন্তে সাধুভিঃ শ্যাকৈর্যান্তঃ কলিযুগস্য চ ॥ ৫৫
ততশ্চতুর্দ্দশী কৃষ্ণা রাত্রিযোগে শিবপ্রিয়া । অগণ্যমহিমাঢ্যা বৈ শিবরাত্রিস্তু গীয়তে ॥ ৫৬
যস্যাং পাতালভূস্বর্গবাসিভিঃ শিবমোদিভিঃ । রাত্রৌ চতুর্ষু যামেষু শিবঃ সংপূজ্যতে মুদা ॥
উপবাসশ্চ পূজা চ জাগরশ্চ প্রমোদদঃ । যেষাং ভবন্তি তদ্রাত্রৌ স কৃতী সর্ব্বধর্ম্মকৃৎ ॥৫৮
একৈকমপি পাপঘ্নং কিং পুনস্ত্রিবিধো বিধিঃ । শম্ভোশ্চতুর্দ্দশী রাত্রির্বিষ্ণোর্জন্মাষ্টমী তথা ।

দেব্যা মহাষ্টমী চৈব মোক্ষদাঃ স্যুরুপোষণাৎ ॥ ৫৯

অমাবস্যা ততো নাম খ্যাতা মন্বন্তরা সখি । চতুর্ষ্বেতেষু মাসেষু কালতীর্থানি বিদ্ধি মে ৬০
দিনানি খলু সর্ব্বাণি সখি মাসচতুষ্টয়ে । পুণ্যানি কালতীর্থানি সংকর্ম্মার্হাণি সর্ব্বতঃ ॥ ৬১
তথাপ্যেতানি বাং সখ্যৌ বিশিষ্য কথিতানি চ । মাসেষন্যেষু যান্যেব সন্তি বক্ষ্যামি তানি চ

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বৈশাখাদিকালতীর্থকথনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

পঞ্চমী চৈত্রমাসস্য শুক্লা তীর্থমুদাহৃতম্। যত্র শ্রীর্ব্রহ্মলোকাদ্ধি সংপ্রাপ্তা মানুষালয়ম্॥ ১
তস্যাং তাং পূজয়েৎ তত্র যন্তং লক্ষ্মীর্ন মুঞ্চতি। এষা শ্রীপঞ্চমী কার্য্যা বিষ্ণুলোকগতিপ্রদা ২
ততঃ শুক্লাষ্টমী চৈত্রে খ্যাতাশোকাষ্টমীতি যা। যস্ত্বামশোককলিকাযুক্তং বারি পিবেন্নরঃ
ভবত্যশোকভাক্ তেন স্নাত্বা দেবীঞ্চ জাহ্নবীম্॥৩
ত্বামশোক হরাভীষ্ট মধুমাসসমুদ্ভব। পিবামি শোকসন্তপ্তো মামশোকং সদা কুরু॥ ৪
গঙ্গে দেবি শিবে মাতরশোকে শোকনাশিনি। ইহলোকে পরত্রাপি শোকং হর মহেশ্বরি॥৫
এতাভ্যামেব মন্ত্রাভ্যাং স্নানং গঙ্গাজলে চরেৎ। অশোকপুষ্পকলিকাযুক্তং বারি পিবেদপি॥
ততঃ শ্রীরামনবমী পুষ্যনক্ষত্রসংযুতা। যস্যাং রাবণনাশায় প্রাদুর্ভূতো জনার্দ্দনঃ॥ ৭
যস্যাং সসীতাসৌমিত্রিভরতং রামমীশ্বরম্। সংপূজ্যোপোষ্যতৎপ্রীত্যৈভূয়োজন্ম ন লভ্যতে।
দশম্যাংভোজয়েদ্বিপ্রান্ জুহুয়াচ্চ তিলৈঃ শতম্॥ ৮
ততস্ত্রয়োদশী শুক্লা চৈত্রে মাসি শ্রুতা সখি। যস্যাং সংপূজ্যতে কামঃ সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে॥ ৯
ততশ্চতুর্দ্দশী নাম মদনাখ্যা শিবপ্রিয়া। তত্র যে মূলমন্ত্রেণ সমূলদমনোচ্চয়ম্।
নিবেদয়ন্তি গৌরীশে তেষাং চৈত্রার্চ্চনং ফলম্॥ ১০
চন্দনাগুরুকর্পূরকুঙ্কুমৈর্ম্মাল্যবস্ত্রকৈঃ। নানাবিধৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ পূজা কার্য্যা সখীশ্বর॥ ১১
ধ্বজচ্ছত্রবিতানানি দেয়ং কার্য্যঃ প্রজাগরঃ। মহৎ পুণ্যমবাপ্নোতি চাশ্বমেধশতাধিকম্॥ ১২
ততঃ সৌভাগ্যদা চৈত্রী চিত্রানক্ষত্রসংযুতা। তস্যাংচিত্রার্ক্কগাং পূজাং কৃত্বা চান্দ্রপদং ব্রজেৎ
পূজয়েত্তাং ভক্তিভাবাচ্চন্দ্রশোভিতমস্তকাম্॥ ১৩
বারেঽর্কগুরুমন্দানাং চৈত্রী মন্বন্তরা যদি। অশ্বমেধাধিকং পুণ্যং তত্র স্নাত্বা লভেন্নরঃ।
দানঞ্চাক্ষয়তাং যাতি পিতৃণাঞ্চাপি তর্পণম্॥ ১৪
বৈশাখে মাসি শুক্লায়াং তৃতীয়ায়াং জনার্দ্দনঃ। যবানুৎপাদয়ামাস যুগঞ্চারব্ধবান্ কৃতম্।
ব্রহ্মলোকাৎ ত্রিপথগাং পৃথিব্যামবতারয়ৎ॥ ১৫
তস্যাংকার্য্যোযবৈর্হোমোযবৈর্বিষ্ণুংসমর্চ্চয়েৎ। যবান্দদ্যাদ্দ্বিজাতিভ্যঃপ্রযতঃ প্রাশয়েদ্যবান্॥
পূজয়েচ্ছঙ্করং গঙ্গাং কৈলাসঞ্চ হিমাচলম্। ভগীরথঞ্চ নৃপতিং সাগরানপি সর্ব্বতঃ॥ ১৭
স্নানং দানং তপঃ শ্রাদ্ধং জপহোমাদিকঞ্চ যৎ। শ্রদ্ধয়া ক্রিয়তে যত্তু তদানন্ত্যায় কল্প্যতে।
গঙ্গাতীরে বিশেষেণ সর্ব্বমক্ষয়মুচ্যতে॥ ১৮
জ্যৈষ্ঠশুক্লচতুর্থ্যান্তু জাতা পূর্ব্বমুমা সতী। তস্যাং সংপূজনীয়া সা নৃভিঃ সৌভাগ্যবৃদ্ধয়ে॥১৯
উপচারৈশ্চ বিবিধৈর্নৃত্যগীতোৎসবাদিভিঃ। হোমংবিল্বদলৈঃ কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ সখি
অথ শুক্লা চ দশমী জ্যৈষ্ঠে দশহরা স্মৃতা। হস্তর্ক্ষসংযুতা ভৌমবারে তীর্থং বিশেষতঃ॥ ২১

অস্যাং স্নানঞ্চ দানঞ্চ মহাপাতকনাশনম্। যাংকাঞ্চিৎ সরিতং প্রাপ্য দদ্যাদ্দর্ভতিলোদকম্।
পিতৃভ্যঃ পাতকৈস্তেন মুচ্যতে দশভিঃ পরৈঃ ॥ ২২
গঙ্গাঞ্চ পূজয়েদ্ভক্ত্যা মাল্যচন্দনকাদিভিঃ। গঙ্গাস্তবাংশ্চ শৃণুয়াদ্ভোজয়েদ্‌ব্রাহ্মণানপি ॥২৩
গঙ্গাবতীর্ণা ধরণীমস্যাং শৈলাদ্ধিমালয়াৎ। তস্মাৎ সংপূজয়েদস্মিন্ শম্ভুং ভূপং ভগীরথম্ ॥২৪
বিরিঞ্চং কুলশৈলাংশ্চ ধরণীং সাগরানপি। হংসকারণ্ডবাদীংশ্চ পক্ষিণঃ স্ত্রীগণানপি।
হোমং কুর্য্যাদ্বিশেষেণ করবীরৈঃ সিতৈঃ শতম্ ॥ ২৫
এবং দশহরাপূজাং যঃ করোতি নরোত্তমঃ। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা ভক্তিতৎপরঃ
অশ্বমেধাদয়ো যজ্ঞাস্তেনৈব তু কলৌ কৃতাঃ ॥ ২৬
পূর্ণিমা জ্যৈষ্ঠমাসস্য যুক্তা চেজ্জ্যেষ্ঠয়া ভবেৎ। মহাজ্যৈষ্ঠীতি বিজ্ঞেয়া যুক্তা বাপ্যনুরাধয়া।
শনিবারস্য যোগস্তু ফলাধিক্যাৎ প্রশস্যতে ॥ ২৭
মহাজ্যৈষ্ঠ্যান্তু যঃ পশ্যেৎ পুরুষঃ পুরুষোত্তমম্। বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি মোক্ষং গঙ্গাসুমজ্জনাৎ ॥
ইন্দুগ্রহণসহস্রাণাং সূর্য্যগ্রহণশতেষ্বপি। ফলং দত্তে ভগবতী মহাজ্যৈষ্ঠী মহাফলা।
স্নানং দানং জপঃ শ্রাদ্ধং গঙ্গাতীরে বিশেষতঃ ॥ ২৯
আষাঢ্যাঃ পরতঃ কৃষ্ণা পঞ্চমী শ্রবণাযুতা। মহাবাজসনীশাখাধ্যায়িনান্তু দ্বিজন্মনাম্।
উপাকর্ম্মণি কেষাঞ্চিৎ কেবলাপি মতা তথা ॥ ৩০
সখি ভাদ্রপদেঽষ্টম্যাং কৃষ্ণপক্ষে কলৌ যুগে। অষ্টাবিংশতিমে জাতঃকৃষ্ণোঽসৌ দেবকীসুতঃ
গন্ধমাল্যৈস্তথা বস্ত্রৈর্ধূপগোধূমপিষ্টকৈঃ। সগোরসৈর্ভক্ষ্যভোজ্যৈস্তথা বহুবিধৈঃ ফলৈঃ।
রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যান্নৃত্যগীতমহোৎসবৈঃ ॥ ৩২
নির্ম্মায় প্রতিমাস্তাসু কৃষ্ণং নন্দবধূং তথা। দেবকীঞ্চাপি সংপূজ্য লভেৎ সর্ব্বার্থসাধনম্ ॥ ৩৩
অষ্টম্যাং কেবলায়াঞ্চ পূজা কার্য্যা বিধানতঃ। নিশীথব্যাপিনীযুক্তা রোহিণ্যা সা ফলাধিকা ॥
তস্যাং সংপূজয়েৎ কৃষ্ণং দুর্গাং নন্দবধূং তথা। দেবকীং রোহিণীং রামং যমুনাং নন্দমেব চ।
বসুদেবং তথা কংসং নারদঞ্চ মহামুনিম্ ॥ ৩৫
বিনাপি ভাদ্রমাসেন রোহিণ্যা সহিতাসু চ। কৃষ্ণাষ্টমীষু সর্ব্বাসু সম্পূজ্যৌ শিবকেশবৌ।
তত্রাপি রজনীযোগোঽপেক্ষ্যতে বৈ ফলাধিকঃ ॥ ৩৬
শৃণুয়াৎ কৃষ্ণমাহাত্ম্যং কৃষ্ণজন্মকথামপি। উপবাসশ্চ কর্ত্তব্যো জাগরশ্চ মহোৎসবঃ।
জয়ন্তী নাম যোগোঽয়ং দৈবতৈশ্চ প্রশস্যতে ॥ ৩৭
পূজোপবাসকর্ম্মাদৌ নবম্যা বেধ ইষ্যতে। জন্মাষ্টম্যাস্ত্বর্দ্ধরাত্রিব্যাপ্তায়াং বৈদিকক্রিয়াঃ ॥ ৩৮
যদ্বাল্যে যচ্চ কৌমারে যৌবনে বার্দ্ধকে চ যৎ। সপ্তজন্মার্জ্জিতং পাপং স্বল্পং বা যদি বা বহু।
তৎ ক্ষালয়তি ভূতেশং তস্যামভ্যর্চ্চ্য ভক্তিতঃ ॥ ৩৯
হোমজপ্যাদিদানানাং ফলঞ্চ শতসম্মিতম্। সংপ্রাপ্নোতি ন সন্দেহো যচ্চান্যমনসেপ্সিতম্ ॥
উপবাসশ্চ তত্রোক্তো মহাপাতকনাশনঃ ॥ ৪১
এবং কৃত্বা বিধিংসম্যক্ পরত্রাহনি ভক্তিমান্। অরুণোদয়বেলায়াং স্ত্রিয়োঽপি চ বিভূষিতাঃ

নদীষু চ তড়াগেষু প্রতিমাঃ স্থাপয়েচ্ছতাঃ। কৃত্বা মহোৎসবাংস্তত্র তা গচ্ছেয়ুর্গৃহানপি।
তিথিভান্তে মুদা কুর্য্যুঃ পারণং বৈষ্ণবৈঃ সহ ॥ ৪৩

যদ্যেকযামরাত্র্যন্তাদধিকে তিথিভে উভে। তথা সতীচ্ছয়া কালে পারণাচরণং সখি ; ৪৪
দক্ষিণাং রুচিরাং দদ্যাদ্গুরবে ব্রাহ্মণায় বা ॥ ৪৫

গবাং পূজা চ বিবিধা কর্ত্তব্যা নবমীদিনে। গোপানাং প্রীতিদানেন ধর্ম্মঃ সম্পচ্চ বর্দ্ধতে ॥
কৃষ্ণপক্ষে ভাদ্রপদে চ্ছন্দোগানাং দ্বিজন্মনাম্। পুষ্যায়াং প্রোক্তমতুলমুপাকর্ম্ম বিধানতঃ ॥৪৭
ভাদ্রে সিতা তৃতীয়া চ পুণ্যা মন্বন্তরা মতা। স্ত্রীণাং তত্রোৎসবং পুণ্যং স্নানদানাদি মঙ্গলম্ ॥
পঞ্চম্যাঞ্চ ততঃ কুর্য্যাৎ সর্পাণাং দেবতার্চ্চনম্ ॥ ৪৯

ততঃ ষষ্ঠী চ সামাস্থা মাসি ভাদ্রপদে শিবা। নাম্না পাপহরা তত্র স্নানাদ্যক্ষয়মুচ্যতে ॥ ৫০
ততশ্চতুর্দ্দশী কৃষ্ণা দ্বাপরাদ্যা মহাফলা ॥ ৫১

ততঃ প্রতিপদং শুক্লামারভ্য চাজ্ঞয়া হরেঃ। ইন্দ্রঃ পালয়তে পৃথ্ব্যাং ব্রীহিশস্যৌষধীঃ স্বয়ম্ ॥
তস্মাৎ স তত্র সম্পূজ্যঃ সভার্য্যশ্চ দিনে দিনে। সগণঃ সানুযাত্রশ্চ সায়ুধশ্চ সবাহনঃ ॥ ৫৩
পটভিত্তিকৃতো দেবো রাজ্ঞাপূজ্যো বিশেষতঃ। পক্ষেঽপিসমুদায়েঽত্র প্রত্যহং মঘবেজ্যতে
সপ্তম্যাঞ্চ তথাষ্টম্যাং নবম্যাঞ্চ বিশিষ্য চ। শিবং শিবাঞ্চ দেবীঞ্চ পূজয়েয়ুঃ স্ত্রিয়ো ব্রতৈঃ ৫৫
দ্বাদশ্যামত্র নৃপতিঃ শক্রমুত্থাপ্য পূজয়েৎ। তত্র পার্শ্বপরীবর্ত্তঃ শয়ানস্য হরেরপি ॥ ৫৬
ইয়ঞ্চ শ্রবণাযোগাচ্ছ্রবণদ্বাদশী মতা। কশ্যপাদদিতৌ জাত উপেন্দ্রো যত্র বামনঃ।
স্নানদানোপবাসাদি কুর্য্যাৎ তত্র হি বৈষ্ণবঃ ॥ ৫৭

অত্রৈব শুক্লপক্ষে হি সিংহাংশে দিনসপ্তকে। অগস্ত্যং পূজয়েৎ প্রাজ্ঞঃ প্রত্যহং মানবো গৃহী
পঞ্চরত্নসমাযুক্তং ঘৃতপায়সসংযুতম্। নানাভক্ষ্যফলৈর্যুক্তং তাম্রপাত্রসমন্বিতম্ ॥ ৫৯
অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষং কুম্ভজাতং চতুর্ভুজম্। সুবর্ণপ্রতিমায়ান্তু পূজয়েদ্দক্ষিণামুখঃ ॥ ৬০
ধান্যপট্টাম্বরৈর্যুক্তে নিদধ্যাৎ প্রতিমাং ঘটে। ধেনুং সবৎসকাং দদ্যাদ্ব্রাহ্মণায় পয়স্বিনীম্
এবমেব বিধানেনাগস্ত্যায়ার্ঘং প্রদাপয়েৎ ॥ ৬১

কাশপুষ্পপ্রতীকাশ অগ্নিমারুতসম্ভব। মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুম্ভযোনে নমোঽস্তু তে ॥ ৬২
হোমং কৃত্বা ততঃ পশ্চাল্লভতে মানবঃ ফলম্। এবং কৃত্বা চন্দ্রলোকং রূপারোগ্যসমন্বিতম্
প্রাপ্নোতি সখি যঃ সম্যক্ সপ্তবার্ঘান্ প্রযচ্ছতি ॥ ৬৩

উদেতি যাবদ্ভগবানগস্ত্যো ব্যোম্নি তাবতঃ। কালাৎ সংপূপয়েৎ তং বৈ কন্যাসিংহাংশকান্তরে
তাবচ্চ ভোজয়েদ্বিপ্রান্ পরমান্নফলাদিভিঃ। দত্ত্বা চ দক্ষিণাংশুদ্ধাংদদ্যাৎসর্ব্বংদ্বিজাতয়ে ৬৫
যদ্যহং প্রাপ্নুয়াং কামং ভগবন্ মনসেপ্সিতম্। ত্বৎপ্রসাদাদবিঘ্নেন ভূয়স্ত্বাং পূজয়াম্যহম্।
ইত্যেবং প্রার্থয়েৎ কাশীবাসিনং কুম্ভসম্ভবম্ ॥ ৬৬

ইত্যেবং সখি তে প্রোক্তান্যেতানি তীর্থকানি বৈ। কালতীর্থানি পরতঃ শৃণু বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ
ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডেঽগস্ত্যার্ঘ্যদানং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ। ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

সখ্যো তীর্থানি তিথয়ঃ পিতৃণাং প্রীতয়ে পরাঃ। অশ্বযুক্কৃষ্ণপক্ষীয়াঃ পিতরস্তত্র লিপ্সবঃ।
প্রত্যহং তাসু কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং বৈ পার্ব্বণং বিধিম্। দেবীং মামেববিধিনাপিতৃরূপামধিষ্ঠিতা
যজেয়ুঃ প্রযতা মর্ত্যাঃ কন্যসংস্থে রবৌ সতি। পূজা মে শ্রাদ্ধরূপেয়ং পরমপ্রীতিদায়িনী॥ ৩
অহমেব স্বধা স্বাহা নম ওঙ্কার এব চ। বিশেষাৎ স্বয়মেবাসং বিষ্ণৌ সুপ্তেঽত্র সর্ব্বথা॥ ৪
তস্মাদপরপক্ষেঽস্মিঞ্ছ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্দিনে দিনে। তদশক্ত্যা পঞ্চমীতো দশমীতস্ততোঽপ্যলম্
ততোঽপ্যশক্তৌ ত্রীণ্যেবদিনানি ততনাপিচেৎ। অমাবস্যাদিনেশ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যং নাত্র সংশ
তত্রাপ্যভাবে কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং দীপান্বিতাতিথৌ। তস্মাদৃষত্বোঽপরে পক্ষেকর্ত্তব্যঃশ্রাদ্ধতর্প
সতিলং তর্পণং কার্য্যং গঙ্গায়ামিতরত্র বা। নিষিদ্ধেঽপি দিনে কুর্য্যাৎ তর্পণং সতিলস্ত্বিহ
মঘায়াঃ পিণ্ডদানন্তু ন কুর্য্যাৎ পুত্রবান্ গৃহী॥ ৯
আহবেষু বিপন্নানাং জলাগ্নিভৃগুপাতিনাম্। চতুর্দ্দশ্যাং ভবেৎ পূজা অমাবাস্যাং তু কামি
উপসর্গমৃতানাঞ্চ তথৈব চাত্মঘাতিনাম্। পিণ্ডঞ্চোদকদানঞ্চ কর্ত্তব্যমিহ বর্ত্ততে॥ ১১
স্ত্রিয়াঃ সূতিবিপন্নায়াঃ শ্রাদ্ধমত্র বিধীয়তে। শাকশ্রাদ্ধমিহাষ্টম্যাং পিতৃণাং প্রীতিদায়কম্
ত্রয়োদশ্যান্তু মধুনা পায়সৈঃ শ্রাদ্ধমিষ্যতে। পুত্রবানপি তৎ কুর্য্যান্ন চেৎ কাম্যং ভবেদ্ধি প
ইয়ং যুগাদ্যাপি মতা কৃষ্ণাশ্বিনত্রয়োদশী। অথাতঃ শৃণু বক্ষ্যামি শরৎপূজাদিনানি মে॥

জাবালিরুবাচ।

পিতৃরূপা কথং দেবী স্বধাভোক্ত্রী স্বয়ং শিবা। কথং বা শারদী পূজা অকালে যুজ্যতেগু

ব্যাস উবাচ।

এবমেব ততঃ সখ্যো দেবীং পপ্রচ্ছতুঃ শিবাম্। তদহং তেঽভিধাস্যামি শৃণুষ্বৈকমনা দ্বিজ

সখ্যাবূচতুঃ।

কথং নু ভবতী ভূত্বা পিতৃরূপা স্বধার্থিনী। শরৎকালে তবার্চ্চা বা কথমাকালিকী শিবে

ইতি শ্রীবৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অপরপক্ষ শ্রাদ্ধবিধার্নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

আসীদ্রাজা দশরথঃ কোশলাধিপতির্নৃপঃ। সূর্য্যবংশসমুৎপন্নঃ সপ্তদ্বীপপতির্মহান্॥ ১
যজ্বা দাতা ধর্ম্মপরঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সৎপরাক্রমঃ। সার্দ্ধসপ্তশতং ভার্য্যাস্তস্যাসন্ পৃথিবীপতেঃ॥
কৌশল্যা কেকয়ী চাপি সুমিত্রা চাপি তস্য হ। তিস্রোমহিষ্যঃসুভগাঃসচ্ছীলাশ্চারুলো

আসংস্তস্য নৃপস্যাসীৎ তাসু যোগ্যা ন সন্ততিঃ। বিভাণ্ডকসুতং নাম্না ঋষ্যশৃঙ্গং সমাশ্রিতঃ।
পুত্রার্থমুদ্যতঃ কর্ত্তুং ক্রতুং ক্রতুমতাং বরঃ॥ ৪
এতস্মিন্নেব কালে তু ব্রহ্মা সুরগণৈঃ সহ। গত্বা বৈকুণ্ঠভবনং বৈকুণ্ঠেশমুবাচ হ॥ ৫

ব্রহ্মোবাচ।

নারায়ণ জগন্নাথ বৈকুণ্ঠ পরমেশ্বর। জনার্দ্দন হৃষীকেশ কেশবানন্ত মাধব॥ ৬
লঙ্কায়াং রাক্ষসপতির্বিদিতস্তে দুরাননঃ। তং নিহন্তুং ক্ষিতৌ নাথ মানুষীং তনুমাশ্রয়॥ ৭
ময়া তস্মৈ বরো দত্তঃ সর্ব্বাবধ্যত্বমীপ্সিতম্। নাগৃহ্লাৎ স স্বয়ং মোহান্মানুষাবধ্যতাং কুধীঃ॥৮
ভক্ষ্যা নো মানুষা এবমবলেপাজ্জনার্দ্দন। তস্মাৎ ত্বং মানুষো ভূত্বা রাবণং জহি কণ্টকম্ ৯
রাজা দশরথো মহ্যাং পুত্রার্থী যজ্ঞতেতরাম্। তস্য ত্বং বৈষ্ণ্যাগ্র্যস্য পুত্রত্বং যাহি মাধব॥ ১০.

ভগবানুবাচ।

ব্রহ্মন্ সত্যমিদং জ্ঞাতং ময়াপি নিশ্চয়েন বৈ। মানুষোহহং ভবিষ্যামি তংবধিষ্যামি রাক্ষসম্
কিন্ত্বেকমস্তি কর্ত্তব্যং গোপনীয়ং ত্বয়া সহ। দেবাঃ স্বস্বাংশয়ং যান্তু সাহায্যায় চ মে ভুবি॥
ঋক্ষবানরসজ্ঞেষু ভবন্তু ভাবয়ন্তু চ॥ ১২
ইত্যুক্ত্বা দেবতাবর্গান্ বিনিযোজ্য তথা তথা। ব্রহ্মণা সহ কৃষ্ণোহগাৎকৈলাসং যত্র পার্ব্বতী
তৌ তত্র শম্ভুনা দৃষ্টৌ পূজিতৌ চ সমর্হণৈঃ। ততো ব্রহ্মহরীশাস্তে উপতস্থুরুমাস্ত মাম্॥ ১৪
উদ্যতেষু প্রণন্তুং মাং তেষু দেবেষু মন্তনোঃ। নিঃসৃতৈকা ভগবতী মহামেঘপ্রভা শুভা॥ ১৫
অষ্টাদশভুজা চন্দ্রকলাকলিতমস্তকা। দেবীভিরষ্টভির্যুক্তা জয়ন্ত্যাদিভিরুত্তমা॥ ১৬
নবযৌবনসম্পন্না নানাভরণকোজ্জলা স্বর্ণসিংহাসনে পট্টে লসন্তী লোললোচনা॥ ১৭
তামেব সংপ্রণম্যেব জগদ্গুরুস্তে সমীপ্সিতম্। তত্র বিষ্ণুরুবাচেদং শৃণ্বতঃ কামবৈরিণঃ॥ ১৮

ভগবানুবাচ।

মাতরম্ব বিষ্ণুমায়ে ব্রহ্মায়ং দৈবতৈঃ সহ। উপারুণদ্রাবণস্য বধায় লোকদূষিণঃ॥ ১৯
অতস্তস্য বধার্থায় মানুষত্বং ব্রজাম্যহম্। ঋক্ষবানরসজ্ঞেষু দেবা যাস্যন্তি সম্ভবম্॥ ২০
কিন্তু ত্বং সেবিতাসেন রাবণেন দুরাত্মনা। অয়ঞ্চ পূজিতঃ শম্ভুর্যাবজ্জীবং দিনে দিনে॥ ২১
ত্বত্তঞ্চ শিবভক্তো বা মদ্ভক্তো বা কথং ময়া। হন্তব্যঃ শৈলতনয়ে ন মাঞ্চ বেৎসি কচিৎ
যুবাভ্যাং দেবদেবীভ্যাং বর্দ্ধিতঃ স চ দর্পিতঃ। বিশেষতস্ত্বমেবাসৃসে দেবী লঙ্কেশ্বরী শুভা২৩
অতস্ত্রৈলোক্যরক্ষার্থে রাবণস্য বধাদিহ। চিন্তয়োপায়মতুলং যেন দেবি ম্রিয়েত সঃ॥ ২৪

দেব্যুবাচ।

ইত্যুক্তা সা ভগবতী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা। বিহস্যোবাচ দেবেশং বিষ্ণুং প্রভুমনাময়ম্॥ ২৫

চণ্ডিকোবাচ।

সত্যং তেনারাধিতাহং ভক্ত্যা চ সমুপাসিতা। শম্ভুশ্চারাধিতস্তেন লঙ্কা সম্পচ্চ তাদৃশী॥২৬
নৈবাবশিষ্টং কিঞ্চাস্তি প্রাপ্যঞ্চ তস্য দুর্লভম্। অধুনা স্ববিনাশায় লোকাসুষেজয়ত্যসৌ॥২৭
মমাপি চিন্ত্যতে তস্য নিধনায় দুরাত্মনঃ। ব্রহ্মণা তু বরো দত্তস্তেন চাহমুপাসিতা॥ ২৮

আরাধিতশ্চ ভূতেশস্ত্বাঞ্চ ন বেত্তি স কচিৎ। মানুষা ভোজনং তস্য কস্মাদেব মরিষ্যতি ॥২৯
উপায়শ্চিন্তিতো যো হি ব্রহ্মণা কৃত এব সঃ। যত্ত্বামুপারণৎ তস্য বধে মানুষভাবতঃ ॥ ৩০
কিন্তু ত্যক্তা ময়া লঙ্কা ত্বয়া সর্ধষিতোভবেৎ। তস্মাৎত্যক্ষ্যামিতাংলঙ্কাং তত্রোপায়ংশৃণুষ মে
ত্বয়ি মানুষতাং যাতে তব পত্নীঞ্চ মানুষীম্। প্রিয়ং দেবীং মদ্বিভূতিং হরিষ্যতি দুরাত্মবান্ ॥
সা তু লক্ষ্মীর্যদা তস্য পুরীং যাস্যতি সুন্দরী। তদা শম্ভোরনুমতেস্তাংত্যক্ষ্যামি পুরীং প্রভো
মম প্রতিনিধীভূতাং যদা লক্ষ্মীং তব প্রিয়াম্। অবমংস্যতি দুষ্টাত্মা তদা স নাশমেষ্যতি ॥
অতস্ত্বং যাহি মানুষ্যং তদ্বধে চ মনঃ কুরু। ত্বয়া চ স্মরণীয়াহং হৃদি তুষ্টা তদা তদা।

সাহায্যং তে করিষ্যামি শম্ভুঃ সৈব প্রসাদ্যতাম্ ॥ ৩৫

দেব্যুবাচ।

ইত্যুক্তঃ স তদা দেব্যা শৃণ্বতোদেবয়োস্তয়োঃ। পরমাং প্রীতিমাপন্নঃ শিবমৈক্ষত কেশবঃ ॥
দেব্যা অনুমতঃ শম্ভুরীক্ষিতো হরিণা তদা। উবাচ বচনং হর্ষাৎ প্রোৎফুল্লনয়নঃ শিবঃ ॥ ৩৭
অহঞ্চাবতরিষ্যামি বানর্য্যাং পৃথিবীতলে। ত্রৈলোক্যদুষ্করং কর্ম্ম করিষ্যামি যুদে তব ॥ ৩৮
তবাজ্ঞামনুযাস্যামি লোকাতীতপরাক্রমঃ। দশশীর্ষেণ তেনাহং নত একাদশো ন চ ॥ ৩৯
তেন চৈষাপরাধেন মর্দ্দয়িষ্যামি তং ধ্রুবম্। নন্দিনা মেঽভিশপ্তোঽসৌ রাবণো রাক্ষসাধিপঃ
মত্তুল্যবদনা জীবা ভবিতারো বধে তব। অতোঽহং বানরো ভূত্বা করিষ্যামি যুদ্ধং তব ॥৪১
ময়ি যাত্তেতু লঙ্কায়াং দেবীত্যক্ষ্যতিতাংপুরীম্। কিং করিষ্যতি চ ব্রহ্মা ক্রতাং তত্রতুকর্ম্মণি

দেব্যুবাচ।

ইত্যুক্তঃ শূলিনা কৃষ্ণঃ পরং হর্ষমুপাগতঃ। হর্ষাশ্রুপূর্ণয়া দৃষ্ট্যা ব্রহ্মাণং সমুদৈক্ষত ॥ ৪৩

ব্রহ্মোবাচ।

অহঞ্চাবতরিষ্যামি ঋক্ষযোনৌ মহাবলঃ। তব মন্ত্রী ভবিষ্যামি শুভাশুভবিবেচনঃ ॥ ৪৪
জাত এব পুরা তত্র ধর্ম্ম এব বিভীষণঃ। সর্ব্বথা নক্ষ্যতে রক্ষো দেব মানুষতাং ব্রজ ॥ ৪৫

দেব্যুবাচ।

ইত্যেবমুক্তা বিজয়ে জয়ে সখি ব্রহ্মাদয়স্তে মুদিতা বভূবুঃ।
তং মেনিরে চৈব হতঞ্চ রাবণং জগ্মুস্তথা চক্রুঃযথোচিতাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৪৬
সমাজগামাথ মহীং হরিঃ স্বয়ং রাজ্ঞোঽজপুত্রস্য বধূসু জন্মনে।
একশ্চতুর্দ্ধা চরুসংবিভাগাদ্ ব্রহ্মৈব তদ্দাশরথং চতুষ্কম্ ॥ ৪৭

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে রাবণবধোপায়ো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

কৌসল্যা সুষুবে রামং ভরতং কেকয়ী নৃপাৎ। সুমিত্রা সুষুবে পুত্রৌ শত্রুঘ্নলক্ষ্মণৌ যমৌ ॥১
রামশ্চ ভরতশ্চৈব শ্যামৌ দূর্ব্বাদলপ্রভৌ। পীতৌ লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ সর্ব্বে সুন্দরবিগ্রহাঃ ॥ ২
রামস্তানুগতো বাল্যাল্লক্ষ্মণো লক্ষণান্বিতঃ। ভরতস্য চ শত্রুঘ্নো লোকচিত্তানুরঞ্জকাঃ।
সর্ব্বে বভূবুঃ সততং সর্ব্বদা ধর্ম্মচারিণঃ ॥ ৩
অযোধ্যায়াং সমাগত্য বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ। রামং দশরথং ভূপমযাচত মহারথম্ ॥ ৪
রাজা কষ্টাদ্দদৌ পুত্রং রামং লোকমনোরমম্। রামশ্চ পিতরং নত্বা লক্ষ্মণানুগতো যযৌ ॥ ৫
তাড়কাং রাক্ষসীং হত্বা লব্ধ্বা চাস্ত্রাণি তন্মুনেঃ। জগাম মুনিনা সার্দ্ধং যত্র রক্ষোভয়ং ক্রতৌ
হত্বা সুবাহুং তদ্যজ্ঞে রাক্ষসং তাড়কাসুতম্। মারীচমপি নিঃসার্য্য বাণেনৈকেন রাঘবঃ।
রক্ষিত্বা তৎক্রতুং লেভে মুনিভ্যশ্চ শুভাশিষঃ ॥ ৭
ততস্তু মুনিভিঃ সার্দ্ধং বিশ্বামিত্রেণ চর্ষিণা। জগ্মতুর্মিথিলাং বীরৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ৮
গচ্ছন্নহল্যামিস্রেণ রতাং গৌতমশাপিতাম্। বিমুচ্য শাপাৎ প্রাপয্য গৌতমং রঘুনন্দনঃ ॥
প্রবিশ্য চ পুরীং তত্র দদৃশে জনকং নৃপম্। দদৌ পরিচয়ং তস্মৈ জনকায় চ কৌশিকঃ।
রামলক্ষ্মণয়োর্ভ্রাত্রোঃ শ্রুত্বা স মুমুদে নৃপঃ ॥ ১০
রামোঽথ চাপং পরমং শূরাণাং শৌর্য্যনাশনম্। শ্রুত্বানাযা সমানম্য বভঞ্জ ভীমনিস্বনম্ ॥১১
ততঃ স জনকো রাজা ভূপং দশরথং মুদা। দূতৈঃ সপুত্রমানায্য তৎসুতেভ্যো দদৌ সুতাঃ
সীতাং দদৌ স রামায় ভরতায় চ মাণ্ডবীম্। লক্ষ্মণায়োর্ম্মিলাং তস্যানুজায় শ্রুতিকীর্ত্তিকাম্
রামদয়স্তে সম্প্রাপ্তসম্মানাঃ সহপত্নিকাঃ। অযোধ্যাং গন্তুমারব্ধা দদৃশুঃ পথি ভার্গবম্ ॥১৪
তস্য দর্পং মহাক্রোধং তথা স্বর্গপথং প্রভুঃ। তস্যৈব ধনুষৈকেন বাণেন রঘুনন্দনঃ ॥ ১৫
হত্বা গৃহীত্বা তং চাপং ভার্গবেণ নতঃ স্তুতঃ। আজগাম মুদা সর্ব্বৈঃ সহাযোধ্যাং মুদান্বিতৈঃ
রামস্ত বিরহেণার্ত্তান্ পৌরান্ সম্পূরয়ন্নিব। প্রমোদৈর্দ্বিগুণীভূতৈঃ সন্বিতৌয়ঃ স্ত্রিয়া তদা ॥
মাতামহগৃহং যাতে ভরতে মাতুলেন বৈ। ইয়েষ সম্মতঃ সর্ব্বৈ রাজা রামাভিষেচনে ॥ ১৮
তদ্দাসীমুখতঃ শ্রুত্বা কৈকেয়ী বিমলান্তরা। দাসীবুদ্ধ্যা বিঘটিতা প্রায়শঃ স্বধুনী যথা ॥ ১৯
নিজপুত্রে তু ভরতে প্রতিপাদয়িতুং শ্রিয়ম্। বিবাসয়ামাস রামং বদ্ধা সত্যেন ভূপতিম্ ॥২০
সা দৈবচোদিতা রামং সখি হে বিজয়ে জয়ে। গুণাভিরামং সর্ব্বেষামারামং কটুবাচয়া ২১
রামস্তপ্রস্তুতাংতাং বৈ রাজলক্ষ্মীং বিহায় চ। পিতুঃসত্যংপালয়িতুং ক্ষিপ্ত্বাশোকার্ণবেজনান্।
যাত্রামরণ্যবাসায় চকার রঘুনন্দনঃ ॥ ২২
তাস্তং শোকার্ণবে মগ্নং কৌসল্যাং মাতরং তথা। সুমিত্রাং সংপ্রণম্যৈব ক্ষীতবক্ত্রো জগাম হ
অনুযযৌ বৈদেহী লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ। চীরাজিনজটাধারং রামং রাজীবলোচনম্ ॥ ২৪

কৈকেয়ী ত্বরয়ামাস বনং গচ্ছেতি নিষ্ঠুরম্ । রামশ্চ দত্ত্বা বিপ্রেভ্যো ধনানি প্রযযৌ পুরাৎ২৫
পুষ্যায়াং শুক্লদশমীদিনে রামঃ স্মিতাননঃ । রাজাপ্রতিনিধীভূতং বনবাসমরোচয়ৎ ॥ ২৬
অনুজগ্মুঃ সমং পৌরাঃ সুমন্ত্রসহিতং রথম্ । প্রারুহ্য নাবং সরযুং তীর্ত্বা গঙ্গাং দদর্শ সঃ ২৭
ততঃ সীতা সুরধুনীং নত্বা স্তুত্বা চ ভক্তিতঃ । বলিভির্মৎস্যমাংসাদ্যৈর্গঙ্গাপারং ততো যযুঃ ॥
শৃঙ্গবেরপুরে তত্র মৎস্যজীবিগুহালয়ে । সূতো বিসর্জ্জিতোঽযোধ্যামাগমৎ পৌরকাশ্চ তে ।
বিলপ্য বহুধা রামং ধ্যাত্বা প্রাণান্ জহৌ নৃপঃ ॥ ২৯
রামশ্চ সহ সৌমিত্রিসীতাভ্যাং হি বনে ভ্রমন্ । ধনুষ্পাণির্মুনীন্ রক্ষন্ বভ্রাম বনরাজিষু ।
চিত্রকূটং যযৌ শৈলং ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ ॥ ৩০
ইহ ত্বরাজকেঽমাত্যা বসিষ্ঠাদ্যাশ্চ ভূসুরাঃ । আনায্য ভরতং রাজ্ঞঃ সংক্রিয়াঃ সমকারয়ৎ ।
রামশূন্যাং পুরীং দৃষ্ট্বা মাতরং সমভর্ৎসয়ৎ ॥ ৩১
সপৌরঃ সানুগামাত্যো রামং দ্রষ্টুং যযৌ বনম্ । শত্রুঘ্নেন সহ ভ্রাত্রা সর্ব্বাভিরপি মাতৃভিঃ ॥
সমতীত্য বহূন্ দেশান্ ভরদ্বাজং প্রণম্য চ । দদর্শ চিত্রকূটাদ্রৌ রামং চীরজটাধরম্ ॥ ৩৩
ভরতেনাথ পৌরৈশ্চ বসিষ্ঠাদ্যৈর্মহর্ষিভিঃ । উক্তং বাক্যমথাদায় রামো বনমরোচয়ৎ ॥ ৩৪
ভরতস্তু স্থানভূতং রামরাজ্যমুপাদদাৎ । পাদুকে চাভিষিচ্যাস্য নন্দিগ্রামে তথা স্থিতঃ ॥ ৩৫
রামশ্চন্দণ্ডকারণ্যং জগাম দুর্গমং বনম্ । তত্র হত্বা বিরাধাখ্যং দনোঃ পুত্রং মহাবলম্ ।
স্থিতিং চক্রে পঞ্চবট্যাং কৃত্বা পর্ণকুটীদ্বয়ম্ ॥ ৩৬
তত্র শূর্পণখা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী । রামমৈচ্ছৎ পতিং কর্ত্তুং সীতাং ভুক্ত্বা সখীব্রম ॥৩৭
তস্যাস্তু দুষ্টনির্ব্বন্ধং দৃষ্ট্বা সৌমিত্রিরেব হি । রামাজ্ঞয়া শরেণাস্যা নাসে কর্ণৌ জঘান হ ॥৩৮
ছিন্ননাসা শূর্পণখা খরদূষণকাদিকান্ । জগাদ রুদতী সর্ব্বং শ্রুত্বা তেঽপি সমাগতাঃ ॥ ৩৯
তান্ রাম এক একেন চতুর্দ্দশসহস্রিণঃ । জঘান সাপি তদ্দৃষ্ট্বা জগাম রাবণং প্রতি ॥ ৪০
রাবণস্তন্মুখাচ্ছ্রুত্বা সীতাং পরমসুন্দরীম্ । হর্ত্তুং মারীচমকরোৎ সহায়ং তাড়কাসুতম্ ॥ ৪১
নিবারিতোঽপি বহুশো মারীচেন স রাবণঃ । কালেন বলিনাপন্নো নাগৃহ্লাৎ তদ্বচো হিতম্
মারীচো রাবণান্মৃত্যুং বরং মত্বা তথাকরোৎ । সৌবর্ণো হরিণো ভূত্বা সীতাদর্শনমাগতঃ ৪৩
তং জানকী মৃগং চিত্রং চর্ম্মণেচ্ছৎ প্রভোঃ পুরঃ । রামশ্চাগাদ্ধনুষ্পাণির্লক্ষ্মণো রক্ষকঃ স্থিত
স রাবণস্য কার্য্যার্থী মারীচো মৃগদর্শনঃ । দূরং গতো হ্ রামোঽপি যযৌ তং চিত্ররূপিণম্ ।
রামাক্ষিপ্তেষুণা রক্ষঃ পপাত লক্ষ্মণং রুবন্ ॥ ৪৫
লক্ষ্মণেত্যাকুলং শব্দং শ্রুত্বা সীতাথ লক্ষ্মণম্ । অবদদ্ভ্রাতরং যাহি মায়াবিনাশিতং দ্রুতম্ ।
যদি যাস্যসি নৈব ত্বং তদা পীত্বা বিষং ম্রিয়ে । ইত্যাদি কটুবাক্যেন স যযৌ যত্র রাঘবঃ ৪
এতদন্তরমাসাদ্য রাবণো ভিক্ষুরূপধৃক্ । আগত্য চোক্ত্বা কৌসল্যা ত্বাং দিদৃক্ষুরিতি ত্বরা ।
গৃহীত্বা রথমারোপ্য স্বরূপেণ খমাপতৎ ॥ ৪৭
সা দৃষ্ট্বা খে গতাত্মানং রাক্ষসস্য রথোপরি । রাক্ষসেন হৃতাং মত্বা চুক্রোশ রামলক্ষ্মণৌ ॥৪৮
ক্রোশন্তীং তাং ভূষণাদি ক্ষিপন্তী কৌ নৃপাত্মজাম্ । হরন্তং খেঽদৃশ্যতসপি পক্ষিরাজো জটায়ুষ

জটায়ুর্যুযুধে ভূরি সখা দশরথস্য সঃ। তং পরাভূতবান্ দৈবাৎ তেন চৈব নিপাতিতঃ ॥ ৫০
তং নিপাত্য গতো লঙ্কাং রাক্ষসীগণমধ্যতঃ। অশোকবনিকামধ্যে ররক্ষ জনকাত্মজাম্ ॥ ৫১
সা রামহীনা তত্রৈব তস্থৌ রাবণবেশ্মনি। বহুশঃ কথিতা চাপি স্মরন্তী রাঘবং সদা ॥ ৫২
ব্রহ্মণো বচনাদিন্দ্রঃ প্রাশয়চ্চরু মৈথিলীম্। তেন তস্যাঃ ক্ষুধা তৃষ্ণা গতা যাবৎ স্থিতা তথা
অথ রামঃ সমাগত্য তামদৃষ্ট্বা প্রিয়াং রুদন্। বভ্রামাপ্রাপ্য হত্বা চ কবন্ধং ঘোররাক্ষসম্।
প্রাণমাত্রাবশেষং তং দদর্শ চ জটায়ুষম্ ॥ ৫৪
স চোক্ত্বা রাবণং সীতাহারকং সকৃদেব তু। তত্যাজ প্রাণমালোক্য রামং লক্ষ্মণমেব চ ॥৫৫
ততঃ স শবরীং দৃষ্ট্বা কৃত্বা স্বর্গগতাঞ্চ তাম্। ঋষ্যমূকং যযৌ শৈলং সুগ্রীবো যত্র বানরঃ ॥৫৬
বানরৈর্হনুমন্নীলনলতারৈঃ সহ স্থিতম্। সুগ্রীবং বালিনা ভ্রাত্রা হৃতভার্য্যং সুদুঃখিনম্ ॥ ৫৯
সখায়মকরোদ্বীরং সূর্য্যপুত্রং কপীশ্বরম্। অস্থিকূটং পদা ক্ষিপ্ত্বা ভিত্ত্বা তালাংশ্চ সপ্ত বৈ ॥৬০
হত্বা চ বালিনং বীরং লাঙ্গুলবদ্ধরাবণম্। স্থাপয়ামাস কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যে সুগ্রীবমীশ্বরম্ ॥৬১
এবন্তু শ্রাবণে মাসি কর্ম্ম কৃত্বা বনে স্থিতঃ। সুগ্রীবশ্চ প্রতিজ্ঞায় সীতোদ্ধারং পুরং যযৌ ॥৬২
পৌর্ণমাস্যান্তু কার্ত্তিক্যাং সুগ্রীবো রামমাগমৎ। দূতৈঃ কপীন্ সমানায্য জগাদ রঘুনন্দনম্ ॥৬৩
প্রভো এতে সমায়াতা ঋক্ষাশ্চ বানরা অপি। জাম্ববদ্‌বালিপুত্রাদিপ্রধানাস্ত্বৎক্রিয়ার্থিনঃ ॥৬৪
সকাদশসহস্রাণি সশতানি দশৈব তু। লক্ষাণি খলু কোটীনাং তথা লক্ষাণি কেবলম্ ॥ ৬৫
ত্বারিংশৎ সপ্ত চাপি তথা দশসহস্রকম্। ঋক্ষবানরসঙ্খ্যানাং সংখ্যেয়ং পরিগণ্যতে ॥ ৬৬
যত্র লক্ষন্তু ঋক্ষাণাং জাম্ববান্ যত্র চাধিপঃ। অপরে বানরাঃ সর্ব্বে গোলাঙ্গুলাদিজাতয়ঃ ॥
মেরুমলয়াদিস্থাঃ সর্ব্ব এতে মহাবলাঃ। যান্তু ভূমণ্ডলং সর্ব্বে মৃগয়ন্তু নৃপাত্মজাম্ ॥ ৬৮
াসস্যাভ্যন্তরে দূতং কথয়িষ্যন্তি মামিতি। ইত্যুক্ত্বা প্রেষয়ামাস বানরাংস্ত্রিদিশঃ পরান্ ॥৬৯
ততো যাতা দিশং যাম্যাং জাম্ববানঙ্গদাদয়ঃ ॥ ৭০
নুমাংস্তত্র রামস্য গৃহীত্বৈবাঙ্গুরীয়কম্। করিষ্যন্ দুষ্করং সাক্ষাদ্দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৭১
গ্রীবদেশিতান্ দেশান্ বিচিত্যাপ্রাপ্য মৈথিলীম্। অতীতকালনিয়মা মরণে নিশ্চয়ং দধুঃ ॥
তস্মিন্নেব কালে তু সম্পাতিঃ পক্ষিসত্তমঃ। শ্রুত্বা রামং দগ্ধপক্ষঃ পক্ষৌ প্রাপ্য জগাদ চ।
সীতা বসতি লঙ্কায়াং রাবণেন হৃতেতি তান্ ॥ ৭৩

দেব্যুবাচ ।

ং তে বৈ শ্রুত্বা বচনমমলং পক্ষিবরতঃ সমুৎস্থুহৃষ্টা জলধিতটমীয়ুঃ কপিগণাঃ।
লোক্যাব্ধের্বেলাং চকিতহৃদয়া আসত স মে হনূমাংস্তৎপারং জিগমিষুরভূদম্বরগতঃ ॥ ৭৪

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে সীতাবৃত্তান্তং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

বায়ুজো বায়ুবেগেন খে গচ্ছন্ সুরসামুখম্। প্রবিশ্য কর্ণরন্ধ্রেণ নিঃসসারাশু তাং গতঃ॥ ১
পথি স সিংহিকাং হত্বা স্পৃষ্ট্বা মৈনাকমেব চ। সায়ং বিবেশ লঙ্কায়াং রাত্রৌ তু ব্যচরৎ পুরীম্
বিচিত্য সপ্তরাত্রাণি লঙ্কায়াং পবনাত্মজঃ। বহুস্থাতিরস্থাদি দদর্শ ন চ জানকীম্॥ ৩
সোঽনুমেনেঽনুমানজ্ঞঃ মৃতা চ জানকীতি বৈ। অদৃষ্ট্বা চিন্তয়িত্বা চাদৃষ্টং স কপিকুঞ্জরঃ॥ ৪
অশোকাশীবনং রম্যং পুষ্পিতং প্রদদর্শ হ। তন্মাত্রা রাক্ষসীমধ্যে স্থিতাং পরমসুন্দরীম্।
দৃষ্ট্বানুমেনে তাং সীতাং সাধ্বীচিহ্নৈঃ সুধীঃ কপিঃ॥৫
বৃক্ষমারুহ্য স কপিরাগতং রাবণাহ্বয়ম্। প্রলোভয়ন্তং তাং ভীতাং ভর্ৎসিতঞ্চ তয়া মুহুঃ॥৬
তর্জ্জয়ন্তঞ্চ গচ্ছন্তং দদর্শ নিশ্চয়ং কপিঃ॥ ৬
ততোঽবরুহ্য বৃক্ষাৎ স প্রণনাম বিদেহজাম্। রামদাসোঽস্মি হনুমানিত্যাভাষ্য সখীব্রয়॥ ৭
সীতা তমদ্ভুতং দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা চ মধুরাক্ষরম্। পপ্রচ্ছ বিবিধপ্রশ্নৈঃ স চোবাচ প্রমাবচঃ॥ ৮
ততো দদাবভিজ্ঞানং রামহস্তাঙ্গুরীয়কম্। সীতা রুরোদ তৎ প্রাপ্য বক্ষস্যারোপ্য সুপ্রভম্॥
উবাচ সীতা অম বৈ মাসোঽয়ং শ্রাবণাখ্যকঃ। প্রাপ্তশ্চ পরমঃ সার্থো নাথবৃত্তান্তলাভকঃ॥১০
কৃতজ্ঞয়া কপে বৎস চিরং জীব সুখী ভব। ততশ্চ হনুমান্ বীরো নিশীথে ঘোরদর্শনে।
প্রণম্য সীতামুত্তস্থৌ দিদৃক্ষুস্তাং পুরীং পুনঃ॥ ১১
চরন্ দদর্শ তত্রৈব ঐশান্যাং সুমনোহরম্। তিন্তিড়ীবনমধ্যস্থে স্বর্ণপীঠে চ পুষ্করে।
সুরমেকমশোকাখ্যং বৃক্ষং তন্মূলমুত্তমে॥ ১২
দদর্শ মন্দিরং চারু মণিমুক্তাদিনির্ম্মিতম্। তচ্ছৈলশিখরাকারং বৃহদ্দারকবাটকম্॥ ১৩
তস্মিংস্তু বিবৃতদ্বারে দদর্শ রুচিরাননাম্। শ্যামাং রুচিরদোর্দ্দণ্ডচতুষ্কাং স ত্রিলোচনাম্॥ ১৪
মুণ্ডৈর্মন্দারপুষ্পৈশ্চ মালাঞ্চ দধতীং শুভাম্। অট্টহাসাং দিগ্বসনাং যৌবনাভরণোজ্জ্বলাম্॥ ৫
অসংখ্যাশ্মসংস্থানকটাক্ষাং শিঞ্জিনূপুরাম্। নৃত্যন্তীং বাদয়ন্তীঞ্চ শঙ্খঘণ্টাদিকাংস্তথা॥ ১৬
দিগম্বরাভিরষ্টাভিরষ্টবর্ণৈস্তথাবিধৈঃ। যোগিনীভিঃ পরিবৃতাং রাবণে জয়বাদিনীম্॥ ১৭
বিলোক্য মারুতির্দিপাদধৃক্কারং দারুণং নদন্। সমুৎপত্যাপতৎ তত্র কাসীতি ভয়দং বদন্॥
সা তং চকিতদৃগ্ দৃষ্ট্বা সমাখাস্য চ যোগিনীঃ। পপ্রচ্ছ কো ভবানেবংবিধো বানররূপধৃক্॥

হনুমানুবাচ।

অহং বৈ হনুমান্ নাম প্রভঞ্জনসুতো বলী। রামদাসস্তমাপয়োঽন্বেষ্টুং সীতাং সমাগতঃ॥ ২০
সমগ্রাং ধরণীং যুক্তাং সাগরৈঃ সাদ্রিকাননাম্। হন্তুং কর্ত্তুমিচ্ছন্ শক্ত একেন কবলেন হি।
ত্বং পুনঃ কাসি বদ মে রাবণে জয়মিচ্ছসি॥ ২১

চণ্ডিকোবাচ।

অহং হিমগিরেঃ কন্যা চণ্ডরূপা মহাভুজা। ভক্ত্যা বশীকৃতানেন রাবণেন মহাত্মনা ॥ ২২
নাম্নাহং চণ্ডিকা কালী পার্ব্বতীত্যাদিনামিকা। ত্বং পুনর্ভীমরূপত্বং মহ্যং দর্শয় বানর ॥ ২৩

দেব্যুবাচ।

ইত্যুক্তঃ স তয়া বীরঃ কামরূপোঽনিলাত্মজঃ। বভূব ভীষণাকারো ব্যাবৃতাস্যো মহামুখঃ ২৪
দদর্শ তস্য কায়ে স শরীরাণি চ রক্ষসাম্। নখদন্তাগ্রলগ্নানি কোটিশঃ কোটিলক্ষশঃ ॥ ২৫
তথাকারান্ মহাভীমান্ লোমসন্ধিষু বানরান্। শীর্ষে তস্য ধনুষ্পাণিং নবদূর্ব্বাদলপ্রভম্ ॥ ২৬
মলাবলং মহাসত্ত্বং রামং কমললোচনম্। রাবণস্তেষুলগ্নস্য হরন্তং কিল জীবিতম্ ॥ ২৭
কুম্ভকর্ণং চাপমুষ্টৌ দধতং বামপাণিনা। হনূমতো ললাটে'চ সা দদর্শ চ লক্ষ্মণম্ ॥ ২৮
জাজ্বল্যমানং তিলকং রোচনায়া ইবাতুলম্। চাপমুষ্টৌ চরণাগ্রেঽতিকায়েন্দ্রজিতৌ সখি ॥
লক্ষ্মণস্য কিরীটে চ দদর্শ জনকাত্মজাম্। পশ্যন্তীং রামচরণৌ রাবণেন নিরীক্ষিতাম্ ॥ ৩০
ভ্রুবোর্মধ্যে পুরীং লঙ্কাং জ্বলন্তীং রাক্ষসৈঃ সহ। ততো দদর্শ কীশস্য হৃদয়ে তু বিভীষণম্ ॥
মূর্ত্তিমন্তং ভ্রাজমানং ধর্ম্মং লঙ্কাধিপং সখি। এবং তস্য তথাঙ্গেষু দদর্শ সকলং শিবা ॥ ৩২
উবাচ বচনং কিঞ্চিদ্বিস্ময়েন মহেশ্বরী। জানামি ত্বাং কপিতনো সাক্ষাদ্দেবং মহেশ্বরম্ ॥৩৩
রাবণস্য বধার্থায় হৃষ্টতনুং রঘূত্তমে। মমাশু করণীয়ং কিং বদ তৎ সৌম্যতাং ব্রজ ॥ ৩৪

দেব্যুবাচ।

ইত্যুক্তঃ স তয়া দেব্যা চণ্ডীমাহ হরীশ্বরঃ। ব্রজ স্থানান্তরং লঙ্কাং ত্যক্ত্বা রাবণপালিতাম্।
সীতাবমানিতা যেন কিং তস্য জয়মিচ্ছসি ॥ ৩৫
ত্বয়ি স্থিতায়ামেতস্যাং রামো নৈনং হনিষ্যতি। অহতে রাবণে লোকঃ সমূলো হি বিনঙ্ক্ষ্যতি।
মম যা লক্ষিতা শক্তিঃ সা চ কুণ্ঠাভবিষ্যতি। ন চেদিমাং শক্তিরূপাং ত্বং লঙ্কাং পরিহাস্যসি

চণ্ডিকোবাচ।

সীতাবমানিতা যেন তেনাহমবমানিতা। ত্যক্তুকামা ত্বয়া চোক্তা ত্যজাম্যেনাং পুরীং কপে ॥

হনূমানুবাচ।

ত্বাং নমামি মহেশানীং দেবীং পর্ব্বতনন্দিনীম্। লয়েশীং বিশ্বজননীং কালরূপাঞ্চ সৈন্ধবীম্
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবারাধ্যাং শক্তিমাদ্যাং সনাতনীম্। সৃষ্টিপালনসংহারকারিণীং ভক্তবৎসলাম্।
দেবদেবাদিদেবানাং পালিনীং শত্রুনাশিনীম্ ॥ ৪০
শ্রীরামায় বরান্ দেহি যথা জয়তি রাবণম্। সাহায্যঞ্চ বিধাতব্যং যথা জয়তি রাবণম্ ॥ ৪১

চণ্ডিকোবাচ।

বরান্ দদামি রামায় রাবণং স বিজেষ্যতে। সীতাং প্রাপ্স্যতি কীর্ত্তিঞ্চ রাজ্যঞ্চেক্ষ্বাকুশাসিতম্
সাহায্যং যুজ্যতে নৈব কর্ত্তুং কালবিরোধতঃ ॥ ৪২
দেবাসুরনরাদীনাং দেবতাঃ কার্য্যসাধনে। ভবন্তি বোধিতাঃ পূজ্যা বিধানৈর্বেদনির্ম্মিতৈঃ ৪৩
পূজাকালস্তু পৌষস্য ত্রয়োদশদিনাৎ পরম্। শ্রাবণে দশমীং যাবৎশুধ্যচান্দ্রে পরাপি বা ॥৪৪

রামস্তু পূজিতঃ পূর্ব্বং সসীতঃ সর্ব্বদৈবতৈঃ। অকালপূজয়া কস্মাদহং স্যাং খলু বোধিতা ॥৪৫
বৈদিকস্য বিধেঃ কালো যদি স্যাদেষ মে কপে। তদা স্যাদ্ দুস্ত্যজা লঙ্কা দুর্জ্জেয়ঃ স্যাচ্চ রাবণঃ
অতএব বরো দত্তো রামো জেষ্যতি রাবণম্ ॥ ৪৬

হনূমানুবাচ।

স্বাহা ত্বং দেবতাপ্রীত্যৈ পিতৄণামসি চ স্বধা। ততঃ স্বধৈব সাহায্যে রামেণ পূজিতা ভব ॥
ব্রহ্মণা তু পুরা সৃষ্টাঃ পিতরো দর্শপর্ব্বণি। তস্মাদ্দর্শেষু সর্ব্বেষু পিতরঃ কব্যভোজিনঃ ॥ ৪৮
ত্বং রামদত্তং কব্যঞ্চ ভুক্ত্বা রামক্রিয়াং কুরু। অমা নাম কলেন্দোর্যা যসত্যর্কেহণুরূপিণী ॥৪৯
নিষ্প্রপঞ্চা হ্যশেষা চ পরমামৃতরূপিণী। নির্বাণমোক্ষরূপাং যাং চন্দ্রদ্বারেণ যান্তি বৈ ॥ ৫০
সা কলা ত্বং হি পরমা পিতৄণাং কব্যরূপিণী। অরণ্যতো হি সাবাপ্তা পিতৃভির্দক্ষিণায়নে ৫১

চণ্ডিকোবাচ।

এবমস্তু যদা রামঃ সমেষ্যতি পুরীমিমাম্। ততঃ প্রভৃতি দর্শান্তাং যাস্যামি পিতৃরূপতাম্ ॥
অপর্ব্বস্বপি পর্ব্বত্বং তদ্দিনানাং ভবিষ্যতি। তেন তেষ্বেব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং পার্ব্বণবৈধিকম্ ॥
বানরেন্দ্র ভবেন্নৈবং শুক্লপক্ষে হ্যসম্ভবাৎ। সংগ্রামে রাবণবধে পক্ষোহস্ত্যেত্যসিতো যদি।
তদা প্রাণহরা দৃষ্টির্ন রক্ষঃসু ভবেন্মম ॥ ৫৪
যে পঞ্চদশ বৈ দেবাঃ ক্রমেণেন্দুকলাশ্চ তাঃ। তে সমেষ্যন্তি মামেব সুধাকরকলার্থিনঃ ॥ ৫৫
কিন্তু ত্বং শঙ্করঃ সাক্ষাৎ কলামগ্নংশ্চতুর্দ্দশীম্। ন সমেষ্যসি মাং যুদ্ধেঃ তত্র পূর্ণপরাক্রমী ॥৫৬
অতশ্চতুর্দ্দশীতিথ্যাং ন শ্রাদ্ধং বিহিতং ভবেৎ ॥ ৫৭
অত্রায়ুক্তেক্ষণেনৈব সর্ব্বাঙ্গাস্ত্রহতান্ কপে। প্রীণয়িষ্যামি চেত্যুক্তং যথাবদুপযোগতঃ ॥ ৫৮

হনূমানুবাচ।

এবমেব বিধেয়ং তে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ। অস্মাভিরপি যত্নেন কার্য্যং যুদ্ধং ত্বয়াযুতৈঃ ॥ ৫৯
ত্বামহং পূজয়িষ্যামি লঙ্কায়ামিহ সম্প্রতি। তিষ্ঠ স্থানান্তরে দেবি যাবৎতিষ্ঠামি চেহ বৈ ॥৬০

দেব্যুবাচ।

এবন্তু ভাষমাণস্য গতপ্রায়া ক্ষপাভবৎ। তত্যাজ পীঠং তং দেবী হনূমাংশ্চ ততঃ পরম্।
বভঞ্জ দুর্গমাণ্যেব বনানি কপিকুঞ্জরঃ। ৬১
তচ্ছ্রুত্বা প্রেষয়ৎ ক্রুদ্ধো রাবণো রাক্ষসান্ বহূন্। তেষাং রক্তৈস্তদা চণ্ড্যৈ পাদ্যার্ঘ্যাচমনাস্তদা
ক্ষিপন্‌সপুষ্পান্‌বৃক্ষৌঘান্ পুষ্পৈস্তাংসমপূজয়ৎ। অক্ষাদিকান্‌রাজপুত্রান্ হত্বা বলীনিহাপ্যদাৎ
ততো রাত্রৌ মহাযুদ্ধং মেঘনাদেন তস্য হ। বদ্ধঃ প্রাভর্ষয়ৌ দ্রষ্টুং লঙ্কেশং বিজয়ে জয়ে ॥৬৪
বদ্ধো হনূমানকরোৎ সংবাদান্ রাবণেন হি। বৈরূপ্যকরণার্থায় তল্লাঙ্গূলমদীপয়ৎ ॥ ৬৫
হনূমান্ দীপ্তলাঙ্গূলো দেবি দীপং গৃহাণ মে। ধূপাংশ্চ বিবিধানেবং ধ্যায়েল্লঙ্কাং দদাহ সঃ
যযৌ দেবী কামরূপং কপিশ্চাপশ্যজ্জানকীম্। প্রীতা তু জানকী প্রোচে কপিং রামপ্রিয়ংসতী
বৎস বায়ুসুত শ্রীমন্ যস্মিন্নহনি রাঘবম্। গত্বা দ্রক্ষ্যসি তং তত্র কথয়িষ্যসি মাং যথা।
উদ্ধরেৎ স রাক্ষসেশং হত্বা চাচিরতঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৮

আগমন্তেঽনুকাঙ্ক্ষন্তী যো মাসো প্রাণধারণাম্। করোমিগতমোম'নোরহং ত্যক্ষ্যামিজীবিতম্
ইদঞ্চ বাচ্যং কার্য্যঞ্চ ভবতাপি চ তাদৃশম্ ॥ ৬৯

দেব্যুবাচ।

ওমিত্যুক্ত্বা কপিবরো যযৌ সাগরলঙ্ঘনে। লঙ্ঘয়িত্বা তথৈবাব্ধিং জ্ঞাতীন্ সর্ব্বানতোষয়ৎ ॥
ইত্যুক্তং তে যথা পৃষ্টং পিতৃরূপত্বমেব মে। উক্তানি কালতীর্থানি তানি পঞ্চ'শৈব তু ॥ ৭১

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে হনূমৎপ্রত্যাগমনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ২০ ॥

একোবিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

অথাগত্য ততঃ ষড়ভির্দিনৈঃ পবনন্দনঃ। অঙ্গদাদ্যৈঃ সহ শ্রীমান্ দদর্শ রঘুনন্দনম্।
প্রণম্য সর্ব্ববৃত্তান্তং জগাদ মুদিতাননঃ ॥ ১

রামোঽপি দশমীং শুক্লাং শ্রাবণে মাসি নির্গয়ন্। সর্ব্বয়া সেনয়া সার্দ্ধং যাত্রাং চক্রে মুদান্বিতঃ
অহোরাত্রৈশ্চলস্তস্তে ষোড়শপ্রহরৈঃ নথি। দ্বাদশ্যামপরাহ্নে বৈ সমুদ্রং দদৃশুস্ততঃ ॥ ৩
সমুদ্রপারসম্প্রাপ্তৌ তেষাং চিন্তয়তাং ততঃ। ত্রয়োদশ্যাং সমায়াতঃ শরণার্থী বিভীষণঃ ॥ ৪
চতুর্ভিঃ কর্ব্বুরৈর্যুক্তং রামস্তত্র সমীক্ষ্য। বুদ্ধ্বা সখ্যং কৃত্বা চ লঙ্কারাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥৫
তস্যৈব মন্ত্রণাদ্রামস্ত্রিরাত্রনিয়মৈঃ স্বয়ম্। সিন্ধুরাজং প্রসাদ্যৈব চক্রে স্বীকৃতবন্ধনম্ ॥ ৬
সবিংশতি শতক্রান্ধির্যোজনানাং স্বকং জলম্। অস্তম্ভয়ৎ তদা সেতুং কর্তুমারেভিরে স মে ॥ ৭
গিরিভির্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ বৃক্ষৈঃ শালপিয়ালিভিঃ। ময়পুত্রো নলশ্চক্রে সেতুং সিন্ধৌ সুদুষ্করম্ ৮
শ্রাবণ্যাং পৌর্ণমাস্যাস্তু শেষে যামদ্বয়ে স্থিতে। চকার সাগরে সেতুং যোজনানি চতুর্দ্দশ ॥ ৯
ততোঽষ্টযোজনং ত্যক্ত্বা দ্বিতীয়দিবসে নলঃ। ষড়্বিংশতিযোজনানি ববন্ধ সাগরে জলম্ ১০
যোজনানি ততঃ সপ্ত ত্যক্ত্বাহনি তৃতীয়কে। পঞ্চাশতং যোজনানি ববন্ধ সাগরে জলম্ ॥ ১১
যোজনানি ততঃ পঞ্চ ত্যক্ত্বাহনি চতুর্থকে। ববন্ধ সাগরে সেতুং চকার দশযোজনম্ ॥ ১২
বদ্ধে সেতৌ ত্রিভুবনে বভৌ জয়জয়ধ্বনিঃ। ন দৃষ্টো ন শ্রুতো দৃষ্টঃ শ্রুতঃ সেতুঃ সরস্বতি ১৩
অয়ং রত্নাকরে সেতুর্যস্যাপ্রতিহতা প্রভোঃ। আজ্ঞা বা খলু যাত্রা বা স রামো জয়তি শ্রুতঃ ॥
কোটীনামর্ব্বুদলক্ষেণ বানরাণাং সহৈব তু। রামঃ কৃষ্ণত্রয়োদশ্যাং পুষ্যায়াং দক্ষিণং তটম্ ॥১৫
সিন্ধোঃ প্রাপম্মহাবাহুর্বিভীষণসহায়বান্ ॥ ১৬

শ্রুত্বা দশাননঃ প্রাপ ভয়ং শোকঞ্চ দিগ্‌ভ্রমম্। প্রলাপং বুদ্ধিমোহঞ্চ কম্পং চিন্তামহর্নিশম্ ॥
পরামর্শং সুহৃদ্বাক্যশ্রবণং কটুবাদিতাম্। দশাবস্থাং ততশ্চক্রে চরপ্রস্থাপনাদিকম্ ॥ ১৮
রামেণ প্রেষিতো দূতো বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্। মুকুটং রাবণশিরাদাদায়াগাৎ প্রভোঃ পুরঃ
নিশ্চিত্য রাবণো যুদ্ধং পুরগুপ্তিমথাকরোৎ। রামস্তোত্তীর্ণমালোক্য বলং নিরবশেষতঃ ॥২০

সর্ব্বয়া সেনয়া যুক্তো ভাদ্র্যাঃ পরদিনে প্রগে। প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং ব্যাপ্তা চ বানরৈঃ পুরী
জলে স্থলেষু বৃক্ষেষু প্রাচীরেষু গৃহেষু চ। গৃহপ্রান্তরকোষ্ঠেষু দৃশ্যন্তে তত্র বানরাঃ ॥ ২২
অথ রামো মহাবাহুর্হনূমন্তঞ্চ লক্ষ্মণম্। বিভীষণং জাম্ববন্তং সুগ্রীবমঙ্গদং তথা ॥ ২৩
সমাহূয়াব্রবীদ্বাক্যং বিশুদ্ধাং মতিমুদ্বহন্। মনো মম মহাভাগাঃ প্রসন্নং ভাতি সম্প্রতি।
অপর্ব্বণি পিতৄন্ যষ্টুং ত্বরতে চ মতির্মম ॥ ২৪
মঘে তিথিরয়ং কৃষ্ণা ত্বথযুক্প্রথমা তিথিঃ। এতামারভ্য সর্ব্বাসু পক্ষেঽত্র তিথিষু ধ্রুবম্।
অমাখ্যা ভাবিনী দেবী ব্যাপ্য়তে পর্ব্বরূপিণী ॥ ২৫
তস্মাদদ্য সমারভ্য যাবদ্দর্শং মহত্তমাঃ। করিষ্যে পার্ব্বণেনৈব বিধিনা পিতৃপূজনম্ ॥ ২৬
হনূমানুবাচ।
ভদ্রং তে পুণ্ডরীকাক্ষ ক্রিয়তামেব বৈ বিধিঃ। ধ্রুবং তব জয়ো ভাবী কীর্ত্তিরেষা চ পৈতৃকী ॥
সর্ব্বে খলু করিষ্যন্তি শ্রাদ্ধাগুত্র স্বধাভুজাম্। জ্ঞাতিশ্রৈষ্ঠ্যং শুভাং বুদ্ধিং বিপন্নাশং ধনং বহু
জয়ং ধর্ম্মঞ্চ বিপুলং কামান্ প্রাপ্স্যন্তি চাপরান্ ॥ ২৮
পিতৄণামপরাধ্যাণামর্চ্চনাত্র যতঃ শুভা। তস্মাদপরপক্ষোঽয়মথযুক্কৃষ্ণ ইত্যুত ॥ ২৯
শ্রাদ্ধঞ্চ তর্পণঞ্চাত্র তিলৈর্গঙ্গোদকৈরপি। অনেকহয়মেধানাং প্রদত্তে ফলমব্যয়ম্ ॥ ৩০
দেব্যুবাচ।
ইত্যুক্তো বায়ুপুত্রেণ রামঃ প্রীতিযুতঃ পরঃ। গাঢ়মালিঙ্গ্য শ্রাদ্ধার্থমুবাস দক্ষিণামুখঃ ॥ ৩১
যদৈব প্রতিপচ্ছ্রাদ্ধং কৃত্বা রামো ব্যবস্থিতঃ। তদা দদর্শ রক্ষাংসি ঘোরাণি প্রেষিতানি চ।
রাবণেন বলবতা চতুরঙ্গবলৈঃ সহ ॥ ৩২
অকম্পনাখ্যং সেনাঙ্গং মহাবলপরাক্রমম্। অক্ষৌহিণীপতিং তত্র মারুতির্নিজঘান হ।
মুমোদ পরয়া প্রীত্যা রামো দশরথাত্মজঃ ॥ ৩৩
এবং প্রতিদিনং শ্রাদ্ধং কৃত্বা যুদ্ধং করোত্যসৌ। নিহত্যাকম্পনং সখ্যৌ ধূম্রাক্ষং নিজঘান হ।
ধূম্রাক্ষঞ্চ নিহত্যাপি বজ্রদংষ্ট্রং জঘান হ। বজ্রদংষ্ট্রে হতে বীরে চিন্তয়া ব্যাকুলঃ পরঃ।
প্রহস্তং মাতুলং যুদ্ধে প্রেষয়ামাস সজ্জিতম্ ॥ ৩৫
তস্য যুদ্ধে রাত্রিরভূদ্যুদ্ধং তত্র মহত্তরম্। দেবাসুরনরাণাঞ্চ দৈত্যানাঞ্চ ভয়াবহম্ ॥ ৩৬
তস্মিন্ বিনিহতে প্রাতঃ সচিন্তোঽভূদ্দশাননঃ। প্রিয়ার্থং তস্য চায়াতো মেঘনাদস্তদাত্মজঃ ॥
মায়াবিনা চেন্দ্রজিতা শরৈর্বদ্ধৌ রঘূত্তমৌ। গরুড়ান্মোচিতৌ বীরৌ রাবণশ্চাগতস্ততঃ ॥ ৩৮
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং মহদাসীৎ তদদ্ভুতম্। যত্র বীরা নিপতিতা দশকোটিসহস্রকম্ ॥ ৩৯
মুণ্ডমালা রক্তনদ্যো বহ্ব্যস্তত্র সমাবহন্। স্কন্ধা অনৃত্যন্ বহুশঃ প্রাহসন্ মুণ্ডকা অপি ॥ ৪০
অক্ষৌহিণীপ্রমাণেন বীরেষু নিহতেষু হি। স্কন্ধ একঃ সমুত্থায় নৃত্যতে কুহকো যথা।
দশস্কন্ধেষু নৃত্যৎসু মুণ্ড একো হসত্যুত ॥ ৪১
অথ রাক্ষসনাথোঽসৌ যুদ্ধ্বা রাত্রিন্দিবদ্বয়ম্। হতভগ্নরথাশ্বাদিঃ সমরেঽভূৎ পরাঙ্মুখঃ ॥ ৪২
ততঃ প্রবুদ্ধো যত্নেন কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ। সর্ব্বাং তাং বানরীং সেনাং শক্তশ্চর্ব্বয়িতুং সখি ॥

তস্মিন্ প্রবুদ্ধে দেবারৌ কুম্ভকর্ণে মহাবলে। দেবাশ্চিন্তাসমাযুক্তা ব্রহ্মাণমিদমব্রুবন্ ॥ ৪৩

দেবা উচুঃ।

কোটীনাং পঞ্চলক্ষৈশ্চ রক্ষোবীরৈঃ সুদুর্দ্ধরৈঃ। আবৃতঃ কুম্ভকর্ণোঽধর্ম্মো রামং যোৎস্যতিসংযুগে
বয়ং স্বস্ত্যয়নং কুর্ম্মঃ প্রভো ব্রহ্মন্ মতং কুরু ॥ ৪৫

দেব্যুবাচ।

ইত্যুক্তো দৈবতৈর্ব্রহ্মা পক্ষং বুদ্ধাল্পশেষকম্। রাবণস্য বধঞ্চাপি শুক্লপক্ষেঽপ্যনস্তথা ॥ ৪৬
দেব্যাদিষ্টিং বিনা নাপি মরিষ্যতি দশাননঃ। কদাচিৎ শুক্লপক্ষে স দেবীং যক্ষ্যতি রাবণঃ ॥
অবিনাশ্যস্তদা স স্যাদতো দেবী প্রবোধ্যতে। ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা তদা দেবানুবাচ হ ॥৪৮

ব্রহ্মোবাচ।

সর্ব্বৈঃ স্বস্ত্যয়নং কার্য্যং শ্রীরামস্য জয়ায় বঃ। বিধানজ্ঞাঃ কুরুথ বৈ করোম্যহমপি ধ্রুবম্।
কিন্তু তে বোধনং দেব্যাঃ কার্য্যসিদ্ধিঃ সুদুর্লভা ॥ ৪৯

ইত্যুক্তাস্তে দেবগণাঃ সর্ব্বে বৈ ব্রহ্মণা সহ। দেবীং সন্তুষ্টুবুর্ভক্ত্যা রাবণেন প্রপীড়িতাঃ ॥৫০

দেবা উচুঃ।

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষীংদেবীংপরমদেবতাম্। কালীং ত্রিনেত্রাং বরদাংশাম্ভবীং শঙ্করীং শিবাম্
ভক্তিপ্রিয়াং ভক্তিরূপাং ভবানীংভববল্লভাম্। ভৈরবীংভীমবদনাং ভীমাং ভীমাননাং শুভাম্
বৈষ্ণবীং বিষ্ণুরূপাঞ্চ বিষ্ণুকার্য্যকরীং তথা। সংহারকারিণীং সৃষ্টিকারিণীং স্থিতিকারিণীম্ ॥৫৩
কপর্দ্দিনীং করালাক্ষীং চন্দ্রশোভিতমস্তকাম্। শ্যামাংশ্বেতাংতথা গৌরীংবিচিত্রাংচিত্রসুন্দরীম্
কৌমারীং শক্তিধাত্রীঞ্চ দেবানাং শক্তিরূপিণীম্। চতুর্ভুজাঞ্চ দ্বিভুজাং ষড়্ভুজাষ্টভুজাং তথা
দেবীং দশভুজাং কালীং বাহুষোড়শসংযুতাম্। অষ্টাদশভুজাং কালস্বরূপাং লক্ষনেত্রিণীম্ ৫৬
সহস্রচরণাং কোটিচ্ছবিং নিষ্কলরূপিণীম্। স্থূলাং সূক্ষ্মাঞ্চ শুদ্ধাঞ্চ খর্ব্বাঞ্চাথ মহত্তমাম্ ॥ ৫৭
দীর্ঘজিহ্বামপ্রমেয়াং স্তবনীয়াং বৃহচ্ছিলাম্। কামরূপাং কামগম্যাং যন্ত্ররূপাং জগন্ময়ীম্ ॥৫৮
ব্রহ্মাণ্ডকোটিজঠরাং সর্ব্বামাকাশবাসিনীম্। বিন্ধ্যাদ্রিনিলয়াং শৈলতনয়াং লোকপাবনীম্ ৫৯
শিববক্ষঃস্থিতাং বিল্বদলস্থাং গিরিবাসিনীম্। শ্রীদুর্গাং দুর্গতিহরাং শান্তাং শান্তজনপ্রিয়াম্ ॥
পদ্মালয়াঞ্চ পদ্মাক্ষীং সহস্রদলবাসিনীম্। ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধিস্ত্রিবিধা প্রসূঃ ৬১

দেব্যুবাচ।

এবমুক্তা তদা দেবী সত্ত্বরূপা সনাতনী। কন্যারূপেণ দেবানামগ্রতো দর্শনং দদৌ ॥ ৬২

দেবা উচুঃ।

ত্বাং নমস্যামহে দেবীং দয়ার্দ্রহৃদয়াং শিবাম্। স্ত্রীরূপাং পরমানন্দরূপাং ব্রহ্মসনাতনীম্।
নমামঃ প্রণমামস্ত্বাং সংনমামঃ সুভক্তিতঃ ॥ ৬৩

সর্ব্বস্বরূপাং সর্ব্বেশীং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতাম্। ত্বাং নমস্যামহে দেবীং ভয়েভ্যস্ত্রাহি নোঽম্বিকে

কন্যোবাচ।

দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে পরিতুষ্টাস্মি বো ধ্রুবম্। দুর্গয়া প্রেষিতা চাহং শৃণুধ্বং যদ্ব্রবীমি বঃ

যো বিল্ববৃক্ষে তাং দেবীং বোধয়িষ্যথ সম্প্রতি। যুষ্মাকমুপরোধেন বোধনং সা গমিষ্যতি ৬৬
স্তুত্বা প্রণম্য সংবোধ্য পূজায়িষ্যথ তাং শিবাম্। ভবিতা কার্য্যসিদ্ধির্বো রামস্য চ মহাত্মনঃ
ইত্যুক্তা সা তদা দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত। ব্রহ্মা দেবগণৈঃ সার্দ্ধং ক্ষিতৌ বিল্বং সমাগতঃ ৬৮

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে দেবীবোধনোপায়ো নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

পৃথিবীতলমাগত্য ব্রহ্মা দেবগণৈঃ সহ। নির্জ্জনে ক্বাপি দদৃশে বিল্ববৃক্ষং সুদুর্গমে॥ ১
তস্যৈকপত্রে রুচিরে সুচারুনবমালিকাম্। নিদ্রিতাং তপ্তহেমাভাং বিম্বোষ্ঠীং তনুমধ্যমাম্।
অনাবৃতাঙ্গাং নিশ্চেষ্টাং রুচিরাং নববালিকাম্॥ ২
বিরিঞ্চিরথ তাং দৃষ্ট্বা বিস্মিতস্তচ্চরিত্রবিৎ। তুষ্টাব ভূয়ঃ প্রণতঃ সর্ব্বৈর্দেবগণৈঃ সহ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ।

জানে দেবীমীদৃশীং ত্বাং মহেশীং ক্রীড়াস্থানে স্বাগতাং ভূতলেঽস্মিন্।
শক্তিস্ত্বং বৈ মিত্ররূপা চ দুর্গা দুর্গম্যা ত্বং যোগিনামন্তরেঽপি॥ ৪
একানেকা সূক্ষ্মরূপাবিকারা ব্রহ্মাণ্ডানি কোটিকোটীঃ প্রসূষে।
কোঽহং বিষ্ণুঃ কোঽপরো বা শিবাখ্যো দেবাশ্চান্যে স্তোতুমীশা ভবেম॥ ৫
ত্বং বৈ স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বঞ্চ বৌষট্ ত্বঞ্চোঙ্কারস্ত্বঞ্চ লজ্জাদিবীজম্।
ত্বং বৈ স্ত্রী চ ত্বং পুমান্ সর্ব্বরূপা ত্বাং সংনত্বা বোধয়ে নঃ প্রসীদ॥ ৬
ত্বং বৈ বর্ষো দেবতা কালরূপা ত্বং বৈ মাসস্ত্বং ঋতুশ্চায়নে দ্বে।
কব্যং ভুঙ্ক্তে ত্বং যথা বৈ স্বধাখ্যা তদ্বৎ স্বাহা হব্যভোক্ত্র্যসি দেবি॥ ৭
ত্বং বৈ দেবাঃ শুক্লপক্ষেষু পূজ্যাস্ত্বং পিত্রাদ্যাঃ কৃষ্ণপক্ষে প্রপূজ্যাঃ।
ত্বং বৈ সত্যং নিষ্প্রপঞ্চস্বরূপং ত্বাং নত্বাহং বোধয়ে নঃ প্রসীদ॥ ৮
দ্বারেণার্কেণায়নে ত্বাদ্যকে ত্বাং মুক্তিং যান্তি ত্বৎপদধ্যানযোগাৎ।
চন্দ্রদ্বারেণায়নে তু দ্বিতীয়ে ত্বাং বৈ মুক্তিং যান্ত্যমী দেবি সূক্ষ্মাম্॥ ৯
উচ্চৈর্নীচং নীচমুচ্চৈশ্চ কর্ত্তুং চন্দ্রঞ্চার্কং ত্বং বিধাতুং সমর্থা।
তত্রাকালে শক্তিরূপা ভব ত্বং ত্বাং নত্বাহং বোধয়ে তৎ প্রসীদ॥ ১০
ত্বং বৈ শক্তী রাবণে রাঘবে বা রুদ্রেন্দ্রাদ্যৌ যদ্যপীহাস্তি বা চ।
সা ত্বং শুদ্ধা রামমেকং প্রবর্ত্ত তৎ ত্বাং দেবীং বোধয়ে নঃ প্রসীদ॥ ১১

দেব্যুবাচ।

এবং স্তোত্রৈঃ সা প্রবুদ্ধা মহেশী বাল্যং ত্যক্ত্বা সা যুবত্বাস্তু সদ্যঃ।
নিদ্রাং ত্যক্ত্বা চোথিতা দৈবতানাং দৃষ্টিং প্রাপ্তা চোগ্র চণ্ডেতি নাম্না॥ ১২

চণ্ডিকোবাচ।

তুষ্টাহং বো বাঞ্ছিতং বৈ বৃণুধ্বং তাং তে দেবাঃ সংপ্রপন্না বভূবুঃ।
ব্রহ্মোবাচ শ্রীমতীং তাং স্মিষ্টং দেবাদীনাং শৃণ্বতাং মোদযুক্তঃ॥ ১৩

ব্রহ্মোবাচ।

ঐঁ রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে তু শিবে বোধস্তব দেব্যাঃ কৃতো ময়া ১৪
তস্মাদদ্যাপ্য যা যুক্তনবম্যামাশ্বিনে শুভে। রাবণস্য বধং যাবদর্চ্চয়িষ্যামহে বয়ম্।
ততো বিসর্জ্জিতাস্মাভির্যথাস্থানং গমিষ্যসি॥ ১৫

এবং ক্ষিতিতলে স্বর্গে পাতালে চ নরাদয়ঃ। অর্চ্চিষ্যন্তি বিশেষেণ যাবৎ সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে ১৬
নবম্যাং কৃষ্ণপক্ষার্দ্রানক্ষত্রে ত্বাং মহেশ্বরীম্। বোধয়িষ্যন্তি পূজায়ৈ মহত্যৈ জগদম্বিকে॥১৭

দেব্যুবাচ।

ইত্যুক্তা ব্রহ্মণা দেবী প্রত্যুবাচ দয়াবতী। অনুগ্রহায় লোকানামিহ লোকে পরত্র চ॥ ১৮

চণ্ডিকোবাচ।

এবমেবাস্তু সত্যংতে বচো ব্রহ্মন্ মহামতে। বোধিতাহং ত্বয়া কার্য্যং করিষ্যামি তবেপ্সিতম্
অদ্য রক্ষঃ কুম্ভকর্ণো মরিষ্যতি মহাবলঃ। অতিকায়স্ত্রয়োদশ্যাং লক্ষ্মণাস্ত্রৈর্মরিষ্যতি॥ ২০
রাবণস্তু চতুর্দ্দশ্যাং যুদ্ধযাত্রাং করিষ্যতি। মেঘনাদমমাবস্যানিশীথে স হনিষ্যতি॥ ২১
ততঃ প্রতিপদং প্রাপ্য মকরাক্ষো মরিষ্যতি। মরিষ্যন্তি দ্বিতীয়ায়াং বীরা দেবান্তকাদয়ঃ॥
ততো রামধনুর্দিব্যং সুমেরুগুরু চাদ্ভুতম্। সপ্তম্যাংসংপ্রবেক্ষ্যামিততোঽষ্টম্যাং রণো ভবেৎ
রামরাবণয়োস্তীব্রং দৃষ্টং ত্রৈলোক্যবাসিভিঃ। অষ্টমীনবমীসন্ধৌ পতিষ্যন্ত্যস্য মৌলয়ঃ॥ ২৪
পুনঃপুনঃ শিরোবৃন্দনিপাতোঽস্য ভবিষ্যতি। নবম্যামপরাহ্ণে বৈ রাবণোঽসৌ পতিষ্যতি।
দশম্যাং পরমানন্দো জয়ী রামো ভবিষ্যতি॥ ২৫

এবং পঞ্চদশাহানি মম পূজামহোৎসবঃ। অথ ত্রয়োদশাহানি বিল্বে মাং পূজয়েৎ কৃতী॥ ২৬
সপ্তম্যাং গৃহমানীয় পূজয়েন্মাং দিনত্রয়ম্। নানাবিধৈশ্চ বলিভিঃ পূজাজাগরণাদিভিঃ॥ ২৭
অষ্টম্যামুপবাসেন নবম্যাং বলিদানতঃ। অর্চ্চয়েন্মাং মহাভক্ত্যা যোগিনীশ্চাপি কোটিশঃ॥২৮
অষ্টমীনবমীসন্ধিকালোঽয়ং বৎসরাত্মকঃ। তত্রৈব নবমীভাগঃ কালঃ কল্পাত্মকো মম॥ ২৯
সর্ব্বৈরপি মে পূজা কর্ত্তব্যা তু দিনত্রয়ম্। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা ভক্তিসংযুতঃ॥
ত্যক্ত্বা বিষয়কার্য্যাণি হিংসাকলহমৎসরান্। স্বচ্ছচিত্তা অপচয়ে লাভবুদ্ধিযুতাঃ সদা॥ ৩১
নাধ্যাপনাং নাধ্যয়নং ন যুদ্ধং ক্রয়বিক্রয়ৌ। ন চার্ঘো ন চ কর্ষাদি কর্ত্তব্যং তত্র বৈ ক্বচিৎ॥
ভগলিঙ্গাভিধানৈশ্চ শৃঙ্গারবচনৈস্তথা। গানং কার্য্যং ভোজয়েচ্চ ব্রাহ্মণাংস্তোষয়েৎ স্ত্রিয়ঃ ৩৩
জুহুয়াদ্বিল্বপত্রৈশ্চ সঘৃতৈঃ পরমাদরাৎ। এবং যঃ কুরুতে পূজাং স সর্ব্বার্থেশ্বরো ভবেৎ॥ ৩৪

অকুর্ব্বাণ ইমাং পূজাং শারদীং মম পুষ্কলাম্ । প্রত্যবায়ী পিতৄন্ দেবান্ পীড়য়েচ্চিরমারকী ॥
মহাবিপত্তারকত্বাদ্গীয়তেঽষ্টমী মহাষ্টমী । মহাসম্পদ্দায়কত্বাৎ সা মহানবমী মতা ।
কর্ম্মণাঞ্চ সমারম্ভে বিজয়া দশমী মতা ॥ ৩৬
মূলাপূর্ব্বোত্তরাষাঢ়াশ্রবণাভানি চেৎ তথা । তিথিষু স্যুঃ ক্রমাদ্ব্রহ্মংস্তথা বহুতরং ফলম্ ।
যথা প্রীতির্মহাপূজাজনিতেয়ং ভবিষ্যতি ॥ ৩৭
যথা চ রাবণবধাৎ কীর্ত্তী রামস্য পুষ্কলা । তথা তব মহাকীর্ত্তির্মৎপূজাস্থাপনাদ্ভবেৎ ॥ ৩৮
পূজাং কুরু মহাভাগ মমাদ্যাং ত্বত্ত শারদীম্ । কারয়াপি চ দেবাদীন্ স্বর্গস্থানমণ্ডলাদিষু ॥ ৩৯
দেব্যুবাচ ।
ইত্যুক্ত্বা সা মহাদেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত । দেবা অপূজয়ন্ দেবীং স্বর্গেঽথ পৃথিবীতলে ॥ ৪০
মনুষ্যরূপতাং গত্বা মহাপূজামবর্ত্তয়ৎ । রামোঽপি নাশয়ামাস নবম্যাং রাবণানুজম্ ॥ ৪১
ততোঽতিকায়মরণং যাত্রা বৈ রাবণস্য চ । ইন্দ্রজিন্মরণঞ্চৈব দেবান্তকবধস্তথা ।
শুক্লদ্বিতীয়াপর্য্যন্তং মকরাক্ষবধস্তথা ॥ ৪২
এবং নবসু যত্রেষু রাত্রিন্দিবমহারণৈঃ । নিপেতুর্বানরা লক্ষকোটয়ো রাক্ষসৈর্হতাঃ ।
কোটয়ঃ পঞ্চ লক্ষাণি সহস্রাণি চ ষোড়শ ॥ ৪৩
নিপেতু রাক্ষসা বীরাঃ সাশ্বেভরথপত্তিকাঃ । স্কন্ধা অনৃত্যন্ বহুশো মুণ্ডাশ্চ জহসুঃ মখি ॥৪৪
মুণ্ডমালাবহা ঘোরা রক্তনদ্যশ্চ লক্ষশঃ । ভূতাঃ সাগরগা বেগাস্মহাযুদ্ধে ভয়ানকে ।
কাকা ঊর্দ্ধমুখা রক্তমপিবন্ পরমাদরাৎ ॥ ৪৫
ততস্তৃতীয়ামারভ্য রামরাবণয়োর্ম্মহৎ । মহাভয়ানকং যুদ্ধং দারুণং সমভূব হ ।
নবাহর্য্যুদ্ধাদ্দ্বিগুণং যুদ্ধমাসীন্মহত্তরম্ ॥ ৪৬
ততো রামো ববর্ষাথ রাবণস্য শরান্ বহূন্ । বাক্যযুদ্ধং মহৎ কৃত্বা সুদীপ্তং ধনুরাদদে ॥ ৪৭
দুর্নিরীক্ষ্যস্তথা রামো বভূবাতিভয়ঙ্করঃ । মেরুতুল্যগুরৌ চাপে দশবাণান্ সমাদধে ।
পাতয়ামাস দশ বৈ মস্তকান্ কালসন্নিভে॥ ৪৮
এবমষ্টোত্তরশতং ছেদান্ কৃত্বা রঘূত্তমঃ । নবম্যামপরাহ্ণে বৈ পাতয়ামাস রাবণম্ ॥ ৪৯
পতিতে চ মহাবীরে রাবণে লোকরাবণে । সুভীমে বিংশতিভুজে দশাস্যে লোককণ্টকে ॥৫০
চকম্পে পৃথিবী সর্ব্বা গিরয়ঃ সাগরা অপি । স্ত্রিয়ো রক্ষস্বরাগত্য সচ্চকার বিভীষণঃ ॥ ৫১
ততঃ প্রভাতে বিমলে দশম্যাং বিজয়ে জয়ে । সীতামানাষ্য সুক্লশাং দদর্শ রঘুনন্দনঃ ॥ ৫২
বানরা দদৃশুঃ সর্ব্বে সীতাং সাক্ষাদিব শ্রিয়ম্ । প্রণেমুঃ পরয়া ভক্ত্যা জানকীং জননীমিব ৫৩
অস্যা অর্থে বরং সর্ব্বা পৃথিবী বিচিন্তা মুহুঃ । সখা যদর্থে সুগ্রীবো বালী নষ্টো যদর্থতঃ ॥৫৪
দগ্ধা লঙ্কা যদর্থেন বদ্ধঃ সিন্ধুর্যদর্থতঃ । যস্যা অর্থে হতাঃ সর্ব্বে রাক্ষসাশ্চ সরাবণাঃ ।
সেয়ং সীতা রামভার্য্যা জানকী নৃপতেঃ সুতা ॥ ৫৫
দেব্যুবাচ ।
সীতাথ রামবাক্যেন প্রবেষ্টুমগ্নিমৈচ্ছত । ব্রহ্মেশাদ্যাঃ সুরাঃ সর্ব্বে সমাগত্য স্তবেষয়ন্ ॥ ৫৬

অগ্নিং প্রবিষ্টাং সীতাঞ্চ রামঃ প্রাপ স্বকল্মষাম্। মৃতান্ সর্ব্বান্ বানরাংশ্চাপি ব্রহ্মণামৃতবর্ষণৈঃ৫৭
অজীবয়ত্তাংশ্চ নীত্বা লঙ্কায়াঞ্চ বিভীষণম্। ভূপং কৃত্বা তেন সার্দ্ধং যযৌ রামঃ পুরান্ততঃ ৫৮
সেতৌ শিবং স্থাপয়িত্বা তীর্থং সত্যং পিতুঃ প্রভুঃ। অযোধ্যামাগতো রামঃ পুনঃ পৌরান্ প্রমোদয়ন্
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ। রামো রাজ্যমুপাস্যাসৌ ব্রহ্মলোকং ততোঽগমৎ॥ ৬০
ইত্যেতদ্বাং সমাখ্যাতং কালভীর্থোত্থিকং মম। আশ্বিনী পৌর্ণমাসী চ শেষতীর্থং কিলাশ্বিনে

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে কালতীর্থকথনে রাবণবধো নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

আশ্বিন্যাং পৌর্ণমাস্যান্তু লক্ষ্মীঃ কমলসম্ভবা। রাত্রৌ ভ্রমতি সর্ব্বত্র কৃপয়া ব্রুবতী ত্বিদম্॥ ১
উপোষ্য দিবসং সর্ব্বং প্রদোষে মাং প্রপূজ্য চ। নারিকেলোদকং পীত্বা কো জাগর্ত্তি মহীতলে
তস্যাহমনুগৃহ্লামি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদা। তস্মাৎ সংপূজয়েল্লক্ষ্মীং ভক্ত্যা শক্ত্যা সখীদ্বয়॥ ৩
প্রদোষসময়ে মর্ত্তাঃ সংলিপ্য পরমাং শ্রিয়ম্। ততঃ পরমমাবাস্যা শুভা দীপান্বিতা শ্রুতা॥
পার্ব্বণেন বিধানেন শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদিহৈব তু। সায়ং বিস্রর্জ্জয়েচ্চৈব পিতৄনস্যাং তিথৌ সখি॥৫
রাত্রৌ নিশীথব্যাপ্তায়ামমাবস্যামিহৈব তু। পৃথ্বীতলং সমায়াতা কালী দিগ্বসনাম্বিকা॥ ৬
অসুরাণাং বধার্থায় ভবায় চ সুপর্ব্বণাম্। যদা চকম্পে পৃথিবী তদ্ভারাসহনেন হি॥ ৭
তদা শিবঃ শবো ভূত্বা তাং দধার ত্রিলোচনাম্। তদা সর্ব্বে স্থিরীভূতাঃ কূর্ম্মশেষধরাদয়ঃ॥৮
অতস্তামত্র বৈ ভক্ত্যা দেবদেবীং দ্বিজাতয়ঃ। পূজয়েয়ুর্মুদা শ্যামাং পশুপুষ্পার্ঘ্যসম্পদা॥ ৯
মাসোভির্ভূষণৈরন্নৈঃ পায়সৈর্বিবিধৈরপি। গীতৈর্বাদ্যৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ দীপমালাসমন্বিতৈঃ॥ ১০
মানসীয়াসমিরত্তা ভগলিঙ্গাভিশব্দিনঃ। জিতেন্দ্রিয়া জিতাহারা জিতনিদ্রা মহাশয়াঃ॥ ১১
পূজয়েয়ুর্মহাকালীং শ্যামাং ঘোরচতুর্ভুজাম্। বরাভয়করাং বামে দক্ষিণেঽসিনৃমুণ্ডকাম্॥ ১২
সংহারকালনিবিড়ধ্বান্তকায়াং দিগম্বরীম্। পাপকোটিভয়ধ্বান্তং সংহরন্তীমিবোজ্জ্বলাম্॥ ১৩
শবরূপমহাদেবহৃদয়ে পরমাসনে। তিষ্ঠন্তীং মুক্তকেশীঞ্চ ললজ্জিহ্বাং হসন্মুখীম্॥ ১৪
স্রবদ্রক্তাং সৃক্কণীভ্যাং দানবানাং ভয়াবহাম্। সত্ত্বরূপাং সদা শুদ্ধাং কেবলাং নিষ্কলাং শিবাম্
পীনোন্নতস্তনীং দেবীং নানাভূষণভূষিতাম্। ব্রহ্মবিষ্ণিন্দ্রকালাদিপ্রণতাং কালরূপিণীম্॥১৬
যোগিনীভিঃ পরিবৃতাং নৃত্যন্তীভিরিতস্ততঃ। মদভীভিঃ পিবন্তীভিঃ শোণিতং মধু চাসবম্
ইত্যাদি চিন্তয়িত্বা তাং পূজয়েয়ুর্মহাব্রতাঃ। শ্রীতয়ে সর্ব্বদেবানাং বিষ্ণোশ্চ পরমাত্মনঃ॥১৮
মহাষ্টমীবিধানেন বিধিনাগমিকেন বা। পূজামিমাং প্রকুর্ব্বীত বল্যন্নাদ্যৈর্যথোচিতাম্। ১৯
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তসময়ে তাং বিসর্জ্জ্য জগন্ময়ীম্। চতুষ্প্রহরপূজায়া দদ্যাদ্বিপুলদক্ষিণাম্।
পরস্মাহনি বৈ বিপ্রান্ ভোজয়েদ্ভক্তিভাবতঃ॥ ২০
ততশ্চ কার্ত্তিকী নাম পৌর্ণমাসী সুবিশ্রুতা। যত্র রাসোৎসবং চক্রে গোপীভির্নন্দনন্দনঃ ২১

তস্মাৎ তত্র মুদা যুক্তো গোপিকাপতিমীশ্বরম্। পূজয়েৎ সহ গোপীভিঃ প্রতিমাসু যথাবিধি ॥
দিবসেঽনশনং কৃত্বা সায়ঙ্কালীত্য মানবঃ। চন্দ্রে চ বিপুলে পূর্ণে পূজয়েন্নন্দনন্দনম্ ॥ ২৩
নবীননীরদশ্যামং কৃষ্ণং কমললোচনম্। বনমালানিবীতাঙ্গং হারকেয়ূরশোভিতম্ ॥ ২৪
তপ্তহেমোজ্জ্বলৎকান্তিবসনেন বিরাজিতম্। গোরোচনায়াস্তিলকং ললাটে লোলকুণ্ডলে ॥ ২৫
শোভয়ন্তং মঞ্জুরাবৌ নূপুরৌ চরণদ্বয়ে। মদনালসবিভ্রান্তনয়নদ্বয়পঙ্কজম্ ॥ ২৬
যুবতীভী রসাঢ্যাভিস্তু লৎকনককান্তিভিঃ। কামভাবেন শীৎকাররবাসস্খলনলালসম্ ॥ ২৭
নয়নদ্বয়মারক্তং দশনাভিঃ সুমণ্ডিতম্। পার্শ্বদ্বয়োর্যুবত্যোস্তু মধ্যস্থং নীলসুন্দরম্ ॥ ২৮
এবন্তু গোপীবাহুল্যাদনেকচারুবিগ্রহম্। সর্ব্বাভিঃ স্বস্বনিকটে পূর্ণরূপঞ্চ লক্ষিতম্ ॥ ২৯
অন্যত্র প্রতিবিম্বাংশ্চ প্রপশ্যন্তীভিরুজ্জ্বলম্। এবং যুগলকৈশোরমুজ্জ্বলং ভাবমাশ্রিতম্।
চিন্তয়েৎ সততং নন্দনন্দনং ব্রহ্মবন্দিতম্ ॥ ৩০
রম্যে বৃন্দাবনে পুণ্যোজ্জ্যোৎস্নাপুষ্পৈঃসুশোভিতে। স্বাগতাসনপাদ্যাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈরপি
বস্ত্রালঙ্কারভূষাদ্যৈরাহূয় ব্রাহ্মণানপি। নৃত্যগীতাদিবাদ্যৈশ্চ কারয়েদ্ গোপিকোৎসবম্ ॥৩২
সংপূজ্য দক্ষিণাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণান্ পরিতোষ্য চ। বিসর্জ্জয়েৎতাঃ প্রতিমাঃ পরত্রাহনিতূৎসবৈঃ
ভোজয়েদ্ব্রাহ্মণান্ মিষ্টং কৃত্বৈবং বিধিমুত্তমম্। সপুত্রপৌত্রস্বজনো বিমুক্তঃ পাপসঞ্চয়ৈঃ।
বৈকুণ্ঠেশ্বরপাদাব্জমন্তে যাতি নিরাময়ঃ ॥ ৩৪
ততোঽগ্রহায়ণী নাম পৌর্ণমাসী চ পুণ্যদা। যুক্তা মৃগশিরোভেণ কালতীর্থমুদাহৃতম্ ॥ ৩৫
পৌষমাঘান্যমাসেষু রবের্বারে দিবা যদি। অমাবাস্যাব্যতীপাতশ্রবণাঃ সন্তি যোগতঃ।
তদার্দ্ধোদয় আখ্যাতঃ কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমঃ ॥ ৩৬
স্নানদানাদি কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধঞ্চ তীর্থ উত্তমে। নাতঃ পরতরঃ কালো বর্ত্ততে কালতীর্থতঃ ॥ ৩৭
অয়ং সুদুর্লভঃ কালো বাঞ্ছিতঃ পুণ্যলিপ্সুভিঃ ॥ ৩৮
ততশ্চ ফাল্গুনে মাসি দ্বাদশী ধবলা শুভা। গোবিন্দঃ পূজ্যতে তত্র গোবিন্দদ্বাদশীতি সা ॥৩৯
অত্র সংপূজয়েদ্দেবং গোবিন্দং পরমেশ্বরম্। দেবদেবীভিরারাধ্যং নৈবেদ্যপুষ্পচন্দনৈঃ ॥ ৪০
পূর্ব্বেঽহ্নি সংযমী ভূত্বা গোবিন্দনাম সংস্মরন্। চিন্তয়ন্দ্বাদশীযন্ত্রে পূর্ব্বাহ্নব্যাপকে সতি।
দ্বাদশভেদপুষ্পাণি তুলসীচ্ছদনানি চ ॥ ৪১
দদ্যাদ্দ্বাদশনৈবেদ্যং ভোজয়েদ্দ্বাদশ দ্বিজান্। স্বয়ঞ্চ ফলমূলানি ভুঞ্জীত সুসমাহিতঃ ॥ ৪২
ইন্দ্রঞ্চ সুরভিঞ্চৈব তথা গোবর্দ্ধনং গিরিম্। গোগোপগোপীশ্চ মুদা পূজয়েচ্চন্দনাদিভিঃ ॥ ৪৩
মধ্যাবূচতুঃ।
মাতর্দেবি শিবে কস্মাদ্বিধিরেষ তু ফাল্গুনে। যুজ্যতে ভাদ্রমাসেঽসৌ ন কথং বিধিরুত্তমঃ ৪৪
দেব্যুবাচ।
পুরাভিষিক্ত ইন্দ্রেণ গোবিন্দো মাসি ভাদ্রকে। গোপগোপীগণানাং মধ্যে সর্ব্বদেবেশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥
সমুদ্রস্তৎ সমাকর্ণ্য পয়োভিঃ সুরভের্হরিম্। অভিষিক্তং মহাত্মানং চিন্তয়ামাস সাগরঃ।
মম তোয়ৈঃ কথং দেবো হরিঃ শ্রীমান্ সনাতনঃ ॥ ৪৬

ইতি সংচিন্ত্য জলধির্বিপ্ররূপেণ ভূতলম্। বভ্রামাবিষ্য ভাদ্রীয়াং দ্বাদশীং যভূবান্ পরঃ॥ ৪৭
সপ্তমে মাস্যনুপ্রাপ্তে ফাল্গুনে নাম তাং তিথিম্। অপ্রাপ্য বন্নরষাবিষ্টো জগাদ দ্বাদশীং প্রতি॥

সমুদ্র উবাচ।

তিথে দ্বাদশি রে মূর্খে কিং ন জানাসি মামপি। ত্বদ্দিনে ধরণীং সর্ব্বাং প্লাবয়ে প্রতিবৎসরম্।
যথা ত্বয়ি ন পূজা স্যাদ্ হরেঃ সর্ব্বেশ্বরস্য হি॥ ৪৯
এবং যদা তু চুক্রোধ সমুদ্রো দ্বাদশীং প্রতি। তদা প্রাদুরভূদ্দেবী দ্বাদশী সভয়া শুভা॥ ৫০
গৌরাঙ্গী পীতবসনা দ্বিভুজা শ্যামপৃষ্ঠিকা। উবাচ বচনং কিঞ্চিদ্বিনয়েন জলেশ্বরম্॥ ৫১

দ্বাদশ্যুবাচ।

অহং ভাদ্রপদীয়া তু ফাল্গুনে মাস্যুপস্থিতা। কল্পয়িত্বা ফাল্গুনীত্ত মামেব ত্বং ব্রতং কুরু॥ ৫২

সমুদ্র উবাচ।

বিজ্ঞেষি দ্বাদশি কথং ভাদ্রীয়া ফাল্গুনে সিতা। ত্বয্যেব ফাল্গুনীয়ায়াং শ্রীপতিঃ পূর্ব্বমেব চ।
অভিষিক্তঃ কিলেন্দ্রেণ কশ্যপাদিদিতিসম্ভবঃ॥ ৫৩
যোঽভিষিক্তঃ কিলেন্দ্রেণ গৃহীতযজ্ঞসূত্রকঃ। ছলয়িত্বা বলিং সর্ব্বং দদাবিন্দ্রায় বামনঃ॥ ৫৪
তস্মাৎ ত্বয়ি পুরা ভূতো গোবিন্দোঽদিতিনন্দনঃ। ত্বয্যহং পূজয়িষ্যামি গোবিন্দং যদুনন্দনম্
তামভিক্রম্য ভাদ্রীয়ামদ্যারভ্য তিথে ত্বয়ি। গোবিন্দং পূজয়িষ্যন্তি মা কৃথাশ্চিত্তকুণ্ঠনম্॥
কথামেতাঞ্চ শৃণুয়াৎ ত্রয়োদশ্যাং পুনঃ পুমান্। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ভূয়ো ভোজনঞ্চ স্বয়ংচরেৎ

দেব্যুবাচ।

ইত্যুক্তা সা দ্বাদশী চ প্রণনাম জলেশ্বরম্। তদা প্রাদুরভূদ্দেবো দৈবকীনন্দনো হরিঃ॥ ৫৮
সমুদ্রশ্চাদ্ভুতং দৃষ্ট্বা বাঞ্ছিতার্থপ্রপূরকম্। রোমাঞ্চিতসমগ্রাঙ্গো গোবিন্দমভ্যষেচয়ৎ।
তদা দিশাসু সর্ব্বাসু বভৌ শঙ্খজয়ধ্বনিঃ॥ ৫৯
অভিষিক্তো যদৌ কৃষ্ণঃ সেন্দ্রৈঃ সুরগণৈঃ স্তুতঃ। সমুদ্রশ্চ কৃতার্থোঽগাৎ স্বস্থানং দেবপূজিতঃ
ইত্যেতৎ কথিতং সখ্যো কালতীর্থং হি দ্বাদশী। ব্রতমেতদ্বিধেয়ন্তু স্ত্রীপুংসামনুবার্ষিকম্॥ ৬১
শুদ্ধকালে সমারভ্য দ্বাদশাব্দেষু যা সিতা। ফাল্গুনে মাসি ভবতি দ্বাদশী দ্বাদশীশ্বরম্।
তস্যাং সংপূজয়েদ্দেবং নরা নার্য্যশ্চ ভক্তিতঃ॥ ৬২
সমপায়েৎ শুদ্ধকালে জুহুয়াদ্দ্বাদশাহুতীঃ। ভোজয়েদ্দ্বাদশব্রবাং সুমিষ্টৈঃ দ্বাদশ দ্বিজান্॥ ৬৩
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রস্তু দ্বাদশাপি স্তবাংশ্চরেৎ॥ ৬৪
ওঁকাররূপ জগতামাদ্য ব্রহ্মস্বরূপক। অনন্তজগদাধার গদাধর নমোঽস্তু তে॥ ৬৫
তেজঃপ্রসাদরূপায় তেজোরূপায় তেজসে। তেজঃপ্রদীপ্তলোকায় নমস্তে তেজসাত্মনে॥ ৬৬
ন ক্ষীণস্ত্বং ন ক্ষয়সি নারায়ণ নরোত্তম। নবনীরদশ্যাম নমস্তে নলিনেক্ষণ॥ ৬৭
মোক্ষসেবিতপাদাব্জ মোহব্যূহবিমোহন। মোদৈমাত্মস্বরূপেণ মোদিতায় নমোঽস্তু তে॥ ৬৮
ভজতাং ভবনাশায় ভবোদধিশরায় চ। ভবায় ভবভক্তায় নমস্তে ভবলক্ষণ॥ ৬৯
গগনানর্করূপায় গগনব্যাপ্তিকারিণে। গরিষ্ঠায় গরীশায় গহনায় নমোঽস্তু তে॥ ৭০

বরিষ্ঠে বরণার্থায় বন্দনীয়প্রদায় চ। বরবীজপ্রবীজায় বরহন্ত্রে নমোঽস্তু তে ॥ ৭১
তেজঃপ্রসাদরূপায় তেজোরূপায় তেজসে। তেজঃপ্রদীপ্তলোকায় নমস্তে তেজসাত্মনে ॥ ৭২
বাণীমাধায় বালায় বায়ুরূপায় বাহিনে। বান্ধবায় বলঘ্নায় বলযুক্তায় তে নমঃ ॥ ৭৩
সুধায় সুখগম্যায় সুদক্ষায় সুখাত্মনে। সুন্দরত্বসমূহৈকদেশলেশায় তে নমঃ ॥ ৭৪
দেশ্যদেশকরূপায় দেশায় দেশকায় চ। দেবত্রিকোটিদেহায় দেবদেহায় তে নমঃ ॥ ৭৫
বামদেবস্বরূপায় বামনায় নমো নমঃ। বারাহতনবে বালবপুষে তে নমো নমঃ ॥ ৭৬
যজ্ঞযজ্ঞায় যজ্ঞায় যজমানায় তে নমঃ। যজুরাদিবিদে যজ্ঞযষ্টব্যায় নমো নমঃ ॥ ৭৭
দ্বাদশস্তব একোঽসৌ জপ্তব্যো গেয় উচ্যতে। সর্ব্ববেদার্থসারোঽয়ংব্রহ্মলোকেঽপি গীয়তে ॥
ভগবন্তং বাসুদেবং স্তবেনানেন চার্চ্চয়েৎ। স্তুত্বা নত্বা ফাল্গুনস্য দ্বাদশ্যান্তু বিশেষতঃ।
স মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো বৈষ্ণবীমাপ্নুতে গতিম্ ॥ ৭৯
কৃত্বা চৈবং গুরুং নত্বা দত্বা বিপুলদক্ষিণাম্। সর্ব্বাভীষ্টং লভেন্মর্ত্ত্যো গোবিন্দদ্বাদশীব্রতাৎ ॥
ততশ্চ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী মন্বন্তরা মতা। চৈত্রমাসস্য যা কৃষ্ণা তিথির্নাম ত্রয়োদশী ॥ ৮১
বারুণেন সমাযুক্তা বারুণীতি চ গীয়তে। ত্রিধা সা বিহিতা সদ্ভির্মহা চৈব মহামহা ॥ ৮২
শনিবারস্য যোগেন সা মহাবরুণী মতা। মহামহেতি বিখ্যাতা শুভযোগশ্চ তত্র চেৎ ॥ ৮৩
সহস্রৈঃ শতসাহস্রৈশ্চ কোটিভিশ্চ ক্রমাদিমাঃ। সূর্য্যগ্রহফলং সর্ব্বা দুর্ল্লভা দদতে নখি ॥ ৮৪
ততঃ শুক্লা তৃতীয়া চ খ্যাতা মন্বন্তরা শুভা ॥ ৮৫
এবং হি তীর্থানি ময়োদিতানি মাসেষু সর্ব্বেষু বিশিষ্য সর্থ্যো।
অন্যোপযুক্তানি নৃণাং হি তীর্থান্যুপাহরে তানি নিবোধতঞ্চ ॥ ৮৬

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে কালতীর্থকথনে ব্রতবিধির্নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

দেব্যুবাচ।

স্বজন্মদিবসশ্চৈব পিত্রোর্ম্মরণবাসরঃ। দৃশ্যতে চ গুরুর্যত্র তদা তীর্থঞ্চ লভ্যতে ॥ ১
গঙ্গাদেশে সর্ব্বকালস্তীর্থমেবোচ্যতে পরম্। পুত্রাদিসংস্কারদিনং কালতীর্থমুদাহৃতম্ ॥ ২
যদা চ লভ্যতে সাধুরতিথিশ্চ তথৈব সঃ। পুরাণপাঠকালশ্চ পুরাণারম্ভকস্তথা ॥ ৩
যদারব্ধসমাপ্তিশ্চ স কালস্তীর্থমুচ্যতে। সৎকর্ম্মবাসনা যত্র স কালস্তীর্থ উত্তমঃ ॥ ৪
যোগযুক্তানি তীর্থানি কালরূপাণি বৈ সখি। অমাবাস্যা সোমবারে আদিত্যাহে চ সপ্তমী ॥ ৫
চতুর্থ্যঙ্গারবারে চ অষ্টমী গুরুবাসরে। সূর্য্যগ্রহসমা এতে কালাঃ সদ্ভিঃ প্রপূজিতা ॥ ৬
অষ্টমী মঙ্গলাহে চ তথৈব চ চতুর্দ্দশী। কালতীর্থে সমুদ্দিষ্টে চন্দ্রগ্রহণতোপমে ॥ ৭
গুরুবারে যদা পুষ্যা কেবলা বাথ সম্ভবেৎ। তত্র স্নানাদি গঙ্গায়াং ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ ॥ ৮

নক্ষয়ে ব্যতীপাতো রবৌ তৎসংক্রমোঽপি চ। সৎকর্ম্মণাং সমারম্ভে দিবসাঃ সাধবস্ত্বিমে॥
র্গশীর্ষে শুক্লপক্ষে দ্বাদশ্যাং হরিরীশ্বরঃ। বরনামাসুরবরমবধীল্লোকতুষ্টয়ে॥ ১০
াহদ্বাদশী তেন বরাহপ্রীতিদা পরা। সিতাষ্টমী বুধে মাঘে বুধজন্মদিনং মতম্॥ ১১
দ্রে চতুর্দ্দশী শুক্লা তত্রানন্তঃ প্রপূজ্যতে। কার্ত্তিকে কৃত্তিকাযোগাৎ কার্ত্তিকেয়ঃ প্রপূজ্যতে
্যাদি নানাতিথয়ঃ সদ্‌ব্রতানি চ যানি বৈ। তানি প্রোক্তানি তীর্থানি কিমন্যৎ কথয়ামিতৎ

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে কালতীর্থকথনং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সখ্যাবূচতুঃ।

চদুর্গে মহেশানি পুরাণং যত্ত্বয়োদিতম্। কিং তৎস্বমতং কিংবা মূলং তস্য চ নৌ বদ॥১
দেব্যুবাচ।

খদং শৃণুতং সখ্যৌ পুরা ব্রহ্মবিনির্ম্মিতম্। হৃদা যদ্রক্ষিতং যত্নাত্তবতীভ্যাং প্রকাশয়ে॥ ২
ত্যৌ খলু শুশ্রূষু ভক্তিমত্যৌ সদা ময়ি। শৃণুতং শৃণুতং সখ্যৌ গোপনীয়ং পরন্ত্বিদম্॥৩
। ব্রহ্মা সিসৃক্ষুর্বৈ সৃষ্ট্বা নব প্রজাপতীন্। অন্ধকারময়ং সর্ব্বং বুবুধে পরমাদ্ভুতম্॥ ৪
মূকৈঃ স্বয়ং মূকে চিন্তাপন্নে প্রজাপতৌ। তপেতি বর্ণযুগলমাকাশাদুদভূন্মহৎ॥ ৫
াদঃ সর্ব্বতো ব্যাপ্তো রবেঃ কিরণবৎ নথি। চক্রে জ্যোতির্ম্ময়ং সর্ব্বং ব্রহ্মা নির্ব্বৃতিমাপচ
মুখানি লেভে চত্বারি হঠাদ্দিক্ষু দিদৃক্ষয়া॥ ৬
চা ব্রহ্মা সমর্জ্জাদৌ বাচ এব সুনির্ম্মলাঃ। সমর্জ্জ চতুরো বেদান্ সংহিতা বিবিধা অপি
ঃ পবিত্রং পরমং বাচঃ স্বাদু পরংমতম্। বাচোঽমৃতং বিষং বাচো বাচো মাল্যংকরা বচঃ
। পবিত্রিতং সর্ব্বং পবিত্রয়তি সর্ব্বথা। বাচো বেদাঃ সংহিতাশ্চ বাচো মন্ত্রাঃ সুপুষ্কলাঃ॥
চা কাব্যং পুরাণানি বাচিসত্যংপ্রতিষ্ঠিতম্। ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশৌর্য্যাদি বাগ্‌ভিরেবপ্রগৃহ্যতে
া বাচঃ সমর্জ্জাদৌ ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ। অকারাদিস্বরাংশ্চৈব ককারাদিহলাংস্তথা॥১১
পরঞ্চ মিলিতান্ বর্ণানেতান্ সমাসৃজৎ। ততো ভাষাশ্চ সসৃজে পঞ্চাশৎ ষট্ চ সংখ্যয়া॥
্জ্ঞানায় চ বালানাং তত্ত্বব্যাকরণানি চ। পদজ্ঞানং ব্যাকরণৈরর্থজ্ঞানঞ্চ দর্শনৈঃ॥ ১৩
জ্ঞানং পুরাণাদৈর্য্যন্ত্রৈর্মুক্তিরুদাহৃতা। বাগেব ব্রহ্মরূপৈব তাং যো মিথ্যাসু নিক্ষিপেৎ॥
্যাবাদী স বিজ্ঞেয়ো নারকী পরমো মতঃ। বরং প্রাণাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিরসশ্ছেদনংতথা
খাপি বচো ব্রহ্ম মিথ্যাবাচ্যং বিধীয়তে। ন হ্যসত্যাৎ পরোঽধর্ম্ম ইতিশাস্ত্রমতংমতম্॥
াবাক্যং গুরোঃ সেবা হ্রয়মেতৎ পরং মতম্। এতদ্দ্বয়স্যাস্তি কিং তস্য তপোভিঃপরৈরপি
াবাক্যানি সর্ব্বাণি পুরাণানি দ্বিধানি চ। উপপূর্ব্বং মহৎপূর্ব্বং পুরাণং দ্বিবিধং মতম্॥১৮

অষ্টাদশৈব সংখ্যাতান্যুত্তমানি সথীব্রয়। সাবধানেন চিত্তেন শৃণু তানি চ বর্ণয়ে॥ ১৯
আদৌ ব্রহ্মপুরাণঞ্চ পাদ্মং ব্রহ্মাণ্ডমেব চ। বৈষ্ণবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং নৃসিংহঞ্চ ততঃ পরম্॥ ২০
ভবিষ্যং গারুড়ং লৈঙ্গং শৈবং বারাহমেব চ। মার্কণ্ডেয়ং তথা স্কান্দং কৌর্ম্মং মাৎস্যং পুরাণকম্
তথাগ্নেয়ঞ্চ বায়ব্যং শ্রীভাগবতমেব চ। এবমষ্টাদশৈবাহুঃ পুরাণানি মহান্ত্যত।
তথাপ্যুপপুরাণানি কথয়ামি মুদা শৃণু॥ ২২
আদ্যাবাদিপুরাণং স্যাদাদিত্যাখ্যং দ্বিতীয়কম্। ততো বৃহন্নারদীয়ং নারদীয়ং ততঃ পরম্॥
নন্দীশ্বরপুরাণঞ্চ বৃহন্নন্দীশ্বরং তথা। শাম্বং ক্রিয়াযোগসারং কালিকাহ্বয়মেব চ॥ ২৪
ততো ধর্ম্মপুরাণঞ্চ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরং তথা। শিবধর্ম্মং বিষ্ণুধর্ম্মং বামনং বারুণং তথা॥ ২৫
নারসিংহং ভার্গবঞ্চ বৃহদ্ধর্ম্মং তথোত্তমম্। এতান্যুপপুরাণানি সখ্যাবষ্টাদশৈব তু॥ ২৬
অন্যাশ্চ সংহিতাঃ সর্ব্বা মারীচকাপিলাদয়ঃ। সর্ব্বত্র ধর্ম্মকথনে তুল্যসামর্থ্যমুচ্যতে॥ ২৭
রামায়ণং মহাকাব্যমাদৌ বাল্মীকিনা কৃতম্। তন্মূলং সর্ব্বকাব্যানামিতিহাসপুরাণয়োঃ॥ ২৮
সংহিতানাঞ্চ সর্ব্বাসাং মূলং রামায়ণং মতম্। তদেবাদর্শমারাধ্য বেদব্যাসো হরেঃ কলা॥২৯
চক্রে মহাভারতাখ্যমিতিহাসং পুরাতনম্। তদেবাদর্শমারাধ্য পুরাণান্যথ সংহিতাঃ॥ ৩০
চকার ভগবান্ ব্যাসঃ স্বয়মন্যে মহর্ষয়ঃ। সর্ব্বত্র কীর্ত্তিতো ধর্ম্মো স্বধর্ম্মশ্চ নিবর্ত্তিতঃ॥ ৩১
শাস্ত্রেষেতেষু সততং যেষাং বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে। তে ন মুহ্যন্তি নিয়তং ত এব বহুবিত্তমাঃ॥ ৩২
রামায়ণং পুরাণানি মহাভারতমেব চ। মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্রাণি ধর্ম্মার্থানি সদৈব হি॥ ৩৩
পঠেৎ সমভ্যসেৎ তানি পাঠয়েদাচরেদপি। স এব সখি সংসারাদুত্তীর্ণ ইতি মন্যতে॥ ৩৪
কার্য্যাকার্য্যনির্ণয়োঽত্র স্মৃতির্বৈ ধর্ম্মসংহিতা। ইতিহাসাদিবাক্যন্তু তন্নিদর্শনসাধকম্॥ ৩৫
পুরা প্রজাপতির্দেবো বর্ণভাষাঃ পৃথগ্বিধাঃ। সৃষ্ট্বা ধর্ম্মান্ সমর্জ্জৈব বর্ণাশ্রমবিভাগজান্॥৩৬
চিন্তয়ামাস লোকানামুপকর্ত্তুং প্রজাপতিঃ। ধর্ম্মজ্ঞানন্তু লোকানাং বিনা শাস্ত্রং কথং ভবেৎ॥
ইতি সঞ্চিন্তয়িত্বা চ ব্রহ্মা চিন্তয়তাং বরঃ। চক্রে ব্যাকরণাখ্যাদৌ পদজ্ঞানায় সর্ব্বশঃ॥ ৩৮
ততঃ সসর্জ্জ ছন্দাংসি জগত্যানুষ্টুবাদয়ঃ। ততঃ সরস্বতী জাতা শুক্লবর্ণাক্ষরাত্মিকা॥ ৩৯
নানালঙ্কারভূষাঢ্যা ত্রিনেত্রা শশিমৌলিনী। চতুর্ভুজা সুধাবিদ্যামুদ্রাক্ষগুণধারিণী॥ ৪০
তাং দৃষ্ট্বা চারুনয়নাং প্রজাপতিরুবাচ হ। কা ত্বং সমাগতা কস্মাদ্ যাচসে কিং করোমি কিম্
কস্তে পিতা পতিঃ কস্তে তন্মে বদ সুলোচনে॥ ৪১
সরস্বত্যুবাচ।
আকাশপ্রভবে ব্রহ্মা বর্ণব্রহ্মেতি যং বিদুঃ। ততোঽহং প্রভবা জাতা নাম্নাহঞ্চ সরস্বতী॥৪২
ত্বং মে জাতা পুরো জাতো যদ্‌ব্রবীমি শৃণুষ্ব তৎ। স্থানং মে কল্পয় বিধে পতিং কর্ম্ম চ পুষ্কলম্
সংকীর্ত্তয়ে তথাহং হি জাতা নির্ম্মলরূপিণী॥ ৪৩
বিধিরুবাচ।
যন্মেষ্টমিদমেবেহ ভদ্রং জাতং সুলোচনে। মুখানি মম চত্বারি প্রিয়স্থানং ভবেৎত্বিতম্॥ ৪৪
তব প্রিয়ো হি ভগবান্ হৃদি মে বর্ত্ততে হরিঃ। তব ত্বং কবিতাশক্তিঃ কবীনাং বদনেষু হ॥

তে প্রকুর্ব্বন্ত শাস্ত্রাণি ধর্ম্মঃ সঞ্চরতাং ততঃ । অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চ পতির্নারায়ণস্তব ।
শাস্ত্রাণামপি সর্ব্বেষাং বিশ্বাত্মা বিশ্বভাবনঃ ॥ ৪৬

সরস্বত্যুবাচ ।

কথমেকাস্ম্যনেকেষাং কবীনাং কবিতাত্মিকা । ভবেয়ং নৈব মে যুক্তং যদ্যুক্তং তদ্বদস্ব মে ৪৭

বিধিরুবাচ ।

কৃত্বা পর্য্যটনং দেবি ত্রিলোক্যাং যোগ্যমুত্তমম্ । পশ্য যত্র শুভা শক্তিঃ কবিতা ত্বং ভবিষ্যসি
অহঞ্চ বর্ণনীয়ানাং বর্ণনীয়মনুত্তমম্ । বিষ্ণোরাদিচরিত্রং হি সর্ব্বধর্ম্মনিদর্শনম্ ।
ভবিষ্যৎ কল্পয়িষ্যামি যৎ ত্বং তত্র বদিষ্যসি ॥ ৪৯
কবেস্তস্যৈব কৃপয়া কবয়োঽন্যেঽপি ভাবিনঃ ॥ ৫০

দেব্যুবাচ ।

ইত্যুক্তা সা বচো দেবী ব্রহ্মণো মুখবাসিনী । চচার জগতীমধ্যেঽন্বেষয়ন্তী স্বমীপ্সিতম্ ॥ ৫১
সুরাদীন্ সুরলোকেষু নাগাদীন্ বিবরাদিষু । সর্ব্বং সত্যযুগং কালং যাপয়ামাস হে সখি ৫২
ততস্ত্রেতাযুগস্যাদৌ পৃথিব্যাং ভারতে তদা । দদর্শ মুনিমত্যুগ্রং তপোজ্জ্বলিততেজসম্ ॥ ৫৩
তমসায়াং নাম নদ্যাং স্নাত্বা সন্তর্প্য বৈ পিতৄন্ । চরন্তং শিষ্যসহিতং বনশোভাকুতূহলাৎ ॥
স্বর্ণপ্রভাজটাভারশিরসং তাম্ররোচিষম্ । কুশহস্তং স্মিতাস্যাব্জং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরং মুনিম্ ॥ ৫৫
উত্তুঙ্গবক্ষসং নাভিগাম্ভীর্য্যশোভিমধ্যকম্ । আজানুবাহুং সমত্তগজখেলগতিং কবিম্ ॥ ৫৬
আগচ্ছদ্ভিশ্চ গচ্ছদ্ভির্মুনিভিঃ প্রণতং সদা । বাল্মীকিং বিজসত্তমং রাগশোকাদিবর্জ্জিতম্ ৫৭
বিচরংস্তমসাতীরে বনে বহুলপাদপে । বাল্মীকিস্তত্র দদৃশে পক্ষিণং ব্যাধমারিতম্ ।
পক্ষিণীং ক্রন্দতীং শব্দৈঃ করুণৈঃ সবিলাপনৈঃ ॥ ৫৮
তচ্ছ্রুত্বা মুনিশার্দ্দূলঃ শোকাবিষ্টো বভূব হ ॥ ৫৯
শোকাবেশো মুনেস্তস্য নোপযুক্তঃ কথঞ্চন । শোকাদির্যস্য বৈ জ্ঞানং মহর্ষের্নাবগাহতে ॥ ৬০
অদ্ভুতস্তস্য বৈ শোক ইতি শিষ্যাশ্চ মেনিরে ॥ ৬১
আকাশপ্রভবা দেবী তং দৃষ্ট্বা শোকসংযুতম্ । ন শেকে শোকমোহাদেরযোগ্যং তপসাং নিধিম্
কবিতাশক্তিরূপা চ বিদ্যারূপা সরস্বতী । তস্য শোকাপনোদায় মহর্ষের্মুখমাবিশৎ ॥ ৬৩
যদৈব সা বচোদেবী বাল্মীকের্মুখমারুহৎ । তদৈব স চ বাল্মীকির্ব্যাধং বক্তিং দয়ান্বিতঃ ॥ ৬৪
মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমিদং পাদং তদাদিমম্ । দ্বিতীয়পাদং পদ্যস্য অগমঃ শাশ্বতীঃসমাঃ ॥
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমিতি পাদং তৃতীয়কম্ । চতুর্থং তন্মুখাজ্জাতমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥৬৬
এবং পাদাশ্চ চত্বারঃ শ্লোক ইত্যেব কথ্যতে ॥ ৬৭
যদা তু নির্ম্মলা দেবী বাল্মীকের্ম্মুখমাগতা । জয়ধ্বনিস্তদা ভূয়ান্ বভূব ভুবনত্রয়ে ॥ ৬৮
শ্রুত্বা শ্লোকমিমং বিপ্রা জগুঃ পরমযত্নতঃ । পক্ষিশোকং পরিত্যজ্য শ্লোকমেনং মুনির্জগৌ ॥
ততো ব্রহ্মা সমাগত্য বাল্মীকিমিদমব্রবীৎ । মহর্ষে নন্বু বাল্মীকে ভগবন্ ভবতো মুনেঃ ॥৭০
অধিকর্ত্রী স্বয়ং দেবী বাণী কাব্যস্বরূপিণী । এতদর্থেঽবতারস্তে ময়া সম্পাদিতঃপুরা ॥ ৭১

যত্ত্বং বেদার্থবক্তা স্যাঃ কাব্যরূপেণ সর্ব্বশঃ। অহং সৃষ্টিকরো ব্রহ্মা তত্র লীলাকরো হরিঃ ৭২
তদ্বর্ণনস্য কর্ত্তা ত্বং সৃষ্টিরক্ষাকরো ভব। লোকানাং ধর্ম্মরূপৈব বিষ্ণোর্লীলা মলাপহা।
ত্বয়া সা বর্ণিতা লোকে পরো ধর্ম্মঃ স্থিরো ভবেৎ ॥ ৭৩
মা চিন্তাং কুরু বাল্মীকে শ্লোকরূপা সরস্বতী। ত্বন্মুখে নির্ম্মলা জাতা কবিতা ব্রহ্মরূপিণী ॥৭৪
চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ কাব্যাদেবোপজায়তে। মহতাং পূর্ব্বসংস্কারাৎ কাব্যশক্তির্নৃণাং ভবেৎ।
সা চেন্নীচেঽপি কবিতা নাবমান্যা কদাচন ॥ ৭৫
অপুণ্যো যদিবার্থঃ স্যাৎকাব্যবন্ধোভবেদ্‌যদি। তদাপি পুণ্যদঃ স স্যাৎ কিংপুনঃস্যাৎ সদর্থকঃ
শ্লোকএকোভবেৎকাব্যং মহাকাব্যংতদুচ্চয়ঃ। অত্র সর্গাশ্চ কর্ত্তব্যাঃ স্বল্পাঃ স্বল্পাঃ পৃথক্ পৃথক্
নারদস্যোপদেশাদ্ধি যমর্থং জ্ঞাতবানসি। তং বর্ণয় মহাভাগ স চ সর্ব্বার্থসঞ্চয়ঃ ॥ ৭৮
কৃতে ত্বয়া মহাকাব্যে ভাব্যর্থে রামচেষ্টিতে। লোকেষনুচরিষ্যন্তি কবয়োঽন্যে সদুক্তয়ঃ ॥ ৭৯
ত্বঞ্চ ত্রিকালবৃত্তিজ্ঞঃ সত্যবাদী প্রতিষ্ঠিতঃ। নাহং ত্বত্তঃ পৃথগ্‌ভূতঃ কবিরস্তঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৮০
কবির্ব্রহ্মা কবির্বিষ্ণুঃ কবিরেব স্বয়ং শিবঃ। কবির্বৈ ধর্ম্মবক্তা চ কবিঃ সর্ব্বরসৈকবিৎ ॥ ৮১
ন কবের্বর্ণনং মিথ্যা কবিঃ সৃষ্টিকরঃ পরঃ। সর্ব্বোপর্য্যেব পশ্যন্তি কবয়োঽন্যে ন চৈব হি ৮২
কবীনাং বশগা দেবা ইন্দ্রোপেন্দ্রযমাদয়ঃ। কবীনাং বশগা মর্ত্ত্যাঃ কবয়ো দেবগোচরাঃ ॥৮৩
হন্ত রামচরিত্রাণি মুনে ভব্যানি বর্ণয়। তৎ তু রামায়ণং নাম মহাকাব্যং ভবিষ্যতি ॥ ৮৪
র্ণয়িষ্যসি যদ্‌যৎ ত্বং তত্তদ্বিষ্ণুঃ করিষ্যতি। বিষ্ণোঃ কীর্ত্তৌ ভবেৎকাব্যং স্থাস্যত্যাচন্দ্রতারকম্
শ্রীরামস্য পরা মূর্ত্তিঃ কাব্যং রামায়ণং তব। শৃণু তৎকবচং যেন কর্ত্তা রামায়ণং ভবান্ ॥ ৮৬

ওঁ নমোঽষ্টাদশতত্ত্বরূপায় রামায়ণায় মহামন্ত্রস্বরূপায় মা নিষাদেতি মূলং শিরোঽ-
তু অনুক্রমিকা বীজং মুখমবতু ঋষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানমৃষির্জিহ্বামবতু জানকীলাভোঽ-
ষ্টুপ্‌ছন্দোঽবতু গলং কৈকেয্যাজ্ঞা দেবতা হৃদয়মবতু সীতালক্ষ্মণানুগমনশ্রীরামহর্ষাঃ
প্রমাণং জঠরমবতু ভগবদ্ভক্তিঃ শক্তিরবতু মে মধ্যং শক্তিমান্ ধর্ম্মো মুনীনাং পালনং
নমোরূ রক্ষতু মারীচবচনং প্রতিপালনমবতু পাদৌ সুগ্রীবমৈত্রমর্থোঽবতু স্তনৌ নির্ণয়ো
নুমচ্চেষ্টাবতু বাহূ বার্ত্তা সম্পাতিপক্ষোদ্গমোঽবতু স্কন্ধৌ প্রয়োজনং বিভীষণরাজ্যং
গ্রীবাং মমাবতু রাবণবধঃ স্বরূপমবতু কর্ণৌ সীতোদ্ধারো লক্ষণমবতু নাসিকে অবগম্য
মোঘস্তরোঽবতু জীবাত্মানং নয়ঃ কাললক্ষ্মণসংবাদোঽবতু নাভিম্ আচরণীয়ং শ্রীরামাদি-
ঙ্গং সর্ব্বাঙ্গং মমাবতু ইতি রামায়ণকবচং রামায়ণবাচকাঃ পঠেযুস্তক্ষেদং জপ্ত্বা রামায়ণং
রু সপ্তকাণ্ডম্।

দেব্যুবাচ।

বমুক্ত্বা মুনিং ব্রহ্মা যযৌ স্বং লোকমুত্তমম্। বাল্মীকিঃ কবিতাশক্তিং প্রাপ্য নির্ব্বৃতিমাপ হ
ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে রামায়ণোৎপত্তির্নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

রামায়ণং মহাকাব্যং কৃতং বাল্মীকিনা স্বয়ম্। তত্র রামচরিত্রস্য ব্যপদেশেন সর্ব্বশঃ।
সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সমুদ্দিষ্টা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ॥ ১
স্ত্রীধর্ম্মা রাজধর্ম্মাশ্চ ব্রহ্মধর্ম্মাশ্চ পুষ্কলাঃ। বৈশ্যধর্ম্মাঃ শূদ্রধর্ম্মা ধর্ম্মাশ্চ গৃহিণাং তথা॥ ২
নানাদেবচরিত্রাণি শত্রুমিত্রকথা অপি। ইতিহাসস্বরূপেণ সর্ব্বে ধর্ম্মা নিরূপিতাঃ॥ ৩
এতৎ পাঠ্যঞ্চ বোধ্যঞ্চ স্মরণীয়ং শমিচ্ছতা॥ ৪
যস্য গেহে সমগ্রং হি লিখিতং বর্ত্ততে সখি। ন তত্র বিপদঃ কাপি নাধর্ম্মস্তত্র সংচরেৎ॥ ৫
যস্য নাস্তি গৃহে সখ্যো কাব্যং রামায়ণং শুভম্। শ্মশানভূমিস্তদ্বাটী পিতৃদেববিবর্জ্জিতা॥ ৬
সর্গং সর্গার্দ্ধমেকং বা শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা। অহোরাত্রান্তরে যস্তু ন স্মরেৎ স নরাধমঃ॥ ৭
মা নিষাদেতি পদ্যন্তু যঃ পঠেদ্‌ভক্তিসংযুতঃ। অভ্যস্তং হৃদয়ে ধত্তে স কবিঃ স্যান্ন সংশয়ঃ॥
অনাবৃষ্টি-মহাপীড়া-গ্রহপীড়াপ্রপীড়িতাঃ। আদিকাণ্ডং পঠেয়ুর্যে তে মুচ্যন্তে ততো ভয়াৎ॥ ৯
পুত্রজন্মবিবাহাদৌ গুরুদর্শন এব চ। পঠেচ্চ শৃণুয়াচ্চৈব দ্বিতীয়ং কাণ্ডমুত্তমম্॥ ১০
বনে রাজকুলে বহ্নিজলপীড়াযুতো নরঃ। পঠেদারণ্যকং কাণ্ডং শৃণুয়াদ্বা স মঙ্গলী॥ ১১
মিত্রলাভে তথা নষ্টদ্রব্যস্য চ গবেষণে। শ্রুত্বা পঠিত্বা কৈষ্কিন্ধ্যং কাণ্ডং তত্তৎফলং লভেৎ॥
শ্রাদ্ধেষু দেবকার্য্যেষু পঠেৎ সুন্দরকাণ্ডকম্। শত্রোর্জ্জয়ে সমুৎসাহে জনবাদে বিগর্হিতে।
লঙ্কাকাণ্ডং পঠেৎ কিংবা শৃণুয়াৎ স সুখী ভবেৎ॥ ১৩
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি কাণ্ডমভ্যুদয়োত্তরম্। আনন্দকার্য্যে যাত্রায়াং স জয়ী পরতোঽত্র চ॥
মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং ভক্ত্যর্থী ভক্তিমেব চ। জ্ঞানার্থী লভতে জ্ঞানং ব্রহ্মতত্ত্বং তথৈব তু
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি কাব্যং বাল্মীকিনা কৃতম্। আদিকাণ্ডং মাঘমাসে দ্বিতীয়ংফাল্গুনে তথা
চৈত্রে আরণ্যকংকাণ্ডং কৈষ্কিন্ধ্যং মাধবে তথা। জ্যৈষ্ঠে তু সুন্দরংকাণ্ডং শেষকাণ্ডদ্বয়ং শুচৌ
শুদ্ধকালে সমারভ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ। যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি কাব্যং সর্ব্বমতঃ ক্রমাৎ।
ফলং তস্য প্রবক্ষ্যামি শৃণুত্বং বিজয়ে জয়ে॥ ১৮
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা ব্রহ্মহা হেমচোরকঃ। সুরাপো গুরুভার্য্যাগো দেবদ্বেষকরস্তথা॥ ১৯
নানাপাপরতো বাপি তৎক্ষণাদেব মুচ্যতে। ত্রৈলোক্যপাবনঃ সোঽয়ং দেবানামপি দুর্লভঃ॥
যত্র রামায়ণস্যাস্য প্রস্তাবঃ খলু সম্ভবেৎ। তত্র সর্ব্বেঽধিতিষ্ঠন্তি তীর্থানি পিতরঃ সুরাঃ॥ ২১
রামায়ণস্য প্রস্তাবে যোঽন্যং প্রস্তাবমাচরেৎ। সর্ব্বপাপাশ্রয়ঃ সঃ স্যাদ্যৎস্যাশী সর্ব্বভুগ্‌যথা॥
রামায়ণস্য প্রস্তাবে তৎক্ষণাদেব যস্য হি। ন পশ্যন্তি শোকদুঃখপরীতাপাঃ স বঞ্চিতঃ॥ ২৩
আশ্বিনে তু শারদীয়মহাপূজাদিনেষু হি। পঠেদ্‌যো রামচরিতং চারু বাল্মীকিনা কৃতম্॥ ২৪
তস্য দেবী মুক্তিদাত্রী ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিবন্দিতা। প্রসীদতি ন সন্দেহঃ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদা॥ ২৫

শ্রুত্বা পঠিত্বা কাব্যন্ত বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ। দক্ষিণাং বিপুলাং দদ্যাদাত্মদারসুতাদিকম্ ॥২৬
ইতি বাং কথিতং সখ্যৌ কিয়দ্রামায়ণোচিতম্। রামায়ণগুণান্ বক্তুং শক্তা নাহমশেষতঃ।
পরমা দুর্লভা মুক্তিঃ শুশ্রূষোর্যস্য কিঙ্করী ॥ ২৭

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে রামায়ণোৎকীর্ত্তনং নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

যদা রামায়ণং কৃত্বা বাল্মীকির্বিররাম হ। তদা ব্রহ্মা সমাগত্য বাল্মীকিমিদমব্রবীৎ ॥ ১
মহর্ষে নমু বাল্মীকে কৃতং রামায়ণং ত্বয়া। নৈবাবশিষ্টং কিঞ্চাস্তি কর্ত্তব্যং তব বর্ত্ততে।
অর্জ্জিতা পরমা কীর্ত্তিরক্ষয়া ধর্ম্মরূপিণী ॥ ২
কিন্তু ত্বন্মুখপদ্মাজ্জে দেবী গগনসম্ভবা। দেবিতুং বাঞ্ছতে নিত্যং তৎ কুরুষ সনাতনম্ ॥৩
দেব্যা ব্যবসিতং বুদ্ধ্বা মহাভারতনামকম্। সনাতনং মহাপুণ্যমিতিহাসং পুরাতনম্।
প্রকল্পিতং ময়া সম্যক্ তব শ্লোকয় তন্মুনে ॥ ৪

বাল্মীকিরুবাচ।

প্রভো ব্রহ্মন্ ত্বয়া সর্ব্বং জ্ঞায়তে তত্তথাপি তে। নিবেদয়াম্যাত্মবৃত্তিং যদ্যুক্তং তদদস্ব মে ৫
কৃতং রামায়ণং ব্রহ্মন্ বাক্তং মোক্ষস্য সাধনম্। নিঃসন্দেহোঽহং ভূতঃ ক্ষোভমোহবিবর্জ্জিতঃ
কিমর্থমপরং ব্রহ্মন্ করিষ্যামি বৃথোদ্যমম্। সরস্বতী চেৎ সততং বিহর্ত্তুং দেব বাঞ্ছতে ॥৭
তদর্থং দ্বাপরে বেদব্যাসনামা ভবিষ্যতি। স এব বহুচিত্রার্থং মহাভারতকৃদ্ভবেৎ ॥ ৮
পুরাণোপপুরাণানি স এব বিরচিষ্যতি। নাল্পেন ব্যবসায়েন নৃণাং ধর্ম্মমতির্ভবেৎ ॥ ৯
লোকানাংধর্ম্মমত্যর্থংকর্ত্তাগ্রন্থান্ বহূন্ স বৈ। বিষ্ণোঃ কলাসৌ ভবিতা বেদভাগানুকরিষ্যতি
অহং রামায়ণং কৃত্বা কৃতার্থোঽভবমীশ্বর। ব্যাসায়াহং বদিষ্যামি কাব্যবীজং সনাতনম্ ॥ ১১
যেনাসৌ বহুধা গ্রন্থান্ বিধায় কুশলং ভজেৎ ॥ ১২

দেব্যুবাচ।

ইত্যুক্তস্তেন বৈ ব্রহ্মা হংসারূঢ়শ্চতুর্ম্মুখঃ। এবমেবেতি সম্মন্ত্র্য যযৌ লোকং নিজং সখি ॥১৩
ততঃ কালে গতে দীর্ঘে দ্বাপরাদৌ হরেঃ কলা। বেদব্যাসো বভূবাথ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ
চক্রে বেদতরোঃ শাখাং দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ। অথ ব্রহ্মসভায়াং বৈ সমায়াতা মহর্ষয়ঃ ১৫
কশ্যপঃ কপিলোঽত্রিশ্চ ভার্গবশ্চ পরাশরঃ। ব্যাসশ্চ পরমোদারঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ॥১৬
যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ বিষ্ণুশ্চ হারীতশ্চ বৃহস্পতিঃ। বিশ্বামিত্রো বামদেবঃ শঙ্খশ্চ লিখিতস্তথা ॥ ১৭
জৈগীষব্যো বসিষ্ঠশ্চ একতশ্চ দ্বিতস্ত্রিতঃ। বালখিল্যাশ্চ ঋষয়ো গৌতমো গালবো ভৃগুঃ ॥
কাত্যায়নোঽঙ্গিরা দক্ষঃ প্রজানাথো মনুঃ স্বয়ম্। এতে চান্যে চ বহবো মুনয়ো মেরুপর্ব্বতে

এতান্ সম্পূজ্য বিধিবৎ সুখাসীনান্ পিতামহঃ। উবাচ পরমপ্রীত্যা চিরেণাধিগতং হৃদা ॥২০
পুরা রামায়ণং নাম ভাবার্থং বিহিতং ময়া। তত্তু বাল্মীকিনা কাব্যং কৃতং মদুপদেশতঃ ॥২১
পঞ্চবিংশতিসাহস্রী সংহিতা সপ্তকাণ্ডিকা সর্গপ্রবন্ধবহুলা সরস্বত্যা অনুগ্রহাৎ ॥ ২২
সা নিত্যা পুণ্যবহুলা তদনন্তরমেব চ। মহাভারতনামাখ্যং পুরাণান্যুভয়ানি চ ॥ ২৩
অষ্টাদশ তথাঙ্গানি বিহিতানি পুরা ময়া। কিন্তু ন শ্লোকবদ্ধানি সংক্ষেপসংযুতানি চ ॥ ২৪
ঋষীণাং খলু সর্ব্বেষাং মধ্যে কোঽত্র সমর্থকঃ। স করোতু পুরাণানি মহাভারতমেব চ ॥২৫
এতদর্থং পুরা প্রোক্তো বাল্মীকির্মুনিসত্তমঃ। স তু রামায়ণং কৃত্বা নিরপেক্ষোঽস্বতোঽভবৎ

দেব্যুবাচ।

ইত্যুক্তানাং মুনীনাঞ্চ কোঽপি কিঞ্চিন্ন চোচিবান্। প্রণম্য নারদস্তত্র ব্রহ্মাণমব্রবীদিদম্ ॥২৭

নারদ উবাচ।

নারদোঽহং নমস্যামি শৃণু যন্মে নিবেদনম্। পুরা তুভ্যং যদেবাহ বাল্মীকিরাদিকাব্যকৃৎ ॥২৮
তদর্থং দ্বাপরে বেদব্যাসনামা ভবিষ্যতি। স এব বহুচিত্রার্থমহাভারতকৃদ্ভবেৎ ॥ ২৯
পুরাণোপপুরাণাদি স এব বিরচিষ্যতি। মান্নেন ব্যবসায়েন নৃণাং ধর্ম্মমতির্ভবেৎ ॥ ৩০
লোকানাংধর্ম্মমত্যর্থংকর্ত্তাগ্রন্থান্বহূন্ স বৈ। বিষ্ণোঃকলাসৌ ভবিতা বেদভাগান্ করিষ্যতি
অহং রামায়ণং কৃত্বা কৃতার্থোঽভবমীশ্বর। ব্যাসায়াহং বদিষ্যামি কাব্যবীজং সনাতনম্ ॥৩২
যেনাসৌ বহুধা গ্রন্থান্ বিধায় কুশলং ভজেৎ ॥ ৩৩
তস্মাদসৌ ব্যাস এব ভবদাজ্ঞাং করিষ্যতি। যদ্যন্যে চ সমর্থাঃ স্যুস্তে তদাত্র বদন্তু চ ॥৩৪

মুনয় ঊচুঃ।

সর্ব্বে বয়ং সমর্থাঃ স্মঃ পুরাণকরণে প্রভো। যো যৎপুরাণকর্ত্তা স্যাৎ তস্মৈ তত্তন্নিযুজ্যতাম্।
কিমেক এব ব্যাসোঽস্মৎ ভবদাজ্ঞাবহো ভবেৎ ॥৩৫

দেব্যুবাচ।

শ্রুত্বেদং বচনং ব্রহ্মা মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্। হৃদৈব চিন্তয়ামাস বিরোধং তানুবাচ সঃ ৩৬

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে যদহং প্রব্রবীমি বঃ। শ্রুতং বাল্মীকিবচনং নারদাৎ স যদাহ মাম্ ॥ ৩৭
সমর্থা অপি সর্ব্বে বৈ পুরাণকরণে দ্বিজাঃ। কিন্তু গচ্ছত রাজানং জনকং ধর্ম্মদর্শিনম্ ॥ ৩৮
স বো বিবাদতস্যায় মধ্যস্থঃ প্রবদিষ্যতি ॥ ৩৯

দেব্যুবাচ।

ইত্যুক্তাস্তে মুনিগণা যযুঃ সর্ব্বার্থদর্শিনঃ। বর্ত্ততে যত্র জনকো রাজা ধর্ম্মার্থদর্শকঃ ॥ ৪০

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ঋষিবিবাহো নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

তান্ দৃষ্ট্বা জনকো রাজা মুনীন্ সর্ব্বান্ সমাগতান্। আসনাৎ সহসোত্থায় পূজয়ামাসসাদরম্

রাজোবাচ।

কিমর্থমাগতা যূয়ং সর্ব্বে সূর্য্যসমপ্রভাঃ। সর্ব্বে সর্ব্বার্থবোদ্ধারঃ সর্ব্বে সর্ব্বার্থদর্শিনঃ॥ ২
সর্ব্বে সর্ব্বার্থকুশলা যূয়ং গুরুতরা নৃণাম্। বয়ং গৃহস্থা যুষ্মাকং কৃপাং বাঞ্ছামহে সদা॥ ৩
সা কৃপা চেৎ সুফলিতা সর্ব্বার্থঃ সিধ্যতে তদা। বৈষ্ণবাঃ সাধবঃ শান্তা লোকানুগ্রহকারকাঃ
স্বয়ং কৃতার্থাঃ সততং যূয়ং যে তে ময়েক্ষিতাঃ। কিমতোঽস্তিগৃহস্থানাং লাভোঽন্যঃসাধুসঙ্গমাৎ

মুনয় উচুঃ।

সত্যং ভবন্তং রাজর্ষিং দ্রষ্টুকামা বয়ং সদা। ত্বন্ত ধর্ম্মতনুঃ সাক্ষাদ্বয়ং ধর্ম্মাভিকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৬
প্রেষিতা ব্রহ্মণা সর্ব্বে ভবৎসন্নিধিমাগতাঃ॥ ৭
ষট্‌ত্রিংশতঃ পুরাণানাং ভারতস্য চ ভূপতে। ভবত্বমীষাং কঃ কর্ত্তা তন্নিদেশয় পৃচ্ছতাম্॥৮
অয়ং পরাশরোঽস্মাকং বক্তা বদতি তন্মতম্। বয়ং হি সর্ব্বেশ্রোতারোভবান্‌সম্যঙ্‌নিরূপকঃ

রাজোবাচ।

শক্তিপুত্র মহাভাগ পরাশর নমোঽস্তু তে। কিমুক্তং ব্রহ্মণা কৌ বা বিবাদেসংশয়স্থিতৌ॥১০

পরাশর উবাচ।

রাজন্ ব্রহ্মা সমীপস্থান্ মুনীনাহ সমাগতান্। বাল্মীকির্ভগবান্ কাব্যং চক্রে রামায়ণং পরম্॥
পুরাণানাং ভারতস্য কঃ কর্ত্তা ভবতাং ভবেৎ। তত্রাহ নারদো ব্যাসঃ কর্ত্তা বৈ ভারতাদিনঃ
বয়ং বিবদমানা বৈ সমর্থাস্তত্র কর্ম্মণি॥ ১৩

রাজোবাচ।

ব্রহ্মা চ নারদশ্চৈব ব্যাসপক্ষাবুভৌ মতৌ। ভবন্তোঽনুমতাঃ কেন পুরাণাদি করিষ্যথ॥ ১৪
কর্ত্তা দেবঃ স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বশাস্ত্রস্য সর্ব্বথা। তেনৈবানুমতং ব্যাসং ভবন্তো নানুবর্ত্ততে॥ ১৫
ব্যাসোঽপি চ ভবন্তশ্চ সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শিনঃ। মাহাত্ম্যং ভগবন্নাম্নাং বদন্ত শ্রূয়তে ময়া॥ ১৬

পরাশর উবাচ।

কিং বাচ্যং ভগবন্নামমাহাত্ম্যং মিথিলাধিপ। যথাজ্ঞানং কিয়দ্বচ্মি তুভ্যং জিজ্ঞাসবে সকৃৎ॥
কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে। ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতককোটয়ঃ॥ ১৮

ব্যাস উবাচ।

নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ। তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্তঃ স্যাৎপাতকংপাতকীজনঃ
এবং শ্রুত্বা মহারাজ উভয়েষাং সরস্বতীম্। পরাশরাদীন্ ব্যাসঞ্চ প্রোবাচ জনকো নৃপঃ॥২০

রাজোবাচ।

কর্ত্তা মহাভারতস্য বেদব্যাসো হি নাপরঃ। ষট্ত্রিংশতঃপুরাণানাং ব্যাসস্তাস্তে চ যে দ্বিজাঃ
কিন্তু গচ্ছত বাল্মীকিং মহর্ষিং চিরজীবিনম্। স বো বিধাস্যতে ক্ষেমমাদিকাব্যকৃতী কৃতী॥
শ্রুতং ময়া যদাকাশে গচ্ছতশ্চৈকপক্ষিণঃ। শৃণুধ্বং তন্মুনিগণাঃ প্রোক্তং বাল্মীকিনা পুরা॥
তদর্থং দ্বাপরে বেদব্যাসনামা ভবিষ্যতি। স এব বহুচিত্রার্থমহাভারতকৃদ্ভবেৎ॥ ২৪
পুরাণোপপুরাণাদি স এব বিরচিষ্যতি। নাল্পেন ব্যবসায়েন নৃণাং ধর্ম্মমতির্ভবেৎ॥ ২৫
লোকানাং ধর্ম্মমত্যর্থং কর্ত্তা গ্রন্থান্ বহূন্ স বৈ। বিষ্ণোঃকলাংশো ভবিতা বেদভাগান্‌করিষ্যতি
অহং রামায়ণং কৃত্বা কৃতার্থোঽভবমীশ্বর। ব্যাসায়াহং বদিষ্যামি কাব্যবীজং সনাতনম্॥২৭
যেনাসৌ বহুধা গ্রন্থান্ বিধায় কুশলং ভজেৎ। ইদমেব হ্যুপাখ্যানং বিধিং বাল্মীকিরব্রবীৎ
মা চিন্তয় মহারাজ লোকে ব্যাসো ভবিষ্যতি। ইত্যেতদ্বিশ্রুতং বিপ্রা খগস্য মুখতো ময়া
অতো গচ্ছত বৈ যূয়ং যত্র বল্মীকভূর্ম্মুনিঃ। স্বদ্বিতীয়ঃ স্বয়ং ব্রহ্মা কাব্যস্রষ্টা মুনীশ্বরঃ॥৩০
তস্যৈবানুগ্রহাদ্যূয়ং কবয়োঽপি ভবিষ্যথ। আস্তেঽসৌ তমসাতীরে জপন্‌রামায়ণং পরম্

দেব্যুবাচ।

ইত্যুক্তাস্তে মুনিগণা জনকেন মহাত্মনা। প্রযযুঃ পরমানন্দা যত্র চাদিকবির্ম্মুনিঃ॥ ৩২

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ঋষিপরীক্ষণং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

তে গত্বা তমসাতীরং বাল্মীকিং তপসাং নিধিম্। দদৃশুঃ শিষ্যসহিতং ভূমিষ্ঠমিব ভাস্করম্॥
প্রণেমুঃ পরয়া ভক্ত্যা ব্রহ্মাণমিব দেবতাঃ। মহর্ষিরপি তান্ দৃষ্ট্বা মুনীন্ শক্তিসুতাদিকান্।
স্বাগতাদ্যৈঃ পূজয়িত্বা পপ্রচ্ছ চাসনস্থিতান্॥২

বাল্মীকিরুবাচ।

পরাশরব্যাসমুখ্যা মুনয়ো যূয়মাগতাঃ। কিমর্থমিহ সম্প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে সূর্য্যসমপ্রভাঃ॥ ৩

মুনয় ঊচুঃ।

পুরা ব্রহ্মা মুনীন্ সর্ব্বানস্মান্ পপ্রচ্ছ সত্তমঃ। ভারতঞ্চ পুরাণানি কঃ কর্ত্তা বো মহত্তমাঃ॥ ৪
তত্রাহ নারদো বাক্যং ব্যাস একো মহাকবিঃ। ভারতঞ্চ পুরাণানি করিষ্যতি মহামতিঃ।
তত্রাস্মাকং মতির্জাতা পুরাণকরণে প্রভো॥ ৫
অস্মান্ বিবদমানান্ বৈ বুদ্ধা ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখঃ। বিবাদভঞ্জকং ভূপং জনকং প্রজগাদ নঃ॥ ৬
তেনাদিষ্টা বয়ং সর্ব্বে জনকস্য চ সন্নিধিম্। প্রাপ্তাঃ সম্পূজিতাস্তেন পৃষ্টা অপি মুনীশ্বর॥ ৭

তত্রাস্মাকং পুণ্যবাংশ্চ শক্তিপুত্রঃ পরাশরঃ । বক্তাভূচ্চ বয়ং সর্ব্বে শ্রোতারো জনকো নৃপঃ ॥
প্রত্যুবাচ বিবাদস্তু তস্যায় নো হৃ শৃণ্বতাম্ । ব্রহ্মণা সর্ব্বশাস্ত্রাণাং মূলকর্ত্রা মহাত্মনা ॥ ৯
নারদেনাপ্যনুমতো ব্যাসো ভারতকৃদ্ভবেৎ । অন্তেষান্তু পুরাণানাং ব্যাসোঽন্যে চ মহর্ষয়ঃ ॥
অত্র মে নাস্তি মাধ্যস্থং পূর্ব্বং তেননিরূপিতম্ । ব্যাসে পুরাণকর্তৃত্বং বিবাদোঽপি ন বঃ কচিৎ
যূয়ং গচ্ছত বৈ যত্র বাল্মীকিস্তদনুগ্রহাৎ । যঃ কবিঃ স্যাৎ স এব স্যাদ্ভারতাদিকৃতী কৃতী
স জানীতে কাব্যবীজং তস্মাদ্গচ্ছত তত্র বৈ ॥ ১২

ততস্তে নিকটং প্রাপ্তা বয়ং সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ । সর্ব্বান্ কবীন্ নঃকুরু বৈ প্রভো আদিকবে মুনে

বাল্মীকিরুবাচ ।

একো নারায়ণো দেবঃ সত্ত্বরূপী সনাতনঃ । তস্যৈব বশগাঃ সর্ব্বে কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি কর্ম্মিণঃ ॥১৪
তস্মিন্নেব প্রলীয়ন্তে তস্মাদেবোদ্ভবন্তি বৈ । তস্যৈব হি নিয়োগেন ব্রহ্মাদ্যা অথ বৈ বয়ম্
সর্ব্বে কুর্ম্মঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা যথোদ্দেশং যথাতথম্ ॥১৫

অহং রামায়ণঃ কাব্যমকার্ষং তন্নিয়োগতঃ । মদ্দ্বিতীয়ঃ কবির্ব্যাসস্তেনৈব হি বিনির্ম্মিতঃ ॥১৬
মহাভারতকর্ত্তাসৌ বিধিসৃষ্টঃ পুরাতনঃ । পুরাণানাময়ং কর্ত্তা দ্বিবিধানাং মুনীশ্বরাঃ ॥ ১৭
ভবন্তোঽপি করিষ্যন্তি পুরাণান্যত্র কানিচিৎ । ব্যাসস্যৈব প্রসাদেন তানি নৈবাত্র সংশয়ঃ ॥
ব্যাসায়াহং বদিষ্যামি কাব্যবীজং সনাতনম্ । তেনৈব যূয়ং সর্ব্বে বৈ ভবিষ্যথ কৃতার্থকাঃ ॥
আদৌ মহাভারতাখ্যং বেদব্যাসঃ করিষ্যতি । ততো বিষ্ণুপুরাণস্য কর্ত্তা ভাবী পরাশরঃ ॥২০
এবং মহাপুরাণানি ব্যাস একঃ করিষ্যতি ॥ ২১

কর্ত্তা চোপপুরাণানি ব্যাসোঽপ্যন্যেঽপি কেচন । বেদব্যাসঃ শ্লোককর্ত্তা সর্ব্বেষামেবসর্ব্বতঃ
লেখকঃ কোঽপি বক্তা চ কোঽপি চার্থনিরূপকঃ । কর্ত্তারঃসংহিতানাঞ্চ পরে মন্বাদয়োদ্বিজাঃ
মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঙ্গিরাঃ । যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥ ২৪
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ । শাতাতপো বসিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ ॥ ২৫
এতেষাং কেঽপি স্রক্তারঃ কেঽপি শ্লোকার্থকারকাঃ । অন্যেপি মুনয়ঃসর্ব্বে সন্ত শাস্ত্রকৃতঃস্বয়ম্
সর্ব্বে স্বস্বমতেনৈব গ্রন্থান্ কুর্ব্বন্তু পাবনান্ । সর্ব্বে যূয়ং নিবর্ত্তধ্বং যাত স্বস্বালয়ান্ দ্বিজাঃ
কাব্যবীজং বদিষ্যামি ব্যাসায়াহং মহাত্মনে । ব্যাসস্যানুগ্রহাদ্যূয়ং কবয়োঽপি ভবিষ্যথ ॥

দেব্যুবাচ ।

ইত্যুক্তাস্তে মুনিগণাঃ সানন্দা এব হে সখি । প্রণম্যাদিকবিং শ্রীলংবাল্মীকিং তে গতাস্ততঃ ॥
বাল্মীকেস্ত্বাশ্রমে ব্যাসো বিররাম সখীদ্বয় । বাল্মীকিঃ কাব্যবীজানি ব্যাসায়োবাচ সাদরম্ ॥

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ভারতোপদেশো নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

বাল্মীকিরুবাচ।

বেদব্যাস কিমার্দো ত্বং শ্রোতুমিচ্ছসি সম্প্রতি। তদহং ভারতাদীনাং বীজং বৈ প্রবদামি তে

ব্যাস উবাচ।

কীদৃশং ভারতং নাম কিং ফলং তস্য তদ্বদ। কেন বাহং করিষ্যামি কেন শক্তির্ভবেন্মম ॥ ২

বাল্মীকিরুবাচ।

বেদঃ পরিণতো ভূত্বা মহাভারততাং গতঃ। বিষ্ণোর্মুখাৎ সমুদ্ভূতা ব্রাহ্মণা যে তপস্বিনঃ
বাহুতঃ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ পৃথিবীজনপালকাঃ। উরুতো জজ্ঞিরে বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ পাদভবা মুনে
বর্ণা অমী বৈ চত্বারস্তেষাং কর্ম্মাণ্যকল্পয়ৎ। যজনং যাজনঞ্চৈবাধ্যয়নাধ্যাপনে তথা ॥ ৫
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্‌কর্ম্মা ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ। বিপ্রপূজা প্রজারক্ষা দানং যুদ্ধং করগ্রহঃ ॥ ৬
ক্ষত্রিয়ঃ পঞ্চকর্ম্মা স্যাদ্বৈশ্যকর্ম্ম চ কথ্যতে। ব্রাহ্মণক্ষত্রয়োঃ সেবা ধনসংগ্রহ এব চ ॥ ৭
বাণিজ্যঞ্চ তথা দানং চতুষ্কর্ম্মা বণিগ্‌জনঃ। ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং সেবা শূদ্রস্য কৃষিকর্ম্ম চ ॥ ৮
এতানি কিল কর্ম্মাণি বর্ণানাং কথিতানি তে। তত্র ত্রয়াণাং বর্ণানাং বেদে যোগ্যত্বমিষ্যতে ৯
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং বেদার্থজ্ঞানহেতবে ॥ ১০
ভারতং কৃতবান্ পূর্ব্বং দেবো নারায়ণঃ স্বয়ম্। রামায়ণং তস্য বীজং পশ্চাৎপরতরং মতম্ ॥
আদৌ রামায়ণং দেবো ব্রহ্মণে দত্তবান্ পুরা। দত্তঞ্চ ব্রহ্মণা মহ্যং শ্লোকবদ্ধং ময়া কৃতম্ ॥
বিস্তারিতঞ্চ স্নচিরং বেদার্থসারসম্মতম্। পুনশ্চ ভারতং কর্ত্তুং ব্রহ্মণা দেশিতোঽপ্যহম্ ॥
নৈব স্বীকৃতবান্ পূর্ব্বং ভারতং কর্ত্তুমেব চ। ভারতস্য বিধানায় ত্বং নারায়ণনির্ম্মিতঃ ॥ ১৪
রামায়ণাচ্চ বিস্তীর্ণং ত্বং মহাভারতং কুরু। রামায়ণপরীপাট্যা ত্বং মহাভারতং কুরু ॥ ১৫
রামায়ণস্য কাব্যস্য ভারতস্য চ বৈ মুনে। বিশেষং শৃণু মদ্বাক্যান্নারায়ণনিরূপিতম্ ॥ ১৬
এক এব স্বয়ং দেবঃ পরমাত্মা বিভুঃ প্রভুঃ। কালাকাশস্বরূপোঽসৌ সুখদুঃখবিবর্জ্জিতঃ ॥
সোঽয়ং মানুষতাং গত্বা স্বেচ্ছয়া কমলাপতিঃ। চিক্রীড় জগতীমধ্যে রক্ষোবধচ্ছলেন বৈ ॥
ধর্ম্মাংশ্চ দর্শয়ামাস বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ। অহং তদ্বর্ণয়িষ্যামি কাব্যং রামায়ণাহ্বয়ম্ ॥১৯
পরমাত্মস্বরূপস্য সীতানাথস্য চেষ্টিতম্। বর্ণিতঞ্চৈকরূপস্য তচ্ছরীরবিশেষবৎ ॥ ২০
স এব দেবো ভগবান্ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ। জীবদ্বিতীয়শ্চিক্রীড় ভূভারক্ষয়হেতবে ॥২১
জীবাত্মপরমাত্মানৌ নরনারায়ণাবুভৌ। অর্জ্জুনশ্চ তথা কৃষ্ণস্তাবেব স্বেচ্ছয়া স্থিতৌ ॥ ২২
পঞ্চানাংপাণ্ডুপুত্রাণাংতৃতীয়ো যোঽর্জ্জুনো নরঃ। কৃষ্ণশ্চদেবকীপুত্রো বাসুদেবোঽখিলার্ত্তিহা
নারায়ণো বাসুদেবো নরশ্চৈবার্জ্জুনাহ্বয়ঃ। নরনারায়ণময়ং তন্মহাভারতং বিদুঃ ॥ ২৪
একং নারায়ণময়ং কৃতং রামায়ণং ময়া। রামায়ণে ভারতে চ বিশেষোঽয়মুদাহৃতঃ ॥ ২৫
গোপ্যাদ্গোপ্যতরঞ্চৈব ন বাচ্যং যস্য কস্যচিৎ ॥ ২৬

ঈদৃশং ভারতং প্রোক্তং নরনারায়ণাত্মকম্। ভারতং পরমং পুণ্যং ভারতং বেদসম্মিতম্।
ভারতং ভবনে যস্য তস্য হস্তগতো জয়ঃ ॥২৭
ভারতস্য সমুদ্রস্য মেরোর্নারায়ণস্য চ। অপ্রমেয়াণি চত্বারি পুণ্যতোয়গুহাগুণাঃ ॥ ২৮
ভারতস্যাম্বরীক্ষস্য কালস্য চ হরেরপি। অপ্রমেয়াণি চত্বারি ভাবঃ সীমা গতিঃ ক্রিয়া ॥ ২৯
ভারতস্য চ গঙ্গায়াঃ শিবস্য চ হরেরপি। অপ্রমেয়াণি চত্বারি নামপুণ্যার্থশক্তয়ঃ ॥ ৩০
ভারতং শ্রূয়তে স্বর্গে ভারতং শ্রূয়তে ক্ষিতৌ। ভারতং শ্রূয়তে চৈব পাতালে পরমাদরৈঃ।
ভারতে বিবিধা অর্থা ভারতে বিবিধাঃ কথাঃ। ভারতে ষড়্দর্শনানি ভারতে ধর্ম্মসঞ্চয়াঃ ॥৩২
ন ভারতমনাশ্রিত্য কথা কাচিৎ প্রবর্ত্ততে। যথাহারমনাশ্রিত্য শরীরস্যৈব ধারণম্ ॥ ৩৩
যদ্রাত্রৌ কুরুতে পাপং ব্রাহ্মণস্ত্বিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্। মহাভারতমাখ্যায় পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং বিমুঞ্চতি ॥
যদহ্না কুরুতে পাপং ব্রাহ্মণস্ত্বিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্। মহাভারতমাখ্যায় সন্ধ্যাং মুঞ্চতি পশ্চিমাম্ ॥৩৫
পূজয়েদ্ভারতং গেহে স্থাপয়েদ্ভারতং গৃহে। দদ্যাচ্চ ভারতং সদ্ভ্যঃ শৃণুয়াচ্চ পঠেদপি ॥৩৬
স এব পরমঃ শ্রীমান্ সার্থকং তস্য জন্ম চ। বৃষোৎসর্গশতঞ্চৈব গয়াশ্রাদ্ধশতং তথা ॥ ৩৭
রাজসূয়াশ্বমেধৌ চ যজ্ঞৌ বিপুলদক্ষিণৌ। সদক্ষিণৌ ভারতস্য শ্রবণং পাঠ এব চ।
তুল্যান্যেতানি কর্ম্মাণি মিথঃ প্রতিনিধীন্যপি ॥ ৩৮
দক্ষিণা ভারতস্যাপি আত্মা সর্ব্বস্বমেব চ। সর্ব্বস্বং ভারতে দদ্যাৎ সর্ব্বস্বং পিতৃমাতৃষু ॥ ৩৯
সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ সর্ব্বস্বং তদনুক্রমাৎ। ইত্যেবং তে ফলং প্রোক্তং ভারতস্য সমাসতঃ ॥
কবচং কথ্যতে বিপ্র ভারতস্য শৃণুষ্ব তৎ। ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি।
নরায় পরমেশায় জীবায় পরমাত্মনে ॥ ৪১
আদিপর্ব্ব পাতু মূলবীজং পাতু দ্বিতীয়কম্। ঋষির্নারায়ণঃ পাতু শক্তী রামায়ণং তথা ॥৪২
বিরাটপর্ব্ব ছন্দশ্চ দেবতার্থ্যা স্তবোঽবতু। প্রমাণং ভগবদ্গীতা শক্তিমান্ পাতু ভীষ্মকঃ ॥
প্রতিপাদ্যং দ্রোণপর্ব্ব কর্ণপর্ব্বার্থকোঽবতু। নির্ণয়ঃ শল্যপর্ব্ব স্যাৎ কর্ত্তা পাতু গদাদিকম্ ॥৪৪
প্রয়োজনং শান্তিপর্ব্ব স্বরূপমাশ্বমেধিকম্। [illegible] মাম্ ॥ ৪৫
অব্যাদাচরণীয়ঞ্চ পর্ব্বাশ্চর্য্যমথোত্তরম্। এতদ্বৈ কবচং ধৃত্বা কুরু [illegible]ম্ ॥ ৪৬
ভারতে ফলসিদ্ধিশ্চ কবচাদস্মাত্ ভবেৎ। পঠ রামায়ণং ব্যাস কাব্যবীজং সনাতনম্ ॥৪৭
পুরাণানাঞ্চ সর্ব্বেষাং ক্রম এবংবিধো মতঃ। অষ্টাদশ পুরাণানি তত্রাষ্টাদশৈব তু ॥ ৪৮
এবঞ্চোপপুরাণানি তত্রাপ্যষ্টাদশৈব তু। মহাপুরাণেষু মুনে শ্রীভাগবতমুত্তমম্ ॥ ৪৯
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণঞ্চ পুরাণেষ্বিতরেষু চ। মুনে আচরণীয়ং স্যাম্মুলাদীনীতরাণি চ ॥ ৫০
কুরু সর্ব্বপুরাণানি মহাভারতমেব চ। তেষু তেষু পুরাণেষু মহাভারত এব চ।
যত্র রামচরিত্রং স্যাৎ তদহং তত্র শক্তিমান্ ॥ ৫১
ব্রহ্মণো বচনং ব্যাস প্রতিপাল্যং করোমি বৈ। অন্যেষাঞ্চ মুনীনাং বৈ গ্রন্থেষু সংগ্রহী কৃতী
দেব্যুবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য তদা ব্যাসঃ প্রোক্তং বাল্মীকিনাদ্ভুতম্। তরসা চাদিকবিনা বেদব্যাসো মনাসতম্

ব্যাস উবাচ।

মহর্ষেঽহং কৃতার্থোঽস্মি কবিরস্মি মহামতিঃ। রামায়ণং পাঠিতং মে প্রসন্নোঽস্মি কৃতজ্ঞয়া॥
করিষ্যামি পুরাণানি মহাভারতমেব চ। ধর্ম্মানহং বদিষ্যামি ত্বৎপ্রসাদান্মহামুনে॥ ৫৫

দেব্যুবাচ।

যদা রামায়ণং ব্যাসঃ পঠিত্বা সুব্যবস্থিতঃ। তদৈব ভারতাদীনাং মূর্ত্তীঃ সম্যগ্দদর্শ হ॥ ৫৬
ষট্‌ত্রিংশতঃ পুরাণানাং ভারতস্য চ হে সখি। সংহিতানাঞ্চ সর্ব্বাসাং মূর্ত্তীঃ সংদদৃশে মুনিঃ
মূর্ত্তিমন্তি পুরাণানি ভারতাদীনি সর্ব্বশঃ। প্রণম্য তৌ মুনিশ্রেষ্ঠৌ তত্রৈবান্তর্হিতানি চ॥৫৮
মুনিভিঃ সহিতো ব্যাসো যযৌ বদরিকাশ্রমম্। ইতোঽহবাংসমাখ্যাতংসখ্যো যৎপৃষ্টমেব হি
আগচ্ছত গৃহং যামো যত্র দেবো মহেশ্বরঃ॥ ৫৯

ব্যাস উবাচ।

জাবালে গিরিজা সতী সখিযুগং সানন্দফুল্লাননং
স্বাখ্যানশ্রবণোল্লসত্তরমনঃ প্রব্যাকরোমোক্ষামম্।
গঙ্গায়া নিকটস্থলাদ্ গিরিবরং কৈলাসমপ্রাপয়ৎ
সার্দ্ধং স্বেন মুনে বিলোকিতমিদং সাক্ষাৎ পরং কিং বদে॥ ৬০

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ব্যাস-জাবালিসংবাদো নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০॥

সমাপ্তমিদং পূর্ব্বখণ্ডম্।

মধ্যখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

জাবালিরুবাচ।
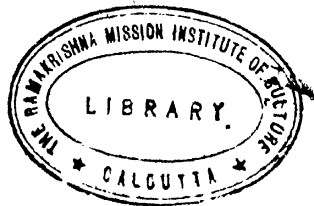
রুদ্রাণীসখিসংবাদস্ত্বয়া প্রোক্তো বিশেষতঃ। তত্র গঙ্গা পুণ্যতমা প্রোক্তা সর্ব্বসরোত্তমা ॥ ১
কা গঙ্গা কিংপ্রভাবা চ সম্ভবোঽস্যাঃ কুতোঽথবা। কথং হিমগিরেঃ কন্যা জলরূপা কথং পুনঃ
কথং পৃথ্বীমাগতা বা তৎসর্ব্বং বদ মে গুরো ॥ ২

ব্যাস উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরামোমমিতিহাসং পুরাতনম্। শুকজৈমিনিসংবাদং জাবালে তং নিবোধ মে॥৩
পুরা শুকো নাম মুনির্জ্জৈমিনিং শিষ্যমাত্মনঃ। অধ্যাপ্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি গঙ্গাং গন্তুংসমাদিশৎ ॥
তদা পপ্রচ্ছ স গুরোঃ প্রশ্নমেতন্তু জৈমিনিঃ। তদা শুকস্তং শিষ্যং স্বং সমুবাচ কৃপান্বিতঃ ॥৫

শুক উবাচ।

পুরা জগদিদন্ত্বাসীন্নষ্টস্থাবরজঙ্গমম্। চন্দ্রসূর্য্যাদিরহিতং শূন্যরূপং তমোময়ম্ ॥
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চোভৌ ন তৃতীয়ং তদা স্থিতম্ ॥ ৬
সিসৃক্ষাং পুরুষঃ প্রাপ যদা কৈবল্যসংস্থিতঃ। তদৈব প্রকৃতের্যোগাদেকং ব্রহ্ম ত্রিধা বভৌ ॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ। তৈর্গুণৈঃ পুরুষা জাতা নামান্যেষাঞ্চ মে শৃণু ॥৮
আদ্যস্তু সাত্ত্বিকো নাম দ্বিতীয়ো রাজসঃ স্মৃতঃ। তৃতীয়স্তামস ইতি ব্রহ্মণোঽমী ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ
পুরুষং প্রকৃতির্বীক্ষ্য ত্রিধাভূতং গুণৈস্ত্রিভিঃ। চিন্তয়ামাস কস্তাবদেষু মাং সংগ্রহীষ্যতি ॥১০
ইতি সঞ্চিন্ত্য প্রকৃতিস্ত্রয়াণামুপকারিণী। ব্রহ্মৈকমদ্বিতীয়ঞ্চ বভূব পরমাদ্যকম্ ॥১১
পুংসাং সৃষ্টিবিমূঢ়ানামভিজ্ঞা প্রকৃতিঃস্বয়ম্। অপ এব সসর্জ্জাদৌ রসং তাসু ন্যযোজয়ৎ ॥১২
আপো নারাইতিপ্রোক্তা আপো বৈনরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ
নারায়ণ ইতি খ্যাতিং প্রাপ্তা প্রকৃতিরুত্তমা। শরীরং গ্রাহয়ামাস পুরুষাংস্ত্রীন্ স্বয়ং কৃতান্ ॥
তে জলেষু ভ্রমন্তো বৈ স্থানমপ্রাপ্য চিন্তিতাঃ। শুশ্রুবুশ্চ নভোবাণীং সর্ব্বে তপস্তপেতি চ ॥
শ্রুত্বা তপস্তপেত্যেবং স্তব্ধীভূতে চ বারিণি। আত্মস্বাত্মানমাবেশ্য তপশ্চেরুঃ স্বয়ং বলাৎ ॥
তাংস্তথা তপসাবিষ্টান্ বীক্ষ্য সা প্রকৃতিঃ পরা। পরীক্ষিতুং মতিং চক্রে উপায়েন তপস্বিতঃ
শবীভূতা জলে তত্র ভাসমানা ততস্ততঃ। বিকৃতাঙ্গা ছিন্নভিন্নসর্ব্বাঙ্গা বিগলৎকচা ॥ ১৪
কৃমিবিষ্ঠাকুলাঙ্গা চ গলন্মাংসবসাবিলা। বীভৎসন্তী বারিণি সা সাত্ত্বিকস্যান্তিকং যযৌ ॥

সাত্ত্বিকস্তাং বিলোক্যৈব বিমুখঃসমভূৎততঃ। পূর্ব্বাদিক্সাভবৎ তেনততোঽপিবিমুখোঽভবৎ
তত্রাপিসাযযৌতেনউত্তরাদিকৃততোঽভবৎ। তত্রাপিসাযযৌসোঽপিততোঽপিবিমুখোঽভবৎ
পশ্চিমা দিগভূৎ তেন তত্রাপি সা গতাভবৎ। ততোঽপি বিমুখঃ সোঽভূদ্দক্ষিণাদিগভূত্ততঃ
এবং চতুর্ম্মুখো ভূত্বা নির্ব্বৃতিং নাধিগম্য চ। পলায়িতুংমতিং চক্রে সা চ তাংতত্যজে দ্বিজ
তাং দৃষ্ট্বা যদসৌ বৃদ্ধস্তেন ব্রহ্মা বভূব সঃ ॥ ২৩
তস্মৈ সাত্ত্বিকভাবস্য রাজসং হৃতিভাবকম্। দত্ত্বা কৃত্বা রক্তবর্ণং সর্জ্জকং সংবিধায় চ।
নিঃসসার ততঃ স্থানাদ্যযৌ রাজসিকো যথা ॥ ২৪
তাং স রাজসিকো দৃষ্ট্বা ব্যাপ্তবান্ সর্ব্বতো দিশঃ। সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সুষাপ স জলে দেবো মুদ্রয়িত্বা তু চক্ষুষী। সা দেবী তং তথা দৃষ্ট্বা তং তত্যাজ তদৈব হি
তস্মৈ রাজসভাবস্য সাত্ত্বিকং হৃতিভাবকম্। দত্ত্বা কৃত্বা শুক্লবর্ণং পালকং সংবিধায় চ।
নিঃসসার ততঃ স্থানাদ্ যযৌ তামসিকো যথা ॥২৭
তামসস্য সমীপং সা জগাম শবরূপিণী। ন চ কর্ত্তুং সমর্থাভূৎ তৎসমাধিনিবারণম্ ॥ ২৮
ততো বায়ুং সসার্জ্জাদৌ জৈমিনে গন্ধবাহনম্ ॥ ২৯
বায়ুস্ত তস্যা বপুষঃ পরমাণূন্ সুপূতিকান্। পুংসো ঘ্রাণেন্দ্রিয়েণৈব যোজয়ামাস তৎক্ষণাৎ ॥
তেন দুষ্টেন গন্ধেন পুমান্ ভগ্নসমাধিকঃ। দদর্শ জানুসংস্পৃষ্টং শবং বিকৃতবিগ্রহম্ ॥ ৩১
তদৈবোত্থায় সলিলে তাং ধৃত্বা পাণিনা দ্বিজ। তৎক্ষণাৎ সমাহায় মনো দধ্রে সমাধয়ে ।৩২
তদা সা বুবুধে দেবী তং শিবাখ্যং শিবাশ্রয়ম্। তং সমাশিশ্রিয়ে শক্তিঃ পুরুষং প্রকৃতিঃ পরা
শিবস্তু তাং সমারুহ্য চিন্তয়ামাস চেতসা। চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তেন জ্ঞাত্বা তাং মূলরূপিণীম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ সমভূল্লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ ॥৩৪
তং লিঙ্গরূপিণং দৃষ্ট্বা দেবী সা শবরূপিণী। শবরূপং পরিত্যজ্য যোনিরূপা বভূব হ ॥ ৩৫
ত্রিকোণমণ্ডলাকারে লিঙ্গমারোপ্য সাত্মনি। মাহেশ্বরপ্রজাসৃষ্টৌ মমজ্জ সলিলে দ্বিজ ॥ ৩৬
প্রকৃতেঃ পুরুষস্যাপি যাবল্লিঙ্গমিদং জলে। তাবন্মাহেশ্বরী সৃষ্টির্বিয়োগে প্রলয়ো ভবেৎ ॥ ৩৭
যোনিঃ সাক্ষাদ্ভগবতী লিঙ্গং সাক্ষান্মহেশ্বরঃ। তয়োস্তু পূজনেন স্যাৎ সর্ব্বদৈবতপূজনম্ ॥
এতয়োঃ পূজনাভাবে সৃষ্টিলোপো ন চান্যথা। অপূজয়িত্বা যো ভুঙ্‌ক্তে স সর্ব্বেষ্টপরাঙ্মুখঃ ॥
তত্র লিঙ্গে জলে মগ্নে প্রকৃতিঃ শবরূপতাম্। ত্যক্ত্বা চক্রে শিবং স্থূলং স্বার্থায় ত্রিগুণাত্মকম্
গুণেনৈকেন সৃষ্টিঃ স্যাদ্গুণেনৈকেন পালনম্। ত্রিভির্গুণৈর্বিনা ন স্যাৎ সংহারঃ কিল জৈমিনে
অতঃ শিবস্তু ত্রিগুণঃ সর্ব্বেষামুপকারকঃ। শুক্লবর্ণো ররাজাসৌ ত্রিনেত্রো নীললোহিতঃ ॥৪২
অথৈবং প্রকৃতিং দেবীমদৃষ্ট্বা পূর্ব্বসম্ভবৌ। নিরালম্বৌ বভ্রমতুর্ব্যাকুলৌ চ বভূবতুঃ।
তয়োর্ব্যাকুলতাং দৃষ্ট্বা প্রকৃতির্দর্শনং দদৌ ॥ ৪৩
নিরাকারাঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা জ্যোতিঃস্বরূপিণীম্। ব্রহ্মবিষ্ণূ তুষ্টুবতুঃ স্তুতিভিঃ পরমাদরাৎ

ব্রহ্মবিষ্ণূ ঊচতুঃ।

ত্বং মূলপ্রকৃতির্দেবি নির্ব্বিকারা সনাতনী। মহদাদ্যা বিকারাস্তে ষোড়শ প্রকৃতের্হি যে ॥ ৪৫

বয়ন্তু পুরুষা নাম সত্তং ত্বশাঃ স্থিতাঃ । শিবং কিমেকং গৃহ্লীষে ত্যজস্তাবাং কথং পুনঃ ॥

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তা সা চ প্রকৃতির্নিরাকারা ব্রবীতি তান্ । শিবঞ্চ সন্নিধীকৃত্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্ ॥ ৪৭

প্রকৃতিরুবাচ ।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা মে জগদীশ্বরাঃ । তেন ত্রয়ো বৈ পুরুষাঃ কৃতা যূয়ং পৃথক্স্থতাঃ ॥ ৪৮
কথং ত্যক্তা ময়া যূয়ং নৈবং বৈ মন্যথ ক্বচিৎ । যথা ত্রয়ো বৈ পুরুষা যূয়ং তথদহং পুনঃ ।
ভবিষ্যামি পঞ্চভেদা প্রকৃতিস্ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ৪৯

ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখশ্চাসৌ করোতু সৃষ্টিমুত্তমাম্ । পালনঞ্চ করোত্বেষ বিষ্ণুঃ পরমপুরুষঃ ॥ ৫০
সত্ত্বমূর্ত্তিরয়ং দেবো মধ্যমো বৈ মহোত্তমঃ । নারায়ণাখ্যো ভগবান্ বাসুদেবঃ সনাতনঃ ॥৫১
শিবোঽয়মন্তে প্রলয়ং করিষ্যতি গুণত্রয়ী । ব্রহ্মা সৃজতু ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ।
করোতু মানসীং সৃষ্টিং প্রজাবৃদ্ধির্যথা ভবেৎ ॥ ৫২

তদা হি অঙ্গমা সৃষ্টির্বিধা সম্পাদয়িষ্যতে । স্ত্রীপুমানিতি ভেদেন বিস্তীর্ণা স্যাৎ প্রজা তদা ॥৫৩
স্ত্রীরূপাহং ভবিষ্যামি পুংরূপশ্চ মহেশ্বরঃ । লিঙ্গাঙ্কা চ ভগাঙ্কা চ তস্মাম্মাহেশ্বরী প্রজা ॥৫৪
এতদর্থং জলে লঙ্গং ভগবিদ্ধং প্রবর্ত্ততে । ভগলিঙ্গং প্রজাবৃদ্ধ্যৈ প্রজাভিঃ পূজয়িষ্যতে ॥৫৫
যুষ্মানপি চ লপ্স্যামি স্ত্রিয়ো ভূত্বাথ পঞ্চ বৈ । গঙ্গা দুর্গা চ সাবিত্রী লক্ষ্মীশ্চৈব সরস্বতী ॥৫৬
এতাঃ প্রকৃতয়ঃ পঞ্চ ভবিষ্যামি সুরোত্তমাঃ । নানারূপা ভবিষ্যামো বয়ঞ্চ ব্রহ্মসৃষ্টিষু ।
সত্ত্বাদিগুণকার্য্যে চ যূয়ং ভবত সাদরাঃ ॥ ৫৭

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তা প্রকৃতির্দেবী নিরাকারা নিরঞ্জনা । নিববর্ত্ত পুমাংসোঽপি কার্য্যকালে ব্যবস্থিতাঃ ॥

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে শুকজৈমিনিসংবাদে পুরুষোৎপত্তির্নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

অথ পূর্ণঃ পুমান্ বিষ্ণুঃ সত্ত্বমাশ্রিত্য ভূতবান্ । অপশিষ্টে জলে তস্য নাভেঃ পদ্মমভূন্মহৎ ॥ ১
স্রষ্টুং সমুদ্যতো ব্রহ্মা বহুধা সলিলে ভ্রমন্ । তদেব পদ্মং সুমহৎ স্থানং প্রাপ দ্বিজোত্তম ॥ ২
তস্মিন্নেব মহাপদ্মে স্রষ্টুং সমুপচক্রমে । কালমাদৌ সসর্জ্জৈব দণ্ডক্ষণলবাদিকম্ ॥ ৩
ততো জজ্ঞে মহত্তত্ত্বং ততোঽহং সমজায়ত । তন্মাত্রাণি ততঃ পঞ্চ তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ বৈ
পৃথিবীজলতেজাংসি বায়ুরাকাশো তথৈব চ । সৃষ্ট্বা মাত্রাণি তেষেব সাশ্রয়াণ্যভবন্ ক্রমাৎ ॥
ক্ষিতৌ গন্ধো রসো বারি রূপং তেজসি চাশ্রিতম্ । বায়ৌ স্পর্শস্তথা শব্দ আকাশে দ্বিজসত্তম
চক্রে দেহং পঞ্চভূতৈস্তন্মাত্রৈরিন্দ্রিয়াণ্যপি । অধিষ্ঠাতাভবৎ তত্র বিষ্ণুর্জীবঃ স্বয়ং পুমান্ ॥ ৭

প্রকৃত্যা বীক্ষিতো দেব এবং সর্ব্বত্র কল্পনা। অহংমমেতি মামাহং মানাস্থপঞ্চ প্রাপ্তবান্ ॥৮
প্রকৃতিস্ত্রিবিধা প্রোক্তা বিদ্যাবিদ্যাদ্বয়ং তথা। বিদ্যা তু পঞ্চধা ভূত্বা গঙ্গাদ্যাঃ কথিতাঃ পুরা
অবিদ্যাদ্বয়মুক্তং যম্মায়াথ পরমা তথা। মায়া হ্যাবরিকা শক্তিঃ পরমা জীবমোম'তা ॥১০
জীবো মায়াময়ো বিষ্ণুঃ পুরুষঃ পরমেক্ষিতঃ। মায়াবৃতো ন পরমাং দ্রষ্টুং প্রাপ্নোতি বুদ্ধিমান্
যদি তস্যাঃ প্রসাদেন তপস্যাদিভবেন বৈ। তাং পশ্যতি তদা তত্ত্বং প্রাপ্য নির্ব্বৃতিমৃচ্ছতি
ততো ব্রহ্মা সসর্জ্জৈব মানসাংস্তনয়ান্ দশ। বসিষ্ঠমত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্ ॥ ১৩
ভৃগুং দক্ষং নারদঞ্চ কর্দ্দমং দশমং তথা। এতে সৃষ্টাঃ স্বপতিরং প্রাহুর্ব্রহ্মন্ কথং বয়ম্ ১৪
সৃষ্টাস্তানাহ বৈ ব্রহ্মা প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ। প্রতিসর্গে হ্যকুশলাঃ সৃষ্ট্যর্থং তপসি স্থিতাঃ ॥১৫
ব্রহ্মা বপুর্দ্বিধা চক্রে প্রজাবৃদ্ধ্যৈ দ্বিজোত্তম। বামার্দ্ধং শতরূপাখ্যা স্ত্রী জাতা চারুরূপিণী ॥ ১৬
দক্ষিণার্দ্ধং পুমান্ ভূতো নাম্না স্বায়ম্ভুবো মনুঃ। কন্দর্পঞ্চ হৃদঃ স্থানাজ্জনয়ামাস সৃষ্টয়ে ॥ ১৭
তদা মৈথুনধর্ম্মেণ প্রজাঃ সমভবন্ বহু। ভার্য্যায়াং শতরূপায়াং মনুঃ স্বায়ম্ভুবস্তদা।
পঞ্চাপত্যান্যজনয়ৎ তিস্রঃ কন্যাঃ সুতদ্বয়ম্ ॥ ১৮
আকূতিং দেবহূতিঞ্চ প্রসূতিমিতি কন্যকাঃ। প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ পুত্রৌ চ দ্বিজসত্তম ॥ ১৯
তদা প্রজানাং স্থিত্যর্থং বিষ্ণুঃ শূকররূপধৃক্। উদ্দধার ধরাং ধীর প্রজাধারণকারিণীম্ ॥ ২০
আকূতিং রুচয়ে প্রাদাৎ কর্দ্দমায় তু মধ্যমাম্। দদৌ প্রসূতিং দক্ষায় যৈয়েব বর্দ্ধিতাঃ প্রজাঃ
কর্দ্দমো জনয়ামাস দেবহূত্যাং সুতান্ বহূন্। অরুন্ধতীপ্রভৃতয়ো বসিষ্ঠাদিস্ত্রিয়ঃ শুভাঃ ॥ ২২
রুচের্জ্ঞ স্তথাকূত্যাং দক্ষস্যাপি প্রজাঃ শৃণু। কন্যাঃ সংজনয়ামাস দক্ষো নানা প্রসূতিতঃ ॥
কন্যামেকামগ্নয়েঽদাৎ স্বাহানাম্নীং দ্বিজোত্তম। সতীনাম্নীং মহেশায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ ॥২৪
অদিতির্দিতির্দনুঃ কাষ্ঠা অরিষ্টা সুরসা তিমিঃ। মুনিঃ ক্রোধবশা তাম্রা বিনতা কদ্রুরেব চ।
ত্রয়োদশী ভানুমতী শৃণ্বপত্যানি জৈমিনে ॥ ২৫
অদিত্যাং সমভূৎ সূর্য্যঃ সূর্য্যপুত্রো মনুঃ পরঃ। সূর্য্যবংশো মহানেষ পুণ্যকীর্ত্তিরনাময়ঃ ॥২৬
দিতেশ্চ জাতা বৈ দৈত্যা দনোর্দানবসম্ভবঃ। কাষ্ঠায়াঃ পশবোঽশ্বাদ্যা অরিষ্টায়াস্তু ভূরুহাঃ
সুরসায়াস্তু মারীচোঽজনৎ পঞ্চনখান্ পশূন্। তিমেঃ কুম্ভীরমৎস্যাদ্যা মুনের্গোমহিষাদয়ঃ ২৮
অত্রিঃ পত্ন্যাস্তু কার্দ্দম্যাং পুত্রত্রয়মজীজনৎ। দত্তং দুর্ব্বাসসং চন্দ্রং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকান্ ॥২৯
চন্দ্রপুত্রো বুধো জাতো বুধস্য চ পুরূরবাঃ। এবং হি চন্দ্রবংশোঽয়ং পুণ্যকীর্ত্তিরনাময়ঃ ॥৩০
এষা তু মানবী সৃষ্টিঃ সর্ব্বশো হি চতুর্ব্বিধা। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চেতি পৃথক্ পৃথক্
সুরাসুরনরাঃ পক্ষিপশুদ্রুমলতাদয়ঃ। এবং চতুর্ব্বিধা সর্ব্বা প্রজা বর্ণচতুষ্টয়ী ॥ ৩২
ততঃ সন্ধ্যা সমভবৎ কন্যা বৈ ব্রহ্মণঃ শুভা। তস্যাং ব্রহ্মা মনশ্চক্রে মনোভববিধর্ষিতঃ ॥ ৩৩
ব্রহ্মা শরীরং তত্যাজ নীহারঃ সমভূচ্চ তৎ। তাঞ্চ সন্ধ্যাং ত্রিধা চক্রে প্রাতঃ সায়ঞ্চ মধ্যমাম্
ততো ব্রহ্মা পুনর্দেহী ক্রোধং চক্রে মহত্তরম্। ততো জাতো মহারুদ্রঃ কামনাশায় ধূর্জ্জটিঃ ৩৫
তং দদর্শ তদা ব্রহ্মা জটিলং নীললোহিতম্। ত্রিনেত্রং পঞ্চবদনমেকবক্ত্রং দ্বিবক্ত্রকম্ ॥ ৩৬
ত্রিবক্ত্রঞ্চ চতুর্বক্ত্রং ভীমং কোটিরবিপ্রভম্। দিধক্ষন্তং মুহুর্ঘূর্ণয়নং নীললোহিতম্ ॥ ৩৭

মায়য় মাবর ক্রোধাদুগ্রামমোচ্চাটয়েতি চ । মুহুর্ম্মুহুর্বদন্তশ্চ ধাবন্তং দন্তদন্তরম্ ॥ ৩৮
তং দৃষ্ট্বা ভীষণতরং প্রসন্তমিব সর্ব্বতঃ । বিভেদৈকাদশবিধং রুদ্রা একাদশাভবন্ ॥ ৩৯
তে তথা চোগ্ররূপা বৈ চাভুবন্ সৃষ্টিলোপকাঃ । ব্রহ্মা দক্ষং সমাহুয় জগাদ ভয়বিহ্বলঃ ॥৪০
বৎস শৃণু মহাভাগ আত্মরোষমী তবোত্তমাঃ । বশে স্থাপয় চৈতাংস্তং মা মাং প্রসত্বরং গণাঃ
শ্রুত্বৈবং ব্রহ্মবচনং দক্ষঃ পিতৃহিতে রতঃ । স্বেন যোগবলেনৈব তান্ বশেঽস্থাপয়ৎ স্বয়ম্ ।
সর্পানিব বিষাত্যুগ্রান্ মহামন্ত্রবলেন বৈ ॥ ৪২
জনয়িত্বা বিধী রুদ্রাংস্তত্যাজ ক্রোধমাত্মনঃ । ক্রোধস্ত স্বাশ্রয়দ্রোহী তংশ্রেয়োঽর্থী পরিত্যজেৎ
যচ্চ রুদ্রভয়াদ্ ব্রহ্মা শরীরে বিকৃতিং গতঃ । যক্ষঃক্ষোগণাশ্চৈব ততো জাতাঃ সহস্রশঃ ॥ ৪৪
এবং যথোপযোগেন গন্ধর্ব্বাদ্যাশ্চ জজ্ঞিরে । এবং সসর্জ্জ বৈ ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা সনাতনঃ ।
বিষ্ণুঃ পালয়তে সর্ব্বমবতীর্য্য নিজেচ্ছয়া ॥ ৪৫

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে মানবীসৃষ্টির্নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

অংশাত্রয়স্য প্রকৃতের্বিদ্যা সা পঞ্চধা মতা । অর্দ্ধং দাক্ষায়ণী দেবী সাবিত্রী পাদমেব চ ॥ ১
পাদমস্তদ্বিধাভূতং লক্ষ্মীরথ সরস্বতী । তত্র দাক্ষায়ণী দেবী সতী পিতৃমখে দ্বিজ ॥ ২
শ্রুত্বা শিবস্য নিন্দাং বৈ তনুং তত্যাজ সুন্দরী । ত্যক্ত্বা দেহং দ্বিধা ভূত্বা গঙ্গোমা চ নগাত্মজে

জৈমিনিরুবাচ ।

কথং দাক্ষায়ণী দেবী তনুং তত্যাজ তাদৃশীম্ । কথং বা নিন্দয়ামাস শিবং দেবং মহেশ্বরম্ ॥৪
দ্বিধা ভূত্বা কথং দেবী হিমালয়মগাচ্ছুরো । তবদস্বানুপূর্ব্বেণ শিব্যস্তেঽহং প্রিয়ো যদি ॥ ৫

শুক উবাচ ।

পুরা প্রজাপতির্দক্ষঃ শেষকন্যাং সতীং শুভাম্ । অনন্যকান্তিসৌন্দর্য্যগুণাঢ্যাং সত্যরূপিণীম্ ৬
তাং দৃষ্ট্বা পতিসন্দার্হাং কস্মৈ দেয়েতি চিন্তয়ন্ । স্বয়ংবরা ভবত্বেষা দৃষ্ট্বা যোগ্যং পতিংসতী
ইতি নিশ্চিত্য মনসা সমাহুয়াখিলানপি । চক্রে রূপবয়ীং গোষ্ঠীং বিনা দেবং ত্রিলোচনম্ ৮
শিবমেব পতিং প্রাপ্তুং সতী যত্নবতী সদা । আরাধয়ামাস সদা তং ন জানন্তি কেচন ॥ ৯
অথ প্রজাপতির্দক্ষঃ কালে প্রাপ্তে সুলক্ষণে । সভাং প্রবেশয়ামাস সতীং পরমসুন্দরীম্ ॥ ১০
জ্বলৎকনকগৌরাঙ্গীং মোহয়ন্তীং জগত্রয়ম্ । বাসঃপরিদধানাঞ্চ চন্দ্রকোটিরুচিচ্ছবিম্ ॥ ১১
সুগন্ধিকুসুমাবদ্ধকেশপাশাং কৃশোদরীম্ । সিন্দূরতিলকং ভালে বহন্তীং চারুলোচনাম্ ॥ ১২
রূপরত্নাকরে রূপলক্ষ্মীমিব সমুত্থিতাম্ । মাল্যহস্তাং রত্নপীঠবরোপরি সমন্তরাম্ ।
তাং দৃষ্ট্বা মুমুহুঃ সর্ব্বে বাক্যাগোচররূপিণীম্ ॥ ১৩

দক্ষ উবাচ ।

বৎসে সতি ত্রিনয়নে স্বয়ং দৃষ্ট্বা পতিং বৃণু । মুনয়ো দেবদৈত্যাদ্যাঃ সর্ব্বে হত্র সমাগতাঃ ॥
ত্বং যথা চারুসর্ব্বাঙ্গী তথা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরম্ । দৃষ্ট্বা নৈত্রৈস্ত্রিভিঃ পুত্রি পতিং বৃণু সমাত্মজে ॥১৫
ইত্যুক্তা সা তদা পিত্রা দৃষ্ট্বা সমিতিমুত্তমাম্ । মহেশ্বরং ন দৃষ্ট্বৈব শিবশূন্যামমন্যত ॥ ১৬
মনসা চিন্তয়ামাস পিতা মম শিবং দ্বিষন্ । শিবশূন্যাং সভাং চক্রে কো মে শিবমৃতে পতিঃ
প্রভো দেব মহেশান বুদ্ধিরূপ সনাতন । নাগতোঽসীহ যস্মাৎ ত্বং তস্মাত্ত্বং মামুপেক্ষসে ॥১৮
কিন্তু ত্বাং দেবদেবেশং ভগবন্তং বিনাপরম্ । নৈবাহং বরয়িষ্যামি পতিং ত্রিজগতাংপতিম্ ॥
কোঽপি ত্বাং দ্বিষতু ক্রূরঃকোঽপি ত্বাং নিন্দতু ধ্রুবম্ । মামেবহন্তবাকোঽপিঽভবানেব পতির্মম
ভবন্নিন্দাকথা চৈব মাস্তু মৎকর্ণগোচরা । যদা তে নিন্দনবচো মৎকর্ণগোচরং ভবেৎ ।
তদা দেহং পরিত্যজ্য লপ্স্যামি ত্বাং ভবান্তরে ॥২১
ইতি নিশ্চিত্য মনসা দেবী দাক্ষায়ণী দ্বিজ । ভূমৌ মালাং নিচিক্ষেপ নমঃশিবায়বাদিনী ॥২২
দেবদেব মহেশান ভক্তিলভ্য সনাতন । অনেন ভূমৌ বিন্যস্তমাল্যেন মে পতির্ভব ॥২৩
এবমুক্তবতী দেবী শিবং ভূমেঃ সমুত্থিতম্ । কণ্ঠালম্বিততন্মাল্যং দদর্শ দক্ষকন্যকা ॥২৪
শিবং শশিসমুদ্ভাভং বৃষারূঢ়ং মহেশ্বরম্ । স্বদত্তমালাসংশোভিগলং সা প্রণনাম তম্ ॥২৫
আত্মানং দর্শয়িত্বা স শিবো দাক্ষায়ণীং তদা । অগোচরস্তদাক্ষেষাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥২৬
শিবায় দত্তমালাং তাং দৃষ্ট্বা দক্ষাদয়ো জনাঃ । হাহাকারং তদা চক্রুঃ সতীংপ্রতি শিবংগতাম্
কৃতবত্যসি কিং মূর্খে শিবং পতিমুপাগতা ॥২৮
ইন্দ্রো বহ্নিঃ পিতৃপতির্নৈঋর্তো বরুণো মরুৎ । কুবের ঈশ ইত্যেষাং ত্যক্তাচান্যতমং পতিম্
প্রেতভূমিরজোভস্মশিতোরঃস্থলং পতিম্ । আলিঙ্গিতুং মতিঃ কিং তে জাতা পুত্রিমমাত্মজে
ধিগস্তু তং বিধাতারং যেন রূপবতী কৃতা । চারুপুষ্পকৃতা মালা শ্মশানেঽধিগতা যথা ॥ ৩১
ব্রহ্মসৃষ্টাবিমে সর্বে রূপবন্তঃ সমাহূতাঃ । সর্ব্বং মে বিফলং জাতং ভস্মার্থমুদ্যমো যথা ॥ ৩২
ন স্যাত্ত্বং মে যদি সুতা তদৈব শুভদং ভবেৎ । ত্বং মে জাতা কুলংদুষ্টংকৃতংকস্মাৎকৃতাগসঃ ॥
নাত্মানমপি জানীষে ন শিবং ন চ মামপি । শিবোপমাঃ কৃতা সর্ব্বে কৃতবত্যা পতিং শিবম্
কিং ন দৃষ্টা মম গৃহে রুদ্রা একাদশৈব তু । তথাভূতং পরং রুদ্রং ত্বং বৈ কৃতবতী পতিম্ ॥৩৫
মন্যে তেনৈব দুষ্টেন কুমন্ত্রজ্ঞানশালিনা । রহো বশীকৃতা পুত্রী মমেয়ং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৬

শুক উবাচ ।

এবং শ্রুত্বা দক্ষবাক্যং শিবনিন্দাকরং পরম্ । দধীচির্মুনিশার্দ্দূলঃ সভায়াং দক্ষমব্রবীৎ ॥ ৩৭

দধীচিরুবাচ ।

কিং নিন্দসি মহেশানং শিবং রাজীবলোচনম্ ॥ ৩৮
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাত্মক এষঃ সনাতনঃ । আত্মনো যাদৃশং জানাং ন তং পশ্যসি মন্যতে ॥৩৯
কন্যা তে প্রকৃতিঃ সাক্ষাচ্ছিবঃ সাক্ষাৎ পুমান্ পরঃ ॥ ৪০
কথং মতিরিয়ং জাতা শিবং নিন্দয়িতুং প্রভো । কঃ শিবঃ কা সতীত্যেবমজ্ঞাত্বা দুরদৃষ্টতঃ

দক্ষ উবাচ।

জানে শিবং শ্মশানস্থং ভূতপ্রেতগণাধিপম্। ভিক্ষুকং বায়ুবসনং সদা বিক্ষেপবাদিনম্ ॥ ৪২
গুণহীনং রূপহীনং বুদ্ধিহীনং সুবিশ্রুতম্। কথং মম সুতায়াঃ স যোগ্যঃ প্রাণিগ্রহে ভবেৎ॥
ব্রহ্মা সৃজতি ভূতানি বিষ্ণুঃ পালয়তে প্রজাঃ। উভাবৈশ্বর্য্যবন্তৌ তৌ তস্মৈশ্বর্য্যং কুতো গতম্
তস্মাদৈশ্বর্য্যযুক্তা বৈ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাখ্যকাঃ। মন্যে শিবো মহেশানো ভিক্ষুকত্বাদিধর্ম্মবান্ ॥৪৫

দধীচিরুবাচ।

যত্ত্বয়া কথ্যতে ভিক্ষুঃ শ্মশানপ্রিয় এব চ। দৃষ্টবানসি কুত্রাপি শিবং ভিক্ষার্থমাগতম্ ॥ ৪৬
পারম্পর্য্যেণ লোকেষু শ্রুতিমাত্রং ত্বয়া মতম্। যেন সর্ব্বেশ্বরং দেবং ভবানপি চ নিন্দতি॥
লোকেষু ত্রিবিধা লোকা উত্তমাধমমধ্যমাঃ। যথা স্বয়ং তথা দেবান্ জানতে সর্ব্ব এব হি ॥৪৮
দেবা লোকে নিজং ভাবং গর্হিতং গর্হিতে জনে। বিধ্যাপয়ন্তি ন হ্যেবং প্রদর্শয়ন্তি মন্যতাম্
সর্ব্বোত্তমঃ শিবোঽয়ং হি সত্যংসত্যং বদামি তে। অতঃশিবং মহেশানং নৈবং নিন্দিতুমর্হসি
তব কন্যা গুণৈরাঢ্যা পতিমেতং বদাম্যহম্। অতএব হি মন্তব্যঃ শিবঃ সর্ব্বেশ্বরো হরঃ ॥৫১

দক্ষ উবাচ।

তাদৃশং দেবদেবেশং শিবং দেবং সতীপতিম্। দ্রক্ষ্যামি যাবজ্জানীয়াং তদামেপ্রত্যয়োভবেৎ।
গুণমাত্রোৎকীর্ত্তনাৎ তু গুণো দোষো ন বুধ্যতে ॥ ৫২

দধীচিরুবাচ।

যাদৃশস্তাদৃশঃ সোঽস্তু তস্মৈ চাহূয় স্বাং সুতাম্। সংপূজ্য চ সতীংদেহিসত্যোবাস্তুমতোহিবঃ

দক্ষ উবাচ।

অধুনা তু সতী নষ্টা ন জানেব মযোরসাৎ। ইত্যুক্ত্বা প্রাবিশদ্গেহং গতাঃ সর্ব্বে স্বমালয়ম্॥
সতী তু শিবলাভেন হর্ষিতা ব্যচরৎ সদা। অন্তত্রামামসম্মানতুল্যভাবা দ্বিজোত্তম ॥ ৫৫

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে সতীস্বয়ংবরো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

কদাচিৎ স মহেশানঃ সতীং দ্রষ্টুং সমাগতঃ। দক্ষালয়ং ভিক্ষুরূপং ধৃত্বা সর্ব্বস্বরূপবান্ ॥ ১
স্কন্ধে কন্থাং বহন্ জীর্ণাং বায়ুনা ধূলিবর্ষিণীম্। সধূলিতণ্ডুলম্বল্পমৃদ্ভাণ্ডং করে দধৎ ॥ ২
দণ্ডমেকং তথা জীর্ণং স্বয়ং জীর্ণকলেবরঃ। বলীপলিতসর্ব্বাঙ্গঃ কম্পমানশিরাস্তথা ॥ ৩
এবম্ভূতো মহাদেবো জগামত্র দ্বিজোত্তম। সতীং দদর্শ সহিতাং সখীভিঃ সপ্তভিঃ শুভাম্ ॥৪
তাসাং সন্নিকটীভূয় বৃদ্ধো বক্ত মুপাক্রমৎ ॥ ৫

বৃদ্ধ উবাচ।

কেয়ং রুচিরসর্ব্বাঙ্গী স্বলংকনকদেবতা। পুরদেবীব দক্ষস্য ভ্রমতীব যদৃচ্ছয়া ॥ ৬

স্ত্রিয় উচুঃ।

ইয়ং দক্ষসুতা বৃদ্ধ কিমস্যা নন্থ পৃচ্ছসি। অস্যাঃ পিতা মহাবুদ্ধিঃ সভাঞ্চক্রে স্বয়ংবরে ॥ ৭
তত্রাহূতাংশ্চ দেবান্ বৈ ত্যক্ত্বা শম্ভুংস্রজাবৃণোৎ। অযোগ্যংপতিমাপন্নাপিত্রানপ্রীয়তেঽপি চ
তথাপীয়ং সদা হর্ষান্নৈব দুঃখং কদাচন। চিন্তয়ন্তী কৃতার্থেব ভ্রমন্তী হর্ষচিত্তয়া ॥ ৯
তস্মিন্নর্থেঽমুষ্যাস্তু পিত্রাদ্যা দুঃখিনঃ সদা। ন ত্বেষা শিবপত্নী বৈ ভূত্বা নৈক্ষৎ পতিংক্বচিৎ

বৃদ্ধ উবাচ।

অহো ইয়ং শ্রুতা শম্ভুং পতিং প্রাপ্তাপরোক্ষতঃ। এতাদৃশীংস্ত্রিয়ংপ্রাপ্যনৈতাংস্মরত্যসৌকথম্
কথং বা দেববর্গেষু সৎসু শম্ভুমুপাশ্রিতা। অহমেতাং শিবো ভূত্বা গৃহ্নামি যদি মন্যথ ॥ ১২
ক্ব স শম্ভুঃ শ্মশানস্থঃ ক্বেয়ং রাজসুতা শুভা। অনয়া তস্য সম্বন্ধো লক্ষ্যঃ কস্য ভবিষ্যতি ॥১৩
লব্ধা ভাগ্যেন কন্যেয়ং দক্ষেণ রুচিরাননা। অহমেনাং গ্রহীষ্যামি শিবস্যার্থঃ স্ত্রিয়া চ কঃ ॥১৪

স্ত্রিয় উচুঃ।

অহো মূর্খোঽসি বৃদ্ধোঽসি কিমবাচ্যংব্রবীষিভোঃ। যাদেবানুপরিত্যজ্যাজসাকিংত্বামধিবাস্যতি
ভিক্ষুকস্ত্বং মহাজীর্ণঃ ক্ষীণসর্ব্বেন্দ্রিয়োঽপিচ। মুমূর্ষোরিব তে বাক্যং গচ্ছ দূরং জিজীবিষুঃ ॥
সখী রত্নমুখী নাম জগাদৈবং শুচিস্মিতা। তাং নিবার্য্যাপরা প্রাহ সখীংতাং নীলকুন্তলা ॥১৭

নীলকুন্তলোবাচ।

সখি রত্নমুখি প্রাপ্তো নায়ং বৃদ্ধবরো মতঃ। অয়মেব শিবঃ সাক্ষান্মূর্খাণাং বুদ্ধিমোহকঃ ॥১৮
সখি পশ্য সতীমেতাং পশ্যন্তীং ভিক্ষুকাননম্। দেবা দুর্লক্ষ্যচারিত্রাঃ পণ্ডিতস্তত্র মুহ্যতি ॥১৯

রত্নমুখ্যুবাচ।

সতী যথা তথা ত্বঞ্চ ন ভিন্না যুবয়োর্ম্মতিঃ। যথাতথা মহেশো বা কো বা বিধিনিষেধকঃ ॥২০

নীলকুন্তলোবাচ।

অহং জানামি বিশেষং শিবমেতং সনাতনম্। অপণ্ডিতাসি মূর্খাসি দক্ষোঽপি মূর্খসত্তমঃ॥২১
শিবনিন্দাফলঞ্চাপি লপ্স্যতেঽসৌ কিলাচিরাৎ। অসৌ সতী দক্ষদত্তা আঢ্যা সর্ব্বগুণৈরপি ২২
কিমসন্তং পতিং মূর্খে করিষ্যত্যনুমন্যসে। ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা যস্য পাদানুবর্ত্তিনঃ ॥২৩
স এবাস্যাঃ পতির্দ্দেবোঽলক্ষ্যলিঙ্গো মহেশ্বরঃ। যমেয়ং মতিয়ংপন্না মন্যতাংকোঽপি কিঞ্চন

রত্নমুখ্যুবাচ।

বৃষবুদ্ধে মহামূর্খে বদ মা নীলকুন্তলে। বৃষত্বং যাহি যেনায়ং বৃষারূঢ়ো ব্রজেৎ পথি ॥ ২৫

নীলকুন্তলোবাচ।

এবমস্তু পরং ভাগ্যং শিববাহনতামগাম্। শিবং শিবাঞ্চ সততং দ্রক্ষ্যাম্যেব যথেচ্ছয়া ॥ ২৬
ইত্যুক্ত্বা সা বৃষো ভূত্বা তাং সমারুরুহে শিবঃ। আকাশে চ জয়ধ্বানঃ পুষ্পবৃষ্ট্যা সহাভবৎ ॥
বৃষারূঢ়ে ভিক্ষুকে তু দক্ষস্য নগরে তদা। সতীপতিঃ সমায়াত ইতি কোলাহলোঽভবৎ ॥২৮

শিবস্তান্তর্দ্ধধে সর্ব্বে জগুশ্চাপি পরস্পরম্। কুত্র শম্ভুঃ কুত্র শম্ভুর্ঘারূঢ় ইহাগতঃ ॥ ২৯
প্রত্যুচুরপরে শম্ভুঃ শ্মরস্তেহমুকবেশ্মনি। এবং লোকবরাত্মাসৌ বিক্রীড়তি মহেশ্বরঃ।
কেনাপি দৃশ্যতে নৈব দেবদেবো জগৎপতিঃ ॥৩০
নন্দী নাম তত্র কশ্চিৎ তার্কিকঃপরিতো ভ্রমন্ ॥৩১
অন্বেষয়ন্ পুরাবাহে নির্জ্জনে দদৃশে হরম্। শান্তং শয়ানং ক্ষুধিতং জীর্ণং পরমদুর্ব্বলম্ ॥৩২
বৃষস্থ নিকটে শুক্লং চরন্তং বলিনাং বরম্। তং তথাভূতমালক্ষ্য নন্দী বুদ্ধিমতাং বরঃ।
প্রণনাম মহেশায় তস্মৈ জীর্ণায় রূপিণে ॥ ৩৩

বৃদ্ধ উবাচ।

কথং মহেশায় ইতি মাং নমস্যসি সাদরঃ। অহং পুনরিহায়াতো লোকোপদ্রবশঙ্কিতঃ ॥ ৩৪

নন্দ্যুবাচ।

জ্ঞাতোঽসি মে শিবঃ সাক্ষাদাচ্ছন্নো বৃদ্ধরূপধৃক্। বৃদ্ধরূপেণ চাগত্য বিড়ম্বয়সি কিং জনান্ ॥
অহং নন্দী নাম নাম্না দক্ষস্যানুচরঃ সদা। শিষ্যো দধীচের্বিপ্রর্ষেস্ত্বৎপ্রভাববিদঃ সতঃ ॥৩৬

বৃদ্ধ উবাচ।

অহং কেন প্রমাণেন শিবো জ্ঞাতস্ত্বয়া বদ। কীদৃক্ তে মতিরুৎপন্না মামবেষ্টুং মহামতে ॥৩৭

নন্দ্যুবাচ।

ত্বং বুদ্ধিরূপী ভগবন্ শিবো দাক্ষায়ণীপতিঃ। অহং তদন্তয়া মত্যা জ্ঞাতবাংস্ত্বাং মহেশ্বরম্ ॥৩৮

শুক উবাচ।

ইত্যুক্তবেন বৈ শম্ভুস্ত্যক্ত্বা বৃদ্ধাদিবেশতাম্। বৃষারূঢ়ো মহেশোঽভূৎ শশিকোটিসমপ্রভঃ ॥৩৯

নন্দ্যুবাচ।

নমামি ত্বাং মহেশ তে শতেন্দুকোটিরোচিষে। ত্রিলোচনায় ভাস্বতে গুণত্রয়স্য ধারিণে ॥৪০
সতীবরায় যোগিনাং বরায় যোগধারিণে। ধরাধরৈকশায়িনে কল্পে হস্তে নমোঽস্তু তে ॥৪১
বিধিহরিঃ শিবো ভবান্ গুণৈঃ প্রধানসত্ত্বৈঃ। স্বয়ম্ভুবা বশীকৃতাঃ প্রধানতোঽপ্রধানতঃ ॥ ৪২
ত্বয়া পুনর্বশীকৃতং প্রধানমেব সর্ব্বথা। যতঃ প্রধানরূপিণী সতী ভবন্তমীহতে ॥ ৪৩
পুরে শরীরনামকে পুমান্ জড়ঃ স্বভাবতঃ। স্থিতঃ প্রধানসংজ্ঞকে প্রধান-কর্ত্তৃতাকৃতিঃ ॥ ৪৪
করোম্যহং দদাম্যহং মমেতি বিভ্রমাকুলঃ। সমানমোক্তি যঃ পুমান্ স বৈভবায় মন্যতে ॥ ৪৫
স বৈ পুমান্ পুরস্থিতো হরির্হি নির্গুণো গুণম্। প্রধানসত্ত্বং তথা রজঃ প্রকাশরূপকম্ ॥ ৪৬
মধং তু সত্ত্বমাত্মকং সুখাদিভোগসংহিতম্। ভবাংস্তু শেষকারকঃ স্বয়ন্তু শেষরূপকঃ ॥৪৭
শিবো হরঃ সনাতনো মহেশ্বরঃ পুরাতনঃ। বৃষেশপৃষ্ঠশোভনো নমামি তে পদাম্বুজম্ ॥ ৪৮
ভবৎসমীপবাসিতাং শ্রয়ামি চিত্তবাঞ্ছয়া। সমাগতোঽহমত্র তে সতীপতে প্রসীদ মে ॥৪৯

শিব উবাচ।

অহং ত্বয়া মতো বর্ণি প্রসাদিতো মহৈব তৎ। দদামি তে বরং যথা মতিস্তথাস্ত নন্দিনঃ ॥ ৫০
প্রজাপি দক্ষকন্যকাং প্রণেতুকাম উৎসুকা। বৃতস্ত্বয়াপি তাং বিনা কচিৎ ক্ষণং ন ভাববান্ ॥৫১

শুক উবাচ।

এবং সখীভির্দপরিচয়াৎ প্রাপ্তত্তাদৃক্প্রসাদো নিত্যাভ্যাসস্থিতমতিপরস্তস্য শম্ভোর্বভূব।
ধৃত্বা চাদৌ দ্বিজতনুমুকুতং নন্দিনা সার্দ্ধমেব প্রায়াদ্যস্মিন্ সখিগণযুতা শ্রীমতী দক্ষকন্যা ॥৫২

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে ভিক্ষুকাগমনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

অথ দক্ষপুরোদ্যানে তপস্বিনিলয়ে শুভে। বিপ্ররূপেণ ভূতেশ আজগাম সতীচ্ছয়া ॥১
সখীভিঃ সপ্তভিঃ সার্দ্ধং সতী তত্র শুচিস্মিতা। বিচরন্তী মহেশেন দদৃশে বিপ্ররূপিণা ॥ ২
পুষ্পাধারকরশ্রীমন্নন্দিযুক্তেন জৈমিনে। উর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃত্তিলকং দধানেন দ্বিবাসসা ॥ ৩
বাসোদণ্ডযজ্ঞসূত্রৈঃ শ্বেতৈর্বিলসতা সতা। বেদাংশ্চ পঠতা প্রোচ্চৈর্গায়তা নাম বৈষ্ণবম্ ॥৪
এবম্ভূতং দ্বিজং তঞ্চ দৃষ্ট্বা দাক্ষায়ণী তদা। প্রণনাম মুদা ভক্ত্যা মুনীনাং পশ্যতামপি ॥ ৫
বিপ্রশ্চ শিবরূপোঽসৌ প্রণতাং তাং সতীং তদা। পাণিভ্যাং ভূমেরুত্থাপ্যাক্রোড়েকৃত্বাসমুদ্যযৌ
ততো মহাসভূৎ পূর্য্যাং হাহাকারো দ্বিজোত্তম। সর্ব্বে পশ্যত চাকাশেশিবোযাতি সতীংহরন্
সর্ব্বেঽপশ্যন্নথাকাশে সতীযুক্তং মহেশ্বরম্। বামেন বাহুনাক্রান্তাং বামোরোঃ দক্ষকন্যকাম্ ॥
কোটিচন্দ্রসমাভাসং শিবং হৈমচ্ছবিং সতীম্। সর্ব্বমাকাশমাকীর্ণং সতীশম্ভুমরোচিষা ॥ ৯
সর্ব্বে বৈ দদৃশুর্লোকাঃ প্রাপ্তবন্তোঽপি বিস্ময়ম্। দক্ষস্তু দদৃশে তৌ চ কোটিসূর্য্যসমপ্রভৌ
অসম্ভুরূপবচিত্তৌ বিলসন্তৌ দ্বিজোত্তম। সর্ব্বা এব স্ত্রিয়ো দক্ষঃ সতীরূপা ব্যলোকয়ৎ ॥ ১১
পুরুষানপি সর্ব্বান্ বৈ শিবরূপান্ ব্যলোকয়ৎ। যাবৎ খেমর্ত্ত্যলোকানাংচক্ষুর্বিষয়তাংস্থিতৌ
এবং বৃত্তে মুহূর্ত্তে তু তৌ চৈবান্তর্হিতৌ শিবৌ। দিব্যজ্ঞানঞ্চ দক্ষস্য লুপ্তমাস দ্বিজোত্তম ॥
দক্ষস্তু দিব্যজ্ঞানং হি মূর্চ্ছামিব ব্যতীত্য সঃ। উবাচ কিংসতী যাতা শিবং প্রাণসমা সুতা ॥
পরাবর্ত্তয় মে পুত্রীং শিবাবামাৎ সতীং কিল। হা বৎসে সতি হা পুত্রিকযাত্তাসি বিহায়মাম্
অযোগ্যং পতিমাপ্তাসি কৃতেন স্বেন কর্ম্মণা ॥ ১৫

শুক উবাচ।

এবং বিলপমানং তং দক্ষং নাম প্রজাপতিম্। দধীচিঃ স্বয়মাগত্য তমুবাচ প্রজাপতিম্ ॥১৬

দধীচিরুবাচ।

কিং রোদিষি প্রজানাথ পণ্ডিতো মূর্খতাং গতঃ। দৃষ্টাপ্যেবং মতির্নৈব জাতা কিমিদমদ্ভুতম্
আকাশে ধরণৌ তোয়ে বৃক্ষাদৌ পশুপক্ষিণোঃ। সর্ব্বস্ত্রীলিঙ্গপুংলিঙ্গং নৈক্ষঃ শিবসতীময়ম্
শিবনিন্দাকলং যাবন্ন প্রাপ্স্যসি প্রজাপতে। তাবন্ন জানাসি প্রায়ঃ সতীমপি শিবং তথা ॥১৯

বঞ্চিতোঽসি বিধাত্রা ত্বং যদ্ ব্রহ্ম পরমং জনৎ। উপেক্ষসে সমীপস্থং বক্ষোয়ত্তমিহাগতম্॥২০
নবৈব বচ আকর্ণ্য শ্রেয়ঃপ্রেপ্সুঃ প্রজাপতে। প্রকৃতিং পুরুষঞ্চাপি হৃদি ধ্যায় সতীশিবৌ॥২১

দক্ষ উবাচ।

সত্যং বদসি মে কন্যাং সতীং প্রকৃতিরূপিণীম্। শিবং পুরাণপুরুষং বিষ্ণুং প্রভুমনাময়ম্॥২২
তাঞ্চ সত্যকথং জানে তথাপি পরমার্থতঃ। মহেশান্নাপরো দেব ইয়ং মে ন মতির্ভবেৎ॥২৩
ঋষয়ঃ সত্যবচস ইতি জ্ঞানাম্যহেশ্বরম্। শিবমেবাভ্যসূয়ামি তস্য মূলং নিবোধ মে॥২৪
ব্রহ্মণঃ ক্রোধসম্ভূতা রুদ্রা একাদশৈব তু। ব্রহ্মসৃষ্টিবিলোপায় সংজুস্তে প্রজাস্তথা॥২৫
তথা দৃষ্ট্বা বিধী রুদ্রাংস্তথাভূতান্ সমন্ততঃ। আজ্ঞয়া স সমাহূয় মাঞ্চাপি জগদে বচঃ॥২৬
দক্ষ রুদ্রানিমান্ পুত্র বশে রক্ষ মমাজ্ঞয়া। যথা বৈ চাপকর্ম্মাণঃ প্রভবং যান্তি নৈব হি।
ইত্যেবং ব্রহ্মবচনাদ্ রুদ্রা এতে বশে মম॥২৭
বর্ত্তন্তে ব্রহ্মণা সৃষ্টা একাদশ মহত্তরাঃ। সর্ব্বে তে ভীমকর্ম্মাণো রুদ্রা অংশাবতারকাঃ॥২৮
মমাজ্ঞামনুবর্ত্তন্তে তস্মৈ দেয়া কথং সুতা। সৎপাত্রে হি সুতাদানং কুলকীর্ত্তিকরং ভবেৎ।
অতঃ সৎকুলভূতায় দদ্যাদ্ধিতরং কৃতী॥২৯
অহং সত্যা অভিপ্রায়ং মত্বা সত্যাঃ স্বয়ংবরে। শিবং নাহূতবান্ রুদ্রং রুদ্রাণামীশ্বরং মুনে॥৩০
শৃণু মে যা মতির্জাতা অভিপ্রায়ং নিবেদয়ে॥৩১
যাবদেতে মহারুদ্রাঃ প্রভো মম বশে স্থিতাঃ। ন নামতিক্রমিষ্যন্তি তাবদ্দেবঃ শিবে মম॥৩২
যদা তু মামতিক্রম্য তস্মিন্ দেবে মহেশ্বরে। মিলিতাঃ সম্ভবিষ্যন্তি তদা পূজা শিবে মম॥৩৩

শুক উবাচ।

এবমুক্ত্বা দধীচিঞ্চ প্রণম্য স প্রজাপতিঃ। প্রায়াদ্গৃহং মুনিশ্চাপি তথেত্যুক্ত্বা নিজাশ্রমম্॥

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে রুদ্রদ্বেষনিবেদনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শুক উবাচ।

অথ সঙ্গম্য দেবর্ষির্দক্ষং দক্ষালয়েঽব্রবীৎ। চরন্তি কিল লোকেষু উপকারায় সাধবঃ॥১

নারদ উবাচ।

অহো প্রজাপতে দক্ষ ত্বয়া শম্ভুশ্চ নিন্দ্যতে। মহেশস্তৎফলং দাতুং চিকীর্ষতি তথা শৃণু॥২
শিবো ভূতগণৈঃ সার্দ্ধমাগত্য ত্বৎপুরান্তরম্। অস্থিভস্মাদিনিক্ষেপং কর্ত্তা দুর্দ্ধর্ষণঃ পরঃ॥৩
ইত্যুক্ত্বা স মুনিবরো যযৌ বিপ্র বিহায়সা। দক্ষোঽপি চিন্তয়ামাস কর্ত্তব্যং মন্ত্রিভিঃ সহ॥
প্রেতভূমিপ্রিয়ঃ শম্ভুরাগমিষ্যতি মে পুরম্। অহং পুণ্যক্রিয়ারম্ভং করিষ্যামি সুরৈঃ সহ॥৫
ইদং মম পুরং পুণ্যং পুণ্যকর্ম্মবিশেষিতম্। নৈবাগমিষ্যতি তদা এব এবাস্ত নির্ণয়ঃ॥৬

ইতি নিশ্চিত্য মনসা জৈমিনে স প্রজাপতিঃ। যজ্ঞমারব্ধবান্ কর্ত্তুং শিবদ্বেষে মতিং দধৎ ॥৭
দক্ষোঽপ্যাহুতবান্ সর্ব্বান্ দেবান্ রাক্ষসকিন্নরান্। সিদ্ধান্ যক্ষাংশ্চ গন্ধর্ব্বানপ্সরঃপিতৃচারণান্
মুনীন্ বহুবিধান্ দৈত্যান্ নরান্ সুরগণাংশ্চ যান্। সর্ব্বানাহুতবান্ দক্ষো বিনা দাক্ষায়ণীশিবৌ ॥
ময়া শিবস্তু নাহূতঃ সতী নাপি শিবপ্রিয়া। এবং যে নাগমিষ্যন্তি তে স্যুর্ভাগবহিষ্কৃতাঃ ॥১০
এবং দক্ষবচঃ শ্রুত্বা ভীতা এব সুরাদয়ঃ। শিবধূর্ত্তাশ্চ সমিতিমাগতাঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১
যস্য বিন্ধ্যসমা যজ্ঞে বাসোঽন্নাদেস্তু পর্ব্বতাঃ। পয়োঘৃতাদিবস্তূনাং নদ্যো দীর্ঘাঃপ্রকল্পিতাঃ
অথ স্থিত্বা তু কৈলাসে সতী শ্রুত্বা পিতুর্মখম্। গন্তুমিচ্ছুর্মহাদেবং সতী বিনয়সংযুতা ॥ ১৩

সত্যুবাচ।

দেবদেব মহেশান লোকনাথ মহামতে। প্রসীদ শরণাপন্নবাঞ্ছিতার্থপ্রপূরক ॥ ১৪
ত্বং সৃষ্টিকারকো ব্রহ্মা ত্বং বিষ্ণুঃ পালনে রতঃ। ত্বং বৈ ত্রিগুণমব্যক্তো ব্যক্তং ধরসি তামসঃ॥
হরঃ সংহরতে বিশ্বং সর্ব্বং স্থাবরজঙ্গমম্। ব্রহ্মবিষ্ণু পরিত্যজ্য প্রকৃতিস্ত্বয়ি নিশ্চলা ॥ ১৬
ত্বামাশ্রয়িতুকামা সা পরং যত্নং দধাতি বৈ। অতো মাং দেবদেবেশ প্রসীদ বরদেশ্বর ॥ ১৭

শিব উবাচ।

কিমর্থং স্তৌষি মাং দেবি তবদস্যাভিবাঞ্ছিতম্। কিং তে প্রিয়ং করিষ্যামি নিগ্রহানুগ্রহাবপি

সত্যুবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ ত্রিলোচন মহেশ্বর। দক্ষস্তে শ্বশুরো যজ্ঞং করোতি বহুসব্যয়ম্ ॥ ১৯
তত্রাবাঞ্চ গমিষ্যাবো যদি দেবানুমন্যসে। আবয়োস্তত্র সম্মানং করিষ্যতি প্রজাপতিঃ ॥২০

শিব উবাচ।

মৈবং সতি প্রিয়ে চিন্তাং মনসাপি সমাচর। অনাহ্বানস্য গমনং মরণঞ্চ সমং দ্বয়ম্ ॥ ২১
দক্ষো বিদ্যাকুলধনৈর্গর্ব্বিতো মম হেলনম্। করোতি পশ্চিমা দিক্ সা রবিবারোদয়ে সদা॥
শ্বশুরস্ত মম শ্রীমান্ মমাপমানহেতবে। যজ্ঞমারব্ধবান্ দেবি কথং ত্বং গন্তুমিচ্ছসি ॥ ২৩
জামাতা শ্বশুরস্থানেঽপেক্ষতে পরমাদরম্। বিষ্ণুং জামাতরং মত্বা শ্বশুরোঽপি সমাচরেৎ ॥২৪
অনাহ্বানঞ্চ দুর্ব্বাক্যমসৎকরণং তথা। অদানমপ্যবাৎসল্যং জামাতরি ন চাচরেৎ ॥ ২৫
যদ্যন্যথা চরেদেতচ্ছ্বশুরো দুহিতুঃ পতৌ। তদা তস্য ধর্ম্মহানিঃ ক্রিয়াহানিশ্চ লক্ষ্যতে ॥ ২৬
যস্মৈ প্রদীয়তে কন্যা জামাতা যদি তং প্রতি। অসদাচরণং ভাতি মৃতঃ স্যাচ্ছ্বশুরস্তদা ॥ ২৭
জামাতা শ্বশুরস্যাপি প্রিয়ং কুর্য্যাৎ সদৈবহি। অমানিতো ন গচ্ছেচ্চ জামাতা শ্বশুরালয়ম্ ॥
রূপবৃদ্ধিঃ প্রজাবৃদ্ধিঃ শ্বশুরপ্রীতিতো ভবেৎ। শ্বশুরো দুহিতুঃ পত্যুর্গুরূন্ ভ্রাতৄনথাপরান্ ॥২৯
সম্মান্যাংশ্চার্চ্চয়েচ্ছক্ত্যা হ্যন্যথা ধর্ম্মলোপকৃৎ। কন্যাং সম্মানয়েদ্বিদ্বান্ জামাতৃপ্রিয়কাম্যয়া ৩০
কন্যাপমানাজ্জামাতুরপমানং বিধীয়তে। শ্বশুরস্য তু পুত্রাদ্যা দেবযত্তগিনীপতিম্।
চিন্তয়েৎ পূজয়েচ্চৈব বয়োজ্যেষ্ঠো ভবেদ্‌যদি ॥ ৩১
এবং শাস্ত্রমনাদৃত্য দক্ষো মে শ্বশুরঃ প্রিয়ে। জামাতরং মাং নাহূয় সৎকর্ম্মাচরতে কথম্ ॥৩২

স্বেচ্ছয়াপি ন মহ্যং ত্বাং দত্তবান্ স প্রজাপতিঃ । ত্বমাহং স্বেচ্ছয়া লব্ধো ন মমাজ্ঞামতিক্রম
ভার্য্যা পতিমতিক্রান্তা ন কচিৎ সুখমাপ্নুতে ॥ ৩৩

সত্যুবাচ ।

যদুক্তং তদ্ধি বৈ সত্যং প্রভো নৈবাত্র সংশয়ঃ । সুতা কথঞ্চরেদৈশ্বর্য্যং শ্রুত্বা পিতৃমহোৎসবম্
অসম্মান্যাঃ সমাহূতা লপ্স্যন্তে যত্র পূজনম্ । সম্মান্যস্তৎ সমাকর্ণ্য কথং ধৈর্য্যং সমাচরেৎ ৩৫
অহং পুত্রী পিতুর্বাট্যাং কিমাহ্বানমপেক্ষতে । অপেক্ষতে পিতা মে চ মমাগমনমীপ্সিতম্ ॥
তস্মাদহং গমিষ্যামি কুরুষ্বানুমতিং প্রভো । ভবতি মম সম্মানাৎ তব সম্মানমুত্তমম্ ॥৩৭
পিতা মে যদিমূর্খোঽয়ং ত্বাং ন জানাতিবৈ শিবম্ । তত্রাভিমানংকৃত্বাকিংনিজভাগমুপেক্ষসে
মূর্খায় তস্মৈ দক্ষায় জ্ঞানঞ্চ দাতুমর্হসি । তস্মাৎ তে গমনং যুক্তং মহেশ্বর মমাপি চ ॥৩৯

শিব উবাচ ।

যৎ ত্বং বদসি তৎ সর্ব্বং পুরা ময়াবধারিতম্ । ন তত্র গমনং যুক্তং তবাপি চ মমাপি চ ॥৪০
স তু মাম্ভ্যনাদৃত্য যজ্ঞমারব্ধবান্ সুরৈঃ । লপ্স্যতে তৎফলং সর্ব্বৈর্মূর্খত্বঞ্চাপি হাস্যতি ॥ ৪১
ত্বন্তু গত্বা ক্ষতিং স্বীয়াংকরিষ্যসিবিলক্ষ্যসে । ত্বাং দৃষ্ট্বৈব স তে তাতো মম নিন্দাং করিষ্যতি
তচ্ছ্রোষ্যসি স্বকর্ণাভ্যাং দুঃসহং তে ভবিষ্যতি । অতস্তে তত্র নো যুক্তং গমনং দক্ষপুত্রিকে ।
সর্ব্বথা জ্ঞানকুশলা ন মদ্বাক্যমুপেক্ষ্যতাম্ ॥ ৪৩

সত্যুবাচ ।

যদুক্তং ভবতা দেব তত্র নৌ নোচিতো গমঃ । আবাভ্যামন্যতস্তৎ তু যুক্তিং তত্র নিবোধ মে ।
যজ্ঞদানতপোহোমাস্ত্বৎপরাস্ত্রিদশেশ্বর । ত্বঞ্চ দেবাধিপো নাথ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরোঽপি চ ॥৪৫
আদৃত্য বাপ্যনাদৃত্য ত্বামন্যো কুরুতে মখম্ । ত্বমেব পূজিতস্তত্র ময়া সহ মহেশ্বর ॥ ৪৬
যথাহং তৎসুতা দেব ত্বামনাহূতমপ্যগাম্ । তথা তৎকৃতযজ্ঞোঽন্যো ত্বামেব হ্যুপপদ্যতে ॥৪৭
অতঃ পরোক্ষলব্ধোঽর্থং গত্বা গৃহাণ চেশ্বর । কিমাহ্বানমনাহ্বানং বিশেষয়সি তে উক্তে ॥৪৮
বিশেষতস্ত্বন্তু যোগী সমঃ পূজাপমানয়োঃ ॥ ৪৯

শিব উবাচ ।

আহ্বানং বাপ্যনাহ্বানং ন চ যোগী বিশেষয়েৎ । কিং তত্র গমনেনৈব প্রয়োজনমিহাস্তি বা
ন যোগোঽপিবিনাকর্ম্ম নচ কর্ম্মবিনোচিতম্ । মান্যস্যপূজাহ্যচিতাপূজ্যো নাপূজকং ব্রজেৎ ।
অপূজকস্য পূজাপি নৈব পূজেতি গণ্যতে ॥ ৫১
যশ্চ পূজ্যমনাদৃত্য পূজামারভতে জনঃ । ন সা পূজাপি ফলদা বিপৎকারণমেব সা ॥৫২
প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ । তস্মাৎ তত্র ন তে যুক্তং মমাপি গমনং সতি ॥৫৩
তত্র ত্বয়ি গতায়ান্তু মন্নিন্দাং সাধুদুঃসহাম্ । শ্রুত্বৈব ত্যক্ষ্যসি প্রাণান্ দক্ষোঽপি সমখঃ সতি
অহন্তু গত্বা স্বাং নিন্দাং শ্রুত্বা নক্ষ্যামি দুর্ম্মুখম্ । ত্বং বৈ পিতৃবধাৎ প্রীতা ময়ি নৈব ভবিষ্যসি
অপ্রীতির্ম্মরণক্ষোভে সমে তে আবয়োস্তদা । ভবিষ্যত ইতি জ্ঞাত্বা স্বয়মেবোচিতং কুরু ॥৫৬

সত্যুবাচ।

যদুক্তং ভবতা তত্র গত্বাহং মে বিগর্হণাম্‌। শ্রোষ্যামি নিজকর্ণাভ্যাং কথং তন্মে ভবিষ্যতি ॥
পুরা স্বয়ংবরস্থানে তুভ্যং সংপ্রার্থিতং ময়া। ন মে ভবতু তে নিন্দা মৎকর্ণবিষয়াঃ কচিৎ ॥৫৮
যদা মে কর্ণবিষয়া ভব নিন্দা ভবিষ্যতি। তদা প্রাণান্‌ পরিত্যজ্য লপ্স্যামি ত্বাং ভবান্তরে ॥
ময়ৈতৎ প্রার্থিতং নাথ তত্র চাবহিতং তথা। অধুনা ত্বং কথং তত্র নাবধানং করিষ্যসি।
তস্মাৎ ত্বয়ৈব ত্যক্তাহং মরিষ্যামি ন চান্যথা ॥৬০

শিব উবাচ।

ভবত্যা বাঞ্ছিতং যৎ তু বাৰ্ধিষ্যং তৎস্বয়ংবরে। মম নিন্দাশ্রুতৌ দেবি তচ্চ সম্পাদিতং ময়া ॥
অধুনা তু ত্বমেবেহ মন্নিন্দাশ্রুতিমীহসে। যতো মন্নিন্দকগৃহং গন্তুমিচ্ছসি লজ্যসে ॥৬২
তস্মাদবারিতা দেবি যথেচ্ছং কুরু সর্ব্বথা। অপকর্ম্ম স্বয়ং কুর্ব্বন্‌ পরং দূষয়তে কুধীঃ ॥৬৩

ঋষিরুবাচ।

ইত্যুক্তা সা তদা দেবী সতী দাক্ষায়ণী দ্বিজ। স্তব্ধাক্ষা মৌনমাস্থায় সাসূয়া শিবমৈক্ষত ॥৬৪
বীক্ষ্যমাণা শিবেনৈষা স্তব্ধাক্ষী চারুরূপিণী। ভয়ানকৈস্ত্রিভির্নেত্রৈঃ শিবমেব ব্যমোহয়ৎ ॥
তাং দদর্শ মহাদেবঃ ক্রোধদীপ্তবিলোচনাম্‌। অগ্নিরাশিচয়োদ্গারি-তৃতীয়নয়নামপি ॥ ৬৬
অট্টহাসসমুদ্গারি-তদূর্দ্ধদন্তপঙ্ক্তিকাম্‌। মধুরস্মিতভূষাঢ্যবক্ত্রাধররদাবলীম্‌ ॥৬৭
স্বেদাক্তনিখিলস্বাঙ্গাং কামানলসমত্তনুম্‌। এবং শিবেক্ষ্যমাণা সা ত্যক্ত্বা হৈমীং রুচিং সতী ॥
বভূব তৎক্ষণাদেব ধ্বান্তাঞ্জনচয়প্রভা। লোমাঞ্চিতসমগ্রাঙ্গী পীনোন্নতপয়োধরা ॥৬৯
তীব্রযৌবনবাবেগাগণয়ন্তী মহেশ্বরম্‌। মুক্তকেশা বিবস্ত্রা চ বীরবাহুচতুষ্টয়ী ॥৭০
দেহভারেণ তং শৈলং কম্পয়ন্তীব সর্ব্বতঃ। এবং ভূত্বা সতী দেবী শ্যামা কমললোচনা ॥৭১
উত্তস্থৌ সহসা চারুবিলসৎপাদপঙ্কজা। তাং তাদৃশাকৃতিং বীক্ষ্য শিবো ধৈর্য্যমপোহ্য চ।
পলায়নে মতিং চক্রে ধাবমানো বিমূঢ়বৎ ॥৭২
তং ধাবমানং গিরিশং দৃষ্ট্বা দাক্ষায়ণী সতী। মাভৈর্মাভৈরিতি গিরা মা পলায়েত্যুবাচ সা ॥
তথাপ্যেনং পলায়ন্তং হ্যনিবৃত্তং বিলোক্য হ ॥৭৩
দশমূর্ত্তির্বভৌ দেবী দশদিক্ষু শিবেক্ষিতা। ভয়দ্রুতো দিশং যাং যাং শিবঃ পশ্যতি জৈমিনে
তস্যাং তস্যাং দক্ষকন্যাং সতীং পশ্যতি ভীষিতঃ। অপ্রাপ্য শম্ভুশ্চ দিশমশক্তঃ স পলায়িতুম্‌
তত্রৈবোবাস নেত্রাণি মুদ্রয়িত্বা ত্রিলোচনঃ। পুনঃ সমীল্য নেত্রাণি দদর্শ গিরিশঃ স্বয়ম্‌ ॥৭৬
শ্যামাং ললিতসর্ব্বাঙ্গীং স্মিতশোভিমুখাম্বুজাম্‌। দক্ষিণাভিমুখীং দিব্যাংমুক্তকেশীং শুভস্তনীম্‌
তাং দৃষ্ট্বা রুচিরাপাঙ্গীং শ্যামবর্ণাং হসন্মুখীম্‌। সভীত ইব তস্যাগ্রে কম্পমানস্তদব্রবীৎ ॥৭৮

শিব উবাচ।

ত্বং কাসি চারুনয়না শ্যামবর্ণা লসত্তনুঃ। সতী দাক্ষায়ণী বা মে ক্ব গতা সহচারিণী ॥৭৯

সত্যুবাচ।

অহং দক্ষসুতা দেবী কথমেবংমতির্ভবান্‌। বর্ণ-মাত্র-পরাবৃত্তাং কিং মাং লক্ষয়সেঽন্যথা ॥৮০

শিব উবাচ।

কথং ত্বং শ্যামবর্ণাভূঃ কথং বাভূর্ভয়প্রদা। ইমা বা তব দেব্যঃ কাস্ত্বঙ্কাসাং কতমা বদ॥ ৮১

সত্যুবাচ।

অহঞ্চ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা প্রসূত্যাং দক্ষতোঽভবম্। লসৎকনকগৌরাঙ্গী লিপ্সুস্ত্বাং পুরুষোত্তমম্
যদা যূয়ং ত্রয়ো জাতা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা ইতি। তদাহং শবরূপেণ যুষ্মাকং নিকটং গতা॥৮৩
তত্র মাং বিকৃতাকারাং পূর্ব্বাভ্যাং সমুপেক্ষিতাম্। গৃহীতবান্ ভবানেব তেনাহং বশগা তব
ত্বং মে প্রাণাঃ সুহৃদ্ভর্ত্তা পুরুষঃ প্রকৃতিপ্রিয়ঃ। ত্বামেব লিপ্সুর্দক্ষস্য ক্ষেত্রে ধৃতবতী বপুঃ॥৮৪
তব নিন্দাশ্রুতৌ কালে বাধির্য্যং যন্ময়েপ্সিতম্। তব ত্যাগলক্ষণং তন্ময়া পূর্ব্বংনিরূপিতম্ ৮৫
যদি শ্রোষ্যামিতেনিন্দাংতদা ত্যক্ষ্যাম্যহং তনুম্। কথ্যতেভবতাপ্যেবংমন্নিন্দা শ্রোষ্যতেত্বয়া
যত্র ত্বয়া ন গন্তব্যং তজ্জাতাহং ন তে প্রিয়া। অতএব ময়া ত্যাজ্যং দেহঞ্চোভয়থা শিব ৮৭
দক্ষজেন শরীরেণ নাহং তে নিকটোচিতা। ইতি কৃত্বা কিয়দ্ভেদং শরীরং বিহিতং ময়া॥৮৮
ইমাশ্চ দেব্যো নব বৈ অহমেব বিভূতিতঃ। এবানিষ্টৌ যজ্ঞদক্ষৌ নাশয়ে যদি মন্যসে।
দক্ষযজ্ঞবিনাশায় সামর্থ্যং তে প্রদর্শিতম্॥৮৯

শিব উবাচ।

যদি ত্বং প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা অহঞ্চেৎ পুরুষঃ পরঃ। কথং মে বশগা ভূতা স্বতন্ত্রা শক্তিরূপিণী॥৯০

সত্যুবাচ।

শৃণু দেব মহাদেব গুহ্যাদ্গুহ্যতরং পরম্। আদিসৃষ্টৈরূপাখ্যানং ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদ্যগোচরম্॥৯১
যা মূলপ্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা পরমা নিরুপাধিকা। ব্রহ্মাণ্ডকোটিকোটীনাং মূলং মূলান্তবর্জ্জিতা॥৯২
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাস্তস্যাঃ পৃথক্ পৃথক্। অথ জাতাসি সৃক্ষ্মাস্যাঃ স্বয়ম্ভূতা সনাতনী॥৯৩
সিসৃক্ষায়াঞ্চ জাতায়াং ত্রয়স্তে প্রকৃতের্গুণাঃ। একীভূতাঃ পুমান্ জাতশ্চেতনারহিতঃ ক্ষণাৎ ৯৪
তং দৃষ্ট্বা পুরুষং জাতং গুণত্রয়ময়ং শিব। সিসৃক্ষাং তত্র পুরুষো সমক্রাময়দিচ্ছয়া॥৯৫
সংক্রান্তায়াং সিসৃক্ষায়াং পুরুষে তত্র তাদৃশে। শক্তিমান্ পুরুষো ভূতস্ত্রিবিধশ্চ গুণৈস্ত্রিভিঃ
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চাপি রজঃসত্ত্বতমোময়াঃ। ত্রীনেতান্ পুরুষান্ জাতান্ দদর্শ পরমা যদা।
পরমোপাধয়ো ভূতাস্তদা তে পুরুষাস্ত্রয়ঃ॥৯৭
তথাপি সৃষ্টির্ন ভবেদিতি জ্ঞাত্বা মহেশ্বরী। পুরুষাংশ্চ দ্বিধা চক্রে জীবঞ্চ পরমং তথা॥ ৯৮
জীবস্তু পরমোপাধিং পুরুষং তং ময়েক্ষিতম্। সদা পশ্যন্ যাতি তত্ত্বং নৈব সৃষ্টিস্তদাভবৎ॥৯৯
তদা সা মূলপ্রকৃতিরাত্মানমকরোৎ ত্রিধা। মায়া বিদ্যা চ শক্তী দ্বে পরমা চ সনাতনী॥১০০
মায়াভূদ্বশগা পুংসঃ পরমস্য যয়াবৃতম্। পরমং নেক্ষতে জীবঃ পুরুষং পুরুষো যতঃ॥১০১
মহামায়া মোহময়ী সৃষ্টিরিষ্টা প্রবর্ত্ততে॥১০২
ততস্ত্রয়াণাং পুংসাঞ্চ পরমোপাধিশালিনাম্। গুণেভ্য উপকারায় বিদ্যাভূৎ প্রকৃতির্হি সা॥
বিদ্যারূপা চ প্রকৃতিরাকাশে তু নিরাকৃতিঃ। পুরুষান্ ত্রমতঃ প্রাহ সৃজাবসংহরেতি চ।
তদর্থং তপস্তপেত্যুক্তা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ১০৪

তে শ্রুত্বা বচনং তস্যা ব্রহ্মা সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ । অপ এব সসর্জ্জাদৌ তত্র তে তপ উত্তমম্ ॥১০৫
তান্ দৃষ্ট্বা তপসাবিষ্টান্ দেবী প্রকৃতিরুত্তমা । কো মাং গ্রহীষ্যতীত্যেবং বভ্রাম শবরূপিণী ॥
তত্রাদির্নাম তে ব্রহ্মা মাং দৃষ্ট্বা ভয়মাশ্রিতঃ । চতুর্দ্দিক্ষু চতুর্ব্বক্ত্রো বভূব তদনন্তরম্ ॥১০৭
মধ্যমোঽভূজ্জলে মগ্নো মুদ্রিতাক্ষো বিচেতনঃ । ততঃ পরং শিবং যাতা স তাং জগ্রাহ সাদরঃ
স ত্বং সাহং ত্বদ্বশগা ন ত্যক্তা তাদৃশী যতঃ । তত্রাহং সৃষ্টিকর্ত্তারং চক্রে ব্রহ্মাণমীশ্বরম্ ॥১০৯
বিষ্ণুঞ্চ পালকং চক্রে শয়ানো যো জলেঽভবৎ । সংহারকারকং ত্বাঞ্চ শিবনামানমক্ষরম্ ॥১১০
বিষ্ণুস্তু মধ্যমো দেবঃ সত্ত্বরূপী বিভুঃ প্রভুঃ । ময়েক্ষিতঃ সত্ত্বদৃষ্ট্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বমাপ্তবান্ ॥১১১
প্রেরকঃ সর্ব্বভূতানামন্তর্যামী চ কল্পিতঃ ॥১১২
স চক্রে সাত্ত্বিকীং সৃষ্টিং ব্রহ্মাণ্ডস্ত জলান্তরে । ততশ্চক্রে দ্বিধা হৃণ্ডং ভূরাদি হৃতলাদি চ ॥
জলপূর্ণার্দ্ধভাগং তদধোর্দ্ধং দদৃশে তমঃ । তস্য নাভেরভূৎ পদ্মং তত্র ব্রহ্মা সসর্জ্জ চ ॥১১৪
জলাদুত্থাপ্য পুরুষং কলাষোড়শসংযুতম্ । সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণং স্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥১১৫
ইয়ঞ্চ রাজসী সৃষ্টিঃ সৃষ্টা বৈ ব্রহ্মণা তু যা । সংক্ষিপ্তা সাত্ত্বিকী সৃষ্টির্বিস্তৃতা রাজসী মতা ॥
সংহারকারিণী সৃষ্টিস্তামসী পরিকীর্ত্তিতা । সাত্ত্বিকীসৃষ্টিকর্ত্তা বৈ বিষ্ণুরেব সনাতনঃ ॥১১৭
রাজসীতামসীসৃষ্ট্যোর্ব্রহ্মৈকো রাজসঃ পুমান্ । শেষে সংহারকৃত্যর্থং শিবস্ত্বং ত্রিগুণাত্মকঃ ॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃসর্ব্বে পরস্পরম্ । সাচিব্যং কুর্ব্বতে তস্মান্নৈকত্রৈকশ্চ কেবলঃ ॥ ১১৯
প্রাধান্যেনৈব সত্ত্বাদেঃ সাত্ত্বিকত্বাদিরুচ্যতে । অহং ত্রিভির্গুণৈর্হীনা বিভামি সগুণেন বৈ ॥
তেন ত্রিগুণকাম্যায়ৈ ত্বামেব শিবমাশ্রিতা । ব্রহ্মবিষ্ণূ চাশ্রিতাহং অংশেন ত্র্যক্ষ তাদৃশী ॥১২১
ত্বাস্তু মুখ্যতয়াশ্রিত্য বিহরামি বিশেষতঃ । ব্রহ্মসৃষ্টৌ বয়ং সর্ব্বে সৃষ্টা ইবানুমোদিতাঃ ॥১২২
অতোঽহং দক্ষভার্য্যায়াং জাতা নামশরীরিণী । এবংলক্ষ্মীসরস্বত্যৌ সাবিত্রী চ পুরো যয়োঃ ॥
প্রীতয়ে বৈ অহং জাতা তদর্থে দক্ষকন্যকা । মত্তোঽপি হ্যধিকা সূক্ষ্মা যা মূলপ্রকৃতির্হি সা ॥
অথৈতা দশ বৈ দেব্যো মূর্ত্তয়ো মম পশ্য তাঃ । মহাবিদ্যা ইমাঃ প্রোক্তা নামান্যাসান্ত বর্ণয়ে
কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী । ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ সুন্দরী বগলামুখী ।
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী মহাবিদ্যা দশৈব তাঃ ॥ ১২৬

শিব উবাচ ।

প্রোক্তাস্ত্বয়া মহাবিদ্যাঃ কস্যাঃ কিং নাম কথ্যতাম্ । আসামুপাসনা কা বা কথয়ত্বং মহেশ্বরি

সত্যুবাচ ।

এষা তে পুরতো যা তু সা তু কালী দিগম্বরী । যান্তরীক্ষে শ্যামবর্ণা সা তার কালরূপিণী ॥
দক্ষিণে ছিন্নমস্তেয়ং বামে তে ভুবনেশ্বরী । বগলামুখী পশ্চাৎ তে বহ্নৌ ধূমাবতী তব ॥
সুন্দরী তে চ নৈঋ'ত্যাং বায়ৌ মাতঙ্গনামিকা । ষোড়শী চ তথৈশান্যামহং তে ভৈরবী তনৌ
এতাভিঃ খলু বিদ্যাভিস্তুর দ্বেষকরং পশুম্ । সবজ্ঞং পিতরং দক্ষং নাশয়ামি বদস্ব চেৎ ॥
এতাঃ সর্ব্বা মহাবিদ্যা ভজতাং মোক্ষদাঃ পরাঃ । মারোণোচ্চাটনক্ষোভ-মোহনদ্রাবণানি চ
জ ম্ভণস্তম্ভসংহারান্ বাঞ্ছিতার্থান্ প্রকুর্ব্বতে । এতত্তে কথিতং তত্ত্বং যৎ পৃষ্টাহং ত্বয়া শিব ॥

ব্যামোহং মা কুরু শমে মনো ধেহি মহেশ্বর। গোপনীয়ং পরৈশ্চৈতন্ন প্রকাশ্যং কদাচন ॥১৩৪
দিব্যজ্ঞানেন ভগবন্ পশ্য মাং জগদম্বিকাম্। মমারাধনশাস্ত্রাণি করিষ্যসি তথা স্বয়ম্ ॥ ১৩৫
কালীতারাদিরূপায়া মম মন্ত্রান্ মহাফলান্। স্তবাংশ্চ কবচাংস্তেষং ত্বং বদিষ্যসি সর্ব্বথা ॥
অহং বৈ সর্ব্বদেবানাং রহস্যা পরমামলা। মম বৈ মন্ত্রতন্ত্রাণি সুরহস্যানি সর্ব্বথা ॥ ১৩৭
তেষাং বক্তা চ কর্ত্তা চ ভবানেব ভবিষ্যতি। আগমস্য ভবান্ কর্ত্তা বেদকর্ত্তা হরিঃ স্বয়ম্ ॥
আদাবাগমকর্ত্তৃত্বে ভবান্ বৈ বিনিযোজিতঃ। পশ্চাদ্বৈ বেদকর্ত্তৃত্বে হরিঃ সম্যঙ্নিয়োজিতঃ ॥
আগমশ্চৈব বেদশ্চ দ্বৌ বাহূ মম পুষ্কলৌ। তাভ্যামেব ধৃতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং ভূর্ভুবাদিকম্
যশ্চাগমঞ্চ বেদঞ্চ বিলঙ্ঘয়তি ধূর্জ্জটে। সোধঃপততি হস্তাভ্যাং গলিতো মে চিরং চিরম্ ॥
যস্তাগমং বা বেদং বা বিলঙ্ঘ্যান্যতমং ভজেৎ। তস্যাহং বিকলাঙ্গাভ্যাং সমদ্ধর্ত্তুমশক্তিকা ॥
তাবেব শিবপন্থানৌ দুরূহৌ দুর্ঘটাবপি। দুর্জ্ঞেয়ৌ চ সুদুষ্পারৌ ভেদয়েন্ন কদাচন ॥ ১৪৩
সর্ব্বেষামেব দেবানাং মন্ত্রতন্ত্রাদিকৃদ্ভবান্। তন্ত্রমন্ত্রাস্তু মে গোপ্যা বৈষ্ণবাচারশালিভিঃ ॥১৪৪
তস্মাত্মদ্দীক্ষকাঃ শম্ভো ভবেয়ুঃ শাক্তবৈষ্ণবাঃ। শক্তৌ বিষ্ণৌ যস্য ভক্তিঃসশাক্তঃস্যান্ন চাপরঃ
বিষ্ণুভক্তিমনাশ্রিত্য কথং শাক্তবিধিং চরেৎ। বৈষ্ণবানাস্তু মন্ত্রাণামহং দৈবতমেব হি ॥ ১৪৬
তস্মাত্মমোপাসকঃ স্যাদ্বিষ্ণুদীক্ষাবিধৌ গুরুঃ। শক্তেরদীক্ষিতো যস্তু শক্তিদীক্ষাং প্রবর্ত্তয়েৎ ॥
তাবুভৌ ঘাতিতৌ স্যাতাং কূপেঽন্ধাবিব দুর্ম্মতী ॥ ১৪৭
এতদ্বচো মে পরমং ধ্যায়ংস্তম্ভো ত্রিলোচন। অহং যামি দক্ষযজ্ঞং পিতা মে স প্রজাপতিঃ ॥

শুক উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সা মহাকালী তারা গগনবাসিনী। একরূপা বভূবৈব দেবদেবী ত্রিলোচনা ॥ ১৪৯

শিব উবাচ।

ত্বং দেবি প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা পুংসামর্থে শরীরিণী। মৎপত্নীত্বমনুপ্রাপ্তা ক্ব ত্বং কাহং পুমান্ জড়ঃ
ত্বং যদ্ গমিষ্যসি শিবে দক্ষস্য নিলয়ং স্বয়ম্। কা মে শক্তিস্তন্নিষেধে ত্বং বৈ সর্ব্বস্বরূপিণী ॥
যন্ময়া কথিতং তুভ্যং প্রভুত্বাভিমতেন বৈ। তৎ ক্ষন্তব্যং মহেশানি যথারুচি তথা কুরু ॥১৫২

শুক উবাচ।

শ্রুত্বৈবং দক্ষকন্যা শিববচনমথো মুক্তকেশী সুরেশী
কালী কালাম্বুদাভা গগনপথগতির্বাহুদণ্ডৈশ্চতুর্ভিঃ।
ধাবন্তী বেগযুক্তা পবনবিচলিতব্যাঘ্রচর্ম্মোরুভাগা
পীনোত্তুঙ্গস্তনাঢ্যা ভয়দতরমুখী দীপ্তনেত্রত্রয়াভূৎ ॥ ১৫৩

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে মহাবিদ্যাদর্শনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

ততঃ সতী সমাগত্য দক্ষস্য নিলয়ং পিতুঃ। সতী সমাগতেত্যেবং বাচালমকরোৎ সমম্॥ ১
সর্ব্বে সর্ব্বাণি সন্ত্যজ্য কর্ম্মাণ্যাবালবৃদ্ধকাঃ। সতীং দ্রষ্টুং সমায়াতাঃ শ্যামীভূতলসত্তনুম্।
বিবেশান্তঃপুরং দেবী যত্র মাতা প্রসূরিতি॥ ২
প্রসূর্বিলোক্য তাংপুত্রীংক্রোড়েকৃত্বাচিরাগতাম্। রুরোদবৎসেবৎসেতিসিঞ্চন্তীনেত্রজৈর্জলৈঃ
বৎসে প্রাপ্তাসি দেবেশং শিবংস্বামিনমুত্তমম্। অশোচ্যাসিগতাস্মস্মান্শোচ্যান্কৃত্বাগুচিস্মিতে
চিরেণাধিগতঃ শোকো দূরীভূতোঽথ সর্ব্বথা। পিতা তব সুদুর্ব্বুদ্ধিঃ শিবদ্বেষকরঃ সদা॥৫
অনাহূয় শিবং ত্যাগং করোতি যজ্ঞমুত্তমম্। অদ্য স্বপ্নে ময়া দৃষ্টং তৎ সমাকর্ণ্যতাং সুতে॥ ৬
প্রজাপতিঃ স্কন্ধহীনো মূত্রকুণ্ডতটে স্থিতঃ। রাক্ষস্যো বিকৃতাকারাঃ খাদিতুং তং সমুদ্যতাঃ॥
নৃত্যন্তি চ হসন্ত্যস্যাঃ পিবন্ত্যস্যাশ্চ শোণিতম্। ধৃত্বা দক্ষশিরশ্চান্যাঃ কন্দুকং বিহরন্তি চ॥৮
ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ কুষ্মাণ্ডকটপূতনাঃ। দক্ষং প্রদক্ষিণীকৃত্য নৃত্যন্তি চ হসন্তি চ॥ ৯
দৃষ্ট্বৈবন্ত বয়ং সর্ব্বে দক্ষস্য নগরস্থিতাঃ। ব্যাকুলা রোদমানাশ্চ নির্ব্বৃত্তিং ন লভামহে॥ ১০
তদনন্তরমেবাথ দৃষ্টা কাচিন্মহেশ্বরী। মহামেঘপ্রভা শ্যামা যৌবনাভরণোজ্জ্বলা॥ ১১
সূর্য্যকোটিচ্ছবির্দেবী সাট্টহাসা দিগম্বরী। ত্রিনেত্রা চারুবিলসদ্দোশ্চতুষ্কা মহারবা॥ ১২
তামায়াতাং সমালোক্য সর্ব্বে তে রাক্ষসাদয়ঃ। দূরং বিদুদ্রুবুর্ভীতাস্তাক্ষ্যত্রস্তা ইবাহয়ঃ ১৩
তদ্দৃষ্ট্বা মৎপুরস্থায়ী রুদ্র একাদশো যযৌ। পপ্রচ্ছ কাসি কস্যাসি কিমর্থমিহ চাগতা॥ ১৪
তং রুদ্রং সা জগাদৈবং সতী দাক্ষায়ণী হ্যহম্। পিত্রারব্ধং মহাযজ্ঞং রাক্ষসাদ্যাঃ প্রভঞ্জতে
পিতা মে ছিন্নমস্তোঽভূদপ্যেবমিতিদর্শনাৎ। ব্যগ্রা বয়ংসমাগত্য সর্ব্বাবরিষ্টানি মৎপিতুঃ॥
ত্বন্তু কঃ পরমো হ্যগ্রঃ সদনে ভীমরূপবান্। ততস্তামাহ রুদ্রোঽহসৌ রুদ্রোঽহং দক্ষকন্যকে॥
অন্যৈশ্চ দশভিঃ সার্দ্ধং বসামি দক্ষপত্তনে। ত্বং পুনর্দক্ষকন্যা চেদ্দক্ষং জীবয় জীবয়॥ ১৮
ইত্যুক্তা তেন সা দেবী তেন রুদ্রেণ তৎক্ষণাৎ। পতিং শিবং সমানায্য দক্ষঞ্চ সমজীবয়ৎ॥
দক্ষশ্ছাগমুখং লব্ধ্বা শিবং তুষ্টাব হর্ষিতঃ। দূরীভূতকুবুদ্ধিশ্চ সাক্ষাচ্ছিবসতীপদে॥ ২০
তদা সর্ব্বে সমায়াতা দেবাঃ সেন্দ্রা বিধিস্তথা। বিষ্ণুশ্চ পরমোদারঃ ক্রতুসম্পূরণং দধুঃ॥ ২১
এবং স্বপ্নে ময়া দৃষ্টং গতরাত্রৌ সুতে সতি। সৈব ত্বং শ্যামবর্ণা যৎ সমায়াতাসি মেঽন্তিকম্
ভবিতব্যং ময়া দৃষ্টং দক্ষস্য শিবনিন্দিনঃ। শিবনিন্দাফলং প্রাপ্য দক্ষো যাং জ্ঞাস্যতি ধ্রুবম্
বৎসে জীব চিরং নাহংত্যক্তব্যা চ ত্বয়া কচিৎ। ত্বং যস্যসহশোচ্যঃস্যাৎ ত্বংযস্য স হি সার্থকঃ

সত্যুবাচ।

মাতরেবং যথোক্তং তে মামনুজ্ঞাতুমর্হসি। পিতরং দ্রষ্টুমিচ্ছামি যজ্ঞশালাগতং প্রভুম্॥ ২৫
ইত্যুক্ত্বা মাতরং নত্বা প্রাপ্য সম্মানমুত্তমম্। আগত্য দদৃশে দক্ষং ভগ্নীভিঃ সহ চারুভিঃ॥

স্বাহা বষট্‌চ বৌষট্‌ চ মন্ত্রানুচ্চরতাং গণৈঃ। অধ্বর্য্যুদ্গাতৃহোত্রাদ্যৈর্যুক্তে যজ্ঞস্থলে স্থিতম্।
শিবদ্বেষোদ্ভবং হর্ষং খ্যাপয়ন্তং পুনঃপুনঃ ॥ ২৭

অথ দক্ষো দদর্শৈনাং কালীং কমললোচনাম্। ভগ্নীগণস্য মধ্যস্থাং তারাণাং রোহিণীমিব ॥

দক্ষ উবাচ।

কা ত্বং কস্য সুতা কালী লক্ষ্যসে ত্বংসতীব মে। কিংবা শিবাসমায়াতা সুতা মম সতীত্যসি

সত্যুবাচ।

কিং পিতঃ স্বাং সুতাং শ্রেষ্ঠাং মাং ন লক্ষয়সে সতীম্।
প্রজাপতিস্ত্বং দক্ষোঽসি পিতরং ত্বাং নমাম্যহম্ ॥ ৩০

দক্ষ উবাচ।

হা সুতে প্রাণপ্রতিমে সতি বৎসে সুলোচনে। শ্যামীভূতাসি ভূতানামধিপং পতিমীহিতা ॥
জানাম্যহং তস্য রূপং ত্বং যস্য তু সমীপগা। লসৎকনকগৌরাঙ্গী শ্যামরূপমুপাশ্রিতা ॥ ৩২
এবং তস্য চরিত্রং হি রূপস্য চ দুরাত্মনঃ। তদ্দোষাদেব হে বৎসে নাহূতা ত্বং মৎসুতা ॥৩৩
ইতঃ পরং ন গন্তব্যং ত্বয়া তত্র শিবান্তিকে। কন্যা হি স্বামিনা ত্যক্তা পিতুর্গেহে গমর্হতি ॥ ৩৪
তস্মাৎ ত্বমত্র মে তিষ্ঠ পুনর্মা যাহি তং শিবম্। লসৎকনকগৌরাঙ্গী যেন শ্যামা কৃতা সতী ॥

শুক উবাচ।

ইত্যেবং সা সমাকর্ণ্য পিতুর্বাক্যং সতী সতী। রুষা প্রস্ফুরিতাপাঙ্গী সতী পিতরমব্রবীৎ ৩৬

সত্যুবাচ।

বাচং নিযচ্ছ হে দক্ষ যদি কল্যাণমিচ্ছসি। শিবনিন্দাকরীং জিহ্বাং ছিন্ধি ধর্ম্মাভিলিপ্সয়া ॥
শিব আত্মা চ ভূতানাং প্রভুরপ্যয়মাবয়োঃ। নিন্দা তু ঘাতনং তস্য নাত্মঘাতিত্বমাপ্নুহি ॥৩৮
সভা তব মহামূর্খা দণ্ডার্হা শিবনিন্দিনী। শিবনিন্দাফলং সম্যক্ প্রাপ্স্যত্যেব ন সংশয়ঃ ॥৩৯

দক্ষ উবাচ।

বালিকে স্বল্পমতিকে নিজবুদ্ধ্যা সমর্জ্জিতম্। তমেব হি পতিং নীত্বা স্বযোগ্যং সুখমাপ্নুহি
অস্মাকমিহ তস্যৈতাংকথং কীর্ত্তিং ভনোষি বা। বয়ং তং খলু জানীমো যথা স মূর্খতাযুতঃ ॥
অহং প্রজাপতির্দক্ষো দেবদেবীসুগোচরঃ। কিং মমাগ্রে তৎপ্রশংসাং করোষি মম দুঃসহাম্.
স তুভ্যং রোচতে সাধুর্নাস্মেভ্য ইতি মন্যতাম্ ॥ ৪২

সত্যুবাচ।

বাচং নিযচ্ছ হে দক্ষ পুনস্ত্বাং প্রব্রবীম্যহম্। নিয়ন্তা চেন্ন বিদ্যেত ন কশ্চিদ্ধর্ম্মমাচরেৎ ॥৪৩
ত্যজ পাপমতিং দক্ষ শৃণু মদ্বচনং হিতম্। প্রণমস্ব মহারুদ্রং দেবং দাক্ষায়ণীপতিম্ ॥ ৪৪
সুতায়া অপি মে বাক্যং গৃহাণাঙ্গভুবস্তব। কনিষ্ঠস্য চ সদ্বাক্যং গৃহ্ণন্তি খলু সাধবঃ।
স এব খলু সাধুঃ স্যাৎ সদসদ্‌জ্ঞানবান্ হি যঃ ॥ ৪৫

ত্বন্তু পাপমতির্দক্ষঃ সাধুত্বরহিতঃ পরঃ। যাবজ্জন্ম শিবদ্বেষং কৃত্বা ফলমবাপ্স্যসি ॥
মা যাপয় বৃথা কালং নিন্দয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ৪৬

সর্ব্বৈঃ স বন্দিতঃ শম্ভুর্ভবতা নিন্দ্যতে কথম্। সর্ব্বৈঃ সম্পূজিতঃ শম্ভুস্ত্বয়া কস্মান্ন পূজ্যতে ॥

দক্ষ উবাচ।

অহো সত্যা অমুষ্যাঃ কিং প্রলাপঃ শ্রূয়তে ন বা। প্রজাপতিং মাং পিতরং পুত্রী যদ্বদতীদৃশম্
এনাং বাক্যৈঃ শান্তয়ত স্থানাদ্দূরয়তাপি বা। ইমাং শিবাং শিবগতাং শিববশ্যে সুহৃৎসহাম্
রে দুশ্চরিত্রে শিবগে চক্ষুষোর্ম্মে বহির্ভব। যদা শিবং পতিং প্রাপ্তা তদৈব ত্বং মৃতা মম ॥
পুনঃপুনঃ স্মারয়সি রুদ্রং নাম নিজং পতিম্। তুষানল ইবান্তঃস্থো বহ্নির্মে যেন বর্দ্ধতে ॥ ৫১
এবঞ্চ নৈব জানীষে কুলজে মম কন্যকে। রুদ্রায় দত্তাং ত্বাং দৃষ্ট্বা কথং জীবেৎ প্রজাপতিঃ ॥
সন্তি মে বহবো রুদ্রাঃ শূলহস্তাঃ কপর্দ্দিনঃ। একাদশস্থানগতা নাহং বেদ্মি মহেশ্বরম্ ॥ ৫৩
একাদশানাং রুদ্রাণাম্বতে হ্যন্তমং সুতে। কং শিবাখ্যং মহীরুদ্রং পতিং প্রাপ্তাসি দুর্ম্মতে ॥

সত্যুবাচ।

ধর্ম্ম এব পিতা মাতা গুরুর্বন্ধুঃ পিতামহঃ। পত্নী ভ্রাতা সুতঃ সর্ব্বে ধর্ম্ম এব ন চান্যথা ॥ ৫৫
ত্বঞ্চাধর্ম্মমতিঃ কস্মাৎ পিতা ভবিতুমিচ্ছসি। অহং ধর্ম্মমতির্ভূত্বা ত্বৎসুতা স্যাং কথং বদ ॥৫৬
যা তে ভবতি পুত্রী ত্বং তাং রক্ষাদ্যাহমন্যথা। অহন্তু শিবমেবাপ্তা ভগবন্তং ত্রিলোচনম্ ॥
ন মে ভর্ত্তা মহাদেবঃ শান্তো বন্ধুঃ কৃপাকরঃ। অদ্বেষী সর্ব্বভূতাত্মা কূটস্থো জগদীশ্বরঃ ॥৫৮
হন্ত মূর্খতয়া তং বৈ সদা দ্বেষয়সে কিল। শিবেতি দ্ব্যক্ষরং নাম যস্যামঙ্গলনাশকম্।
কেবলস্মরণেনৈব পাপরাশীন্ নিবারয়েৎ ॥৫৯

স্য বৈ নাম্ন এতাদৃক্ ত্রৈলোক্যে হ্যপকারিতা। কিং তস্য সাক্ষাদ্ভজতামুপকারিত্বমুচ্যতে
শবভক্তিসুখং তুভ্যং বিধাত্রা নৈব দীয়তে। বঞ্চিতোঽসি বিধাত্রা ত্বং কিং করিষ্যসিচাবশঃ
শবদ্বেষফলং সাক্ষাৎ কিং হৃদা নানুভূয়তে। শিবশূন্যঃ শিবদ্বেষী নিষ্কল্যাণঃ সমার্থকাঃ ॥
স্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভজ রুদ্রং মহেশ্বরম্। অধুনাপ্যপকারায় বদাম্যেতং প্রজাপতে।
শিবং স্তবয় হে দক্ষ নান্যথা মদ্বচঃ কুরু ॥ ৬৩

দক্ষ উবাচ।

থে মে স্তবশব্দোঽয়মন্যথৈব শিবার্থতঃ। পুনঃপুনঃ কথং ব্রূষে সর্ব্বো ভিন্নরুচির্জনঃ ॥ ৬৪
ঞ্চ মে চক্ষুষোর্ব্বাহ্যা ভব শীঘ্রং দুরাত্মিকে। ত্বদ্দর্শনান্মনোদুঃখং দাবাগ্নিরিব বর্দ্ধতে ॥ ৬৫

সত্যুবাচ।

। মূর্খ অধমাচার শিবশূন্য যথোচিতম্। ফলং প্রাপ্নুহি যচ্চোক্তং স্তবশব্দোঽন্যথা মুখে।
তদপ্যস্তু মুখং তেঽস্তু যথা চ্ছাগমুখং তথা ॥ ৬৬
দণ্ড চ্ছাগবৎ তেঽস্তু যথান্যচ্ছিবনিন্দনম্। ত্বন্মুখাদপি শৃণ্বন্তি ন কোঽপি কচিদপ্যত ॥৬৭
হঞ্চ তে দৃশোর্ব্বাহ্যা ভবিষ্যামি ন কেবলম্। ত্বজ্জাতদেহবাহ্যাপি ভবিষ্যাম্যচিরাদিহ ॥৬৮

শুক উবাচ।

ইত্যেবমুক্তস্তু তদা প্রজাপতিশ্ছাগাননশ্ছাগরবশ্চ জৈমিনে।
সর্ব্বে চ দেবা মুনয়স্তপোধনাঃ প্রাপ্তাঃ পরং বিস্ময়মেব সর্ব্বতঃ ॥ ৬৯

তদা চকম্পে সমিতিঃ সবাসবা যদা চচালৈব সতী স্বতঃ স্থলাৎ ।
কালী চলন্তী কিল কম্পয়ন্তী ধরাং সমগ্রামতিদুর্নিবারিতা ॥ ১০
দুষ্প্রেক্ষণীয়া-ভ্রূকুটীমুখোজ্জ্বলা সংস্তম্ভয়ন্তী চ বচোঽখিলানাম্ ।
ন কেঽপি শক্তা বচনঞ্চ বক্তুং নিবারণায়েতি গজদ্বিয়ো জনাঃ ॥১১
হা হেতি চাব্যক্তরবাশ্চ সর্ব্বতঃ সতীমদৃষ্ট্বা চরতাং বভূবুঃ ।
দক্ষঃ সমুত্থায় সতীতি বক্তুং ছাগধ্বনিং তত্র সধচ্চচার ॥ ১২
সর্ব্বে ধরণ্যাং গগনে দিশাসু বিদিক্ষু লোকাঃ পরিতো বিচেরুঃ ।
সতী সতীত্যেব বচঃ সমাকুলাঃ ক্বাস্তে সতী কা চ সতীতিবাদিনঃ ॥১৩
সতী তু গত্বা নগরাজসন্নিধৌ মহাবনে ক্বাপি সুদুর্গমে মুনে ।
ত্যক্ত্বা বপুর্দক্ষভবং শিবপ্রিয়া দ্বিধা ভবন্তী প্রযযৌ হিমালয়ম্ ॥ ১৪
দক্ষালয়ে তু প্রগতে মুহূর্ত্তে স্বস্থা বভূবুর্নিখিলা জনৌঘাঃ ।
দক্ষং লসচ্ছাগমুখং প্রমিত্বা ভূয়োঽভবন্ যজ্ঞবিধৌ প্রবৃত্তাঃ ॥ ১৫
কর্ত্তুং প্রবৃত্তা অপি তে তদা মখং ন চালভন্তৈব সুখং তদানীম্ ।
প্রজাপতির্বৈ স্বয়মেব যত্র চ্ছাগাননশ্ছাগরবং প্রকুর্ব্বন্ ॥ ১৬
কেচিদ্ধসন্তোঽনুতপন্ত একে কেচিদ্রুদন্তোঽনুপঠন্ত একে ।
কেচিজ্জগুঃ কিং কিল কষ্টকৈষা দক্ষস্য পুত্র্যদ্ভুতশক্তিরেকা ॥ ১৭
কেচিজ্জগুঃ শম্ভুগণাপলাপফলং প্রকাশং সমগাদিহৈব ।
কেচিজ্জগুঃ ক্বাথ যযৌ সতী বা কেচিজ্জগুঃ শম্ভুমগাৎ সতী সা ॥ ১৮
অন্তঃপুরস্থা চ তদা প্রসূতিঃ সতীপ্রসূর্জ্ঞানবতী বিমোহা ।
সতী তু মূলপ্রকৃতিঃ পরাখ্যা পুত্রীতি মিথ্যামতিরেব জাতা ॥ ১৯

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে সতীদেহোৎসর্গো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

ব্রহ্মণা প্রেষিতো ব্রহ্মন্ নারদো মুনিপুঙ্গবঃ । সতীদেহপরিত্যাগং শম্ভুমাগত্য চাব্রবীৎ ॥১
দেবদেব মহাদেব ত্রিলোচন নমোঽস্তু তে । দক্ষযজ্ঞগতা দেবী সতী দেহং জহৌ প্রভো ॥
দক্ষো নিনিন্দ বহুধা ত্বং সমাকর্ণ্য সা সতী । দক্ষং শপ্ত্বা রুষাবিষ্টা জহৌ দেহং মনোহরা ॥
দক্ষশ্ছাগমুখো ভূত্বা চ্ছাগশব্দেন বৈ রুদন্ । সতী সতীতি ব্যাক্ষিপ্য পুনর্যজ্ঞে মনো দধৌ ॥
এবং শ্রুত্বা মহাদেবো নারদস্য মুখাদ্বচঃ । রুদিত্বা বহুধা শোকান্নারদং সমভাষত ॥ ৫

শিব উবাচ।

বৎস নারদ কর্ত্তব্যং বদ মে যচ্চ যুজ্যতে। তত্যাজৈব সতী দেহং মাঞ্চ ব্যাকুলচেতসম্ ॥ ৬

নারদ উবাচ।

সতীং প্রাপ্স্যসি মা চিন্তাং কুরু দেব মহেশ্বর। সতী তবৈব সততং ত্বঞ্চ সত্যাঃ সদা প্রিয়ঃ
ব্রজ প্রাজাপতের্বাটীং যত্র দেহং সতী জহৌ। জানাহি চরিতং তস্য দক্ষস্য চ প্রজাপতেঃ ॥৮
কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিং বা চ্ছাগাননশ্চরেৎ। সত্যাশ্চ মরণং সত্যং কিম্বা চ্ছলকৃতং যথা
ভবতা তদপি জ্ঞেয়ং তত্র গত্বা ন সংশয়ঃ ॥ ৯
ভূত্বা চ্ছাগাননো দক্ষো যদি ত্বাং নিন্দয়েৎ পুনঃ। তদা যজ্ঞঞ্চ দক্ষঞ্চ নাশয়িষ্যসি সর্ব্বথা ॥
যে তস্য ভবনে সন্তি রুদ্রা একাদশৈব তু। তেষামন্যতমো ভূত্বা গচ্ছ তত্র মহেশ্বর ॥ ১১

শিব উবাচ।

এবমেবং ব্রজাম্যেব দক্ষস্য নিলয়ং ত্বরা। ত্বঞ্চ গচ্ছ যথা বাঞ্ছা ব্রহ্মপুত্র মুনীশ্বর ॥ ১২

শুক উবাচ।

এবং নিশ্চিত্য মনসা দেবদেবো মহেশ্বরঃ। বভূব ভীষণাকারো মহারুদ্রো মহাবলঃ ॥ ১৩
ব্রজন্ পদে পদে রুদ্রো মূর্ত্তৈর্বিলক্ষণং চরন্। তাম্রবর্ণজটাজুটো ধূর্জ্জটিঃ সমভূব হ ॥১৪
দীর্ঘে ললাটফলকে ভস্মলেপো ব্যরাজত। তুষারাভ্যন্তর ইব চন্দ্রখণ্ডবিভূষণম্ ॥১৫
মুহুর্ম্মুহুঃ শ্বসন্ ঘোরং হসন্নট্টমেব চ। মুণ্ডমালাবিভূষাঙ্গো নাগযজ্ঞোপবীতবান্ ॥ ১৬
কালদণ্ডং দধৎ স্কন্ধে ধৃত্বা বামেন পাণিনা। কপালং দক্ষিণে হস্তে ভিক্ষাপাত্রং দধৎ তথা
গজাজিনং পরিদধন্নাগবদ্ধং স্রবত্রসম্। দীর্ঘজানুর্দীর্ঘজঙ্ঘো মহাগুল্ফো মহাপদঃ ॥১৮
জগাম দক্ষনিলয়ং কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্। তং দৃষ্ট্বা দারুণাকারং ভীতাঃ সর্ব্বে বিদুদ্রুবুঃ ॥১৯
দক্ষশালাবহিঃ স্থিত্বা রুরাবোচ্চৈস্তরাং মুনে। অহো দক্ষ অহোদক্ষ ভিক্ষাং মে দেহি ভিক্ষবে
শব্দমেতং মহাঘোরং তে সর্ব্বে সদসি স্থিতাঃ। শ্রুত্বা হৃদয়দৌর্ব্বল্যং প্রাপুঃ কর্ম্মসু শৈথিলম্
দক্ষশ্ছাগরবং কৃত্বা সঙ্কেতেনাববোধয়ন্। প্রেষয়ামাস বৈ কঞ্চিদেবং ভিক্ষুবুভুৎসয়া ॥ ২২
দক্ষেণ প্রেষিতো দেবঃ কুষ্মাণ্ডো বহিরাগতঃ। দদর্শ ভীষণাকারং পপ্রচ্ছ ভয়দর্পবান্ ॥ ২৩
কস্ত্বং কিং যাচসে ভিক্ষো দর্পিষ্ঠো দৃশ্যতে ভবান্। নৈতাদৃশংভিক্ষুরূপংভিক্ষুকাবিনয়ান্বিতাঃ

রুদ্র উবাচ।

অহঞ্চ খলু ভিক্ষার্থী রুদ্রাখ্যো নাত্র সংশয়ঃ। স্বভাবেনৈবভীমোঽহং সতীংযাচে সমাগতাম্
ত্বং দাতুং শক্যতে মহ্যং সতীং চারুসুলোচনাম্। নচেৎকোদাস্যতেমহ্যংসতীং তদ্বদ ত্বোত্বরা
বাযুর্ঘূর্ণয়নেনৈবমুক্তঃ স তং তদাব্রবীৎ। দক্ষোঽস্তি যজ্ঞশালায়াং তং গত্বা ভিক্ষ্যতাং সতীম্
ইত্যুক্তা তং মহারুদ্রং ত্বাপয়িত্বা গতস্তু সঃ। যজ্ঞশালাং মহারুদ্রো প্রবিবেশাকুতোভয়ঃ ॥
তং দৃষ্ট্বা তু মহারুদ্রং দক্ষঃ ক্রুদ্ধঃ স্ফুরন্মুখঃ। অয়ং রুদ্রঃ সতীচৌর ইতি ব্যাক্ষিপ্তবান্ বহু
বার্য্যতাং বার্য্যতামেব রুদ্রো দাক্ষায়ণীপতিঃ। মলীমসীকৃতং যেন কুলং মে বিমলং পরম্ ॥

রুদ্র উবাচ ।

কিং বৈ বদসি ছাগাস্য চ্ছাগশব্দস্ফুটং বচঃ । সতী মে দীয়তাং মহ্যং শ্যামা পরমসুন্দরী ॥৩১
নচেৎ সহ ত্বাং যজ্ঞেন নাশয়ামি চ পশ্যতাম্ । ইত্যুক্ত্বা ঘূর্ণয়ামাস ত্রীণি নেত্রাণি চৈকদা ॥
তং দৃষ্ট্বা দুদ্রুবুঃ সর্ব্বে দেবর্ষিনরকিন্নরাঃ । শম্ভুশ্চ তান্ সমাক্রম্য হস্তাভ্যামবলীলয়া ।
তস্থৌ পশ্যন্ দৃশা দক্ষং সর্ব্বেষাং কেশকর্ষণঃ ॥ ৩৩
রুদ্রহস্তগতৈঃ কেশৈস্তে দেবর্ষিনরাদয়ঃ ॥ স্থিতা দক্ষস্তু তান্ রুদ্রানাহ্বয়ামাস শব্দয়ন্ ॥৩৪
দক্ষচ্ছাগরবাহ্বানাৎ প্রধাবন্তোহকুতোভয়াঃ । রুদ্রা একাদশৈবেত্য দদৃশূ রুদ্রমীশ্বরম্ ॥৩৫
স্বেষামেব হস্তভমং দৃষ্ট্বা স্মেরাননাম্বুজম্ । সহ দক্ষ্যাদিভিশ্চাপি কুর্ব্বন্তং কলহং পরম্ ॥৩৬
অভিন্নমতয়ো ভূত্বা সংখ্যয়ৈকাদশাপি চ । যদা তে মিলিতাঃ সর্ব্বে রুদ্রা একাদশৈবতু ।
তদা প্রজাপতিং প্রোচে মহারুদ্রঃ শিবাহ্বকঃ ॥ ৩৭

মহারুদ্র উবাচ ।

কিং বিবক্ষসি মে দক্ষ সতীং দাস্যসি বা নবা । মৃত্যুং বা জীবনং বাপি বাঞ্ছসে তদ্বদস্ব মে
এবং শ্রুত্বা তদা দক্ষো মানুষীং গিরমাপ্তবান্ । উবাচ রুষিতো বাচং মহারুদ্রং মহেশ্বরম্ ॥৩৯

দক্ষ উবাচ ।

সতী মম সুতা পূর্ব্বং তুভ্যং দত্তৈব মে ন বৈ । অধুনা তে কথং দাস্যে রুদ্রনাম্নেশিবাধম ॥৪০
স্বেচ্ছয়া ত্বং সতী প্রাপ্তা তদৈব সা মৃতা মম । অধুনেহ সমাগম্য মৃতামেব জহৌ তনুম্ ।
তামন্বেষয় কুত্রাপি প্রেতাং প্রেতস্থলপ্রিয় ॥ ৪১
নৈতৎ স্থানং প্রেতভূমির্নাহং প্রেতাধিপোহপি চ । আগতস্তু ভবান্ কস্মাম্মরণায়েহ শঙ্কর ।
ইতো নিঃসর মে যজ্ঞে ন বৃথা বিঘ্নমাচর ॥ ৪২

শুক উবাচ ।

এবং প্রোক্তঃ স দক্ষেণ দেবো রুদ্রঃ সনাতনঃ । বীরভদ্র ইতি খ্যাতিং যযৌ রুদ্রেষু তেষু বৈ
একাদশৈব তে রুদ্রা নিশ্বসন্তো মুহুর্ম্মুহুঃ । বহুন্যুৎপাদয়ামাসুর্বীরান্ রুদ্রসমান্ মুনে ॥ ৪৪
তাংস্তু বীরান্ সমুৎপন্নান্ কিং করোমীতিবাদিনঃ । ছিন্ধি ভিন্ধীতি চাজ্ঞপ্তাস্তথাচক্রুঃসুদুর্ম্মদাঃ
যজ্ঞকুণ্ডং তদা চক্রে মূত্রপূর্ণং ততঃ ক্ষণাৎ । কেশেনাকৃষ্য দক্ষস্য পীড়য়ামাস চিত্রধা ॥৪৬
দেবাঃ সর্ব্বে বিভিন্নাঙ্গাঃ প্রাণমাত্রাবশেষিতাঃ । প্রাণাপচয়ভীতাশ্চ মহামর্দ্দং ব্যলোকয়ন্ ॥৪৭
কেচিৎ ক্ষতাঙ্গা ঘোরান্ বৈ শব্দাংশ্চ শুশ্রুবুরুত্থিতান্ । কেচিচ্চ দদৃশুশ্চাপি মহাঘোরং বিমর্দ্দনম্
ব্রাহ্মণাস্তু সমাক্রান্তা ম্লানবক্ত্রাঃ সুদুঃখিতাঃ । বয়ং বিপ্রা বয়ংবিপ্রা ইতি ত্যক্তাঃ পলায়িতাঃ
বীরভদ্র স্বয়ং দেবো মহারুদ্রঃ প্রতাপবান্ । চকর্ত্ত দক্ষমূর্দ্ধান গিরেঃ শৃঙ্গমিবোজসা ॥ ৫০
পূষা চ ভগ্নদন্তোহভূদ্ ভগাক্ষস্তু ভগোহভবৎ । অন্তঃপুরং সমাক্রম্য স্ত্রিয়ো ব্যাপাদিতা অপি
এবং দক্ষমহাযজ্ঞং বিনাশ্য বিররাম সঃ । প্রসূত্যা বীক্ষিতঃ শম্ভুঃ শান্তপ্রায়োহভবৎ কিয়ৎ ॥
শান্ত্যাস্যুখং তং দৃষ্ট্বা তু প্রসূতির্দক্ষবল্লভা । দিব্যজ্ঞানাৎ পরং জ্ঞাত্বা স্তোতুং সমুপচক্রমে ॥৫৩

প্রসূতিরুবাচ।

নমামহে তব পদপঙ্কজদ্বয়ং যদদ্বয়ং ভয়হরমিষ্টসাধকম্।
স্মরন্তি বৈ সুরনরকিন্নরাদয়ঃ সমো ভবান্ নিখিলজনেঽবিশেষকৃৎ॥ ৫৪
শিবো হরঃ স্মরহর ঈশ উত্তমো মহেশ্বরো ভবভয়কৃন্তবোঽরিহা।
ত্রিলোচনঃ শশিরবিবহ্নিলোচনো মহামনা মনসি বিরাজ মাদৃশাম্॥ ৫৫
শতেন্দবো রবিকুলকোটিরেব তে প্রভাকরপ্রভমিতি নাবগম্যতে।
যদীদৃশাঃ প্রবিলসদণ্ডকোটয়ো ভবত্তনোঃ কণবিবরেষু লক্ষিতাঃ॥ ৫৬
মতির্ভবানপি যজমান এবচ ত্বমুত্তমো মখ উপকল্পিতো স্বয়ম্।
ত্বমিজ্যসে ক্রতুষু সমেষু সেবকৈঃ পশোরিদং গণয়তি কিং বচোঽসমম্॥ ৫৭
তব প্রিয়া প্রকৃতিবিশেষরূপিণী সমাগতা ময়ি জনুষেঽজনুঃ সতী।
অনুগ্রহস্তদপর এব লক্ষিতো ন নিগ্রহোঽপ্যয়মধুনা ত্বয়া কৃতঃ॥ ৫৮
যদীশ্বরেক্ষণকণ এব বাঞ্ছ্যতে মহাফলঃ সকৃদপি বিশ্বভাবন।
ইদং হি তে খলু পরিপূর্ণবীক্ষণং বিনিগ্রহাত্মকমিতি গণ্যতে ময়া॥ ৫৯
প্রজাপতিস্ত্বয়মতিকুৎসিতং বচঃ সদাজনুঃ সমবদদেব যন্মতম্।
অনুগ্রহাৎ স চ ভবতা বিমর্দনচ্ছলাগ্নিনা কনকমিবাভিশোধিতম্॥ ৬০
প্রজাপতের্জনুরিহ দেব সার্থকং কৃতং ত্বয়া ন চ কুরু বৈ বৃথা কচিৎ।
মতিং শুভাং প্রভজতু তে পদাম্বুজং সুভক্তিতঃ প্রণমতু লক্ষ্যতে সকৃৎ॥ ৬১
ইদং বপুস্তব বিলসত্তরং পরং শশিপ্রভং কমলতরং প্রগোপ্যতু।
অদর্শয়ঃ কথমিতি গর্হিতার্থকং গুণাগুণাঃ প্রভুত্বমেব যান্তি বৈ॥৬২

শুক উবাচ।

প্রসূত্যাবিহিতেনৈব স্তবেন ভগবান্ হরঃ। চারুরূপঃ প্রসন্নাত্মা বভূব বৃষবাহনঃ॥ ৬৩
তদা ব্রহ্মা সমাগত্য হংসারূঢ়শ্চতুর্মুখঃ। বিষ্ণুশ্চ গরুড়ারূঢ়ো জগাদাতে বৃষধ্বজম্॥ ৬৪
কৃতাপরাধং দেবেশ দক্ষমেনং ব্যমর্দয়ঃ। কৃতং তত্তু সমীচীনং শান্তিমেবাধুনা চর॥ ৬৫
দেবান্ প্রকৃতসর্বাঙ্গান্ কুরু দক্ষঞ্চ জীবয়। স্থিতা তে শাশ্বতী কীর্তির্দক্ষযজ্ঞবিনাশনাৎ।
দক্ষযজ্ঞহরায়েতি স্তোষ্যন্তি ত্বাং সুরাদয়ঃ॥ ৬৬

রুদ্র উবাচ।

এবমেবাস্তু দেবাশ্চ প্রকৃতাঃ সন্তু সর্বশঃ। নৈকং কদাচিৎ কুর্বন্তু মমাপমানসঙ্গমম্॥ ৬৭
দক্ষায় চ শিরো দেহি ছিন্নমস্তং পশোরিহ। মন্নিন্দাকলুষথ্যাতিং ধ্রুবা নিকলুষো ভবেৎ॥

শুক উবাচ।

এবং রুদ্রবচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদয়োঽপি চ। নন্দী স্বয়ং মুনে তত্র ছাগস্যাঙ্গস্য কস্যচিৎ॥
মূর্দ্ধানং যোজয়ামাস তদা দক্ষোঽপি জীবিতঃ॥ ৬৯
দদর্শ পুরুষাংস্ত্রীন্ বৈ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্। অদ্ভুতাং পরমাং শোভাং দৃষ্ট্বা দক্ষোঽপি বিস্মিতঃ

সম্মার্জ্জিতেন চিত্তেন দর্পণেনেব চারুণা। দদর্শ স মহেশানং মহাত্মানং পরাৎপরম্ ॥ ১১
পরমানন্দসম্পূর্ণং পারাবারবিবাপরম্। কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশং ত্রিলোচনবিরাজিতম্ ॥ ১২
ত্রিশূলডমরুধরং সর্পাভরণভূষিতম্। অণিমাদিসিদ্ধিভিশ্চ মূর্ত্তাভিঃ সমুপাসিতম্।
বিরাজমানং মধ্যস্থং ব্রহ্মবিষ্ণ্বোর্মহারুচোঃ ॥ ১৩
এবং দৃষ্ট্বা মহাদেবং দেবদেবং মহেশ্বরম্। স্তোতুং সমুপচক্রাম বক্তুং নৈব তদাশকৎ ॥ ১৪
তদ্দৃষ্ট্বা ভগবান্ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চাপি সনাতনঃ। উচতুঃ পরমোদারৌ মহাত্মানং প্রজাপতিম্ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণূ উচতুঃ।
প্রজাপতে মহাভাগ ভগবাংস্ত্বং বভূবিথ। অয়ং সাক্ষান্মহাদেবস্তব দৃক্পথমাগতঃ ॥ ১৬
যৎপূর্ব্বমপরাধো বৈ স ক্ষান্তোঽনেন সর্ব্বথা। স্তুহি প্রণম দেবেশং ভক্ত্যা পরময়া মুদা।
আশু তুষ্যত্যসৌ দেবঃ স্বভাবাচ্ছিবনামকঃ ॥১৭
ন হ্যস্যান্তে হৃদা কিঞ্চিদ্বৈষম্যং ত্বৎকৃতে পুনঃ। দণ্ড্যাংস্তু দণ্ডয়ত্যেষ নাপরাধমপেক্ষতে ॥
শুক উবাচ।
ইত্যুক্তঃ স তদা দক্ষঃ প্রণনাম চ তান্ মুদা। স্তোতুং সমুপচক্রাম মহাত্মানং মহেশ্বরম্ ॥১৯
ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে দক্ষযজ্ঞধ্বংসো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

দক্ষ উবাচ।

নমস্তে দেবদেবেশ সুরাসুরনমস্কৃত। বিশ্বভাবন বিশ্বেশ তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ১
ত্বামাদিমাদিকর্ত্তারং বিশ্বাদ্যং বিশ্বরক্ষকম্। পশবঃ কিং নু জানন্তি দক্ষাখ্যোঽহং পশোঃপশুঃ
কিং মে দৈবং পরং জাতং জন্ম বৈ ব্যর্থমাহিতম্। ভগবন্তং মহাদেবং ভবন্তং বৈ ত্বজানতঃ ॥
ত্বমাত্মা সর্ব্বভূতানাং ত্বং গতিঃ পরমা মতঃ। ত্বং ভবো ভগবানাদিস্ত্বমনন্তো ভয়াপহঃ ॥ ৪
ত্বং শিবাখ্যো মহাভাগঃ পরমেশঃ পুরাতনঃ। হরঃ সনাতনো দেবঃ পরমাত্মা পরেক্ষিতঃ ॥
ক্ষমাশীলশ্চাশুতোষঃ সন্তোষশ্চ প্রতোষকঃ। করুণাসাগরঃ শান্তঃ কমনীয়ঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৬
বিশ্বেশ্বরো বিশ্ববন্ধুঃ পূর্ণানন্দো বিশুদ্ধধীঃ। কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৭
বিরূপো বিশ্বরূপশ্চ কালঃ কালীপতিঃ পতিঃ। সতীনাথঃ সতীবন্ধুঃ সবন্ধুর্বন্ধুরূপবান্ ॥ ৮
ভগবান্ ভগহা নন্দী মহানন্দো মহামনাঃ। বিশ্বোদ্ভবঃ প্রসন্নাত্মা কামরূপঃ প্রতাপবান্ ॥ ৯
কালানলঃ কালকর্ত্তা কালরূপী কলানিধিঃ। কামিনীনায়কঃ কামী কৌতুকী কামনাশনঃ ॥ ১০
কামঃ কামাগ্নিরূপাত্মা কৌবেরাম্বরভূষণঃ। কপর্দ্দী কূটকঙ্কালঃ কূটস্থঃ কেবলাত্মকঃ ॥ ১১
কোঙ্করঃ কোঙ্করীকারঃ কোঙ্করেৎবটবাসকঃ। ক্রীড়াত্রয়পরিশ্রান্তঃ ক্রীড়াকারী কলিঃ কলঃ ॥
কামী কেশী কেয়ূরকেশী কেকয়ীশোকনাশনঃ। কালীপরঃ কপালী চ করপালীবিভূষণঃ ॥ ১৩

কপালভূষণো ভব্যো যোগবিদ্‌যোগরূপবান্। যজ্ঞরূপো যজ্ঞকর্ত্তা যজনীয়ো যমঃ স্বয়ম্ ॥১৪
যন্ধারশোষকো যাতা যন্তনো যন্তযন্তকঃ। যোনিদেবো যোমিমালী যশস্বী যত্নবান্ পরঃ ॥১৫
যক্ষনাথো যক্ষপরো যক্ষরাজেশ্বরো যমী। পুণ্যঃ পবিত্ররূপী চ পরমানন্দবিগ্রহঃ ॥ ১৬
পূর্ণঃ পূরয়িতা পাতা পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ। পদ্মগন্ধঃ পদ্মহস্তঃ পদ্মমুদ্রাপদাম্বুজঃ ॥ ১৭
পটুঃ পটীয়ান্ পবনঃ পণ্ডিতঃ পরমার্থবান্। গোপনীয়ো গোপনাথো গোপালো গোপনস্থিতঃ
গুরুর্গগনবাসী চ গৌরাঙ্গো গৌরমস্তকঃ। গোলোকবাসী গতিমান্ গেয়ো গানকৃতী গদী ॥
গণাধ্যক্ষো গয়ারিশ্চ পিতা মাতা পিতামহঃ। সদ্‌বুদ্ধিদাতা সদ্‌বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকঃ সত্ত্বরূপবান্ ॥
সাক্ষী ত্র্যক্ষো দয়াসারো দিব্যভাবো দিবিস্থিতঃ। প্রেতভূমিপ্রিয়ো ভূতিপ্রীতি ভূষিতএব চ
ত্বং প্রেতস্ত্বং জীবরূপোঽনিন্দ্যস্ত্বং পূজিতো ভবান্। যদুক্তং ভবতে পূর্ব্বংনিন্দাবাক্যেনভূতিদ
তৈশ্চ ত্বং প্রতিপাদ্যোঽসি নিন্দ্যরূপঃস্বরূপবান্। বেদাগম্যো বেদকর্ত্তা বেদবেদ্যোবিদাংবরঃ
দক্ষস্ত্বং কশ্যপস্ত্বঞ্চ চন্দ্রঃ সূর্য্যো ভবানপি। ত্বং বিষ্ণুস্ত্বঞ্চ বৈ ব্রহ্মা রাজসস্তামসো ভবান্ ॥
সুমতিঃ কুমতিস্ত্বঞ্চ শাস্ত্রকর্ত্তা প্রকর্ষণঃ। জৃম্ভণো মোহনস্ত্বং বৈ দ্রাবণঃ ক্ষোভণো ভবান্ ॥
একাদশাত্মা রুদ্রস্ত্বং জগত্ত্রাসকরঃ পরঃ। কোঽহমেকঃ পশুর্দক্ষস্ত্বাং জানে পরমেশ্বরম্।
যস্যোদর ইদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ২৬
কিমিদং দৃশ্যতে নাথ যুদ্ধং বৃত্তমিবেক্ষ্যতে। অহো যজ্ঞঃ সমারব্ধো ময়া স্মরণমাগতঃ ॥২৭
স এব দৃশ্যতে নষ্টঃ কৃতং সাধু মহেশ্বরৈঃ। ন যত্র পূজ্যতে শম্ভুস্তৎকর্ম্ম ন সমাপ্যতে ॥ ২৮

শুক উবাচ।

ইত্যেবমপরাধেন ভূয়সা স প্রজাপতিঃ। ভীতো নিপত্য পদয়োরিদং স্তোত্রং চকার সঃ ॥
তেন প্রীতাঃ সর্ব্বদেবা বভূবুর্দ্বিজ জৈমিনে ॥ ২৯
নিপত্যোত্থায় চোত্থায় প্রণনাম পুনঃপুনঃ। ভক্ত্যা প্রজাপতির্দক্ষঃ ষড়ভিঃ শ্লোকৈর্মহেশ্বরম্ ॥

দক্ষ উবাচ।

নমস্যামি দেব ত্বদীয়াঙ্ঘ্রিযুগ্মং যদাধায় চিত্তে ত্যজে মৃত্যুভীতিম্।
ভবব্যাধিশান্ত্যৈ ভবন্নামভিন্নং ন ভৈষজ্যমাস্তে শ্রুতিস্তৎপ্রমাণম্ ॥ ৩১
প্রভো দীনবন্ধো কৃপাপারসিন্ধো মনশ্চক্ষুরাত্মস্বধিষ্ঠানকারিন্।
মনোবৃত্তিসাক্ষিন্ নমস্যামি তেঽঙ্ঘ্রী ক্ষমস্বাপরাধং মহাদেব শম্ভো ॥ ৩২
পুরো জন্মজন্মার্জ্জিতাৎ কর্ম্মণো বৈ শরীরাত্মকোঽসৌ ধ্রুবং বন্ধ এবঃ।
অতো বন্ধমুক্ত্যৈ নমস্যামি তেঽঙ্ঘ্রী ক্ষমস্বাপরাধং মহাদেব শম্ভো ॥ ৩৩
ইদং যচ্ছরীরং বৃথা মোহরূপং মমাহং ভবেত্যাদিদুষ্টগ্রহঞ্চ।
জিহাসুঃ কদা বা নমস্যামি তেঽঙ্ঘ্রী ক্ষমস্বাপরাধং মহাদেব শম্ভো ॥ ৩৪
মনস্তে বচস্তে দৃশৌ তে করৌ তে রসজ্ঞাপদে তে শ্রুতী তে মদীয়ে।
বিনিশ্চিত্য চেদং নমস্যামি তেঽঙ্ঘ্রী ক্ষমস্বাপরাধং মহাদেব শম্ভো ॥ ৩৫
দিগাকাশকালস্বরূপো মহাত্মা ন ভবস্তু যত্র ত্বমেকো ন ভাসি।

শরীরী সদাগা নমস্থামি তেহজ্ঞী ক্ষমস্বাপরাধং মহাদেব শম্ভো ॥ ৩৬
শরীরস্বভাবাৎ সদাগঃপ্রবন্ধো ন চেৎ ত্বং প্রভুঃ সন্ ক্ষমেথা মহেশ।
ক্ষ যামোষ তম্মান্নমস্থামি তেহজ্যিক্ষমস্ব পরাধং মহাদেব শম্ভো ॥ ৩৭
ক্ষমস্বাপরাধং ন বা মে ক্ষমস্ব প্রভো তে গৃহীতে পদে পঙ্কজাতে।
মৃতৌ বা জনৌ বা ধ্রুতে জীবনে বা গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং মহাদেব শম্ভো ॥ ৩৮

শুক উবাচ।

ইত্যেবং পতিতংপদে ভক্তিমন্তং প্রজাপতিম্। আকৃষ্য নিজপাণিভ্যামুদ্দধার দয়ানিধিঃ ॥৩৯
শিবদেহামৃতস্পর্শনির্বৃতঃ স প্রজাপতিঃ। আত্মনঃ পূর্ণতাং মেনে তৎক্ষণাৎ কল্পকোটিবৎ ॥
নরকাদিব বৈ ঘোরাদুদ্দধার মহেশ্বরঃ। আত্মানমীদৃশং মেনে তদা দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৪১
ত্রৈলোক্যনাথো ভগবান্ শিবঃ পরমপূরুষঃ। যস্যোদ্ধারকরঃ সাক্ষাৎ তস্য আত্মা সমর্প্যতে ॥
পশ্চাদ্যার্ত্তদয়ালুত্বং তথা চৈবাশুতোষতাম্। আজন্মনিন্দকো দক্ষঃ সকৃৎ স্তুত্বা বিমুক্তিভাক্ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভজ দেবং মহেশ্বরম্। ঘোরসংসারতঃ পাতা শিব একো মহেশ্বরঃ ॥ ৪৪
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তু পশ্যসি বা বৎস তৎ কুরুষ শিবার্পণম্ ॥
বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্ত্তনম্। ন ত্বসম্পূজ্য ভুঞ্জীত ভগবন্তং ত্রিলোচনম্ ॥৪৬
অথ ভক্তিযুতং দক্ষং বিলোক্য বিধিকেশবৌ। ঊচতুঃ পরমপ্রীতৌ মহেশস্য চ শৃণ্বতঃ ॥ ৪৭

ব্রহ্মবিষ্ণূ ঊচতুঃ।

প্রজাপতে মহাভাগ যজ্ঞমারব্ধবান্ ভবান্। তং সম্পাদয় সর্ব্বেষাং দেবানাং প্রীতিহেতবে ॥ ৪৮
সর্ব্বেষাং খলু দেবানাং ভাগাঃ সঙ্কল্পিতাস্ত্বয়া। ন কল্পিতৌ তু দ্বৌ ভাগৌ সত্যা অপি শিবস্যচ
তাবিহাপি চ কল্প্যেতাং ভাগৌ সত্যাঃ শিবস্য চ। অনয়োঃ শেষপূজা তু নাস্ত সম্মানহানিকৃৎ
মর্য্যাদা শ্রূয়তাং তত্র যাদ্যারভ্য নিরূপ্যতে। কালী শিবশ্চ দ্বাবেতৌ সর্ব্বদেবময়ৌ মতৌ ॥
এতয়োঃ পূজনে বৃত্তে নান্যপূজাংপুনশ্চরেৎ। তস্মাৎ সর্ব্বাংস্ত্ত সংপূজ্য শেষে এতৌ প্রপূজয়েৎ
সর্ব্বদেবাংস্ত্ত সংপূজ্য ন পূজ্যেতে শিবৌ যদি। তদা বৃথাসমা পূজা প্রমাণং তত্র তে মখঃ ॥
পূজয়ন্ সর্ব্বদেবান্ যো হ্যসমাপ্তেহন্যপূজনে। শিবৌ সংপূজয়েদ্ যস্ত তেন তস্য কৃতার্থতা ॥
ততো ন পূজয়েদন্যং শিবপূজনতঃ পরম্। তত্র সংপূজ্যতাং শম্ভুর্বিনা দেবীঞ্চ সম্প্রতি ॥ ৫৫
গ্রহীষ্যতি হ্যসাবেবং ভাগৌ দ্বাবেব সম্প্রতি। উভয়োরপি পূজায়াং শিবপূজা বিশেষতঃ ॥

অমুষ্য পূজনেনৈব তস্যাঃ পূজা বিশেষতঃ ॥ ৫৬

অমুষ্য পূজনেনৈব তস্যাঃ পূজাপি বর্ত্ততাম্। তস্মাচ্ছিবস্য পূজাস্য সর্ব্বশেষে বিধীয়তাম্ ॥ ৫৭

শুক উবাচ।

শ্রুত্বৈবং স তয়োর্বাক্যং প্রজেশো বিষ্ণুবেধসোঃ। তথা চক্রে বিধানজ্ঞো বিধানৈর্জ্ঞমহর্ষিভিঃ
দেবাঃ সর্ব্বে প্রাপ্তভাগাঃ পূজিতাঃ স্বস্থলং যযুঃ ॥৫৮

ততো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ দেবৌ দেবগণৈঃ সহ। দক্ষেণ পূজিতৌ প্রীতৌ স্বলোকৌ দ্বিজ জগ্মতুঃ
সর্ব্বে চ ঋষয়োহন্যে চ গন্ধর্ব্বাপ্সরকিন্নরাঃ। যযুঃ স্বং স্বং স্থলং সর্ব্বে যথাযোগ্যং প্রপূজিতাঃ

ইতি তে কথিতং বিপ্র দক্ষযজ্ঞবিনাশম্‌ । সতীদেহপরিত্যাগো দক্ষোক্তঃ শাম্ভবঃ স্তবঃ ।
পুনর্যজ্ঞস্য সংসিদ্ধির্দেবানাং পরিতোষদা ॥ ৬১

এতদ্যঃ শৃণুয়ান্নিত্যং পঠেদ্বা যঃ সমাহিতঃ । তস্য পাপবিলোপঃ স্যান্নৃতঃ শিবত্বভাগ্‌ভবেৎ ॥
শ্রাদ্ধকালে পঠেদেতমধ্যায়ং শৃণুয়াচ্চ বা । সদা স্যুঃ পিতরস্তুষ্টা বর্ষাণামযুতাযুতম্‌ ॥ ৬৩
যাত্রাকালে বিবাহে চ পুত্রসংস্কারকর্ম্মসু । ভক্তিযুক্তঃ পঠেদেতমধ্যায়ং শৃণুয়াচ্চ বা ॥ ৬৪
গঙ্গাতটেঽথ খলু সাধুসমীপতো বা লিঙ্গঞ্চ শৈবমপি যত্র বিরাজতে বা ।
শুশ্রূষুসজ্জনসমীপগতোঽপি বামুং শৃণ্বন্‌ পঠন্‌ ভবতি শম্ভুশরীরধারী ॥ ৬৫

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে দক্ষযজ্ঞসম্ভবো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিরুবাচ ।

ততঃ কিমকরোদ্দক্ষঃ শিবংপ্রাপ্য ক্রতৌ কৃতে । গঙ্গা বা সমভূৎকুত্র তন্মে বদ গুরো প্রভো

শুক উবাচ ।

গতেষু তেষু সর্ব্বেষু দেবর্ষিমানবাদিষু । প্রসূত্যা ভার্য্যয়া সার্দ্ধং দক্ষো মুগ্ধঃ পরোঽভবৎ ॥২
শিবো মোহপরশ্চাপি বভূব মুনিপুঙ্গব । ভার্য্যাং বিনা ন জামাতা শোভতে শ্বশুরালয়ে ॥৩
দক্ষোঽনুতেপে বহুশো হা সতীতি মুহুঃ স্মরন্‌ । ক গতাসি মহাভাগে বৎসে সতি সুলোচনে
অস্মাংস্ত্ব জন্মনৈবান্ধান্‌ ক্ষিপ্ত্বা কূপবরে সুতে ॥ ৪
দিব্যজ্ঞানেন দেবেশং জ্ঞাত্বা ত্বং শিবমীশ্বরম্‌ । পতিং প্রাপ্তাসি হিত্বৈব দেবাদীন্‌দেববন্দিতে
দেবাদিবন্দিতা ত্বঞ্চ দেবাদিবন্দিতঃ শিবঃ । উভৌ তু দম্পতী যোগ্যো নৈবং জানে কুধীরহম্‌
মন্দভাগ্যস্য মে দোষাৎত্যক্ত্বা চৈনংপতিংশিবম্‌ । পরলোকংপ্রয়াতাসি মাদৃশো নাস্তিদুষ্কৃতী
ত্বন্তু জন্মান্তরেঽপ্যেনং পতিং প্রাপ্স্যাসি শোভনে ॥ ৭
নাস্মাভিশ্চক্ষুষা দৃষ্টৌ যুবাংচারুসতীশিবৌ । হাহা হতোঽস্মিদগ্ধোঽস্মিবৃথাপ্রাণোঽস্মিচানিমি
ত্রৈলোক্যদুর্লভং লব্ধা ক্ষিপ্তং গম্ভীরপাথসি । শিবং রাজীবতাম্রাক্ষমেতং পরমপূরুষম্‌ ।
যষ্টুং জামাতৃবুদ্ধ্যাপি ন প্রাপ্তো বিধিবঞ্চিতঃ ॥ ৯

শুক উবাচ ।

ইত্যাদিমনুতাপং তং কুর্ব্বন্তং বৈ প্রজাপতিম্‌ । ক সতী ক সতীত্যেবং জগাদ মুগ্ধবচ্ছিবঃ ॥
উত্থায় চ ততঃ স্থানাৎ যযৌ স উত্তরামুখঃ । সতী কালীতি কালীতি শব্দমনুভয়দং পরম্‌ ॥১১
তদা স দুর্নিরীক্ষ্যোঽভূদ্দেবৈরপি সবাসবৈঃ । দক্ষাদ্যা দুরতস্তস্থুঃ শিবোঽগাদ্দুর্গমং পরম্‌ ॥
দদর্শ তত্র সহসা দীপ্যমানাং মৃতামপি । সতীং দাক্ষায়ণীং কালীমনুত্তানামনাদৃতাম্‌ ॥ ১৩
দৃষ্ট্বা তাং কালমেঘাভাংভূমাবুত্তারলোচনাম্‌ । শিবোঽহং তে পতিঃসাধ্বিত্বমুত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠভাষস্ব

কৃতার্থা ত্বং স্বভাবেন গতা ভাবান্তরং সতি। অকৃতার্থৌ বিধাত্রৈব শিবদক্ষৌ কৃতাগসৌ ॥১
দক্ষো মৌঢ্যমনুপ্রাপ্তো ভবতীং নোপলব্ধবান্। অহন্তু ত্বাং মৃতামেনাং ন ত্যক্ষ্যামি কদাচন
এবং বিলপ্য বহুধা হরঃ প্রাকৃতলোকবৎ। বাহুভ্যাং তাং পরিষজ্য জগ্রাহ শিরসাপি তাম্ ॥
গৃহীত্বা শিরসা কালীং দেবীং দাক্ষায়ণীং শিবঃ। পরমং মোদমাপন্নো জগাদাত্মানমাত্মনা ১।
অহো মে পরমং ভাগ্যং যৎ ত্বাহং শিরসাবহম্। ভার্য্যেতি লোকলজ্জাভির্যা ত্বং নারাধিতাময়
ইত্যুক্ত্বা পরমানন্দবিহ্বলো নর্ত্তুমুদ্যতঃ। আকাশে দ্রষ্টুমায়াতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ॥২০
কদাচিচ্ছিরসাধায় কদাচিদ্বামপাণিতঃ। কদাচিদ্দক্ষিণে হস্তে ধৃত্বা দাক্ষায়ণীং শিবঃ।
ননর্ত্ত ধরণীখণ্ডে মহাতাণ্ডবপণ্ডিতঃ ॥ ২১
তদা ধরণ্যাং গগনে তিলকায়িতচন্দ্রমাঃ। ন মম্লৌ স মহাদেবঃ কণ্ঠভূষণভাস্করঃ ॥ ২২
বাহুক্ষেপৈর্বহুবিধৈর্দিক্‌পালাস্তাড়িতা গতাঃ। জটাবেগ প্রতিক্ষিপ্তাঅভূবংস্তারকাগণাঃ ॥ ২৩
ধরণী ধৈর্য্যমুৎসার্য্য চচাল হ্যচলাপি যা। কূর্ম্মানন্তৌ ধরাং ধর্ত্তুং ব্যথিতৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ২৪
পাদপ্রক্ষেপসম্ভূতবায়ুনা পরিপীড়িতাঃ। অচলা অপি তে চেলুঃ শৈলাঃ কৈলাসমেরবঃ ॥ ২৫
অব্ধয়োঽপ্যুচ্ছলত্তোয়তরঙ্গা ধৈর্য্যমত্যজন্। সর্ব্বে চ পশুপক্ষ্যাদ্যা নীরবা মৃতকা ইব।
ভূতা আকালিকাপায়ে আকস্মিক উপাগতে ॥ ২৬
আনন্দবিহ্বলো দেবো লোকানাং বিপদং পরাম্। নাবধার্য্যৈব বহুধা ননর্ত্ত ঘূর্ণিতেক্ষণঃ ॥২৭
সর্ব্বেষামিহ লোকানাং দেবাদীনাংমহামুনে। কেনোপায়েনদেবোঽসৌ শাম্যেদিতিহৃদাদধুঃ
ততোপায়ং বিনিশ্চিত্য বিষ্ণুঃ পালনপণ্ডিতঃ। সতীদেহং মহাদেবশরঃস্থং ভীতভীতবৎ।
সুদর্শনেন চক্রেণ চিচ্ছেদ খণ্ডশঃ শনৈঃ ॥২৯
যদা নিক্ষিপতে পাদং ধরণৌ স মহেশ্বরঃ। তস্মৈব যৌগপদ্যেন ক্ষিপংশ্চক্রং চকর্ত্ত সঃ ॥৩০
চক্রেণ বিষ্ণুনা ছিন্না দেব্যা অবয়বাস্তু তে। নিপেতুর্ধরণৌ বিপ্র সা সা পুণ্যতরা ক্ষিতিঃ ॥
ক্বচিৎ পাদৌ ক্বচিজ্জঙ্ঘে ক্বচিজ্জিহ্বা ক্বচিন্মুখম্। ক্বচিৎ স্তনৌ ক্বচিদ্বক্ষঃক্বচিদ্বাহূ ক্বচিৎ করৌ
ক্বচিৎ পার্শ্বে ক্বচিদ্‌যোনিঃ পপাত শিবমস্তকাৎ ॥ ৩২
যত্র যত্র সতীদেহভাগাঃ পেতুঃ সুদর্শনাৎ। তে তে দেশা ধরাভাগা মহাভাগাঃ কিলাভবন্ ॥
তে তু পুণ্যতমা দেশা নিত্যংদেব্যা হ্যধিষ্ঠিতাঃ। সিদ্ধপীঠাঃ সমাখ্যাতা দেবানামপিদুর্লভাঃ
মহাতীর্থানি তান্যাসন্ মুক্তিক্ষেত্রাণি ভূতলে ॥ ৩৪
ভূমৌ পতিতমাত্রাস্তে দেব্যা অবয়বাঃ কিল। জগ্মুঃ পাষাণতাং শীঘ্রং লোকানুগ্রহহেতবে ॥
তত্র ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ দিক্‌পালাশ্চারণাদয়ঃ। স্বলোকেভ্যঃ সমাগত্য সেবন্তেঽহরহঃ সতীম্ ॥
তীর্থচূড়ামণিস্তত্র যত্র যোনিঃ পপাত হ। তীরে ব্রহ্মনদাখ্যস্য মহাযোগস্থলং হি তৎ ॥ ৩৭
কালীপুরাণে বিজ্ঞেয়ং মুনে বিবরণং ততঃ। মাহাত্ম্যং তস্য দেশস্য বিস্ফুর্জ্জামাত্তি নাপরঃ ॥৩৮
এবং কৃতে সতীদেহে নৃত্যন্ দেবো মহেশ্বরঃ। লঘুর্ভূত্তো দিশঃ সর্ব্বা দদর্শ শান্তিমাবহন্ ॥
দেবাঃ সর্ব্বে হৃতাস্তস্থুর্ভীতাঃ ক্বাপি চ কুত্রচিৎ। নারদঃ সহসা গন্তুং মতিং তন্নিকটেঽকরোৎ
শনৈঃ শনৈঃ স্তুবন্ গত্বা নারদো মুনিপুঙ্গবঃ। পুটাঞ্জলিঃ পুরস্তস্থৌ নৃত্যতস্তস্য জৈমিনে ॥৪১

দৃষ্ট্বা চ নারদং শম্ভুঃ প্রাঞ্জলিং পুরতঃ স্থিতম্ । পপ্রচ্ছ কো ভবান্ দৃষ্টঃ সতীংদাক্ষায়ণীমিতি

নারদ উবাচ ।

প্রভো দেব মহেশান সতীং প্রাপ্স্যসি সর্ব্বথা । আকালিকোঽসৌ প্রলয়ঃ স্বকৃতো নাবধীয়তে
প্রভুর্ভবসি লোকানাং কর্ত্তা পাতাভিরক্ষিতা । কথং নৃত্যচ্ছলেনেদং জগন্নাশয়সি স্বয়ম্ ।
নৈতাদৃশং প্রভোঃ কর্ম্ম নাশয়েদৃষৎ সমাশ্রিতান্ ॥ ৪৪

শিব উবাচ ।

অনৃত্যঃ শান্তভূতোঽহং শান্তাঃ সন্তু সুরাদয়ঃ । সতীদেহঃ শিরঃস্থো মে ক্ব গতো বদ শৃন্বতঃ ।
সতী বা লপ্স্যতে কুত্র তদপি ব্রূহি নারদ ॥ ৪৫

নারদ উবাচ ।

ভগবন্ ভূতভব্যেশ ত্রিলোচন মহেশ্বর । ত্রৈলোক্যবিপদং দৃষ্ট্বা ত্বাং শান্তয়িতুমর্থিনঃ ।
উপাযজ্ঞস্য বিষ্ণোস্তু চক্রেণ ত্বচ্ছিরঃস্থিতঃ । খণ্ডখণ্ডীকৃতো দেহঃ সত্যাস্ত্বঞ্চ লঘুঃ কৃতঃ ॥৪৭
দৃশ্যতাং যত্র যত্রৈব পতিতা অঙ্গসঞ্চয়াঃ । মহাপীঠাশ্চ তে ভূতাঃ কামরূপাদয়ো হর ॥৪৮

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ স মহাদেবো দদর্শ যোনিমণ্ডলম্ । লোমাঞ্চিতসমগ্রাঙ্গো বভূব দর্শনাৎ ততঃ ॥ ৪৯
দৃষ্টমাত্রা তু সা যোনিঃ শম্ভুনা মুনিপুঙ্গব । ধরাং বিভিদ্য পাতালং গচ্ছতীব বভূব হ ॥৫০
তদা তু ব্যাকুলং সর্ব্বং দৃষ্ট্বা দেবো মহেশ্বরঃ । স্বয়ং গিরিবরো ভূত্বা দধ্রে তদ্‌যোনিমণ্ডলম্ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ তত্রাপি সাহায্যার্থমুপাগতৌ । সর্ব্বে ভূত্বাশ্চতুর্ভাগাং দেবীং ধর্ত্তুং ভগাত্মিকাম্
হরশ্চ পর্ব্বতো ভূত্বা ধৃত্বা যোনিঞ্চ মোদিতঃ । যত্র যত্র সতীদেহভাগস্তত্র স্বয়ং মুনে ।
পাষাণলিঙ্গরূপেণ হ্যধিষ্ঠায় ব্যষেবত ॥ ৫৩
ততঃ স নারদং প্রাহ ক্ব সতী তৎ তু মে বদ ॥ ৫৪

নারদ উবাচ

ইহৈব কামরূপে ত্বং যোগেনাধায় মানসম্ । বিশ্রাম্য তে সতীং দেবীমন্বেষ্টুং প্রব্রজাম্যহম্ ॥
মা চঞ্চলত্বং গন্তব্যং মাস্তভাবঃ কদাচন । ত্বামৃতে ন সতী কাপি বৎস্যতে চিরতঃ প্রভো ।
অহং তে দর্শয়িষ্যামি সতীং সত্যেন তে শপে ॥ ৫৬

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশং তং প্রণম্য মহেশ্বরম্ । যযৌ বিহায়সা তত্র শম্ভুশ্চ শান্তিমান্ স্থিতঃ ॥
সর্ব্বে চ শান্তিমাপন্না নিশ্চিন্তাশ্চ তদা জন্তুঃ । যদি ন স্যাদসৌ বিষ্ণুঃ প্রলয়ঃ স্যাত্তদা পরঃ ॥
ধন্যোঽপি নারদশ্চাসৌ যঃ শম্ভোর্নিকটং গতঃ । ত্রৈলোক্যদুষ্করং কর্ম্ম বিষ্ণুশ্চক্রে প্রপালকঃ
যঃ সংহারকরো দেবো মহাদেবো মহাপ্রভুঃ । তন্মুখাৎ ত্রিজগচ্চৈতদ্‌গ্রস্তং পুনরপালয়ৎ ॥৬০
সত্যমেব মহাত্মাসৌ লোকপালনকারকঃ । যদি ন স্যাদয়ং দেবঃ কিং তদা স্যাদিহৈব তু ॥
ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা তু ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যাশ্চ দেবতাঃ । জগ্মুর্নারায়ণো যত্র স্তোতুকামা হরিঞ্চ তম্ ।
বিষ্ণুলোকং সমাসাদ্য বিষ্ণুং তুষ্টুবুরন্বিতাঃ ॥ ৬২

দেবা উচুঃ ।

বিষ্ণুং পুরাণপুরুষং ত্বাং নমস্যামহে বয়ম্ । ত্রিগুণায়াবিকল্পায় নমো নারায়ণায় তে ॥ ৬৩
সত্যব্রতায় সত্যায় নমস্তে সত্যযোনয়ে । নমঃ সত্যনিধানায় নমঃ সত্যাত্মকায় তে ॥ ৬৪
ইষ্টায় যজমানায় যজ্ঞদেবায় তে নমঃ । দেবদেবাধিপতয়ে বিষ্ণবে লোকধারিণে ॥ ৬৫
নমঃ কারণশূন্যায় সর্ব্বেষামপি হেতবে । পুরুষায় চ জীবায় সুখদুঃখার্থকায় চ ॥ ৬৬
নমঃ কমলপাদায় নমঃ কমলপাণয়ে । নমঃ কমলনেত্রায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে ॥ ৬৭
যজ্ঞেশ্বরায় যজ্ঞায় দৈত্যদানবঘাতিনে । শিবায় শিবরূপায় শিবদাত্রে চ তে নমঃ ॥ ৬৮
সদা পালনকর্ত্রে চ নমঃ সত্ত্বগুণায় তে । গুণাতীতায় গুণবদ্ধ্যায় পরমেষ্ঠিনে ॥ ৬৯
বেদজ্ঞায় বেদকর্ত্রে বেদাচরণকারিণে । নমঃ স্থূলায় সূক্ষ্মায় নমস্তে শাস্ত্রকারিণে ॥ ৭০
নিকল্পায় বিশেষায় প্রসন্নায় প্রসাদিনে । কর্ত্রে হর্ত্রে প্রবক্ত্রে চ নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৭১
প্রায়ো বিনাশিতা সৃষ্টিঃ পুনঃ সংরক্ষিতা ত্বয়া । সংহারকারকাচ্ছম্ভোঃ কোঽপরো বা ভয়াপহ
সংহারকারকঃ শম্ভুঃ সত্যমেব ন সংশয়ঃ । ত্বঞ্চ পালনকর্ত্তা বৈ তত্র নাস্তীহ সংশয়ঃ ॥ ৭৩

শুক উবাচ ।

ইত্যেবমুক্ত্বা তে দেবাঃ স্তুত্বা দেবং সনাতনম্ । ব্রহ্মবিষ্ণুযুতাঃ সর্ব্বে শিবং দ্রষ্টুমুপাগমন্ ॥৭৪
ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে মহাপীঠোদ্ভবো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

ততো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ তপস্যন্তং মহেশ্বরম্ । আগত্য বৈ দদৃশতুঃ কামরূপে মহাপ্রভুম্ ॥ ১
তমূচতুশ্চ তৌ দেবৌ পূজিতৌ চ সমর্হণৈঃ । নির্জ্জনে তত্র মুদিতৌ শিবদর্শনতস্তদা ॥ ২

ব্রহ্মবিষ্ণূ উচতুঃ ।

দেবদেব মহাদেব তব ভার্য্যা সতী শুভা । তত্যাজ দেহং রুচিরং দক্ষযজ্ঞে মনস্বিনী ॥ ৩
কিং কর্ত্তব্যমবশ্যং যদ্ভাব্যং তদ্ভাব্যমেব হি ॥ ৪
ভার্য্যা পুত্রাশ্চ ভৃত্যাশ্চ ধনানি বান্ধবাস্তথা । ন কোঽপি কস্যচিৎ ক্বাপি শরীরমপি নাত্মনঃ
ইত্যেবং নিশ্চিতং জ্ঞাত্বা ন বিমুহ্যন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৬
বিশেষতস্তু মরণং জাতস্য নিয়তং মতম্ । তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৭
ত্বঞ্চ জ্ঞানী মহাযোগী শিবস্ত্রৈলোক্যবিশ্রুতঃ । হীনমোহোঽসি সত্তং বচো নঃ সৌহৃদার্থকম্
সা চ ত্বয়া সতী প্রাপ্তা বিনা যত্নেন সুন্দরী । তাঞ্চ প্রাপ্তং যত্নবতী পুনঃ প্রত্যুপপৎস্যতে ॥৯
অপি চৈষা সতী ভার্য্যা ন তে ভার্য্যৈব কেবলম্ । সা মূলপ্রকৃতির্দেবী স্বেচ্ছয়া দেহধারিণী ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুরিমাবাবাং ত্বঞ্চ শম্ভুঃ সনাতনঃ । ত্রয়ো বৈ পরমাত্মানস্তয়া পরমমেক্ষিতাঃ ।
বহবো বৈ গুণাংস্তস্যাঃ সহায়াশ্চ পরস্পরম্ ॥ ১১

সর্ব্বানস্মান্ হি সা প্রাপ্তা সতীরূপেণ রূপিণী। তত্র ত্বাং পূর্ব্বভাবেন আবামংশেন বৈ ত্রিধা
তস্যাস্তে খলু ভার্য্যায়া দাক্ষায়ণ্যা মহেশ্বর। প্রকল্পিতং মহাপীঠং কামরূপাখ্যমুত্তমম্ ॥১৩
ইহৈব তাং পরাং স্তুত্বা ব্রহ্ম্যামোহযদিমঙ্গলে। দৃষ্ট্বা ত্বয়া তাং সংযোজ্য যাব আবাংযথাগতম্

শিব উবাচ।

নারদস্য প্রতিজ্ঞায় তস্যা অন্বেষণায় বৈ। জগাম তৎকথঞ্চাদ্য যুবাং মে দর্শয়িষ্যথঃ ॥ ১৫
তস্য দর্শনপর্য্যন্তমহমত্র তপঃপরঃ। সা সতী মে ক্বচিদয়তা মাস্তু প্রাপ্স্যাতি তন্মতা ॥ ১৬

ব্রহ্মবিষ্ণু উচতুঃ।

নারদস্যাগমো দেব চিরেণ সম্ভবিষ্যতি। অচিরেণৈব লভ্যা চেৎ কথং চিরমুপেহসে ॥ ১৭

শিব উবাচ।

এবং ভবতু তাংদেবীংস্তোষ্যামোভক্তিসংযুতাঃ। ব্রহ্মামএবতাংদেবীং লক্ষালঙ্কাস্তু বা তথা ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা উচুঃ।

দেবি প্রসীদ পরমেঽখিলমূলরূপে চিদ্রূপিণী পরমসূক্ষ্মতরা সদাসি।
ন শ্রূয়সে ন চ দৃশাপি চ লভ্যসে ত্বং ন ধ্যায়সে চ পরমাণুহৃদা নমস্তে ॥ ১৯
নিদ্রাং গতস্য পুরুষস্য তনুকহেতু গচ্ছৎপিপীলিগতিবোধ ইতীহ যশ্চ।
সৈব ত্বমাত্মনি সুযোগবিবিক্তচিত্তে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মমতিরেব নমোঽস্তু তে বৈ ॥ ২০
এতাদৃশং পরমসূক্ষ্মতরং মহেশি জ্ঞানং ন সম্ভবতি দেবমনুষ্যাকেষু।
যস্য প্রশক্যতিতরামচলাববোধঃ সৈবাসি মুক্তিরপরা প্রণমামি তুভ্যম্ ॥ ২১
কিং সম্ভবেৎ পরমসূক্ষ্মকলাত্মিকায়াঃ স্তোত্রপ্রণামমননানি তবাতিসূক্ষ্মে।
তত্রাপি দেবি ভবতীং প্রতিলব্ধুকামাঃ স্যামো বয়ং কৃপয় দেবি পরিপ্রসীদ ॥ ২২
ত্বং স্বেচ্ছয়া সৃজসি পাসি গুণত্রয়ার্হাস্তেষে চ সংহরসি নোঽপি জগৎ কিমন্যৎ।
স্থূলাসি সূক্ষ্মপরমাসি মহাত্মিকাসি ত্বং নিষ্কলানবগমাসি নিষেধশেষা ॥ ২৩
সানুগ্রহাদ্ধৃততনুরপি নির্ব্বিকারা ভ্রূভঙ্গমাত্রকলিতাণ্ডচয়াসি দেবি।
তেন প্রণামমননস্তবনাদিকানি কার্য্যাণি কুর্ম্ম ইহ দেবি বরে প্রসীদ ॥ ২৪
নির্হেতুভক্তিসুলভে ভবদুর্লভা ত্বং নির্হেতুভক্তিরপি দুর্ঘটিতা জনেষু।
তস্মাচ্ছরীর্য্যপি শরীরবিবন্ধহীনো যস্ত্বাং স্মরেৎ স ভবতীং সমবৈতি লোকে ॥ ২৫
ত্বং ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবদেহকরী চ বিষ্ণুরাকাশকালবদতীন্দ্রিয়কাসি মাতঃ।
ব্রহ্মাণ্ডকোটিকসমুৎকরলোমকূপা কিং ক্ষুদ্রচেতসি জনৈঃ পরিচিন্তনীয়া ॥ ২৬
দাক্ষায়ণীমপি সতীং সুরুচিং রবীন্দুসাহস্রকোটিরুচিকাং পরিতঃ স্মরামঃ।
শ্যামাসি চন্দ্রধবলাসি চ হেমগৌরী রক্তাসি চিত্তমনুরূপতনুং স্মরামঃ ॥ ২৭
ত্বং বৈ সমস্তসকলাত্মসু বর্ত্তমানা যদ্‌যন্নিযোক্ষ্যসি দেবি তদেব সর্ব্বে।
কুর্ব্বন্তি চাথ খলু যে মম তেঽহমেতৎ সম্যক্ করোম্যুত কিলেতি শিবাসি মায়া ॥ ২৮
কালী নবীনঘনরূপপরার্দ্ধচন্দ্রবিভ্রাজমানশুভমৌলিতলামলা চ।

দুর্গা জগচ্চরণপদ্মতলা ভবানী মাতাম্বিকা চ সদয়া সততং প্রসীদ ॥ ২৯
এনং শিবং সকলপুরুষমগ্র্যরূপং ভীমং ত্রিনেত্রমপি সত্ত্বপরং মহেশম্।
ত্যক্ত্বা কথং কৃতবিভাবতয়া স্থিতাসি হেনং নিরীক্ষ্য দয়য়া খলু জীবয়াস্মান্ ॥ ৩০

শুক উবাচ।

এবং তান্ স্তবতো দেবান্ দেবী কমললোচনা। নারীসহস্ররূপেণ তেষাং সন্দর্শনং দদৌ ৩১
সর্ব্বাস্তাশ্চারুসর্ব্বাঙ্গ্যো যুবত্যোঽতিমনোহরাঃ। নানাভরণভূষাঢ্যাঃ স্মেরোৎফুল্লমুখাম্বুজাঃ ॥৩২
তাস্তে নন্দদৃশুর্দেবা নানারূপাঃস্ববাসসঃ। ক্ষণে শ্যামাঃ ক্ষণে শুক্লাঃ ক্ষণে রক্তাঃ ক্ষণেঽন্যথা
ক্ষণে বিবস্ত্রাস্তরুণীঃ ক্ষণে কানকবাসসঃ। নৃত্যন্তীশ্চ হসন্তীশ্চ গানবাদ্যকরাঃ ক্ষণে।
পুরঃ পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োশ্চ উর্দ্ধাধঃ ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৩৪

দৃষ্ট্বৈব তাদৃশীস্তাস্তে চলচ্চিত্তা মহামুনে। লেভিরে নির্ব্বৃতিংনৈব কিমাহো ভ্রমহেবয়ম্ ॥৩৫
পশ্যামো বা দিশংকাঞ্চিদ্দিশং কাঞ্চাভিসংস্তম। ইমা হি সা ধ্রুবং দেবী স্বরূপং সমদর্শয়ৎ ॥
দেবী তু তাংস্ত ব্যামুগ্ধান্ বিলোক্যকৃপয়ান্বিতা। একীভূতা বভৌ বিপ্রসতী ভিন্নেব নির্ম্মিতা

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা উচুঃ।

এতে বয়ং ত্রয়ো দেবা ভবদ্দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ। ত্বং সতী ভব শম্ভ্বর্থে সদয়া পূর্ব্ববদ্ভব ॥ ৩৮

দেব্যুবাচ।

যুষ্মাকং বিহিতাৎ স্তোত্রাৎ তুষ্টাহং দর্শনং গতা। ত্যক্তদেহা কথং শম্ভুমশরীরা হ্যপাশ্রয়ে ॥
এবঞ্চেদ্ভবতোঽভীষ্টং বিক্ষোভশ্চব্রহ্মণস্তথা। তৎ কথং মে বপুশ্ছিন্নং ত্রৈলোক্যাপায়কাতরাঃ
তচ্চেদ্বপু রক্ষিতং স্যাত্তদা তত্র পুনর্গতা। প্রাপ্তা শিবং স্যাং দেবেশাস্তদ্যুষ্মাভির্বিনাশিতম্ ॥
যাবদ্দক্ষে কুধীঃ সম্যগ্ বিনষ্টো ন ভবেদপি। অহং তাবদ্বপুস্ত্যক্ত্বা তিষ্ঠাম্যত্র সঙ্গতা ॥ ৪২
শুভাং মতিং গতে দক্ষে পুনস্তদ্বপুবাস্থিতা। শিবমেব ভজিষ্যামীত্যেবং মে মনসি স্থিতম্ ॥৪৩
শিবো মাং পরমানন্দপূর্ণঃ সন্ শিরসাকরোৎ। তেনৈবাসন্নজীবাহং যুষ্মাভিঃ প্রতিবাধিতা ॥৪৪
কিন্তু শম্ভুশিরশ্চৈকো বামো মম তদাভবৎ। তচ্চ সম্পৎস্যতে পশ্চাৎ সম্ভবিষ্যাম্যহং যদা ॥৪৫
যূয়ন্তু মম বৈ দেবা যত্নাস্থিতবিরোধকাঃ। বভূব তেন বৈ ব্রহ্মা মুহুর্ম্মৃত্যুবশং ব্রজেৎ ॥ ৪৬
বিষ্ণুর্নিদ্রাবশং গচ্ছেন্মাসান্ বৈ চতুরোঽব্দিকান্। ব্রহ্মা চতুর্যুগদিনে গতে নিদ্রাস্যতে তথা ॥
প্রলয়ানন্তরাং সৃষ্টিং করোত্বেষ পুনঃপুনঃ। সুরা বিপন্না ভূয়াসুঃ সম্পত্তিযাচকা অপি ॥ ৪৮
এবং শ্রুত্বা বিমনসৌ বভূবতুরতীব তৌ। ব্রহ্মাবিষ্ণূ মহাত্মানৌ প্রোচতুঃ প্রাঞ্জলিস্থিতৌ ॥
আবাং কৃতাগসৌদেবি ত্বয়াশপ্তৌনিজেচ্ছয়া। কথমেব শিবো নাম নাস্যতো ভিদাতে ক্বচিৎ
শাপেঽবশিষ্যতে দেবি বয়ং তে সর্ব্বতঃ সমাঃ ॥ ৫০

শুক উবাচ।

ইত্যুক্তা সা তদা দেবী স্তুতিবাক্যেন চারুণা। স্ফুরৎস্মিতমুখাম্ভোজা জগাদ মধুরাক্ষরম্ ॥৫১

দেব্যুবাচ।

এবমেব মহেশোঽয়ং শাপমর্হতি নান্যথা। প্রেতভূমিপ্রিয়োঽস্ত্বেষ দরিদ্রো ধনবানপি ॥ ৫২

যুবাভ্যাঞ্চ বরানিষ্টান্ দদামি স্তবতোষিতা। ব্রহ্মন্ প্রজাপতির্ভূত্বা বর্ণানাং জনকোঽপি চ॥
ব্রাহ্মণাস্তে প্রজাজ্যেষ্ঠা ভবন্তু শুচয়ঃ সদা। পৃথিবীধারকাঃ শাস্ত্রচক্ষুষঃ ক্ষমিণঃ সদা॥ ৫৪
দেবৈরপি সমারাধ্যা ধর্ম্মপূর্ণা মহাপ্রভাঃ। সর্ব্বেষামেব দেবানাং মুখানি তীর্থপাদকাঃ॥৫৫
ত্বঞ্চ বিষ্ণো ভব শ্রীমান্ দেবৈঃ সর্ব্বৈরভিষ্টুতঃ। সত্ত্বস্বরূপী ভগবান্ সর্ব্বভূতসমঃ সুহৃৎ॥ ৫৬
বিষ্ণুস্ত্বং ব্যাপকত্বাচ্চ মহাশক্তিঃ সনাতনঃ। অজরশ্চামরঃ সত্যঃ সদ্যশা বিশ্বরূপবান্॥ ৫৭
ত্বং নানাবতারান্ কৃত্বা প্রজাঃ সংপালয়িষ্যসি। মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু হ্যবতারান্ করিষ্যসি॥৫৮
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপ্মনঃ। তদা ত্বমবতীর্ণঃ স্যা ধর্ম্মবৃদ্ধ্যৈ অধর্ম্মমুট্॥ ৫৯
বর্ণাশ্রমাণামাচারান্ বহূন্ ধর্ম্মান্ প্রবর্ত্তয়েঃ। অহঞ্চ ত্বানুযাস্যামি শ্রীস্ত্রিভ্যংশেন ধর্ম্মিণী॥৬০
যত্র যত্রাবতারস্তে তত্র শ্রীরবতারিণী। আদৌ কৃতে যুগে দেব ব্রহ্মচারী ভবিষ্যসি॥ ৬১
দ্বিতীয়ে নারদো ভূত্বা বহূংস্তন্ত্রান্ করিষ্যসি। বরাহমূর্ত্ত্যা পৃথিবীমুদ্ধরিষ্যসি লীলয়া॥ ৬২
হিরণ্যনয়নং নাম তদর্থে সংবধিষ্যসি। ততো ভূয়স্তপঃকর্ত্তা নরো নারায়ণস্তথা॥ ৬৩
ততশ্চ কপিলো ভূত্বা সাংখ্যযোগং বদিষ্যসি। ভবিষ্যসি ততঃ ষষ্ঠ আত্রেয়ো দত্তনামকঃ॥
ততো রুচেঃসুতোকৃত্যাং যজ্ঞাখ্যঃসংভবিষ্যসি। ততঃ প্রৈয়ব্রতে বংশে ঋষভাখ্যোভবিষ্যসি
ততো রাজা পৃথুর্ভূত্বা পুরাদীন্ কল্পয়িষ্যসি। দশমঃ শফরো ভূত্বা বেদান্ সমুদ্ধরিষ্যসি॥৬৬
মন্থানং মন্দরং শৈলং কূর্ম্মঃ পৃষ্ঠে ধরিষ্যসি। তেন দেবাসুরৈরব্ধিং মথিত্বামৃতমাহরেঃ॥ ৬৭
ধন্বন্তরিস্ততো ভূয় আয়ুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তকঃ। নরসিংহস্ততো ভূত্বা দৈত্যরাজং বধিষ্যসি॥ ৬৮
রাবণং কুম্ভকর্ণঞ্চ রামো ভূত্বা হনিষ্যসি। ততশ্চ বামনো ভূত্বা রাজ্যমাচ্ছিদ্য বৈ বলেঃ॥৬৯
দাস্যসীন্দ্রায় দেবায় ততো গঙ্গা প্রবৎস্যতি। ভূত্বাথ ভার্গবো রামো নিঃক্ষত্রাংক্ষ্মাংকরিষ্যসি
ভূত্বা মহর্ষির্বাল্মীকির্মহাকাব্যং করিষ্যসি। ভূত্বা পারাশরির্ব্যাসঃ পুরাণাদি করিষ্যসি॥ ৭১
ততো লোকবিমোহায় বুদ্ধস্ত্বং হি ভবিষ্যসি। পৃথ্বীং তদা ধর্ম্মদ্বেষিভাবপীড়াযুতাং স্বয়ম্॥৭২
বিলোক্য ধরণীখণ্ডে কৃষ্ণরামৌ ভবিষ্যসি। বসুদেবাৎ তু দেবক্যাং জন্মনী সপ্তমাষ্টমে॥ ৭৩
গোকুলে গোপবৃন্দানামীশ্বরো ত্বং ভবিষ্যসি। বিহিংসিতুং তদা কংসং প্রাগেব পূতনাদিকান্
হত্বা গত্বা চ মথুরাং কংসং শক্রং হনিষ্যসি। ইন্দ্রযাগং বিধ্বংস্যৈব ধর্ত্তা গোবর্দ্ধনং পুরঃ॥৭৫
সর্ব্বাসাং গোপরামাণাং যুবতীনাং মহোৎসবঃ। শৃঙ্গাররসমিচ্ছূনাং পূরয়েস্ত্বং মনোরথম্॥৭৬
তদা মে প্রীতিরধিকা ত্বদর্থে সম্ভবিষ্যতি। তৎ তু তে পুণ্যদং কর্ম্ম লোকে গেয়ং ভবিষ্যতি॥
জরাসন্ধবলং হত্বা ভীতস্ত্বং যবনাৎ পরম্। সমুদ্রে দ্বারকানাম্নীং পুরীং পুণ্যাং করিষ্যসি॥৭৮
ছলেন যবনং হত্বা মুচুকুন্দবরপ্রদঃ। ষোড়শস্ত্রীসহস্রস্য অষ্টোত্তরশতস্য চ॥ ৭৯
পতির্ভূত্বা তথা মূর্ত্তীঃ কৃত্বা তত্র সুখী ভবেঃ। পুত্রপৌত্রাদিকাং গোষ্ঠীংকৃত্বা গেহীভবিষ্যসি
তেনৈব তু গৃহস্থানামাশ্রমজ্ঞানদো ভবেঃ। জরাসন্ধবধঞ্চৈব শিশুপালবধং তথা॥ ৮১
পৌণ্ড্রং শাল্বং নিহত্যাপি দন্তবক্রং হনিষ্যসি। ততোঽর্জ্জুনস্য কৌন্তেয়পাণ্ডবস্য নরস্য চ॥৮২
সম্ভূয় সারথিঃ শ্রীমান্ হন্তা দুর্য্যোধনাদিকান্। কৃষ্ণার্জ্জুনৌ নামতো বৈ নরনারায়ণৌ যুবাম্
ভূত্বা ভারং ভুবো হৃত্বা পৃথ্বীং সংসুখয়িষ্যসি। যুধিষ্ঠিরং ধর্ম্মপুত্রং সাক্ষাদ্ধর্ম্মমিবাপরম্॥৮৪

ধর্ম্মসিংহাসনে ভূপং স্থাপয়িত্বা পুরীং ব্রজেঃ। ততস্তু ব্রহ্মশাপেন চ্ছলেন স্বকুলাত্মকম্ ॥৮৫
হরিষ্যসি ধরাভারং বৈকুণ্ঠঞ্চ গমিষ্যসি। বৈকুণ্ঠাথ্যং তব স্থানং পশ্য সঙ্কল্পিতং ময়া।
নামানি তব গাস্যন্তি পুণ্যানি পরমাণি চ ॥ ৮৬

নারায়ণাচ্যুত হরে মধুকৈটভারে গোবিন্দ কেশব ভয়াপহ পুতনারে।
গোপীজনপ্রিয় বকান্তক নন্দসূনো চানূরমুষ্টিকবিনাশক কংসশত্রো ॥ ৮৭
শ্রীদেবকীতনয় গোপপতে মুরারে গোপালপালক ধরাধররাজধারিন্।
শ্রীমাথনাথ গজরাজবিপত্তিমোচিন্ কংসালয়ে কুবলয়েভশিরোবিদারিন্ ॥ ৮৮
দামোদর ত্রিপদবিক্রমলঙ্ঘিতার্কচন্দ্রাদিমণ্ডলবিথণ্ডযশঃ প্রসীদ।
ভূভারহারক নবাম্বুদসান্দ্রমূর্ত্তে ভূদেবদেব বসুধোদ্ধরণাব্যয়াত্মন্ ॥ ৮৯
লোকেশ গোদ্বিজসুরার্ত্তিহরাবতার ভীমানুজাতরথসারথিভূত পাহি।
দেব প্রলম্ববধকাঘবিনাশকারিন্ সারিষ্টধেনুকবিনাশপবিত্রনামন্ ॥ ৯০
বিষ্ণো মুকুন্দ পুরুষোত্তম পদ্মনাভ বৈকুণ্ঠ বামন জনার্দ্দন বাসুদেব।
রামানুজাত মথুরেশ্বর রৌহিণেয় ব্যামোহনাশন নবাম্বুজনেত্র পাহি ॥ ৯১
গোপীপতে ব্রজপতে যমুনাবিহারিন্ বৃন্দাবনেশ্বর গদাধর যাদবেন্দ্র।
বার্ষ্ণেয়সাত্বতপতে জয়সত্যভামাসূর্য্যাত্মজাধব সুধাকর মাধবেশ ॥ ৯২
শ্রীরুক্মিণীধব মাধব কৌস্তুভাভাশোভাঢ্য শার্ঙ্গকর কামকলারসজ্ঞ।
নাগেন্দ্রমর্দ্দন ভয়ার্দ্দন যজ্ঞভোক্তঃ শ্রীমন্ নৃসিংহ হরভক্তহরৈকভক্ত ॥ ৯৩
ভক্তৈকবশ্য রঘুবীর মনো মহর্ষে রাজাধিরাজ জয় জীবনরূপ কৃষ্ণ।
পদ্মাংশষোডশসহস্রশতাষ্টভার্য্যা-তৎপুত্রপৌত্রসমুপার্জ্জিতবংশগেহিন্।
প্রদ্যুম্নদেব অনিরুদ্ধ সদানিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণাভয়দ শান্তিকর প্রসীদ ॥ ৯৪

ইত্যাদি খলু নামানি তব গাস্যন্তি নিত্যশঃ। পাতালে শেষশয্যায়াং লক্ষ্মীসংসেবিতঃস্বরাট্
শিবো ব্রহ্মা তথা ত্বঞ্চ ন ভিন্না বৈ কদাচন। মন্ময়াঃ খলু যূয়ং যৎ তস্মাদ্ভিন্না ন বোঽপ্যহম্
অভিন্নানাঞ্চ ভেদার্থী নারকী পরমো মতঃ। অহন্তু ভবতাং সর্ব্বকার্য্যেষু খলু সংস্মৃতা ॥ ৯৭
অভীষ্টং সাধয়িষ্যামি যুষ্মাকমিত্যসংশয়ম্। অহঞ্চ গোপনীয়া বো নারীণাংযোনিরূপিণী ॥৯৮
সর্ব্বাসু খলু নারীষু মমাধিষ্ঠানমুত্তমম্। কুমারীষু চ সর্ব্বাসু যুবতীষু বিশেষতঃ ॥ ৯৯
আসাং যোনিং স্তনং দৃষ্ট্বা প্রণমেন্মামনুস্মরন্। কটুবাক্যংতথা পীড়াং পুষ্পেণাপি চ যোষিতি
শাক্তো বা বৈষ্ণবঃ শৈবো ন কদাপি সমাচরেৎ। স্ত্রীষু পীড়াদিকর্ত্তা হি দেবান্ বৈমুখ্যমাচরেৎ
অহং মাতা হি জগতাং সর্ব্বাসু স্ত্রীষ্বধিষ্ঠিতা। মম তন্ত্রাংশ্চ মন্ত্রাংশ্চ শিবো বক্ষ্যতি নাপরঃ ॥
অহং ত্যক্তশরীরৈব ক্বাপি লব্ধা জনুঃ পরম্। দ্বিধা ভূত্বা শিবংপ্রাপ্স্যে চিন্তিতব্যো নসংশয়ঃ
যূয়ং পরস্পরং কার্য্যে সহায়াঃ কুরুত ক্রিয়াঃ। ময়া নিরীক্ষিতাঃ সর্ব্বে শক্তিমন্তো ন চান্যথা

শুক উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে দেবী ব্রহ্মবিষ্ণূ ততো গতৌ। শিবশ্চ নারদাপেক্ষী কামরূপে তপঃস্থিতঃ ॥

সতী চ ত্যক্তদেহা সা দ্বিধা ভূত্বা হিমালয়ম্। জগাম মেনকাগর্ভেঽভবৎ কন্যাদ্বয়ং দ্বিজ ॥
সত্যা মৃতাং তনুং শম্ভুঃ শিরসা বিদধে যদা। তদৈব শম্ভুমৌলৌ সা বাসংপ্রাপ সতী শুভা
তদর্থং শিরসি স্থাতুং শম্ভোঃ কিল সতী শুভা। গঙ্গা বভূব মেনায়াং উমা তস্যাঃ স্বসানুজা
তত্রাদৌ জন্মকর্ম্মাণি গঙ্গায়াঃ শৃণু কথ্যতে ॥ ১০৮

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে সতীব্রহ্মাদিসংবাদো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

যা মেনাতুমনোরমাসুরগিরেঃকন্যাততঃ সম্ভবা গঙ্গা স্বর্গপুরংগতা সুরগণৈর্নীতা চ ভাণ্ডেবিধেঃ
তত্রৈবাপপতিংশিবংহরিতনুংযাতাদ্রবীকারিতাঃ সাবিষ্ণোশ্চরণাত্তগী থবশাৎত্রৈলোক্যগাস্বধুনী
সতী দেহং পরিত্যজ্য দক্ষযজ্ঞে মহামুনে। পুনঃ সা জন্মনে শৈলং যযৌ দেবী হিমালয়ম্ ২
পুত্রী সুমেরোঃ সুভগা মেনা নাম মনোরমা। তস্যা গর্ভে জনুর্লেভে সতী গঙ্গেতি যোচ্যতে
বৈশাখে মাসি শুক্লায়াং তৃতীয়ায়াং দিনার্দ্ধকে। বভূব দেবী সা গঙ্গা শুক্লা সত্যযুগাকৃতিঃ
সুতায়াং তত্র জাতায়াং শৈলরাজো হিমালয়ঃ। বভূব পরমপ্রীতো মঙ্গলঞ্চাকরোদ্বহু ॥ ৫
দিনে দিনে চ সা কন্যা ববৃধে গিরিবেশ্মনি। ত্রিনেত্রা শুক্লবর্ণা সা চতুর্ব্বাহুঃ সুলোচনা ॥ ৬
এবম্ভূতাঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে মুমুদিরে দ্বিজ। তত্র শৈলাধিরাজস্য ববর্দ্ধ স্নেহ উত্তমঃ ॥৭
তস্যাং সুতায়াং চার্ব্বঙ্গ্যাং কোটিচন্দ্রসমত্বিষি। স্ফুরদ্বাগিব সা জাতা গতে মাসচতুষ্টয়ে।
অথ দেবালয়ে দেবানভ্যভাষত নারদঃ ॥ ৮

নারদ উবাচ।

দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে শৃণুতেদং ময়েরিতম্। ত্যক্তদেহা সতী জাতা হিমালয়গৃহে সুতা ॥৯
ইয়মেবাভবৎকাঙ্গা ভাগার্দ্ধেন মহাপ্রভা। ভাগার্দ্ধমপরঞ্চাপি তত্রৈবোমা ভবিষ্যতি।
সাম্প্রতন্তু বয়ং গঙ্গাং ভুবি দ্রক্ষ্যামহে বয়ম্ ॥ ১০

দেবা উচুঃ।

অহো নারদ কিং সত্যং প্রাপ্তদেহা সতী পুনঃ। বদ গত্বা শিবং শীঘ্রং সতীবিরহদুঃখিনম্ ॥

নারদ উবাচ।

অহো যূয়ং ন জানীধ্বমবিচার্য্য বদো হি বঃ। ময়া যদুচ্যতে বাক্যং তদ্বিচারয়তাখিলম্ ॥১২
যদা শম্ভুঃ সতীং ধৃত্বা শিরসা সংননর্ত্ত। তদা তস্য মহানৃত্যসুখং যুষ্মদ্বিনাশিতম্।
তেনানন্দবিরোধেন শিবো বেহদ্যাপি দুঃখিতঃ ॥ ১৩
অতঃ শিবস্য সন্তুষ্ট্যৈ শিবায় গিরিজাং সতীম্। বয়মেব হি দাস্যামঃ সমানীতামিহৈব হি ১৪
অত আদৌ গিরিসুতাং গঙ্গামানয়তামরাঃ। পশ্চাচ্ছিবো জ্ঞাপনীয়ো লব্ধা দাক্ষায়ণীতি বৈ

দেবা উচুঃ ।

কথংশৈলোমহাভাগোদেবীংত্যক্ষ্যতি নঃ সুরান্ । কথং বা তংপরিত্যজ্যদিবংদেব্যাগমিষ্যতি
সা দেবী ভক্তিসুলভা ভক্তিমাংশ্চ হিমালয়ঃ । আগমিষ্যতি কিং দেবী তস্মাদস্মাকমালয়ম্ ॥

নারদ উবাচ ।

যূয়ংদেবামহাত্মানোদাতারং তং হিমালয়ম্ । যাচধ্বং স হি বো দাতাগঙ্গাং দাস্যতি নান্যথা
গঙ্গা চ সংস্তুতা স্বর্গং যুষ্মাকমাগমিষ্যতি ॥ ১৮

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তা নারদেনৈতে দেবা ব্রহ্মাদয়োঽখিলাঃ । এবমেবেতি নিশ্চিত্য তথা কর্ত্তুং সমুদ্যতাঃ
ব্রহ্মেন্দ্রশ্চ কুবেরশ্চ বরুণশ্চ যমস্তথা । হিমালয়গৃহং গন্তুং মতিং চক্রুস্ত্বরান্বিতাঃ ॥ ২০
গঙ্গা চাত্মানমমলাং হিমালয়মদর্শয়ৎ । স্বপ্নে দদর্শ তাং শৈলশ্চারুরূপাং চতুর্ভুজাম্ ॥ ২১
শুক্লাং ত্রিনয়নাং দেবীং মকরাসনসংস্থিতাম্ । চতুর্ভুজাং বরং পদ্মমভয়ঞ্চামৃতং তথা ॥ ২২
দধানাং যুবতীং চারুসর্ব্বাঙ্গীং সস্মিতাননাম্ । নানাভরণভূষাঢ্যাং প্রণতাং সর্ব্বদৈবতৈঃ ॥২৩
ভাসয়ন্তীং দিশঃ সর্ব্বাঃ স্বয়া কান্ত্যা লসত্তরাম্ । পাপভূধরদাবাগ্নিশিখামিব হি সর্ব্বতঃ ২৪
এবং সা স্বং নিজং রূপং দর্শয়িত্বা হিমালয়ম্ । অভ্যভাষত দেবানাং প্রবিধাতুমনুগ্রহম্ ॥২৫
শৈলাধিরাজ ধর্ম্মাত্মংস্তবাহং তনয়া শুভা । শ্রুতং তে দক্ষসবনে জহৌ দাক্ষায়ণী তনুম্ ॥২৬
সৈবাহমর্দ্ধভাগেন ত্বত্তো লব্ধবতী বপুঃ । পুনরন্যা ভবিষ্যামি দুহিতা তে সুলোচনা ॥২৭
মাং নেতুং স্বর্গমমরাস্ত্বামায়াস্যন্তিযাচকাঃ । তেষাং দাস্যসি তত্রৈব পতিং প্রাপ্স্যাম্যহং শিবম্
ত্বত্তোঽন্যাং তনয়াং তস্মৈ শিবায়াহুয় দাস্যসি । অহং দেবোপরোধেন স্বর্গং যাস্যামি ভূতলাৎ
মদ্বিচ্ছেদাত্মা বিমোহং ভবান্ ক্বাপি করিষ্যতি । এতদর্থং পুরোঽবোচং মোহশান্তিকরং বচঃ
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবী শৈল উত্থায় তল্পতঃ । চিন্তয়ামাস যদ্দৃষ্টং শ্রুতং স্বপ্নে কিলাদ্ভুতম্ ॥৩১
তস্যাশ্চ দুহিতুস্তত্ত্বং সর্ব্বং জ্ঞাত্বা ধরাধরঃ । মোচং তত্যাজ কন্যেয়ং মমেতি যঃ পুরাকৃতঃ ॥৩২
শয়নে ভোজনে স্নানে কথায়াঞ্চসদা গিরিঃ । দধ্যৌ তাং পরমাংদেবীং দেবদেবীভিরর্চ্চিতাম্
অথাগতাঃ পঞ্চ দেবা অবতীর্য্য নভস্তলাৎ । হিমালয়ং মহাভাগং দদৃশুঃ স্মিতভাষিণঃ ॥ ৩৪
হিমালয়স্তান্ পঞ্চৈব স্বতেজোভিঃ সমুজ্জ্বলান্ । পূজয়ামাস বিধিবদ্ব্রহ্মবুদ্ধ্যা মহাপ্রভান্ ।
আসনেষূপবিষ্টাংস্তান্ শৈলরাজোঽভ্যভাষত ॥৩৫

হিমালয় উবাচ ।

কে যূয়ং সুপ্রভাবন্তঃ কিমর্থং বা সমাগতাঃ । মমাত্র বান্যত্র বা বো বিদ্যতে কার্য্যমুত্তমম্ ॥

দেবা উচুঃ ।

বয়মেতে মহাভাগ দেবাস্তে নিকটাগতাঃ । কিঞ্চিদর্থং যাচিতুঞ্চ সমায়াতাঃ শৃণুষ তৎ ॥৩৭
অয়ং ব্রহ্মা অয়ঞ্চেন্দ্রোযমোঽয়ং বরুণোঽপ্যয়ম্ । অয়ংকুবের আখ্যাতঃ পঞ্চৈতে দেবতাধিপাঃ
কশ্চিদস্তি মহাবৃক্ষো নানাবিধফলৈর্যুতঃ । তস্যৈকন্তু ফলং নেতুমাগতা বৈ বয়ন্ত্বিমে ।
সহায়ো ভব তত্র ত্বং যেন তৎ ফলমাপ্নুমঃ ॥ ৩৯

শুক উবাচ ।

শ্রুত্বৈবং বচনং তেষাং শৈলরাজো হিমালয়ঃ । জ্ঞাতবান্ খলু গঙ্গাং তাং নেতুকামান্ সুরোত্তমান্
গঙ্গায়া বচনং স্মৃত্বা দৃষ্ট্বা চ তান্ সুরোত্তমান্ । গঙ্গাত্যাগং মুহুঃ সহং চিন্তয়িত্বাঽব্রবীচ্চ তান্

হিমালয় উবাচ ।

জ্ঞাতা যূয়ং ময়া দেবা ব্রহ্মাদ্যাঃ পরমোদয়াঃ । যুষ্মাকঞ্চ সমায়াতং মহাভাগ্যোদয়োত্তবম্ ॥
এবঞ্চ খলু জানামি তথাপ্যেবং নিবেদয়ে । অচলোঽহং বিধিকৃতঃ ক্ব যাস্যামি হৃতশক্তিকঃ ।
কোঽসৌ বৃক্ষো ন জানেঽসৌ ফলং বা তস্য কীদৃশম্ ॥ ৪৩

দেবা উচুঃ ।

অস্তি সোঽসৌ মহাবৃক্ষো ভবতো বশগোঽপি চ । ফলঞ্চ তদ্বশে তস্য বর্ত্ততে নাত্র সংশয়ঃ ॥
দদাসি চেৎ স্বচ্ছহৃদা বয়ঞ্চ প্রাপ্নুমস্তদা । সর্ব্বঃ স্বার্থপরো লোকো ন বেদ পরসঙ্কটম্ ।
যদি বেদ ন যাচেত নেতি নাহ যদীশ্বরঃ ॥ ৪৫

হিমালয় উবাচ ।

অস্তি তাবন্মহাবৃক্ষঃ ফলং তস্য চ বর্ত্ততে । অনিষ্পন্নং তচ্চ ফলং তদ্বিচ্ছেদোঽতিদুঃসহঃ ॥৪৬

দেবা উচুঃ ।

বৃক্ষ এব ফলং ধত্তে পরার্থমেব নান্যথা । উপস্থিতেভ্যঃ পাত্রেভ্যো দত্তং স্যাৎ তদ্ধি সার্থকম্
বিশেষতো বয়ং দেবাস্তৎফলার্থাঃ সমাগতাঃ । ন প্রত্যখ্যাহি শৈলেশ ভব নামীশ্বরোঽপি চ

শুক উবাচ ।

এবং তদ্বচনং শ্রুত্বা বিবক্ষুং তং ধরাধরম্ । জ্ঞাত্বা গঙ্গা সমাগত্য কন্যারূপেণ চাব্রবীৎ ॥ ৪৯

কন্যোবাচ ।

কিং দেবৈঃ সহ সংবাদং কুরুষে পার্থিবং পিতঃ । যদ্ ব্রুবন্তি তদেবেষ্টং সমাচর ধরাধর ॥৫০
অহং তে নিকটস্থৈব কিং প্রাকৃত ইবাচর । অদূরস্থাপি দূরস্থা কর্ম্মবিক্ষিপ্তচেতসাম্ ॥ ৫১
দূরস্থাপি হৃদিস্থাহং সদা ভক্তিমতামিহ । ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যা ন ধ্যানান্ন চ দর্শনাৎ ।
অতস্তে নিকটস্থাং মাং ন দূরস্থাং বিচিন্তয় ॥ ৫২

হিমালয় উবাচ ।

স্বয়ঞ্চেদ্ যদ্যসৌ দেবী গন্তুমিচ্ছতি বঃ পুরম্ । তদহং কেন যত্নেন রক্ষিষ্যাম্যবিদূরতঃ ॥ ৫৩
কিন্তু মন্মুখতো বাক্যং যাতু চেতি ন নিঃসরেৎ । দেব্যা অভিমতং মত্বা কুরুধ্বমুচিতং সুরাঃ ॥

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তাস্তে সুরগণাঃ প্রফুল্লবদনাস্তদা । আকাশে বর্ত্তমানা বৈ দেবীং ভক্ত্যা প্রতুষ্টুবুঃ ॥ ৫৫

দেবা উচুঃ ।

ত্বাং নমস্যামহে দেবীং সতীং সজ্জনসেবিতাম্ । মহাপ্রভাবাং দেবেশীং নিত্যামাকাশবাসিনীম্
অজামাদ্যামনন্তাঞ্চ প্রকৃতিং পরমেশ্বরীম্ । দুর্গমাং সুভগাং গঙ্গাং কোটিব্রহ্মাণ্ডবাসিনীম্ ॥৫৭
আদিশক্তিং মহাশক্তিং শুক্লাং সত্যস্বরূপিণীম্ । তরুণীং রূপসম্পন্নাং সেবনীয়াং কলাবতীম্ ॥

গীতাং গণেশ্বরীং বন্দ্যাংবন্দ্যবন্দ্যাং ত্রিলোচনাম্। ত্রিগুণামগুণাং শুদ্ধাংপরমাংপাপনাশিনীম্
পবিত্রনাম্নীং পুণ্যাখ্যাং পুণ্যকীর্ত্তিমনাময়াম্। অব্যয়াং পাবনীং রামাংবামাক্ষীংবীররূপিণীম্
বরদামীশ্বরীং বালাং ত্রিজগদ্রূপরূপিণীম্ ॥ ৬০

শুক উবাচ।

এবং প্রণমতাং তেষাং সুরাণাং গিরিজা সতী। ত্যক্ত্বা ভূমিতলং যাতা ব্রহ্মাদিনিকটং নভঃ।
তাং তে সুদুর্লভাং লব্ধ্বা মুদা পরময়া যুতাঃ। যযুঃ স্বর্গপুরং সর্ব্বে সর্ব্বে দেবা মুদং যযুঃ ॥৬২
সদা তাং পরমানন্দময়ীং গিরিসুতাংশিবাম্। সেবমানাঃ সুরগণা মুদমাপুঃ সুদুর্ঘটাম্ ॥ ৬৩
মেনকাদ্যাস্ত্বনালোক্য তাং দেবীংপুত্রীরূপিণীম্। ব্যামুগ্ধা হা হতানষ্টা ক্ব সা বালেতি চারুদন্
প্রবোধিতাশ্চ শৈলেন জ্ঞাত্বা বৃত্তান্তমাদিতঃ। অভিশেপুস্তদা গঙ্গাং দুঃখেন মহতা তদা ॥৬৫
যদস্মান্নাভিনন্দ্যৈব গতা স্বর্গং নিজেচ্ছয়া। তস্মাদ্ভূয়ো নদী ভূত্বা স্থলাদুচ্চৈরধঃপতেঃ ॥ ৬৬
গাং স্বর্গং সঙ্গতা যস্মাৎ তস্মাদ্গাঙ্গাভিধা ভব। বয়ং তদপরাং প্রাপ্য পুনর্নির্ব্বৃতিমাপ্নুমঃ ॥৬৭
ততো যাতেষু কালেষু নারদো দেবদর্শনঃ। যযৌ যত্র মহাদেবঃ সতীং ধ্যায়ংস্তপস্যতি ॥৬৮

নারদ উবাচ।

নারদোঽহং মহাদেব প্রণমে ত্ববধেহি মাম্। সতী ভূয়ঃ প্রলব্ধা তে তাং দ্রষ্টুমুদ্যমং কুরু ॥৬৯

শুক উবাচ।

শিবোঽদ্ভুতমিব শ্রুত্বা রোমাঞ্চিততনুর্মুনে। কিং কিং কিং কিং কুতঃ কুত্রেত্যূচে তূর্ণংমুহুর্মুহুঃ
আসনাৎ সহসোত্থায় গন্তুমৈচ্ছদ্দিদৃক্ষয়া। সর্ব্বতশ্চারয়ংশ্চক্ষুশ্চকিতো হরিণো যথা।
ক্ব গন্তব্যং ক্ব গন্তব্যং সতী সা মে ক্ব যেতি চ ॥ ৭১

নারদ উবাচ।

প্রভো মহেশ শান্তস্ব কিমেবং বদসে বচঃ। ক্ষণং সংস্তভ্য মদ্বাক্যং সাবধানঃ শৃণুষ্ব চ ॥৭২
ধীরো ভব ন চাধৈর্য্যং কৃত্বা কার্য্যং করিষ্যসি। অধৈর্য্যেণাবসন্না হি ধ্বস্তকার্য্যা ভবন্তি বৈ
ময়া নানাস্থলং ভ্রান্ত্বা ভূপাতালস্বরাদিকম্। সতী হিমবতঃ ক্ষেত্রে লব্ধদেহা মর্যেক্ষিতা ॥৭৪
শুক্লা চতুর্ভুজা চারুনেত্রত্রয়বিরাজিতা। আসীনা মকরে শুক্লে প্রফুল্লবদনাম্বুজা ॥ ৭৫
শিবেশান মহাদেব প্রভো স্বামিন্ মহেশ্বর। এবং জপন্তী সততং সতী দৃষ্টা ময়া তব ॥ ৭৬
আনীতা চ স্বর্গপুরং হিমালয়গৃহাৎ সুরৈঃ। ব্রহ্মেন্দ্রবরুণৈঃ কালকুবেরাভ্যাং প্রযত্নতঃ।
অধুনা বর্ত্ততে স্বর্গে তাং গত্বা পশ্য সুন্দরীম্ ॥ ৭৭

শিব উবাচ।

জীব জীব চিরং বৎস মহর্ষে দেব নারদ। ত্বয়া পুনর্মে দেহেঽস্মিন্ প্রাণাঃ সংক্রামিতা ইব ॥
আলিঙ্গয়ামি তে পুত্র চারু শুক্লতরং বপুঃ। ত্বমেব খলু জানীষে সতীং প্রাণাধিকাং মম।
ব্রজ যামি ত্বয়া সার্দ্ধং যত্র সা মে সতী প্রিয়া ॥ ৭৯

শুক উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বৃষমারুহ্য নন্দিনা সহ শঙ্করঃ। যযৌ স্বর্গং পুরং যত্র গঙ্গা বসতি পার্ব্বতী ॥ ৮০

শিবস্যাগতমাকর্ণ্য সর্ব্বে তত্র দিবৌকসঃ । ব্রহ্মাদ্যা মিলিতাঃ সর্ব্বে সভাং চক্রুঃ সুশোভনাম্
আগতাস্তত্র দিক্‌পালাঃ সায়ুধাঃ সহবাহনাঃ । সহস্রৈঃ পরিবারৈশ্চ সায়ুধৈঃ সবলা মুনে ॥ ৮২
নানাভরণভূষাঢ্যা মুদিতাঃ পরমাদরৈঃ । দিদৃক্ষবশ্চিরান্নষ্টপার্ব্বতীশিবসঙ্গমম্ ॥ ৮৩

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে গঙ্গাজন্মকথনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

অথ সর্ব্বে তদা দেবাঃ সহ সর্ব্বেণ তাং সভাম্ । প্রাবিশন্ মেরুশিরসি সর্ব্বদেবগণালয়ে ॥ ১
সভামধ্যে তদা গঙ্গা বভৌ চন্দ্রচয়োজ্জ্বলা । সর্ব্বেন্দ্রিয়াভিমুখ্যেন পরমেবাত্মরূপিণী ॥ ২
তস্যাশ্চ চারুসর্ব্বাঙ্গ্যা মুখচন্দ্রং সমুজ্জ্বলম্ । আনন্দামৃতপানস্য পাত্রং নেত্রৈরলভ্যত ॥ ৩
নেত্রাণি শম্ভোস্তদ্বক্ত্রং বীক্ষমাণানি সত্বতঃ । কালান্ সংযাপয়ামাসুস্তৃপ্তিং নাপ্তানি জৈমিনে ॥৪
সর্ব্বে দেবাস্তদা দেব্যৈ গঙ্গায়ৈ সুপ্রদান্বিতাঃ । মালামেকাং দদুঃ শুভ্রাং শুভাং চান্দ্রমসীমিব
সা চ গঙ্গা সমুত্থায় তাং মালাংপ্রাপ্য জৈমিনে । দদৌ শিবায় দেবায় শঙ্করায় মহাত্মনে ॥৬
সা চ মালা প্রভোর্মূর্দ্ধ্নি বিররাজ বিরাজিতা । ন চ মৌলিং পরিত্যজ্য গতা কণ্ঠস্থলং তদা ॥৭
যদা মালা মৌলিগতা শিবস্যাভূন্মহামুনে । দশদিক্ষু তদা ভূতা জয়শঙ্খাদিনিস্বনাঃ ।
মহাদেবঃ প্রিয়াং মালাং প্রাপ্য দেবানুবাচ হ ॥ ৮

শিব উবাচ ।

ইয়ং মালা ময়া দেবা গৃহীতা শিরসৈব হি । শিরসৈব ধৃতা ভার্য্যা গঙ্গেয়মিতি মন্যতাম্ ॥ ৯
যদা মৃতবপুঃ সত্যাঃ শিরসা ধৃতবানহম্ । তদৈব মে শিরোবাসমিয়ং প্রাপ মনস্বিনী ॥ ১০
বস্তুতো হৃদি মে যোগো বামাঙ্গে শক্তিরস্তি মে । দক্ষিণাঙ্গস্তু বৈ পুংসাং কন্যাপুত্রাদিধারকম্
তস্মাৎ সম্যগ্বিচার্য্যৈব শিরসীয়ং ধৃতৈব মে । এতদ্বিজ্ঞায় যূয়ঞ্চ সংশয়ং ত্যজত ধ্রুবম্ ॥ ১২

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তাস্তে দেবগণাঃ শিববাক্যামৃতং পরম্ । বিমুক্তসংশয়াঃ সর্ব্বে প্রণেমুঃ শিবমুত্তমাঃ ॥১৩
তন্মালাশিরসং দেবমদ্ভুতং দদৃশুঃ শিবম্ । শিবশক্তিময়ং ব্রহ্মমূর্ত্তং চক্ষুরিবাগতম্ ॥ ১৪
গঙ্গাং নীত্বা জিগমিষুং শিবং বুদ্ধা বিধিস্তদা । বিনয়েনাভিসঙ্গম্য চতুর্ব্বক্ত্রৈরভাষত ॥ ১৫

ব্রহ্মোবাচ ।

ইয়ং গঙ্গা ক্ষিতৌ জাতা প্রাপ্তাস্মাভিস্তু ভিক্ষয়া । তুভ্যং দত্তা বরায়ৈষা হৃদিতেবামলাননা
কঞ্চিৎকালমিহৈবাস্তু পিতৃগেহে সুরালয়ে । অতীতে কতিচিৎকালে তব গেহং গমিষ্যতি ১৭

শিব উবাচ ।

দত্তা যুষ্মাভিরেবেয়ং কথং পুনরপেক্ষ্যতে । নারীণাং চিরবাসো হি বান্ধবে নোপপদ্যতে ১৮

তস্মাদদ্যৈব মে গেহমিয়মায়াতু সর্ব্বথা। অথবেয়ং স্বমেবেষ্টং ব্রবীতু তদ্ধি মে মতম্ ॥ ১৯
গঙ্গোবাচ।
ব্রহ্মন্নহং শিবং প্রাপ্তা দত্তা যুষ্মাভিরেব চ। বিনা শিবং ন মে যুক্তা স্থিতিঃ কুত্রাপি সম্ভবেৎ
যুষ্মৎ ভক্তিমন্তো মাং প্রাপ্তা এব ন চান্যথা। অতঃ কমণ্ডলৌ ব্রহ্মন্ মম বাসশ্চিরন্তনঃ ॥ ২১
ন ত্যাজ্যঃ স চ মে বাসো দেব তে বৈ কমণ্ডলুঃ। নিত্যং হ্যধিষ্ঠিতা তত্র তব ব্রহ্মন্কমণ্ডলৌ
সদা যুষ্মৎকার্য্যকালে তৎক্ষণে মাং প্রলপ্স্যথ। মূর্ত্তা ত্বেবা সদা শম্ভোঃ স্থাস্যামি নিকটেকিল
অহং বিনা শিবো হেব নাবয়োর্বিচ্ছিদা কচিৎ। সদা ভক্তিমতাঞ্চাপি নিকটেষু বসাম্যহম্।
এবং বিজ্ঞায় সন্দেহং ত্যক্ত্বা সুখমবাপ্নুত ॥ ২৪
ব্রহ্মোবাচ।
এবমেব মহেশানি গিরিজে শিবসুন্দরি। ত্বদীয়া হি বয়ং সর্ব্বে যথোচিতমথো কুরু ॥ ২৫
শুক উবাচ।
ইত্যুক্তা তে তদা দেবা ব্রহ্মাদ্যাব্রহ্মণোন্মুখাৎ। প্রণেমুঃশিরসা ভক্ত্যা শিবংগঙ্গাঞ্চ তৎপরাঃ
গঙ্গা চ মূর্ত্তিভাগেন শিবং প্রাপ্তা জগাম সা। অন্তর্দ্ধানাংশভাগেন স্থিতা ব্রহ্মকমণ্ডলৌ ॥২৭
দেবাঃ সর্ব্বে যথাস্থানং গতা এব যথাগতম্। ব্রহ্মা যযৌ ব্রহ্মলোকং মুদা পরময়া যুতঃ ॥২৮
কমণ্ডলুগতাং গঙ্গাং বুবোধ পরমার্থতঃ। গঙ্গাং কমণ্ডলৌ কৃত্বা ব্রহ্মলোকং জগাম সঃ ॥ ২৯

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে শিবগঙ্গাসমাগমো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

শুক উবাচ।

গতে শিবে তু কৈলাসং গঙ্গাং নীত্বা শিরঃস্থিতাম্। যযৌ চ নারদো বিপ্র বৈকুণ্ঠং দেবসত্তমঃ
দদর্শ স চ বৈকুণ্ঠে দেবং নারায়ণং প্রভুম্। লক্ষ্মীসরস্বতীযুক্তপার্শ্বদ্বন্দ্বং মহাপ্রভম্ ॥ ২
নারদোঽহং নতোঽস্মীতি প্রণনাম হরিং প্রভুম্। স চ নারায়ণো দেবো নারদং দেবদর্শনম্
দদর্শ সহসা ভান্তং জটামণ্ডলধারিণম্। শঙ্খশ্বেতং মহোরস্কং দীর্ঘমাজানুবাহুকম্ ॥ ৪
শ্বেতাম্বরধরং দিব্যং দিব্যভাবযুতং সদা। বীণাতন্ত্রীলসৎপাণিপদ্মাঙ্গুলিদলং মুনিম্ ॥ ৫
তং দৃষ্ট্বা পূজয়ামাস পাদ্যার্ঘ্যাচমনাসনৈঃ। ততঃ পপ্রচ্ছ সহসা তদাগমনকারণম্ ॥ ৬
নারদ উবাচ।
প্রভো দেব জগন্নাথ দক্ষকন্যা সতী পুনঃ। হিমালয়গৃহে জাতা দেহং লব্ধবতী বর্ষে ॥ ৭
সা ভূতলাৎ সমানীতা স্বর্গং ব্রহ্মাদিপঙ্ক্তিঃ। তত্রৈব সা সুরৈর্দত্তা শম্ভবে পরমপ্রভা ॥ ৮
তাং প্রাপ্য স যযৌ স্থানংকৈলাসংগঙ্গয়াসহ। ব্রহ্মা কমণ্ডলুস্থাং তাং বুদ্ধ্বা নীত্বা যযৌ নিজম্
এতদেব প্রভো তুভ্যং ময়াগত্য নিবেদিতম্। ন দৃষ্টং ভবতা তাদৃক্ পরমাদ্ভুতমীশ্বর ॥ ১০

হরিরুবাচ

অহো প্রাপ্তঃ সতীং শম্ভুঃ প্রনষ্টামিব বৈ চিরম্। তথাভূতমহং তঞ্চ ত্রক্ষ্যাম্যেব ন সংশয়ঃ ১১
গত্বা ত্রক্ষ্যাম্যহং তৌ বা তৌ বাত্রাগচ্ছতাং মম। কিমত্র ক্রহ্যনুষ্ঠেয়ং দেবর্ষে নমু নারদ ১২

নারদ উবাচ।

তব বৈকুণ্ঠভবনং তাবেবাগচ্ছতামিদম্। গত্বা পশ্যতু বৈকুণ্ঠং তবেমং পুরমুত্তমম্॥ ১৩
ইদমেব মতং মেহস্ত যদ্যুক্তং তৎ সমাচর। অহং গায়ামি নিকটে তবেতি যদি মন্যসে॥১৪

হরিরুবাচ।

গায় নারদ দেবর্ষে বীণাপাণে মহামতে। গানন্তু পরমং ব্রহ্ম বিধিরূপেণ তদ্ভবেৎ॥ ১৫

নারদ উবাচ।

তত্ত্ব ব্রহ্ম পরং বিষ্ণো গানঞ্চ ব্রহ্ম চাব্যয়ম্। উভয়ং মিলিতঞ্চাস্ত লক্ষয়ামীতি মন্যতে॥১৬

হরিরুবাচ।

যথাবিধি কৃতং গানং জগন্মোহয়তেহচিরাৎ। তস্মাদ্যথাবিধানং বৈ গায় নারদ শ্রূয়তে॥১৭
সৌস্বর্য্যঞ্চ বিধিজ্ঞানং গানে স্বয়মপেক্ষ্যতে। অতিশেতে বিধিজ্ঞানং সৌস্বর্য্যন্তু ফলাধিকম্॥
পদালী তু পদার্থানাং বাচিকা ন তু দর্শিকা। স্বরবন্ধবিশেষেণ রসসাক্ষাৎকরী তু সা॥ ১৯
মূলাধারে বসেদগ্নিস্তস্মান্নাদোহভিপদ্যতে। পঞ্চস্থানানি ভিত্ত্বাসৌ ব্যক্তো ভবতি মূর্দ্ধনি ২০
নাভৌসূক্ষ্মোহতিপূর্ব্বঃ স্যাৎসূক্ষ্মোহৃদিবিশিষ্যতে। কণ্ঠেভবতিচাব্যক্তোমুখেকৃত্রিমতাংব্রজেৎ
মূর্দ্ধনি চ তথাহব্যক্তো নাদ এষ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২১
নাভেশ্চ মূর্দ্ধপর্য্যান্তং সন্তি দ্বাবিংশতিঃ ক্রমাৎ। শ্রুতয়ো নাম বিখ্যাতা দয়াবত্যাদয়ো মতাঃ॥
তা বৈ চতস্রো দ্বে তিস্রশ্চতস্রস্তিস্র এব চ। দ্বে চ ষট্ চ সংহতাঃস্যুঃষড়্জাদ্যাঃসপ্ত বৈ স্বরাঃ
ষড়্জশ্চ ঋষভশ্চৈব গান্ধারো মধ্যমস্তথা। পঞ্চমো ধৈবতশ্চৈব নিষাদশ্চৈব তেক্রমাৎ॥ ২৪
এতে সপ্তস্বরাঃ প্রোক্তাস্ত্রিধৈষাং গতয়ো মতাঃ। যোরো মন্দ্রস্তথোচ্চৈশ্চ স্বরবন্ধবিশেষকাঃ॥
স্বরপ্রবন্ধনামানো রাগা রাগিণ্য এব চ। কোটয়ঃ পঞ্চ লক্ষাণি পঞ্চ তদ্বৎ সহস্রকম্।
রাগিণ্যশ্চৈব রাগাশ্চ শিবকণ্ঠে বসন্ত্যমী॥ ২৬
তেষাং প্রধানভূতাশ্চ ষড়্রাগাঃ কামদাদয়ঃ॥ ২৭
ষট্ত্রিংশদপি তেষাং বৈ ভার্য্যা দাসীসমন্বিতাঃ। সালঙ্কারাঃ সুরূপাস্তাঃ পরমানন্দমূর্ত্তয়ঃ ২৮
এবন্তু খলু রাগাণাং সুসম্যক্ প্রতিপত্তয়ে। আরোহন্ত্যবরোহন্তি সঞ্চরন্তি স্বরা দ্বিজঃ॥ ২৯
আরোহী চাবরোহী চ সঞ্চারী তেন তে ত্রিধা। এতে যন্ত্রেষ্বপি প্রোক্তা যন্ত্রকণ্ঠাবুভৌ সমৌ

নারদ উবাচ।

রাগাণাং বদ নামানি রাগিণীনাঞ্চ সত্তম। কাশ্চ দাস্যঃ পরিপ্রোক্তা দাসা বা কস্যলক্ষণ॥৩১

হরিরুবাচ।

কামদশ্চ বসন্তশ্চ মল্লারশ্চ বিভাষকঃ। গান্ধারো দীপকশ্চৈব রাগা এতে ষড়ীরিতাঃ॥ ৩২
মায়ূরী তোটিকা গৌড়ী বরাড়ী চ বিলোলিকা। ধামাশ্রীরপি বিখ্যাতা কামদস্য প্রিয়া শুভা॥

বাগীশ্বরী শারদী চ শ্যামা বৃন্দাবনী তথা। বৈজয়ন্তী জয়ন্তী চ দাস্য এতাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ৩৪
পঙ্কজশ্চৈব দাসশ্চ ভবেৎ কামদকস্য হি॥ ৩৫
কেদারী চৈব কল্যাণী সিন্ধুরা সুহয়া তথা। অশ্বারূঢ়া চ কার্ণাটী বসন্তস্য প্রিয়া মতা॥৩৬
শ্যামকেলী দেবকেলী মালিনী কামকেলিকা। সন্তাবতী সম্বরা চ দাস্যস্তাসাং ক্রমাৎ স্মৃতাঃ
হিল্লোল ইতি বিখ্যাতো বসন্তরাগকিঙ্করঃ॥ ৩৮
নটী চ সুরহট্টী চ পাহিড়ী চারুরূপিণী। নীলা জয়জয়ন্তী চ ষড়ুবৈ মল্লারযোষিতঃ॥৩৯
চক্রবাকী চন্দ্রমুখী রসিকা চ বিলাসিকা। যামিনী শ্যামঘটিকা দাস্যস্তাসাং ক্রমাৎ স্মৃতাঃ॥৪০
রামকেলী চ ললিতা কোড়রা কৌমুদী তথা। ভৈরবী শর্ব্বরী চৈব বিভা স্য প্রিয়া মতা॥৪১
তরঙ্গিণী নাগিনী চ কিশোরী হেমভূষণা। কল্লোলিনী ভীমনেত্রা দাস্যস্তাসাং ক্রমাস্মতাঃ॥
শ্যামঘোটক ইত্যাখ্যো বিভাষস্য তু কিঙ্করঃ॥ ৪৩
শ্রীর্বৈ রূপবতী গৌরী ধানশী চ তথাপরা। মঙ্গলাখ্যা চ গান্ধর্ব্বী গান্ধারস্য প্রিয়া ইমাঃ॥৪৪
পটমঞ্জরী চ মঞ্জীরা মহাপদ্মাবতী তথা। বেলাবলী চ ভূপালী গন্ধিনী চেতি দাসিকাঃ॥৪৫
গৌড়রাজ ইতি খ্যাতো দাসো গান্ধারসেবকঃ॥ ৪৬
উত্তরী পূর্ব্বিকা চৈব গুর্জ্জরী কালগুর্জ্জরী। তথা গোণ্ডকরী খ্যাতা মালেতি দীপকপ্রিয়া ৪৭
দীপহস্তা দীপবর্ণা দীপকর্ণা প্রদীপিকা। দীপাক্ষী দীপবক্ত্রা চ দাস্যস্তাসাং প্রকীর্ত্তিতাঃ॥৪৮
প্রদীপনাভ ইত্যাখ্যো বিখ্যাতো দাস এব চ॥ ৪৯
এতে প্রোক্তা রাগবর্গা গায় নারদ তত্ত্ববিৎ॥ ৫০

শুক উবাচ।

নারদশ্চ তথেত্যুক্তা গাতুং সমুপচক্রমে। যত্নবান্ পরমো ভূত্বা বীক্ষমাণো মুখং হরেঃ॥৫১
যে প্রোক্তা হরিণা রাগাঃ সাক্ষাদানয়িতুঞ্চ তান্। সাক্ষাদৈচ্ছন্মুনিশ্রেষ্ঠো ন চাশক্যত্তসর্ব্বশঃ
কশ্চিৎ স্থানপরিভ্রষ্টঃ খঞ্জঃপথি রুজা স্থিতঃ। কশ্চিৎকাণো ভিন্নবর্ণঃ কশ্চিদ্রাগোঽপি বিহ্বলঃ
কশ্চিদ্দুর্ব্বলতাং যাতঃ কশ্চিদ্দলিতভূষণঃ। পত্নীহীনঃ কোঽপি কোঽপি কশ্চিদ্বধিরতাং গতঃ
এবং বিঘটিতা রাগা নারদেন কৃতাস্তদা॥ ৫৪
আবৃত্য বসনেনাস্যং জহাসে যৎ সরস্বতী। তদ্দৃষ্ট্বা তত্যজে গানং নারদো ম্লানবক্ত্রতঃ॥ ৫৫

হরিরুবাচ।

গানাদ্বিরম দেবর্ষে কৃতং গানং বিলক্ষণম্। নবশিক্ষাপরস্ত্রীপাকাক্কানবিৎ ত্বং ভবিষ্যসি॥ ৫৬
গানং কুরুষ চেত্যুক্তো যো গায়তি স মূঢ়ধীঃ। জিজ্ঞাসোর্ন্নিকটে বিপ্র তস্য গানংবিবিক্ষত
অতএব ন গায়েত প্রোক্তো জিজ্ঞাসুনা কচিৎ। ময়া জিজ্ঞাসুনা ত্বঞ্চ গায়েত্যুক্তশ্চ গীতবান্
উত্তিষ্ঠ মৎপুরং পশ্য বৈকুণ্ঠং সকলং মম। পুরেঽস্মিন্ রাগবর্গা যে সন্তি তান্ পশ্য সর্ব্বশঃ

শুক উবাচ।

ইত্যুক্তো হরিণা তেন নারদো মুনিপুঙ্গবঃ। উত্থায় হরিণা সার্দ্ধং দদর্শ সকলং পুরম্॥ ৬০
যত্র সর্ব্বে লসচ্চারুবক্ত্রাশ্চারুচতুর্ভুজাঃ। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরাঃ সর্ব্বে ঘনপ্রভাঃ॥ ৬১

কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো লসৎপুষ্করমালিনঃ । সর্ব্বে চ নূত্নবয়সঃ সস্মেরবদনাম্বুজাঃ ॥ ৬২
দিশোবিতিমিরালোকাঃকুর্ব্বন্তঃস্বেনতেজসা । তত্র ক্বাপিস্থলেঽপশ্যদ্বাঙ্গান্ কাংশ্চিচ্ছরীরিণঃ ॥

নারদ উবাচ ।

দেব শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ পুরেঽস্মিংস্তে সুখালয়ে । এবম্ভূতানি ভূতানি কথং নরকদেশবৎ ॥ ৬৪

হরিরুবাচ ।

এত ।এম কৃতা রাগা ভবতা ব্যঙ্গচক্ষুষঃ । যত এব সরস্বত্যা হসিতঞ্চাবৃতাস্ত্বয়া ।
এতে সঞ্জীভবিষ্যন্তি সাঙ্গোপাঙ্গাঃ শিবাগমাৎ ॥ ৬৫

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তস্তেন হরিণা নারদো লজ্জয়ান্বিতঃ । ন জগাদ মুখে কিঞ্চিদ্ধরিণা সহ চাবসৎ ॥ ৬৬
হরির্লক্ষ্মীসরস্বত্যোর্মধ্যগো বিররাজ সঃ । উবাস নারদশ্চাপি পূর্ব্বকল্পিত আসনে ॥ ৬৭
অন্যে চ ঋষয়স্তত্র বৈকুণ্ঠপুরবাসিনঃ । উষুর্বিষ্ণুসভায়াং তে পরমামোদনির্ব্বৃতাঃ ॥ ৬৮
সস্মার চ হরিঃ শম্ভুং সগঙ্গং বেধসং তথা । তেন স্মৃতাস্তে স্বস্থানাচ্ছম্ভুর্ব্রহ্মা চ দৈবতৈঃ ॥ ৬৯
আগতা চৈব গঙ্গা চ স্মৃতা কৃষ্ণেন বিষ্ণুনা । ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ পিনাকী চ ইন্দ্রাদ্যাশ্চৈব দেবতাঃ ॥
ঋষয়ো নারদাদ্যাশ্চ তত্রোষুঃ স্বাসনেষু চ । গানং শুশ্রূষবঃ সর্ব্বে যৎ তু শম্ভুঃ করিষ্যতি ॥ ৭১
অথ তত্র মহাদেবং বসন্তং পরমাসনে । শুক্লমালালসচ্ছীর্ষং গঙ্গাসংশোভিবামকম্ ॥ ৭২
পিনাকপাণিং শুক্লাভং পিহিতব্যাঘ্রচর্ম্মকম্ । বিলোক্য পূজয়িত্বা চ ব্রহ্মাদ্যর্চ্চনপূর্ব্বকম্ ।
উবাচ পরমপ্রীতো বৈকুণ্ঠেশো গদাধরঃ ॥ ৭৩

হরিরুবাচ ।

চন্দ্রশেখর হে শম্ভো কিংলোকেপরমংসুখম্ । কিং শোকনাশনং লোকেকিংবা দুঃখবিমোচকম্

শিব উবাচ ।

ত্বৎসেবনং সুখং লোকে ত্বদ্ধ্যানং শোকনাশকম্ । দুঃখানাং মোচকং কৃষ্ণ তবৈব নাম নান্যথা
অস্তি চান্যৎ পরংতাদৃগ্ গানংত্বৎকীর্ত্তিকীর্ত্তকম্ । যস্য তেঽঙ্গেভ্য উৎপন্না রাগা রাগিণ্যএবচ
চিত্রিতাঃপুষ্পিতা বাচো নচেত্ত্বৎকীর্ত্তিবোধিকাঃ । মিথ্যা হেমক্ষিতিংতাস্তুহেমজ্ঞো নাহ্বয়তি
বিনা গানেন তে নাম পবিত্রয়তি নান্যথা ॥ ৭৮
নারায়ণাচ্যুতানন্ত কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন । ইতি গায়ন্তি যে নিত্যং ন তে সংসারিণঃ পুনঃ ॥ ৭৯
গোবিন্দ কেশবানন্ত শ্রীরাম পুরুষোত্তম । ইতি গায়ন্তি যে নিত্যং ন তে সংসারিণঃ পুনঃ ॥ ৮০
মুকুন্দ পদ্মনাভেতি পুণ্ডরীকাক্ষ মাধব । ইতি গায়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥

হরিরুবাচ ।

উক্তং মন্নামমাহাত্ম্যং পুণ্যকীর্ত্তন শঙ্কর । কর্ণৌ প্রীণয় মে গানাৎ সর্ব্বে শুশ্রূষবঃ স্থিতাঃ ।
গানামৃতমহাবিদ্যাকুশলোঽসি ন চাপরঃ ॥ ৮২

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ শ্রীমতা তেন হরিণা প্রভুণা দ্বিজ । গাতুং প্রচক্রমে শম্ভুর্গানশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৮৩

তেন চানুজগে গায়নুনারদোঽপি মহামুনিঃ। লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ব্রহ্মা বিষ্ণ্বাদ্যাস্তন্মুখাঃ স্থিতাঃ
আদৌ নাদং সমুত্থাপ্য গান্ধারংসমভাবয়ং। ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদয়ঃ সর্ব্বেঽপশ্যন্ গান্ধারমাগতম্ ॥৮৫
জলৎসুহেমাভরণং সমুজ্জ্বলন্নবাম্বুদাভাসমপূর্ব্বসুন্দরম্।
গৃহীতপীতাম্বরপঙ্কজদ্বয়ং দদর্শ গান্ধারমিমং সভা চ সা ॥ ৮৬
সুচারুহেমাসনমাসিতে বরং মহাপ্রভে রাগবরে মহেশ্বরঃ।
জগৌ হরিং কাপি চ দূতিকাগতা প্রিয়োক্তসন্দেশবচোঽব্রবীদিতি ॥ ৮৭

দূতিকোবাচ।

কেশব কমলমুখীমুখকমলং
কমলনয়ন কলয়াতুলমমলম্।
কুঞ্জগেহে বিজনেঽতিবিমলম্। ধ্রুবঃ ॥ ৮৮
সুরুচির হেমলতানবলম্বা তরুণতরুং ভগবন্তম্।
জগদবলম্বনমবলম্বিতুমনুকলয়তি সা তু ভবন্তম্ ॥ ৮৯

ইতীহ সঙ্গায়তি গানপণ্ডিতে মহেশ্বরে চারুতরস্বরে হরে।
দদর্শ দূতীং সমুপস্থিতামিব প্রিয়ঃ পতিঃ স্তব্ধবিলোচনদ্বয়ঃ ॥ ৯০
সভা চ সানন্তরবোধবর্জ্জিতা শিবেঽর্পিতাক্ষা অচলা ইব স্থিতা।
সরস্বতী শ্রীরপি তাদৃশৌ তদা ব্রহ্মা বিমূর্চ্ছচতুরাননোঽভবৎ ॥ ৯১
পুনঃ শিবো গায়তি গানমদ্ভুতপ্রমোদবিচ্ছেদবিরাগতো দ্বিজ।
সমাবভাবে স্বরবন্ধসম্ভবা শ্রীনামিকা রাগবরস্য বল্লভা ॥ ৯২
জ্বলৎসুবর্ণামলচারুকায়িকা করদ্বয়ে পদ্মযুগঞ্চ বিভ্রতী।
বিচিত্রভূষাভরণোজ্জ্বলাংশুকা শ্রীরাগিণী রাজতি সস্মিতাননা ॥ ৯৩
যা দূতিকাদ্ভুতবতী হরিং পুরঃ সৈবান্যথাকারগতেব সা প্রিয়া।
হরিং প্রলভ্যেব রহঃ স্থিতাপ্রিয়ং তদেতি সাক্ষাদিব বীক্ষতে হরিঃ ॥ ৯৪

প্রিয়োবাচ।

রসিকেশ কেশব হে। রসসরসীমিব মামুপযোজয় রসময় রসমিবহে। ধ্রুবঃ ॥ ৯৫

শুক উবাচ।

এবং গায়তি দেবেশে দেবো নারায়ণস্তদা। আলিঙ্গিতেব তাদাত্ম্যাদ্ধরির্নিরবলম্বনঃ ॥ ৯৬
রসোঽভূদ্রসতাদাত্ম্যাদপতচ্চাসনাৎ ততঃ। তৈজসং তচ্ছরীরন্তু দ্রবীভূতং জলন্তরম্।
সংপ্লাবয়িতুমারেভে বৈকুণ্ঠং পুরমুত্তমম্ ॥ ৯৭
তদা সর্ব্বে ভগ্ননিদ্রা ইব ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ। প্লাব্যমানং পুরং সর্ব্বং দদৃশুশ্চাপ্যচিন্তয়ন্ ॥৯৮
কুত এতজ্জলং জাতং বৈকুণ্ঠস্য বিপাদকম্। ক বা যাতো হরির্দেব আসনে চ ন দৃশ্যতে ॥৯
ব্রহ্মা তদবধার্য্যাথ শিবগানফলং তদা। গঙ্গাধিকরণং তত্র কমণ্ডলুমধর্ষয়ং ॥ ১০০
গানব্রহ্মভবং ব্রহ্ম হরিদেহদ্রবাত্মকম্। গঙ্গাব্রহ্ম সংবৃণুয়াদিতি ব্রহ্মা হ্যপায়বং ॥ ১০১

তাণ্ডসংস্পর্শমাত্রেণ সর্ব্বো হরিস্তদ্দ্রবঃ। গঙ্গাং বিবেশ সহসা তৎক্ষণাদেব পশ্যত মৃ॥১০২
তদা নীরময়ী গঙ্গা বভূব পাপনাশিনী ॥ ১০৩
যথৈবাত্মানমাশ্রিত্য শরীরং প্রবিরাজতে। তথা গঙ্গাং সমাশ্রিত্য হরের্দেহদ্রবো ২ভৌ ॥১০৪
কমণ্ডলৌ তদা ব্রহ্মা নিহিতং ব্রহ্ম দুর্লভম্। নীত্বা যযৌ ব্রহ্মলোকং শিবোঽপি প্রযযৌ তথা
অন্যে চ বাসবাদ্যাশ্চ যযুঃ স্বস্থানমুত্তমম্ ॥ ১০৫
শিবগানপ্রভাবেণ দ্রবীভূতোঽচ্যুতোঽভবৎ। ইতি বৈ ঘোষয়ামাসুঃ সর্ব্বে ত্রৈলোক্যবাসিনঃ
তদা লক্ষ্মীসরস্বত্যৌ বিনাভূতে বভূবতুঃ। হরের্দেহগ্রহং ভূয়ো হ্যপেক্ষন্ত্যৌ স্থিতে তথা॥১০৭
কৈলাসে তং শিবং দেবী গঙ্গা বৈ শিশ্রিয়েত্তরাম্। সাকারস্থফলং তৎ তু যৎকাঙ্গা শিবভাবিনী
ইয়ং তে কথিতা গঙ্গা হিমালয়সুতা শুভা। কমণ্ডলৌ স্থিতা দেবী ব্রহ্মণো ব্রহ্মলোকগা॥১০৯
সৈব বিষ্ণোঃ পদং প্রাপ্তা বামনস্য মহাত্মনঃ। ততো বিষ্ণুপদাদ্ভূতা সমায়াতা ধরাতলম্।
রাজ্ঞো ভগীরথস্যেষ্টং সম্পূরয়িতুমিচ্ছতী ॥ ১১০
ততো ভূমেরধো গত্বাপাবয়ৎ সগরাত্মজান্। ততোঽনন্তং সমাসাদ্য বিররাম জলাবধি ॥১১১
ইত্যেতৎ কথিতং বিপ্রসংক্ষেপাৎ সকলং বচঃ। শ্রোতুমিচ্ছসি কিং ভূয়ঃ পৃচ্ছ তস্মাৎ বদামি তৎ

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে শিবগানং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

কথং বিষ্ণুপদং প্রাপ্তা গঙ্গা ব্রহ্মকমণ্ডলোঃ। কথং বা বৈকবাৎ পাদাঙ্কাঙ্গায়াতা ধরাতলম্ ॥১
কথং বাঽরাধয়দ্গঙ্গাং দেবীং রাজা ভগীরথঃ। কথং সগরপুত্রান্ বাঽপাবয়ৎ পরমেশ্বরী ॥ ২
বিররাম কুতো দেবী প্রশ্নানেতান্ বদস্ব মে। সংক্ষেপাদ্ যে ত্বয়া প্রোক্তাস্তেষাং পুষ্পমুদাহর

শুক উবাচ।

মরীচির্ব্রহ্মণঃ পুত্রস্তস্মাজ্জাতস্তু কশ্যপঃ। হিরণ্যকশিপুর্জাতঃ কশ্যপাদ্দিতিগর্ভভূঃ ॥ ৪
তস্য পুত্রাশ্চ চত্বারঃ প্রাদুঃসংপূর্ব্বকেবলাঃ। হ্লাদাস্তেষান্তু প্রহ্লাদো জ্যেষ্ঠো বিষ্ণুপরায়ণঃ ॥ ৫
বিরোচনস্তস্য পুত্রো বলিস্তস্মাভবৎ সুতঃ ॥ ৬
স ইন্দ্রাদীন্ দেবগণানভিভূয় মহাবলঃ। ভূরাদিং বুভুজে লোকং সর্ব্বদৈত্যগণেশ্বরঃ ॥ ৭
অদিতির্দেবমাতা বৈ পুত্রাণাং দুঃখশান্তয়ে। পত্যাজ্ঞয়া হরিং দেবমারাধ্যং সমরাধয়ৎ ॥৮
বনে সা নির্জ্জনে কাপি তপঃ পরমমাস্থিতা। আরাধয়ামাস হরিং বরদং জগদীশ্বরম্ ॥৯
তাং তদা তপসাবিষ্টাং বিলোক্য দিতিনন্দনাঃ। দেবমূর্ত্তিধরা ভূত্বা শঠা অদিতিমব্রুবন্ ॥১০

দৈত্যা ঊচুঃ।

দেবা বয়ং নমস্যামো ভবত্যাশ্চরণদ্বয়ম্। ইদমেব পদদ্বন্দ্বমস্মাকং কুশলার্থকম্ ॥ ১১
কথং তপস্যসি প্রায়ো দেহকর্ষণমুগ্রকম্ ॥ ১২

ত্বঞ্চেৎ তিষ্ঠসি জীবন্তী তদা নো মঙ্গলং মহৎ। ত্বঞ্চেদুপেক্ষসে দেহং কুতো নঃ কুশলং ভবেৎ
যস্য নাস্তি গৃহে মাতা ভার্য্যা বা প্রিয়বাদিনী। অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথা রণ্যং তথা গৃহম্॥
যস্য নাস্তি গৃহে মাতা ভার্য্যা বাক্যকরঃ সুতঃ। বিরক্তশ্চ পবীবারো গন্তব্যং তেন বৈ বনম্
কিমস্মাদস্তু রাজ্যেন কিং সুখেনাত্মনাপি বা। যত্র ত্বং মহতাবিষ্টা তপসোপেক্ষসে তনুম্॥১৬
অপ্রাপ্তদুঃখা ভবতী হ্যস্মদর্থেঽতিদুঃখিনী। তপস্যতি যতো মাতস্ততো নো ধিক্ প্রবর্ত্ততাম্॥
ঈশ্বরঃ সুখদুঃখানাং কর্ত্তা মাস্ত্যোঽস্তি কুত্রচিৎ। অনারাধিত এবান্যো কর্ত্তা স্যাৎসুখদুঃখয়োঃ
অস্মাকংসুখদুঃখং যদস্তি স্বোপার্জ্জিতং পুরা। তৎ কিং ত্বং তপসোগ্রেণ শক্তা বারয়িতুং ভবেঃ
তস্মাৎত্যক্ত্বা তপশ্চৈতৎ স্মরগেহে হরিং প্রভুম্। চিরং বর্ত্তস্ব হে মাতস্তদ্রাজ্যং নো মহত্তরম্
অস্মাকং দুরদৃষ্টস্তু রাজ্যনাশায় চিন্তিতম্। ত্বং তদাত্মবিনাশেন ন বর্দ্ধয় পরেষ্টদম্॥ ২১

অদিতিরুবাচ।

যূয়ং সদা মম প্রায়ঃ সর্ব্বমঙ্গলচিন্তকাঃ। দেবা অপি চ যুয়ং বৈ ধ্বস্তরাজ্যাঃ স্থ চাচিরাৎ॥
অহং হি বঃ পরীহাস্যা পরিহাসং যথাপি চ। দেবা ইবাপাতদুঃখা দুঃখভাজঃ স্থ সর্ব্বদা॥
অহমারাধয়ামীশং বিষ্ণুং প্রভুমনাময়ম্। কর্ত্তারং সুখদুঃখানাং ধিগিত্যোবাস্তু বোঽপি চ॥

শুক উবাচ।

ইত্যুক্তাস্তে দৈত্যগণা অসিদ্ধার্থাঃ ক্রুধান্বিতাঃ। দন্তৈর্দন্তান্ বিনিষ্পীড্য নিশ্বসন্তো মুহুর্ম্মুহুঃ
উদ্গীর্য্য মুখতো বহ্নিং নিশ্বাসবায়ুনেরিতম্। বনং তজ্জ্বালয়ামাসুঃ সমন্তাৎ তদ্দিধক্ষয়া॥ ২৬
বনদাহভয়াদ্দৈত্যাস্ততো যাতা বলিং যযুঃ। সর্ব্বং নিবেদয়ামাসুর্দগ্ধা চাদিতিরিত্যপি॥ ২৭
ইহ ত্বরণ্যে দেবানাং মাতরং দানবধ্যগাম্। সুদর্শনেন স্বাস্ত্রেণ ররক্ষ হরিরব্যয়ঃ॥ ২৮
ততোঽদিতিস্তপশ্চেরে মহোগ্রং হরিমীক্ষিতুম্। বায়ুমাত্রাশনা চোর্দ্ধং তিষ্ঠন্ত্যঙ্গুষ্ঠস্পৃষ্টভূঃ॥
এবং বর্ষে গতে দিব্যে শ্রীহরির্দেবমাতরম্। দর্শয়ামাস চাত্মানং পরমাদ্ভুতবিগ্রহম্॥ ৩০
দেবং মরকতশ্যামং পীতবাসসমচ্যুতম্। শ্রীমদ্দীর্ঘচতুর্ব্বাহুং তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলম্॥ ৩১
পুণ্ডরীকাভিরামাক্ষং কিরীটশোভিমৌলিনম্। স্মেরস্ফুরদ্বক্ত্রপদ্মমালোলতুলসীস্রজম্।
আরূঢ়বিনতাপুত্রং দদর্শাদিতিরচ্যুতম্॥ ৩২
দর্শনোৎপাদিতানন্দভারনম্রেব সা তদা। প্রণতাদিতিরেবাহং দেবমাতাঽতিদুঃখিনী॥ ৩৩
কাহমল্পমতির্যোষিৎ ক্ব ত্বং ত্রৈলোক্যনায়কঃ। অনুগ্রহস্বভাবাত্মা প্রাপ্তোঽসি মম দর্শনম্॥
তস্মাৎ ত্বাং প্রণমামীশং কমলাপতিমব্যয়ম্। অভীষ্টপূরকস্ত্বন্তু স্বভাবেনৈব কিং বদে॥ ৩৫

প্রসীদ লোকেশ জগন্নিবাস স্তোত্রেণ সৌক্ষ্মেণ চ ব্যাপৃতাত্মন্।
গুপ্তস্ত্রিলোকেষু স্বতঃ প্রসিদ্ধস্ত্বং কালরূপী জগতাং বিধাতা॥ ৩৬
ত্বং সত্ত্বরূপী জগদেকবন্ধুরতর্ক্যরূপো ভগবাননন্তঃ।
কূটস্থ আদ্যঃ পুরুষঃ পুরাণো মহানলাত্মা শশিসূর্য্যরূপঃ॥ ৩৭
যস্ত্বং হি যোগেন দৃঢ়েন যোগিভিঃ প্রলক্ষ্যসে বিষ্ণুরণুস্বরূপঃ।
বপুঃষু সর্ব্বেষু ভবানেকো বহ্নির্যথা দারুষু তে নমোঽস্তু॥ ৩৮

সূত্তাসনে স্বাত্মকবোধরূপিণে স্বরূপিণে সর্ব্বজনেষু যস্তম্
তস্মৈ নমস্তে গুরবে পরাণবে মহাত্মনে বেদমতায় বিষ্ণো ॥ ৩৯

শুক উবাচ।

ইত্যাদি স্তবতীং দেবমাতরং তপসা কৃশাম্। উচে মধুরয়া বাচা দৈবকীনন্দনোঽদিতিম্ ॥

হরিরুবাচ।

বরং বৃণু মহাভাগে বরদোঽস্মি তবাগতঃ। তপসা পরিতুষ্টোঽস্মি স্তবেনানেন চানঘে ॥

অদিতিরুবাচ।

নারায়ণ নমস্তেঽস্তু শঙ্খচক্রগদাধর। অহং বরার্থিনী সত্যং ত্বঞ্চ দেবো বরপ্রদঃ ॥ ৪২
অন্তর্যামী ভবান্ কস্মাম্মাং পৃচ্ছতি বিশেষবিৎ। স্বয়মেব হৃদিস্থং মে জানীষেবহুনন্দন।
স্বয়ং মে হৃদয়ং জ্ঞাত্বা বরং দেহি যথোচিতম্ ॥ ৪৩
অহন্তু বরদেশানং ত্বাং মোক্ষপরিষেবিতম্। ন বক্ষ্যামি বৃথাবাক্যং রাজ্যাদিযাচনার্থকম্ ॥
বহুধা বাসনা দেব শরীরধারণাফলম্। ত্বয়ৈব প্রাহিতং জীবং নৈব ত্যজতি দুস্ত্যজম্ ॥ ৪৫
তস্মাৎ ত্বয়ৈব বিজ্ঞেন বরোদেয়ো যথারুচি। মমাভিপ্রায় এষোঽদ্য ত্বাংপ্রাপ্স্যামি যথোচিতম্

হরিরুবাচ।

তথাস্তুদেবমাতস্তে যত্ত্বয়া বাঞ্ছিতং হৃদা। ইন্দ্রাদয়স্তে পুত্রা বৈ রাজ্যং প্রাপ্স্যন্তি নান্যথা ৪৭
তব গর্ভে লব্ধজন্মা রাজ্যং বলিসুতং তব। দাস্যামি তব পুত্রায় পুনরিন্দ্রায় সর্ব্বথা ॥৪৮

শুক উবাচ।

এবং শ্রুত্বা হরের্ব্বাক্যং দেবমাতাদিতিস্তদা। কম্পমানহৃদা ভীতা হরিং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৯

অদিতিরুবাচ।

প্রভো বিশেশ বিশ্বাত্মন্ বরেণালং মতং মম। কথং ত্বাং ধারয়িষ্যামি স্বগর্ভে জগদীশ্বরম্ ৫০
ত্বং বিশ্বমূর্ত্তির্ভগবান্ বিশ্বব্যাপী পুমান্ পরঃ। যস্য তে লোমকূপস্থো ব্রহ্মাণ্ডপ্রচয়ঃ প্রভো।
ত্বাং কথং ধারয়িষ্যামি স্বগর্ভে জগদীশ্বরম্ ॥৫১
অহন্তু কৃপণা যোষিৎ তাপসী চ কৃশোদরা। কথং ত্বাং ধারয়িষ্যামি স্বগর্ভে জগদীশ্বরম্ ॥৫২
প্রসীদ জগতাং নাথ গোবিন্দ পুরুষোত্তম। বরো বরং বিরমতাং কথং ধার্য্যো ময়া ভবান্ ॥

ভগবানুবাচ।

মাভৈর্মাভৈর্দেবমাতঃ কথং মাং ন ধরিষ্যসি। মাং তে ধর্ত্তুং কথং চিত্তে ভয়ং প্রাবিশদত্র হি
অহঞ্চেজ্জগদীশানঃ প্রবেক্ষ্যামোদরে তব। ইতি ত্বমপি শক্তাস্যা ধর্ত্তুং মাং জঠরে স্বকে ॥৫৫
সর্ব্বভঃ সমচিত্তাত্মা সদা সর্ব্বোপকারকঃ। সত্যবাদী ক্ষমাশীলো মাং ধারয়তি বৈষ্ণবঃ ॥৫৬
দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। সর্ব্বত্রসমভাবো যঃ সমাং ধরতি নিত্যশঃ ॥ ৫৭
পিতুর্মাতুঃ প্রীতিকরো গুরুভক্তঃ প্রিয়ংবদঃ। শিবপূজারতঃ সাধুর্মাং ধারয়তি নিত্যশঃ ॥৫৮
ভোজনে শয়নে যানে কথনে পুণ্যকর্ম্মসু। যঃ সদা মৎপ্রিয়ং কর্ত্তা স মাং ধরতি নিত্যশঃ ॥
যঃ পুরাণার্থশুশ্রূষুঃ সাধুসঙ্গসমীহকঃ। তুলসীধারণপরঃ স মাং ধরতি নিত্যশঃ ॥ ৬০

যঃ পুমান্‌ পুত্রবিত্তাদৌ পদ্মপত্রজলোপমঃ। স বৈ ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ স মাং ধরতি নিত্যশঃ
গঙ্গাস্নানরতো যস্তু ব্রাহ্মণে ভক্তিসংযুতঃ। স বৈ ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ স বৈ ধরতি নিত্যশঃ ৬২
যশ্চ রুদ্রাক্ষমালাবান্‌ রুদ্রবিষ্ণুপ্রপূজকঃ। স বৈ ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ স মাং ধরতি নিত্যশঃ ॥৬৩
যশ্চণ্ডীপাঠনিরতশ্চণ্ডীজপপরায়ণঃ। স বৈ মহাভাগবতো মাং ধারয়তি নিত্যশঃ ॥ ৬৪
যঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ স্বয়ং ধর্ম্মানাচরেন্মৎসমাশ্রয়ঃ। স বৈ ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ স মাং ধরতি নিত্যশঃ ॥
যো বৈ মদীয়নামানি সদা গায়তি নিত্যদা। স বৈ ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ স মাং ধরতিনিত্যশঃ
রামনারায়ণানন্ত মুকুন্দ পুরুষোত্তম। ইতি গায়তি যো নিত্যং স মাং ধরতি নিত্যশঃ ॥৬৭
পদ্মনাভ কৃপানাথ গুরো শ্রীপুরুষোত্তম। ইতীরয়তি যো নিত্যং স মাং ধরতি নিত্যশঃ ॥৬৮
গরুড়ধ্বজ গোবিন্দ মধুসূদন কেশব। ইতীরয়তি যো নিত্যং স মাং ধরতি নিত্যশঃ ॥৬৯
শিব শঙ্কর রুদ্রেশ নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন। ইতীরয়তি যো নিত্যং স মাং ধরতি নিত্যশঃ ॥৭০
বৃষকেতো ভবেশান শ্রীকণ্ঠ পার্ব্বতীপতে। ইতীরয়তি যো নিত্যং স মাং ধরতি নিত্যশঃ ॥৭১
চন্দ্রমৌলে বাসুদেব হরে হর হরিৎপতে। ইতীরয়তি যো নিত্যং স মাং ধরতি নিত্যশঃ ॥৭২
মহাবিপত্তিযুক্তোঽপি যো নধর্ম্মংজহাতি বৈ। স বৈ দেবপ্রিয়ো নিত্যং স মাংধরতিনিত্যশঃ
কর্ম্মভূমিমিমাং প্রাপ্য যো মাং ভজতি ভক্তিমান্‌। সবৈদেবপ্রিয়ো জ্ঞেয়ঃসমাংধরতিনিত্যশঃ
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বৈষ্ণবী চণ্ডিকেতি চ। মুদা গায়তি যো নিত্যং স মাং ধরতি নিত্যশঃ
পতিপূজাপরা যা স্ত্রী সদ্ভক্তা চ দয়ান্বিতা। সুশীলা সাধুচিত্তা চ সা মাং ধরতি নিত্যশঃ ॥৭৬
অহং মহানহং দীর্ঘো বামনোঽহমহং কৃশঃ। স্থূলশ্চাহমণুশ্চাহং সুরূপশ্চ কুরূপকঃ ॥৭৭
যাদৃশং মাং ধর্ত্তুমীশা ভবিষ্যসি বৃণুষ তৎ। তেন রূপেণ তে সাধ্বি ভবিষ্যামি সুতোঽদিতে

অদিতিরুবাচ।

বরদো যদি মে দেব বরার্হা যদি বাপ্যহম্‌। তদা মে বামনো ভূত্বা পুত্রত্বং যাহি কেশব ॥৭৯
নাতিস্থূলো নাতিকৃশো যথা ত্বাং ধর্ত্তুমুৎসহে ॥৮০
স্বয়ং বামনকো ভূত্বা খণ্ডয়িত্বা বলিং হরে। ইন্দ্রস্য রাজ্যমিন্দ্রায় দাতুমর্হসি কেশব ॥৮১
মদ্গর্ভে তব জাতস্য বলিং খণ্ডয়তস্তথা। কীর্ত্তিস্তে বিপুলা লোকমলঘ্না জাগরিষ্যতি ॥৮২

শুক উবাচ।

ইত্যুক্তো দেবমাত্রা স হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ। শিবগানাপ্তইষ্টদেহো দেহার্থী তাং তথেতি বৈ ॥
উক্ত্বা চান্তর্দধে সদ্যঃ পশ্যন্ত্যা অদিতেঃ পুরঃ। অদিতিশ্চ যথা কালে সেবিতুং কশ্যপংপতিম্‌

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডেঽদিতিবরপ্রাপ্তির্নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

অথ কালে দেবমাতা দেবী কশ্যপভাবিনী । কশ্যপাদ্ ভমাধত্ত প্রাচী দিগিব ভাস্করম্ ॥ ১
অদিতিং গর্ভিণীং শ্রুত্বা সর্ব্বে শক্রাদয়ঃ সুরাঃ । স্তোতুং প্রচক্রমুর্বিষ্ণুমলক্ষ্যা অসুরাদিভিঃ ॥২

দেবা ঊচুঃ ।

ওঁ নমঃ কৃষ্ণায় জগদেকনাথায় গোবিন্দ পুরুষোত্তম বাসুদেব নিখিলজগদঘসঙ্ঘাতঘাতক বিবিধপাপনিচয়নিধনকর ভাস্কর দেবাধিদেব বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম সকলসুরনরকিন্নরগণশরীরেষু ত্বগ্রসনচক্ষুঃশ্রবণরসজ্ঞাঘ্রাণাধিষ্ঠাত্রে জ্ঞানরূপায় বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থমনোঽধিষ্ঠাত্রে কর্ম্মরূপায় মহাত্মনে শ্রীপতয়ে নির্ম্মলায় তে নমঃ ॥৩

শুক উবাচ ।

এবঞ্চাহরহর্দেবাঃ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্ ॥৪

কালে প্রাদুরভূদ্দেবঃ কশ্যপস্য গৃহে প্রভুঃ । ভবায় বিপ্রদেবানামভবায় বলেরপি ॥ ৫
ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাং দ্বিজপুঙ্গব । শ্রবণানক্ষত্রযুক্তে মুহূর্ত্তেঽভিজিতি প্রভুঃ ॥৬
অদিতিঃ কশ্যপশ্চাপি হরিং দদৃশতুস্তথা । চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈর্বিরাজিতম্ ॥৭
মণিনা কৌস্তভাখ্যেন জাজ্বল্যমানবক্ষসম্ । কুণ্ডলোদ্ভাসিগণ্ডঞ্চ কৃষ্ণং শ্রীবৎসলাঞ্ছনম্ ॥৮
পীতাম্বরং রক্তবর্ণং ব্রহ্মেন্দ্রাদিভিরীড়িতম্ । তং দৃষ্ট্বাত্যদ্ভুতং দেবং প্রণনাম চ কশ্যপঃ ॥৯

কশ্যপ উবাচ ।

ওঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় হরয়ে পরমাত্মনে । প্রণতক্লেশনাশায় শ্রীনাথায় নমো নমঃ ॥১০

অদিতিরুবাচ ।

তস্মৈ নমস্তে কৃষ্ণায় হরয়ে পরমাত্মনে । অজায় চাদিতেয়ায় কাশ্যপায় নমোঽস্তু তে ॥ ১১
নমস্তে পৃশ্নিগর্ভায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ । দেববন্দিতপাদাব্জ নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥১২
স্মৃতার্ত্তিনাশকানন্ত দেব পদ্মবিলোচন । নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥১৩
ইদং ব্রহ্মাণ্ডমখিলং ক্রীড়াগেণ্ডুকমেব তে । নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥১৪
বিষ্ণো তব কৃপা যস্য পরমানন্দবর্দ্ধিনী । নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥১৫
তপাংসি যস্য হৃদয়ং ভক্তিস্তে যস্য দর্শনম্ । নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥১৬
পরমাং নিষ্কলাং সূক্ষ্মাং প্রাপ্য যস্যাত্মনি স্থিতঃ । নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ
প্রাণায়ামাদিনির্দ্ধূতকল্মষো যং সমীক্ষতে । নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥১৮
চন্দ্রাদিত্যৌ দৃশৌ যস্য ব্রাহ্মণা যস্য বৈ মুখম্ । নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥
নিক্ষিপ্তোৎক্ষিপ্তবিক্ষিপ্তপ্রতিক্ষিপ্তা বয়ং পুনঃ । নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ২০
অগ্নির্যস্য মুখঞ্চাস্য কর্ণৌ যস্য দিশো দশ । নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥২১
বায়ুর্যস্য স্বয়ং প্রাণো মায়া হাস্যঞ্চ যস্য বৈ । নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥২২

পৃথ্বী যস্যাসনং সত্যং লোকো মুকুটমেব যৎ। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥২৭
দক্ষিণা চোত্তরা দিক্ চ ভুজৌ যস্য মহাবলৌ। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥
নাসাগ্রং যস্য পূর্ব্বা দিক্ পৃষ্ঠং যস্য চ পশ্চিমা। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥
যস্যাজ্ঞাকারিণো বায়ুসূর্য্যচন্দ্রধরাসুরাঃ। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ২৬
ত্রৈলোক্যং লঙ্ঘিতং যেন দুর্লঙ্ঘ্যোপাসনেন বৈ। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥
যস্যোদরস্থং সকলং ত্রৈলোক্যং ভূর্ভুবাদিকম্। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥
মুখবাহূরুপাদেভ্যো বর্ণা যস্য বভূবিরে। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥২০
মনশ্চক্ষুঃশ্রুতিত্বগ্‌ভ্যো যস্যাভূবংস্তথাশ্রমাঃ। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥৩০
সহস্রশীর্ষা যঃ কৃটঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৩১
আদিত্যকোটিবর্ণো যো যোঽতীতো নিখিলস্তমঃ। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ
এক উর্ব্বরিতো যস্তু কল্পান্তে মহতি প্রভুঃ। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥৩৩
এতাবানেব নৈষ ত্বমনন্তগুণশক্তিমান্। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥৩৪
ত্রিগুণানামপার্থক্যাৎ সৃষ্ট্যাদি কুরুষে চ যঃ। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥৩৫
স্বেচ্ছাবশগতো যস্ত্বং মম গর্ভগতোঽভবঃ। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥৩৬
গর্ভে জাতোঽসি মে দেব গর্ভদুঃখবিবর্জ্জিতঃ। গর্ভদুঃখবিমোচী ত্বং পুত্রবুদ্ধির্ন তেঽস্ত মে
ত্বন্তু পুত্রঃ পিতা মাতা গুরুশ্চ পরদেবতা। ভার্য্যা পতিশ্চ শিষ্যশ্চ সর্ব্বরূপো ভবান্ পৃথক্ ॥

শুক উবাচ।

ইতি স্তুবন্তীমদিতিং ভগবান্ দেবমাতরম্। মোচনঃ কিল দুঃখানাং জগাদ দ্বিজপুঙ্গব ॥ ৩৯

ভগবানুবাচ।

মাতরেবং যদেবাত্থ তত্তদেব নচান্যথা। এষোঽহং বামনো ভূতস্ত্বৎকার্য্যার্থং সমাশ্বস ॥৪০

শুক উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তৎক্ষণাদেব দ্বিভুজো বামনোঽভবৎ। কশ্যপস্তস্য মঙ্গল্যং চকার বহুধা মুনে ॥৪১
সর্ব্বমঙ্গলপূর্ণোঽপি সমুদ্র ইব পর্ব্বণি। জবাকুসুমসঙ্কাশঃ কাশ্যপেয়ো মহাদ্যুতিঃ ॥৪২
ররাজ বামনো বালঃ কশ্যপাদিতিবেশ্মনি। চকার নামকরণং তস্য বালস্য কশ্যপঃ ॥ ৪৩
ইন্দ্রানুজত্বাদুপেন্দ্রো বামনত্বাচ্চ বামনঃ। কাশ্যপিশ্চাদিতেয়শ্চ রক্ত ইত্যপি নামতঃ ॥৪৪
ত্রেতাযুগেঽবতীর্ণোঽংশো রক্তবর্ণশ্চ বামনঃ ॥ ৪৫
ততঃ কালে গতে ক্বাপি নিশ্চিত্যোপনয়ার্হতাম্। ঋষীন্ দেবাংস্তথামন্ত্র্য সংস্কর্ত্তুং পুত্রমুদ্যতঃ
আহূয় বহ্নিং সংশুদ্ধং হুত্বা বিধিবদেব চ। বৃহস্পতির্যজ্ঞসূত্রং দদৌ তস্মৈ সুলক্ষিতম্ ॥৪৭
সবিতা স্বয়মাগত্য গায়ত্রীং প্রদদৌ দ্বিজ ॥ ৪৮
অথ দেবী সমাগত্য পার্ব্বতী শিবসুন্দরী। দদৌ ভিক্ষাং বামনায় বটুমানবকায় বৈ ॥৪৯

পার্ব্বত্যুবাচ।

বিপ্র তুভ্যং প্রযচ্ছামি ভিক্ষাং তে প্রথমামহম্। ত্বঞ্চ প্রতিগৃহাণেমাং জরামরণহারিণীম্ ॥ ৫০

বামন উবাচ।

মাতর্ভগবতি শ্রেষ্ঠাং ভিক্ষাং মে দেহি পার্ব্বতি ॥ ৫১

শুক উবাচ।

ওঁ স্বস্তীতি সকৃৎ প্রোচ্য ভগবান্ বটুবামনঃ। অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্তু গৃহীত্বা তস্য বৈ কিয়ৎ ৫২
মূর্দ্ধা ববন্দে চেত্যেব প্রতিজগ্রাহ জৈমিনে ॥ ৫৩

ততো দ্যৌঃ প্রদদৌ ছত্রং পাদুকেপ্রদদৌধরা। ভিক্ষাপাত্রং দদৌ শম্ভুঃ কৌপীনঞ্চামরত্নকম্
দণ্ডঞ্চ বৈণবং প্রাদাৎ প্রজাসংযমনো যমঃ। ব্রহ্মর্ষয়ো দদুর্দর্ভান্ ব্রহ্মা প্রাদাৎ কমণ্ডলুম্।
গিরয়স্তিলকং শুক্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিরাজিতম্ ॥ ৫৫

এবং পরমতেজস্বী ভূত্বা বটুকবামনঃ। ররাজ রাজরাজস্য ক্ষিতৌ রাজেব চাপরঃ ॥৫৬
ততঃ স বামনো বিপ্রঃ কৃত্বা পরিসমূহনম্। মাতরং পিতরঞ্চোভৌ প্রণনাম ক্রমাদ্গুরূ ॥৫৭
ব্রহ্মাদিদেবতাঃ সর্ব্বা ঋষীন্ সর্ব্বানথৈকদা। ব্রাহ্মণেভ্যো নম ইতি প্রণনাম মহাপ্রভুঃ।
প্রণম্য সর্ব্বানিত্যেবং প্রাঞ্জলিঃ প্রজগাদ বৈ ॥ ৫৮

বামন উবাচ।

অহং ব্রজামি গুরুষু য়ুয়ং তত্রানুমোদত। সমাবৃত্য পুনঃ সর্ব্বান্ দ্রক্ষ্যাম্যহমুপাগতঃ ॥৫৯

শুক উবাচ।

ইত্যুক্তা যাতি তনয়ে চিন্তয়ামাস চাদিতিঃ। অন্যে চ কশ্যপাদ্যা বৈ যথাযোগ্যমচিন্তয়ন্ ॥
অয়ং দেবোঽব্যয়ো বিষ্ণুঃকশ্যপাজ্জাতো মম। মহাপ্রভাবোবিপ্রোঽভূদ্যাতি বস্তুং গুরাবপি
কীদৃশেন হ্যুপায়েন বলিঞ্চ মোহয়িষ্যতি। ইন্দ্রায় রাজ্যং তদ্গ্রস্তং কথমেব প্রদাস্যতি ॥৬২
অয়ন্তু বামনো বালো ব্রাহ্মণো নূতনোঽপি চ ॥ ৬৩

কথং দানবদৈত্যানাং পতিং তং বলিনামকম্। খণ্ডয়িষ্যতি ধর্ম্মাত্মা দেবা উদ্বেজিতা যতঃ ॥
মন্যে হ্যস্য তেজসৈব মুগ্ধো বৈরোচনো বলিঃ। সর্ব্বং রাজ্যমমুষ্মৈ তু দাস্যত্যেব ন সংশয়ঃ ॥
অয়ং পুনর্দানলব্ধং সর্ব্বমিন্দ্রায় দাস্যতি। বলিস্তু দাতা ধর্ম্মাত্মা দণ্ডমর্হতি নৈব হি ॥ ৬৬
তেনায়ং বিপ্ররূপেণ শক্রার্থে ভিক্ষয়িষ্যতি ॥ ৬৭

এবং চিন্তয়তাং তেষাং বামনো বিপ্রনন্দনঃ। কতিচিদ্ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধং যযৌ গুরুনিবেশনম্ ॥
তত্র সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি পপাঠ বটুবামনঃ। বৃহস্পতির্ব্যাকরণং পাঠয়ামাস তং তদা ॥৬৯
ততো দেবান্তমীমাংসে ন্যায়পাতঞ্জলৌ তথা। সাংখ্যং বৈশেষিকঞ্চাপি পপাঠ দর্শনানি ষট্
ততঃ পপাঠ সর্ব্বাণি স্মৃতিশাস্ত্রাণি বাক্পতেঃ। আগমান্নিগমাংশ্চৈব পুরাণানি পপাঠ চ ॥৭১
শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণংনিরুক্তংজ্যোতিষাংচিতিঃ। ছন্দসাংবিচিতিশ্চৈব ষড়ঙ্গো বেদ ইষ্যতে
সর্ব্বং কশ্যপপুত্রোঽসৌ পপাঠাঙ্গিরসাদ্গুরোঃ ॥ ৭২

এবমল্পেন কালেন বিদ্যাঃ সর্ব্বা অধীতবান্। গুরুদক্ষিণয়া জীবং ছন্দয়ামাস বামনঃ ॥ ৭৩

বামন উবাচ।

বৃহস্পতে মহাভাগ গুরো শাস্ত্রাণি মে ভবান্। অধ্যাপয়দ্দক্ষিণয়া কয়া ত্বাং নিষ্ক্রীণয়ামি

একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে সমর্পয়েৎ । ত্রৈলোক্যে নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা সোঽনৃণো ভবেৎ
যদি তত্র গুরুর্দেবঃ প্রসীদতি কিল স্বয়ম্ । তদা স্বল্পঞ্চ বৈ দ্রব্যং দক্ষিণার্থায় কল্পতে ॥ ৭৬
ত্বন্তু মে সর্ব্বশাস্ত্রাণাং জ্ঞানদাতা প্রসীদ মে । অহন্তু জানে কিয়তীং ভক্তিমেব বৃহস্পতে ॥

গুরুরুবাচ ।

ভবান্ বামনরূপেণ হ্যবতীর্ণোঽখিলেশ্বরঃ । লোকযাত্রানুকুর্ব্বাণো বিদ্যাঃ সর্ব্বাঃ পপাঠ বৈ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রস্য কর্ত্তা ত্বং সর্ব্বলোকপতির্ভবান্ । লোকাতীতো ভবানেব প্রাপ্তোঽসি ভগবন্ ময়া
অতঃপরা দক্ষিণা কা যৎ ত্বাং প্রাপ্য পরং স্পৃহে । যদর্থমবতীর্ণোঽসি দক্ষিণা পরমৈব সা ॥
হৃতরাজ্যঃ পুনঃ শক্রস্ত্বত্তো বাসং প্রলপ্স্যতে । প্রসন্নোঽহং গুরুস্তে বৈ গচ্ছ যত্র প্রয়োজনম্

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তস্তেন গুরুণা বামনোঽদিতিনন্দনঃ । গুরুং প্রণম্য প্রযযৌ কতিচিদ্ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥ ৮২

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে বামনচরিতে বামনজন্ম নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

পপ্রচ্ছ ব্রাহ্মণান্ বিপ্র বামনোঽদিতিনন্দনঃ । বিজ্ঞাতার্থোঽপি ভগবান্ লোকযাত্রামনুষ্ঠিতঃ

বামন উবাচ ।

অহন্তু ভূমিভিক্ষার্থী তপঃস্থানায় সম্প্রতি । কো মে দাস্যতি বৈ ভূমিং যত্র তপ্স্যামি তাপসঃ

ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

অধুনা সকলা ভূমির্বলের্বৈরোচনস্য হি । সোঽধুনা যজতে তীরে নর্ম্মদায়া অথোত্তরে ॥ ৩
স তুভ্যং দাস্যতে ভূমিং যজ্ঞা দাতা দ্বিজপ্রিয়ঃ । ত্বং গত্বা খলু যাচস্ব ধরাং স্বার্থস্য সাধনীম্

শুক উবাচ ।

এবমেবেতি চোক্ত্বাসৌ বলিং গন্তুং মনো দধে । পদে পদে চকম্পে চ ধরাণী তস্য গচ্ছতঃ ॥
আগচ্ছন্তং ততো দূরাদ্বামনং তং বলির্নৃপঃ । যজ্ঞাসনে স্থিতোঽপ্রাক্ষীদৃষিমণ্ডলমধ্যগঃ ॥ ৬
তর্কয়ামাস বহুধা কোঽয়মিত্যেষ ভূপতিঃ । দৃশ্যতে দিবিসূর্য্যোঽসৌ নোদেতি দিবসে শশী
অগ্নির্মাত্র সম্পূর্ণঃ কোঽয়মগ্যোঽভিলক্ষ্যতে । সনৎকুমার এবাসৌ নৈব হ্রস্বত্বলক্ষণাৎ ॥৮
ইত্যেবং বহুধা তর্কং কুর্ব্বতস্তস্য বৈ বলেঃ । উপাজগাম সর্ব্বেষাং পশ্যতাং চালয়ন্ ধরাম্ ।
বলিস্তু বৈর্ধ্যমুৎসার্য্য তত্তাসা ক্ষিপ্তমানসঃ । দীক্ষাসনাৎ সমুত্তস্থৌ বারিতো বামনেন চ ॥১০
ততো বলির্বামনায় দদাবাসনমুত্তমম্ । সৌবর্ণং জ্বলদগ্ন্যাভং স তত্রোবাস বামনঃ ॥ ১১
তস্য পাদদ্বয়ং রাজা ক্ষালয়ামাস বৈ স্বয়ম্ । তৎপাদক্ষালনজলং শিরসা চ দধার সঃ ॥১২
যজ্ঞকর্ম্ম পরিত্যজ্য তৎপূজায়াং মনো দধে ॥ ১৩
তং পূজয়িত্বা বিধিবন্নির্ম্মলেনান্তরাত্মনা । কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিত্বা বামনং বলিরব্রবীৎ ॥ ১৪

বলিরুবাচ।

স্বাগতন্তে মহাবাহো নমস্তুভ্যং মহাত্মনে। ব্রহ্মর্ষীণাং তপঃ সাক্ষাদস্মদ্দৃগ্গোচরো মতঃ ॥
দাতুমিচ্ছামি তে কিঞ্চিল্লক্ষয়ে ত্বাঞ্চ যাচকম্। ত্বাদৃশং যাচকং প্রাপ্য স্বার্থকত্বমুপৈম্যহম্ ॥

বামন উবাচ।

উচিতন্তে বচশ্চৈতৎ প্রহ্লাদপৌত্র ধার্ম্মিক। অহং যাচক আয়াতো যজ্ঞতন্তে মখোত্তমম্ ॥
অহং দাস্যসি যৎকিঞ্চিদ্যাচিতন্তন্ন সংশয়ঃ। ব্রাহ্মণা হি বয়ং স্বল্পং যাচেম বহুনিস্পৃহাঃ ॥

বলিরুবাচ।

কথং বহুতরং ত্যক্ত্বা স্বল্পং যাচিষ্যতে ভবান্। অহমাঢ্যঃ পরো ব্রহ্মংস্ত্বঞ্চতেজীয়সাং বরঃ ॥১৯
মাং প্রাপ্যপ্রাপ্তসর্ব্বার্থো ন ভূয়োঽর্হতি যাচিতুম্। ভবান্ কথং স্বল্পমর্থং নীত্বাঙ্গং যাচয়িষ্যতি
তস্মান্মাং নমু যাচস্ব দ্বীপং গিরিমথাপি বা। সাগরং বা স্ত্রিয়ো বাপি গ্রামান্ বা নগরাণি বা
বনানি বাথ হস্ত্যশ্বরথান্ বা কোটিকোটিশঃ। মণিমুক্তাস্বর্ণরূপ্যকোষান্ বা লক্ষকোটিশঃ ॥
অপর্য্যাপ্তধনঃ কস্মাৎ স্বল্পং দাস্যে ভবাদৃশে ॥ ২২
যস্য প্রসাদাৎ সর্ব্বা মে বিপুলা রাজ্যসম্পদঃ। তস্মৈ তে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দাতুং কৃপণতা ন মে
তস্মাদ্যাচকদাত্রোর্নৌ যোগ্যং যাচস্ব বামন। নোপহাস্যো যথাহঞ্চ ত্বঞ্চ স্যাবঃ কদাচন ॥২৪

বামন উবাচ।

যদুক্তং তদ্ধি সত্যং তে বদান্যস্য দয়াবতঃ। কিন্তু দাতা ভবান্ যদ্বন্নাহমর্থী চ তাদৃশঃ ॥ ২৫
অহং তাপসবংশে হি জাতোঽল্পার্থেঽর্থকো নৃপ। ত্বত্তপর্য্যাপ্তমৈশ্বর্য্যং প্রাপ্তোঽস্ম্যেব ন চান্যথা
স্বল্পত্বং বিস্তরত্বঞ্চাপ্যপর্য্যাপ্তমপেক্ষয়া। যৎ তু স্বল্পমহং যাচে পরাপেক্ষন্তু তদ্বহু ॥ ২৭
ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যঞ্চাল্পং স্যাদ্দশব্রহ্মাণ্ডচিন্তয়া। তস্মাৎ কিংনু ত্বয়া জ্ঞাতং বহুত্বং স্বল্পতাপ বা ॥
অর্থিনো যাদৃশে দ্রব্যে কার্য্যং ভবতি ভূপতে। তদেব দেয়ং দাত্রা বৈ নাত্র স্বল্পাদিভাবনা
ন দেয়ং স্বল্পমিত্যেবমিত্যদাতুর্বচস্ত্যজ। স্বল্পং বা বিস্তরং বাপি দাতারো দদতে ধ্রুবম্।
অহং তেযৎ তু যাচে বৈ তদ্বলে দীয়তাং মম ॥ ৩০

বলিরুবাচ।

যাচস্ব কিং তবাভীষ্টং তদেব শ্রূয়তে বদ। অজ্ঞাত্বা তে হৃভিপ্রায়ং কথমেতদ্বৃথা বচঃ ॥

বামন উবাচ।

অহং তপশ্চরিষ্যামি বলে ব্রাহ্মণবালকঃ। তদর্থং তে ধরাং যাচে তুভ্যং ত্রিপদসম্মিতাম্ ॥
এতেনৈব কৃতার্থোঽস্মি ত্বঞ্চ সর্ব্বপ্রদো ভবেঃ। নিরীহা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে তত্রাহং যাচকস্তব ॥

বলিরুবাচ।

অহো ব্রাহ্মণদায়াদ অযোগ্যং কিংনু ভাষসে। ন লজ্জসে বচস্তত্র ত্রিপাদক্ষিতিযাচনে ॥৩৪
সভ্যাঃ শৃণুত নো যূয়ং কিমেষ ভাষতে দ্বিজঃ। অহমেকঃ কথং কুর্য্যাং বিবাদং পরমং জনাঃ

বামন উবাচ।

শৃণু রাজন্ বলে ধীর বচো মম সমার্থকম্। যন্ময়া যাচ্যতে তন্মে দীয়তাং ত্রিপদস্থলম্ ॥৩৬

যৎ ত্বয়োক্তং যাচনায় দ্বীপবর্ষাদি বস্তু বৈ। প্রত্যেকং দাতুকামেন বলিনা কামপূরিণা।
সমুদায়ফলং তে তৎ ত্রিপদক্ষিতিতো ভবেৎ ॥৩৭
মা চিন্তয় মহাভাগ দানযোগ্যন্তু যাচিতম্। মৎপাদত্রিকসম্মানসম্মিতাং দেহি মে ধরাম্ ॥৩৮
বলিরুবাচ।
অহো তে বামন বচঃ সুদৃঢ়ং নাপরার্থকম্। কুতস্তে মতিরুৎপন্না যাচনেঽত্র দ্বিজর্ষভ ॥৩৯
সর্ব্বথা বামনোঽসি ত্বং তেজসাস্যমিতো মতঃ। কিং ব্রূত সভ্যা এতস্মৈ বাঞ্ছিতার্থঃ প্রদীয়তে
সভ্যা উচুঃ।
যদেশ ব্রাহ্মণসুতো যাচতে তৎ প্রদীয়তাম্। যাচমানস্য চাল্পং হি দাতুর্নাকীর্ত্তিসূচকম্ ॥৪১
শুক উবাচ।
ইত্যেবং নিশ্চিতং জ্ঞাত্বা বামনস্য বচঃ পরম্। দাস্যামি ধর্ম্মে তে হৃদ্যাং গৃহ্যতামিত্যুবাচ সঃ
ইত্যুক্ত্বা জগৃহে রাজা তদ্দিৎসুর্জলভাজনম্। তাম্রপাত্রে কুশজলং তিলাংশ্চাদায় বৈ যদা।
ওঁ তৎসদিত্যুদাহার্ষীৎ তদা শুক্রোঽভ্যভাষত ॥ ৪৩
শুক্র উবাচ।
অহো বিরম হে রাজন্ সত্যমেব দদাসি হ। ত্যজ্যতাং তাম্রপাত্রঞ্চ যদ্ব্রবীমি শৃণুষ তৎ ॥
দাতা দত্তে বিচার্য্যৈব দানং পাত্রঞ্চ সত্তম ॥ ৪৪
জ্ঞাতোঽয়ংতেগ্রহীতাযোদানংকিংতচ্চ তেমতম্। রাজাসিচাবিচার্য্যৈবকথংকর্ম্মকরোষি ভোঃ
বলিরুবাচ।
মম আচার্য্য মে ত্বভ্যং পুরোহিত ভৃগূদ্বহ। তেজসা ধর্ষিতোঽস্যাদ্য ব্রহ্মরূপেণ ভার্গব ॥৪৬
জিজ্ঞাসিতং ন মে কিঞ্চিদ্বিপ্র ইত্যেব দীয়তে ॥ ৪৭
ভবাংস্তু যদি জানীতে এনং ব্রাহ্মণসত্তমম্। তস্মাৎ কথয় নামাস্য গোত্রং কর্ম্মাপ্যভীপ্সিতম্
শুক্রাচার্য্য উবাচ।
অয়ং বলে মহাভাগঃ কশ্যপাদিতিসম্ভবঃ। মায়য়া বামনো ভূত্বা বিষ্ণুরেব সনাতনঃ।
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমবতীর্ণোঽপকৃৎ তব ॥ ৪৯
বলিরুবাচ।
অহো বিষ্ণুরয়ং দেবো হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ। দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমবতীর্ণোঽত্র মে কথম্ ॥৫০
শুক্রাচার্য্য উবাচ।
ইন্দ্রস্য রাজ্যং নিখিলং যৎ ত্বয়া নৃপ ভুজ্যতে। তদেব ত্বাং ত্রিপাদেন চ্ছলেনৈব প্রযাচতে॥
ধরামেকপদেনৈব দ্বিতীয়েন দিবং তথা। ক্রমিষ্যতি চ কায়েন সর্ব্বমেব নভস্তলম্।
তৃতীয়পাদকার্য্যার্থং নাস্তি যৎ ত্বং প্রদাস্যসি ॥ ৫২
বলিরুবাচ।
দ্বৌ পাদাবস্য দৃশ্যেতে তৃতীয়ো নাস্য দৃশ্যতে। কথমেব ত্রিভিঃ পাদৈর্যাচতে ত্রিপদস্থলম্ ॥
পাদৌ দ্বাবেব সর্ব্বেষাং বর্ত্ততে ধ্যাতমস্য চ। অনেন বা কুতো লব্ধং তৃতীয়চরণাম্বুজম্ ॥৫৪

শুক্রাচার্য্য উবাচ ।

ইন্দ্ররাজ্যগ্রহীতুস্তে খণ্ডনায় পদত্রয়ম্ । রজস্তমঃস্বরূপঞ্চ ধরাকম্পনকৃদ্গুরু ।
ধ্রুবায়াতস্তবাত্রেহ বিষ্ণুর্বামনরূপধৃক্ ॥ ৫৫

তব বৈ সাত্ত্বিকাদ্বাক্যাদপরং সত্ত্বরূপকম্ । জাতং পদং তৃতীয়ং বৈ লঘু চৈব প্রকাশকম্ ॥৫৬
অতএব পদাস্তস্য ত্রীণি জাতানি ভূপতে । দত্ত্বা ত্রিপাদসামগ্রীং ত্বং কুত্র নমু স্থাস্যসি ॥৫৭

বলিরুবাচ ।

এবমস্তু ভৃগুশ্রেষ্ঠ ত্রিপাদচ্ছলদণ্ডকৃৎ । তৃতীয়পাদবাসার্থং স্থানং স্থাস্যতি সর্ব্বথা ॥৫৮
নায়ং দেবোঽখিলাত্মা বৈ মদ্ভিন্নং কিংনু যাচতে ॥৫৯

কিমতঃ পরমস্তীহ ভাগ্যং মম মহত্তরম্ । যদয়ং বামনো বিষ্ণুর্যাচতে মাং সনাতনঃ ॥৬০
ইদং সর্ব্বমমুষ্যৈব তচ্চ যদ্যপি যাচতে । পরমোঽনুগ্রহো মেঽস্যৈ কৃত এতেন নান্যথা ॥৬১
দানং ব্রাহ্মণভক্তিশ্চ বর্ত্ততে মম চেতায়ম্ । জ্ঞাত্বৈব ব্রাহ্মণো ভূত্বা যাচতে মামতোঽস্তিকিম্
জ্ঞাতয়ে ব্রাহ্মণায়াস্মৈ বিষ্ণবে যজ্ঞরূপিণে । যাচকায় স্বয়ঞ্চৈত্য দদামীষ্টং ন সংশয়ঃ ॥৬৩
দদামীতি বচঃ কস্মান্মম মিথ্যা ভবিষ্যতি ॥৬৪

শুক্রাচার্য্য উবাচ ।

কচিন্মিথ্যাপি ধর্ম্মায় সত্যঞ্চাধর্ম্মকৃৎ কচিৎ । যদাদিকবিনা গীতং তচ্ছৃণুষ মহামতে ॥৬৫
স্ত্রীষু নর্ম্মবিবাহেষু বৃত্ত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে । গোব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বস্বাপচয়ে মিথ্যাবাক্যং সমাচর । যেন সর্ব্বস্বরক্ষা স্যাৎ প্রাণরক্ষা চ শাশ্বতী ॥৬৭

বলিরুবাচ ।

এবং চেন্নহ্যজানীষে প্রোক্তমেতৎপুরা ন কিম্ । দাস্যামীতি যদা প্রোক্তং তদৈতৎকথিতংত্বয়া
অহো তে মতিরাজ্জাতা বিষ্ণুকার্য্যানুকূলিনী । চরন্তি ব্রাহ্মণাঃ কেঽপি কূটভাবেন ভূতলে ॥
ভবিতব্যং ভবত্যেব বিষ্ণবে দীয়তেঽখিলম্ ॥ ৬৯

আহুয়তাং সতী ভার্য্যা মম বিন্ধ্যাবলিঃ প্রিয়া । তয়া যুক্তোঽহমীশানমর্চ্চয়ামি সনাতনম্ ॥৭০
ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে কচিৎ ॥৭১

অস্মাকং কুলদেবোঽয়ং বিষ্ণুর্নারায়ণোঽব্যয়ঃ । প্রহ্লাদপ্রাণরক্ষার্থং নরসিংহো বভূব হ ॥৭২

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা স বলির্ভূপো জগ্রাহ জলভাজনম্ । তাম্রপাত্রে কুশজলং তিলাংশ্চাদায় বৈ তদা ॥
ওঁ তৎ সদিত্যুদাহৃত্য মাসপক্ষাদি চোল্লিখন্ । নিষ্কামশ্চ সভার্য্যঃ সন্ দদে এবমুদাহরৎ ॥৭৪
পদশ্রবণমাত্রেণ বামনোঽভূদবামনঃ ॥৭৫

সাত্ত্বিকং যৎ পদং বিষ্ণোরুৎপপাত দিবং হি তৎ । ব্রহ্মাণ্ডংস্ফোটয়ামাস তৎপদং দিবমুৎপতৎ
ব্রহ্মা কমণ্ডলুজলং গঙ্গেতি পূর্ব্বসঞ্চিতম্ । দদৌ পদায় তস্মৈ চ বিররাম তদা চ তৎ ॥৭৭
রাজসং তৎপদং তস্য তেন ব্যাপ্তং ধরাতলম্ । কায়েন খস্তু নিচিতং সলস্যে তামসং পদম্ ॥
তৃতীয়পাদবাসং মে দেহীত্যেবং ববন্ধ তম্ । বদ্ধং দৃষ্ট্বা পতিং ক্লিষ্টং বিন্ধ্যাবলিরুবাচ হ ॥

বিন্ধ্যাবলিরুবাচ।

প্রভো দেব জগন্নাথ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন। বন্ধং কথমসৌ প্রাপ্তঃ সেবিত্বা ত্বাং বিমুক্তিদম্ ॥৮০
অহং নিষ্কপটো রাজা বলির্বৈরোচনোঽসুরঃ। কথমর্হত্যসৌ বন্ধং সেবিত্বা ত্বাং বিমুক্তিদম্ ॥
যদয়মস্য স্থানং তে দত্তমপ্যস্তদস্তি চ। শিরো ন দত্তং তচ্চাস্য গৃহ্যতাং চরণার্পণাৎ।
মুক্তোঽয়মসুরশ্চাস্তু ধ্যাতোঽস্তু তব সেবকঃ ॥ ৮২

শুক উবাচ।

এবং বিন্ধ্যাবলীবাক্যং গৃহীত্বা স জনার্দ্দনঃ। তস্য মূর্দ্ধ্যর্পয়ামাস তৃতীয়ং চরণং হরিঃ ॥ ৮৩
তদা জয়জয়ধ্বানো বভূব কিল সর্ব্বতঃ। মোক্ষয়িত্বা বলিং ভূপং জগাদ মধুরাক্ষরম্ ॥৮৪

ভগবানুবাচ।

ইন্দ্রায় রাজ্যং সকলং স্বর্পিতং বর্ত্ততাং নৃপ। ত্বঞ্চাপি সুতলং গচ্ছ পিতামহসমন্বিতঃ ॥৮৫
অষ্টমেঽন্তর আয়াতে ভবিতেন্দ্রো ভবানিতি ॥৮৬
অহং ত্বয়া পরিক্রীতো দ্বারি তেঽহং গদাধরঃ। ত্বয়া সংরক্ষিতঃ স্থাতা সুতলেঽপি মহামতে
স্থিতা তে বিমলা কীর্ত্তিঃ সর্ব্বস্বদানকারিণঃ ॥ ৮৭
ত্বত্তুল্যো ব্রহ্মণঃ সৃষ্টৌ ন সন্ ভাবী ন ভূতবান্। যঃ শত্রবে ব্রাহ্মণায় দদৌ সর্ব্বস্বমাত্মনা॥
ত্বদর্থমবতারোঽয়ং বামনাখ্যঃ কৃতো ময়া। প্রহ্লাদার্থঃ পুরা যদ্বন্নারসিংহো মহাদ্ভুতঃ ॥৮৯
সমাপ্য কর্ম্ম চারব্ধং সুতলং প্রবিশ ধ্রুবম্ ॥ ৯০

শুক উবাচ।

ইত্যুক্তস্তেন কৃষ্ণেন বামনেন মহাত্মনা। কর্ম্ম সন্তানয়ামাস বিধিশিষ্টঞ্চ যৎ স্থিতম্ ॥৯১
বলির্যযৌ চ সুতলং পিতামহসমন্বিতঃ। বিষ্ণুশ্চান্তর্দধেঽংশেন তলে তস্থৌ গদাধরঃ ॥ ৯২
ইত্যেতৎ পুণ্যমাখ্যানং চরিতং বামনস্য তে। কথিতং জৈমিনে সাধো যথামতি ভবেচ্ছয়া ॥
ইদং পঠেন্বা শৃণুয়াৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ধনার্থী চাপ্নুতে কৃৎস্নং ধনং ধর্ম্মযশস্করম্ ॥৯৪
রাজ্যার্থী লভতে রাজ্যং পুত্রার্থী লভতে সুতম্। বন্ধ্যা প্রসবযোগ্যা স্যাৎ কুরূপশ্চ সুরূপতাম্
বিদ্যার্থী ধর্ম্মং তথারোগ্যং প্রদত্তে ফলমব্যয়ম্। দিনেষু খলু পুণ্যেষু পঠেদেতৎ সমাহিতঃ ॥
শ্রাদ্ধকালে পঠেদেতদ্দেবতারাধনেষু চ। শ্রাবয়েদ্বা বিষ্ণুভক্ত্যা স মুক্তিং পরমাং লভেৎ ॥৯৭

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে বামনচরিতং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

সত্ত্বরূপো হরেঃ পাদো যদা ব্রহ্মাণ্ডমস্তকম্। আস্ফোটয়ৎ তদা ব্রহ্মা কমণ্ডলুজলং দদৌ ॥১
তদা পর্য্যাপ্তবান্ পাদং হরিঃ সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ ॥ ২

প্রফুল্লকমলাভঃ স পাদঃ কৃষ্ণস্য দীপ্তিমান্ । তথৈব তস্যৌ তত্রৈব গঙ্গা তত্র যতঃ স্থিতা ॥৩
হরিরন্তর্দ্দধে তস্য পাদো গঙ্গাশ্রয়ঃ স্থিতঃ । তস্মাদপি সমুদ্ভূতা গঙ্গায়াতা ধরাতলম্ ।
তথা তে বর্ণয়িষ্যামি তদিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ৪
পদ্মনাভনাভিপদ্মাদ্ব্রহ্মা জাতশ্চতুর্ম্মুখঃ । ততো মরীচির্মারীচঃ কশ্যপস্তৎসুতো রবিঃ ॥ ৫
তস্য পুত্রো মনুর্জাতঃ শ্রাদ্ধদেব ইতি শ্রুতঃ । তস্য পুত্রঃ পটুর্জজ্ঞে ইক্ষ্বাকুরিতি বিশ্রুতঃ ॥ ৬
তস্য পুত্রো বিকুক্ষিশ্চ বিকুক্ষেস্ত পুরঞ্জয়ঃ । পুরঞ্জয়াদনেনাশ্চ পৃথুশ্চাভূদনেনসঃ ॥ ৭
পৃথোর্জাতো বিশ্বগন্ধিশ্চন্দ্রস্তস্যাভবৎ সুতঃ । চন্দ্রাজ্জাতো যুবানাশ্বঃ শ্রাবস্তস্তৎসুতোঽভবৎ ॥
শ্রাবস্তাদ্বৃহদশ্বোঽভূদ্ধুন্ধুমারস্ততঃ সুতঃ । ধুন্ধুমারাদ্দৃঢাশ্বোঽভূদ্ধর্য্যশ্বস্তৎসুতোঽভবৎ ॥ ৯
নিকুম্ভস্তৎসুতো জজ্ঞে বর্হিণাশ্বোঽভবত্ততঃ । কৃশাশ্বস্তৎসুতো জাতস্ততঃ সেনজিদাখ্যকঃ ॥১০
যুবনাশ্বস্ততো জাতো মান্ধাতা তনয়স্ততঃ । মান্ধাতুঃ পুরুকুৎসশ্চ ত্রসদশ্বস্ততোঽভবৎ ॥ ১১
অনরণ্যঃ সুতস্তস্মাদ্ধর্য্যশ্বশ্চ ততোঽভবৎ । ততস্ত্রারুণ ইত্যেব ততো জজ্ঞে ত্রিবন্ধনঃ ॥ ১২
ত্রিবন্ধনাৎ ত্রিশঙ্কুশ্চ হরিশ্চন্দ্রস্ততঃ সুতঃ । হরিশ্চন্দ্রাদ্রোহিতোঽভূদ্রোহিতাদ্ধরিতোঽভবৎ ॥
হরিতস্য সুতশ্চাপঃ সুদেবস্তস্য চাত্মজঃ । বিজয়স্তৎসুতো জজ্ঞে বিজয়াদ্ ভরুকস্তথা ॥ ১৪
ভরুকাৎ তু বৃকো জাতস্তৎসুতো বাহুকোঽভবৎ । বাহুকস্যসুতো জজ্ঞে সগরো নামবীর্য্যবান্
দ্বে ভার্য্যে সগরস্যাপি সুমতিঃ কেশিনীতি চ ॥ ১৬
ঔর্ব্বস্য চ প্রসাদেন সুমতিঃ সগরান্নৃপাৎ । পুত্রান্ ষষ্টিসহস্রাণি কেশিনী ত্বসমঞ্জসম্ ।
সুষুবে তৈস্তু সগরঃ শুশুভে রাজ্যসম্পদি ॥ ১৭
স পুত্রান্ বলিনো দৃষ্ট্বা পৃথিবীধারণক্ষমান্ । স্বয়ং যষ্টুং মনশ্চক্রে আহূয় ঋষিদেবতাঃ ॥১৮
তস্য যজ্ঞহয়ং বিপ্র জহ্রুর্নাগা অসূয়য়া ॥ ১৯
হৃত্বা তং যজ্ঞিয়ং সপ্তিং মহাতলনিবাসিনঃ । কপিলস্যান্তিকেঽরক্ষৎ সমাধিস্থস্য সর্ব্বদা ॥২০
প্রাপ্তঘোটকো রাজা ষষ্টিসাহস্রমাত্মজান্ । স্বযুঙ্ক্তান্বেষণেঽশ্বস্য তে তথা চক্রুরেব হি ॥২১
(অ)ন্বিষ্য নববর্ষেষু সপ্তদ্বীপেষু চৈব হি । সপ্তস্বর্গেষু চান্বিষ্য ন প্রাপুর্যজ্ঞিয়ং হয়ম্ ॥ ২২
(ত)তঃ কুদ্দালমাদায় শস্ত্রং সৃষ্ট্বা ধরাতলম্ । নিচখ্নুর্বহুভিস্তৈস্তু প্রাবিশন্ বিবরানপি ॥ ২৩
অতলং বিতলঞ্চৈব সুতলং তলমেব চ । রসাতলং বভ্রমুস্তে নাপশ্যন্ যজ্ঞিয়ং হয়ম্ ॥ ২৪
মহাতলে বভ্রমুস্তে নাগা অন্তর্হিতাস্তদা । দদৃশুস্তে মখহয়ং মুনেরেকস্য সন্নিধৌ ॥ ২৫
তং তে পিতুর্হয়ং জ্ঞাত্বা তং মুনিং হয়চোরকম্ । পলায়িতজনে দেশে তং দৃষ্ট্বা তে হতাড়য়ন্
আদৌ চক্রুর্মহাশব্দান্ ঢক্কাদ্যানপ্যনাদয়ন্ । তদা পাদৈরপ্রহার্য্যং তাড়য়ামাসুরোজসা ॥ ২৭
ততো ভগ্নসমাধিশ্চ কপিলো নাম বৈ মুনিঃ । উন্নিদ্রয়িত্বা নয়নে তান্ দদর্শ স তামসান্ ২৮
হুঙ্কারশব্দসংযুক্তচক্ষুর্দর্শনতো মুনিঃ । তৎক্ষণাদেব বৈ ভস্ম চকার তান্ কৃতাগসঃ ॥ ২৯
ততশ্চিরায়িতান্ দৃষ্ট্বা সগরঃ স্বান্ সুতান্ বহূন্ । চিন্তয়ন্ নারদাদ্দেবাম্ তাংশ্চ শ্রাব তাংস্তথা
ততঃ স পৌত্রং সগর আসমঞ্জসমুত্তমম্ । অংশুমন্তং স্বযুঙ্ক্তৈব দর্শয়ন্ ব্রাহ্মণাত্তমম্ ॥ ৩১
পিতামহেন চাজ্ঞপ্তঃ সোঽংশুমানাসমঞ্জসঃ । তেষাং গত্যনুসারেণ যযৌ সাধর্মহাতলম্ ॥৩২

দদর্শ কপিলং তত্র মহাপুরুষমীশ্বরম্। প্রণম্য দণ্ডবচ্চৈবং প্রাঞ্জলিঃ পুনরব্রবীৎ ॥ ৩৩

অংশুমানুবাচ।

প্রভো বিশেশ বিশ্বাত্মন্ ভগবন্ বিশ্বসম্ভব। নারায়ণ সুরৈরীড্য সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তক ॥ ৩৪
পিতামহো মে সগরশ্চক্রবর্ত্তী মহাযশাঃ। ধরণ্যাং যজতে দেব হয়মেধেন দেবতাঃ ॥ ৩৫
হয়ং তস্য মখস্যেমং হৃত্বা নাগা মহাবলাঃ। বদ্ধ্বাস্থিতা সমীপে তে নাগা অন্তর্হিতাঃ ক্বচিৎ ॥
এতদর্থাঃ পিতৃব্যা মে আগতা ইহ তে প্রভো। তমোভাবেন পূর্ব্বাস্তে নষ্টাস্ত্বয়ি কৃতাগসঃ ৩৭
ব্রহ্মদণ্ডহতা এতে দুর্গতিং পরমাং গতাঃ। অনুগ্রহস্বভাবাত্মা মোক্ষয়ামূন্ কৃতাগসঃ ॥ ৩৮
পিতামহপশুঞ্চামুং দাতুমর্হসি মে প্রভো ॥ ৩৯

কপিল উবাচ।

আসমঞ্জস তে তত্রং নীয়তাং যজ্ঞিয়ো হয়ঃ। ত্বয়ি তত্রুক্ত পিতুশ্চ সগরস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪০
নষ্টা এতে পুরা হ্যেব সুমতিস্ত বৃথাত্মজা ॥ ৪১
এষাং মস্তমভাবানাং ন কিঞ্চিৎ সাধু বিদ্যতে। বিনা মদ্দর্শনং তাত নাফলং দর্শনং মম ॥৪২
এতেষাং খলু সর্ব্বেষামুদ্ধারায়াসমঞ্জস। গঙ্গা যদি সমায়াতি ভিত্ত্বা ব্রহ্মাণ্ডমস্তকম্।
বিষ্ণোঃ পদাৎ পুণ্যজলা তদৈতেষাং গতির্ভবেৎ ॥ ৪৩
সা দুরারাধিতা দেবী পার্ব্বতী শিববল্লভা। আরাধিতা চেৎ সায়াতি তদা তেষাং গতির্ভবেৎ
তস্যা আনয়নং তাত কুরু যত্নেন ভূয়সা। সা হ্যনস্যা গতির্দেবী গঙ্গা পাপবতাং কিল ॥ ৪৫
পিতামহস্তে সগরস্তদর্থং যত্নবান্ ভবেৎ। তচ্চেৎ কার্য্যসিদ্ধির্ন তদা ত্বং যত্নবান্ ভবেঃ ॥৪৬
ত্বত্তোঽপি চেন্ন তৎ কার্য্যং তদা পুত্রাদয়স্তব। আরাধয়েয়ুর্গঙ্গাং বৈ তত্র কোঽপ্যানয়িষ্যতি
গচ্ছ নীত্বা ক্রতুহয়ং সগরস্য সমাজ্ঞয়া ॥ ৪৮

শুক উবাচ।

ইত্যুক্তঃ কপিলেনৈব নপ্তা সগরভূপতেঃ। অশ্বং নীত্বা যযৌ যত্র যাজ্ঞিকঃ সগরো নৃপঃ ॥৪৯
মরণঞ্চ পিতৃব্যাণাং দুর্গতিঞ্চাপি জৈমিনে। উদ্ধারহেতুং দেবোক্তং ভূপত্যৌ সংন্যবেদয়ৎ ॥ ৫০
সগরো জ্ঞাতসর্ব্বার্থঃ ক্রতুং প্রারব্ধমার্পয়ৎ। গঙ্গামারাধয়ামাস পুত্রাণাং কুশলায় সঃ ॥ ৫১
নাশক্নোত্তাং দুরারাধ্যাং গঙ্গাং বিষ্ণুপদস্থিতাম্। তস্য চাংশুমতে রাজ্যং কালস্য বশমীয়িবান্
হতশ্চৈবাংশুমান্ নাম গঙ্গানয়নকাম্যয়া। তপশ্চেরে বহূন্ কালাংস্তানানেতুং ন চাশকৎ ॥৫৩
তস্য পুত্রো দিলীপোঽভূন্মহারাজোঽতিধার্ম্মিকঃ। তস্য পুত্রে দিলীপে স রাজ্যং সর্ব্বমকণ্টকম্
গঙ্গাকথাং সুতে দত্ত্বা কালস্য বশমীয়িবান্ ॥ ৫৪
স দিলীপো মহারাজো বহুকালাংস্তপোঽচরৎ। নাশক্নোদ্বৈষ্ণবাৎ পাদাদ্গঙ্গামানয়িতুং দ্বিজ
পুত্রে ভগীরথে তস্য সপ্তদ্বীপেশতাং নৃপঃ। কালধর্ম্মং গতো ধ্যাত্বা দেবীং গঙ্গাং পরং যযৌ
রাজা ভগীরথস্তাসৌ সপ্তদ্বীপেশ্বরঃ কৃতী। শ্রুতবান্ পূর্ব্ববংশ্যানাং দুর্গতিং ব্রহ্মদণ্ডতঃ ॥ ৫৭
চিন্তয়ামাস চোদ্ধারং তেষাং পরমচিন্তয়া। অয়মেব সমারাধ্য গঙ্গাং দেবীং দদর্শ বৈ ॥ ৫৮

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে সগরসন্ততিনাশো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিরুবাচ ।

পূর্ব্বৈরপারিতং কর্ম্ম কথং রাজা ভগীরথঃ । অশক্রোদ্‌যেন সা গঙ্গা ধরণ্যামবতারিতা ॥ ১
তবদস্ব মহাভাগ শ্রোতুং কৌতূহলং মম । কীদৃশং বা তপশ্চেরে তদা রাজা ভগীরথঃ ॥ ২

ব্যাস উবাচ । '

এবমুক্তো জৈমিনিনা শুকদেবঃ প্রহর্ষিতঃ । জগাদ নমু জাবালে গঙ্গাবতরণং পরম্ ॥ ৩

শুক উবাচ ।

রাজা ভগীরথো নাম দিলীপতনয়ঃ পুরা । বশিষ্ঠং পরিপপ্রচ্ছ সসন্দেহেন চেতসা ॥ ৪

রাজোবাচ ।

কথং বশিষ্ঠ ব্রহ্মর্ষে মম পূর্ব্বপিতামহাঃ । গঙ্গামানয়িতুং শক্তা নাভবন্ কৃতপুণ্যকাঃ ॥ ৫
অহং বা তৈর্ন শক্তং যৎ তৎ করিষ্যামি বা কথম্ । তবদস্ব মহাভাগ কথং তেষাং গতির্ভবেৎ

বশিষ্ঠ উবাচ ।

গঙ্গা দেবী দুরারাধ্যা কথমল্পতপস্যয়া । মনুষ্যলোকং ধরণীমায়াস্যতি নৃপোত্তম ॥ ৭
তব পূর্ব্বৈস্তু পুরুবৈর্যৎ তপঃ সঞ্চিতং পরম্ । তৈস্তপোভিঃ কৃতৈরত্রৈস্তপসা চ তব প্রভো ।
চতুর্ভিঃ পুরুবৈর্গঙ্গারাধিতা সাগমিষ্যতি ॥ ৮
তব জন্ম তু তেষাং বৈ তপসাং সার্থকার্থকম্ । ত্বমারাধয় তাং গঙ্গাং সর্ব্বথৈবানয়িষ্যসি ॥ ৯

রাজোবাচ ।

গঙ্গা কীদৃক্ কুত্র চাস্তে তদর্থং বা কথস্ত্বহম্ । করিষ্যামি তপো ব্রহ্মংস্তন্মে বক্তুমিহার্হসি ১০

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ধ্যেয়া গঙ্গা শ্বেতরূপা ত্রিনেত্রা বরদা শিবা । অভয়া পদ্মহস্তা চ পীযূষঘটপাণিকা ॥ ১১
চতুর্ভুজা দিব্যরূপা বসন্তী মকরে শুচৌ । নানালঙ্কারভূষাঢ্যা স্ফুরৎস্মেরমুখাম্বুজা ॥ ১২
ভ্রাজমানা দশ দিশো দীপয়ন্তী মহাপ্রভা । জ্বলৎকনকহেমাভা বাসোযুগপিধায়িনী ॥ ১৩
কলিকল্মষসংহন্ত্রী পাতু পর্ব্বতকন্যকা । এবং ধ্যেয়া ত্বয়া গঙ্গা স্মরণীয়া সুখপ্রদা ॥ ১৪
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ব্রহ্মাণ্ডোপরি রাজতে । তস্মিন্ বসতি সা গঙ্গা ত্যক্ত্বা ব্রহ্মকমণ্ডলুম্ ।
পতিস্তস্যা মহাদেবো মূর্ত্তো তত্রাপি তিষ্ঠতি ॥ ১৫
হিমালয়স্য নিকটে ত্বং নু তাবৎ তপঃ কুরু । যাবন্ন লপ্স্যসে গঙ্গাং দেবদেবীভিরর্চ্চিতাম্ ॥১৬
কুলপ্রদীপো হি ভবান্ গঙ্গাং পরমপাবনীম্ । দুরারাধ্যাং মহাপুণ্যাং লোকেঽবতারয়িষ্যতি ॥
ত্বত্তুল্যো বাঽধিকো বাপি ন ভূতো ন ভবিষ্যতি । ত্রৈলোক্যপাবনীং গঙ্গাং ত্বঞ্চাবতারয়িষ্যসি
যৎ তপো বিহিতং পূর্ব্বৈস্তত্তু পিণ্ডীকৃতং হি সৎ । ভবানেব বভূবেহ যদপূর্ব্বাবতারকৃৎ ॥ ১৯
কীর্ত্তিস্তে বিপুলা পুণ্যা লোকে স্থাস্যতি নিশ্চলা ॥ ২০

যদ্ব্রহ্ম পরমং সূক্ষ্মং নরদৃগ্গোচরো ভবেৎ। স্বেষাং পূর্ব্বভুবাং পুংসামুদ্ধারায়াবতারিতা।
অনায়াসেন ত্রৈলোক্যে ভবেদ্ব্রহ্মত্বদায়িনী ॥ ২১

ভাগীরথীতি তে নাম্না সা গঙ্গা খ্যাতিমেষ্যতি। বৎস সাধো চিরং জীব কিমপূর্ব্বং করিষ্যসি
নরেভ্যো দুর্লভাং গঙ্গাং সুলভাঞ্চ করিষ্যসি। গঙ্গাপূজানুগা রাজংস্তব পূজা ভবিষ্যতি ॥ ২৩

শুক উবাচ।

এবং তেন বশিষ্ঠেন প্রোক্তো রাজা ভগীরথঃ। জগাম তপসে ধীমান্ গঙ্গানয়নকারণে ॥ ২৪
একপাদস্থিতস্তোর্দ্ধং নভোদৃষ্টির্নিরাশ্রয়ঃ। তপস্তেপেঽশনং ত্যক্ত্বা দিব্যান্ দ্বাদশবৎসরান্ ॥
এবং তপস্যতি হ্যগ্রে মহারাজে ভগীরথে। দেবাঃ সর্ব্বে নিরুচ্ছ্বাসাঃ শিবং গত্বা স্তুবেদয়ন্ ॥
দেবদেব মহাদেব চন্দ্রমৌলে মহেশ্বর। ত্রিলোচন নমস্তেঽস্তু পঞ্চবক্ত্র নমোঽস্তু তে ॥ ২৭
নমস্তে নীলকণ্ঠায় শিতিকণ্ঠায় তে নমঃ। নমো বৃষাকপে তুভ্যং ভৈরবায় নমোঽস্তু তে ॥ ২৮
সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তে তে সর্ব্বাধারায় শাশ্বত। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ২৯
ভবায় জলমূর্ত্তে তে জীবনামৃতরূপিণে। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৩০
রুদ্রায় চাগ্নিমূর্ত্তে তে সর্ব্বদেবমুখায় চ। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৩১
উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তে তে প্রাণাপানাদিরূপিণে। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৩২
ভীমায়াকাশমূর্ত্তে তে ভূতায় বিভুরূপিণে। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৩৩
পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তে সাধ্যায় সাধকাত্মনে। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥
মহাদেবায় তে সোমমূর্ত্তে চ সুখরূপিণে। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৩৫
ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তে তেজোরূপায় ভাস্বতে। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৩৬
অষ্টমূর্ত্তে নমস্তুভ্যং নমস্তে কালমূর্ত্তয়ে। নমো ভগবতে তুভ্যং প্রপন্নান্ পাহি নঃ প্রভো ॥৩৭
ভগীরথস্তপস্তন্ বৈ ন মন্যে কিং করিষ্যতি। ভগীরথস্য তপসো মহোগ্রাৎ সভয়া বয়ম্।
ভবন্তং শরণাপন্না যথোচিতমথো কুরু ॥ ৩৮

ভগবানুবাচ।

মা চিন্তয়ত বৈ দেবা নায়ং রাজা ভগীরথঃ। যুষ্মাকমপকারায় তপস্যতি মহামনাঃ ॥ ৩৯
চিকীর্ষুর্যদয়ং রাজা তন্ময়া পূরয়িষ্যতে। যূয়ং গচ্ছত নির্ভীতাঃ স্বস্বস্থানানি হর্ষিতাঃ ॥ ৪০

শুক উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য তদা দেবাঃ প্রণম্য চন্দ্রশেখরম্। যযুঃ প্রহর্ষিতাঃ স্বর্গং গঙ্গাং সস্মার শঙ্করঃ ॥ ৪১
স্মৃতা গঙ্গা সমাগত্য দেবদেবং ত্রিলোচনম্। প্রণিপত্য স্থিতা তত্র শিবো গঙ্গামথাব্রবীৎ ॥৪২

শিব উবাচ।

স্বাগতন্তে বরারোহে গঙ্গে পার্ব্বতি সুন্দরি। যদর্থং ত্বং স্মৃতা দেবি কথয়ামি শৃণুষ তৎ ॥ ৪৩
সূর্য্যবংশোদ্ভবো রাজা ধর্ম্মচারী ভগীরথঃ। স তপস্যতি যত্নেন ত্বং কথং দয়সে ন তম্ ॥ ৪৪
দয়া হি পরমো ধর্ম্মস্তেন শূন্যাসি মন্যতে ॥ ৪৫

ত্বাং সমারাধয়ামাসুঃ সগরাংশসদাদয়ঃ। ন তেষু দৃষ্টিপাতঞ্চ কৃতবত্যসি পার্ব্বতি ॥ ৪৬

চ সর্ব্বে পরমার্থজ্ঞা জিতাত্মানো জিতেন্দ্রিয়াঃ । শুচয়ঃ পুণ্যকর্ম্মাণো যজ্বানো দানশীলিনঃ
চবাং চতুর্ণাং ভূপানামেক এব তপস্যয়া । ত্রষ্টুং ত্বাং শক্যতে কিন্তুদ্ যত্র সর্ব্বে কৃতশ্রমাঃ ॥৪৮
ন্নাতং তদ্যাতং দেবি দর্শয় স্বং ভগীরথম্ । স তপস্যতি ধর্ম্মাত্মা ত্বদর্থে ত্যক্তজীবিতঃ ।
চিরাধঃপতিতাংস্তস্য চোদ্ধর প্রপিতামহান্ ॥ ৪৯

শুক উবাচ ।

বমুক্তা তদা গঙ্গা বিষণ্ণবদনা শিবম্ । অভ্যভাষত বৈ কিঞ্চিস্মানমন্দাক্ষদর্শিনী ॥ ৫০

গঙ্গোবাচ ।

ভো শঙ্কর দেবেশ কিংমাং ত্যক্ষ্যসি মন্যতে । অহংত্বয়া পরিত্যক্তা কুত্র স্থাস্যামি তে প্রিয়া
ত্বেন মহতা দেব ত্বাংলব্ধাস্মি পতিং প্রভো । তাংমাং ত্যজসি কস্মাত্বং সাপরাধাস্মি মন্যতে
মারাধ্যতি রাজাসৌ পাতালগমনায়হি । কথং ত্বমীদৃশে কার্য্যে করোষ্যনুমতিং প্রভো ৫৩
স্তোপায়েন তৎপূর্ব্বান্ সমুদ্ধর মহেশ্বর । ন মে পাতালগমনে উপরোধং সমাচর ॥ ৫৪
র্লো ধরাতলে মর্ত্ত্যা অবমংস্যন্তি মামিমাম্ । কথং পাপস্য পীড়াং তাং সহিষ্যামি মহেশ্বর
রাণাং পশুধর্ম্মাণামবমানভয়াদহম্ । সগরাদিকভূপানাং নৈব দর্শনমাযযৌ ॥ ৫৬
তঃ ক্ষমস্ব মে দেব নোচিতং পতনং মম । পরামৃশ ত্বমেবেদং কথমেবং ভবেন্মম ॥ ৫৭
র্য্যাহস্তে শিরঃ প্রাপ্তা দংসে তস্য ফলং মতম্ । ভার্য্যা পতিমতিক্রান্তা চাবসীদত্যসংশয়ম্
াহং গতা শিরঃ পত্যুর্লোকনাথস্য শঙ্কর । সাহং কথং ভবিষ্যামি পাতালতলগামিনী ॥ ৫৯
স্যা মে বসতির্দেব চতুর্বক্ত্রকমণ্ডলৌ । সাহং কথং ভবিষ্যামি পাতালতলগামিনী ॥ ৬০
াহং হিমালয়সুতা পার্ব্বতীতি মতা শুভা । সাহং কথং ভবিষ্যামি পাতালতলগামিনী । ৬১
াহং শৈলসুতা ত্যক্তা ধরাং স্বর্গং গতা সুরৈঃ । সাহং কথং ভবিষ্যামি পাতালতলগামিনী ॥
াহং দেবৈশ্চ দুর্লভ্যা পূজিতা মেরুমূর্দ্ধনি । সাহং কথং ভবিষ্যামি পাতালতলগামিনী ॥ ৬৩
াহং ত্যক্তা বপুর্দিব্যং ত্বাং প্রাপ্তুং তনুমাশ্রিতা । সাহং কথং ভবিষ্যামি পাতালতলগামিনী
াহং গতা ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মভাণ্ডকৃতালয়া । সাহং কথং ভবিষ্যামি পাতালতলগামিনী ॥ ৬৫
াহং বৈকুণ্ঠভবনং গত্বা চ ভবতা সহ । সাহং কথং ভবিষ্যামি পাতালতলগামিনী ॥ ৬৬
চ্চৈরুচ্চৈর্গতির্যস্যা মমাভূদুত্তরোত্তরা । সাহং কথং ভবিষ্যামি পাতালতলগামিনী ॥ ৬৭
রাকারাপি যাকারং প্রাপ্তা হরিতনুদ্রবম্ । সাহং কথং ভবিষ্যামি পাতালতলগামিনী ॥ ৬৮
াহং সুমেরুদৌহিত্রী কন্যা হিমগিরেঃ শিব । সাহং কথং ভবিষ্যামি পাতালতলগামিনী ॥৬৯
ক্তা যাহং ব্রহ্মভাণ্ডং প্রাপ্তা সত্বং হরেঃ পদম্ । সাহং কথং ভবিষ্যামি পাতালতলগামিনী
কারাপি নিরাকারা জলাকারং গতা যতঃ । অতএব নদী ভূত্বা পতিষ্যাম্যহমপ্যুত ॥ ৭১
হ্যচ্চৈঃশিরসো দেব নিপাত এব নান্যথা । অত্রোদাহরণেনাহং নিযোজ্যে ভবতৈব হি ॥৭২
হং মেপৃথিবীবানংসহোহধঃপাতএব চ । সহস্রোচ্চৈঃপরিত্যাগো নস্ত্যাগো হিসহতে ॥
ত্বো যদি মূর্দ্ধানং লপ্সে যাতা ধরাতলম্ । তদা মে হর্ষিতত্বং স্যাদ্যাত্বং বিবরমপ্যুত ॥ ৭৪
মত্বং রোচয়েৎত্রাপি বৈকুণ্ঠশ্চ পুরোত্তমঃ । ত্বামেব লক্ । সর্ব্বত্র তুল্যভাবা স্থিতা প্রভো ॥

শুক উবাচ।

এবং করুণবাক্যেন ক্লিন্নচেতা মহেশ্বরঃ। মধুরস্নিগ্ধগম্ভীরং গঙ্গাং বচনমব্রবীৎ ॥ ৭৬

শঙ্কর উবাচ।

দেবি গঙ্গে মহাভাগে জানে ত্বাং মৎপরায়ণাম্। অহং ত্বাং শিরসা ধাস্যে নদীভূতাঞ্চ তত্র হি যদা ভগীরথো রাজা পাতালং কথয়িষ্যতি ॥ ৭৮

তদা ত্বং বক্ষ্যসি নৃপং শিবস্তে শ্মাং ধরিষ্যতি। তদাহং পৃথিবীবর্ত্ম যাস্যামি বিবরং ধ্রুবম্ ॥ অনাধারাং পতিষ্যন্তীং ধরা ধর্ত্তুং ন শক্ষ্যতি। মম পীড়া ধরায়াশ্চ তদা পীড়া ভবিষ্যতি ॥৮০ এবমুক্তো নৃপঃ শৈবো মামপ্যারাধয়িষ্যতি। অহঞ্চ ত্বাং নিজে মৌলৌ ধরিষ্যামি ন চান্যথা কলৌ পাপবনশ্রেণীদাবভূতাভবিষ্যসি। ন পাপেভ্যো ভয়ং তে স্যাৎ পাপানাং ভয়দা ভবেঃ কলৌ পাপাশ্রয়ে কালে কীর্ত্তিস্তে পাপনাশিকা। ভবিষ্যতিত্রিলোকেষু ত্বঞ্চ ব্যাপ্তা স্থিতা ভব অভিশাপোঽপি তেঽস্ত্যেব মেনকাদেঃ সুদুর্ব্বরঃ। অস্মাংস্ত্যক্ত্বা গতা যস্মাত্তস্মাত্ত্বং তদধঃপতেঃ অতস্তে ভবিতব্যং হি নদীত্বং ময্যু বর্ত্ততে। তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৮৫ ত্বৎপ্রবাহস্থলং সর্ব্বং শিরো মম ভবিষ্যতি। সর্ব্বত্র সকলান্ দেবান্ সদা চালোকয়িষ্যসি ॥৮৬ প্রাণত্যাগং করিষ্যন্তি ত্বয়ি যে কৃতসৎক্রিয়াঃ। তে ময্যেব বিলীনাঃস্যুঃ সত্যং সত্যংবদামাহম্ ত্বয়া চাধিষ্ঠিতং সর্ব্বমূর্দ্ধঞ্চাধঃ ক্ষিতিস্তথা। তুল্যপ্রভাবং বিজ্ঞেয়ং মা চিন্তয় শিবে কচিৎ ॥৮৮

শুক উবাচ।

ইত্যুক্তা সা সমাশ্বস্তা শম্ভুনা গিরিজা সতী। তথেতি হর্ষিতা ভূত্বা রাজানং দ্রষ্টুমৈচ্ছত ॥৮৯

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে ভগীরথতপস্যা নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

অথ দেবী তদা গঙ্গা তপস্যন্তং ভগীরথম্। আত্মানং দর্শয়ামাস শ্বেতরূপাং চতুর্ভুজাম্ ॥ ১

তাং দৃষ্ট্বা ধ্যানমাত্রৈকলব্ধাং দৃগ্ভ্যাঞ্চ ভূপতিঃ। অলভ্যলাভবোধেন বহুমেনে নৃপোত্তমঃ ॥ হর্ষাকুলিতসর্ব্বাঙ্গো রোমাঞ্চিতসুবিগ্রহঃ। গদ্গদাক্ষরয়া বাচা গঙ্গাং তুষ্টাব ভূপতিঃ। সহস্রনামভির্দিব্যৈঃ শক্তিং পরমদেবতাম্ ॥ ৩

ভগীরথ উবাচ।

অহং ভগীরথো রাজা দিলীপতনয়ঃ শিবে। প্রণমামি পদদ্বন্দ্বং ভবত্যা অতিদুর্লভম্ ॥ ৪

পূর্ব্বজানাং হি পুণ্যেন তপসা পরমেণ চ। মচ্চক্ষুর্গোচরীভূতা ত্বং গঙ্গা করুণাময়ী ॥ ৫

সার্ব্বভৌমসূর্য্যবংশে যে জন্মপ্রাপ্তংমহেশ্বরি। কৃতার্থোঽস্মিকৃতার্থোঽস্মি কৃতার্থোঽস্মি সদংশয়ঃ॥

নমো নমো নমস্তেঽস্তুগঙ্গেরাজীবলোচনে। দেহোঽয়ংসার্দ্ধকোমেঽস্তু সর্ব্বাঙ্গৈঃ প্রণমাম্যহম্
সহস্রনামভিঃ স্তুত্বা বাচং সার্দ্ধং য়াম্যহম্ ॥ ৮

শুক উবাচ।

গঙ্গানহস্রনাম্নোঽস্য স্তবস্য পুণ্যতেজসঃ। ঋষির্ব্যাসস্তথানুষ্টুপ্ ছন্দো বিপ্র প্রকীর্ত্তিতম্।
সা মূলপ্রকৃতির্দেবী গঙ্গা বৈ দেবতেরিতা ॥ ৯

অশ্বমেধসহস্রস্য রাজসূয়শতস্য চ। বাজপেয়শতস্যাপি গয়াশ্রাদ্ধশতস্য চ ॥ ১০
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং ক্ষয়ে চ পরদুষ্করে। নির্ব্বাণমক্ষলাভে চ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১১
ওঁকাররূপিণী দেবী শ্বেতা সত্যস্বরূপিণী। শান্তিঃ শান্তা ক্ষমা শক্তিঃ পরা পরমদেবতা ॥ ১২
বিষ্ণুর্নারায়ণী কাম্যা কমনীয়া মহাকলা। দুর্গা দুর্গতিসংহর্ত্রী গঙ্গা গগনবাসিনী ॥ ১৩
শৈলেন্দ্রবাসিনী দুর্গবাসিনী দুর্গমপ্রিয়া। নিরঞ্জনা চ নির্লেশা নিষ্কলা নিরহংক্রিয়া ॥ ১৪
প্রসন্না শুক্লদশনা পরমার্থা পুরাতনী। নিরাকারা চ শুদ্ধা চ ব্রহ্মাণী ব্রহ্মরূপিণী ॥ ১৫
দয়া দয়াবতী দীর্ঘা দীর্ঘবক্ত্রা দুরোদরা। শৈলকন্যা শৈলরাজবাসিনী শৈলনন্দিনী ॥ ১৬
শিবা শৈবী শাম্ভবী চ শঙ্করী শঙ্করপ্রিয়া। মন্দাকিনী মহানন্দা স্বর্ধুনী স্বর্গবাসিনী ॥ ১৭
মোক্ষাখ্যা মোক্ষসরণির্মুক্তির্মুক্তিপ্রদায়িনী। জলরূপা জলময়ী জলেশী জলবাসিনী ॥ ১৮
দীর্ঘজিহ্বা করালাক্ষী বিশ্বাখ্যা বিশ্বতোমুখী। বিশ্বকর্ণা বিশ্বদৃষ্টির্বিশ্বেশী বিশ্ববন্দিতা ॥ ১৯
বৈষ্ণবী বিষ্ণুপাদাব্জসম্ভবা বিষ্ণুবাসিনী। বিষ্ণুস্বরূপিণী বন্দ্যা বালা বাণী বৃহত্তরা ॥ ২০
পীয়ূষপূর্ণা পীয়ূষবাসিনী মধুরদ্রবা। সরস্বতী চ যমুনা গোদা গোদাবরী তথা ॥ ২১
বরেণ্যা বরদা বীরা বরকন্যা বরেশ্বরী। বল্লবী বল্লবশ্রেষ্ঠা বাগীরা বারিরূপিণী ॥ ২২
বারাহী বনসংস্থা চ বৃক্ষস্থা বৃক্ষসুন্দরী ॥ ২৩

বারুণী বরুণজ্যেষ্ঠা বরা বরুণবল্লভা। বরুণপ্রণতা দিব্যা বরুণানন্দকারিণী ॥ ২৪
বৃন্দা বৃন্দাবনী বৃন্দারকেড্যা বৃষবাহিণী। দাক্ষায়ণী দক্ষকন্যা শ্যামা পরমসুন্দরী ॥ ২৫
শিবপ্রিয়া শিবারাধ্যা শিবমস্তকবাসিনী। শিবমস্তকমস্তা চ বিষ্ণুপাদপদা তথা ॥ ২৬
বিপত্তিনাশিনী দুর্গতারিণী তারিণীশ্বরী। গীতা পুণ্যচরিত্রা চ পুণ্যনাম্নী শুচিশ্রবা ॥ ২৭
শ্রীরামা রামরূপা চ রামচন্দ্রৈকচন্দ্রিকা। রাঘবী রঘুবংশেশী সূর্য্যবংশপ্রতিষ্ঠিতা ॥ ২৮
সূর্য্যা সূর্য্যপ্রিয়া সৌরী সূর্য্যমণ্ডলভেদিনী ॥ ২৯

ভগিনী ভাগ্যদা ভব্যা ভাগ্যপ্রাপ্যা ভগেশ্বরী। ভবোচ্ছেদোপলব্ধা চ কোটিজন্মতপঃফলা ॥
তপস্বিনী তাপসী চ তপন্তী তাপনাশিনী। তন্ত্ররূপা তন্ত্রময়ী তন্ত্রগোপ্যা মহেশ্বরী ॥ ৩১
বিষ্ণুদেহদ্রবাকারা শিবগানামৃতোদ্ভবা। আনন্দদ্রবরূপা চ পূর্ণানন্দময়ী শুভা ॥ ৩২
কোটিসূর্য্যপ্রভা পাপধ্বান্তসংহারকারিণী। পবিত্রা পরমা পুণ্যা তেজোধারা শশিপ্রভা।
শশিকোটিপ্রকাশা চ ত্রিজগদ্দীপ্তিকারিণী ॥ ৩৩

সত্যা সত্যস্বরূপা চ সত্যজ্ঞা সত্যসম্ভবা। সত্যাশ্রয়া সতী শ্যামা নবীনা নরকান্তকা ॥ ৩৪
সহস্রশীর্ষা দেবেশী সহস্রাক্ষী সহস্রপাৎ। লক্ষবক্ত্রা লক্ষপাদা লক্ষহস্তা বিলক্ষণা ॥ ৩৫

সদা নূতনরূপা চ দুর্লভা সুলভা শুভা। রক্তবর্ণা চ রক্তাক্ষী ত্রিনেত্রা শিবসুন্দরী॥ ৩৬
ভদ্রকালী মহাকালী লক্ষ্মীর্গগনবাসিনী। মহাবিদ্যা শুদ্ধবিদ্যা মন্ত্ররূপা সুমন্ত্রিতা॥ ৩৭
রাজসিংহাসনতটী রাজরাজেশ্বরী রমা। রাজকন্যা রাজপূজ্যা মন্দমারুতচামরা॥ ৩৮
বেদবন্দিপ্রগীতা চ বেদবন্দিপ্রবন্দিতা। বেদবন্দিস্তুতা দিব্যা বেদবন্দিসুবর্ণিতা॥ ৩৯
সুবর্ণা বর্ণনীয়া চ সুবর্ণগাননন্দিতা। সুবর্ণদামলভ্যা চ গানানন্দপ্রিয়াঽমলা॥ ৪০
মালা মালাবতী মাল্যা মালতীকুসুমপ্রিয়া। দিগম্বরী দুষ্টহন্ত্রী সদা দুর্গমবাসিনী॥ ৪১
অভয়া পদ্মহস্তা চ পীযূষকরশোভিতা। খড়্গহস্তা ভীমরূপা শ্যেনী মকরবাহিনী॥ ৪২
শুদ্ধস্রোতা বেগবতী মহাপাষাণভেদিনী। পাপালী রোদনকরী পাপসংহারকারিণী॥ ৪৩
যাতনাচয়বৈধব্যদায়িনী পুণ্যবর্দ্ধিনী। গভীরালকনন্দা চ মেরুশৃঙ্গবিভেদিনী॥ ৪৪
স্বর্গলোককৃতাবাসা স্বর্গসোপানরূপিণী। স্বর্গঙ্গা পৃথিবীগঙ্গা নরসেব্যা নরেশ্বরী॥ ৪৫
সুবুদ্ধিশ্চ কুবুদ্ধিশ্চ শ্রীলক্ষ্মীঃ কমলালয়া॥ ৪৬
পার্ব্বতী মেরুদৌহিত্রী মেনকাগর্ভসম্ভবা। অযোনিসম্ভবা সূক্ষ্মা পরমাত্মা পরস্বা॥ ৪৭
বিষ্ণুজা বিষ্ণুজনিকা শিবমস্তকবাসিনী। দেবী বিষ্ণুপদী পদ্যা জাহ্নবী পদ্মবাসিনী॥ ৪৮
পদ্মা পদ্মাবতী পদ্মধারিণী পদ্মলোচনা। পদ্মপাদা পদ্মমুখী পদ্মনাভা চ পদ্মিনী॥ ৪৯
পদ্মগর্ভা পদ্মশয়া মহাপদ্মগুণাধিকা। পদ্মাক্ষী পদ্মললিতা পদ্মবর্ণা সুপদ্মিনী॥ ৫০
সহস্রদলপদ্মস্থা পদ্মাকরনিবাসিনী। মহাপদ্মপুরস্থা চ পুরেশী পরমেশ্বরী॥ ৫১
হংসী হংসবিভূষা চ হংসরাজবিভূষণা। হংসরাজসুবর্ণা চ হংসারূঢ়া চ হংসিনী॥ ৫২
হংসাক্ষরস্বরূপা চ দ্ব্যক্ষরা মন্ত্ররূপিণী। আনন্দজলসংপূর্ণা শ্বেতবারিপ্রপূরিকা॥ ৫৩
অনায়াসসদামুক্তির্যোগ্যাযোগ্যবিচারিণী॥ ৫৪
তেজোরূপজলাপূর্ণা তৈজসী দীপ্তিরূপিণী। প্রদীপকলিকাকারা প্রাণায়ামস্বরূপিণী॥ ৫৫
প্রাণদা প্রাণনীয়া চ মহৌষধস্বরূপিণী। মহৌষধজলা চৈব পাপরোগচিকিৎসিকা॥ ৫৬
কোটিজন্মতপোলভ্যা প্রাণত্যাগোত্তরামৃতা। নিঃসন্দেহা নির্ম্মহিমা নির্ম্মলা মলনাশিনী॥৫৭
শবারূঢ়া শবস্থানবাসিনী শববত্তটী। শ্মশানবাসিনী কেশকীকসাচিততটীরিণী॥ ৫৮
ভৈরবী ভৈরবশ্রেষ্ঠসেবিতা ভৈরবপ্রিয়া। ভৈরবপ্রাণরূপা চ বীরসাধনবাসিনী॥ ৫৯
বীরপ্রিয়া বীরপত্নী কুলীনা কুলপণ্ডিতা। কুলবৃক্ষস্থিতা কৌলী কুলকোমলবাসিনী॥ ৬০
কুলদ্রবপ্রিয়া কুল্যা কুল্যমালাজপপ্রিয়া। কৌলদা কুলরক্ষিত্রী কুলবারিস্বরূপিণী॥ ৬১
রণশ্রী রণভূ রম্যা রণোৎসাহপ্রিয়া রণে। নৃমুণ্ডমালাধরণা নৃমুণ্ডকরধারিণী॥ ৬২
বিবস্ত্রা চ সবস্ত্রা চ সূক্ষ্মবস্ত্রা চ যোগিনী। রসিকা রসরূপা চ জিতাহারা জিতেন্দ্রিয়া॥ ৬৩
যামিনী চার্দ্ধরাত্রস্থা কূর্চ্চবীজস্বরূপিণী। লজ্জাশক্তিশ্চ বাগ্রূপা নারী নরকহারিণী॥ ৬৪
তারা তারস্বরাঢ্যা চ তারিণী তাররূপিণী। অনন্তা চাদিরহিতা মধ্যশূন্যা খরূপিণী॥ ৬৫
নক্ষত্রমালিনী ক্ষীণা নক্ষত্রস্থলবাসিনী। তরুণাদিত্যসংকাশা মাতঙ্গী মৃত্যুবর্জ্জিতা॥ ৬৬
অমরামরসংসেব্যা উপাস্যা শক্তিরূপিণী। ধূমাকারাগ্নিসংভূতা ধূমা ধূমাবতী রতিঃ॥ ৬৭

কামাখ্যা কামরূপা চ কাশী কাশীপুরস্থিতা । বারাণসী বারযোষিৎ কাশীনাথশিরঃস্থিতা ॥ ৬৮
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী হ্যবন্তিকা । দ্বারকা জলদগ্নিশ্চ কেবলা কেবলত্বদা ॥ ৬৯
করবীরপুরস্থা চ কাবেরী কবরী শিবা । রঙ্কিণী চ করালাক্ষী কঙ্কালা শঙ্করপ্রিয়া ॥ ৭০
জ্বালামুখী ক্ষীরিণী চ ক্ষীরগ্রামনিবাসিনী । রক্ষাকরী দীর্ঘকর্ণা সুদন্ত দন্তবর্জ্জিতা ॥ ৭১
দৈত্যদানবসংহন্ত্রী দুষ্টহন্ত্রী বলিপ্রিয়া । বলিমাংসপ্রিয়া শ্যামা ব্যাঘ্রচর্ম্মপিধায়িনী ॥ ৭২
জবাকুসুমসঙ্কাশা সাত্ত্বিকী রাজসী তথা । তামসী তরুণী বৃদ্ধা যুবতী বালিকা তথা ॥ ৭৩
যক্ষরাজসুতা জম্বুমালিনী জম্বুবাসিনী । জাম্বুনদবিভূষা চ জ্বলজ্জাম্বুনদপ্রভা ॥ ৭৪
রুদ্রাণী রুদ্রদেহস্থা রুদ্রা রুদ্রাক্ষধারিণী । অণুশ্চ পরমাণুশ্চ হ্রস্বা দীর্ঘা চকোরিণী ॥ ৭৫
রুদ্রগীতা বিষ্ণুগীতা মহাকাব্যস্বরূপিণী । আদিকাব্যস্বরূপা চ মহাভারতরূপিণী ॥ ৭৬
অষ্টাদশপুরাণস্থা ধর্ম্মমাতা চ ধর্ম্মিণী । মাতা মান্যা স্বসা চৈব শ্বশ্রূশ্চৈব পিতামহী ॥ ৭৭
গুরুশ্চ গুরুপত্নী চ কালসর্পভয়প্রদা । পিতামহসুতা সীতা শিবসীমন্তিনী শিবা ॥ ৭৮
রুক্মিণী রুক্মবর্ণা চ ভৈষ্মী ভৈমী সুরূপিণী । সত্যভামা মহালক্ষ্মীর্ভদ্রা জাম্ববতী মহী ॥ ৭৯
নন্দা ভদ্রমুখী রিক্তা জয়া বিজয়দা জয়া । জয়িত্রী পূর্ণিমা পূর্ণা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা ॥ ৮০
গুরুপূর্ণা সৌম্যভদ্রা বিষ্টিঃ সংবেশকারিণী । শনিরিক্তা কুজজয়া সিদ্ধিদা সিদ্ধিরূপিণী ॥ ৮১
অমৃতাঽমৃতরূপা চ শ্রীমতী চ জলামৃতা ॥ ৮২
নিরাতঙ্কা নিরালম্বা নিষ্প্রপঞ্চা বিশেষিণী । নিষেধশেষরূপা চ বরিষ্ঠা যোষিতাংবরা ॥ ৮৩
যশস্বিনী কীর্ত্তিমতী মহাশৈলাগ্রবাসিনী । ধরা ধরিত্রী ধরণী সিন্ধুর্বন্ধুঃ সবান্ধবা ॥ ৮৪
সম্পত্তিঃ সম্পদীশা চ বিপত্তিপরিমোচিনী । জন্মপ্রবাহহরণী জন্মশূন্যা নিরঞ্জনী ॥ ৮৫
নাগালয়ালয়া নীলা জটামণ্ডলধারিণী । সুতরঙ্গজটাজূটা জটাধরশিরঃস্থিতা ॥ ৮৬
পট্টাম্বরধরা ধীরা কবিঃ কাব্যরসক্রিয়া । পুণ্যক্ষেত্রা পাপহরা হরিণী হারিণী হরিঃ ॥ ৮৭
হরিদ্রানগরস্থা চ বৈদ্যনাথপ্রিয়া বহ্নিঃ । বক্রেশ্বরী বক্রধারা বক্রেশ্বরপুরঃস্থিতা ॥ ৮৮
শ্বেতগঙ্গা শীতলা চ উষ্ণোদকময়ী রুচিঃ । চোলরাজপ্রিয়করী চন্দ্রমণ্ডলবর্ত্তিনী ॥ ৮৯
আদিত্যমণ্ডলগতা সদাদিত্যা চ কাশ্যপী । দহনাক্ষী ভয়হরা বিষজ্বালানিবারিণী ॥ ৯০
হরা দশহরা স্নেহদায়িনী কলুষাশনিঃ । কপালমালিনী কালী কলা কালস্বরূপিণী ॥ ৯১
ইন্দ্রাণী বারুণী বাণী বলাকা কালশঙ্করী । গোর্গৌর্হ্রীর্ধর্ম্মরূপা চ ধীঃ শ্রীর্ধন্যা ধনঞ্জয়া ॥ ৯২
বিৎ সংবিৎ কুঃ কুবেরী ভূর্ভূতির্ভূমিধরা ধরা । ঈশ্বরী হ্রীমতী ক্রীড়া ক্রীড়াসারা জয়প্রদা ॥৯৩
জীবন্তী জীবনী জীবা জয়াকারা জয়েশ্বরী । সর্ব্বোপদ্রবসংশূন্যা সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতা ॥ ৯৪
সাবিত্রী চৈব গায়ত্রী গণেশী গণবন্দিতা । দুষ্প্রেক্ষ্যা দুষ্প্রবেশা চ দুর্দ্দর্শা চ সুযোগিনী ॥ ৯৫
দুঃখহন্ত্রী দুঃখহরা দুর্দ্দান্তা যমদেবতা । গৃহদেবী ভূমিদেবী বনেশী বনদেবতা ॥ ৯৬
গুহালয়া ঘোররূপা মহাঘোরনিতম্বিনী । শ্রীচঞ্চলা চারুমুখী চারুনেত্রা লয়াত্মিকা ॥ ৯৭
কান্তিঃ কাম্যা নির্গুণা চ রজঃসত্ত্বতমোময়ী । কালরাত্রির্ম্মহারাত্রির্জীবরূপা সনাতনী ॥ ৯৮
সুখদুঃখাদিভোক্ত্রী চ সুখদুঃখাদিবর্জ্জিতা । মহাবৃজিনসংহারা বৃজিনধ্বান্তমোচনী ॥ ৯৯

হ্লাদিনী খলহন্ত্রী চ বারুণীপানকারিণী। নিদ্রাযোগ্যা মহানিদ্রা যোগনিদ্রা যুগেশ্বরী॥ ১০০
উদ্ধারয়িত্রী স্বর্গঙ্গা উদ্ধারণপুরঃস্থিতা। উদ্ধৃতা উদ্ধৃতাহারা লোকোদ্ধারণকারিণী॥ ১০১
শঙ্খিনী শঙ্খধাত্রী চ শঙ্খবাদনকারিণী। শঙ্খেশ্বরী শঙ্খহস্তা শঙ্খরাজবিদারিণী॥ ১০২
পশ্চিমাস্যা মহাস্রোতা পূর্ব্বদক্ষিণবাহিনী। সার্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণা পাবন্যুত্তরবাহিণী॥ ১০৩
পতিতোদ্ধারিণী দোষক্ষমিণী দোষবর্জ্জিতা। শরণ্যা শরণা শ্রেষ্ঠা শ্রীযুতা শ্রাদ্ধদেবতা॥১০৪
স্বাহা স্বধা স্বরূপাক্ষী সুরূপাক্ষী শুভাননা। কৌমুদী কুমুদাকারা কুমুদাম্বরভূষণা॥ ১০৫
সৌম্যা ভবানী ভূতিস্থা ভীমরূপা বরাননা। বরাহকর্ণা বর্হিষ্ঠা বৃহচ্ছ্রোণী বলাহকা॥ ১০৬
কেশিনী কেশপাশাঢ্যা নভোমণ্ডলবাসিনী। মল্লিকা মল্লিকাপুষ্পবর্ণা মাল্যধারিণী॥ ১০৭
তুলসীদলগন্ধাঢ্যা তুলসীদামভূষণা। তুলসীতরুসংস্থা চ তুলসীরসলেহিনী।
তুলসীরসসুস্বাদুসলিলা বিল্ববাসিনী॥ ১০৮
বিল্ববৃক্ষনিবাসা চ বিল্বপত্ররসস্রবা। মালূরপত্রমালাঢ্যা বৈল্বী শৈবার্দ্ধদেহিনী॥ ১০৯
অশোকা শোকরহিতা শোকদাবাগ্নিদুজ্জলা। অশোকবৃক্ষনিলয়া রম্ভা শিবকরস্থিতা॥ ১১০
দাড়িমী দাড়িমীবর্ণা দাড়িমস্তনশোভিতা। রক্তাক্ষী বীরবৃক্ষস্থা রক্তিনী রক্তদন্তিকা॥ ১১১
রাগিণী রাগভার্য্যা চ সদা রাগবিবর্জ্জিতা। বিরাগা রাগসম্মোদা সর্ব্বরাগস্বরূপিণী॥ ১১২
তানস্বরূপিণী তালরূপিণী তারকেশ্বরী॥ ১১৩
বাল্মীকিশ্লোকিতাষ্টৈভ্যা হ্যনন্তমহিমাদিমা। মাতা উমা সপত্নী চ ধরাহারাবলিঃ শুচিঃ॥১১৪
স্বর্গারোহপতাকা চ ইষ্টা ভাগীরথী ইলা। স্বর্গভীরামৃতজলা চারুবীচিতরঙ্গিণী॥ ১১৫
ব্রহ্মভীরা ব্রহ্মজলা গিরিদারণকারিণী। গুহাবিদারিণী দীর্ঘা দরীদারণকারিণী।
ব্রহ্মাণ্ডভেদিনী ঘোরনাদিনী ঘোরবেগিণী॥ ১১৬
ব্রহ্মভাণ্ডবাসিনী চ স্থিরবায়ুপ্রভেদিনী। শুক্লধারাময়ী দিব্যশঙ্খবাদ্যানুসারিণী॥ ১১৭
ঋষিস্তুতা শিবস্তুত্যা গ্রহবর্গপ্রপূজিতা। সুমেরুশীর্ষনিলয়া ভদ্রা সীতা মহেশ্বরী॥ ১১৮
বংক্ষুশ্চালকনন্দা চ শৈলসোপানচারিণী। লোকাশাপূরণকরী সর্ব্বমানসদোহনী॥ ১১৯
ত্রৈলোক্যপাবনী ধন্যা পৃথ্বীরক্ষণকারিণী। ধরণী পার্থিবী পৃথ্বী পৃথুকীর্ত্তির্নিরাময়া॥ ১২০
ব্রহ্মপুত্রী ব্রহ্মকন্যা ব্রহ্মমান্যা বনাশ্রয়া। ব্রহ্মরূপা বিষ্ণুরূপা শিবরূপা হিরণ্ময়ী॥ ১২১
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বাঢ্যা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বদা। মজ্জজ্জনোদ্ধারিণী চ স্মরণার্ত্তিবিনাশিনী॥ ১২২
স্বর্গদাত্রী সুখস্পর্শা মোক্ষদর্শনদর্পণা। আরোগ্যদায়িনী নীরুক্ নানাতাপবিনাশিনী॥ ১২৩
তাপোৎসারণশীলা চ তপোধামা শ্রমাপহা। সর্ব্বদুঃখপ্রশমনী সর্ব্বশোকবিমোচনী॥ ১২৪
সর্ব্বশ্রমহরা সর্ব্বসুখদা সুখসেবিতা। সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তময়ী বাসমাত্রমহাতপাঃ॥ ১২৫
সন্তর্পনিস্তুসুস্তবী তনুধারণবারিণী। মহাপাতকদাবাগ্নিঃ শীতলা শশধারিণী॥ ১২৬
গেয়া জপ্যা চিন্তনীয়া ধ্যেয়া স্মরণলক্ষিতা। চিদানন্দস্বরূপা চ জ্ঞানরূপাগমেশ্বরী॥ ১২৭
আগম্যা আগমস্থা চ সর্ব্বাগমনিরূপিতা। ইষ্টদেবী মহাদেবী দেবনীয়া দিবিস্থিতা॥ ১২৮
দত্তাবলগৃহদাত্রী শঙ্করাচার্য্যরূপিণী। শঙ্করাচার্য্যপ্রণতা শঙ্করাচার্য্যসংস্তুতা॥ ১২৯

শঙ্করাভরণোপেতা সদা শঙ্করভূষণা । শঙ্করাচারশীলা চ শঙ্ক্যা চ শঙ্করেশ্বরী ॥ ১৩০
শিবস্রোতাঃ শম্ভুমুখী গৌরী গগনদেহিনী । দুর্গমা সুগমা গোপ্যা গোপনী গোপবল্লভা ॥
গোমতী গোপকন্যা চ যশোদানন্দনন্দিনী । কৃষ্ণানুজা কংসহন্ত্রী ব্রহ্মরাক্ষসমোচনী ।
শাপসংমোচনী লঙ্কা লঙ্কেশী চ বিভীষণা ॥ ১৩২
বিভীষাভরণীভূষা হারাবলিরনুত্তমা । তীর্থস্তুতা তীর্থবন্দ্যা মহাতীর্থঞ্চ তীর্থসূঃ ॥ ১৩৩
কন্যা কল্পলতা কেলীঃ কল্যাণী কল্পবাসিনী । কলিকল্মষসংহন্ত্রী কালকাননবাসিনী ॥ ১৩৪
কালসেব্যা কালময়ী কালিকা কামুকোত্তমা । কামদা কারণাখ্যা চ কামিনী কীর্ত্তিধারিণী ।
কোকামুখী কোরকাক্ষী কুরঙ্গনয়নী করিঃ । কজ্জলাক্ষী কান্তিরূপা কামাখ্যা কেশরিস্থিতা ॥
খগা খলপ্রাণহরা খলদূরকরা খলা । খেলন্তী খরবেগা চ খংকারবর্ণবাসিনী ॥ ১৩৭
গঙ্গা গগনরূপা চ গগনাধ্বপ্রসারিণী । গরিষ্ঠা গণনীয়া চ গোপাঙ্গী গোগণস্থিতা ॥ ১৩৮
গোপৃষ্ঠবাসিনী গম্যা গভীরা গুরুপুষ্করা । গোবিন্দা গোস্বরূপা চ গোনাম্নী গতিদায়িনী ॥
ঘূর্ণমানা ঘর্ম্মহরা ঘূর্ণৎস্রোতা ঘনোপমা । ঘূর্ণাখ্যদোষহরণী ঘূর্ণয়ন্তী জগত্ত্রয়ম্ ॥ ১৪০
ঘোরা ঘৃতোপমজলা ঘর্ঘরারবঘোষিণী । ঘোরাঘৌঘঘাতিনী ঘুষ্যা ঘোষা ঘোরাঘহারিণী ॥১৪১
ঘোষরাজী ঘোষকন্যা ঘোষনীরা ঘনালয়া । ঘণ্টাটঙ্কারঘটিতা ঘাঙ্কারী ঘজ্যচারিণী ॥ ১৪২
ঙান্তা ঙকারিণী ঙেশী ঙকারবর্ণসংশ্রয়া । চকোরনয়নী চারুমুখী চামরধারিণী ॥ ১৪৩
চন্দ্রিকা শুক্লসলিলা চন্দ্রমণ্ডলবাসিনী । চৌকারবাসিনী চর্চ্চ্যা চমরী চর্ম্মবাসিনী ॥ ১৪৪
চর্ম্মহস্তা চন্দ্রমুখী চূচুকদ্বয়শোভিনী । ছত্রিলা ছত্রিতাঘাবিশ্ছত্রচামরশোভিতা ॥ ১৪৫
ছত্রিতা ছদ্মসংহন্ত্রী ছুরিত ব্রহ্মরূপিণী । ছায়া চ স্থলশূন্যা চ ছলয়ন্তী ছলান্বিতা ॥ ১৪৬
ছিন্নমস্তা চ্ছলধরাচ্ছবর্ণা চ্ছুরিতা চ্ছবিঃ । জীমূতবাসিনী জিহ্বা জবাকুসুমসুন্দরী ॥ ১৪৭
জরাশূরজরাজ্বালা জবিনী জবনেশ্বরী । জ্যোতীরূপা জন্মহরা জনার্দ্দনমনোহরা ॥ ১৪৮
ঝঙ্কারকারিণী ঝঝ্ঝা ঝর্ঝরী বাদ্যরূপিণী । ঝনন্নূপুরসংশব্দা ঝরাব্রহ্মঝরাঝরা ॥ ১৪৯
ঞকারেশী ঞকারস্থা ঞবর্ণমধ্যনামিকা । টঙ্কারকারিণী টঙ্কধারিণী টঙ্কটুঙ্কনা ॥ ১৫০
ঠক্কুরাণী ঠদ্বয়েশী ঠঙ্কারী ঠক্কুরপ্রিয়া । ডামরী ডমরাধীশা ডামরেশীশিরঃস্থিতা ॥ ১৫১
ডমরুধ্বনিনৃত্যন্তী ডাকিনীভয়হারিণী । ডীনা ডয়িনী ডিণ্ডী চ ডিণ্ডাধ্বনিসদাপ্রিয়া ॥ ১৫২
ঢক্কারবা চ ঢক্কারী ঢক্কাবাদনভূষণা । ণকারবর্ণধরণী ণকারীযানভাবিনী ॥ ১৫৩
তৃতীয়া তীব্রপাপঘ্নী তীব্রা তরুণীমণ্ডলা । তুষারকরতুণ্ডাস্থা তুষারকরবাসিনী ॥ ১৫৪
থকারাক্ষী থবর্ণস্থা দন্দশূকবিভূষণা । দূরদৃষ্টির্দুরগমা দ্রুতগন্ত্রী দ্রবদ্রবা ॥ ১৫৫
দীর্ঘচক্ষুর্দীর্ঘরবা ধনরূপা ধনেশ্বরী । নীরজাক্ষী নীররূপা নিষ্কলা নিরহংক্রিয়া ॥ ১৫৬
পরাপরা পরাপেক্ষা পারায়ণপরায়ণা । পারকর্ত্রী পণ্ডিতা চ পণ্ডাপণ্ডিতসেবিতা ॥ ১৫৭
পরা পবিত্রা পুণ্যাখ্যা পালিকা পীতবাসিনী । ফুৎকারদূরদুরিতা ফাণয়ন্তী ফণাশ্রয়া ॥ ১৫৮
ফেনিলা ফেনদশনা ফেনাফেনবতী ফণা । ফেৎকারিণী ফণিধরা ফণিলোকনিবাসিনী ॥১৫৯
ফাণ্টীকৃতালয়া ফুল্লা ফুল্লারবিন্দলোচনা । বেণীধরা বলবতী বেগবাদিধরাবহা ॥ ১৬০

বন্দারুবন্দ্যা বৃন্দেশী বনবাসা বনাশ্রয়া । ভীমরাজী ভীমপত্নী ভবশীর্ষকৃতালয়া ॥ ১৬১
ভাস্বরা ভাস্বরধরা ভূষা ভাস্কারবাদিনী । ভয়ঙ্করী ভয়করা ভূষণা ভূমিভেদিনী ॥ ১৬২
ভগভাগ্যবতী ভব্যা ভবদুঃখনিবারিণী । ভেরুণ্ডা ভেরুসুগমা ভদ্রকালী ভবস্থিতা ॥ ১৬৩
মনোরমা মনোজ্ঞা চ মৃতামোক্ষমহামতিঃ । মতিদাত্রী মতিহরা মঠস্থা মোক্ষরূপিণী ॥ ১৬৪
যমপূজ্যা যজ্ঞরূপা যজমানী যমস্বসা । যমদণ্ডস্বরূপা চ যমদণ্ডহরা যতিঃ ॥ ১৬৫
রক্ষিকা রাত্রিরূপা চ রমণীয়া রমা রতিঃ । লবঙ্গলেশরূপা চ লেশনীয়া লয়প্রদা ॥ ১৬৬
বিবৃদ্ধা বৃষহস্তা চ বিশিষ্টা বেশধারিণী । শ্যামরূপা শরৎকন্যা শারদী শরণশ্রুতা ॥ ১৬৭
শ্রুতিগম্যা শ্রুতিস্তুত্যা শ্রীমুখী শরণপ্রদা । ষষ্ঠী ষট্‌কোণনিলয়া ষট্‌কর্ম্মপরিষেবিতা ॥ ১৬৮
সাত্ত্বিকী সত্যবসতিঃ সানন্দা সুখরূপিণী । হরিকন্যা হরিস্রুতা হরিবর্ণা হরীশ্বরী ।
ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমরূপা ক্ষুরধারাম্বুশোষিণী ॥ ১৬৯
অনন্ত ইন্দিরা ঈশা উমা উষা ঋবর্ণিকা । ৠষ্যারূপা ঌকারস্থা ৡকারী এসিতা তথা ॥ ১৭০
ঐশ্বর্য্যদায়িনী ওককারিণী ঔমকারিণী । অঙ্কশূন্যা অঙ্কধরা অঃস্পর্শা অস্ত্রধারিণী ॥ ১৭১
সর্ব্ববর্ণময়ী বর্ণব্রহ্মরূপাখিলাত্মিকা । প্রসন্না শুক্লদশনা পরমার্থা পুরাতনী ॥ ১৭২

শুক উবাচ ।

ইদং সহস্রনামাখ্যং ভগীরথকৃতং পুরা । ভগবত্যা হি গঙ্গায়া মহাপুণ্যজয়প্রদম্ ॥ ১৭৩
পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি ভক্ত্যা পরময়া যুতা । তস্য সর্ব্বং সুসিদ্ধং স্যাদ্বিনিযুক্তং ফলং দ্বিজ ।
সত্যৈব বরদা তস্য ভবেৎ সর্ব্বার্থদায়িনী ॥ ১৭৪
জ্যৈষ্ঠে দশহরাতিথ্যাং পূজয়িত্বা সদাশিবাম্ । দুর্গোৎসববিধানেন বিধিনাগমিকেন বা ।
গঙ্গাসহস্রনামাখ্যং স্তবমেনমুদাহরেৎ ॥ ১৭৫
তস্য সংবৎসরং দেবী গৃহে বদ্ধৈব তিষ্ঠতি ॥ ১৭৬
পুত্রোৎসবে বিবাহাদৌ শ্রাদ্ধাহে জন্মবাসরে । পঠেদ্বা শৃণুয়াদ্বাপিতৎতৎকর্ম্মাক্ষয়ংভবেৎ ১৭৭
ধনার্থী ধনমাপ্নোতি লভেদ্‌ভার্য্যামভার্য্যকঃ । অপুত্রো লভতে পুত্রাংশ্চাতুর্বর্গার্থসাধকান্ ।
যুগাদ্যাসু পূর্ণিমাসু রবিসংক্রমণে তথা । দিনক্ষয়ে ব্যতীপাতে পুষ্যায়াং হরিবাসরে ॥ ১৭৯
অমাবাস্যাসু সর্ব্বাসু সুতিথৌ চ সমাগতে । শুশ্রূষো সতি সৎসঙ্গে গবাংস্থানগতোঽপি ॥
মণ্ডপে ব্রাহ্মণানাঞ্চ পঠেদ্বা শৃণুয়াৎ স্তবম্ ॥ ১৮০
স্তবেনানেন সা গঙ্গা মহারাজো ভগীরথে । বভূব পরমপ্রীতা তপোভিঃ পূর্ব্বজৈর্যথা ॥ ১৮১
তস্মাদ্ যো ভক্তিভাবেন স্তবেনানেন স্তৌতি চ । তস্যাপি তাদৃশী প্রীতা সাগরানিতপো যথা
স্তবেনানেন সন্তুষ্টা রাজ্ঞে দেবী বরং দদৌ ॥ ১৮২

দেব্যুবাচ ।

বরং বরয় ভূপাল বরদাস্মি তবাগতা । জানে তব হৃদিস্থঞ্চ তথাপি বদ কথ্যতে ॥ ১৮৩

রাজোবাচ ।

দেবি বিষ্ণোঃ পদং ত্যক্ত্বা প্রবিশ্য বিবরস্থলম্ । উদ্ধারয় পিতৄন্ সর্ব্বান্ ধরামণ্ডলচত্বর্মা ॥

অন্তোষংভবতীংবচ্চ তেন যঃ স্তৌতিমানবঃ। ন ত্যাজ্যঃস্তাৎত্বয়াসোহপি বর এব দ্বিতীয়কঃ
দেব্যুবাচ।
এবমস্তু মহারাজ কন্যাস্মি তব বিশ্রুতা। ভাগীরথীতিগেয়া স্যাং বর এবোঽধিকস্তব ॥ ১৮৬
মাং স্তোষ্যতি জনো যস্তু ত্বৎকৃতেন স্তবেন হি। তস্যাহং বশগা ভূয়াং নির্ব্বাণমুক্তিদা নৃপ ॥
শিব আরাধ্যতাং রাজন্‌শিরসা মাং দধাতু সঃ। অন্যথাহং নিরালম্বাধরাং ভিত্ত্বান্যথা ব্রজে।
পৃথিবী চ ন মে বেগং সহিষ্যতি কদাচন। সুমেরুশির আরুহ্য শঙ্খধ্বানং করিষ্যসি ॥ ১৮৮
তেন ত্বামনুযাস্যামি ব্রহ্মাণ্ডকোটিভেদিনী ॥ ১৮৯
শুক উবাচ।
ইত্যুক্তা সা তদা দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৯০
ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে গঙ্গাস্তবো নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একোবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।
শৃণু বিপ্র মহাশ্চর্য্যং গঙ্গাবতরণং ক্ষিতৌ। শ্রবণং কীর্ত্তনং যস্য মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১
রাজা নৃপবরো দিব্যং রথমারুহ্য কাঞ্চনম্। মহাজবং মহারূপং চতুর্ভির্বাজিভির্যুতম্ ॥ ২
ররাজ শঙ্খহস্তঃ স জ্বলৎকনকরূপবান্। নানাভরণভূষাঢ্যো মুকুটোজ্জ্বলমস্তকঃ ॥ ৩
দীর্ঘবাহুর্দীর্ঘদৃষ্টির্দীর্ঘদর্শী মহাতপাঃ। ললাটফলকে দীর্ঘে সুদীর্ঘতিলকোজ্জ্বলঃ ॥ ৪
উত্তুঙ্গবক্ষা রক্তাক্ষঃ পীতবাসা লসত্তরঃ। হস্তে তস্য শুভঃ শুক্লো ররাজ শঙ্খ উত্তমঃ ॥ ৫
সুমেরুশৃঙ্গবিপুলে সকলশ্চন্দ্রমা ইব। সংস্তূয়মানলোকেশ ঋষিভির্জয়বাদিভিঃ ॥ ৬
উবাচ সারথিং রাজা কিঞ্জল্কাহ্বয়মুত্তমম্। স তেনোক্তো নৃপেশেন চালয়ামাস ঘোটকম্ ॥ ৭
উৎপেতুর্ঘোটকাস্তে চ নভস্তত্র এব চ। নিস্বনঃ পবনশ্চৈব মানসস্তারকস্তথা ॥ ৮
চতুর্ভির্ঘোটকৈরেভৈরারুহনুমেরুমস্তকম্। তত্র তং দদৃশুর্দেবা মহাদুষ্করকর্ম্মিণঃ ॥ ৯
মহাসত্বং মহাত্মানং সপ্তসপ্তিমিবাপরম্। সুমেরুপর্ব্বতে স্থিত্বা শঙ্খধ্বানং চকার সঃ ॥ ১০
মধুরং স্নিগ্ধমত্যন্তং বিপুলঞ্চ যথোচিতম্। স শব্দো হরিপাদাব্জমূর্দ্ধগত্বা জগাম হ ॥ ১১
সুস্রাব হরিপাদাব্জং তেন শব্দেন চারুণা। মহাবেগবতী গঙ্গা বভূব চ নিজেচ্ছয়া ॥ ১২
ভিত্ত্বা ব্রহ্মাণ্ডমূর্দ্ধানং মধু সুস্রাব সা নদী। ব্রহ্মাণ্ডোপরি যদ্বারি বর্ত্ততে তেন সংযুতা ॥১৩
বৃদ্ধবেগা তদা দেবী শব্দয়ন্তী বভূব হ ॥ ১৪
ততোঽথ সা মহেশ্বরী চচাল চারুরূপিণী। সুনির্ম্মলাম্বুরূপিণীবিয়দ্বৃতা বিরাজিনী ॥ ১৫
স্থিরাণ্ডমধ্যভেদিনী গভীরচারুনাদিনী। সহস্রশঙ্খবাদিনী বিয়দ্বিবৃত্য বাহিনী ॥ ১৬
সপ্তবিংশতিলক্ষাণি যোজনানাং বিভিদ্য সা। পপাত মেরুশিরসি দীপয়ন্তী দিশো দশ।
আগত্য মেরুশিরসি বিররাম মহেশ্বরী ॥ ১৭

শঙ্খধ্বানবিরামঞ্চ চক্রে রাজা ভগীরথঃ। তদা সর্ব্বে দেবগণা দেব্যশ্চাপ্সরসোজ্জ্বলাঃ।
পুষ্পচন্দনহস্তাস্তাং গঙ্গাদেবীং সিষেবিরে ॥ ১৮
জয়শব্দৈঃ শঙ্খশব্দৈঃ পুষ্পচন্দনসৌরভৈঃ। ব্যাপ্তা দশ দিশস্তত্র কৈবল্যমিব চাগতম্ ॥ ১৯
তদা সর্ব্বদিগীশানা ভগীরথমথাব্রুবন্ ॥ ২০
ভো ভোঃ ক্ষত্রিয়শার্দ্দূল গঙ্গামানীতবানসি। দিশাং চতসৃণাং লোকান্ কৃতার্থান্ কুরু ভূপতে
দিশাসু চতসৃষেব কীর্ত্তিরস্তু তবামলা। তথৈব ধরণী সর্ব্বা গঙ্গায়াস্তু কৃতার্থিনী ॥ ২২
শুক উবাচ।
এবং শ্রুত্বা শিবং বাক্যং তদা রাজা ভগীরথঃ। উবাচ গঙ্গাং বিনয়াৎ প্রণম্যোক্তাকুলমনাঃ ॥২৩
রাজোবাচ।
মাতর্গঙ্গে নমামি ত্বাং প্রাঞ্জলিস্ত্বাং নিবেদয়ে। ধরাচতুষ্টয়ী ভূত্বা গচ্ছ দেবি চতুর্দ্দিশঃ ॥ ২৪
দেব্যুবাচ।
চতুর্দ্ধা ভব ভূপ ত্বং শিবাজ্ঞয়ার এব চ। তদাহঞ্চ চতুর্দ্ধা স্যাং গমিষ্যামি চতুর্দ্দিশঃ ॥ ২৫
রাজোবাচ।
ত্বমীশা সর্ব্বলোকানাং সর্ব্বলোকশুভঙ্করী। তপসা বিদ্যতে শক্তির্ম্মনুষ্যস্য কথং মম ॥ ২৬
ত্বদগ্রেণৈব শম্ভুশ্চ নরান্ শম্ভূন্ করিষ্যসি। উপায়জ্ঞা স্বয়ং দেবী দৃষ্টোপায়ং দিশো ব্রজ ॥
শুক উবাচ।
ইত্যুক্তা সা নরেন্দ্রেণ দেবেন্দ্রপরিষেবিতা। স্বয়ং গঙ্গা চতুর্দ্ধাভূচ্ছঙ্খপদ্মকরা শুভা ॥ ২৮
বেগেনাত্রেন ভাস্বিত্রো ধারাভূতাঃ সমুজ্জ্বলাঃ। ধ্বনমিতা চ তান্ শঙ্খান্ মূর্ত্তিমর্ত্যাঃপুরঃসরাঃ
সীতা পূর্ব্বাং দিশং যাতা ভদ্রাখ্যা চোত্তরং যযৌ। বংক্ষুশ্চপশ্চিমাংযাতা গিরিসোপানসঙ্গমা
ভদ্রাশ্বে কেতুমালে চ কুরৌ বর্ষে চ তা দ্বিজ। ত্যক্তা শঙ্খান্ বেগবত্যো বিবিশুর্জ্জলধীন্পৃথক্
দক্ষিণেঽলকনন্দাখ্যা মেরৌ মন্দাকিনী তু যা। সা ধারা বিপুলা চারু মহাবেগা মহাবলা।
দক্ষিণাভিমুখী প্রাগাদ্ ভগীরথরথানুগা ॥ ৩২
মেরোস্তু দক্ষিণে শৃঙ্গে গুহাং দৃষ্ট্বা ভগীরথঃ। শঙ্খধ্বানং পরিত্যজ্য গঙ্গাং বচনমব্রবীৎ ॥৩৩
রাজোবাচ।
দেবি গঙ্গে গুহা হেষা দুষ্প্রবেশবিনির্গমা। তমোময়ী মহাঘোরা কথমেতাং তরাম্যহম্ ॥ ৩৪
দেব্যুবাচ।
সত্যমেষা দরী ঘোরা দুষ্প্রবেশবিনির্গমা। ঐরাবতঃ শক্রহস্তী গুহামেতাং বিদারয়েৎ।
তমানয় মহাভাগ যদি ত্বং গন্তুমিচ্ছসি ॥ ৩৫
শুক উবাচ।
শ্রুত্বৈবং বচনং তস্যা যযাবৈরাবতং নৃপঃ ॥ ৩৬
ভগীরথ উবাচ।
ঐরাবত মহাভাগ নমস্তে শুক্লভাস্বর ॥ ৩৭

ঐরাবত উবাচ।

কিং করিষ্যামি তে কার্য্যংকথংমাংত্বংমমস্তসি। মৎসাধ্যং কিন্নু তে কর্ম্ম ন নিষ্পন্নংময়াবিনা

রাজোবাচ।

অহং ভগীরথো রাজা দিলীপতনয়ঃ শ্রুতঃ। গঙ্গাং নীত্বা ব্রজাম্যেষ উদ্দিধীর্ষুঃ পিতামহান্॥৩৯
গচ্ছন্তী তত্র গঙ্গেহ মেরোর্দক্ষিণশৃঙ্গতঃ। দৃষ্টা দরী মহাঘোরা দুষ্প্রবেশবিনির্গমা॥ ৪০
ত্বয়া সা চেদ্ বিদীর্ণা স্যাৎ তদা গঙ্গা বিনির্ব্রজেৎ। ত্বয়া বিনা দরী সা তু ন স্যাদ্দ্বারপ্রদা গজ

ঐরাবত উবাচ।

এবমেব করিষ্যামি প্রবিশামি গুহামহম্। তত্র গঙ্গা ময়া সার্দ্ধং নিশামেকাং বসেদ্ যদি ॥৪২

রাজোবাচ।

ত্বয়া সার্দ্ধং বসেদ্ গঙ্গা নহেখাশ্চেচ্ছবং পরম্॥ ৪৩

শুক উবাচ।

এবং শ্রুত্বা তু রাজানং সুরগজোঽভ্যভাষত॥ ৪৪

ঐরাবত উবাচ।

যদি তস্যা অহং বেগং ন সহিষ্যে ভগীরথ। তদসাধ্যং কথং কর্ম্ম করিষ্যামি তদা বদ॥ ৪৫

রাজোবাচ।

যদি তস্যা ভবান্ সোঢ়ুংশক্লোতি ভবতা তদা। সঙ্গমিষ্যতি সা সত্যং মাত্র কার্য্যাবিচারণা
দেবী বিদারং কর্তুং সা সমর্থেতি কিয়দ্বচঃ। মেরুমেব বিদার্য্যৈবা গন্তুং শক্লোতি শঙ্করী॥৪৭
ইন্দ্রস্য দেবরাজস্য দেবী সম্মানকারিণী। ত্বামাহ্বয়তি তৎকার্য্যে যথোচিতমথো কুরু॥ ৪৮

ঐরাবত উবাচ।

তত্রং তস্যা অহং বেগংসহিষ্যে প্রবিশে গুহাম্। বসেৎ সা চ ময়া সার্দ্ধংনিশামেকাংমনংশয়ঃ

শুক উবাচ।

ইত্যুক্তা শক্রমাতঙ্গ আগত্য প্রাবিশদ্ গুহাম্। শঙ্খং সম্বাম রাজাপি গঙ্গা বেগবতী যযৌ।
দৃষ্টা বেগবতীং গঙ্গাং শ্রুত্বা ঘোরং জবস্বনম্। ভয়বিভ্রান্তমনসো গজরাজোঽভবৎ তদা॥৫১
প্রতিগন্তুং নচাশক্লোৎ প্রাবসদ্ দ্বারদেশতঃ। দক্ষিণাভিমুখো ভূত্বা মেরুশৃঙ্গং বিদার্য্য সঃ॥
হুঙ্কারং ঘোরমুন্নাদো দুদ্রাব চ পলায়িতঃ॥ ৫২
এতেনৈব হ পারেন প্রাপ্য নিঃসরণং শিবা। ভগীরথস্যানুগতা সিরগাদ্ বেগশালিনী॥ ৫৩
ততোঽপি ত্যক্তা সা দুর্গান্ গিরীন্ গঙ্গা গরীয়সী। নিষধং হেমকূটঞ্চ ব্যতীয়ায় মহেশ্বরী ৫৪
বিলসন্তী তরঙ্গৈশ্চ নৃত্যন্তীব ততস্ততঃ। ক্বচিদাবর্ত্তমটনা দীর্ঘস্রোতাঃ কচিৎ কচিৎ॥ ৫৫
করিকেশরিসঙ্ঘাতৈঃ পর্ব্বতৈঃ প্রবিলোকিতা। বিক্ষিপন্তী দেবদেবীভির্বহন্তী পুষ্পসঞ্চয়ান্॥
মহেশ্বরশিরঃ প্রাপ্তং মহাবেগবতী যযৌ। কথং সহেথ মে বেগং শিরসা শিব ইত্যুত॥
আহুতমানসংকৃত্বা যযৌ শঙ্খধ্বনানুগা॥ ৫৮

শিরোঽপি গঙ্গাং তাং ধর্ত্তুং মৌলিং বিস্তীর্য্য ধূর্জ্জটিঃ। হিমালয়চতুর্ভাগমারুহ্য স তথাস্থিতঃ
গঙ্গায়াঃ কদৃশো বেগো ময়া জ্ঞেয় ইতীর্য্যয়া ॥ ৫৯
ততো গঙ্গা দেবনদী বেগফেনবতী সতী। যথাবিশচ্ছম্ভুশীর্ষং সহস্রাণি হিমালয়াৎ ॥ ৬০
যোজনানি ত্রিপঞ্চাশল্লঙ্ঘয়িত্বা মহাবলা। একদেবাপতচ্ছম্ভোর্মৌলিং বহুজটাবনম্ ॥ ৬১
যথেষ্টেনৈব বেগেন পপাত শির ঐশ্বরম্। বভ্রাম শম্ভুশিরসি ঈহমানা বিনির্গমম্ ॥ ৬২
যত্র যত্র ব্রজত্যেষা শিবশীর্ষজটাবনে। তত্রৈব নূতনং স্থানং দদর্শ সুরনিম্নগা ॥ ৬৩
এবং বভ্রাম শিরসি শিবস্থানন্তুতেজসঃ। শ্রান্তা বভূব পরমা শশ্বদ্বর্ত্ম্যপকর্ষিতা ॥ ৬৪
আবির্ভূয় বৎসরান্তে গঙ্গা শিবমথাব্রবীৎ ॥ ৬৫

দেব্যুবাচ।

অনন্তশক্তে ভগবন্ দেহি নিঃসরণং মম। শশ্বদ্ধ্বানাঙ্কুশেনৈব মামাকর্ষতি ভূপতিঃ ॥ ৬৬
তেনাহং পীড়িতা ভূত্বা শ্রান্তা তব জটাবনে। দ্বারমপ্রাপ্য নির্বেগা ত্বামহংশরণং গতা ॥ ৬৭
ত্বমনন্ত জটারণ্যে দ্বারং দেহি মহেশ্বর। ভূয়াৎ সগরপুত্রাণাং ব্রহ্মদণ্ডবিমোচনম্।
কৃতাপরাধাং মে দেব রক্ষস্ব পরমেশ্বর ॥ ৬৮

ভগবানুবাচ।

যাঞ্চাপি ত্বং তলং নেতুমিচ্ছোবেগেন ভূয়সা। স তে বেগঃ কুতো যাতঃ কথমীদৃক্ প্রভাবমে
গতা মাং শরণং যস্মাদতো ব্রজ যথেচ্ছয়া ॥ ৬৯
ইত্যুক্ত্বা স মহাদেবো জটামেকান্ত দক্ষিণে। স্ফারয়ামাস সব্যেন পাণিনা প্রহসন্মুখঃ ॥ ৭০
ততঃ প্রাপ্য বরং দ্বারং নিঃসসারামরাপগা। পক্ষিণী লোকবশগা মুক্তদ্বারেব পঞ্জরাৎ ॥ ৭১
অথ জ্যৈষ্ঠে মহাভাগা দশম্যাং শুক্লপক্ষতঃ। হস্তানক্ষত্রযোগেণ ভৌমে বারেমহামুনে ॥ ৭২
হিমালয়ং পরিত্যজ্য পপাত ধরণীতলম্। তদা জয়জয়স্বানো বভূব ভুবি সর্ব্বতঃ ॥ ৭৩
ধরা স্পৃষ্ট্বাপি ন ক্ষোভং গঙ্গাঘাতাদুপাগতৎ। গঙ্গাপি চ ধরাং প্রাপ্য পরামাপ সুনির্বৃতিম্
অমদগ্নিশিখাকোটিরিব জজ্বাল তেজসা। পাপংঘাস্তদা ভীতাস্তদৈব পরিতত্যজুঃ ॥ ৭৫
ইতি খলু ধরণীতলং মহেশী সমগমদিন্দুসহস্রশুক্ল বর্ণা।
অরুণশতসহস্রদীপ্তিযুক্তা ব্যাজয়ত মূর্দ্ধ্নি সুরর্ষিভিঃ সমীড্যা ॥ ৭৬

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে গঙ্গাবতরণং নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শুক উবাচ।

অথ গঙ্গা তদা দেবী দক্ষিণস্যাং ধরাতলম্। আনন্দসম্পদা চাঢ্যা যযৌ বিপুলধারয়া ॥ ১
তরঙ্গচারুপত্রাঢ্যা ফেনপুষ্পবিরাজিতা। গঙ্গাখ্যা মুক্তিলতিকা বরাজ ধরণীং গতা ॥ ২

ধারা সুবনিতা চারু শুক্লা পরমশোভনা। করিসিংহমহানাগমহাপক্ষিগণাকুলা ॥ ৩
অগ্রে ভগীরথো রাজা শঙ্খহস্তো রথোপরি। প্রগচ্ছন্ বাণবেগেন গঙ্গা শব্দানুগামিনী ॥ ৪
বনানি পর্ব্বতানুচ্চান্ গ্রামাংশ্চ নগরাণি চ। সরাংসি সুরম্যাণি প্লাবয়িত্বা মহাজবা।
দেবর্ষিভিঃ স্তূয়মানা পেদে গঙ্গা ধরাতলম্ ॥ ৫
যত্র যত্র যযৌ গঙ্গা তত্র তত্র মহেশ্বরঃ। ভূমিভাগং শিরশ্চক্রে অষ্টহস্তাধিকে তটে ॥ ৬
সার্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণাং ধারাং চক্রে মহেশ্বরী। অষ্টহস্তাধিকাং মৌলিং সার্দ্ধযোজনকং শিরঃ ॥৭
দীর্ঘং চক্রে শিবঃ শম্ভুর্মিতং ত্রিশতযোজনম্। অব্দেঃ প্রমিতিপর্য্যন্তংকিঞ্চিন্ন্যূনং ত্রিজর্ষভ ॥৮
ব্যতীতে যোজনে সপ্তত্রয়ে গঙ্গা জবান্বিতা। হিমালয়সমীপে তু দদর্শ সপ্ত বৈ মুনীন্ ॥ ৯
তে তু সপ্তৈব মুনয়ঃ সপ্তশঙ্খধ্বনিং দধুঃ। সপ্তধারা তস্মা ভূত্বা সপ্তর্ষীণাং সুধাবহা ॥ ১০
ততঃ প্রাপ্য হরিদ্বারং ধারাঃ সঙ্কোচ্য বৈষ্ণবী। অভূৎ সর্ব্বমুখী দেবী মহাপাষাণভেদিনী ॥
ততঃ সা পরশুষ্কাভির্নদীভিঃ সঙ্গতাভবৎ। সখীভিরিব সংযাতা সা ববর্দ্ধ কুতূহলাৎ ॥ ১২
ততোঽগ্নিকোণমুখতো যযৌ গঙ্গা ধরাতলে। যমুনা চ তথা গুপ্তা সঙ্গতাভূৎ সরস্বতী ॥১৩
প্রয়াগ ইত্যয়ং দেশঃ পুণ্যঃ পরমতঃ পরঃ। ততঃ সর্ব্বমুখী গঙ্গা পূর্ব্বোস্রোতা ব্যরাজত ॥১৪
কাশীং বামাং ততশ্চক্রে বামা শক্তিরনুত্তমা। তত্রাভূদুত্তরস্রোতাঃ শিবদর্শন কৌতুকাৎ ॥১৫
সপাদযোজনং তস্ম দেশং পৃথ্বীবহিষ্কৃতম্। ততঃ পূর্ব্বমুখী ভূত্বা তত্র রাজা ভগীরথঃ।
শ্রান্তাশ্বসারথির্ভূতঃ শঙ্খধ্বানং ব্যরাময়ৎ ॥ ১৬
এতস্মিন্নেব কালে তু জহ্নুর্নাম মহামুনিঃ। চক্রে শঙ্খধ্বনিং চারু গঙ্গা শুশ্রাব তং তদা।
তস্যৈব শব্দকাঙ্ক্ষা গন্তুং দেবী প্রচক্রমে ॥ ১৭
ততো বিশ্রম্য রাজা চ শঙ্খশব্দং চকার হ ॥ ১৮
গঙ্গা গত্বাকিয়দ্দূরং শ্রুত্বান্যশঙ্খনিস্বনম্। কোঽয়মন্যো ধ্বনিং শঙ্খে দধাবধ বুবোধ চ ॥ ১৯
কর্ম্ম জহ্নুমুনেস্তত্র রোষস্ফুরিতকৃদ্ বভৌ। মুনে রম্যাশ্রমং সর্ব্বং প্লাবয়ামীত্যভাষত ॥ ২০
গচ্ছ রাজন্ মহাভাগ যত্র জহ্নাশ্রমো হ্যহম্। প্লাবয়িষ্যাম্যহং তস্য মুনেরাশ্রমমণ্ডলম্।
স্বাশ্রমং নেতুকামো মাং যোঽস্যং শঙ্খমপূরয়ৎ ॥ ২১
শুক উবাচ।
ইত্যুক্তশ্চ নৃপোঽগ্রোঽভূদ্গঙ্গা চানুযযৌ জবাৎ। তদ্বিজ্ঞায় মুনির্জহ্নুর্ব্রহ্মতেজঃ সমস্মরৎ
উবয়িত্বা মুনিবরো ভূমৌ বৈ দক্ষিণং করম্। অর্পয়ামাস তত্রাভূদ্ গঙ্গামালাপ্যলক্ষিতা ॥২৩
প্রাপ্তং গঙ্গাজলং সর্ব্বং পাণৌ ব্রহ্মকরোপমে। গণ্ডূষীকৃত্য তাং গঙ্গাং পপৌ জহ্নুর্মহামুনিঃ
হাহাকারস্তদা জাতো ভুবি খে দিক্ষু সর্ব্বতঃ। গঙ্গা চ মূর্ত্তিমাসাদ্য জগাম মুনিপুঙ্গবম্ ॥২৫
দেব্যুবাচ।
মুনে ব্রহ্মন্ মহাভাগ জানে ত্বাং ব্রহ্মতেজসম্। ক্ষমস্ব মমদৌরাত্ম্যং চিকীর্ষোর্লোকমঙ্গলম্ ॥
তব পুত্রীত্বমাপন্না ত্যজ মাং জঠরাৎ স্বকাৎ ॥ ২৬
প্রাপ্নুবন্তু গতিং দিব্যাং তনয়াঃ সগরস্য বৈ। ভগীরথস্য ভূপস্য কুরুষ সার্থকং তপঃ ॥ ২৭

জাহ্নবীত্যেব যে নাম লোকা গাস্যন্তি পাবনম্। তবৈষা পরমা কীর্ত্তির্লোকেষু বিমলা স্থিতা
ব্রাহ্মণাস্তু মহাত্মানো দেবৈরপি দুরাসদাঃ। ইতি জানে ক্ষমস্ব ত্বং ত্যক্ত্বা মাং কার্য্যসিদ্ধয়ে

শুক উবাচ।

তস্যাস্তু ব্যাকুলং বাক্যং শ্রুত্বা জহ্নুর্মহাতপা। জানু ব্যাপাদয়ামাস নিঃসসার ততঃ শিবা॥
জাহ্নবী জহ্নতীত্যেবং বভৌ পুণ্যতরধ্বনিঃ। ততঃ কিয়দ্ গতো দূরং রাজানীচ্ছাস্তবাহনঃ॥
এতস্মিন্নেব কালে তু সময়ং প্রাপ্য কাচন। নাম্না পদ্মাবতী কন্যা মুনের্জহ্নোর্মহাত্মনঃ।
শঙ্খং সা ধ্মানয়ামাস দিদৃক্ষুর্ভগিনীমিতি॥ ৩২
তমেবানুগতা শব্দং যযৌ পর্ব্বতনন্দিনী। অগ্নিকোণমুখী কিঞ্চিদ্দূরং প্রাপ্তা তথাবিধা॥ ৩৩
দৃষ্ট্বা ভগীরথো রাজা ত্বন্যথা ব্রজতীং শিবাম্। উত্তিষ্ঠ সারথে গচ্ছ গঙ্গা যাতি তথান্তরম্॥
ইত্যুক্ত্বা ধ্মানয়ামাস রাজা শঙ্খং মহারবম্॥ ৩৫
তচ্ছ্রুত্বা শঙ্খনিনদং জলাদুত্থায় বিস্মিতা। দদর্শ দূরে রাজানং কুর্ব্বন্তং শঙ্খনিস্বনম্॥ ৩৬
চুক্রোধ পদ্মাবত্যৈ সা সা তৎক্রোধায়দী বভৌ। সা চ পদ্মাবতী দেবী বিস্তীর্ণসলিলা পুনঃ
পূর্ব্বমুখং যযৌ পূর্ব্বং সমুদ্রমপি সঙ্গতা॥ ৩৭
গঙ্গা তু বেলাং সংক্ষিপ্য গন্তুং সমুপচক্রমে। বভূব দক্ষিণস্রোতাঃ বুদ্ধাব্ধিনিকটাদিব॥ ৩৮
গঙ্গাযমুনয়োঃ সঙ্গং পরিত্যজ্য সুরাপগা। রাজানং দক্ষিণং কৃত্বা সংবিভেদ সরিৎপতিম্॥
সমুদ্রস্তত্র উত্থায় পুষ্পচন্দনসংযুতঃ। অর্চ্চয়ামাস তাং গঙ্গাং বেলয়া সহ ভার্য্যয়া॥ ৪০
ততঃ স সাগরং ভিত্ত্বা ব্যতীত্য বিবরানপি। মহাতলে চ কপিলং দদর্শ সুমহাপ্রভম্॥ ৪১
তস্মিন্ ভগীরথো রাজা গঙ্গাং ভাগীরথীং দ্বিজ। পূজয়ামাস বিবিধৈর্বলিভির্ধূপদীপকৈঃ॥৪২

কপিল উবাচ।

মাতর্গঙ্গে মহেশানি স্বাগতং তে মহেশ্বরি। অতীত্য সুবহূন্ দেশানায়াতা সুমহাতলম্॥ ৪৩
ইমে সাগরয়ঃ ষষ্টিসহস্রাণি মহাবলাঃ। মৎক্রোধবহ্নিনা দগ্ধা দুর্গতিং পরমাং গতাঃ।
এতান্ পাবয় হে মাতরনন্যা ত্বং গতির্নৃণাম্॥ ৪৪
যান্তু দিব্যাংগতিংদেবি উত্তীর্ণাদুর্গতেরপি।অহঙ্ক্ত্বাংস্পৃশাম্যেব কৃতার্থঃ স্যাং ন সংশয়ঃ॥৪৫

শুক উবাচ।

ইত্যুক্তা কপিলেনৈষা দেবী নাগৈঃ সুসেবিতা। আপ্লাবয়ৎ সাগরাণাং ভস্মানি দ্বিজনন্দন॥
তস্যাঃ সংস্পর্শমাত্রেণ তনয়াঃ সগরস্য চ। যমলোকে চাররূপা বভূবুরমিতৌজসঃ॥ ৪৭
পশ্যতাং যমদূতানাং তে বৈ দিব্যবপুর্দ্ধরাঃ। বিয়ৎপথৈর্বিমানস্থা অপ্সরোগণসেবিতাঃ।
গীয়মানগুণা দৈবৈর্যযুঃ স্বর্গং ত একদা॥ ৪৮
বিযুক্তবন্ধনা যেবা ইবপক্ষিগণাঃ কচিৎ। রাজা ভগীরথশ্চাপি পুরেচক্রে মহোৎসবান্॥ ৪৯
ততো নাগালয়ে দেবী খ্যাতা ভোগবতীতি সা। মহীতলমতীত্যাসৌ যযৌ পাতালমেব চ॥
তদানন্তং সমাসাদ্য সহস্রশিরসং প্রভুম্। লীনাভূৎ সলিলে গঙ্গা ব্রহ্মাণ্ডং যত্র তামসে ৫১
ইত্যেবং কথিতং তুভ্যং যৎপৃষ্টং ভবতা মম। গঙ্গা সুরনদী পুণ্যা যাতায়াতা ধরাতলম্ ৫২

ইদমাখ্যানমায়ুষ্যং যশস্যং বংশবর্দ্ধনম্। ধন্যং ধর্ম্ম্যং শোকহরং দুঃখসাগরশোষকম্।
মঙ্গলং পরমং দিব্যং গঙ্গাবতরণং দ্বিজ ॥ ৫৩
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য ইদমাখ্যানমুত্তমম্। পঠেয়ুঃ শ্রবণং কুর্য্যুর্লভেরন্ পরমাং গতিম্।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চ শৃণুয়ুর্লভেয়ুর্গতিমুত্তমাম্ ॥ ৫৪
কূপারামতড়াগাদিবৃক্ষমন্দিরকর্ম্মসু। অশৌচান্তাদ্ দ্বিতীয়েঽহ্নি সর্ব্বেষু শুভকর্ম্মসু।
পঠেচ্চ শৃণুয়াদ্ বাপি আখ্যানমিদমুত্তমম্ ॥ ৫৫
গ্রহপীড়াসু ঘোরাসু জলাগ্নিপীড়নেষু চ। পঠেদ্বা শৃণুয়াদ্বাপি ইদমাখ্যানমুত্তমম্ ॥ ৫৬
ইমে একাদশধ্যায়া দ্বাবিংশতিরথাপি বা। অগঙ্গদেশে বিজ্ঞায় নিকটং মরণং জনঃ ॥ ৫৭
মহাপাতকযুক্তোঽপি যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ। পঠেদ্বা শৃণুয়াদ্বাপি ইদমাখ্যানমুত্তমম্ ॥ ৫৮
আজন্মগঙ্গাস্নানস্য ফলমাপ্য স বৈ জনঃ। গঙ্গান্তর্জলমৃত্যোশ্চ ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৫৯

এবং ত্বয়া শুচিভবচেতসা মুনে সুরাপগাচরিতমপূর্ব্বমুত্তমম্।
সুরাসুরৈর্দিবি ভুবি গেয়মর্থদং মহোদিতং মতিপঠনাসুরাপতঃ ॥ ৬০
কৃতে যুগে শুভমতিভির্যদর্চ্চ্যতে দ্বিতীয়কে কিল যজতা যদর্চ্চ্যতে।
তৃতীয়কে জলকুসুমৈর্যদর্চ্চনাৎ সুরাপগাজলকণতঃ কলৌ হি তৎ ॥ ৬১
যদোচ্যতে গিরিবরকন্যকেত্যসৌ শিবংপতিং সমগমদিত্যদো তদা।
যদা পুনর্দিবি সুরমজ্যকন্যকা তদোচ্যতেঽমলবনিতা গুহপ্রসূঃ ॥ ৬২
যদা পুনর্হরিপদসম্ভবাভবৎ তদা পতিং স্বমুপগতা ব্যরাজত।
যদা পুনর্মুনিতনয়েতি কথ্যতে তদাভবন্ন পবনিতেব ভীষ্মসূঃ ॥ ৬৩
যদা পুনা রবিকুলরাজকন্যকা তদা গতা জলনিধিমেব সৎপতিম্।
ইতীদৃশী হ্যনিয়তরূপিণী শিবা শিবং গতা বহুতর রূপবল্লভম্ ॥ ৬৪

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে সগরপুত্রোদ্ধারো নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

উক্তং ত্বয়া শিবং প্রাপ্তা গঙ্গা সত্যার্দ্ধরূপিণী। উমায়াশ্চ শিবপ্রাপ্তিং বদ ব্রহ্মন্ মহামতে ॥ ১

ঋষিরুবাচ।

সত্যাং গতায়াং ত্রিদিবং সুষুবে মেনকা পুনঃ। অন্যাং দুহিতরং চারুগুণশীলসমন্বিতাম্ ॥ ২
জ্বলৎকনকগৌরাঙ্গীং দ্বিভুজাং চারুলোচনাম্। তস্যাং ভবন্ত্যাংমেনাদ্যাঃসর্ব্বেগঙ্গাশুচংজহুঃ
হিমাচলগৃহে সা তু ববৃধে কিল জৈমিনে। কলেব শশিনঃ শুক্লে বর্দ্ধমানা দিনে দিনে ॥ ৪

কদাচিন্নারদো দেবস্তত্রান্তঃপুরমাগতঃ। নির্জ্জনে জগদে সর্ব্বা মেনকায়ৈ সতীকথাঃ॥ ৫
তচ্ছ্রুত্বা মেনকা দেবী মুনের্বচনমর্দ্ধবৎ। মেনে সুতাং মূলরূপামজাং শিবশিবামিতি॥ ৬
নারদশ্চ ততো গত্বা শৈলরাজমথাব্রবীৎ॥ ৭

নারদ উবাচ।

কন্যা তে শৈলরাজেন্দ্র জাতা কমললোচনা। দানযোগ্যাপি ভূতেব কস্মৈ দেয়েয়মিষ্যতে ৮

হিমালয় উবাচ।

ইয়ং মম সুতা দেব তপস্যতি বনান্তরে। যোগ্যং পতিং পরিপ্রাপ্তুং স্বয়মেব গুণান্বিতা॥ ৯
পূর্ব্বলব্ধঃ পতির্যোঽস্যাঃ স এবেহ ভবিষ্যতি। কিং মমত্রাস্তি কর্ত্তব্যং কন্যাবরসমাগমে॥ ১০

নারদ উবাচ।

যদুক্তং তৎ সত্যমেব তত্রোদ্‌যোগী ভবেৎ পুনঃ। অনুদ্‌যোগস্তু পুরুষং প্রসতে কার্য্যরাক্ষসঃ॥
ভবানপি পিতা সা তে তৎপতিং লভতে যথা। কন্যাদানফলং প্রাপ্তুং তত্রোদ্‌যোগী তথাভব
যস্তু লব্ধবালাভেন নো যুঙ্‌ক্তে গৃহিণাংকুধীঃ। তস্য কিঞ্চিৎ কৃতংনাস্তি স গৃহী নাস্তিকথ্যতে
অতএব ভবান্ স্বস্যা দুহিতুর্বরমেষয়। ব্রাহ্মণৈর্ম্মন্ত্রিভিশ্চৈব তৎপরামর্ষণং কুরু॥ ১৪

হিমালয় উবাচ।

প্রভো ত্বমেকতত্ত্বজ্ঞো দুহিতুর্মে বরং বদ। কস্মৈ দেয়া চ মে কন্যা কংপ্রাপ্য সুখিনী ভবেৎ

নারদ উবাচ।

অস্তি যোগ্যপতিঃ শৈল দুহিতুস্তব নান্যথা। যং প্রাপ্তুং যততে পুত্রী তব জানাম্যহন্তু তম্॥
কৈলাসে বসতিস্তস্য ত্বয্যপ্যেষ চ তিষ্ঠতি। স্বয়মাত্মা মহাবাহুঃ কুবেরো যস্য কিঙ্করঃ।
তস্মৈ দেহি সুতাং কন্যামর্চ্চনীয়ায় দৈবতৈঃ॥ ১৭

হিমালয় উবাচ।

তস্মৈ দেয়া ময়া কন্যা যং ত্বং বদসি নান্যথা। তমানয় মহাবাহো শিবং কন্যকয়েপ্সিতম্॥১৮

শুক উবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা যযৌ দেবো যত্র দেবো মহেশ্বরঃ। কৈলাসে তং শিবং নত্বা বচনঞ্চেদমব্রবীৎ॥

নারদ উবাচ।

শম্ভো তব সতী প্রাপ্তা পূর্ণস্তেঽভূন্মনোরথঃ। যত্র গঙ্গা সুরৈঃ প্রাপ্তা তত্রৈবেয়মুপস্থিতা॥২০
তাং প্রাপ্তুং সহেমগৌরী তপস্যতি মহাবনে। তব বার্ত্তাং মহাদেব দম্পতীভ্যাং শ্রুবেদয়ম্॥
ত্বং তত্র কুরু বৈ বাসংগিরিরাজে হিমালয়ে। ত্বাস্তু সেবিষ্যতে গৌরী তাংত্বং লপ্স্যসি নান্যথা

শিব উবাচ।

গঙ্গারূপা সতী লব্ধা কামস্যাং ত্বং বদস্যুত। যামহং শিরসা ধৃত্বা বহু মন্যে স্বমেব হি॥ ২৩

নারদ উবাচ।

সতী চ দ্বিবিধা ভূতা গঙ্গোমা চ হিমালয়ে। একা ধৃতা ত্বয়া শীর্ষে বামাঙ্গেঽমূং ধরিষ্যসি।
পূর্ব্বং বামাঙ্গগা ভার্য্যা বামাঙ্গেঽদ্যাপি লভ্যতাম্॥ ২৪

শুক উবাচ।

এবমুক্ত্বা যযৌ দেবো মুনির্নারদসংজ্ঞকঃ॥ ২৫

হিমালয়ং যযৌ শম্ভুস্তপস্থানক্রমানসঃ। তপস্যন্তীং সতীং প্রাহ বিপ্ররূপেণ জৈমিনে॥ ২৬

শিব উবাচ।

কাসি কস্যাসি রম্ভোরু কিমর্থং বা তপস্যসি। নায়ং তপস্যাকালস্তে সুকুমার্য্যাঃ সুশোভনে॥

দেব্যুবাচ।

অহং হিমালয়সুতা শিবমীপ্সুস্তপশ্চরে। অহং দাক্ষায়ণী পূর্ব্বং ত্যক্তদেহা দ্বিজোত্তম॥ ২৮

শিব উবাচ।

কথং শিবং শ্মশানস্থং কুরূপং পতিমীহসে। ইন্দ্রাদিং বা বর্জ্জয়সি গুণসম্পৎসমন্বিতা॥ ২৯

কথমেতৎ তপস্তেপে শিবং প্রাপ্তুং পতিং সতী। রূপস্বভাববশগঃ শিবস্তেঽস্তু পদানতঃ॥৩০

দেব্যুবাচ।

নৈবমেবং ব্রহ্মচারিন্ বদ মাং শিবনিন্দনম্। যচ্ছ্রুত্বাহং পুরা দেহং জহৌ কস্মাদ্ব্রবীষিতৎ॥

ত্বহি শম্ভুং মহেশানং প্রায়শ্চিত্তং তদস্তু নৌ। শরীরং নত্যজে যেন শ্রুতয়া শিবনিন্দয়া॥ ৩২

শিবরূপব্রাহ্মণ উবাচ।

শিব হর গিরিশেশ ত্র্যক্ষ বিশেশ দেব প্রমথগণবিহারিন্ সর্ব্বদানন্দরূপ।

সকলভুবনগোপ্তা ত্বং ভবান্ কালরূপী নিখিলবৃজিনহারিন্ দেবদেব প্রসীদ॥ ৩৩

দেব্যুবাচ।

ব্রহ্মচারিন্ নমস্তেঽস্তু শিবজ্ঞায় শিবায় তে। ব্রহ্মচারিস্বরূপেণ ভবানেব শিবো মতঃ।

প্রসীদ দেবদেবেশ ত্বাং নমস্যামি ভক্তিতঃ॥ ৩৪

শুক উবাচ।

ইত্থং প্রণামযুক্তায়ামুমায়াং স মহেশ্বরঃ। স্বরূপং জগৃহে সদ্যো বৃষরাজবিরাজিতঃ॥ ৩৫

শিব উবাচ।

মাং ত্বং প্রাপ্স্যসি নাস্ত্যত্র সন্দেহস্তু কদাচন॥ ৩৬

শুক উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে শম্ভুরুমা পিত্রালয়ং যযৌ। শিবোঽপ্যথ মহাযোগী গঙ্গাং প্রাপ্য শিরঃস্থিতাম্

ভার্য্যার্থং নিঃস্পৃহস্তত্র গিরিসানৌ মনো দধে॥ ৩৭

তদা নারদবাক্যেন জ্ঞাত্বা শৈলেশ্বরঃ শিবম্। শিবস্য পরিচর্য্যায়ৈ উমাং পুত্রীং দিদেশ হ॥

পিত্রাজ্ঞয়া স্বাভিমতং সিষেবে যত্নতঃ শিবম্। ন চ তাং কাময়ামাস মহাযোগরতঃ শিবঃ॥৩৯

পূর্ব্বং ব্রহ্মা স্বাং তনুজাং সন্ধ্যাখ্যামুপগমাতি। তদা শিবেন হাসিতং তস্তত এব হৃচ্ছয়া॥

কন্দর্পং প্রেরয়ামাস শম্ভোর্যোগবিঘাতকম্॥ ৪০

কন্দর্পস্তু সমাগত্য পুষ্পধন্বা স্ত্রিয়ান্বিতঃ। সন্দধে পুষ্পধনুষি মোহনাদীনি জৈমিনে॥ ৪১

মূর্ত্তস্তত্র বসন্তোঽভূদ্ বিলসৎপুষ্পসঞ্চয়ঃ। তদ্দৃষ্ট্বা তু মহাদেবো বভূবারক্তমানসঃ॥ ৪২

তৎকারণং মৃগয়মাণো মণ্ডলীকৃতকার্ম্মুকম্। কামং দদর্শ পার্শ্বস্থং দৃক্‌পাতাদ্‌ভস্ম চাকরোৎ ॥
কন্দর্পে ভস্মসাদ্ভূতে দেব্যা অঙ্গেষু গচ্ছতি। অনঙ্গ ইতি বিখ্যাতিং জগাম পঞ্চমার্গণঃ ॥ ৪৪
কামদেবস্য ভস্মানি নিলেপাঙ্গে মহেশ্বরঃ। দেব্যা সকাময়া দৃষ্টো বভূব কামভাববান্ ॥ ৪৫
সকামং বীক্ষ্য গিরিশং ব্রহ্মাদ্যা জহৃষুস্তদা। হিমালয়ঃ সুতাং তস্মৈ দাতুং সমুপচক্রমে ॥৪৬
ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদি দেবানাং পুরতঃ স মহেশ্বরঃ। উপযেমে উমাং দেবীং বিধিযুক্তেন কর্ম্মণা।
শিবঃ প্রাপ্য স্ত্রিয়ং স্ফীতাং পার্ব্বতীং স্বস্থলং যযৌ ॥ ৪৭
তারকোপক্রুতা দেবা যোদ্ধুকামা মহেশ্বরম্। শিবতেজঃসমুদ্ভূতং সেনাপতিমযাচত ॥ ৪৮
স তেষাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং মেরুমূলে ইলাবৃতে। উমামুপজগামাথ দিব্যং বর্ষশতং যযৌ ॥ ৪৯
তদ্দৃষ্ট্বা দুঃসহং কর্ম্ম ভীতা ব্রহ্মাদিদেবতাঃ। অনর্থং চিন্তয়ামাসুস্তয়োর্মৈথুনকর্ম্মণি ॥ ৫০
যস্য মৈথুনকার্য্যেষু দিব্যং বর্ষশতং গতম্। তস্মাজ্জাতঃ সুতঃ কুত্র ধারণীয়ো ভবিষ্যতি ॥৫১
ইতিসঞ্চিন্ত্যবৈ দেবাস্তয়োস্তাংমৈথুনক্রিয়াম্। দর্শয়িত্বা দ্বিজান্‌কাংশ্চিৎ ত্যাজয়ামাসুরোজসা
বিপ্রান্দৃষ্ট্বাতদাদেবীব্রাড়িতাপিদধেহংশুকম্। দেবীপ্রীত্যৈস্থলং তৎ তু শিবশপ্তং ততোহবধি
পুংসামগম্যং সমভূৎ পুংসাং স্ত্রীত্বকরং দ্বিজ ॥ ৫৩
স্থানভ্রষ্টং শিবঃ শুক্রং তত্যাজ পৃথিবীতলে। তৎ সর্ব্বব্যাপকং ভূতমগ্নিঃসংজগৃহে চ তৎ ॥ ৫৪
অগ্নিস্তু সর্ব্বদেবানাং সম্মতে ন চ তৎ কিয়ৎ। গঙ্গায়ৈ ধারয়ামাস সা তু গঙ্গা সুদুর্দ্ধরম্।
শৈবং তেজস্তু তত্যাজ কৈলাসে শিবকাননে ॥ ৫৫
তস্মাৎ প্রাণী সমুত্তস্থৌ সেনানীর্দীর্ঘলোচনঃ। মহাবলো মহাসত্ত্বঃ শিবপুত্রো মহাভুজঃ ॥ ৫৬
জ্বলৎকনকগৌরাঙ্গো নানাভরণভূষণঃ। সেনাপতিত্বে দেবৈঃ স হ্যভিষিক্তো বভূব হ ॥ ৫৭
কৃত্তিকাদিগবাং ষণ্ণাং মাতৃণাং স পয়ঃ পপৌ। তেনাসৌ কার্ত্তিকেয়াদিনামকো গুহনাদ্‌গুহঃ
ষড়্ভির্বক্ত্রৈঃ পপৌ দুগ্ধং তেন ষড়্বক্ত্র উচ্যতে। দদুঃ শিবাদয়স্তস্মৈ শস্ত্রকাস্ত্রাদিবাহনম্ ॥
তেন তেষাং হতঃ শক্রুস্তারকাখ্যো মহাবলঃ। উময়া সহ দেবোহসৌ কৈলাসশিখরেঽবসৎ
তত্র দেহার্দ্ধকং শম্ভোর্জহার খলু পার্ব্বতী। শিববিচ্ছেদনাশঙ্কাপ্যহসন্তী দ্বিজর্ষভ ॥ ৬১
তত্রস্থাং পার্ব্বতীং দেবীং পৃচ্ছতীং স মহেশ্বরঃ। জগাদ মন্ত্রতন্ত্রাণি সর্ব্বদৈবতকানি চ ॥ ৬২
ইত্যেবংভবতে প্রোক্তং যৎ পৃষ্টোঽহমিহত্বয়া। যেন লেভউমাংদেবীং সতীং পূর্ব্বপ্রিয়াং শিবঃ
ইদমাখ্যানমিষ্টার্থপ্রাপকং পুণ্যদং শুচিঃ। পাঠ্যং শ্রাব্যঞ্চ জপ্যঞ্চ কিমন্যৎ কথ্যতে তব ॥৬৪

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে উমালাভো নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

উক্তা ত্বয়া মহাপুণ্যা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী। গঙ্গায়াং যৎ তু কর্ত্তব্যমকর্ত্তব্যং বদস্ব তৎ ॥ ১
ত্বদ্বক্ত্রবাক্যপীয়ুষবিরতি-র্নোপলভ্যতে। সদৈব ভবতো বাক্যমুদ্গিরত্যর্থমচ্যুতম্ ॥ ২

ব্যাস উবাচ।

এবং পৃষ্টো জৈমিনিনা মহাভাগবতো মুনিঃ। হর্ষিতেনাত্মনা প্রোচে জৈমিনিং শিষ্যমাত্মনঃ

শুক উবাচ।

শৃণু রাজন্ মহাপুণ্যান্ গঙ্গাধর্ম্মান্ মনোরমান্। গঙ্গাস্নানফলং তেষাং শ্রবণেনোপজায়তে ॥
হিমালয়াচ্ছৈলরাজাদ্ গঙ্গাসাগরসঙ্গমঃ। দেশঃ পরমপুণ্যোঽসৌ যৎপরো নৈব বর্ত্ততে ॥ ৫
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ ॥
অযোধ্যা রামনগরী মথুরা কৃষ্ণপালিকা। মায়া চ কামরূপাখ্যা কাশী শিবপুরী ন ভূঃ ॥ ৭
শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী কাঞ্চযুগ্মঞ্চ সম্মতম্। অবন্তী চ সমুদ্রস্য তীরে শ্রীপুরুষোত্তমঃ ॥ ৮
দ্বারাবতী সমুদ্রস্য মধ্যে কৃষ্ণকৃতা পুরী। এতাস্তু পৃথিবীমধ্যে ন গণ্যন্তে কদাচন ॥ ৯
শ্রীরামধনুরগ্রস্থা অযোধ্যা হি মহাপুরী। মথুরা কেশবপ্রেষ্ঠা সুদর্শনবিধারিতা ॥ ১০
মায়া চ শিবলিঙ্গস্থ ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিসেবিতা। কাশী শিবত্রিশূলস্থা কাঞ্চো হরিহরাত্মকঃ ॥ ১১
বামদক্ষিণহস্তাভ্যাং ধৃতো যো দ্বিজপুঙ্গব। অবন্তিকা পুরীদিব্যা হরেঃ পদ্মোপরি স্থিতা ॥ ১২
পুরী দ্বারাবতী বিষ্ণোঃ পাঞ্চজন্যোপরি স্থিতা। এতাঃ সর্ব্বা মুক্তিদাত্র্য একত্র গণিতাঃ সুরৈঃ
একতো বৈ সুরধুনী শিবশীর্ষোপরি স্থিতা। এতাং ধর্তুং মহাদেবঃ স্বশিরঃ সার্দ্ধযোজনম্ ॥১৪
অষ্টহস্তাধিকঞ্চৈব বিশালং বিদধে স্বয়ম্। দীর্ঘঞ্চ যোজনশতে কিঞ্চিন্ন্যূনে চকার হ ॥ ১৫
তস্মাদ্ গঙ্গাশ্রয়া দেশা নৈব পৃথ্বী কদাচন। বিশ্বাত্মনো মহেশস্য শির এব হি তে মতাঃ ১৬
ইন্দ্রকালকনন্দাখ্যা গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী। ক্বচিৎ পূর্ব্বস্রবা গঙ্গা ক্বচিৎ পশ্চিমগামিনী ॥ ১৭
ক্বচিচ্চাপ্যুত্তরস্রোতাঃ ক্বচিদ্দক্ষিণবাহিনী। দক্ষিণায়াঃ শতগুণা গঙ্গা তু পূর্ব্ববাহিণী ॥ ১৮
ততঃ শতগুণা প্রোক্তা গঙ্গা পশ্চিমবাহিনী। তৎসহস্রগুণা প্রোক্তা গঙ্গা চোত্তরবাহিণী ১৯
গঙ্গা স্নানস্য সর্ব্বস্য ভারতস্য বিধৌ মম। সাক্ষী হি জায়তে বিপ্র সর্ব্বতো মুক্তিদায়িকা ২০
নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং গঙ্গা চ পরদেবতা। গঙ্গা চ বসতিস্থানং গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥ ২১
সাকাশবাসিনী দেবী গঙ্গা সা গিরিবাসিনী। গঙ্গা ধরাবাসিনী চ গঙ্গা পাতালবাসিনী ॥২২
সর্ব্বএব শুভঃকালঃ সর্ব্বো দেশস্তথা শুভঃ। সর্ব্বো জনস্তথা পাত্রং স্নানাদৌ জাহ্নবীজলে ২৩
অপি কীটপতঙ্গাদ্যা যদি গঙ্গাজলে মৃতাঃ। অপি ত্যক্ত্বা কীটতনুং স্বর্গং যান্ত্যতিদুর্লভম্ ॥
যজ্জলস্পর্শমাত্রেণ সগরস্য সুতাস্তু তে। সদাপন্নাস্তমোভাবং সৎকর্ম্মরহিতাশ্চ তে ॥ ২৫

ব্রহ্মদণ্ডহতাশ্চাপি ভস্মীভূতাঙ্গসর্ব্বতঃ। চিরকালান্তরঞ্চাপি স্বর্গতাঃ স্ফুটবর্ম্মণাঃ।
কিং পুনর্যে তু সেবন্তে ভক্ত্যা গঙ্গামঘাপহাম্ ॥ ২৮

গঙ্গা গঙ্গেতি যোব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি
আজন্মপাপকর্ম্মাণি যঃকুর্য্যাৎ সর্ব্বদা কুধীঃ। গঙ্গা চেন্মৃত্যুকালেস্যাৎতদা মোক্ষোঽস্তকিঙ্করঃ
তস্মাদ্ গঙ্গা রক্ষণীয়া সর্ব্বযত্নেন জৈমিনে। গঙ্গা চেৎস্যাৎ পরিত্যক্তা ন ত্রাণংকস্য বৈকচিৎ

জৈমিনিরুবাচ।

গঙ্গায়া রক্ষণং কীদৃক্ ত্যাগস্তস্যাস্তু কীদৃশঃ। ইতি মে সংশয়ং ব্রহ্মংশ্ছেত্তুমর্হসিসর্ব্বথা ৩০

শুক উবাচ।

প্রবাহমবধিং কৃত্বা যাবদ্ধস্তচতুষ্টয়ম্। অত্র নারায়ণঃ স্বামী নান্যঃ স্বামী কদাচন ॥ ৩১
অত্র কিঞ্চিন্নগৃহ্নীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি। অত্র কিঞ্চিন্ন দদ্যাচ্চ সাক্ষাৎ পাত্রায়পুণ্যবান্ ৩২
প্রতিগ্রহস্যাভাবো হি দানাভাবো হি কল্পতে। পরক্ষৃত্তিকরং কার্য্যং গঙ্গায়াংনোপযুজ্যতে ॥
অত্র প্রতিগ্রহে রাজন্ বিক্রীতা জাহ্নবী ভবেৎ ॥ ৩৩
বিক্রীতায়াঞ্চ জাহ্নব্যাং বিক্রীতোঽভূজ্জনার্দ্দনঃ ॥ ৩৪
জনার্দ্দনে চ বিক্রীতে বিক্রীতং ভুবনত্রয়ম্। কোঽপি ন ত্রাণকর্ত্তাস্য নিঃসম্বন্ধপ্রসঙ্গতঃ ॥৩৫
মিথ্যাবাক্যংপ্রতিগ্রাহো দানংসাক্ষাদ্গ্রহীতরি। অপারমার্থিকং বাক্যং জৈমিনেক্রয়বিক্রয়ৌ
বস্ত্রস্যক্ষালনঞ্চৈব স্বগাত্রমলকর্ষণম্। কটুবাক্যং শস্ত্রপাতং পরপীড়াকরং হি যৎ ॥ ৩৭
পরদ্রব্যেণ পূজাঞ্চ গ্রাম্যধর্ম্মঞ্চ ভোজনম্। অশাস্ত্রকথনঞ্চৈব অজ্ঞাত্বা কথনং তথা ॥ ৩৮
বিনা তিলং তর্পণঞ্চ পাদক্ষালনমেব চ। অপানবায়ুনিঃসারং নিষ্ঠীবনমতাপি চ ॥ ৩৯
অন্যতীর্থপ্রশংসাঞ্চ জলান্তরপ্রশংসনম্। উচ্ছিষ্টক্ষেপণঞ্চৈব দণ্ডনংতাড়নং তথা ॥
অভ্যক্তোঽপি চ ন স্নায়াদ্ গঙ্গায়াং দেবমাতরি ॥ ৪০
অভ্যঙ্গো দ্বিবিধোবারিমার্জ্জনঞ্চ শিরোবধি। তৈল বগাহঃ পাদান্তঃ শিরোনিক্ষিপ্ততৈলতঃ ॥
গঙ্গায়াং শপথং নৈব প্রাণান্তেঽপি সমাচরেৎ। স্বচ্ছন্দপাদনিক্ষেপং স্থানাস্থানবিকল্পনাঃ ॥৪২
একবাসোঽনেকবাসোঽপ্যনঙ্গস্পর্শরূপ্যকম্। স্নানঞ্চাপি নবৈকুর্য্যাদালস্যঞ্চ তথাবিধম্ ॥ ৪৩
শোকং মোহং দুঃখচিন্তাং নাস্তিক্যংপাপচিন্তনাম্। লিপ্সাঞ্চবিষয়াদীনাংগঙ্গাতীরেনচাচরেৎ
ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যাবদাক্রমতে জলম্। তাবদ্ গর্ভং বিজানীয়াৎ তদূর্দ্ধং তীরমুচ্যতে ॥ ৪৫
সার্দ্ধহস্তগতং যাবদ্ গঙ্গাতীরমিদং স্মৃতম্। তীরাদ্ গব্যূতিমাত্রঞ্চ পরিতঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥ ৪৬
তীরক্ষেত্রমিদংপ্রোক্তং সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতম্। শতহস্তং প্রবাহাদ্ধি গর্ভক্ষেত্রমিহোচ্যতে ॥৪৭
নিরূপ্যন্তে তত্র বর্জ্জ্যাং সাবধানমনাঃ শৃণু ॥ ৪৮
হিংসাং দ্বেষঞ্চ কলহং মিথ্যাবাক্যং প্রতিগ্রহম্। স্থানাস্থানবিকল্পঞ্চ অশাস্ত্রবচনং তথা ॥ ৪৯
পরান্নভোজনঞ্চৈব পরদ্রব্যোপভোজনম্। শোকং মোহং দুঃখচিন্তাং নাস্তিক্যং পাপচিন্তনাম্
ভিক্ষাং লিপ্সাঞ্চ চাঞ্চল্যং পরীহাসঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৫১
গঙ্গাতীরে বর্জ্জনীয়ং কথ্যতে দ্বিজপুঙ্গব ॥ ৫২

মিথ্যাবাক্যং শোকমোহনাস্তিক্যংপাপচিন্তনাম্ । কটু বাক্যংপরপীড়াকরংকার্য্যঞ্চবর্জ্জয়েৎ ॥
অশাস্ত্রকথনঞ্চৈব অজ্ঞাত্বা কথনং তথা । অন্যতীর্থপ্রশংসাঞ্চ জলান্তরপ্রশংসনম্ ॥ ৫৪
স্নানাস্নানবিচারঞ্চ গঙ্গাতীরে বিবর্জ্জয়েৎ । গঙ্গাজলেনোদ্ধৃতেন কুর্য্যাৎ সর্ব্বাং জলক্রিয়াম্ ॥
গঙ্গাতীরস্থিতো যস্তু নান্যদ্ বারি স্পৃশেদ্ যদি । ধ্রুবং তেনপ্রতিজ্ঞাতং ব্রহ্মাহমিতিনান্যথা ॥
সর্ব্বাসু দেবপূজাসু পিতৃপূজাসু চৈব হি । মহাতীর্থে হি গঙ্গায়াং ক্ষতাশৌচং ন বিদ্যতে ॥
ত্যক্তুং মূত্রপুরীষাদি গঙ্গাতীরং বিবর্জ্জয়েৎ । গঙ্গাজুষদিশাঞ্চৈব ত্যক্তুং মূত্রমলাদিকম্ ॥ ৫৮
ন ব্রজেন্নাচরেন্নৈব কদাপি দ্বিজপুঙ্গব । যা যাঃ সন্নিহিতা ভূম্যস্তাস্তাঃ পুণ্যতমাঃ স্মৃতাঃ ॥৫৯
পাপপুণ্যক্রিয়াণাঞ্চ তথৈব দদতে ফলম্ । দীক্ষাঞ্চ দেবপূজাঞ্চ জপং গঙ্গাতটে চরেৎ ॥ ৬০
নারায়ণক্ষেত্রমধ্যে কর্ত্তব্যঞ্চ নিরূপ্যতে ॥ ৬১
শুক্লবাসঃ পিধায়াপি সাবিত্রীজপমাচরেৎ । শ্রাদ্ধঞ্চ তর্পণঞ্চৈব পরোপকারকর্ম্ম চ ॥ ৬২
ব্রত্যোৎসর্গমিষ্টদেবসম্প্রীতিকরণং তথা । পাত্রোদ্দেশঞ্চ মনসা ত্যক্তদ্রব্যস্য দাপনে ॥ ৬৩
স্তবপাঠঞ্চ মৌনঞ্চ নীচালাপবিবর্জ্জনম্ । কেবলং বারিপানঞ্চ কর্ত্তব্যং ব্রহ্মভাবতঃ ॥ ৬৪
এতানি কিল কর্ম্মাণি ক্ষেত্রে নারায়ণে চরেৎ ॥ ৬৫

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে গঙ্গাকৃত্যং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষিরুবাচ ।

গঙ্গাযাত্রাং চরেন্মর্ত্ত্যো মন উৎকণ্ঠতে যদা । স্নাত্বা দেবানৃষীংশ্চৈব পিতৄংশ্চৈব সমর্চ্চয়েৎ ॥১
পিধায় বাসসী শুক্লে প্রাণায়ামং সমাচরেৎ । মৈথুনং কলহং হিংসাং বর্জ্জয়েৎ গাঙ্গযাত্রয়া ॥
বাসশ্চ মলিনঞ্চৈব গৃহ্ণীয়াদ্ গাঙ্গযাত্রিকঃ । গুরুং গণেশং বিষ্ণুঞ্চ শিবং দুর্গাং সরস্বতীম্ ।
গোব্রাহ্মণসতীশ্চৈব প্রণমেদ্ গাঙ্গযাত্রিকঃ ॥ ৩
গুরবঃ পিতরো দেবা দিক্পালাশ্চ গ্রহাস্তথা । ঋষয়শ্চারণাঃ সিদ্ধা গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাস্তথা ॥ ৪
সর্ব্বা দেব্যশ্চ দেবানাং প্রণমাম্যে ময়াধুনা । গঙ্গাস্নানার্থযাত্রায়াং ভবন্তু সর্ব্বসাধকাঃ ॥ ৫
ইত্যেবং মন্ত্রমুচ্চার্য্য গঙ্গাযাত্রাং সমাচরেৎ ॥ ৬
বিষ্ণুঞ্চ তুলসীঞ্চৈব প্রণম্য ভক্তিসংযুতঃ । বিল্বপত্রমুপাদায় গঙ্গাযাত্রাং সমাচরেৎ ॥ ৭
শয়নে ভোজনে দানে পথি রাত্রৌ দিবা তথা । গঙ্গা গঙ্গেতি সংস্মৃত্য কালং সংযাপয়েন্নরঃ
গঙ্গাযাত্রাং সমাসাদ্য পথি চেন্ম্রিয়তে জনঃ । গঙ্গামৃত্যুফলং তস্য ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৯
গঙ্গায়া দর্শনে দেবা আচরন্তি বিরোধনম্ । যেনাসাবপ্রাহেনাং নাস্মাভিঃ সমতামিয়াৎ ১০
কৃতগঙ্গার্থযাত্রস্য শরীরে পাপসঞ্চয়াঃ । ভবন্তি বিকলাঃ সর্ব্বে তমাংসীব ক্ষপাত্যয়ে ॥ ১১
তেঽপি বিঘ্নানাচরন্তি তেনাসৌ নৈব গচ্ছতি । গঙ্গায়া বায়ুসংসর্গং প্রাপ্য পাপৈর্বিমুচ্যতে ॥

তদা বিরোধং বৈ দেবা আচরন্ত্যস্য গচ্ছতঃ । গঙ্গাবারোস্তু সংসর্গৈঃ পঠেৎ স্তবমিমং নরঃ ।
সর্ব্বদেবেশ্বরো যেন পরিতুষ্যতি কেশবঃ ॥ ১৩

স্বে মহিম্নি স্থিতং দেবমপ্রমেয়মজং বিভুম্ । শোকমোহবিনির্ম্মুক্তং ধ্যায়েদ্ বিষ্ণুং সনাতনম্ ॥
আসনাদ্যৈরসংস্পৃষ্টং সেবিতং যোগিভিঃ সদা । নির্গুণং সর্ব্বগং শান্তং ধ্যায়েদ্‌বিষ্ণুংসনাতনম্
সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্তং সুপ্রভাবং সুনির্ম্মলম্ । নিষ্কলং শাশ্বতং দেবং ধ্যায়েদ্ বিষ্ণুং সনাতনম্
অতুলং সুখধর্ম্মাণাং ব্যোমদেহং সনাতনম্ । ধর্ম্মাধর্ম্মসমাযুক্তং ধ্যায়েদ্ বিষ্ণুং সনাতনম্ ॥১৭
ক্ষরাক্ষরবিনির্ম্মুক্তং জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জনম্ । অভয়ং সত্যসঙ্কল্পং ধ্যায়েদ্ বিষ্ণুং সনাতনম্ ॥ ১৮
অমৃতং সাধনংসাধ্যং যং পশ্যন্তি মনীষিণঃ । জ্ঞেয়াখ্যং পরমাত্মানং ধ্যায়েদ্ বিষ্ণুং সনাতনম্
ব্যাসাদ্যৈশ্চর্ষিভিঃ সর্ব্বৈর্ধ্যানযোগপরায়ণৈঃ । অর্চ্চিতং ভাবকুসুমৈর্ধ্যায়েদ্ বিষ্ণুং সনাতনম্
বিষ্ণ্বষ্টকমিদং পুণ্যং যোগিনাং হর্ষদায়কম্ । যঃ পঠেৎ পরয়া ভক্ত্যা স বিষ্ণোস্তুল্যতামিয়াৎ
বিষ্ণুতুল্যস্তদা ভূত্বা গঙ্গাং পশ্যেত নান্যথা । দৃষ্ট্বা গঙ্গাং মহাপুণ্যাং প্রণমেদ্দণ্ডবন্মুদা ॥ ২২
গঙ্গে দেবি জগন্মাতঃ শিবশীর্ষকৃতালয়ে । জন্মৈতৎ সফলং মেঽস্তু ভবতীং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২৩
এতেন খলু মন্ত্রেণ জ্যোতীশ্চ প্রণমেচ্ছিবাম্ । স্মৃতাসি গঙ্গে দৃষ্টাসি স্পৃশামি ত্বাং মহেশ্বরীম্
বিষ্ণুদেহদ্রবাকারে প্রসীদ জগদম্বিকে । এতেন খলু মন্ত্রেণ স্পৃশেদ্দেবীং সনাতনীম্ ॥ ২৫
ততো দ্বিবাসাঃ স্নায়াচ্চ ইষ্টদেবপ্রিয়ার্থকঃ ॥ ২৬

মজ্জন্তি যেঽস্মিন্ কিল দেহভাজো ন তে নিমজ্জন্তি পুনর্ভবাব্ধৌ ।
সোঽয়ং পুরস্তাৎ পয়সাং প্রভাবো গঙ্গেতি যং গায়তি দেববর্গঃ ॥ ২৭

আবাহনঞ্চ তীর্থানাংনাপেক্ষংজাহ্নবীজলে । নিঃসঙ্কল্পোঽপি যঃ স্নায়াৎ স চ পাপৈঃপ্রমুচ্যতে
দেবর্ষিপিতৃদেবানাং তর্পণং বিধিতশ্চরেৎ । সম্পূজয়েদিষ্টদেবং চিন্তান্তরপরাঙ্মুখঃ ॥ ২৯
গঙ্গাতীরে বসেন্মর্ত্ত্যস্ত্রিরাত্রমপি নান্যথা । যং ক্ষণং তত্র বসতি স এব সার্থকঃ ক্ষণঃ ॥ ৩০
গমনে প্রার্থয়েদ্দেবীং পুনর্দ্দর্শনকাম্যয়া ॥ ৩১

মাত্রা পিত্রা দুহিত্রা বা ভার্য্যাপুত্রধনাদিভিঃ । ত্যক্তস্য ন তথা দুঃখং যত্তু গঙ্গাবিয়োগজম্ ॥
নৈ স স্যাৎ ক্ষণোব্রহ্মন্‌যত্রগঙ্গা ন বিদ্যতে । ন গম্যস্তে চ দেশেঽসৌ যত্র গঙ্গা ন বিদ্যতে
একপাদস্থিতো যস্তু পতত্যযুতবৎসরান্ । দণ্ডমাত্রন্তু গঙ্গায়াং বসেৎ স তু বিশিষ্যতে ॥ ৩৪
এবন্তু দণ্ডসংখ্যাভির্মাসপক্ষাদিবাসতঃ । ফলং দত্তে ভগবতী গঙ্গাবাসিজনায় বৈ ॥ ৩৫
যান্ কালান্ স্বধুনীতীরে বসেন্মর্ত্ত্যঃ সমাহিতঃ । তাবদেবাস্যপিতরো দেবাশ্চ পরিতোষিতাঃ
তাবৎ তু ব্রহ্মচর্য্যেণ কালং সংযাপয়েন্নরঃ । তাবদেব পরস্যান্নং ন ভুঞ্জীত কদাচন ॥ ৩৭
তৈর্দত্তঞ্চ ন গৃহ্লীয়াৎ পরনিন্দাং ন চাচরেৎ ॥ ৩৮

গঙ্গাতীরে স্থিতো যস্তু পরনিন্দাং সমাচরেৎ । সর্ব্বভূতময়ো বিষ্ণুস্তস্মৈ ক্রুধ্যেৎ পরাঙ্মুখঃ ৩৯
গঙ্গাস্নানার্থমাগত্য ন গৃহ্লাতি গৃহী জনঃ । তণ্ডুলং বা সুবর্ণং বা বস্ত্রাদিং বা কদাচন ॥ ৪০
ন তস্য ফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ সম্যগ্‌গঙ্গাপ্রয়োজনম্ । সপঙ্গুঃ স সদা কালঃ স এব পাপরাশিমান্
যো গঙ্গানিকটং প্রাপ্য গঙ্গাস্নানমুপেক্ষতে ॥ ৪১

সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে দ্রষ্টব্যা তীরবাসিভিঃ। গঙ্গাতীরাদ্‌গতো দূরং ন স্নাতোয়স্তু জাহ্নবীম্‌
ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈস্তৎক্ষণাৎ স প্রলিপ্যতে। গঙ্গাস্নানরতং মর্ত্ত্যং গঙ্গাতীরনিবাসিনম্‌
পূজয়িত্বা যথান্যায়মশ্বমেধফলং লভেৎ॥ ৪৪
অগঙ্গদেশবাসী যো ভগ্নবাসো দ্বিজর্ষভঃ। ন গঙ্গামাশ্রয়েদ্‌ দেবীং পরঃ স বিধিবঞ্চিতঃ॥৪৫
গ্রামা জনপদাঃ শৈলা আশ্রমাঃ শুচয়ো হি তে। যেষাং ভাগীরথী গঙ্গা মধ্যে যাতি সরিদ্বরা
মানুষ্যং দুর্লভং প্রাপ্য বিদ্যুৎসম্পাতচঞ্চলম্‌। গঙ্গায়াঃ সেবতে সোঽত্র বুদ্ধেঃপারংপরংগতঃ
কৃতপুণ্যা মহাত্মানো দেবলোকপ্রপূজিতাঃ। সহস্রসূর্য্যপ্রতিমাং গঙ্গাং পশ্যন্তি তে ভুবি ৪৮
সাধারণজলাপূর্ণং সাধারণনদীমিব। পশ্যন্তি নাস্তিকা গঙ্গাং পাপোপহতলোচনাঃ॥ ৪৯
অগঙ্গবাসং সন্ত্যজ্য যো গঙ্গাবাসমাব্রজেৎ। স হি বুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠো দেবৈরপি সুদুর্লভঃ ৫০
পৈতৃকী বসতির্যস্য গঙ্গাতীরে দ্বিজর্ষভ। মনুষ্যচর্ম্মণা লব্ধঃ স শিবো নাত্রসংশয়ঃ॥ ৫১
গঙ্গাতীরনিবাসায় কন্যাং দত্তে তু যঃ শুভাম্‌। প্রত্যহং পিতরস্তস্য গয়াশ্রাদ্ধস্য ভোগিনঃ॥
গঙ্গাতীরনিবাসায় যো ভূমিং প্রদদাতি বৈ। স্বর্গরাজ্যং প্রভুঙ্‌ক্তে স যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥
কৃতাপরাধঞ্চ নরং গঙ্গাতীরনিবাসিনম্‌। যস্তাড়য়েদ্বদেদ্‌বচো দণ্ডৈস্তস্য পাপফলং শৃণু॥ ৫৪
বিমুখাস্তস্য বৈ দেবাঃ পিতরশ্চাপ্যুপাসিতাঃ। গঙ্গা পরিত্যজেৎ তং বৈ স তিষ্ঠেচ্চিরনারকী
গঙ্গাতীরালয়ং মর্ত্ত্যং সূর্য্যতুল্যং য ঈক্ষতে। তস্যৈব বিমলং চক্ষুর্দেবদর্শনসাধনম্‌॥ ৫৬
গঙ্গাতীরালয়ান্‌ লোকান্‌ গঙ্গালোকং বদেত যঃ। স এবানুগৃহীতঃ স্যাদ্‌গঙ্গয়া দ্বিজপুঙ্গব॥
গঙ্গাতীরালয়ান্‌ মর্ত্ত্যান্‌ দেবৈরর্চ্চ্যান্‌ কুধীর্জনঃ। মনুষ্যবুদ্ধ্যা পাপিষ্ঠা জৈমিনে হ্যবমন্যতে॥
দেবা মনুষ্যরূপেণ গঙ্গাতীরে চরন্তি বৈ। তস্মাৎ তানবমন্যেত শ্রেয়োর্থী ন কদাচন॥ ৫৯
গঙ্গাতীরদ্বয়ে বিপ্র পিশাচাশ্চ শিবাজ্ঞয়া। কোটয়ঃ পঞ্চলক্ষাণি তিষ্ঠন্তি বায়ুরূপিণঃ॥ ৬০
শৃণু তেষান্তু কর্ম্মাণি যদর্থে চ নিরূপিতাঃ। যে তত্র পাপকর্ম্মাণো গঙ্গাতীরে দ্বিজর্ষভ॥ ৬১
ত্যজন্তি বিষ্ঠামূত্রাণি শ্লেষ্মকেশনখাদি চ। তত্রৈব তাংস্তে সর্ব্বাণি ভোজয়ন্ত্যগ্নিরূপতঃ॥ ৬২
যে মিথ্যাবাদিনো দুষ্টা গুরুসেবাপরাঙ্মুখাঃ। বৃথাহিংসারতাঃ ক্রূরা বিশ্বাসঘাতিনস্তথা।
তাংস্তে গঙ্গাপিশাচা বৈ মুমূর্ষোর্গাত্ররোধসি॥ ৬৩
অত্র নারায়ণা নীত্বা স্থাপয়ন্তি নভঃস্থলে। শূন্যে সন্ত্যক্তপ্রাণান্তে যান্তি দুর্গতিমুত্তমাম্‌॥ ৬৪
তন্ন পশ্যন্তি পাপিষ্ঠাঃ পশ্যন্তি দিব্যচক্ষুষঃ। জৈমিনে বর্ণয়াম্যস্য লক্ষণানি নিবোধ মে॥ ৬৫
শনিমঙ্গলবারে বা নিশীথে লুপ্তবোধনঃ। বিষ্ঠাং মূত্রান্‌ ত্যজন্‌ ভূরি চিররোগী বহূনপি॥৬৬
বাসরান্‌ লুপ্তসংজ্ঞশ্চ সদা ঘূর্ণিতলোচনঃ। ঊর্দ্ধশ্বাসঃ কৃষ্ণদেহো গতসর্ব্বেন্দ্রিয়াশয়ঃ।
যো ম্রিয়েত স এবায়ং পিশাচৈর্যস্তু ক্ষিপ্যতে॥ ৬৭
গঙ্গাভৈরবনামান সন্ত্যন্যে শিবকিঙ্করাঃ। তে রক্ষন্তি সদা গঙ্গাং নানারূপবিহারিণঃ॥৬৮
তে তু কুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণি তানি বিপ্র নিবোধ মে॥ ৬৯
যান্যদত্তানি পুষ্পাণি নৈবেদ্যাদীনি যানি চ। গঙ্গাপ্রবাহস্পৃষ্টানি গৃহীত্বা তানি তে শিবাম্‌
পূজয়ন্তি মহাভাগ শিববিষ্ণ্বাদিকানপি॥ ৭০

বস্ত্রনিষ্পীড়িতং বারি ত্যক্তঞ্চাধোঽংশুকং জলে। গৃহ্ণন্তি শিরসা তে বৈ গঙ্গাপাতাভিশঙ্কয়া
মদমাৎসর্য্যাহিংসাদিযুক্তান্ দুষ্টধিয়ো জনান্। দূরীকুর্ব্বন্তু দেবা যং তে বৈ স্যুরন্ততো মৃতাঃ॥
তস্মাদ্ যত্নেন মাৎসর্য্যং হিংসাদি ত্যাজ্যমেব হি॥ ৭৩
ইতি তে কথিতং বিপ্র যথাজ্ঞানং যথামতি। গঙ্গামরণকার্য্যস্য ফলং বিপ্র নিবোধ মে॥ ৭৪

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে গঙ্গামাহাত্ম্যকথনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫॥

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষিরুবাচ।

যো জন্মকোটি নিষ্পাপঃ স গঙ্গামরণং লভেৎ। প্রবাহমবধিং কৃত্বা যাবদ্ধস্তচতুষ্টয়ম্।
অত্র চেন্ম্রিয়তে দেহী ন দেহং পুনরাব্রজেৎ॥ ১
যত্র জন্মনি গঙ্গায়াং মৃত্যুর্ভবতি দেহিনঃ। তদা পাপাদি কর্ম্মাস্য গণ্যতে ন কদাচন।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তদা তস্যাস্মীয়তে॥ ২
দেহিনাং মরণং বিপ্র জন্মনা সহ জায়তে। তচ্চেদ্গঙ্গাজলে ভূতং জন্মনা সহ নশ্যতি॥ ৩
অপ্যকার্য্যশতং যস্য গঙ্গামরণমেব চ। পাপং তস্য গুরুত্বেন হ্যধো গচ্ছতি জৈমিনে॥ ৪
পুণ্যং বলীয়ো লাঘব্যাদূর্দ্ধং গচ্ছতি সর্ব্বথা। দেহী তু পুণ্যমাশ্রিত্য চোর্দ্ধং গচ্ছতি নান্যথা
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি তির্য্যগ্ বা যোগবিচ্চ বা। গঙ্গামৃত্যুমবাপ্যৈব পরং পদমবাপ্নুতে
জৈমিনিরুবাচ।

মিথ্যাবাদাদিদুষ্টাস্তু ক্ষেত্রাম্নারায়ণাখ্যকাৎ। গঙ্গাপিশাচা আকাশং নয়ন্তীতি ত্বয়োদিতম্ ৭
তির্য্যগ্যোনিগতানান্তু কথং মৃত্যুর্ভবেৎ প্রভো। কথং বা ব্রহ্মহত্যাদেঃপ্রায়শ্চিত্তং ভবেদিতি
ক্রতং মে সংশয়ং ব্রহ্মংশ্ছেত্তুমর্হসি মানসম্। অতীন্দ্রিয়ঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ সম্যক্ পশ্যন্তি যোগিনঃ॥৯
ঋষিরুবাচ।
যে মিথ্যাবাদিনো দুষ্টা গুরুসেবাপরাঙ্মুখাঃ। বৃথাহিংসারতাঃ ক্রূরা বিশ্বসঘাতকাস্তথা॥ ১০
তেষান্তু তানি পাপানি গঙ্গাদর্শনকর্ম্মণি। ভবন্তি প্রতিবন্ধীনি যাবজ্জীবতি জৈমিনে।
অতস্তে পাপকর্ম্মাণো নভস্যেব ত্যজন্ত্যসূন্॥ ১১
ততস্তে শূন্যমরণা দূরতঃ ক্ষিপ্তকীকশাঃ। দুষ্পারপাপা অপি তে পাপরাশ্যভিগামিনঃ॥ ১২
ভুক্ত্বা ভোগাংশ্চ পাপিষ্ঠাঃ পুনর্জাতাঃ শুভে কুলে। গঙ্গায়াং মরণংপ্রাপ্যলভন্তেমুক্তিমুত্তমাম্
তির্য্যঞ্চস্তু পাপভোগশরীরাদেব যোগতঃ। গঙ্গাং প্রাপ্য স্বর্গতাস্তু পিশাচা ন ক্ষিপন্তি তান্
স্বর্গান্তে তে পুনর্জাতা নির্ব্বাণং প্রাপ্নুবন্তি বৈ॥ ১৪
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি গোস্ত্রীহত্যাদিকানি চ। কৃতাজ্ঞানতস্তানি হিংসাবিরহচেতসা॥ ১৫

সত্যাশ্চৈতজ্জনঃ স্বাম্ব্যংতেষাংনাশকরে উভে । অতো যে ব্রহ্মহত্যাস্ত্রীগোহত্যাদিকপাপিনঃ
সত্যবাদাদিপুণ্যেন গঙ্গাং প্রাপ্স্যন্তি মুক্তিদাম্ ॥ ১৬
অত্র কোঽস্তি সংশয়স্তে তং পৃচ্ছস্বি মহামুনে ॥ ১৭
জৈমিনিরুবাচ ।

এবন্তু গঙ্গামরণং কঃ কুত্র প্রাপ্তবানতঃ । তদস্য মহাভাগ শ্রোতুং বাঞ্ছা হৃতীব মে ॥ ১৮
ঋষিরুবাচ ।

উক্তা সগরপুত্রাণাং গতিঃ পরমদুর্লভা । অথান্যদপি বক্ষ্যামি শৃণু ত্বং দ্বিজপুঙ্গব ॥ ১৯
কীকটে নাম দেশেঽস্তি কাককর্ণাখ্যকো নৃপঃ । প্রজানাং হিতকৃন্নিত্যং ব্রহ্মদ্বেষকরস্তথা ২০
তস্য ধর্ম্মকথা বিপ্র কর্ণে বজ্রায়তে দ্বিজ । রজসা তমসাবিষ্টঃ সততং স নৃপেশ্বরঃ ॥ ২১
তত্র দেশে গয়া নাম পুণ্যদেশোঽস্তি বিশ্রুতঃ । নদী চ কর্ণদা নাম পিতৄণাং স্বর্গদায়িনী ।
তদ্দিক্পরাঙ্মুখো রাজা ন কোঽপি চ প্রয়াতি বৈ ॥ ২২
অথ তত্র বণিক্ কশ্চিৎ তস্য দর্শনমাগতঃ । গঙ্গাস্নানরতঃ সাধুর্গঙ্গাস্নানসমন্বিতঃ ॥ ২৩
স বৈ বহু ধনং তস্মৈ দদৌ ভূপায় বৈ বণিক্ । তেন তস্য সহ প্রীতির্গঙ্গাস্নানবিরোধকৃৎ ২৪
বণিক্ সোঽপি নৃপপ্রীত্যা তত্র বাসং চকার হ ॥ ২৫
তদ্বর্ষাভ্যন্তরে তস্য কাককর্ণস্য ভূপতেঃ । মহাদাহজ্বরার্ত্তস্য মৃত্যুকালো হ্যুপস্থিতঃ ॥ ২৬
তদা স বণিজং দৃষ্ট্বা রাজা পরমনাস্তিকঃ । রুরোদ তস্য বিচ্ছেদদুঃখাশ্রুস্রুতবন্ বহু ॥ ২৭
কাককর্ণ উবাচ ।

সখে বণিঙ্মহাভাগ ম্রিয়েঽহং নাত্র সংশয়ঃ । ত্বং মে সুতাঞ্ছিশূন্ রাজ্যং সমৃদ্ধং বলবত্তরম্ ।
পাতাদ্যথা ত্বয়া ত্যক্তো যাম্যহং মরণং প্রভো । ত্বং মে সুহৃৎ সখা বন্ধুর্বিশ্বাস্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু
বণিগুবাচ ।

রাজন্ মরণমস্ত্যেব সর্ব্বেষামেব জন্মিনাম্ । ঈশ্বরঃ সুখদুঃখানাং কর্ত্তা নান্যঃ কদাচন ॥ ২৯
আত্মৈব শোচ্যঃসর্ব্বেষাংনাপরোঽহিকদাচন । সর্ব্বঃস্বোপার্জ্জিতংভুঙ্ক্তেনপরোপার্জ্জিতংকচিৎ
দেহ এবাত্মনো নৈব কিমন্যে পুত্র-বান্ধবাঃ । অতএব মহারাজ স্মর গঙ্গাং হরিং শিবম্ ॥ ৩১
যেন ত্বং দেহবন্ধেন মুক্তো যাস্যসি সদ্গতিম্ । ভবতোঽনেনৈব ধর্ম্মেণ পুত্রাদ্যাঃ শুভমাপ্নুয়ুঃ

কাককর্ণ উবাচ ।

সখে নৈতৎ সখিবচো বিপৎকালে মমাধুনা । পুত্রমানয় মে বালং তঞ্চ তুভ্যং সমর্পয়ে ॥ ৩৩
বলিনোঽন্যেঽপ্যথা ভূপাঃ পুত্রং মে পীড়য়ন্তি বৈ । যদুক্তং ভবতা কিং তন্ময়া নাজন্মনঃশ্রুতম্
বাণিগুবাচ ।

ত্বং ন শোচস্ব হে রাজন্ পুত্রাদীনপি পালয় । অহঞ্চাপি মরিষ্যামি পুত্রং তে পালয়ে কথম্
কাককর্ণ উবাচ ।

অহং পশ্যামি বৈ বীরৌতীর্থেশরতমেকর্ণৌ । শ্রোতুমিচ্ছামিনস্থাতুংপ্রাপ্যতে রক্ষিতাঈমাম্ ॥

শুক উবাচ ।

এবমুক্তৈব রাজাসৌ কাককর্ণো হ্যধার্ম্মিকঃ । লুপ্তসর্ব্বেন্দ্রিয়জ্ঞানঃ পশ্যন্ যমভটদ্বয়ম্ ॥
অতীব কৃচ্ছ্রাৎ স প্রাণাংস্তত্যাজ চিরকালতঃ ॥ ৩৭

তং নীয়মানং দূতাভ্যাং যমস্য দ্বিজপুঙ্গব । দূত একঃ সমাগত্য বারয়ামাস বৈ বলাৎ ॥ ৩৮
গঙ্গাতীরবরঃ সোঽসৌ চাঙ্গা ভৈরবনামকঃ । শুক্লঃ পরমতেজস্বী ত্রিনেত্রোদোশ্চতুষ্টয়ী ॥৩৯
জটামণ্ডলসংশোভি-মুকুটোজ্জ্বলমস্তকঃ । পীতকৌষেয়বসনো নূপুরধ্বনিতাঙ্ঘ্রিকঃ ॥ ৪০
দীপয়ংশ্চ দিশঃ সর্ব্বাঃ শূলপক্কাঙ্কপানিকঃ । অভয়ঞ্চ দদৎ সাধুরদ্ভুতঃ স্মিতশোভিতঃ ॥ ৪১

গঙ্গাভৈরব উবাচ ।

রেদূতৌতিষ্ঠতং কুত্রগচ্ছতং বা যমেঙ্কিতৌ । কৌ যুবাং বাকিংনুর্ম্মৌলৌমামুক্তাব্রজতংযথা ॥

ঋষিরুবাচ ।

ইত্যুক্তৌ তেন তৌ দূতৌ ক্রোধাবিষ্টৌ বভূবতুঃ । তদাদ্ভুতং মহারূপং দৃষ্ট্বা জগদতুর্বচঃ ॥৪৩

দূতাবুচতুঃ ।

আবাং বৈ ধর্ম্মরাজস্য দূতৌ তদাজ্ঞয়া চরৌ । কাককর্ণমমুং ভূপং নীত্বা যাবো যমালয়ম্ ॥৪৪

ভৈরব উবাচ ।

কথং বৈ ধর্ম্মরাজস্য যুবাং দূতৌ ভবিষ্যথঃ । গতপাপমিমং যস্মান্নীত্বা যাথোঽথ যাতনাম্ ॥
নাহং প্রত্যেমি যুষ্মাকং যমদূতত্বমেব হি । ন যমো যমদূতা বা ধর্ম্মাতীতক্রিয়াপরাঃ ॥ ৪৬

দূতাবুচতুঃ ।

সত্যমাবাং যমভটৌ পাপীয়ানপ্যয়ং নৃপঃ । কীকটে চ মৃতোঽপ্যেষ পাপভূমৌ ন সংশয়ঃ ॥
অয়ং কিং যমদণ্ডার্হো ন ভবেৎ ত্বন্নিবারিতঃ । কো ভবানদ্ভুতং রূপং দধানো ভবত্তীদৃশম্ ॥৪৮

ভৈরব উবাচ ।

গঙ্গাভৈরবনামাহং গঙ্গাজ্ঞানুচরঃ সদা । গঙ্গাবাসিজনস্পৃষ্টং ত্যজতং ভূপমপ্যমুম্ ॥ ৪৯
নাস্মিন্ যমাধিকারোঽস্তি বণিক্‌সংসর্গকারিণি । ভবত্যামীক্ষিতঃ কিং স গঙ্গাস্নায়ী বণিশ্বরঃ
গঙ্গাবাসিজনৈঃ সার্দ্ধং কৃত্বা ধর্ম্মার্থবন্ধনম্ । ন মর্ত্ত্যাঃ ক্লেশমর্হন্তি গঙ্গাগঙ্গাশ্রিতৌ সমৌ ॥৫১
তস্মাৎ ত্যক্ত্বা নৃপং যেনং ব্রজতং তজ্জিজীবিষু । ন চেদ্‌যমাধিকারং বো লোপয়েন্নয়দেশিতঃ

ঋষিরুবাচ ।

ইত্যুক্তৌ ভয়বিত্রস্তৌ যমদূতাবুভৌ তু তৌ । মহাপাশমহাদণ্ডনামানৌ তং প্রণেমতুঃ ।
জগ্মতুশ্চ ধর্ম্মরাজং ভৈরবোঽন্তর্দধেঽপি সঃ ॥ ৫৩

রাজাপি কাককর্ণোঽসৌ বিমানংদিব্যমারুহন্ । বীজিতোদেবকন্যাভিঃ প্রযযৌ বিমলং পদম্
যৎ সংসর্গজমস্তেদং কথিতং সঙ্গতাৎ ফলম্ । তস্মাৎ সাক্ষাৎ ফলং বিপ্র জ্ঞেয়মাস্তিষিয়ৈব হি
বণিক্ চ ভূপপুত্রং তং নীত্বা গঙ্গাশ্রয়ং যযৌ ॥ ৫৩

তস্মাদ্‌গঙ্গাসুভির্ব্বিপ্র জায়তে পূর্ব্বভাগ্যতঃ । নৈকপাদস্ত সন্ত্যজ্য গঙ্গাং গন্তুং প্রযুজ্যতে ॥৫৭
সর্ব্বস্বমপি চেদ্‌যাতু ন চ গঙ্গা বিহীয়তে । গঙ্গাত্যাগাৎ পরা নাস্তি বিপত্তিঃ পৃথিবীতলে ॥

গঙ্গানারায়ণক্ষেত্রে পিবন্ গঙ্গাজলং নরঃ। রামনারায়ণাদীনি স্মরন্ নামানি বা পঠন্।
গঙ্গা গঙ্গেতি শৃণ্বংশ্চ মৃতো বা কিং ন সাধয়েৎ॥ ৫৯
রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন। কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥ ৬০
গোবিন্দ বাসুদেবেশ বিষ্ণো শ্রীপুরুষোত্তম। পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবন্ পদ্মনাভাচ্যুত স্বভূঃ।
এবং শৃণ্বন্ পঠন্ মর্ত্ত্যো মৃতঃ কিং ন হি সাধয়েৎ॥ ৬১
শিব শঙ্কর পঞ্চাস্য মহারুদ্র ত্রিলোচন। হরেশানেশ দেবীশ নীলকণ্ঠাব্জলোচন॥ ৬২
পার্ব্বতীনাথ গঙ্গেশ গঙ্গাধর সতীপতে। মৃড় ভীম গুরো নাথ শম্ভো ভূতপতে পর।
এবং শৃণ্বন্ পঠন্ মর্ত্ত্যো মৃতঃ কিং ন হি সাধয়েৎ॥ ৬৩
গঙ্গা নারায়ণী মাতা মোক্ষসেবিতপাদুকা। সংসারবন্ধনাদস্মাৎ ত্বং নিস্তারয় তারিণি।
এবং শৃণ্বন্ পঠন্ মর্ত্ত্যো মৃতঃ কিং ন হি সাধয়েৎ॥ ৬৪
চণ্ডালেনাপিযস্মাচ্ছ্বেস্যদেবগঙ্গাজলংপরম্। সোঽপি মুক্তিংলভেন্মর্ত্ত্যঃকিংবাপুত্রাদিনাদ্বিজ॥
নীচোত্তমবিচারস্তু কালাকালবিচারণা। দেশাদেশবিচারঞ্চ ন গঙ্গাসলিলে চরেৎ॥ ৬৬
প্রাপ্তমাত্রন্তু গঙ্গাম্বু প্রণমেৎ সংগ্রহেৎ পিবেৎ॥ ৬৭
গঙ্গানারায়ণক্ষেত্রে ব্রাহ্মণানাঞ্চ সন্নিধৌ। গায়তাং হরিনামানি মরণং মুক্তিলক্ষণম্॥ ৬৮
রুদ্রাক্ষতুলসীবিল্বদলযুক্তাঙ্গতা তথা। গঙ্গামৃল্লিপ্তগাত্রঞ্চ মরণে মুক্তিলক্ষণম্॥ ৬৯
শিবঃ স্বয়ং সমাগত্য গঙ্গায়াং হি মুমূর্ষতঃ। কর্ণে জপতি বিমলং জ্ঞানং পরমদর্শনম্॥ ৭০
অত এব ন সন্দেহো গঙ্গামরণমোক্ষণে॥ ৭১
রাত্রৌ দিবা বা সন্ধ্যায়াং প্রাতমর্ধ্যাহ্ন এব বা। অয়নে দক্ষিণে চৈবোত্তরে বা দ্বিজপুঙ্গব॥
গঙ্গানারায়ণক্ষেত্রেত্যক্ত্বা গঙ্গাজলান্তরে। নির্ব্বাণমোক্ষং দুষ্প্রাপং নরো যাতি ন সংশয়ঃ॥
গঙ্গামরণমাহাত্ম্যং বক্তুং বর্ষশতৈরপি। ন শক্যতে বিধাত্রাপি কিমু মর্ত্ত্যেন জৈমিনে॥ ৭৪
গঙ্গা দাক্ষায়ণী ত্যক্ত্বা দেহংদক্ষক্রতৌ পুরা। জন্মমৃত্যুব্যথাং জ্ঞাত্বা প্রপন্নান্মোচয়েত্ততঃ॥
ইতি তেকথিতং ব্রহ্মন্ যৎপৃষ্টোঽহং যথামতি। গঙ্গায়াং দেবপূজাদের্ম্মাহাত্ম্যং শৃণুকথ্যতে॥

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে গঙ্গাধর্ম্মেষু কাককর্ণোপাখ্যানং নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥২৬॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষিরুবাচ।

যোজনাভ্যন্তরস্থা হি জিষ্ণবঃ ফলমক্ষয়ম্। নিত্যংনৈমিত্তিকং কাম্যং কুর্য্যুর্হি ত্রিদিবংবিধিম্
গঙ্গাতীরং সমাগত্য কর্ত্তব্যং সর্ব্বতো ভবেৎ। কালশুদ্ধৌ চ যৎকার্য্যং মলমাসেঽথবা চ যৎ
নিষিধ্যতে শুদ্ধিকার্য্যং গঙ্গাতীরমুপাগতৈঃ॥ ৩
কালপাত্রবিচারস্তু গঙ্গাতীরে ন বিদ্যতে। প্রায়শ্চিত্তন্তু তত্রৈব যত্র গঙ্গা ন বিদ্যতে॥ ৪

গঙ্গাপ্রবাহে শালগ্রামশিলায়াঞ্চ সুরার্চ্চনে। দ্বিজপুঙ্গব নাপেক্ষে আবাহনবিসর্জ্জনে ॥ ৫
বিষ্ণুং সূর্য্যং গণেশঞ্চ দুর্গাং লক্ষ্মীং সরস্বতীম্। ষষ্ঠীঞ্চ মনসাদেবীং দিক্‌পালাংশ্চ গ্রহানপি ৬
শিবং ভূতেশ্বরং দেবং মুনীনপি যথাবিধি। ভূতান্ প্রেতান্ পিশাচাংশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তথা।
পিতৄন্ সর্ব্বান্ পূজয়েচ্চ দ্বিজ গঙ্গাজলে শুচৌ ॥ ৭
শুদ্ধে শুক্লে চ বসনে পরিধায়াসনে স্থিতঃ। পূজয়েন্নিখিলান্ দেবান্ পূর্ব্বাস্যো বোত্তরামুখঃ ৮
আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্। গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ বস্ত্রালঙ্কারমেব চ ॥ ৯
মধুপর্কং তথা মাল্যং নৈবেদ্যং বিবিধং তথা। তাম্বূলমাচমনীয়ঞ্চ পুনর্যৎ পরিকল্প্যতে।
উপচারৈরমীভিস্তু পূজয়েৎ সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ১০
আসনং স্বর্ণরূপ্যাদেঃ কুশকাশাদিকং তথা। স্বাগতং প্রশ্নবচনং পাদ্যং পাদার্থকং জলম্ ॥১১
অর্ঘ্যন্তু কথ্যতে ব্রহ্মংস্তদিহৈকমনাঃ শৃণু। ত্রিকোণমণ্ডলে বামে তৎপাত্রস্তু নিধায় হ।
ত্রিভাগপূর্ণসলিলং তত্র শঙ্খং নিধাপয়েৎ ॥ ১২
শুক্লতণ্ডুলদূর্ব্বাদি তত্র দদ্যাদতন্দ্রিতঃ। ধেনুমুদ্রাং যোনিমুদ্রাং দর্শয়েচ্চাঙ্কুশেন চ।
আবাহয়েচ্চ তীর্থানি যদি গঙ্গাজলং ন হি ॥ ১৩
অগ্নিসূর্য্যেন্দুনামণ্ড্যস্তত্র পুষ্পাণি নিক্ষিপেৎ। ত্রিকোণপাত্রশঙ্খেষু ক্রমেণ দ্বিজপুঙ্গব ॥ ১৪
অষ্টধা মূলমন্ত্রঞ্চ জপেৎ তত্র যথাতথম্। মন্ত্ররূপমিদং বারি অর্ঘ্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
তজ্জলস্পর্শনাৎ সর্ব্বং কুর্য্যান্মন্ত্রময়ং কৃতী ॥ ১৫
জলমাচমনীয়ঞ্চ গন্ধাস্তু বহুধা মতাঃ। চন্দনাগুরুকস্তূরীচন্দনাদিপ্রভেদতঃ ॥ ১৬
পুংদেবেভ্যো গৌরশুক্লবসনে উচিতে মতে। দেবীভ্যো রক্তগৌরাণি সূর্য্যে রক্তংবিশিষ্যতে
নীলঞ্চ মনসাদেব্যৈ কৃষ্ণায় ন কদাচন। দেবানাং যাদৃশো বর্ণস্তদ্বস্ত্রং তস্য তুষ্টিদম্ ॥ ১৮
অলঙ্কারাস্তথা জ্ঞেয়াঃ স্বর্ণরূপ্যৌ বিশেষতঃ। কাংস্যপাত্রে মধুসিতাদধীনি ঘৃতমিশ্রণাৎ।
মধুপর্কো হ্যয়ং জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বদেবসুতুষ্টিদঃ ॥ ১৯
ধূপস্তু ষোড়শাঙ্গঃ স্যাদ্দশাঙ্গশ্চ ক্বচিন্মতঃ। দীপশ্চ ঘৃতদীপঃ স্যাৎ তৈলদীপোঽন্যতঃ কিলঃ ॥
মাল্যং পুষ্পৈঃ সূত্রবদ্ধৈঃ সুগন্ধৈর্বিবিধৈরপি। নৈবেদ্যং ফলদুগ্ধাদিঘৃতস্পৃষ্টং বিশেষতঃ ॥২১
শর্করাদি সুমধুরমর্ঘ্যং মুদ্রাপ্রদর্শিতম্। নিবেদয়েন্মন্ত্রিতং স্যাৎ পুনরাচমনে ততঃ ॥ ২২
তাম্বূলং কথ্যতে ব্রহ্মংস্তদিহৈকমনাঃ শৃণু। গুবাকপূর্ণচূর্ণৈশ্চ লবঙ্গাদিবিশেষিতম্।
তাম্বূলমুচ্যতে দেবতুষ্টিদং মুখশোভনম্ ॥ ২৩
এতাদৃশৈস্তূপহারৈর্গঙ্গায়াং দেবমর্চ্চয়েৎ ॥ ২৪
পরভাষাং নীচকথামশুচিস্পর্শনং তথা। পূজাসনপরিত্যাগমসমাপ্তে সুরার্চ্চনে। ২৫
ক্রোধং হিংসাঞ্চ পৈশুন্যং চিত্তচাঞ্চল্যমেব চ। অহংত্বঞ্চমমেত্যাদিবুদ্ধিং শোকং ভয়ং তথা।
তথার্থবিষয়ে চিত্তং বর্জ্জয়েৎ পূজকো জনঃ ॥ ২৬
পূজাকালে গুরুং প্রাপ্য পূজামেব পরিত্যজেৎ। গুরোঃ পুত্রঞ্চ পৌত্রঞ্চ দৃষ্ট্বাপি চ তথাচরেৎ
তানেব পূজয়েৎ তত্র তেনৈব হ্যধিকং ফলম্। ইষ্টং সম্পূজয়েন্মর্ত্ত্য এবমেব বিধানতঃ ॥ ২৮

নৈবেদ্যাদীনি দ্রব্যাণি ব্রাহ্মণায় সমর্পয়েৎ । শিবপূজাবিধিং বিপ্র তদিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ২৯
নির্ম্মায় শিবলিঙ্গন্তু দেবীসহিতমাদধৎ । স্বর্ণরূপ্যাদিনা গ্রাবমৃত্তিকাকৃতমেব বা ॥ ৩০
অঙ্গুষ্ঠপরিমাণন্তু লিঙ্গং কুর্য্যাৎ ততো দ্বিজ । কুর্য্যাচ্চ বেদিকাং দিব্যাং সোমসূত্রেণ সংযুতাম্
তদধশ্চাসনং কুর্য্যাদ্বৃষরূপন্তু তন্মতম্ । দেবীং কুর্য্যাদ্যোনিরূপাং সৈব দেবী প্রকীর্ত্তিতা ॥
দণ্ডাকারঞ্চ লিঙ্গং স্যাৎ স চ সাক্ষান্মহেশ্বরঃ । অঙ্গুষ্ঠপরিমাণন্তু ন্যূনত্ববিধিরীরিতঃ ॥ ৩৩
ততোঽধিকং যথাবৎ স্যাৎ তাদৃগেব ফলং ভবেৎ । শৈলাকারকপর্য্যন্তং রচয়েচ্ছিবলিঙ্গকম্ ॥
অবিদীর্ণং খিলসমং ন ব্যঙ্গমপি কারয়েৎ । যাবন্ন পূজয়েল্লিঙ্গং তাবচ্ছূন্যং ন রক্ষয়েৎ ।
স্বাঙ্গতণ্ডুলদূর্ব্বাদৌরশূন্যং লিঙ্গমীক্ষয়েৎ ॥ ৩৫
লিঙ্গনির্ম্মাণকার্য্যার্থী মৃদং নাম্না তথা হরেৎ । উপচারৈস্তু তৈরেব পূজনীয়ো মহেশ্বরঃ ॥ ৩৬
শিবার্থে মৃত্তিকাদানং খনিত্বা মৃদমাহরেৎ । গঙ্গাগর্ভবিদারস্য ন দোষস্তত্র কশ্চন ॥ ৩৭
বিল্বপত্রঞ্চ শম্ভোর্হি পরমপ্রীতিদায়কম্ । কেবলং গাঙ্গতোয়ং বা শিবপ্রীতিকরং পরম্ ॥ ৩৮
গঙ্গাতটে শম্ভুপূজাং যশ্চিকীর্ষতি চেতসা । বক্তুং তস্য ফলং বিপ্র সহস্রাস্যোঽপিজীয়তে ৩৯
বিল্বপত্রং গাঙ্গতোয়ং যঃ প্রযচ্ছতি শম্ভবে । তয়োরন্যতমং বাপি কিং ন দত্তং শিবায় তৎ ॥
শিবায় খলু নৈবেদ্যং লিঙ্গোপরি বিনির্দ্দিশেৎ । ষষ্ঠবক্ত্রেণ তচ্ছম্ভুরগ্নিরূপেণ তদ্গ্রহেৎ ।
তদৈব ভস্মসাদ্ভূতং তন্নাশ্নীত কদাচন ॥ ৪১
অগ্রাহ্যং শিবনির্ম্মাল্যং পত্রং পুষ্পং ফলাদিকম্ । গৃহ্নন্ নরকমাপ্নোতি শিবদ্বেষকরঃ পরঃ ॥
তান্ত্রিকেণ বিধানেন শিবং সম্পূজ্য সাধকঃ । লিঙ্গোপরি হ্যনিক্ষিপ্তং নৈবেদ্যং যদ্দদাতি বৈ
তস্য কিঞ্চিৎ তু ভুঞ্জীত ন চেদ্দেবো ন খাদতি ॥ ৪৩
সর্ব্বং তদ্ব্রাহ্মণে দদ্যাদ্গৃহ্নীয়াদ্ব্রাহ্মণোঽপি তৎ ॥ ৪৪
সিদ্ধান্নং শম্ভবে দত্তমশ্নাতি পঞ্চভির্মুখৈঃ । পুষ্পচন্দনকাদীনি ন কদাপ্যাদদে জনঃ ॥ ৪৫
পুরা ব্রহ্মা চতুর্ব্বক্তুঃ শিবপূজাং সমাচরন্ । চকার শিবনৈবেদ্যং বহুমিষ্টফলান্বিতম্ ॥ ৪৬
যদা মে শম্ভুরাগত্য স্বয়মদ্যান্নিবেদিতম্ । বিধায় মনসা চৈব মর্চ্চয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ৪৭
তদা কুক্কুররূপেণ শম্ভুরাগত্য চ দ্বিজ । খাদয়ামাস নৈবেদ্যং জ্ঞাতুং জ্ঞানন্তু বেধসঃ ॥ ৪৮
শিবকর্ম্মানভিজ্ঞঃ স ব্রহ্মা দৃষ্ট্বা শ্বভক্ষিতম্ । তং শ্বানং তাড়য়ামাস হাহেতি সম্ভ্রমাদ্বদন্ ৪৯
শিবঃ স্বরূপং জগৃহে ব্রহ্মাণঞ্চাভ্যভাষত ॥ ৫০
শিব উবাচ ।
কথং কুক্কুরবুদ্ধ্যা মাং বেধস্তাড়িতবানসি । ত্বদাজ্ঞাপূরণার্থায় নৈবেদ্যং ভোক্তুমাগতম্ ॥ ৫১
তস্মাৎ কলঙ্কী ত্বং ভূয়া যস্মাৎ শ্বানমতাড়য়ঃ ॥ ৫২
ব্রহ্মোবাচ ।
অগৃহীত্বা স্বকং রূপং যৎ ত্বমত্র সমাগতঃ । অক্লথাত্বং পরীহাসং শঠরূপধরস্ততঃ ॥ ৫৩
তব নৈবেদ্যভোজী স্যাৎ কুক্কুরো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৪

ঋষিরুবাচ।

এবং শিবোঽভিশপ্তোঽগাদ্‌ব্রহ্মণা দ্বিজপুঙ্গব। স্বনৈবেদ্যাভোজনায় দেবাদীংশ্চ স্ববেদয়ৎ।
অতো হি শিবনৈবেদ্যমগ্রাহ্যং দ্বিজপুঙ্গব ॥ ৫৫

এবমাদিবিধানেন পূজয়েচ্চ ত্রিলোচনম্। অষ্টমূর্ত্তিমথাভ্যর্চ্চ্য ক্ষমস্বেতি বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৬

শিবলিঙ্গেঽপি সর্ব্বেষাং দেবানাং পূজনং ভবেৎ। সর্ব্বলোকময়ে যস্মাৎ শিবশক্তী বিভুপ্রভূ ॥
বরং প্রাণপরিত্যাগশ্ছেদনং শিরসোঽপি বা। ন ত্বসম্পূজ্য ভুঞ্জীত ভগবন্তং ত্রিলোচনম্ ॥৫৮
প্রত্যহং স্বনুকুর্ব্বীত শিবলিঙ্গপ্রপূজনম্ ॥ ৫৯

ব্রাহ্মণঃক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ স্ত্রীশূদ্রশ্চান্ত্যজোঽপি চ। পরাঙ্মুখঃশিবার্চ্চায়াংযোঽর্চ্চয়েদ্দেবতাগণম্
বিফলং তস্য তৎ সর্ব্বং যথৈবধমমস্ত্রিতম্ ॥ ৬০

পরাঙ্মুখঃ শিবার্চ্চায়াং যো ভুঙ্‌ক্তে স্ম জলাদিকম্। অন্নংবিষ্ঠা পয়োমূত্রং মুখং তস্য ন দৃশ্যতে
গুরুঃস্বয়ংশিবঃসাক্ষাদ্‌গুরুপত্নী চ পার্ব্বতী। তাবনভ্যর্চ্চ্য যোভুঙ্‌ক্তে মুখং তস্য ন দৃশ্যতে ॥
শিবঃসাক্ষাৎপিতাদেবঃপার্ব্বতীজননীশিবা। তৌ ন পূজ্যৌ তু যো ভুঙ্‌ক্তেমুখং তস্য ন দৃশ্যতে
শিবং নাভ্যর্চ্চ্য যস্য স্তু উভে ভোজনকর্ম্মণী। স এব শূকরঃ শ্বা চ মনুষ্যরূপতাং গতঃ ॥৬৪
সূতকে মৃতকেঽশৌচে ন ত্যজেচ্ছিবপূজনম্। বর্জ্জয়িত্বা দশাহান্তং মহাগুরুনিপাতনে ॥ ৬৫
পূর্ব্বস্যাং দিশি বৈ শম্ভোঃ ক্ষিতিমূর্ত্তির্দ্বিজর্ষভ। দক্ষিণস্যাং বহ্নিমূর্ত্তির্নভোমূর্ত্তিস্তু পশ্চিমে ॥
উত্তরে সোমসূত্রঞ্চ সোমমূর্ত্তিঃ প্রকীর্ত্তিতা। জলাগ্নিযজমানার্কা অগ্নির্নৈর্ঋতকাদিষু ॥ ৬৭
সর্ব্বো ভবো রুদ্র উগ্রো ভীমনামাপশোঃপতিঃ। মহাদেবস্তথেশানঃপূর্ব্বাদ্যাদিষু সংস্থিতাঃ ॥
মধ্যে শিবশ্চ সম্পূজ্যো বেদ্যাং শক্তিশ্চ পূজ্যতে ॥ ৬৮

ততো জপ্ত্বা নৃত্যগীতবাদ্যৈঃ স্তুত্বা প্রণম্য চ। সর্ব্বদেবময়ং শম্ভুং বিহরেৎ তু যথাসুখম্।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিঃ শম্ভুঃ প্রদক্ষিণনতিঃ স্মৃতা ॥ ৬৯

তত উত্তরতো গত্বা সোমসূত্রং ন লঙ্ঘয়েৎ। নাতঃ পরতরং কর্ম্ম ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ৭০
গঙ্গাযাবন্ততো বাপি তবোক্তং শিবপূজনম্। গঙ্গাতীরে শম্ভুপূজাফলং বক্তুং শিবো জড়ঃ ॥৭১

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে গঙ্গাধর্ম্মেষু শিবার্চ্চাবিধির্নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষিরুবাচ।

শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ তু গঙ্গায়াংপার্ব্বণেনবিধানতঃ। তীর্থশ্রাদ্ধং হিতৎপ্রোক্তংপিতৄণাংপরিতোষণম্
যস্তু গঙ্গাং সমাসাদ্য শ্রাদ্ধং সাংবৎসরং চরেৎ। গয়াশ্রাদ্ধমকৃত্বাপি পিতৄণাং নিঋণস্তু সঃ ॥২
গঙ্গায়াঞ্চ গয়ায়াঞ্চ পিণ্ডদানং সমং মতম্। বিশেষতঃ কলিযুগে গঙ্গাপিণ্ডঃ প্রশস্যতে ॥ ৩
অপমৃত্যুমৃতাশ্চাপি গঙ্গায়াং পিণ্ডদানতঃ। যান্তি দুর্গতিমুৎসার্য্য ক্রিয়ার্হাঃ পরমাং গতিম্ ॥৪

অমাবস্যাসু গঙ্গায়াং শ্রাদ্ধং তর্পণমেব চ । কুর্য্যাৎ সহ তিলৈর্বিপ্র তুলসীকুসুমাযুতৈঃ ॥ ৫
তর্পণে তিলনিষেধস্তু বারে ভাস্করকাব্যয়োঃ । সোঽপ্যত্র ন তু গঙ্গায়াং জৈমিনে নাত্র সংশয়ঃ
শ্রাদ্ধপূর্ব্বদিনে যানি বর্জ্জয়েৎ তানি মে শৃণু ॥ ৭
তৈলঞ্চৈবামিষং মাংসং মসূরঞ্চ দ্বিভোজনম্‌ । ত্যক্তব্যং মৈথুনঞ্চ রোষং শোকঞ্চ পৈশুনম্‌ ৮
ক্রোশোর্দ্ধগমনঞ্চৈব কলহং হিংসনং তথা । রোদনং রক্তপাতঞ্চ শস্ত্রাস্ত্রধারণং তথা ।
পরান্নভোজনঞ্চৈব শ্রাদ্ধপূর্ব্বদিনে ত্যজেৎ ॥ ৯
নদ্যাদিপারগমনং ব্যায়ামং ক্রয়বিক্রয়ৌ । শ্রাদ্ধাহেঽপি পরিত্যাজ্যান্যেতান্যন্যানি মে শৃণু ।
অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নং সায়ংসন্ধ্যাং তথৈব চ । ধান্যমুদ্গামসূরাদ্যেরাস্রাতঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ।
তন্তুনির্ম্মাণমস্বাস্থ্যং যাত্রা চ পরবেশ্মনি ॥ ১১
স্নানদানাদ্যকৃত্বাপি যো গঙ্গাং লঙ্ঘয়েজ্জনঃ । তস্য তদ্দিবসং কর্ম্ম পূর্ব্বকর্ম্ম চ নশ্যতি ॥ ১২
তস্মাৎ স্নানাদি কৃত্বৈব গঙ্গাপারং ব্রজেদ্‌গৃহী । বৃথা ন লঙ্ঘয়েদ্‌গঙ্গাং বিনা কার্য্যং কদাচ ন
গঙ্গাতটদ্বয়ে পুণ্যে দৃশ্যতে ব্রাহ্মণো যদি । তদা তু প্রণমেদ্‌ভক্ত্যা ব্রহ্মাণমিব চাগতম্‌ ।
গঙ্গাতটে গবাঞ্চৈব দর্শনে স্যান্মহাফলম্‌ ॥ ১৪
শুক্লং বস্ত্রং বক্তপুষ্পং সুন্দরীং তুলসীতরুম্‌ । দৃষ্ট্বা গঙ্গাতটে বিপ্র প্রণমেৎ পরমাদরাৎ ॥ ১৫
হংসকারণ্ডবক্রৌঞ্চচক্রাহ্বসারসানপি । রাজানং হস্তিনং পদ্মং খঞ্জনং শুকমেব চ ।
প্রণমেন্মনসা ভক্ত্যা শঙ্খচিহ্নং তথৈব চ ॥ ১৬
ব্রাহ্মণস্থাপনঞ্চৈব শিবস্থাপনমেব চ । দুর্গাবিষ্ণ্বালয়ান্‌ দত্ত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৭
পাষাণৈরিষ্টকাভির্বা মৃদা বা ভক্তিসংযুতঃ । যো বসেৎ তটমীশায়াঃ স ভবেজ্জন্মবর্জ্জিতঃ ১৮
সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে গঙ্গায়াস্তটমার্জ্জনাৎ । কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং তস্য মার্জ্জয়তে শিবা
গঙ্গাতটং সমাগত্য প্রসন্নং যস্য নো মনঃ । নিগৃহীতঃ সর্ব্বদেবৈঃ স এব ক্রূর উত্তমঃ ॥ ২০
গঙ্গাতটং সমাসাদ্য অশ্রুপাতান্‌ করোতি যঃ । তস্যাগ্নিসাগরে বাসো যাবদ্‌ব্রহ্মসহস্রকম্‌ ২১
গঙ্গাতরঙ্গরঙ্গাক্তং সানন্দং যস্য মানসম্‌ । তস্য বৈ পিতরো দেবাঃ সদানন্দানুরাগিণঃ ॥ ২২
গঙ্গাবাসং পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র বাসমিচ্ছতি । স গঙ্গাং লভতে নৈব পরিত্যক্তশ্চ গঙ্গয়া ॥
কীকটাদিষু দেশেষু জায়তে স নরাধমঃ । ম্রিয়তে চ পুনস্তত্র বিষ্ঠাশূকরমারিতঃ ॥ ২৪
ততশ্চাকাশগো ভূত্বা রোদমানো ভ্রমত্যসৌ । চিচীকূচীতিশব্দেন লোকানুদ্বেজয়ত্যসৌ ॥২৫
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ । কৃত্বা ভোগানিমান্‌ ভূয়ো জায়তে শূকরাদিষু ॥ ২৬
পুনঃপুনস্তথাবস্থাং তৈলযন্ত্রবৃষো যথা । ভুঙ্‌ক্তে বিপ্র গুরুদ্বেষব্রহ্মদ্বেষকরোঽপি চ ॥ ২৭
যস্তু ত্যক্ত্বা সুখস্থানং গঙ্গামায়াতি সম্মতিঃ । জীবন্মুক্তঃ স এবোক্তঃ কিং তস্য পরমা কথা ॥
ইতি তে কথিতা বিপ্র গঙ্গাধর্ম্মা যথামতি । গঙ্গাধর্ম্মান্‌ হি সকলান্‌ বক্তুং ব্রহ্মাপ্যপণ্ডিতঃ ॥
বিষ্ণুস্তু মুকতাং যাতি সত্যমেব ন সংশয়ঃ । শিবো ভবতি নির্ব্বাকো মনুষ্যঃ কিংবদিষ্যতি ॥
অত্রেতিহাসং শৃণু ভো জৈমিনে পরমাদ্ভুতম্‌ । পুরা ব্রহ্মাণমৃষয়ঃ পপ্রচ্ছুঃ পরিহর্ষিতাঃ ।
বদ ব্রহ্মন্‌ মহাবাহো গঙ্গামাহাত্ম্যমেব নঃ ॥ ৩১

ব্রহ্মোবাচ।

নাস্মি বৈ গাঙ্গমাহাত্ম্য-স্বরূপবচনক্ষমঃ। জানীতঃ শিববিষ্ণু চেৎ তৌ গত্বা পরিপৃচ্ছত ॥ ৩২

ঋষয় উচুঃ।

ত্বমেব গত্বা জ্ঞাত্বেহি ত্বত্তঃ শ্রোষ্যামহে বয়ম্। শিববিষ্ণুনতাং গন্তুং বয়ং শক্তা ন শক্নুমঃ ॥৩৩

ঋষিরুবাচ।

ইত্যুক্ত ঋষিভির্ব্রহ্মা গন্তুং সমুপচক্রমে। কৈলাসং প্রযযৌ চাদৌ তত্রাপশ্যন্মহেশ্বরম্ ॥ ৩৪
কোটিচন্দ্ররুচিং কান্তং পিহিতং ব্যাঘ্রচর্ম্মণা। তং গঙ্গানন্দিনং দৃষ্ট্বা বিস্মিতোঽভূচ্চতুর্ম্মুখ ॥
অপ্রাপ্য প্রশ্নসময়ং বৈকুণ্ঠং প্রযযৌ বিধিঃ। তত্র যাতো মহান্ বায়ুস্তেন বিক্ষেপিতো বিধিঃ
ব্রহ্মাণ্ডান্তরমাপন্নো যত্রাষ্টাস্যো বিধিঃ পরঃ। তং দৃষ্ট্বাষ্টমুখং ধাতা ত্বভাষত চতুর্ম্মুখঃ ॥ ৩৭

চতুর্ম্মুখ উবাচ।

কস্ত্বং কেনাপ্যধিকৃতঃ কিংনামাসি মুখাষ্টধৃক্। অহং চতুর্ম্মুখো ধাতা প্রণিপত্য নমামি তে ॥

অষ্টমুখ উবাচ।

পুরাহমুন্দুরঃ কশ্চিন্মর্ত্ত্যলোকে গৃহে স্থিতঃ। মার্জ্জারস্য ভয়াদ্‌গঙ্গাজলে প্রাণানহংজহৌ ৩৯
এবাহমষ্টমুখো ব্রহ্মাণ্ডেঽস্মিন্নধিষ্ঠিতঃ। ত্বং গঙ্গার্থজিজ্ঞাসুর্বৈকুণ্ঠং যাহি সত্বরম্ ॥ ৪০

চতুর্ম্মুখ উবাচ।

নাহং জানে ক বৈকুণ্ঠো বায়ুবিক্ষেপমাগতঃ। মহ্যং দর্শয় পন্থানং যেন বৈকুণ্ঠমাপ্নুয়াম্ ॥ ৪১

শুক উবাচ।

ইত্যুক্তোঽষ্টমুখো ব্রহ্মা সমভ্যর্চ্চ্য চতুর্ম্মুখম্। পন্থানং দর্শয়ামাস ততঃ সোঽপি যযৌ বিধিঃ
বৈকুণ্ঠং পুনরাগত্য পুনঃ ক্ষিপ্তঃ স বায়ুনা। ব্রহ্মাণ্ডান্তরমাপন্নো যত্রাস্তে ষোড়শো বিধিঃ ॥ ৪৩
সোঽপি বিস্মিতচিত্তেন পৃষ্টঃ ষোড়শবক্ত্রকঃ। উচে নিজসমাচারং শৃণু তদ্দ্বিজপুঙ্গব ॥ ৪৪

ষোড়শমুখ উবাচ।

অহমাসং পুরা কশ্চিৎ কুক্কুরো নরমাংসভুক্। গঙ্গায়াং কণ্ঠলগ্নাস্থির্ম্মৃতঃ সোঽহং চতুর্ম্মুখ ॥৪৫

শুক উবাচ।

শ্রুত্বৈতদদ্ভুতং ভূয়ো ব্রহ্মা দেবশ্চতুর্ম্মুখঃ। অধুনা তেন দিষ্টেন বৈকুণ্ঠং পুনরাগতঃ ॥ ৪৬
আগত্য দদৃশে তত্র চতুরঃ সূর্য্যার্চ্চিষঃ। বিষ্ণুরূপধরাঃ শ্যামাঃ পীতবস্ত্রাশ্চতুর্ভুজাঃ ॥ ৪৭

ব্রহ্মোবাচ।

কে যূয়ং বিষ্ণুবদ্ধ্যোতে বিষ্ণুরেকঃ শ্রুতোময়া। বিষ্ণুর্যুষ্মো বর্ত্ততে বা বৈকুণ্ঠেঽত্র হরেঃপুরে ॥

বৈষ্ণবা উচুঃ।

অস্মোঽপি কিঙ্করমুখো বয়ং বৈ বিষ্ণুকিঙ্করাঃ। অস্মাকং পূর্ব্ববৃত্তান্তং শৃণু ব্রহ্মংশ্চতুর্ম্মুখ ॥৪৯
গঙ্গাজলে শবে কেচিৎ ক্রিময়ো বহবঃস্থিতাঃ। চত্বারস্তত্র চ মৃতাঃ স্রোতোবেগেন তে বয়ং

ঋষিরুবাচ ।

শ্রুত্বৈবংব চনং তেষাং ব্রহ্মাসৌ চতুরাননঃ । তস্মান্নির্বত্রজে দেবীমনস্তামেব বুদ্ধিমান্ ॥ ।
আগত্য ঋষিমণ্ডল্যাং বৃত্তান্তং সর্ব্বমব্রবীৎ ॥ ৫২

ব্রহ্মোবাচ ।

দৃষ্টৌ ময়া তু ব্রহ্মাণাবষ্টাস্তবোড়শাস্তকৌ । উলূকঃ কুকুরো গঙ্গাজলেঽভ্যক্তস্তনুং জহৌ ॥৫৩
যৌ ব্রহ্মাণ্ডপতী তৌ চ দিব্যরূপৌ মুনীশ্বরাঃ । ততঃ কৃমিময়া দৃষ্টা পূর্ব্বং গঙ্গাজলে মৃতাঃ ॥
বৈকুণ্ঠে নীরদশ্যামাঃ সুন্দরা বনমালিনঃ । শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণঃ পীতবাসসঃ ॥ ৫৫
চত্বারশ্চারুরূপাস্তে বিষ্ণুরূপধরাঃ পরাঃ । তান্ জ্ঞাত্বা চ নিবৃত্তোঽহং গঙ্গামস্তকলেত্যপি ॥৫৬
জ্ঞাতং যাং শিরসা ধৃত্বা শিবোঽস্তজ্ঞানবর্জ্জিতঃ । তস্যা অহঞ্চ গঙ্গায়া মশকাদিষু কোপ্যহহম্
কেঽন্তে বরাকা ইন্দ্রাদ্যা মানুষা বা দ্বিজোত্তমাঃ । তস্মাদ্গঙ্গৈব পরমা যয়া ব্রহ্মাদি গৃহ্যতে

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তা মুনয়ঃ সর্ব্বে গঙ্গানামপরায়ণাঃ । গায়ন্তশ্চ গৃণন্তশ্চ শৃণ্বন্তশ্চাপি বভ্রমুঃ ॥ ৫৯
ইতি তে কথিতং কিঞ্চিদ্গঙ্গায়ামভিরূপতঃ । কিমন্যৎ কথয়ামীহ বদ যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬০

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে গঙ্গাধর্ম্মো নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিরুবাচ ।

র্মমুক্তাস্তরা যে তু ব্রহ্মন্ মন্বন্তরা ইতি । তেষাং নামানি মে ব্রূহি রাজবংশাংশ্চ সর্ব্বশঃ ॥

ঋষিরুবাচ ।

বানাং স্যাদহোরাত্রো নরবর্ষেণ কথ্যতে । শতত্রয়াদিষষ্ট্যব্দে দিব্যো বৎসর উচ্যতে ॥ ২
চশ্চ দ্বাদশসাহস্রবৎসরৈশ্চ চতুর্যুগম্ । তৎসহস্রং ব্রহ্মদিনং ততো রাত্রিস্তথা মতা ॥ ৩
ান্তষ্টাবিংশতিস্তু সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশরূপতঃ । মন্বন্তরস্তু দিব্যানাং যুগানামেকসপ্ততিঃ ॥ ৪
দ্রস্ত্বেকস্তু কালোঽয়ং স্বর্গরাজ্যাধিকারিণঃ । ইন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ হ্যেবং ম্রিয়ন্তে ব্রহ্মণো দিনে ॥৫
তেষাং নামানি তে বচ্মি শ্রুতং ব্যাসমুখাদ্যথা ॥ ৬
দ্যঃ স্বায়ম্ভুবঃ প্রোক্তো মনুর্ব্রহ্মশরীরভূঃ । দ্বিতীয়স্তু মনুঃপ্রোক্তো নাম্না স্বারোচিষো মুনে
উত্তমাখ্যস্তৃতীয়স্তু চতুর্থস্তামসঃ স্মৃতঃ । পঞ্চমো রৈবতো নাম ষষ্ঠশ্চাক্ষুষ উচ্যতে ॥ ৮
প্তমঃ শ্রাদ্ধদেবাখ্যঃ সাবর্ণিরষ্টমঃ স্মৃতঃ । নবমো ব্রহ্মসাবর্ণির্বিষ্ণুসার্ণিরপ্যতঃ ॥ ৯
কাদশস্তথা প্রোক্তো রুদ্রসাবর্ণিরীশ্বরঃ । দ্বাদশো ধর্ম্মসাবর্ণির্দেবসাবর্ণিরপ্যতঃ ॥ ১০
দ্রসাবর্ণিনামা চ ভবিষ্যতি চতুর্দ্দশঃ । মন্বন্তরাঃ সপ্ত বিপ্র ব্যতীতা ভাবিনোঽপরে ॥ ১১

মন্বন্তরে স্যুর্বিপ্রেন্দ্র যুগানি হ্যেকসপ্ততিঃ। সত্যং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিরিত্যেবমাখ্যয়া ॥ ১২
যুগস্য ভাগাশ্চত্বারো মানং তস্য চ মে শৃণু ॥ ১৩
দিব্যমাঞ্চ সহস্রেণ কলিরেব নিরূপ্যতে। সন্ধ্যা তাবচ্ছতী তস্য সন্ধ্যাংশশ্চ তথোদিতঃ ॥১৪
অস্য দ্বিগুণভাবেন কলিমানেন চৈব হি। দ্বাপরঃ কথ্যতে বিপ্র তত্ত্রেগুণ্যেন বৈ তথা।
ত্রেতাকালঃ সমাখ্যাতঃ শেষঃ সত্যযুগং মতম্ ॥ ১৫
প্রতি মন্বন্তরে দেবা হ্যবতারী জনার্দ্দনঃ। ধর্ম্মং পালয়তে বিষ্ণুর্দৈত্যহা দেবপালকঃ ॥ ১৬
রাজবংশা নিরূপ্যন্তে শুচয়ঃ পুণ্যকর্ম্মণা। বংশৌ দ্বাবেব বিখ্যাতৌ সূর্য্যচন্দ্রমসৌ দ্বিজ ॥ ১৭
স্বায়ম্ভুবস্তথা বংশো বিখ্যাতঃ পুণ্যকর্ম্মণা। তত্রাদৌ কথ্যতে বংশঃ সূর্য্যস্য দ্বিজপুঙ্গব ॥ ১৮
নাভিপদ্মোদ্ভবো ব্রহ্মা হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ। ততো মরীচিস্তস্যাপি কশ্যপঃ সমজায়ত ॥ ১৯
তস্য পুত্রঃ স্বয়ং সূর্য্যো দেবানাং স সহোদরঃ। শ্রাদ্ধদেবস্তস্য পুত্রস্তস্যেক্ষ্বাকুনৃগাদয়ঃ ॥ ২০
ইক্ষ্বাকুতনয়ো জজ্ঞে শশাদ ইতি বিশ্রুতঃ। পুরঞ্জয়স্তস্য পুত্রো হ্যনেনাস্তস্য বৈ পৃথুঃ ॥ ২১
তদাত্মজো বিশগন্ধিশ্চন্দ্রস্তস্মাদজায়ত। যুবনাশ্বোঽভবচ্চন্দ্রাচ্ছ্রাবস্তো যুবনাশ্বতঃ ॥ ২২
বৃহদশ্বস্ত্ব শ্রাবস্তাৎ ততঃ কুবলয়াশ্বকঃ। দৃঢ়াশ্বস্তৎসুতো জজ্ঞে হর্য্যশ্বশ্চ দৃঢ়াশ্বতঃ ॥ ২৩
হর্য্যশ্বাচ্চ নিকুম্ভোঽভূদ্বহুলাশ্বো নিকুম্ভতঃ। তস্য পুত্রঃ কৃশাশ্বোঽভূচ্ছেনজিৎ তৎসুতো মতঃ
যুবনাশ্বস্তস্য পুত্রো মান্ধাতা তনয়স্ততঃ ॥ ২৫
মান্ধাতুরম্বরীষোঽভূৎ তস্য পুত্রে হি বন্ধ্যতা। যৌবনাশ্বস্তস্য পুত্রো নিষধস্তস্য চাত্মজঃ ॥২৬
নিষধাদ্বাহুকো জজ্ঞে বাহুকাৎ সগরোঽভবৎ। ততোঽসমঞ্জাস্তৎপুত্রো হ্যংশুমানিত্যজায়ত।
তস্যপুত্রো দিলীপোঽভূৎততো জাতো ভগীরথঃ। ভগীরথভবো ভীমঃসত্যোঽভূৎতস্যচাত্মজঃ
ততো দিলীপপুত্রোঽভূদ্রঘুস্তস্যাভবৎ সুতঃ। তস্যাজঃ পুত্র আজস্ত রাজাদশরথোঽভবৎ ২৯
তস্য পুত্রে ঽভবচ্ছ্রীমান্ ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ। রামো ভরত-শত্রুঘ্নৌ লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ ॥ ৩০
তস্য কীর্ত্তিঃ পুণ্যতরা রাবণাদিবিনাশনম্। জ্যেষ্ঠং জ্যেষ্ঠমিমে প্রোক্তাঃ সংক্ষেপেণদ্বিজোত্তম
চন্দ্রবংশমথো বক্ষ্যে শৃণ্বনন্যমনা দ্বিজ। অত্রির্বৈ ব্রহ্মণঃ পুত্রস্তস্য চন্দ্রস্ততো বুধঃ ॥ ৩২
শ্রাদ্ধদেবস্য দৌহিত্রস্ততো জাতঃ পুরূরবাঃ। তস্যায়ুস্তনয়ো জাতো রন্তিনারস্ততোঽভবৎ ৩৩
রন্তিনারস্য বিরতিঃ কৃতিস্তস্যাভবৎ সুতঃ। ততোঽভূন্নহুষো রাজা যযাতিস্তস্য চাত্মজঃ ৩৪
যযাতেঃ পঞ্চ বৈ পুত্রা যদু-পুরুমুখা দ্বিজ। জনমেজয়ঃ পুরুপুত্রঃ প্রচিম্বাংস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৩৫
মনস্যুস্তস্য তস্মাচ্চ সুতশ্চারুপদোঽভবৎ। সুদ্যুস্তস্য সুতশ্চাভূন্নাম্না বহুগবস্ততঃ ॥ ৩৬
সংযাতিস্তস্যাহংযাতী রৌদ্রাশ্বস্তৎসুতস্ততঃ। ঋতেয়ূ রন্তিনারো বৈ রৌদ্রাশ্বতনয়স্য হি ॥৩৭
তস্য পুত্রস্ত সুমতিস্তস্য মেধাতিথিঃ সুতঃ। তস্য দুষ্মন্তনামাঽভূদ্ভরতস্য পিতা দ্বিজ ॥ ৩৮
বিতথো ভরতাজ্জজ্ঞে মন্যুস্তস্য সুতস্ততঃ। বৃহৎক্ষত্রস্ততো হস্তী অজমীঢ়স্ততোঽভবৎ ॥ ৩৯
অজমীঢ়স্য তনয়ো নীলঃ শান্তিস্ত তৎসুতঃ। শান্তেঃ সুশান্তিস্তৎপুত্রঃ পুরজোঽর্কস্ততোঽভবৎ
অর্কস্য পুত্রো ভর্ম্যাশ্বো ভর্ম্যাশ্বান্মুদ্গলোঽভবৎ। মিথুনং মুদ্গলাত্তার্ম্যাদ্দিবোদাসঃ পুমানভূৎ
অহল্যা কন্যকা যস্যাং শতানন্দস্ত গৌতমাৎ ॥ ৪১

দিবোদাদাম্মিত্রয়ুশ্চ মিত্রয়োশ্চ্যবনোঽভবৎ। সুদাসশ্চ্যবনাজ্জজ্ঞে সৌদাসস্তস্য চাত্মজঃ ৪২
সহদেবস্তস্য পুত্রঃ সহদেবাৎ তু সোমকঃ। তস্য পুত্রশতং তেষাং যবীয়ান্ পৃষতঃ সুতঃ ॥৪৩
দ্রুপদস্তস্য পুত্রোঽভূদ্ধৃষ্টদ্যুম্নস্ততোঽভবৎ। ধৃষ্টদ্যুম্নাদ্ধৃষ্টকেতুর্ভার্য্যাঃ পাঞ্চালকা ইমে ॥ ৪৪
যোঽজমীঢ়সুতো যস্য ঋক্ষঃ সংবরণস্ততঃ। তস্মাজ্জাতঃ কুরুর্নাম কুরোর্জহ্নু বভুব সুতঃ ॥৪৫
জাহ্নবঃ সুরথশ্চাভূৎ সুরথাৎ তু বিদূরথঃ। বিদূরথস্য তনয়ঃ সার্ব্বভৌমো নৃপোঽভবৎ।
জয়ৎসেনঃ সার্ব্বভৌমাদারাবী তস্য চাত্মজঃ ॥ ৪৬
অযুতায়ুস্তস্য পুত্রস্তস্য চাক্রোধনঃ সুতঃ। অক্রোধনস্যাতিথিশ্চ ঋক্ষোঽভূদতিথেঃ সুতঃ ॥ ৪৭
ঋক্ষস্য চ দিলীপোঽভূৎ প্রতীপস্তস্য চাত্মজঃ। দেবাপিঃ শান্তনুস্তস্য বাহ্লীক ইতি চাত্মজাঃ
পিতৃরাজ্যং পরিত্যজ্য দেবাপিস্তু বনং গতঃ। বাহ্লীকাৎ সোমদত্তোঽভূদ্ভূরির্ভূরিশবাস্ততঃ।
শলশ্চ শান্তনোঃসীদ্গঙ্গায়াং ভীষ্ম আত্মবান্ ॥ ৪৯
চিত্রাঙ্গদ-বিচিত্রৌ তু সত্যবত্যাঃ শান্তনোঃ। ধৃতরাষ্ট্রশ্চ পাণ্ডুশ্চ বিচিত্রবীর্য্যপুত্রকৌ ॥ ৫০
দুর্য্যোধনাদ্যঞ্চ শতমভবদ্ধৃতরাষ্ট্রতঃ। পাণ্ডোরাসন্ পঞ্চ পুত্রা ধর্ম্মবায়্বিন্দ্রসম্ভবাঃ ॥ ৫১
পাণ্ডোরাসন্ পঞ্চপুত্রা ধর্ম্মবায়্বিন্দ্রসম্ভবাঃ। কুন্ত্যাংমাদ্র্যাস্তু নাসত্যাজ্জাতৌ দ্বৌচ তথা সুতৌ
তে পুণ্যকীর্ত্তনাঃ সর্ব্বে তেষাং নামানি বর্ণয়ে। যুধিষ্ঠিরশ্চ ভীমশ্চ অর্জ্জুনো যম এব সঃ ৫৩
নকুলঃ সহদেবশ্চ তত্রার্জ্জুনসুতোঽভবৎ। অভিমন্যুস্ততো রাজা পরীক্ষিদিতিনামকঃ।
রাজ্ঞঃ পরিক্ষিতঃ পুত্রো নাম্নাভূজ্জনমেজয়ঃ ॥ ৫৪
যযাতের্জ্যেষ্ঠপুত্রস্য যদোর্বংশে হরিঃ স্বয়ম্। যদোঃ পুত্রো নক্রো নাম কৃতবীর্য্যস্ততোঽভবৎ
তস্য পুত্রোঽর্জ্জুনাখ্যোঽয়ং রাজা বাহুসহস্রভৃৎ। যস্য সংস্মরণাদেব নষ্টং দ্রব্যং প্রলভ্যতে।
লব্ধা দ্রব্যং প্রীতয়েঽস্য বিপ্রায় লবণং স্পৃশেৎ ॥ ৫৬
তস্য পুত্রো রুক্মিরভূচ্ছশবিন্দুপিতা দ্বিজ। শশবিন্দোর্জ্যামঘশ্চ বভ্রুস্তস্য সুতো মহান্ ॥ ৫৭
তস্য পুত্রোঽভবদ্ভোজঃ সুমিত্রস্তস্য চাত্মজঃ। শিনিস্তস্য সুতস্তস্যাগ্নিম্ননামা সুতোঽভবৎ ৫৮
সত্রাজিচ্চ প্রসেনশ্চ তস্য পুত্রাবুভৌ মতৌ। তস্য বংশেঽভবচ্ছূরস্ততোঽভূদ্বসুদেবকঃ ॥ ৫৯
তস্য পুত্রোঽভবৎ কৃষ্ণো দ্বাপরান্তে দ্বিজোত্তম। অয়মুক্তশ্চন্দ্রবংশঃ পশ্চাদ্বক্ষ্যামি মানবম্ ৬০
এবং তে কথিতা বংশাঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬১
ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে বংশমন্বন্তরকথনং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

অনু জগদিদং সর্ব্বং ব্রহ্মবংশৈঃ সমন্ততঃ। বিষ্ণুবংশৈশ্চ বিততং শিববংশঃ প্রকথ্যতাম্ ॥১
ঋষিরুবাচ।
শিবঃ পুমান্ পার্ব্বতী চ স্ত্রী সৃষ্টিকারকাবিমৌ। শিবাত্মকাশ্চ পুরুষাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাস্তু পার্ব্বতী

শিবঃ পুংলিঙ্গরূপশ্চ দেবী স্ত্রীলিঙ্গরূপিণী । শিবদেবীলিঙ্গরূপং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৩
তস্মাদিদং জগৎ সর্ব্বং শিববংশঃ শিবাত্মকঃ । ন পৃথক্ছিববংশোঽস্তি যৎ ত্বং পৃচ্ছসি জৈমিনে
শি[illegible]শক্তিপরিত্যক্তং কিঞ্চিৎ ক্বাপি ন বিদ্যতে । শিবশক্তিযুতং সর্ব্বং সত্ত্বেন পরিগণ্যতে ॥
শিবশক্তিযুতো বিষ্ণুঃ শিবশক্তিযুতো বিধিঃ । শিবশক্তিযুতা দেবাঃ শিবশক্তিময়ং জগৎ ॥ ৬
পুরা প্রা[illegible]গি[illegible]ত্রা শঙ্করং লোকশঙ্করম্ । অপত্যমিচ্ছন্তী দেবী সাপত্যে নিখিলাঃ স্থিতা
নির্ব্বংশস্য ক্রিয়া নাস্তি তস্মাৎ ত্বং সাত্ত্বিকো ভব । অদ্যৈব ময়ি সঙ্গম্য ঔরসং জনয়াত্মজম্ ।

ঋষিরুবাচ ।

এবমুক্তো গিরিজয়া শঙ্করো লোকশঙ্করঃ জগাদ মধুরং বাক্যং শৈলরাজতনূদ্ভবাম্ ॥ ৯

শঙ্কর উবাচ ।

নাহং গৃহস্থো গিরিজে ন মে পুত্রপ্রয়োজনম্ । দেবানান্তু কুচক্রেণ ত্বং মে ভার্য্যোপপাদিত
ভার্য্যৈব পরমো বন্ধুঃ পুরষস্য বিরাগিণঃ । ভদ্রে ভবেদপত্যং বৈ পাশশব্দৈর্নিরূপ্যতে ॥ ১১
অস্ত্যেব গৃহি[illegible]ং কার্য্যং পুত্রেণ চ ধনেন চ । পুত্রপ্রয়োজনা ভার্য্যা পুত্রাঃ পিণ্ডপ্রয়োজনা
ন মেঽস্তি মরণং দেবি ন মে পুত্রপ্রয়োজনম্ । ব্যাধির্ন রূপাতে যর্হি কিং তস্য কার্য্যমৌষধৈ
ত্বমহঞ্চ স্ত্রীপুমাংশ্চ স্ত্রীষু পুংসু সদারতৌ । আনন্দমাবহে দেবি হেতুস্তাপত্যসম্ভবে ॥ ১৪
অনপত্যৌ সদৈবাবামাত্মারামৌ রমাবহে ॥ ১৫

পার্ব্বত্যুবাচ ।

দেব দেবেশ ভগবন্ নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন । যদুক্তং সত্যমেবৈতদহমিচ্ছাম্যপত্যকম্ ॥ ১৬
অপত্যং জনয়িত্বা ত্বং যোগং কুরু মহেশ্বর । পালয়িষ্যাম্যহং পুত্রং ত্বঞ্চ যোগী যথাতথম্ ॥ ১৭
অত্রৈব মে স্পৃহা জাতা পুত্রস্য মুখচুম্বনে । ত্বয়া কৃতাহং চেদ্ভার্য্যা ভর্ত্ত্যপত্যঞ্চ ভাবয় ॥ ১৮

শিব উবাচ ।

বরং বিবাহবিমুখঃ স তে পুত্রো ভবিষ্যতি । যেন ত্বং পুত্রপৌত্রাদিবংশাভাবা ভবিষ্যসি ॥

ঋষিরুবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ ক্রুদ্ধো যযাবুত্থায় চাসনাৎ । দেবী চ বিমনা ভূত্বা দুঃখং সখ্যৌ ধিয়া চিরম্
জয়া চ বিজয়া চাপি সখ্যৌ তস্যাঃ পুরঃস্থিতে । শিবস্য রোষভঙ্গায় গত্বা তৎকালং মিস্তুঃ ॥
দেবীং বিমনসং দৃষ্ট্বা শঙ্করঃ পুনরব্রবীৎ ॥ ২২

শঙ্কর উবাচ ।

কথং ত্বং বিমনা দেবি পুত্রাভাবেণ সুন্দরি । যদি বাঞ্ছসি পুত্রস্য বদনং পরিচুম্বিতুম্ ।
পুত্রং তে কল্পয়িষ্যামি ত্বং চুম্ব যদি তে স্পৃহা ॥ ২৩
ইত্যুক্ত্বা গিরিনন্দিন্যা আকৃষ্য বসনং শিবঃ । গৃহ্যতাং গিরিজে পুত্রশ্চুম্ব্যতাঞ্চ নিজেচ্ছয়া ॥

পার্ব্বত্যুবাচ ।

এতদ্বস্ত্রং কথং পুত্রকার্য্যমত্র ভবেদ্ভব । মদীয়ং বসনঞ্চেদং রক্তবর্ণং মহেশ্বর ॥ ২৫
ত্যজ্যতাঞ্চ পরীহাসো নাহং পশুপতিঃ শিব । যন্ত্রেণ মে কথং পুত্রলাভানন্দো ভবিষ্যতি ॥

ঋষিরুবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা গিরিজা দেবী তদ্বস্ত্রং পুত্রবৎকৃতম্ । ক্রোড়ে চকার ধ্যায়ন্তী পরীহাসবচঃ প্রভোঃ ॥
পুত্রাকারঞ্চ তদ্বস্ত্রং দেব্যাঃক্রোড়গতং দ্বিজ । জীবং প্রাপ্যাপতৎ ক্রোড়াৎ পস্পন্দ চ পুনঃপুনঃ
তং দৃষ্ট্বা স্পন্দমানং বৈ জীব জীবেতি পার্ব্বতী । আক্রষ্যাপাণিপদ্মাভ্যাং শিবস্যাগ্রেহভ ভাষত
তদা স জীবিতো বালঃ প্রাণং প্রাপ্য চ তৎক্ষণাৎ । পার্ব্বতীং হর্ষয়ামাস মামেতিকৃত্বা বৈ দনঃ
তং প্রাপ্য বালকং দেবী ক্রোড়ে কৃত্বা চ বৎসলা স্তনাবপায়য়দ্দুগ্ধং স্তনাভ্যাঞ্চ প্রসুস্রুবে ॥
বালশ্চাপি পয়ঃ পীত্বা স্মিতস্ফূর্জ্জমুখাম্বুজঃ । মাতুর্বদনমুদ্বীক্ষ্য মাত্রাপি পরিচুম্বিতঃ ॥ ৩২
মুহূর্ত্তং বালমালিঙ্গ্য সুন্দরী তস্য বালকম্ । দদৌ পত্যে মহেশায় প্রভো পুত্রং গৃহাণ মে ॥
ত্বয়া দত্তস্বয়ং পুত্রো দয়ার্দ্রহৃদয়েন হ । পুত্রলাভসুখং কীদৃক্ ত্বঞ্চ জানীহি শঙ্কর ॥ ৩৪
তচ্ছ্রুত্বা শঙ্করো দেব্যা বচনং দ্বিজপুঙ্গব । উবাচ বচনং কিঞ্চিৎ প্রেমদীং গিরিজাং প্রতি ॥

শঙ্কর উবাচ ।

পরিহাসেন তে দেবি দত্তং বস্ত্রকৃতং সুতম্ । তদ্ভাগ্যাৎ পুত্র এবাসৌ জাতশ্চ কিমিহাদ্ভুতম্
দেহি মে দৃশ্যতে কিংস্বং সত্যং পুত্রত্বমাগতম্ । বস্ত্রেণ নির্ম্মিতো দেহো জীবঃ কস্মাদুপাগমৎ

ঋষিরুবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা পুত্রমাদায় পাণিভ্যাঞ্চ নিধায় হ । দদর্শ মহতা শম্ভুর্যত্নেন নিপুণেন চ ॥ ৩৮
সর্ব্বাণ্যঙ্গানি গিরিশো দৃষ্ট্বা নিপুণয়া পৃথক্ । উবাচ পার্ব্বতীং দেবীং জন্মদোষমনুস্মরন্ ॥

শঙ্কর উবাচ ।

পুত্রস্তবায়মুৎপন্ন আশ্লেষো গ্রহরিষ্টিনঃ । অতএব বহূন্ কালান্ ন জীবিষ্যতি তে সুতঃ ॥ ৪০
অল্পায়ুষো হি পুত্রস্য স্বল্পকালে মৃতিঃ শুভা । উপার্জ্জিতগুণো ভূত্বা মৃতস্তাপপ্রদঃ পরঃ ॥

ঋষিরুবাচ ।

এবং তস্য প্রবদতঃ শম্ভোঃ শিশুকরস্থ চ । পাণের্বালশিরঃ স্রস্তমুত্তরাগ্রং শিরঃ স্থিতম্ ॥
তস্মৌ চ পতিতে শীর্ষে বালকস্য প্রভোঃ করাৎ । তগ্রাহ পার্ব্বতী বালং ছিন্নমস্তং শুচাকুলা ।
স্বরোদ বহুধা দেবী বৎস বৎসেতি ভূরিশঃ ॥ ৪৩
ঈশশ্চ বিস্ময়ং প্রাপ্য কৃত্বা পুত্রশিরঃ করে । উবাচ পার্ব্বতীং দেবীং বাচা মধুরয়া তদা ।

শঙ্কর উবাচ ।

রোদীঃ পার্ব্বতি শুভে প্রাপ্তাপুত্রশ্চাপ্যাগ পুত্রশোকাৎপরং নাস্তি আত্মশোষণমাত্মনা ॥
ধীং ত্যজ পুত্রশোকং পুত্রং তে জীবয়াম্যহম্ । এতদেব ছিন্নশিরঃ স্কন্ধেঽস্মিন্ সংযোজয়

ঋষিরুবাচ ।

ইত্যুক্তা পার্ব্বতী দেবী যোজয়ামাস তচ্ছিরঃ । ন চ তত্রাভবদ্যুক্তং চিন্তয়ামাস তচ্ছিবঃ ॥
তস্মিন্নেব কালে তু খে বাগাহাশরীরিণী । শম্ভো তবাস্য বালস্য রিষ্টিদৃষ্টং শিরোঽভবৎ ॥৪৮
তো নৈতেন শিরসা জীবেত তব বালকঃ । অন্যস্য শির আনীয় স্কন্ধে যোজয় জীবয় ॥ ৪৯
র্ণো ভবোত্তরশিরা বাল এব স্থিতো যতঃ । অত উত্তরশীর্ষস্য শীর্ষং নীত্বাত্র যোজয় ॥ ৫০

ইত্যাকাশবচঃ শ্রুত্বা দেবীমাশ্বাসয়চ্ছিবঃ। আহূয় নন্দিনং তত্র প্রেষয়ামাস কর্ম্মণি॥ ৫১
নন্দী ত্রিজগতি ভ্রান্ত্বা গত্বা চাপ্যমরাবতীম্। দদর্শোত্তরশীর্ষাণমিন্দ্রস্যৈরাবতং গজম্॥ ৫২
তং দৃষ্ট্বৈরাবতং নন্দী উদকৃন্তচ্ছীর্ষং মহাবলঃ। ছেত্তুং প্রচক্রমে তস্য শয়ানস্যোত্তরং স্থিতম্ ৫৩
স চুক্রোশ বৃংহিতেন শক্রাদ্যাস্তেন চাগমন্॥ ৫৪

শক্র উবাচ।

কো ভবানদ্ভুতাকারো গজং হন্তুং সমাগতঃ। কেন বা প্রেষিতোঽসি ত্বং খড়্গপাণিঃ কথং ভবা

নন্দ্যুবাচ।

শিবদাসো হ্যহং নন্দী সমায়াতঃ শিবাজ্ঞয়া। ঐরাবতশিরো নীত্বা দাস্যাম্যেব হি শম্ভবে ৫
বালস্যোত্তরশীর্ষস্য পতনং শিবপাণিতঃ। রিষ্টিকালোদ্ভবং মস্তং তেনাকাশবচোবশাৎ॥ ৫৭
যঃ শেত উত্তরশিরাস্তস্য শীর্ষণি যোজনাৎ। শীর্ষবন্তং করিষ্যামি জীবিতঞ্চ শিবাত্মজম্॥ ৫৮
অতস্তে গজরাজস্য শীর্ষং ছেৎস্যামাসংশয়ম্। ঐরাবতাঙ্গং সন্ত্যজ্য ব্রজ প্রাণপরীপ্সয়া॥ ৫৯
শিবপুত্রপ্রাণদানাদৈরাবতবধস্তব॥ ৬০

ঋষিরুবাচ।

শ্রুত্বৈবং নন্দিবচনং মহেন্দ্রো রুষিতোঽভবৎ। দেবানাহূয় সকলান্ নন্দিনঞ্চাভ্যতাবত॥ ৬১

ইন্দ্র উবাচ।

শম্ভোঃ কাননবাসস্য কিঙ্করেণ ত্বয়া কথম্। দেবেন্দ্রে জীবতি ময়ি বনগ ছেৎস্যসে গজম্॥

ঋষিরুবাচ।

ইত্যুক্ত্বা শূলমুদ্যম্য শক্রো নন্দিবধেচ্ছয়া। দুদ্রাব নন্দী হুঙ্কারাচ্ছূলং ভস্ম চকার হ॥ ৬৩
পুনর্গদাং স জগ্রাহ চিক্ষেপ চ বলাদিব। নন্দী তাঞ্চ গদাং বামপাণৌ জগ্রাহ লীলয়া॥ ৬৪
স্বা গদা নীয়তামিন্দ্রেত্যুক্ত্বা তস্মৈ ব্যসর্জ্জয়ৎ। ইন্দ্রস্য বক্ষসি গদা সা পপাত রুজাকরী ৬৫
ইন্দ্রশ্চ ব্যথিতঃ কিঞ্চিচ্ছূলং জগাহ চাপরম্। চিক্ষেপ নন্দিনং নন্দী তং খড়্গেন ত্রিধাকরোৎ
পুনস্তং বজ্রমুদ্যম্য ইন্দ্রো দুদ্রাব বায়ুবৎ। মহাঘোরতরো নন্দী বভূবাতিভয়ঙ্করঃ॥ ৬৭
এতস্মিন্নেব কালে তু শক্রহস্তিপকো বলী। ইন্দ্রায় যোজয়ামাস মত্তমৈরাবতং গজম্॥ ৬৮
ইন্দ্রো গজসমারূঢ়ো বজ্রহস্তো মহাবলঃ। মরুদ্গণসহায়ঃ সন্ যুযুধে নন্দিনা সহ॥ ৬৯
সর্ব্বে দেবগণাস্তত্র মিলিতাশ্চাপপাণয়ঃ। ববৃষুঃ শরবর্ষেণ নন্দিনং ঘোররূপিণম্।
বর্ষাকালে মহাঘোরে ঘনা ইব মহাগিরিম্॥ ৭০
তেষান্তু শরবর্ষান্ স নন্দী ঘোরমহাতনুঃ। পাষাণকঠিনাকারঃ সেহে চাদ্ভুতদর্শনঃ॥ ৭১
বামপাণিপরীসারৈঃ খড়্গেন সুশিতেন চ। হুঙ্কারৈরৈব নিশ্বাসৈঃ শরবর্ষান্ ন্যবারয়ৎ॥ ৭
মোহয়ন্ ঘোরনাদেন দেবানাং পশ্যতামপি। ঐরাবতশ্ছিন্নশিরাঃ পপাত নন্দিনা হতঃ॥ ৭
দেবাস্তথাদ্ভুতাম্মুগ্ধা হাহেত্যুচুর্ন চাচলন্॥ ৭৪
শিবশ্চ তৎ সমাকর্ণ্য নন্দিনঃ সৎপরাক্রমম্। আলিঙ্গ্য নন্দিনং প্রীত্যা স্কন্ধে গজশিরোঽর্পয়
শিরোযোজনমাত্রেণ বালঃ সোঽপ্যতিসুন্দরঃ। খর্ব্বস্থূলতরো দেবো গজেন্দ্রবদনাম্বুজঃ॥

জবাকুসুমসঙ্কাশো মৃণালধবলাননঃ। চতুর্বাহুঃ প্রবন্দামগন্ধলুব্ধালিশোভিতঃ।
রেজে শিবসমীপস্থো মহাদ্ভুতবিলোচনঃ ॥ ৭৭
সর্ব্বে দেবাস্তদাগত্য দদৃশুঃ শিবনন্দনম্। শম্ভোঃ ক্রোড়গতং বালং কুঞ্জরেন্দ্রশুভাননম্ ৭৮
তত্রাভিষিষিচুস্তঞ্চ ব্রহ্মাদ্যা দেবতা গতাঃ। নামানি চ দদৌ ব্রহ্মা লম্বোদরমিতি ব্রুবন্ ৭৯
রয়াজৈব সর্ব্বদেবগণমধ্যে মহাদ্ভুতঃ। তেনায়ং দেবরাজস্ত সর্ব্বদেবাগ্রপূজনঃ ॥ ৮০
সরস্বতী দদৌ তস্মৈ লেখনীং বর্ণলোচনা। জপমালাংদদৌব্রহ্মাইন্দ্রোগজরদংদদৌ ॥ ৮১
পুষ্পং পদ্মাবতী প্রাদাদ্ব্যাঘ্রচর্ম্ম দদৌ শিবঃ। বৃহস্পতির্যজ্ঞসূত্রং পৃথ্বী মূষিকবাহনম্ ॥ ৮২
তুষ্টুবুর্মুনয়ঃ সর্ব্বে রক্তবর্ণং শিবাত্মজম্ ॥ ৮৩
ব্রহ্মোবাচ।
শম্ভো তবায়ং তনয়স্তমেবায়ং ন সংশয়ঃ। সর্ব্বদেবাগ্রপূজ্যোঽয়ং শেষে ত্বঞ্চ মহেশ্বর ॥ ৮৪
সর্ব্বদেবগণস্যায়মধিপোঽভূন্মহাভুজঃ। ভবতোঽপি গণা যে তু তেষামপ্যধিকোঽভবৎ ॥ ৮৫
তস্মাদ্গণাধিপস্ত্বেষ গজাস্যত্বাদ্গজাননঃ ॥ ৮৫
ইন্দ্রং জিত্বা গজং হত্বা ভগ্নদন্তং শিরো যতঃ। নন্দী চাদ্ভুতকর্ম্মাসৌ দদৌ তেনৈকদন্তকঃ ॥ ৮৬
হেরম্ব ইতি নামাস্ত বীজরূপং সদাস্ত চ। লম্বোদরস্তু নিন্দ্যত্বান্নাম্না পুত্ত্রোঽস্তুতেশিব ॥ ৮৭
যস্ত স্মরণমাত্রেণ নশ্যেয়ুর্বিঘ্নরাশয়ঃ। বিঘ্নেশোঽয়মতো নাম্না তব পুত্ত্রোঽস্তু শঙ্কর ॥ ৮৮
যাত্রায়াং সৎক্রিয়ারম্ভে যঃ স্মরেদ্গণাধিপম্। তস্যযাত্রাফলংসিধ্যেদারব্ধস্যাস্তুদর্শনম্ ॥ ৮৯
সর্ব্বমঙ্গলকার্য্যেষু পূজনীয়ো গণাধিপঃ। গণেশে পূজিতে দেবাঃপূজিতাঃকার্য্যসাধকাঃ ॥ ৯০
ঋষিরুবাচ।
এবমুক্ত্বা তদা ব্রহ্মা বিররাম দ্বিজর্ষভ। ঐরাবতাভাবদুঃখী শিবমিন্দ্রোঽভ্যভাষত ॥ ৯১
ইন্দ্র উবাচ।
দেবোত্তম মহাদেব পার্ব্বতীশ ত্রিলোচন। ত্বামহং প্রণমাম্যেব প্রভো ত্রিজগদীশ্বর ॥ ৯২
গণেন তে বলবতা নন্দিনা মে গজো হতঃ। অজ্ঞানেন মহাযোধী স বৈদেবক্ষমস্বমাম্ ॥ ৯৩
তস্মৈ চাযাক্রয়া দেয়ংস্বশিরোঽপিমহেশতে। তস্মৈগজশিরোদাতুং নৈচ্ছংতত্রক্ষমস্ব মে ॥ ৯৪
ভগবানুবাচ।
ঐরাবতং ছিন্নশীর্ষং ক্ষিপ ত্বং সাগরাম্ভসি। পুনঃ প্রাপ্স্যসি নাগেন্দ্রংসমুদ্রমথনোদ্ভবম্ ॥ ৯৫
যথা ত্বয়া মে পুত্ত্রায় দত্তমৈরাবতং শিরঃ। তথাহঞ্চাপি যুষ্মভ্যং দাস্যে বিষয়মক্ষয়ম্ ॥ ৯৬
ঋষিরুবাচ।
এবমুক্তো যযৌ দেবো দিবং কশ্যপনন্দনঃ। ব্রহ্মাদয়োঽপি প্রাপ্তার্থাঃ স্বস্থানানি যযুর্দ্বিজ ॥
গণেশং পার্ব্বতী দেবী পালয়ামাস হর্ষিতা ॥ ৯৮
গণেশঃ পরমো যোগী সংসারবিমুখোঽভবৎ। ঋষয়স্তং সদাগত্য গণেশং পরিতুষ্টুবুঃ ॥ ৯৯
ঋষয় উচুঃ।
গণেশো গণনাথশ্চ হেরম্বো গিরিশাত্মজঃ। পার্ব্বতীনন্দনো বীরো দেবরাজো গজাননঃ ১০০

...বাদয়ো বিঘ্নরাজো যোগী সদ্‌যোগলক্ষণঃ। অগ্রপূজ্যশ্চতুর্ব্বাহুরেকদন্তো লিপীশ্বরঃ ॥১০১
...ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরো ধীরঃ সদা মঙ্গলরূপবান্। শুক্লাঙ্গো মূষিকারোহী কেবলো মোক্ষদায়কঃ॥
...লম্বো দস্তকরো দন্তী বৈষ্ণবঃ পরমার্থদৃক্। পঞ্চপাণিঃ পঞ্চবক্ত্রঃ শিবঃ শঙ্কর ঈশ্বরঃ॥ ১০৩
হাবপতো নৃত্যকারী শিবপুত্রঃ স্রবপ্রদঃ। আনন্দানন্দোঽতিমনাঃ শৈবো ধর্ম্মো ধনেশ্বরঃ॥
অনন্তো জগদাধারঃ শশিসূর্য্যবিলোচনঃ। সমুদ্রপাতা সামুদ্রঃ সমুদ্রজঠরো জয়ঃ॥ ১০৫
দিব্যরূপো বারিমাথো জয়শ্চ বিজয়স্তথা। নামান্যেতানি পঞ্চাশদ্‌গণেশস্য পঠেন্নরঃ॥ ১০৬
যাত্রায়াং পূজনে দানে শ্রাদ্ধে গঙ্গাবগাহনে। পুত্রাদিমঙ্গলে কার্য্যে প্রত্যহঞ্চ ত্রিসন্ধ্যকম্।
শৃণুয়াদ্ভক্তিযুক্তোঽপি বিঘ্নাস্তস্য বিমূর্চ্ছিতাঃ॥ ১০৭
প্রত্যহং মঙ্গলং তস্য ধনপুত্রাদিসম্ভবম্। ইষ্টদেবে সদাভক্তিদায়কং বাঞ্ছিতার্থদম্॥ ১০৮

শুক উবাচ।

এবং স্তুত্বা ঋষিগণা জগ্মুঃ সর্ব্বে যথাতথম্॥ ১০৯
জৈমিনে কথিতঞ্চৈতদ্‌গণেশজন্ম পুণ্যদম্। ন বংশো বর্ত্ততে শম্ভোরন্তে সংহাররূপিণঃ॥১১০
পুত্রোঽস্য কথিতঃশম্ভোঃকার্ত্তিকেয়ঃকুমারকঃ। তস্যাপি ন বিবাহোঽভূৎ কৌমারব্রতচারিণঃ
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া। জৈমিনে তপসে গচ্ছ যাম্যহঞ্চ যথাতথম্॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তো জৈমিনিস্তত্র প্রণম্য গুরুমীশ্বরম্। জগাম তপসেঽন্যত্র শুকোঽপি যোগবিত্তমঃ॥
শিবস্যাংশোমহাভাগো জাবালেগতবান্ যথা। শ্রোতুমিচ্ছসি জাবালে কিমন্যৎ কথয়ামি তে

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যখণ্ডে শুকজৈমিনিসংবাদে গণেশজন্মকথনং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০॥

সমাপ্তমিদং মধ্যখণ্ডম্।

উত্তরখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

মধ্যখণ্ডমথো দিব্যং শ্রুত্বা স গুরবে মুনিঃ। জাবালিঃ কিংনু পপ্রচ্ছ তন্নঃ সূত বদ প্রভো ১

সূত উবাচ।

শ্রুত্বা দিব্যাঃ কথাঃ পুণ্যা মধ্যখণ্ডস্য শৌনক। জাবালিঃ পরিপপ্রচ্ছ বেদব্যাসগুরুং ততঃ ২

জাবালিরুবাচ।

শ্রুত্বা দিব্যাঃ কথা ব্রহ্মন্ বর্ণাশ্রমসমাহিতান্। ধর্ম্মান্ বদ মহাবাহো শৃণ্বতো মম চাদরাৎ।

ব্যাস উবাচ।

মূলপ্রকৃতিসম্ভূতা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। তেষু বৈ মধ্যমো বিষ্ণুঃ সত্ত্বদেহঃ সনাতনঃ॥ ৪

তস্যাভবন্ মুখাদ্বিপ্রাঃ সর্ব্ববেদসমাশ্রয়াঃ। বাহোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ প্রজাপালনহেতবে।

উরুতো বণিজো জাতা ধনরক্ষণহেতবে। ত্রয়াণাং সেবনার্থায় শূদ্রো জাতস্তু পাদতঃ॥ ৬

বর্ণানেতান্ সমুৎপাদ্য তদ্ধর্ম্মানুদপাদয়ৎ। আগমো নিগমশ্চেতি ধর্ম্মাধ্বানাবুভৌ মতৌ॥ ৭

যাভ্যামেব জগৎ সর্ব্বং ধ্রিয়তে সচরাচরম্। নিগমো বেদমার্গঃ স্যাৎ তন্ত্রমার্গস্তথাগমঃ॥ ৮

বেদমার্গঃ কর্ম্মরূপস্তন্ত্রমার্গস্তু যৌগিকঃ। যোগঃ কর্ম্মবিশেষশ্চ তত্ত্বং তেনৈব লভ্যতে॥ ৯

বেদমার্গাৎ কর্ম্মরূপাদ্যোগকর্ম্ম প্রলভ্যতে। ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ॥

জীবঃ সদা কর্ম্মবশো যাবৎ তত্ত্বং ন গচ্ছতি। তস্মাৎ তত্ত্বার্থিনা বিপ্র সদা জীবেনকর্ম্মবৈ।

কর্ত্তব্যং ন তু তৎ ত্যক্ত্বা দূরতস্তো হ্যধঃ পতেৎ॥ ১১

অদ্বৈতভাবস্তত্ত্বং স্যাৎ তৎ তু বাচা ন গম্যতে॥ ১২

কর্ম্মণা জায়তে দেহো ভূয়স্তত্র চ কর্ম্মণা। স্বর্গো বা নরকো বাপি লভ্যতে বিপ্র সর্ব্বথা ১৩

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চেতি চতুষ্টয়ম্। বর্ণাঃ স্বধর্ম্মনিরতাঃ প্রাপ্যন্তে বিপ্রতাং দ্বিজ ১

ব্রহ্মধর্ম্মরতা ভূত্বা লভন্তে তত্ত্বমুত্তমম্। শৌদ্রান্ ধর্ম্মানশেষেণ কুর্ব্বন্ শূদ্রো যথাবিধি॥ ১৫

বৈশ্যত্বমেতি বৈশ্যশ্চ ক্ষত্রিয়ত্বং স্বকর্ম্মকৃৎ। বিপ্রত্বং ক্ষত্রিয়ঃ সম্যগুনিজধর্ম্মপরো নৃপঃ॥ ১৬

বিপ্রশ্চ মুক্তিলাভেন যুজ্যতে সুকৃতিক্রিয়াপরঃ। সর্ব্ব এতে হি বর্ণা বৈ জ্যেষ্ঠবর্ণক্রিয়াকৃতঃ।

পতন্তি নরকে ঘোরে তস্মাদ্ যো যঃ স বৈ তথা॥ ১৭

তেষাঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনাং বর্ণধর্ম্মান্ যথাক্রমাৎ। কথয়ামি শুভান্ ব্রহ্মন্ গদিতো মে নিশাময়॥ ১৮

অনসূয়া দয়া ক্ষান্তিঃ শৌর্য্যমার্জ্জবনিঃস্পৃহা। অকার্পণ্যমনায়াসং ধর্ম্মোঽয়ং সার্ব্ববর্ণিকম্॥ ১৯

ষড়ৈবেষ গুণাঃ পুংসাং পরত্রেহ চ ভূতয়ে। পৃথগ্বর্ণাংশ্চ তেষাং বৈ বদতো মে নিশাময় ॥
যজ্ঞাধ্যয়নদানানি ব্রহ্মক্ষত্রবিশামিতি। ক্ষত্রিয়ঃ সেবতে বিপ্রং বিপ্রক্ষত্রৌ চ বৈশ্যকঃ ॥ ২১
শূদ্রস্তু কুর্য্যাৎ সেবাং বৈ ব্রহ্মক্ষত্রবিশামিতি। শূদ্রস্য ভরণং কুর্য্যুর্ব্রাহ্মণাদ্যা দ্বিজোত্তম ॥২২
ব্রাহ্মণস্য দেবশর্ম্মা রায়ো বর্ম্মা চ ক্ষত্রিয়ে। ধনো বৈশ্যে তথা শূদ্রে দাসশব্দঃ প্রযুজ্যতে ॥২৩
স্ত্রীষু দেবীতি বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ কথ্যতে। দাসীতি বৈশ্যশূদ্রাণাং কথ্যতে দ্বিজপুঙ্গব ২৪
ব্রাহ্মণং সম্মুখং দৃষ্ট্বা প্রণমেয়ুস্ততঃ পরে। অপ্রণম্য ব্রহ্মহত্যাপাপং তে প্রাপ্নুয়ুর্দ্বিজ ॥ ২৫
ব্রাহ্মণঃ সংস্কৃতোক্ত্যা তু বাচং দদ্যাৎ সুখান্বিতঃ ॥ ২৬
ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা প্রণমেৎ তু পরস্পরম্। পিতা পুত্রং সংপ্রণম্য ন দোষং প্রতিপাদয়েৎ
জলহস্তং বহ্নিহস্তং পঠন্তং ভোজনান্বিতম্। জপন্তং বা পচন্তং বা প্রণমেন্ন কদাচন ॥ ২৮
পুষ্পহস্তং ধ্যানযুক্তং নিদ্রাযুক্তমথাপি বা। ধাবন্তং ক্রোধযুক্তং বা তথা বদ্ধং ন বৈ নমেৎ ॥
আর্দ্রবস্ত্রং শস্ত্রহস্তং পতিতং মত্ততাযুতম্। নীচস্থানস্থিতঞ্চৈব বিমনস্কং তথৈব চ ॥ ৩০
ন নমেৎ পৃষ্ঠতশ্চৈব স্নানং কুর্ব্বন্তমেব চ। পরৈশ্চ পীড্যমানঞ্চ প্রণমেন্ন কদাচন ॥ ৩১
আর্ত্তোঽশুচিঃ পিবন্ নীরং ন খাদন্নপি চানমেৎ। উচ্চৈঃস্থলগতো বাপি প্রণমেন্ন কদাচন ॥
উচ্ছিষ্টশ্চ বিবস্ত্রশ্চ আর্দ্রবাসাশ্চ নো নমেৎ। প্রণতায়ৈব সর্ব্বত্র কুর্য্যাদাশীর্ব্বচো দ্বিজঃ ॥ ৩৩
প্রণামপূর্ব্বে নাশীষ্যাঃ কর্ত্তব্যা হি কদাচন। উভৌ তৌ নরকং যাতৌ ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব চ ॥
গুণবৃদ্ধঃ প্রণন্তব্যো বিপ্রো বিপ্রৈর্বয়োঽধিকৈঃ। গুরবস্তু প্রণন্তব্যা গুণাশ্চেদধমা অপি ॥ ৩৫
গুরবঃ পূর্ব্বমেবোক্তাঃ ক্রমেণ চোত্তমা হিতে। তেষাং নামগ্রহাহ্বানং নিন্দাকারণমেব চ ৩৬
পরোক্ষদোষবাদঞ্চ ত্যজেদবিনয়ং তথা। মাতুলাদ্যা বয়োনীচাঃ প্রণন্তব্যাঃ সদৈব হি ॥ ৩৭
অন্যে সম্বন্ধসংস্থাশ্চেৎপাদস্পর্শনা মতাঃ। পাদস্পর্শপ্রণামন্তু কনিষ্ঠেষু ন চাচরেৎ ॥ ৩৮
প্রণমেয়ুর্জ্জ্যেষ্ঠবংশ্যান্ স্পৃশেয়ুর্ন চ বৈ পদে। কনিষ্ঠবংশ্যা গুরবো জ্যেষ্ঠবংশ্যাংস্তু নো নমেৎ
গুরুসম্বন্ধপর্য্যায়া যে তু স্যুর্বয়সোঽল্পকাঃ। তে ভবন্তি নমস্কার্য্যাস্তন্নমস্কারপূর্ব্বতঃ ॥ ৪০
গুরুভ্যোঽন্যস্ত্রিয়ো নৈব প্রণন্তব্যা দ্বিজন্মভিঃ। বর্জ্জয়িত্বা মাতুলাদীন্ গুরুপুত্রদিকানপি ॥
যুবতীং গুরুভার্য্যাঞ্চ প্রণমেন্ন পদে স্পৃশন্ ॥ ৪১
কনিষ্ঠভ্রাতৃপত্ন্যাস্তু স্নুষায়াঃ শিষ্যযোষিতঃ। শ্বশ্র্বাশ্চ সম্মুখীভূয়ান্ন কদাচিদ্ বিশেষতঃ ॥৪২
স্বকারমঙ্গস্পর্শঞ্চ বহিঃসন্দর্শনস্থিতিম্। উচ্ছিষ্টদাপনঞ্চৈব নাসাং কুর্য্যাৎ কদাচন ॥ ৪৩
জননী গুরুপত্নী চ শ্বশ্রূর্জ্জ্যেষ্ঠসহোদরা। মাতৃষসা মাতুলানী সপ্তমী তু পিতুঃস্বসা ॥ ৪৪
এতা হি মাতৃপর্য্যায়া লঘুস্থক্যোত্তরোত্তরম্। এতা মান্যাশ্চ পূজ্যাশ্চ অগম্যাশ্চৈব সর্ব্বশঃ ॥৪৫
ভার্য্যায়া মাতুলাদ্যাশ্চ প্রণন্তব্যাঃ সমাদরৈঃ। ভার্য্যাভ্রাতা বয়োজ্যেষ্ঠো ন পাদস্পর্শনোমতঃ
ব্রাহ্মণঃ সর্ব্ববর্ণানাং গুরুঃ শিষ্যাঃ পরে মতাঃ ॥ ৪৬
ইত্যেবমুক্তো জাবালে প্রণামবিধিরুত্তমঃ। সোঽন্যথা কুরুতে যেবং স বৈ দণ্ড্যস্তু পণ্ডিতৈঃ
ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে প্রণামবিধির্নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

যথামতি ব্রাহ্মণানাং ধর্ম্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্। পাবনান্ ব্রহ্মণা গীতান্ ব্রাহ্মণৈশ্চরিতানপি
সত্যং শান্তিঃ ক্ষমাঽহিংসা বৈধহিংসাপ্যতোষিতা। দয়া দানঞ্চ ভিক্ষা চ পরানুদ্বেগকারিণী
সৌজন্যং বিনয়শ্চৈব যজনং যাজনং তথা। প্রতিগ্রহশ্চাধ্যয়নাধ্যাপনে স্বল্পভোজনম্ ॥ ৩
অনাবিষাশনঞ্চৈব ব্রতং সূর্য্যস্য সেবনম্। অগ্নিসেবা গুরোঃ সেবা গোসেবানীচতোঽর্চনা ॥৪
অশুচিস্পর্শনঞ্চৈব অশুচিস্থানসংগমঃ। নীচালাপো নীচগেহগমনং নীচবাসনা ॥ ৫
স্নানালস্যং জপালস্যং বর্জ্জনং দুঃখমর্ষণম্। শূদ্রাহ্বানভোজনস্য ত্যাগঃ শাস্ত্রজ্ঞতা তথা ॥ ৬
ধর্ম্মজ্ঞানং ধর্ম্মকথা শাস্ত্রার্থকথনং তথা। অশস্ত্রধারণঞ্চৈব বাণিজ্যবর্জ্জনং তথা ॥ ৭
গোবাহনং চারণঞ্চ গবাং গোবিক্রয়ং তথা। ন কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণঃ কাপি কুর্ব্বাণো দোষভাগ্ ভবেৎ
প্রাণিনাং তেজসাঞ্চৈব বসানাং বাসসামপি। বিক্রয়ং সংত্যজেদ্ বিপ্রস্তথা বেতনভোজিতাম্
চর্ম্মবাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ চর্ম্মবাদ্যোপজীবনম্। চর্ম্মচ্ছেদাদিকঞ্চাপি ন কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণঃ সদা ॥ ১০
ত্রিসন্ধ্যোপাসনং কুর্য্যাৎ সাবিত্রীজপমেব চ। দেবর্ষিপিতৃলোকানাং তর্পণং শুচিরাচরেৎ ১১
প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়ঞ্চ গায়ত্রীস্ত্রিবিধাঃ স্মরেৎ। রক্তাং শ্যামাঞ্চ শুক্লাঞ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্।

এতৎ সন্ধ্যাত্রয়ং প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যং যদধিষ্ঠিতম্ ॥ ১২

নাস্তি যস্যাদরস্তত্র ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে। সন্ধ্যাত্রয়মকুর্ব্বাণঃ সূর্য্যং হন্তি চ পাপকৃৎ ॥ ১৩
অস্নায়ী চ মলং ভুঙ্ক্তে অজপী পূয়শোণিতম্। অকৃত্বা তর্পণং নিত্যং পিতৃহা চোপজায়তে
উদয়ন্তং হি মার্ত্তণ্ডং মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ। সূর্য্যং গ্রসিতুমায়ান্তি মহাঘোরতরাননাঃ ॥ ১৫
প্রাতঃসন্ধ্যা কৃতা তত্র ব্রাহ্মণানাঞ্চ তে দ্বিজ। জলাঞ্জলিভিরস্তুতাঃ পলায়ন্তে সুদূরতঃ ॥ ১৬
যে নিত্যং নাচরন্ত্যেবং ব্রাহ্মণাস্ত্বাত্মঘাতিনঃ। রক্তপাতে পূয়পাতে ধূমোদ্গারে জ্বরে তথা ॥

সূতকে মৃতকেঽশৌচে বৈদিকং কর্ম্ম নাচরেৎ ॥ ১৮

প্রাতঃসন্ধ্যামকৃত্বা তু তদহস্ত্বশুচির্ভবেৎ। সর্ব্ববৈদিককার্য্যেষু প্রযাত্যনধিকারিতাম্ ॥ ১৯
রাজদ্বারে বন্ধনস্থো দূরাধ্বনি ত্বরান্বিতঃ। কুর্য্যাচ্চ মানসীং সন্ধ্যাং নৈব দোষেণ গৃহ্যতে ॥
প্রমাদোন্মাদসম্বাদশোকমোহাদিনাপুনান্। প্রয়াত্যশুচিতাং তত্রসন্ধ্যাং কুর্য্যাৎ তু মানসীম্ ॥
দ্বাদশ্যাং পক্ষয়োরন্তে সংক্রান্ত্যাং শ্রাদ্ধবাসরে। সায়ংসন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কুর্ব্বাণঃ পিতৃহা ভবেৎ
জপেৎ সহস্রং সাবিত্রীং ব্রাহ্মণোঽহরহর্দ্বিজ। তদশক্ত্যা জপেদ্দেবীং গায়ত্রীং শতধাপি চ ॥
মধ্যমাপর্ব্বযুগলং ত্যক্ত্বা চ দশপর্ব্বভিঃ। দক্ষেণ পাণিনা জপ্যা বশীভূতাঙ্গুলেন বৈ ॥ ২৪
সাবিত্রীং প্রজপেদ্ বিপ্রঃ প্রাতর্মধ্যাহ্ন উত্থিতঃ। উষিত্বা প্রজপেৎ সায়ং পশ্চিমাভিমুখস্তথা
সাবিত্রীজপশীলস্য ব্রহ্মহত্যাদিপাতকম্। উপৈতং দৈবযোগেন নশ্যত্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ ॥ ২৬

শতজপ্তা তু সা দেবী দিনপাপপ্রণাশিনী। সহস্রজপ্তা তু তথা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ॥ ২৭
জপ্ত্বা তু দেবীং গায়ত্রীং সূর্য্য এব সমর্পয়েৎ ॥ ২৮
মহেশমুখসম্ভূতা বিষ্ণোর্বক্ষসি সংস্থিতা। ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া ॥ ২৯
মন্ত্রেণানেন গায়ত্রীং সূর্য্যে খলু সমর্পয়েৎ ॥ ৩০
গায়ত্র্যা বর্ণরূপাদি আদিত্যাখ্যপুরাণকে। জ্ঞেয়ং তেনার্থমাজ্ঞায় গায়ত্রীং প্রজপেৎ কৃতী ॥
গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাদ্গায়ত্রীয়ং ততুচ্যতে ॥ ৩২
তর্পণং পিতৃলোকানাং ব্রাহ্মণোঽবশ্যমাচরেৎ। সতিলৈর্বারিভিঃ শুদ্ধৈরকৈর্দক্ষিণামুখঃ ॥
দক্ষিণাগ্রেণ দর্ভেণ জলমাদায় নিক্ষিপেৎ। তথৈব যত্নু বামেন পশ্চিমাগ্রে ন বা কচিৎ ॥৩৪
তিলাংস্তু বামতোনীত্বাহস্পৃষ্টান্গোত্রনামভিঃ। দশান্যূনান্ক্ষিপেৎতোয়েষ্বধেভিচবিনির্দ্দিশেৎ
এবং কৃত্বা তর্পণাদি ব্রাহ্মণাহ্যমতো গৃহম্। আগচ্ছেদ্ব্রাহ্মণাভাবেজলংনীত্বাগৃহংব্রজেৎ ॥৩৬
স্নাত্বা চ ন স্পৃশেল্লোহং রাত্রিবাসশ্চ ব্রাহ্মণঃ। বস্ত্রঞ্চ তদধর্ধৌতং পরিদধ্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥৩৭
ত্যক্তবস্ত্রমশুদ্ধং স্যাদন্তাক্তঞ্চ ক্ষপাংশুকম্। রাত্রিবস্ত্রং বিশেষেণ শতধৌতেন শুধ্যতি ॥ ৩৮
তিলকং যজ্ঞসূত্রঞ্চ বস্ত্রযুগ্মং রদানপি। শুক্লান্ সদৈব কুর্ব্বীত শুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণঃ সদা ॥ ৩৯
সদোপবীতিনা ভাব্যং সদা বদ্ধশিখেন চ। সদা তিলকিনা চৈব দ্বিজেনাচারিণা তথা ॥৪০
মলমূত্রাদিকে ত্যাগেনোপবীতী ভবেদ্ দ্বিজঃ। শির আচ্ছাদ্যকর্ণে বা স্কন্ধে শিরসি বা তথা
উপবীতং সমারোপ্য মুক্তকচ্ছো জলং ত্যজেৎ ॥ ৪১
তৈলাভ্যক্তো ন দ্বিজঃস্যান্মার্ষ্টিংকুর্য্যাৎতু ব্রাহ্মণঃ। মার্ষ্টিংকৃত্বাপি ন ত্যাজ্যংমলমূত্রংকদাচন
মলমূত্রপরিত্যাগে মৈথুনে স্নানভোজনে। দন্তস্য ধাবনে চৈব ষট্সু মৌনং সমাচরেৎ ॥ ৪৩
ব্রাহ্মণস্য তু দেহোঽয়ং ন সুখায় কদাচন। তপঃক্লেশায় ধর্ম্মায় প্রেত্যমোক্ষায় সর্ব্বদা ॥ ৪৪
ব্রাহ্মণে কল্মষং নাস্তি সন্ধ্যোপাসনকারিণি। যথা সূর্য্যে তমো নাস্তি তমোবারণকারিণি ৪৫
ব্রাহ্মণা ভূসুরাঃ প্রোক্তা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবর্চ্চসঃ। ন ক্রৌর্য্যং ব্রাহ্মণে যুক্তং প্রভাহানী রবৌ যথা
সাম্যেন তপসা জীবো জায়তে ব্রাহ্মণে কুলে। স চেন্নীচক্রিয়াকারী আত্মহা কোঽপরস্তথা ॥
স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্ক্তে সমগ্রং স্বং দদাতি চ। তস্যৈবানুগ্রহেণান্নং ভুঞ্জতে ক্ষত্রিয়াদয়ঃ ॥
ব্রাহ্মণস্য ধরা সর্ব্বা ধর্ম্মাশ্চ নিখিলা অপি। যদ্ব্রাহ্মণোঽপি গৃহ্লাতি তচ্ছেষংক্ষত্রিয়াদয়ঃ ॥
ব্রাহ্মণা লোকপিতরো ব্রাহ্মণ্যো লোকমাতরঃ। যেষাং পাদপ্রসূতানি সর্ব্বতীর্থানি নিত্যশঃ
আদিরাজো মনুঃ পূর্ব্বং মর্য্যাদাং সমকারয়ৎ। ব্রাহ্মণানাং সতীনাঞ্চ গবাঞ্চ রক্ষণায় হ ॥৫১
ব্রাহ্মণাংশ্চ স্ত্রিয়ো গাশ্চ পুষ্পেণাপি ন তাড়য়েৎ। বপনং দ্রবিণাদানং স্থানান্নির্বাপণং তথা ॥
এষ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং দেহে নান্যোঽস্তি দৈহিকঃ। যাবদ্গোব্রাহ্মণাঃ সন্তি তাবৎপৃথ্বীচসুস্থিরা
তস্মাৎ পৃথ্বীরক্ষণার্থে পূজয়েদ্দ্বিজগোসতীঃ। স্ত্রিয়োগাবোব্রাহ্মণাশ্চপৃথিব্যা মঙ্গলত্রয়ম্ ॥
একৈষাং যেনকুদৃষ্টস্তু স মঙ্গলপরিচ্যুতঃ। ব্রাহ্মণানাঞ্চ গায়ত্রী স্ত্রীণাঞ্চ ব্রত আর্জবম্ ॥
গবাং স্বভাবঃ পাপানাং মহতাঞ্চ বিনাশকম্ ॥ ৫৫
বিপ্রাণাং চরণৌ তীর্থং গবাং পৃষ্ঠং তথা শুচি। স্ত্রীণাংসর্ব্বাণিচাঙ্গানিতীর্থান্যুক্তানি সূরিভিঃ

ইত্যাদিমন্বর্য্যাদাং যোঽন্যথা কুরুতে জনঃ। স যাতি নরকং ঘোরং কথ্যতে জীবিতোমৃতঃ
প্রাণায়ামী সদা বিপ্রোদহেৎ পাপানি ভূরিশঃ। প্রাণায়ামংবিনাপাপক্ষালনে নাস্তি কারণম্
ইত্যাদ্যা ব্রাহ্মণস্যোক্তা ধর্ম্মা ব্রাহ্মণসত্তম। রাজ্ঞাঞ্চ শৃণু জাবালে ধর্ম্মান্ পরমপাবনান্ ।৫১

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ব্রাহ্মণধর্ম্মো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

রাজা ক্ষত্রিয় ইত্যুক্তঃ প্রজাপালনতৎপরঃ। সত্যং দানং বিষ্ণুভক্তিস্তথা ব্রাহ্মণসেবনম্ ॥ ১
দর্পো বিরোধো নিয়তং যুদ্ধদানপ্রাস গ্রহঃ। পরিথাকরণঞ্চৈব চারেণ রাজ্যদর্শনম্ ॥ ২
মন্ত্রিভির্মন্ত্রণঞ্চৈব শীঘ্রকর্ম্মক্রমেব চ। বহুভির্মন্ত্রণাত্যাগো নচৈকমন্ত্রণাপি চ ॥ ৩
সদাবধানদণ্ডশ্চ দণ্ড্যোপরক্ষণং তথা। শাস্ত্রাদরো বিপ্রভক্তির্ব্রাহ্মণাস্তকরগ্রহঃ ॥ ৪
শোকো বিষাদো মোহশ্চ ব্যগ্রতা চ মূর্খতা। ত্যাজ্যা রাজ্ঞা ইমে দোষাঃপ্রজাসু সুপ্রসন্নতা
পঞ্চরূপাণি রাজানো ধারয়ন্ত্যমিতৌজসঃ। অগ্নেরীশস্য সোমস্য যমস্য বরুণস্য চ ॥ ৬
তান্ ন হিংসেন্ন চাক্রোশেন্নাক্ষিপেন্নাপ্রিয়ং বদেৎ। দেবানৃপতিরূপেণ চরন্তি পৃথিবীমিমাম্ ॥
প্রতাপমগ্নেঃ প্রভুতামিন্দ্রাচ্চন্দ্রাচ্ছ্রিয়ং যমাৎ। ক্রোধং ধনং কুবেরাচ্চ সীস্থানত্বং জনার্দ্দনাৎ ॥ ৮
রাজ্ঞঃ শরীরং ক্রিয়তে বিধাত্রা ধরণীতলে। রাজানমিন্দ্রং জানীত নাস্য ইন্দ্রান্তরাত্তলে ॥ ৯
রাজ্ঞ প্রজাপালনন্তু হয়মেধসহস্রবৎ। স্বাধিকারস্থলোকানাং কর্ম্মণঃ সুকৃতস্য চ ॥ ১০
লভে ষড্‌ভাগন্তু ধর্ম্মেণ পালয়ন্ প্রজাঃ। রাজা দণ্ডকরো ভূয়াদ্‌যস্তয়াপরকৃজ্জনঃ ॥ ১১
হন্তা শক্রশ্চ রুদ্রশ্চ রাজা বৈশ্রবণো যমঃ। বরুণো বায়ুরাদিত্যঃ পর্জ্জন্যোঽগ্নির্মহর্ষিভিঃ ॥
দণ্ডপ্রণয়ং জগৎ সর্ব্বং বশ্যত্বমুপগচ্ছতি। নায়ং জীবস্য লোকোঽস্তি নাপরো দ্বিজসত্তম ॥.১৩
ন হি পশ্যামি জীবন্তং কঞ্চিৎ কিঞ্চিদহিংসয়া। জন্তূনাং বসতাং নিত্যং পৃথিব্যাঞ্চ জলেষু চ
নহণো দিপাত্তে রাজা প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্। যদি দণ্ডো ন বিদ্যেত দুর্ব্বিনীতাস্তদা নরাঃ
হন্যুঃ পশূন্ মনুষ্যাংশ্চ যজ্ঞীয়ানি হবীংষি চ। কাকাদ্যাশ্চ পুরোডাশং শ্বা চৈবাবলিহেদ্ধবিঃ
মমাঞ্চ ন স্যাৎ কস্মিংশ্চিৎ প্রবর্ত্তেতাধরোত্তমম্। চাতুর্ব্বর্ণ্যবিভাগায় দুর্ব্বিনীতভয়ায় চ ॥ ১৭
দণ্ডেন নিয়তং লোকে ধর্ম্মস্থানঞ্চ রক্ষতে। সর্ব্বো দণ্ডজিতো লোকে দুর্লভো হি শুচির্নরঃ ॥
দণ্ডস্য চ ভয়াদ্ভীতা নরাস্তিষ্ঠন্তি শাসনে। কুকর্ম্মণাং নিবৃত্তিশ্চ তস্মাচ্চৈব মহাফলা ॥
স্যাৎ তস্মাদ্রাজদণ্ডেন প্রায়শ্চিত্তফলন্তু তৎ ॥ ১৯
শিষ্যো গুরুমতিক্রান্তে পুত্রে পিতরমেব চ। স্বামিনঞ্চ স্ত্রিয়াং রাজা দণ্ডকর্ত্তা ভবেদ্ দ্বিজ ॥২০
ব্রাহ্মণং দুষ্ক্রিয়ং জ্ঞাত্বা তত্র দণ্ডং ন কারয়েৎ। ন বধ্যো ব্রাহ্মণোবিপ্র স্ত্রী বৃদ্ধো বাল এব চ
যো ন বেদ গুরুং কর্ম্ম পাপং বিপ্র বিগর্হিতম্। পাতকেষু নিবর্ত্তেত বিপ্রহস্তস্তু কারণাৎ ॥২২

শিরসো মুণ্ডনং কৃত্বা গোময়েনোপলেপয়েৎ । নগরং খরযানেন ভ্রাময়েদ্দণ্ডমেব চ ॥ ২৩
ব্রহ্মনির্দ্দিষ্টদণ্ডস্য প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে । ক্ষত্রিয়স্য তু যো দণ্ডস্তং বক্ষ্যাম্যানুপূর্ব্বিকম্ ॥২৪
পরদ্রব্যাভিহরণে পরদারাভিমর্ষণে । ছেদয়েদ্ধস্তপাদৌ চ কর্ণনাসাবকর্ত্তনম্ ॥ ২৫
সর্ব্বস্বহরণং কৃত্বা পররাষ্ট্রং বিবর্জ্জয়েৎ । রাজ্যং ক্ষোভয়তো রাজ্ঞো রাজপত্নীমথাপি বা ॥২৬
শরৈস্তু রাজা বিধ্যেত শক্তিচক্রগদাদিভিঃ । ক্ষত্রিয়স্য হি দুষ্টস্য দণ্ড এব বিধীয়তে ॥ ২৭
বৈশ্যস্যাপি চ যো দণ্ডস্তং প্রবক্ষ্যামি মে শৃণু ॥ ২৮
ক্রূরেষু পাতকেষেব যস্তু বৈশ্যঃ প্রবর্ত্ততে । পরস্বে পরদারেষু তস্য নিগ্রহমাদিশেৎ ॥ ২৯
শূলেন ভেদদণ্ডোঽস্য বৃক্ষশাখাবলম্বনম্ । এষ বৈশ্যস্য দণ্ডঃ স্যাচ্ছূদ্রস্য শৃণু বর্ণ্যতে ॥ ৩০
কুলে শূদ্রস্য যো দুষ্টস্তথৈবাস্য বধঃ স্মৃতঃ । কুঞ্জরেণাভিমর্দ্দেত মুষায়ামপি পাচয়েৎ ॥ ৩১
নৈকস্যার্থে কুলং হন্যান্ন রাষ্ট্রং গ্রামকং তথা । এবং সুশাসিতং কৃত্বা শেষং কোষেষু যোজয়েৎ
এতান্ ধর্ম্মান্ হি যো রাজা জানাতি স হি ধর্ম্মবিৎ । শ্রেয়োঽর্থী সততং রাজা ব্রহ্মবৃত্তিং ন লঙ্ঘয়েৎ
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেৎ তু যঃ । ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভবেৎ ॥ ৩৪
ব্রাহ্মণস্য ভুবঞ্চাপি হর্ত্তারং পাতয়ত্যধঃ । ব্রাহ্মণস্থাপনাদন্যৎ কর্ম্ম রাজ্ঞো নচোত্তমম্ ॥ ৩৫
ব্রহ্মস্বহরণান্নান্যৎ পাপং রাজ্ঞশ্চ বর্ত্ততে । চতুর্ণামেব বর্ণানাং পাপং ব্রহ্মস্বহারণম্ ॥ ৩৬
বিষস্যাগ্নেশ্চ সাধর্ম্ম্যং ব্রহ্মস্বে বর্ত্ততে সদা । বিষাগ্নী একদেশস্থৌ সর্ব্বাঙ্গব্যাপকৌ যথা ।
তথা ব্রহ্মস্বাপহারে একস্মিংশ্চ কুলং দহেৎ ॥ ৩৭
যদাহর্দ্রবিণাদানং দণ্ডং বিপ্রে কৃতাগসি । নীত্বা চ তদ্ধনং সর্ব্বং ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাপয়েৎ ॥৩৮
শাস্ত্রজ্ঞসঙ্গং নৃপতিঃ কুর্য্যান্নিত্যং ন চান্যথা । বেদাগমপুরাণজ্ঞান্ ব্রাহ্মণানথ ভেষজ্ঞান্ ।
জ্যোতির্ব্বিদোঽপি নৃপতির্ন কদাপি পরিত্যজেৎ ॥ ৩৯
এতৈস্ত্যক্তস্য নৃপতের্বিপদস্তি পদে পদে ॥ ৪০
বর্ত্তেত যুদ্ধসামগ্র্যা প্রস্তুতো নৃপতিঃ সদা । ধান্যতণ্ডুলবস্ত্রাদেঃ কোষান্ কুর্য্যাৎ পৃথক্ পৃথক্ ॥
কুর্য্যাচ্চ তেষামধ্যক্ষান্ বেতনেন পৃথক্ পৃথক্ । সৈন্যানাং ভরণং কুর্য্যাৎ সেনাঙ্গং স্যাচ্চতুষ্টয়ম্
রথো হস্তী ঘোটকশ্চ পদাতিশ্চ দ্বিজোত্তম ॥ ৪৩
একো হস্তী রথশ্চৈকস্ত্রয়োঽশ্বাঃ পঞ্চ পত্তয়ঃ । পত্তিরেষা সমুদ্দিষ্টা তত্ত্রিগণনাঃ পরে ॥ ৪৪
সেনামুখং গুল্মগণৌ বাহিনী পৃতনা চমূঃ । অনীকিনী চ দশভিস্তাভিরক্ষৌহিণী তথা ॥ ৪৫
সপ্ততিশ্চ শতান্যষ্টৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ । অক্ষৌহিণ্যাং রথাঃ প্রোক্ত ইভাস্তব এব হি
রথানাং ত্রিগুণা অশ্বা নরাঃ পঞ্চগুণা দ্বিজ । এবমক্ষৌহিণীযন্ধং সৈন্যং রক্ষেত সর্ব্বদা ॥ ৪৭
ব্যয়শঙ্কাং যুদ্ধশঙ্কাং সন্ত্যজেন্নৃপতিঃ সদা । রাজ্ঞাং হি যুদ্ধমরণং স্বর্গদং পরমং মতম্ ॥ ৪৮
ধর্ম্মার্থঞ্চ গৃহার্থঞ্চ বিপত্ত্রাণার্থমেব চ । ত্রিধৈব বিভজেদ্ বিত্তং নৈব দোষে প্রলিপ্যতে ॥৪৯
সাধবো মন্ত্রিণঃ কার্য্যা জ্ঞাতশীলকুলা নৃপৈঃ । বহুচ্ছলাচ্চরন্ত্যেব রাজানো বহুশত্রবঃ ॥ ৫০
চিরং ন স্থাপয়েদেকং মন্ত্রিণঞ্চাপি পাৎ । মন্ত্রী চিরনিবাসো হি রাজানমভিভূয়তে ॥ ৫১
বহুভির্ন বসেদ্রাজা বিযুক্তো নাপি শস্ত্রকৈঃ । অন্নাং ভিন্নান্ত সেবেত ভোজনঞ্চ মিতং চরেৎ ॥

শীলস্বং বহুধা নেচ্ছেন্নপশ্চেত্তু পরি ন্নম্নম্। স্ববুদ্ধ্যা কর্ম্ম কুর্ব্বীত শাস্ত্রবুদ্ধ্যাবিশেষতঃ ॥ ৫৩
সদা স্বস্ত্যয়নী তিষ্ঠেৎ বিপ্রপূজারতঃ সদা। ভ্রাতরং পুত্রবর্গঞ্চ দদ্যান্ন প্রশ্রয়ং কচিৎ ॥ ৫৪
পুণ্যবন্তং সুতং রাজ্যেঽভিষিচ্য ধর্ম্মদর্শনাৎ। প্রকল্প্য বৃত্তিমন্যেষাং ত্যজেদ্রাজ্যং নরেশ্বরঃ ॥
পুরুষে পুরুষে কীর্ত্তিঃ স্থাপনীয়া স্বকর্ম্মতঃ। ইত্যাদ্যা রাজধর্ম্মাস্তে কথিতা হি সমাসতঃ ॥ ৫৬
অথাতঃ শৃণু বক্ষ্যামি ধর্ম্মার্থং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ॥ ৫৭

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে রাজধর্ম্মো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষাকুসীদবৃদ্ধিজীবিকাঃ। ধনস্য বর্দ্ধনং কুর্য্যাদ্রাজ্ঞশ্চ পরিতোষণম্ ॥ ১
ধান্যতণ্ডুলবস্ত্রাণি মণিমুক্তাদিকং তথা। ঘৃততৈলাদি স্বর্ণাদি সর্ব্বদ্রব্যাদিসংগ্রহম্।
ক্রয়ঞ্চ বিক্রয়ঞ্চৈব কুর্য্যাদ্বৈশ্যো হ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ২
বাণিজ্যার্থে গৃহার্থে বা ধর্ম্মার্থেঽন্যাপদর্থকে। চতুর্দ্ধা বিভজেদ্বিত্তং বৈশ্যস্তু দ্বিজসত্তম ॥ ৩
ধর্ম্মং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন ধনরক্ষার্থমেব হি। অন্যথা স্যাদ্বৃথা সর্ব্বং রাজচৌরাগ্নিবারিভিঃ ॥ ৪
সদা স্বস্ত্যয়নী তিষ্ঠেদ্ দ্বিজভূপতিপূজকঃ। শূদ্রস্য পালকশ্চ স্যাৎ সদা ধর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ৫
হস্ত্যশ্বস্বর্ণধান্যাদিভূমিগোমেষবাসসাম্। সর্ব্বেষাং গন্ধদ্রব্যাণাং মূল্যতত্ত্বজ্ঞতাং চরেৎ ॥ ৬
ক্রীণীতে যেন মূল্যেন তস্য ষোড়শমংশকম্। বিক্রীতলভ্যং কুর্য্যাৎ তু অধিকে ধর্ম্মহানিকৃৎ ॥
ঋণং দত্ত্বা মাসি মাসি দত্তষোড়শপাদকম্। গৃহ্নীয়াদ্বৃদ্ধিমিত্যেবমিতি শাস্ত্রমতং মতম্ ॥ ৮
ইতোঽধিকঞ্চেদ্গৃহ্নীয়াৎ তদা ভোগায় নৈতিতৎ। শোধ্যতে তু ঋণং যত্র মাসে তত্রাধিকং ত্যজেৎ
ব্রাহ্মণেভ্য ঋণং দদ্যাদ্গৃহ্নীয়ান্নাধিকং ততঃ। প্রত্যক্ষদেবতারাশ্চ ব্রাহ্মণস্য বচো গুরু ॥১০
দ্রোণাঢ়কাঙ্গুলীহস্তকুড়বাদি তথৈব চ। যাবত্তোলকবৃদ্ধ্যর্থং মানং কুর্য্যাৎ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১১
কুর্য্যাৎ তাভ্রৈঃ সেটকঞ্চ ত্রিংশতা বড়ুভিরেব চ। তদর্দ্ধং তোলকং জ্ঞেয়মেতেন ক্রয়বিক্রয়ৌ ॥
কুর্য্যাদ্বৈশ্যো ধর্ম্মবুদ্ধ্যা নান্যথা ন্যাচরেৎ কচিৎ। ইত্যাদ্যাঃ কথিতা বিপ্র বৈশ্যধর্ম্মাঃ পৃথগ্বিধাঃ ॥১৩
শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণাদীনাং পূজাং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ। আজ্ঞাং ন লঙ্ঘয়েচ্চাপি ন চ তানবধীরয়েৎ ॥১৪
নচৈবাচরেদ্ধর্ম্মং বৈদিকং লৌকিকং তথা। পুরাণপঠনং বেদপঠনং নাপি চাচরেৎ ॥ ১৫
শাস্ত্রার্থকথনঞ্চৈব ন শূদ্রঃ কচিদাচরেৎ। বিপ্রং ক্ষত্রং বিশঞ্চাপি পাঠয়েন্ন কদাচন ॥ ১৬
বর্ণান্ ব্যাকরণাদীন্ বা শ্লোকং শ্লোকার্থমেব বা। শূদ্রো বিদ্যাং গ্রহীতারং ব্রাহ্মণং পাতয়েদধঃ
ব্রাহ্মণোঽপি পঠন্ শূদ্রাদাত্মানমেব পাতয়েৎ ॥ ১৭
ঘৃতং ক্ষৌরং জলং পাদ্যমাসনঞ্চ নিমন্ত্রণম্। ভুক্তোচ্ছিষ্টং ন বৈ দদ্যাচ্ছূদ্রায় ব্রাহ্মণঃ কচিৎ ॥১৮
বেদং ন শৃণুয়াচ্ছূদ্রঃ শৃণুয়াচ্চ পুরাণকম্। আগমস্তপঠেচ্ছূদ্রো গুরুণা দীয়তে তু যৎ ॥ ১৯

স্বাহাপ্রণবসংযুক্তং শূদ্রো মন্ত্রং বিবর্জ্জয়েৎ। দদ্যাচ্ছূদ্রায় বিপ্রস্তু ন স্বাহাপ্রণবান্বিতম্ ॥ ২০
ব্রাহ্মণস্য মুখাচ্ছূদ্রাঃ শ্রুত্বা পৌরাণমক্ষরম্। বিপ্রাণাং পাঠজংপুণ্যং সংপ্রাপ্নোতি নসংশয়ঃ ॥
শূদ্রেভ্যো মন্ত্রদানঞ্চ পুরাণশ্রাবণং তথা। আপদ্ধর্ম্মঃসমুদ্দিষ্টো ব্রাহ্মণস্য চ নান্যথা ॥ ২২
ন চান্যো ব্রাহ্মণাদ্দদ্যাচ্চতুর্ব্বর্ণেভ্য এব চ। মন্ত্রং তন্ত্রং শুভং জ্ঞানং তস্মাচ্ছূদ্রায় দাপয়েৎ ॥
দদ্যান্ন দেবনৈবেদ্যং শূদ্রায় ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ। পাদোদকং ব্রাহ্মণস্য পিবেচ্ছূদ্রঃ প্রযত্নতঃ ॥২৪
ব্রাহ্মণে ভক্তিমাসাদ্য শূদ্রস্তরতি দুর্গতিম্। নোপদেশৈশ্চ মন্ত্রৈশ্চ ন স্তবৈঃ কবচৈরপি ॥ ২৫
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ। ব্রহ্মক্ষত্রবিশামেতন্মহাপাতকমুচ্যতে ॥ ২৬
শূদ্রস্য তু সুরাপানে ব্রাহ্মণীগমনং মতম্। ত্রয়াণামেব বর্ণানাং মাতা ব্রাহ্মণভামিনী ॥ ২৭
ক্ষত্র বিট্শূদ্রকন্যাস্তু বিপ্রাণাং কন্যকাসমাঃ। ক্ষত্রবিট্শূদ্রকন্যানাং তৈর্দত্তানাং দ্বিজোত্তমঃ ॥২৮
গ্রহীতারো ভবন্ত্যেব নানাপত্যাকরাঃ পুনঃ। কিন্তু মাত্রাদিশব্দাস্তু ত্যক্তব্যাস্তত্র সর্ব্বদা ॥ ২৯
ব্রাহ্মণান্নাশনঃ শূদ্রো জলপুষ্পাদি চাহরেৎ। ব্রাহ্মণস্তেন পূজাদি কুর্য্যাচ্ছূদ্রান্তরস্য ন ॥ ৩০
ব্রাহ্মণান্নং বিষং শূদ্রে হ্যসেব্যং কুরুতেত্তুষঃ। সেবিত্বা ব্রাহ্মণান্নন্তু ভুঞ্জীত নান্যথা ক্বচিৎ ॥ ৩১
ব্রাহ্মণস্যাসনে শূদ্রো ন বসেচ্চ কদাচন। ন ব্রাহ্মণাসনাদুচ্চৈর্বসেচ্ছূদ্রঃ কদাচন ॥ ৩২
ব্রাহ্মণাগ্রে পৃথক্ পূজাং কদাচিদপি নাচরেৎ। অঙ্গুল্যগ্রজলকণৈঃশূদ্রস্যাচমনং স্মৃতম্ ॥ ৩৩
সর্ব্বাসামপি চ স্ত্রীণামপি চাচমনং তথা। শূদ্রবস্ত্রং বারিপাত্রং তথা ভোজনপাত্রকম্।
ন ব্রাহ্মণো ব্যবহরেৎ পাপী ব্যবহরাদ্ ভবেৎ ॥ ৩৪
মলমূত্রং পরিত্যক্তা মৃত্তিঃ শূদ্রোমৃজেৎকরৌ। যাবৎ তু পূতিগন্ধস্য পরিত্যাগো ন লক্ষ্যতে ॥
সর্ব্বাসামপি চ স্ত্রীণাং বিধিরেবংবিধো মতঃ। ব্রাহ্মণস্য তু মৃচ্ছুদ্ধিঃ কথ্যতে হ্যবধারয় ॥ ৩৬
একা লিঙ্গে গুদে তিস্রো দশ বামকরেঽপি চ। করক্রোড়ে তথা সপ্ত উভয়োস্তিস্র এব চ।
ত্রিধা ত্রিধা পাদয়োশ্চ নেতব্যা মৃদ এব হি ॥ ৩৭
মধশুদ্ধিং ত্রিধা কুর্য্যাৎ তত আচমনং চরেৎ ॥ ৩৮
প্রক্ষাল্যপাণিপাদৌচত্রিঃপিবেদম্বুবীক্ষিতম্। সংমৃজ্যাঙ্গুষ্ঠমূলেনত্রিঃপ্রমৃজ্যাৎ ততোমুখম্ ॥৩৯
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরম্। অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাস্তু চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃপুনঃ ॥৪০
নাভিং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়ন্তু তলেন বৈ। সর্ব্বাভিশ্চ শিরঃপশ্চাদ্বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ।
এবমাচমনং কুর্ব্বন্ সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ ॥ ৪১
এবং হি ব্রাহ্মণস্যোক্তং জাবালেচমনংশুভম্। শূদ্রাশ্চসর্ব্ববর্ণানাংস্ত্রিয়ো ন কুর্য্যুরীদৃশম্ ॥ ৪২
তিলকং বিন্দুমাত্রন্তু ললাটে শূদ্র আচরেৎ। ব্রাহ্মণশ্চোর্দ্ধতিলকমা শিখান্তং সদা ধরেৎ ॥ ৪৩
ত্রিকালং মধ্যশূন্যন্তু তিলকং মৃত্তিকাদিভিঃ। বাহ্বোশ্চ হৃদয়ে চৈব গ্রীবায়াং পার্শ্বয়োরপি।
ব্রাহ্মণস্তিলকান্যেব কুর্য্যাদ্ বৈ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৪৪
ন বাহ্বোস্তিলকং কুর্য্যাদ্যস্যজীবন্ পিতা স্থিতঃ। তথা জ্যেষ্ঠঃ সোদরশ্চ যস্য জীবতি বা তথা
উচ্ছিষ্টহস্তং শূদ্রং হি স্পৃষ্ট্বা বিপ্রঃ স্বয়ং তথা। উপবাসং প্রকুর্ব্বীত পুনা সংস্পৃষ্ট এব চ ॥৪৬
অস্নাতো ব্রাহ্মণং নৈব স্পৃশেচ্ছূদ্রঃ কদাচন। পরিহাসং ন কুর্য্যাচ্চ বৃষলো ব্রাহ্মণায় হি ॥৪৭

পিতামহপিতৃব্যাদিভ্রাতৃস্পুত্রাদিশব্দতঃ। শূদ্রস্ত ব্রাহ্মণশ্চৈব ন ভাষেতাং পরস্পরম্ ॥ ৪৮
ইত্যদ্যাঃ কথিতা ধর্ম্মা বর্ণানাং দ্বিজপুঙ্গব। অথাশ্রমাণাং সামান্যাৎ কার্য্যাকার্য্যং নিরূপ্যতে

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে বৈশ্যশূদ্রধর্ম্মকথনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

অহিংসাসত্যাস্তেয়াদি পূর্ব্বমুক্তং শ্রুতং ত্বয়া। অতিথেঃ সেবনং দানং-তীর্থপর্য্যটনং তথা ॥ ১
গুরুসেবাং শাস্ত্রবত্তিমাস্তিকত্বং সলজ্জতাম্। স্নানঞ্চ তর্পণঞ্চৈব ব্রহ্মচারী সমাচরেৎ ॥ ২
ভিক্ষাং কুর্য্যাদ্ভিক্ষিতঞ্চ গুরবে সংনিবেদয়েৎ। গুরুবাসে যুবতীভির্ন সম্ভাবেত সর্ব্বথা ॥ ৩
নরাগ্নিঃ প্রমদা নাম ঘৃতকুম্ভময়ঃ পুমান্। সুতামপি রহো জহ্যাৎ প্রাপ্য়াচ্ছ্রেয়সাং পদম্ ॥ ৪
অঙ্গসেবাং চন্দনাদিগ্রহণং দুর্জ্জনাসনম্। ব্রহ্মচারী ন কুর্য্যাদ্বৈ ত্রিসন্ধ্যং স্নানমাচরেৎ ॥ ৫
অভ্যাসেন ধ্রুবং বেদানর্থজ্ঞোঽপি ততো ভবেৎ। আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী ॥
গুরুদ্রব্যং ন ভুঞ্জীত দদ্যাচ্চ গুরবে সদা। মধুরমামিষং তৈলং তাম্বুলমপি বর্জ্জয়েৎ ॥ ৭
খট্টায়াং শয়নঞ্চৈব ব্রহ্মচারী বিবর্জ্জয়েৎ। হবিষ্যাণ্যথ বক্ষ্যামি সাবধানমনাঃ শৃণু ॥ ৮
হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গাস্তিলা যবাঃ। কলায়কঙ্গুনীবারা বাস্তুকং হিলমোচিকা ॥
শাকেষু কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরং। লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে গব্যে চ দধিসর্পিষী ॥ ১০
পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ পনসাম্রহরীতকী। পিপ্পলী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গঞ্চ তিন্তিড়ী ॥ ১১
কদলী লবলী ধাত্রী ফলান্যগুড়মৈক্ষবম্। অতৈলপক্বং মুনয়ো হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে ॥ ১২
বিধবানাঞ্চ নারীণাং হবিষ্যান্নমিদং স্মৃতম্। তাসাং প্রতি ব্রতমিদং মৃতে ভর্ত্তরি সর্ব্বদা ॥ ১৩
ইত্যাদ্যাঃ কথিতা ধর্ম্মা জাবালে ব্রতচারিণাম্। উচ্যতেঽথ গৃহস্থানাং ধর্ম্মো যঃ পরমো মহঃ
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় প্রণমেদ্গুরুদেবতম্। ততো মলং ত্যজেদ্দূরে বহির্গত্বা বসুন্ধরাৎ ॥ ১৫
জলস্য সম্মুখে নৈব ন চ বৃক্ষতলে ক্বচিৎ। হলস্পৃষ্টং তথা সূর্য্যাসম্মুখং বাথ পশ্চিমম্ ॥ ১৬
লিঙ্গস্পর্শং ত্যজেচ্চৈব সন্ত্যাগে মলমূত্রয়োঃ। প্রাতঃকালে তু সম্প্রাপ্তে শৌচং কৃত্বা যথাবিধি ॥ ১৭
ততঃ স্নানং প্রকুর্ব্বীত দন্তধাবনপূর্ব্বকম্। মুখে পর্য্যুষিতে নিত্যং ভবত্যপ্রয়তো নরঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভক্ষয়েদ্ দন্তধাবনম্ ॥ ১৮
দক্ষিণাং পশ্চিমাং কাষ্ঠাং ত্যজেদ্বৈ দন্তধাবনে। প্রাতঃ স্নানং প্রকুর্ব্বীত দৃষ্ট্বা প্রাচীমথারুণাং
ততঃ কুর্য্যাদ্ দিবা স্নানমুদিতে সতি ভাস্করে। অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ দুঃখং পুংদুর্বিচিন্তিতা
অস্মাৎ তেনাভিবিক্তস্য নশ্যন্ত ইতি ধারণা ॥ ২০
এবং স্নাত্বা সসঙ্কল্পং গুরুবাক্যা জপেৎ কৃতী। পঞ্চযজ্ঞান্ প্রকুর্ব্বীত তাংস্তে বক্ষ্যামি তৎশৃণু
অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্

শ্রাদ্ধং বা পিতৃযজ্ঞঃ স্যাৎ পিত্রোর্বলিরথাপি বা । স্বর্গাপবর্গয়োঃ সিদ্ধিং পঞ্চযজ্ঞাৎ প্রচক্ষতে
অভাবে ত্বতিথেঃ পূজা নরমাত্রমথাপি বা । দদ্যাদহরহর্বিপ্র ব্রাহ্মণায়ান্নমুত্তমম্ ॥ ২৪
বৈশ্বদেবাবধিঞ্চাত্র শৃণুষ্ব দ্বিজসত্তম । কুশণ্ডিকাসংস্কৃতাগ্নৌ জুহুয়াৎ সাগ্নিকো দ্বিজঃ ॥ ২৫
নিরগ্নির্লৌকিকাগ্নৌ হি মুনীনাং মতমুত্তমম্ । তদভাবে জলেপৃথ্ব্যাংবিনাসংস্কারমাহরেৎ ॥২৬
অক্ষারলবণং যংতু হবিষ্যান্নং ঘৃতাচিতম্ । জুহুয়াদ্বিপ্র শুদ্ধান্নং বৈশ্বদেববিধিস্ত্বয়ম্ ॥ ২৭
ব্রাহ্মণাদ্যৈঃ প্রকর্ত্তব্যঃ পঞ্চসূনাপনুত্তয়ে । নবগ্রহান্ পূজয়িত্বা দিক্পালাংশ্চ প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮
সূর্য্যায় সূর্য্যাপুরুষে ইত্যাদিকমপি ক্রমাৎ । সর্ব্বেভ্যস্তু বলিং দদ্যাৎ ততঃ কীটপিপীলিকাঃ ॥
অন্নৈঃ প্রপূজয়েৎকাশ্চ পূজয়েৎ পরমাদরাৎ । কৃত্বা চৈবংবিধিংবিপ্রঃপরান্নংপরিবর্জ্জয়েৎ ॥
নিত্যশ্রাদ্ধন্তু কুর্য্যাদ্বৈ যত্নৎ প্রতিদিনং কৃতম্ । দদ্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন চ ॥ ৩১
পয়োমূলফলৈর্ব্বাপি পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহন্ । গোগ্রাসন্তু ততো দদ্যান্মন্ত্রেণানেন ভূসুরঃ ॥৩২
ওঁ সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ । প্রতিগৃহ্ণন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ
ততোঽতিথীংশ্চ সেবেত যথাশক্তি দ্বিবোধ তম্ । স্বাধ্যায়েনাগ্নিহোত্রেণ যজ্ঞেনতপসাপি বা

ন প্রাপ্নোতি গৃহী লোকান্ যথা চাতিথিপূজনাৎ ॥ ৩৫

ন বৈ স্বয়ং তদশ্নীয়াদতিথিং যন্ন পূজয়েৎ । ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যঞ্চাতিথিপূজনম্ ॥ ৩৬
ততো ভুঞ্জীতগার্হস্থ্যীকৃতমৌনো যথাবিধি । অন্নংবিলোক্যহৃদয়োক্ত তেজোঽসীতি স্পৃশন্নয়েৎ
চতুষ্কোণমণ্ডলেন পঞ্চ ভাগাংশ্চ নির্ব্বপেৎ । ভূর্ভুবো ভুবনপতয়ে ভূতানাং পতয়ে তথা ॥৩৮
পঞ্চভূতাত্মনে মধ্যে স্বাহান্তং মন্ত্রপঞ্চকম্ । উৎসৃজেদথ গণ্ডূষং পিবেদুচ্চারয়ন্নিতি ॥ ৩৯
অমৃতোঽপস্তরণমসি স্বাহেতি তত্ত্বমুদ্রয়া । পঞ্চ গ্রাসাংস্ততঃ কুর্য্যাৎ প্রাণাপানাদিনা দ্বিজ ॥৪০
তে স্বাহান্তেন চাদৌ তু ব্যাহৃত্য প্রণবাক্ষরম্ । আয়ুষ্কামঃ প্রাঙ্মুখঃ সন্ সত্যকাম উদঙ্মুখঃ
শ্রীকামঃপশ্চিমাস্যশ্চদক্ষিণাস্যো যশোঽর্থকঃ । জীবন্ পিতাবামাতা বা যস্য নাস্তি বিধিস্তথা
পীঠে পাদং সমারোপ্য জলাধারঞ্চ বামতঃ । নাশ্নীয়াৎপঙ্ক্তিমধ্যস্থোনত্যজেৎ পঙক্তিমেব হি
অমাবাস্যাপৌর্ণমাসীচতুর্দ্দশ্যষ্টমীষু চ । রবিবারে তথা ভানুসংক্রান্ত্যাং দ্বাদশীতিথৌ ।

পুণ্যাহেষু চ সর্ব্বেষু মৎস্যমাংসং ন ভক্ষয়েৎ ॥ ৪৪

মৎস্যং মাংসং মসূরঞ্চ মাষং নিম্বং তথার্দ্রকম্ । তৈলঞ্চ রবিবারেষু ন গৃহ্লীত কদাচন ॥ ৪৫
রোহিতং শকুলঞ্চৈব তথৈব শফরাদিকম্ । শুক্লবর্ণং সশল্কঞ্চ মৎস্যং ভুঞ্জীত ব্রাহ্মণঃ ॥ ৪৬
সর্ব্বাঙ্গুলীভিরশ্নীয়াৎ কম্পয়েন্ন করৌ ক্বচিৎ । নিঃশব্দং ভোজনং কুর্য্যান্নাঙ্গুলীপৃষ্ঠমাবহেৎ॥৪৭
আদৌ ঘৃতান্নমাহার্য্যাং ব্যঞ্জনং শাকমাদিতঃ । ততঃ সূপাদি ভুঞ্জীত ক্ষীরান্নংভোজনং চরেৎ
ন ক্ষীরে লবণং দদ্যান্নান্নেষু গুড়মেব চ । ক্ষীরং তথামিষং ভুক্ত্বা ন ভুঞ্জীত কদাচন ॥ ৪৯
পাষাণপাত্রে পত্রেশ্বা সর্ব্বেষাং ভোজনং শুভম্ । গৃহস্থশ্চ ভগ্নকাংস্যে তাম্রপাত্রে ন চৈবহি
জলঞ্চ তাম্রপাত্রেণ ন ভুঞ্জীত গৃহী ক্বচিৎ । মলমূত্রত্যাগশৌচং ন কুর্য্যাৎ তাম্রবারিণা ॥ ৫১
বিলম্বং ভোজনং পাপং পুণ্যদং শীঘ্রভোজনম্ । বিপ্রাণামুপরোধেন নিয়মন্ত ত্যজেৎ সকৃৎ ॥
বহূনাংভুঞ্জতাংমধ্যে নৈকোঽশ্নীয়াৎ ত্বরান্বিতঃ । বৃথা ন বিকিরেদন্নং নোচ্ছিষ্টঃকুত্রচিদ্ব্রজে

শ্লোকপাঠং পুরাণার্থং শাস্ত্রার্থকথনং তথা । উচ্ছিষ্টবদনো নৈব কুর্য্যাদন্নং ন চোচ্চরেৎ ॥৫৪
কক্রিয়াদিস্পৃষ্টমন্নং স্ত্রীস্পৃষ্টঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ । শুনা স্পৃষ্টঞ্চ দুষ্টঞ্চ বর্জ্জয়েদ্ভোজনং দ্বিজঃ ॥ ৫৫
মার্জ্জারো মক্ষিকং স্পৃষ্টো ন তেন স্পৃষ্টমুজ্ঝয়েৎ । হস্তপাত্রে বস্ত্রপাত্রেভূপাত্রে নাপিভুজ্যতে
মৃৎপাত্রে নাম্বু পেয়ঞ্চ শীতশেষঞ্চ বর্জ্জয়েৎ । নোৎসৃষ্টে ঘৃতমাদদ্যান্ন ভুঞ্জীতানিবেদিতম্ ॥
আর্দ্রবাসা নৈকবাসা ন ভগ্নাসনগস্তথা । শয়ানঃ প্রৌঢ়পাদশ্চ কৃত্বা চৈবাবসক্থিকাম্ ॥ ৫৮
পিবেন্নাঞ্জলিনা তোয়ং ন তোয়ে মুখমর্পয়ন্ । নচ প্রাতর্ন সন্ধ্যায়াং সার্দ্ধযামাধিকে তথা ॥
রাত্রিকালে ন ভোক্তব্যং সুখরাত্রিং বিনা নরৈঃ । অনাবৃতস্থলে নৈব ভুঞ্জীত বৈ কদাপি চ ॥
অর্দ্ধখিন্নং প্রেতভক্ষ্যং সুখিন্নং বেদসম্মতম্ । দ্বিখিন্নঞ্চ নরৈর্ভক্ষ্যং ত্রিখিন্নং ব্রহ্মগর্হিতম্ ॥৬১
একখিন্নং তাম্রশুদ্ধং পুনঃ খিন্নং ভবেদ্ যদি । তদ্দ্বিখিন্নন্তু ভক্ষ্যং স্যাদন্যথা গর্হিতন্তু তৎ ৬২
দগ্ধং দুষ্কৃমিদুষ্টঞ্চ দন্তকাবজ্ঞয়া চ যৎ । ন ভোক্তব্যং পর্য্যুষিতং দৃগ্‌জিহ্বাপ্রীতিবর্জ্জিতম্ ॥৬৩
ইত্যাদি ভোজনে ধর্ম্মাঃ কথিতাস্তে দ্বিজোত্তম । অন্তে গণ্ডূষমাহার্য্যং মাধুর্য্যান্তং সমর্পয়েৎ ॥
ততো মৃত্তির্হস্তবক্ত্রদন্তান্ সংশোধ্য যত্নতঃ । মুখশুদ্ধিং ততঃ কুর্য্যাৎ তাম্বূলতুলসীদলৈঃ ॥ ৬৫
শ্রীহরিস্মরণেনাপি দ্বিরাচম্য তথাপি বা ॥ ৬৬

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে আশ্রমধর্ম্মকথনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

অথ ভুক্ত্বা সুখীভূয় পুরাণশ্রবণাদিকম্ । রাজ্ঞশ্চ দর্শনং কুর্য্যাৎ ততঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ ॥ ১
সন্ধ্যাপ্রদীপং প্রজ্বাল্য প্রণমেৎ তদনন্তরম্ । একদা জলবহ্নী চ নাহরেদ্বৈ কদাচন ॥ ২
শাস্ত্রচিন্তাং ভোজনঞ্চ শয়নং গমনং তথা । মৈথুনঞ্চ ততঃ ক্রীড়াংসন্ধ্যাকালেবিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩
কৃতপাদাদিশৌচস্তু ভুক্ত্বাসায়ং ততোগৃহী । গচ্ছেচ্ছয্যাংপ্রস্ফুটিতামপিদারুময়ীংশুভাম্ ॥ ৪
নাবিশালাং ন বা ভগ্নাং নাসমাং মলিনাস্বু চ । ন চ জন্তুময়ীং শয্যামবতিষ্ঠেদনাবৃতাম্ ॥ ৫
প্রাচ্যা দিশি শিরঃ শস্তং যাম্যায়ামথবাদ্বিজ । সদৈব স্বপতঃ শস্তংবিপরীতন্তুরোগদম্ ॥ ৬
নমো নন্দীশ্বরায়েতি যশ্চোক্ত্বা স্বপাতে নরঃ । তস্যকুম্ভাণ্ডরাজেভ্যোনভবিষ্যতি বৈ ভয়ম্ ॥
পদ্মনাভং নমস্কৃত্য নাগদেবীং তথোরগান্ । গৃহদেবীং তথা নত্বা গৃহী শয়নমাচরেৎ ॥ ৮
ন তৈলাক্তো নার্দ্রবাসা নার্দ্রপাদো ন চর্ম্মণি । ন যোত্তরাশিরাবিপ্রননগ্নোঽপিশয়ীত হ ॥ ৯
গৃহমূর্দ্ধকোষ্ঠস্য দৈর্ঘ্যং নানুশয়ীত তু । ন কুর্য্যাচ্ছয়নাৎ পূর্ব্বমনিষ্টচিন্তনং নরঃ ॥ ১০
দারোপগমনং কুর্য্যাৎ সকাম ঋতুসঙ্গতৌ ॥ ১১
চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা । পূর্ব্বাণ্যমূনি চোক্তানি রবিসংক্রান্তিরেব চ ॥ ১২

স্ত্রীতৈলমাংসসম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈ পুমান্ । বিমূত্রভোজনং নাম প্রয়াতি নরকং মৃতঃ ॥১৩
অভ্যঙ্গক্ষৌরমাংসানি যোষিৎসঙ্গং তথাখিলম্ । নন্দারিক্তাজয়াপূর্ণাভদ্রাস্বাচরেৎক্রমাৎ ॥ ১৪
অভ্যঙ্গ-যোষিৎসঙ্গঞ্চক্ষৌরংমাংসঞ্চবর্জ্জয়েৎ । অভ্যঙ্গ-ক্ষৌরমাংসানিযোষিৎসঙ্গংপরিত্যজেৎ ।
অর্কে কুজে কবৌ ভৌমে বুধে চৈব ক্রমান্নরঃ ॥ ১৫
তৈলং হস্তাসু চিত্রাসু শ্রবণাসু চ বর্জ্জয়েৎ । ক্ষৌরংবর্জ্জ্যংবিশাখায়াংমূলেভাদ্রপদে মৃগে ॥
মাংসং বর্জ্জ্যং যোষিতঞ্চ মঘাবহ্ন্যন্তরেষু চ ॥ ১৬
অনৃতৌ তু স্ত্রিয়ং গচ্ছেৎ সকামাং কামভাববান্ ॥ ১৭
ষোড়শর্ত্তুনিশা নারী পৃথ্বীশব্দেন কথ্যতে । তত্র যুগ্মাসু পুংযোগাৎপুত্রঃ সূতেদ্বিজোত্তম ॥ ১৮
এবং তু ভ্যং নিগদিতংগৃহিণাংদারসেবনম্ । সামান্যধর্ম্মান্গৃহিণাংনিবোধকথয়ামিতে ॥ ১৯
উচ্ছিষ্টঞ্চ মলং মূত্রং শ্লেষ্মাণং পাদতাড়নম্ । জলেষু বর্জ্জনীয়ানিবহ্নাবপি শমিচ্ছুভিঃ ॥ ২০
জলাগ্নিসম্মুখেনাপি মলং মূত্রঞ্চ ন ত্যজেৎ ॥ ২১
পরিদধ্যান্নয়ো বস্ত্রং দশাং নাত্তোপ্রযোজয়েৎ । পূর্ব্বধৌতং স্ত্রিয়াধৌতং যদ্ধৌতংরজকৈরপি ॥
তদধৌতং বিজানীয়াৎ দশাদক্ষিণপশ্চিমে । পূজাশ্রাদ্ধাদিকার্য্যেষু তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
বিচিত্রসর্ব্বসূত্রঞ্চ পূজায়াং বসনং ত্যজেৎ । পূর্ব্বাস্য উত্তরাস্যো বা পূজাং কুর্য্যাদ্যথাবিধি ।
মলিনে চ তথা ভগ্নে শূন্যব্যবহৃতে তথা । বস্ত্রে পাত্রে চ পূজাশ্চ বৃথা সূতে চ বাসসি ॥ ২৪
সন্ধ্যানিশি ব্রাহ্মণে চ সমায়াতেঽতিথৌ গৃহী । পূজাশ্রাদ্ধং তথারব্ধং তৎপূজানন্তরংচরেৎ ॥
আসনং বসনং শয্যা দারাঃ পুত্রঃ কমণ্ডলুঃ । আত্মনঃ শুচিরেতানি ন পরেষাং কদাচন ॥২৭
তস্মাৎ পরাস[illegible]দৌ তু নৈব দেবান্ প্রপূজয়েৎ পূজায়াস্তু গুরুং দৃষ্ট্বা ত্যজেৎ পূজাংমুদান্বিতঃ
ত্যাগায় পীড়য়ন্ত্যেব মলং নাভেরধোগতম্ । তত্ত্যাগায় বহির্দ্দেশং পূজাং কুর্ব্বন্নপি ব্রজেৎ ॥
ততঃ পুনঃ শুচীভূয়াচম্য কৃত্বাত্মশোধনম্ । অবশিষ্টক্রিয়াং কুর্য্যাৎস্নায়াৎস্পৃষ্টোঽন্ত্যজাতিভিঃ
গবাং সেবা তু কর্ত্তব্যা গৃহস্থৈঃ পুণ্যলিপ্স ভিঃ । গবাং সেবাপরো যস্তু তস্য শ্রীর্বর্দ্ধতেঽচিরাৎ
ব্রাহ্মণানাং তথাগ্নীনাং গুরূণাঞ্চ গবাং তথা । স্ত্রীণাঞ্চ দেবলিঙ্গানাং নাগচ্ছেন্মধ্যতঃক্বচিৎ ॥
যুধ্যতাং বদতাঞ্চাপি সর্ব্বেষামপি সর্ব্বদা । মধ্যেন নৈব গন্তব্যং তৃণাভ্যন্তরতো ব্রজেৎ ॥৩৩
গুরুর্গঙ্গা চ মাতা চ পিতা সূর্য্যেন্দুবহ্নয়ঃ । প্রত্যক্ষদেবতা এতাঃ পতিঃ স্ত্রীণাং তথা স্মৃতঃ ॥
ব্রাহ্মণাশ্চ স্ত্রিয়ো গাবো বিরক্তশ্চ তথাতিথিঃ । গাবো যত্র তু তিষ্ঠন্তি তৎস্থানংনিয়তংশুচিঃ
গবাং স্পর্শেন সর্ব্বাণি সংশুধ্যন্ত্যেব সর্ব্বথা । গবাং মূত্রং পুরীষঞ্চ পবিত্রং পরম মতম্ ॥৩৬
ক্ষীরং দধি ঘৃতঞ্চৈব ভোজনে মৃতোপমম্ । এতৈর্বিনা ভোজনন্তু বৃথাভোজনমিষ্যতে ॥ ৩৭
বিশেষতো ব্রাহ্মণস্তু নাগব্যং ভোজনং চরেৎ । উপেক্ষ্যং সর্ব্বমেব স্যান্ন তু গব্যং কদাচন ॥
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিস্তথোত্তমম্ । পঞ্চগব্যমিদং প্রোক্তং স্নানীয়ং সর্ব্বদৈবতৈঃ
ভূসুরা ব্রাহ্মণাঃ প্রোক্তা গব্যঞ্চাপি ধরামৃতম্ । গব্যভোজী সদা বিপ্রো হ্যমরত্বমবাপ্নুয়াৎ ৪০
তাড়নং স্ত্রিয়তাংবাক্যং স্পর্শনং তালপত্রতঃ । পাদাঘাতং তক্ষ্যরোধং বর্জ্জয়েদ্গোষু মানবঃ ॥
গোগৃহেষু মধূনঞ্চ ক্ষৌরঞ্চামিষভোজনম্ । পীঠাসনং প্রাণিদাহং ব্যায়ামং মৈথুনং তথা ॥৪২

মিথ্যাবাক্যং প্রাণিহিংসাং ভূষ্টদ্রব্যস্ত ভোজনম্। পরান্নভোজনঞ্চৈব যাদশৈব বিবর্জ্জয়েৎ ৪৩
গবাপরাধদণ্ডঞ্চ গৃহস্থানাং ন কারয়েৎ। এতান্ দ্বিজেন্দ্র গোধর্ম্মান্ গৃহী কুর্য্যাৎ সুখংলভেৎ ॥
কৃষকস্তু বাহয়েদ্গাং সার্দ্ধপ্রহরমেব হি। ততোঽধিকং বাহয়ন্ গাং গোবধ্যপাতকী ভবেৎ ॥
উচ্ছিষ্টান্নং তথা গোভ্যো ন দদ্যান্মানবঃ ক্বচিৎ ॥ ৪৫

যাত্রাকালে সবৎসাঞ্চ ধেনুং দৃষ্ট্বা সুখং ব্রজেৎ। দধি শুক্লঞ্চ কুসুমং সুন্দরীং হস্তিনং হয়ম্ ৪৬
দূর্ব্বাঞ্চ শুক্লধান্যঞ্চ জলপূর্ণং ঘটং তথা। শিবাং বিপ্রং শঙ্খচিল্লং খঞ্জনং সজ্জনং তথা ॥ ৪৭
পরার্থঞ্চ পরেণোক্তং মঙ্গলং বচনন্তু যৎ। বিল্ববৃক্ষং মৌক্তিকঞ্চ শঙ্খং জিগমিষুঃস্মরেৎ ॥ ৪৮
দূরদেশং ন চৈকাকী তৃতীয়ো চ নহি ব্রজেৎ ॥ ৪৯

ভদ্রাঞ্চ বারবেলাঞ্চ রিক্তাং পাপদিনানি চ। তিথিবারেষু দিগ্দোষান্ বর্জ্জয়িত্বা সুখংব্রজেৎ ॥
আষাঢ়ীকার্ত্তিকীমাঘীবৈশাখীষু দ্বিজোত্তম। রবিসংক্রমমেষাদৌ যুগাদ্যাসূত্তরাসু চ ॥ ৫১
ব্যতীপাতে চ পূর্ণ্যায়াং গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ। মাঘে মাসি চ সপ্তম্যাং ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীদিনে
শিবরাত্রিচতুর্দ্দশ্যাং মহাপূজাদিনেষু চ। সোমাবস্যা ভৌমচতুর্থ্যা গুর্ব্বষ্টম্যর্কসপ্তমী ॥ ৫৩
শ্রাদ্ধাহে জন্মদিবসে একাদশ্যাং দিনক্ষয়ে। অর্দ্ধোদয়ে চ বারুণ্যাং কুর্য্যাদ্দানংমনঃশুচিঃ ৫৪
তীর্থস্নানং সাধুসঙ্গং দেবতারাধনং তথা। পুরাণশ্রবণঞ্চৈব মিষ্টং ভুঞ্জীত ভোজয়েৎ ॥ ৫৫
রাজসন্দর্শনঞ্চৈব কলহাদিবিবর্জ্জিতম্। কুর্য্যাচ্চ মৈথুনত্যাগং নদীলঙ্ঘনবর্জ্জনম্ ॥ ৫৬
আমিষঞ্চ ত্যজেৎ পৃথ্বীখননং বাহনং গবাম্। বস্ত্রেষু ক্ষারসংযোগাং দন্তধাবনমেব চ।
ত্যজেৎ কুর্ব্বংস্তু আবালে নিশ্চিতং নারকী ভবেৎ ॥ ৫৭

গৃহস্থস্তু স্বয়ং রাজা নাবমন্যেত তং পরঃ। স দণ্ডকর্ত্তা গার্হস্থ্যে ভৃত্যপুত্রাদিকেষ্বপি ॥ ৫৮
কালসন্ধ্যা তু সূর্য্যাস্ত ন ভুঞ্জীরন্ দ্বিজাতয়ঃ। বৃথাচেষ্টাং বৃথাবাক্যং ন গৃহস্থঃসমাচরেৎ ॥৫৯
বিবস্ত্রাং ন স্ত্রিয়ং পশ্যেজ্জরতীং যুবতীং তথা। অবিরক্তস্য পুংসস্তু ন লিঙ্গমবলোকয়েৎ ॥৬০
ন স্ত্রিয়ো দর্শয়েল্লিঙ্গং পশুবৎ তা ন কারয়েৎ। বেত্তালপ্রতিকো ন স্যাৎ করপ্রতিকোঽপি চ
ধর্ম্মধ্বজী ছদ্মহিংসী শঠো দৃষ্টিকরশ্চ বা। নৃত্যগীতঞ্চ বাদ্যঞ্চ ন কুর্য্যাদ্যশসে দ্বিজঃ ॥ ৬২
চিকিৎসকস্য ভিক্ষোশ্চ তথা বার্দ্ধুষিকস্য চ। পাষণ্ডস্য চ নৈবান্নং ভুঞ্জীত নাস্তিকস্য চ ॥৬৩
নৈকঃ স্বপ্যাচ্ছূন্যগেহে সুপ্তং নৈব প্রবোধয়েৎ ॥ ৬৪

যস্যা যোনির্ব্যাবৃতাস্যাৎতথাবা চক্ষুরাকৃতিঃ। তাং যোপগচ্ছেদ্বনিতাংপর্ণাকৃতিভগাং তথা ॥
তস্যাং পুত্রঃ সমুৎপন্নো ধর্ম্মকামার্থহৃদ্ভবেৎ ॥ ৬৬
সুলক্ষণেন পুত্রেণ হেতুনা ভোগ্যবান্পুমান্ ॥ ৬৭

ঔরসঃ ক্ষেত্রজো দত্তঃ কৃত্রিমো গূঢ়সম্ভবঃ। অপবিদ্ধশ্চ কানীনঃ সহোঢ়ঃ ক্রীত এব চ ॥ ৬৮
পৌনর্ভবঃ স্বয়ংদত্তঃ শৌদ্রো দ্বাদশ পুত্রকাঃ। দায়াদা আদিমাঃ ষট্ স্যুর্লঘুত্বঞ্চোত্তরোত্তরম্
বিধিসংস্কারলব্ধায়াং ভার্য্যায়াং জাত ঔরসঃ। স্বক্ষেত্রে পরশুক্রেণ জনিতঃ ক্ষেত্রজঃ সুতঃ ॥৭
আপৎকালে পিতৃভ্যাস্তু দত্তোঽদ্ভির্দত্ত উচ্যতে। পরপুত্রে স্বপুত্রত্বং কল্প্যতে স তু কৃত্রিমঃ ॥
অজ্ঞাতজন্মা স্বগৃহে উৎপন্নো গূঢ়জশ্চ সঃ। মাত্রা পিত্রাথবোৎসৃষ্টো গৃহতে সোঽপবিদ্ধকঃ।

কন্যয়া জনিতঃ পুত্রঃ কানীনঃ পিতৃবেশ্মনি। পুত্রার্থে দত্তকন্যায়াঃ সুতঃ কন্যাপিতুঃ স চ ৭৩
গর্ভিণ্যা দৈবলব্ধায়াঃ সংস্কর্ত্তুঃ স্যাৎ সহোঢকঃ। মূল্যক্রীতস্বপত্ন্যার্থে পুত্রঃ স ক্রীত উচ্যতে
নার্য্যা পত্যন্তরং কৃত্বা কৃতঃ পৌনর্ভবঃ সুতঃ। স্বয়ং যঃ পুত্রতামেতি স্বয়ংদত্তঃ পরস্য সঃ।
শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শৌদ্রঃ পারাশবঃ স্মৃতঃ॥ ৭৫
কন্যাঃ পরিক্রীণতাপ্তাঃ পঞ্চবর্ষাধিকাঃ কৃতাঃ। ন ভবন্তি হি তে পুত্রা ভরণ্যার্থাস্তু কেবলম্।
সংস্কারেণাপি চৈকেন স্বয়ংদত্তস্য পুত্রতা॥ ৭৬
সোদরাণাস্তু ভ্রাতৃণাং পুত্রেণৈকেতরেণ বৈ। পুত্রবন্তস্তু সর্ব্বে স্যুরেকপত্ন্যস্তথা স্ত্রিয়ঃ॥ ৭৭
পুত্রেষ্বেতেষু যঃ পুত্র ঔরসঃ পিতৃদায়ভাক্। শেষাণামানৃশংস্যার্থং প্রদদ্যাৎ তু প্রজীবনম্ ৭৮
যৎ শুক্রং ব্রহ্ম তৎপ্রোক্তং কামাগ্নিগলিতং ভবেৎ বিবাহসংস্কৃতায়াস্তু নার্য্যাংকামানলে ক্ষিপেৎ
ফলং তস্য সুতোৎপত্তিঃ পাবনীপুনরিষ্টিদা। অযোনৌ পরযোনৌ চ তস্মাচ্ছুক্রংন নিক্ষিপেৎ
শুক্রব্যয়ং বাগ্ব্যয়ঞ্চ নৈব কুর্য্যাদ্ বৃথা ক্বচিৎ॥ ৮০
ভগলিঙ্গাদিশব্দঞ্চ নোচ্চরেৎ পরগোচরম্। উচ্চরেদাশ্বিনে মাসি মহাপূজাদিনেষু হি॥ ৮১
মাতৃণাঞ্চ সুতানাঞ্চ সমীপে ন কদাপি চ। অশক্তিদীক্ষিতায়াশ্চ শিষ্যায়াঃ সন্নিধৌ ন চ॥৮২
দেবী হি ভগরূপৈব ভগলিঙ্গরসপ্রিয়া। তস্মাৎ তৎপ্রিয়কাম্যায়ৈ তৎপূজার্হস্তদা বদেৎ॥ ৮৩
জননী গুরুপত্নী চ জ্যেষ্ঠসোদরপত্নিকা। শ্বশ্রূর্জ্যেষ্ঠা সোদরা চ পিতৃব্যস্ত্রী চ মাতুলী॥ ৮৪
মাতুঃ পিতুঃ স্বসা চৈব নবৈমা মাতরঃ স্মৃতাঃ॥ ৮৫
পুত্রী কনিষ্ঠসোদর্য্যা পুত্রভার্য্যা তথৈব চ। কনিষ্ঠসোদরস্ত্রী চ শিষ্যা পুত্রবধূস্তথা॥ ৮৬
ভ্রাতুষ্পুত্রী ভাগিনেয়ী নবমী শরণাগতা। সুতাপর্য্যায়কাস্ত্বেতাঃ স্নেহ-শাসনভাজনম্॥ ৮৭
অষ্টাদশ স্ত্রিয়স্ত্বেতা যাশ্চ তচ্ছন্দভাবিতাঃ। অকামসম্মতাশ্চাপি পতেদুপগতঃ ক্ষণাৎ॥ ৮৮
ম্লেচ্ছাঞ্চ যবনীঞ্চাপি গত্বা জাত্যা পরিত্যজেৎ॥ ৮৯
কলাবেতাসু সঙ্গম্য দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ। দুর্ব্বহঃ শক্ত্যনুষ্ঠানং তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥ ৯০
অলঙ্ঘ্যং শিববাক্যঞ্চ যোগপন্থানমুত্তমম্। তস্মাদ্‌যোগপ্রিয়াং দেবীংভজন্ কুর্ব্বন্ ন দোষভাক্
ত্রিষু ভাবেষু যো ভাবো বৈষ্ণবক্রম ইষ্যতে। ভাবঃ পাপক্ষয়ায়াসৌ প্রথমঃ পরিকল্প্যতে॥
কল্প্যতে মধ্যমো ভাবস্তত্রানুষ্ঠানভূতয়ঃ। ভজতাং যত্নসম্পন্না ভবন্তীষ্টপ্রপূর্ত্তয়ে॥ ৯৩
দিব্যস্তৃতীয়ো ভাবো যস্তত্রানুষ্ঠানভূতয়ঃ। ভবন্ত্যযত্নসম্পন্না দেবতালাভকারণম্॥ ৯৪
তস্মাদ্ধর্ম্মং পরং সূক্ষ্মং বধ্যমানো হি সর্ব্বদা। কর্ম্মদেবপরালীতি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
অধর্ম্মবৎ প্রকাশন্তো ন লঙ্ঘেয়ুংস্তু সৎপথাঃ॥ ৯৫
যথারুচি ভবেৎ সর্ব্বা দেবতা ফলতঃ সমা। ভজন্নেকাং পরাং নিন্দন্ ভজতে নরকায় তৎ॥
বিপ্রঃ সুরক্তৈর্ম্মদ্যৈশ্চ মনুষ্যবলিনাশিবাম্। নার্চ্চয়েন্মৎস্যমাংসাভ্যাং কালে শাস্ত্রনিষেধিতে
ন রাত্রৌ দধি ভুঞ্জীত তিক্ত-শক্তু-তিলাংস্তথা। ন কুর্য্যান্নমনং দানং প্রণামঞ্চাশিষাং বচঃ॥৯৮
কর্ণ-নাসিকয়োঃ কাষ্ঠং কণ্ডূতিং নাপি চাচরেৎ। উচ্চৈঃশব্দেন চাহ্বানং পরনিন্দনমেব চ।
এতানি কিল কর্ম্মাণি রাত্রৌ নৈবাচরেদ্‌বুধঃ॥ ৯৯

শয়নং মৈথুনং প্রীতিঃ পরিহাসং দিনেষু চ। ন কুর্য্যাদ্দারুপাদাভ্যাং রক্তাভ্যামথ নির্গমম্॥
কুর্য্যাদ্গৃহস্থঃ সর্ব্বেষাং দেবানামুৎসবক্রিয়াম্। প্রত্যহং সর্ব্বদেবানাং পূজা কার্য্যা যথামতি
সর্ব্বং দেবার্পণং কুর্য্যাদ্গৃহস্থঃ কর্ম্মনৈহিকম্॥ ১০২
এবং তে কথিতা ধর্ম্মা গৃহস্থানাং দ্বিজোত্তম। বানপ্রস্থভিক্ষুকয়োঃ শৃণ্বাচারান্ যথামতি॥

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে গৃহস্থধর্ম্মো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ। অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥ ১
মার্কণ্ডেয়পুরাণস্থং চণ্ডীসপ্তশতীস্তবম্। গীতাশাস্ত্রং ভারতীয়ং বিপ্রঃ সর্ব্বাশ্রমঃ পঠেৎ॥ ২
অকুর্ব্বন্নীদৃশং কর্ম্ম বৃথাজন্মসমাপ্নুয়াৎ। চণ্ডীং গীতাং হরের্নাম গঙ্গাস্নানং তথা প্রযতঃ॥ ৩
বিরক্তো গ্রাম্যমাহারং ত্যক্ত্বা চৈব পরিচ্ছদম্। পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা
মুন্যন্নৈর্বিবিধৈর্মেধ্যৈঃ শাকমূলফলেন চ। এতানেব মহাযজ্ঞান্ নির্ব্বপেদ্বিধিপূর্ব্বকান্॥ ৫
প্রাতঃস্নায়ী চীরবাসা জটা-শ্মশ্রুনখান্বিতঃ। স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ
বৈতানিকঞ্চ জুহুয়াদগ্নিহোত্রং যথাবিধি। দর্শমস্কন্দয়ন্ পর্ব্ব পৌর্ণমাস্যঞ্চ যোগতঃ।
ঋক্ষেষ্ট্যাগ্রয়ণঞ্চৈব চাতুর্ম্মাস্যানি চাহরেৎ॥ ৭
উপ্ত্বা চরু-পুরোডাশান্ হুত্বা দেবেভ্য এব চ। শেষমাত্মনি যুঞ্জীত লবণঞ্চ স্বয়ংকৃতম্॥ ৮
নক্তঞ্চান্নং সমশ্নীয়াদ্দিবা চাহৃত্য চাসকৃৎ॥ ৯
অপ্রযত্নঃ সুখার্থেষু ব্রহ্মচারী ধরাশয়ঃ। শরণেষ্বমমশ্চৈব বৃক্ষমূলনিকেতনঃ॥ ১০
গৃহমেধেষু বিপ্রেষু তাপসারণ্যবাসিষু। গ্রামাদাহৃত্য বাশ্নীয়াদষ্টৌ গ্রাসান্ বনে বসন্॥ ১১
অপরাজিতাঞ্চাস্থায় দিশং গচ্ছেদজিহ্মগঃ। আ নিপাতাচ্ছরীরস্য যুক্তো বার্য্যনিলাশনঃ॥১২
তৃতীয়মায়ুষো ভাগং বহত্যেব বনেষু তু। চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গং পরিব্রজেৎ॥১৩
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেদ্ধুতহোমো জিতেন্দ্রিয়ঃ। ঋণানিত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষেনিবেশয়েৎ
অধীত্য বেদানুৎপাদ্য পুত্রান্ কৃতবসাশ্রমঃ। ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ
অনধীত্য দ্বিজো বেদাননুৎপাদ্য সুতানপি। অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞেশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥
প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ব্ববেদসদক্ষিণাম্। আত্মন্যগ্নিং সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্গৃহাৎ
এক এব চরেন্নিত্যং সিদ্ধিমেকস্য লক্ষয়ন্॥ ১৪
কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলমসহায়তা। সমতা চৈব সর্ব্বত্র এতন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ ১৯
মৃত্যুং বা জীবিতং বাপি নাভিনন্দেৎ কদাচন॥ ২০
সত্যপূতাং বদেদ্বাচং দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পদম্। বস্ত্রপূতং পিবেত্তোয়ং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥২১

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন। ন চৈনং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ॥ ২২
অতৈজসানি পাত্রাণি তস্য স্যুরব্রণানি চ। অলাবুং দারুপাত্রঞ্চ মৃণ্ময়ং বৈণবং তথা।
এতানি যতিপাত্রাণি মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ॥ ২৩
এককালং চরেদ্ভৈক্ষ্যং ন প্রসজ্যেত বিস্তরৈঃ। ভৈক্ষ্যেপ্রসক্তো হি যতির্বিষয়েষ্বপিসজ্জতে॥
বিধূমে সন্নমুষলে ব্যঙ্গারে ভুক্তবজ্জনে। বৃত্তে শরাবসম্পাতে ভিক্ষাং নিত্যং যতিশ্চরেৎ ২৫
অতিপূজাং তথা লাভং গৌরবং নিন্দনং তথা। ইচ্ছন্ যতির্যাতি পাপমিন্দ্রিয়াণাংসুখস্পৃহাম্
নিমন্ত্রিতো ব্রাহ্মণেন ভিক্ষাং কুর্ব্বীত বৈ যতিঃ। অনিমন্ত্রণতো বাপি গৃহস্থৈঃপূজিতোভবেৎ
প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষং ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্। প্রত্যাহারেণসংস্পর্শান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্গুণান্
জরাশোকসমাবিষ্টং রোগায়তনমাতুরম্। রজস্বলমনিত্যঞ্চ ভূতাবাসমিমং ত্যজেৎ॥ ২৯
প্রিয়েষু স্বেষু সুহৃদমপ্রিয়েষু চ দুষ্কৃতম্। বিসৃজ্য ধ্যানযোগেন ব্রহ্মাভ্যেতি সনাতনম্॥ ৩০
গৃহস্থস্য গৃহে তিষ্ঠেদ্‌গোদোহমাত্রকালতঃ। তেন দত্তঞ্চ ভুঞ্জীত মধু-মাংসবিবর্জ্জিতঃ॥ ৩১
ত্যজেদসৎকথাং নিত্যং ক্রীড়াঞ্চ পরনিন্দনম্। তীর্থসেবা দেবপূজা দিবাকালং প্রপূজয়েৎ॥
অয়ং ভিক্ষোর্বিধিঃ প্রোক্তো জাবালে তুভ্যমুত্তমঃ। ধ্যানিকংসর্ব্বমেবৈতদ্বদেতদভিশব্দিতম্
গৃহস্থপ্রভবস্তারা আশ্রমাঃ সর্ব্ব এবহি। সর্ব্বেষামাশ্রমাণাং হি গৃহস্থঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
তেষাং হি সেবয়া গেহী তস্মাতিং সমবাপ্নুয়াৎ॥ ৩৪
যথানদ্যো নদাশ্চাপি সাগরং যান্তি সংস্থিতিম্। এবমাশ্রমিণঃসর্ব্বে গৃহস্থংযান্তিসংস্থিতিম্ ৩৫
যথা সমুদ্রমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ। তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি ভিক্ষুকাঃ ৩৬
ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। হ্রীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশমংধর্ম্মলক্ষণম্ ৩৭
এবং সংন্যস্য কর্ম্মাণি স্বকার্য্যে পরমস্পৃহঃ। সন্ন্যাসেনাপহত্যৈনঃ প্রাপ্নোতি পরমাংগতিম্ ৩৮
মুহূর্ত্তমপি সংন্যস্য লভতে পরমাং গতিম্। ন সন্ন্যাসাৎ পরো ধর্ম্মো বর্ত্ততে মুক্তিকারণম্ ৩৯
ব্রহ্ম-ক্ষত্র-বিশাঞ্চৈব সন্ন্যাসো ধর্ম্ম ইষ্যতে। বিশেষতঃ কলৌ ধর্ম্মঃ সন্ন্যাসাখ্যো হি দুর্ঘটঃ॥
এষ তে কথিতা ধর্ম্মা যতীনাং দ্বিজপুঙ্গব। শ্রোতুমিচ্ছসি জাবালে কিমন্যদ্বদতোমম॥ ৪১

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে বামপ্রস্থ-যতিধর্ম্মকথনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

জাবালিরুবাচ।

স্ত্রীধর্ম্মান্ বদ মে ব্রহ্মন্ বেদব্যাস জগদ্‌গুরো। যদ্বদচ্চরিত্রং তাসাং হি স্ত্রীণাং ভবতি তদ্বদ

ব্যাস উবাচ।

অস্বতন্ত্রা ভবেন্নারী সলজ্জা স্মিতভাষিণী। অনালস্যা সদাস্নিগ্ধা মিতবাগ্‌ লোভবর্জ্জিতা॥ ২
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌ যজ্ঞো ন ব্রতঞ্চাপ্যুপোষণম্। পতিংশুশ্রূষতে যা তু সৈব স্বর্গে মহীয়তে,

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥ ৪
অপত্যলোভা যা স্ত্রী তু ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে। সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে॥৫
এক এবেহ নারীণাং পতিরিন্দ্রোঽপি দৃশ্যতে। উৎকৃষ্টমপকৃষ্টং বা নৈব নারী পতিং ত্যজেৎ
সধবানাং হি নারীণাং সোপবাসাদিকংব্রতম্। পত্যাজ্ঞয়া চরেদ্‌যৎ তু ভুক্তানাং তৎতুব্রতংপরম্
মৃতং পতিঞ্চানুমৃত্তিং কুর্য্যান্নারী পতিব্রতা। মহদ্ভ্যোঽপি চ পাপেভ্যঃ পতিমুত্তারয়েৎ তু সা
নাতঃ পরতরং কর্ম্ম যোষিতাং বিদ্যতে দ্বিজ। যতো মন্বন্তরং কালং মোদতে পতিনা দিবি
পত্যুশ্চিরমৃতস্যাপি প্রিয়দ্রব্যেণ তন্মনাঃ। প্রবিশ্যাগ্নিঞ্চানুমৃতা তথাগতিমবাপ্নয়াৎ॥ ১০
বিধবানান্তু নারীণাং ব্রহ্মচর্য্যং সদৈব হি। ন গৃহ্নীয়াদ্রক্তবস্ত্রং ন খট্টাং মৈথুনং ন চ॥ ১১
পতি-পুত্রবিহীনা তু নার্য্যবীরেতি কথ্যতে। অবীরা চ দ্বিধা প্রোক্তাঽদত্তা দত্তা চ ভেদতঃ॥
অদত্তায়াস্তু নাম্নাদীন্ গৃহ্নীয়ান্নাদিবঃ ক্বচিৎ। দত্তায়াস্তু হি গৃহ্নীয়াৎ নমস্কর্গোত্রবং যদি॥১৩
দন্তুরা বিকলাঙ্গী চ ভালোচ্চা বিরলস্তনা। দীনা চ ত্যক্তলজ্জা চ স্ত্রিয়ো বৈধব্যলক্ষণাঃ॥
কৌটিল্যঞ্চাপি মৌর্খ্যং জ্ঞেয়ং স্ত্রীষু চ তাসু হি॥ ১৫
ইমে হি ধর্ম্মাঃ কথিতাঃ স্ত্রীণাং হি দ্বিজসত্তম। ব্রহ্ম-বিষ্ণ্বাদিদেবানাং পূজাধর্ম্মান্ শৃণুষ্ব হ॥

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে স্ত্রীধর্ম্মো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

সর্ব্বমঙ্গলকার্য্যেষু গণেশার্কাচ্যুতাম্বিকাঃ। শিবঞ্চ পঞ্চদেবান্ বৈ পূজয়েয়ুর্যথাবিধি॥ ১
ইন্দ্রমগ্নিং যমঞ্চৈব নির্ঋতিং বরুণং তথা। বায়ুং কুবেরমীশানং ব্রহ্মাণমন্তৌ চ পূজয়েৎ॥ ২
সূর্য্যং সোমং কুজং সৌম্যং গুরুং শুক্রং শনৈশ্চরম্। রাহুং কেতুঞ্চসম্পূজ্য ততঃকর্ম্মসমারভেৎ
অবশ্যমেতে পূজ্যা বৈ সর্ব্বকর্ম্মসু সর্ব্বশঃ॥ ৪
যদা যস্য ব্রতবিধৌ পূজা ভবতিস্বকারিতা। তদামীষাং বিধায়ার্চ্চাং পুনস্তৎপূজনং চরেৎ॥ ৫
তথাবিঘ্নব্রতং দেব কথয়ামি শৃণুষ্ব তৎ। গণেশব্রতমাহার্য্যং চতুর্থ্যাং মাসি ফাল্গুনে॥ ৬
নক্তাহারেণ বিপ্রেন্দ্র তিলান্নপারণং স্মৃতম্। তেনৈবাষ্টৌ স্তুতীঃ কুর্য্যাৎ তান্ দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণায় চ
চতুর্মাসং ব্রতী চৈতৎ কৃত্বা তু মাসি পঞ্চমে। হৈমং গণেশং কৃত্বা তু ব্রাহ্মণায় প্রদাপয়েৎ॥
পায়সৈঃ পঞ্চভিঃ পাত্রৈরূপেতং সতিলৈস্তথা। এবং কৃত্বা ব্রতং বিপ্র বিঘ্নসঙ্ঘৈঃ প্রহীয়তে॥
দিব্যায় শূরায় গজাননায় লম্বোদরায়ৈকরদায়ুধায়।
নগাত্মজাদেহসমুদ্ভবায় কুঠারহস্তায় নমো বরায়॥ ১০
এবং সম্পূজ্য ভক্তিভিঃস্তত্বাবিনির্বিঘ্নতাংব্রজেৎ। আষাঢ়েঽপিচতুর্থ্যাং বৈ পূজয়েদ্বৈ গণেশ্বরম্

বর্ষত্রয়ব্রতমিদং তিলদানাশনান্বিতম্। এতেন তুষ্টো হেরম্বো দদাতি ফলমীহিতম্।
তিলোদকং তিলান্নাদি ভুক্ত্বৈতদ্ব্রতমাচরেৎ॥ ১২
অথ সূর্য্যব্রতং বক্ষ্যে শৃণুষ দ্বিজসত্তম। ব্রতমারোগ্যদং তৎ তু সপ্তম্যাং মর্ত্ত্য আচরেৎ॥ ১৩
ষষ্ঠ্যাং সংযতভোজী চ সপ্তম্যামুপবাসকৃৎ। অষ্টম্যামুপভুঞ্জীত এষ এব বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ১৪
এতেন বিধিনা পূর্ণং বৎসরং যোঽর্চ্চয়েদ্রবিম্। তস্যারোগ্যং ধনং ধান্যমিহ জন্মনি জায়তে
পরত্র স্থানমমলং যদ্গত্বা ন নিবর্ত্ততে॥ ১৫
এবমন্যচ্চ কুর্য্যাচ্চ ব্রতমাদিত্যতোষণম্॥ ১৬
রবিবারেষু মার্ত্তণ্ডং পূজয়েদ্ভক্তিমান্ নরঃ। নক্তঞ্চ ভোজনং কুর্য্যাৎ স যাতি সুরলোকতাম্॥১৭
ব্রতমন্যচ্চ সূর্য্যস্য কথয়ামি নিবোধ তৎ। রবিবারে রবের্বা তু সংক্রান্তিস্তত্র ভাস্করম্।
পূজয়েন্নক্তমশনমাদিত্যহৃদয়ং জপেৎ॥ ১৮
অথবাস্তময়ং যাবদ্ভাস্করং চিন্তয়েদ্ধৃদি। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েন্মিষ্টং স্বয়ং পায়সমাত্রভুক্॥ ১৯
যোঽত্র সম্পূজয়েদ্ভানুং শক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। স কামাঁল্লভতে দিব্যানাদিত্যহৃদয়স্থিতান্॥২০
আদিত্যহৃদয়ং নাম মন্ত্রং বক্ষ্যামি তে শৃণু। আদ্যো ঘৃণিস্ততঃ সূর্য্য আদিত্যপ্রণবান্তকঃ॥২১
আদিত্যহৃদয়ো নাম মন্ত্রোঽয়ং কথিতস্তব। ব্রতমন্যচ্চ সূর্য্যস্য কথয়ামি নিবোধ তৎ॥ ২২
মাঘমাসস্য সপ্তম্যাং পূজয়েদ্ভাস্করং তথা। সপ্তম্যাং সূর্য্যবারশ্চেজ্জাবালে লভ্যতে কচিৎ ২৩
স্নানং দানং তপো হোম উপবাসস্তথৈব চ। সর্ব্বং বিজয়সপ্তম্যাং মহাপাতকনাশনম্॥ ২৪
সপ্তম্যাং শুক্লপক্ষে তু যদা সংক্রমতে রবিঃ। মহাজয়াখ্যা সা প্রোক্তা সপ্তমী রবিতুষ্টিদা ২৫
স্নানদানাদি কুর্ব্বীত তত্র নির্ব্বিণ্ণমানসঃ। ঘৃতেন পয়সা বাপি স্নপয়িত্বা দিবাকরম্।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো যাতি সূর্য্যসলোকতাম্॥ ২৬
সংবৎসরব্রতমিতি সূর্য্যপ্রীতিকরং পরম্। সর্ব্বে বর্ণাঃ কুর্য্যুরেতদ্ব্রতং ভাস্করতোষণম্॥ ২৭
অষ্টার্ঘ্যন্তু রবের্বক্ষ্যে জাবালে শৃণু সাদরঃ। আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রাণি ঘৃতং দধি তথা মধু॥
রক্তানি করবীরাণি রক্তচন্দনমিত্যপি। দারুমৃৎপাত্রহেমাদিপাত্রে ফলমথোত্তমম্॥ ২৯
শিবব্রতমথো বক্ষ্যে শৃণুষ্বৈকমনা দ্বিজ। শুক্লপক্ষে ফাল্গুনস্য আরভ্য ব্রতমুত্তমম্॥ ৩০
সংবৎসরং শিবং পূজ্য শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশী। রাত্রৌ ফলাশনং কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পরে
গ্রীষ্মে পঞ্চতপাঃ সায়ং হোমধেনুপ্রদো দিবা। কৃষ্ণাষ্টমীচতুর্দ্দশ্যোর্যাতি রুদ্রং সনাতনম্॥ ৩২
কার্ত্তিক্যাঞ্চ বৃষোৎসর্গং কৃত্বা নক্তং সমাচরেৎ। শৈবং পদমবাপ্নোতি শিবব্রতমিদং পরম্ ৩৩
কৃষ্ণাষ্টম্যাং মার্গশীর্ষে নক্তংভোজী সমর্চ্চয়েৎ। অত্র গোমূত্রভোজী চ অতিরাত্রমথাব্যয়ম্।
লভতে পুণ্যমতুলং ব্রতমন্যচ্চ কল্যতে॥ ৩৪
পৌষে মাসি চ সম্পূজ্য শম্ভুনামানমীশ্বরম্। কৃষ্ণাষ্টম্যাং ঘৃতং প্রাশ্য বাজপেয়ফলং লভেৎ॥
মাঘে মহেশ্বরং বিপ্র কৃষ্ণাষ্টম্যাং প্রপূজয়েৎ। নিশি পীত্বা চ গোক্ষীরং গোমেধফলভাগ্ ভবেৎ॥
ফাল্গুনে শিবমভ্যর্চ্চ্য প্রাশয়েদ্বৈ তিলান্ নরঃ। রাজসূয়স্য যজ্ঞস্য ফলমষ্টগুণং লভেৎ॥ ৩৭
স্থাণুনামানমীশানং চৈত্রাষ্টম্যাং প্রপূজয়েৎ। যবান্ বৈ ভর্জ্জিতান্ প্রাশ্য গোসবমেধফলং লভে

চৈত্রে শিবোৎসবং কুর্য্যান্নৃত্যগীতমহোৎসবৈঃ। স্নাত্বা ত্রিসন্ধ্যং রাত্রৌ চ হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ
শিবস্বরূপতাং যাতি শিবপ্রীতিকরঃ পরঃ ॥ ৩৯

ক্রিয়াদিষু যো মর্ত্ত্যো দেহং সম্পীড্য ভক্তিতঃ। অশ্বমেধফলং তস্য জায়তে চ পদে পদে
সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগী শিবোৎসবপরায়ণঃ। ভক্তৈর্জাগরণং কুর্য্যাদ্রাত্রৌ নৃত্যকুতূহলৈঃ ॥ ৪১
নানাবিধৈর্মহাবাদ্যৈর্নৃত্যৈশ্চ বিবিধৈরপি। নানাবেশধরৈর্নৃত্যৈঃ প্রীয়তে শঙ্করঃ প্রভুঃ ॥ ৪২
কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে নীললোহিতে। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তোষণীয়ো মহেশ্বরঃ ॥ ৪৩
শঙ্খবাদ্যং শঙ্খতোয়ং বর্জ্জয়েচ্ছিবসন্নিধৌ ॥ ৪৪

গ্রামাদ্বহিঃ শিবং গত্বোৎসবং কারয়েন্মুদা। উপোষ্য হুত্বা সংক্রান্ত্যাং ব্রতমেতৎ সমাপয়েৎ
বৈশাখে শিবনামানং পূজয়িত্বা প্রযত্নতঃ। রাত্রৌ কুশোদকং পীত্বা সর্ব্বমেবফলং লভেৎ ॥৪৬
জ্যৈষ্ঠে পশুপতিং পূজ্য গবাংশৃঙ্গোদকংপিবেৎ। গবাংকোটিপ্রদানস্য যৎ ফলং তদবাপ্নুয়াৎ
উগ্রনামানমাষাঢ়ে কেবলং প্রাশ্য গোময়ম্। বর্ষাণাস্তু শতং সাগ্রং শিবলোকে মহীয়তে ॥৪৮
শ্রাবণে শর্ব্বনামানং ভুঞ্জীতার্দ্রয়সং নিশি। গোমেধস্য তু যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥৪৯
ভাদ্রে মাসি ত্র্যম্বকাখ্যং কৃষ্ণাষ্টম্যাং প্রপূজয়েৎ। বিল্বপত্ররসং ভুক্ত্বা বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥
আশ্বিনে ঈশনামানং ভুক্ত্বা চ তণ্ডুলোদকম্। পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা পৌণ্ডরীকফলং লভেৎ ॥
কার্ত্তিকে মাসি চাষ্টম্যামীশানাখ্যং প্রপূজয়েৎ। নিশায়াং গোময়ং ভুক্ত্বা পঞ্চযজ্ঞফলংলভেৎ
সংবৎসরং ব্রতং কৃত্বা বিপ্রান্ মিষ্টানি ভোজয়েৎ। পায়সং ঘৃতসংযুক্তং ঘৃতেন সপরিপ্লুতম্ ॥
নিবেদয়েত্ত ক্তায় গাং কৃষ্ণাঞ্চ পয়স্বিনীম্। কৃষ্ণাষ্টমীব্রতমিদং কৃত্বা দদ্যাৎ সুদক্ষিণাম্ ॥৫৪
শিবব্রতমিদং প্রোক্তং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং শুচি। অথাতঃ শৃণু বক্ষ্যামি বৈষ্ণবানি ব্রতানি চ ॥৫৫

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে পূজাধর্ম্মো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

একাদশী তিথিঃ পুণ্যা বৈষ্ণবীপাপনাশিনী। শুক্লা বা যদি বা কৃষ্ণা তত্রোপোষ্যহরিংব্রজেৎ
একাদশ্যাং নিরাহারো দ্বাদশ্যাং পারণং চরেৎ। একাদশীব্রতঞ্চৈতদ্দ্বাদশীব্রতমপ্যুত ॥ ২
বিষ্ণুর্হি দৈবতং তস্যাস্তস্যাশ্চ দ্বিজসত্তম। নাতঃ পরতরং কর্ম্ম ত্রিষু লোকেষু বর্ত্ততে।
একাদশ্যাং ভোজনাচ্চ নাস্ত্যৎ পাপতরং পরম্ ॥ ৩

যানি যানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ। অন্নমাশ্রিত্য তান্যেব তিষ্ঠন্তি হরিবাসরে ॥ ৪
সর্ব্বে বর্ণাশ্রমা যাশ্চ স্ত্রিয়শ্চৈকাদশীপরাঃ। প্রাপ্ত বস্তি গতিং দিব্যামন্যথা পাপমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৫
সধবানাস্তু নারীণাং রাত্রৌ পেয়ং জলং মতম্ ॥ ৬
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি। বনস্থযতিধর্ম্মোঽয়ং শুক্লমেব সদা গৃহী ॥ ৭

একাদশ্যাং সমভ্যর্চ্চ্য কেশবং দেবকীসুতম্ । ধূপদীপাদিনৈবেদ্যৈঃ পরমং পদমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮
মাসসংবৎসরাদৌ তু ব্রতমেতৎ পৃথক্ফলম্ । এবমষ্টাসু তিথিষু পূজয়েদ্বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥ ৯
উৎসবাংশ্চ প্রকুর্ব্বীত নৃত্যগীতমহোৎসবৈঃ ॥ ১০
অগ্নৌ বিপ্র জলে চৈব শালগ্রামজলে তথা । প্রতিমাসু চ সম্পূজ্যঃ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ ॥ ১১
মাসি মাসি চ নৈবেদ্যবিশেষৈর্বিষ্ণুমর্চ্চয়েৎ ॥ ১২
মার্গশীর্ষে মহাভাগ নবান্নৈঃ পূজয়েদ্ধরিম্ । পায়সং শর্করাদুগ্ধং দদ্যাৎ কৃষ্ণায় ভক্তিতঃ ॥ ১৩
পৌষে তু বালসূর্য্যস্য কিরণৈরর্চ্চয়েদ্ধরিম্ । উষ্ণোদকৈশ্চ স্নপয়েৎ স্নেহেন চ সুগন্ধিনা ॥ ১৪
দদ্যাচ্চ সুঘৃতং চারু সুপক্কমাষপাচিতম্ । শাল্যন্নং হিঙ্গুপত্রাদিবিশেষসুরভীকৃতম্ ।
সর্পিষা ভর্জ্জিতং শাকং বাস্তূকাখ্যং তথা দধি ॥ ১৫
এবঞ্চ মাসি মাঘে চ সম্পূজ্য পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৬
ফাল্গুনে মাসি মাষাণাং পূপং দদ্যাদঘারয়ে । গুড়শ্চ বিমলো দেয়ো মুদা পরময়া যুতঃ ॥১৭
শাকং সচণকং পক্কং হিঙ্গ্বাদিসুরভীকৃতম্ । ঘৃতঞ্চ গব্যং হরয়ে দদ্যাদ্দধি সশর্করম্ ॥ ১৮
ফাল্গুন্যাং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ দোলযাত্রা হরেঃ কৃতা । বনে কুঞ্জকুটীস্থাভিঃ সুন্দরীভির্দ্বিজোত্তম ॥১৯
গোপ্যো বিমলকান্ত্যাঢ্যা বাসোভূষণভূষিতাঃ । হসন্ত্যো হাসয়ন্ত্যশ্চ স্মরব্যাঘূর্ণিতেক্ষণাঃ ॥
গায়ন্ত্যো বাদয়ন্ত্যশ্চ নৃত্যন্ত্যশ্চ মহামুদা । পুষ্পালঙ্কারভূষাঢ্যাঃ ক্ষিপন্ত্যঃ পুষ্পসঞ্চয়ান্ ॥২১
কৌতুকাক্ষিপ্তমনসো গোবিন্দলসিতান্তরাঃ । গোবিন্দং দোলয়ামাসুঃ সন্ধ্যৌ পক্ষতিপূর্ণয়োঃ
চৈত্রে চ পূজয়েদ্বিষ্ণুং সুগন্ধিকুসুমৈঃ শুভৈঃ । চন্দনৈর্বিবিধৈশ্চৈব কুঙ্কুমাদ্যানুলেপনৈঃ ॥ ২৩
আম্রকং চারু নৈবেদ্যং দদ্যাৎ কৃষ্ণায় ভক্তিতঃ । অনিষ্পন্নাষ্টিকং বিপ্র দদ্যাদাম্রং সশর্করম্ ॥
বৈশাখে মাসি গোবিন্দং চারুশীতলবারিণা । স্নাপয়েচ্চাপি বিষ্ণুঞ্চ তুলসীদলমিশ্রিতম্ ॥ ২৫
মুদ্গাবিদলনৈবেদ্যং দদ্যাৎ তাম্বূলমেব চ । দদ্যাচ্চ কারয়েন্নান্নং বিষ্ণবে সঘৃতং নরঃ ॥ ২৬
জলঞ্চ শীতলং দদ্যাৎ সকর্পূরঞ্চ বিষ্ণবে ॥ ২৭

জ্যৈষ্ঠে মাসি চ পক্কাম্রং শর্করাদুগ্ধমেব চ । তাম্বূলঞ্চ তথা দিব্যং ছত্রঞ্চোপানহং তথা ॥ ২৮
সূক্ষ্মবস্ত্রকৃতাং শয্যাং চামরং চারু বিষ্ণবে । দদ্যাদ্ভক্তিযুতো মর্ত্ত্যো লিপ্সুর্মুক্তিং সুদুর্লভাম্
আষাঢ়ে পদ্মকুসুমৈর্বিমলস্তুলসীদলৈঃ । পূজয়েৎ কেশবং ভক্ত্যা ভক্তিবশ্যং সনাতনম্ ॥ ৩০
দদ্যাৎ সদধি নৈবেদ্যং পনসঞ্চ পয়োঽন্বিতম্ । সঘৃতং পায়সঞ্চাপি দদ্যাৎ কৃষ্ণায় মানবঃ ৩১
রথোৎসবঞ্চ কৃষ্ণস্য কুর্য্যাদষ্টাহমঙ্গলম্ । কৌতুকৈর্নৃত্যগীতাদ্যৈর্বিপ্রভোজনকোত্তরৈঃ ॥ ৩২
শ্রাবণে মাসি লাজাংশ্চ দদ্যাদ্বাসঃ সুসূক্ষ্মকম্ । ভাদ্রে তালফলং দদ্যাদ্ঘৃতযুক্তঞ্চ কারয়েৎ ॥
আশ্বিনে শূরণান্নঞ্চ সঘৃতং বিষ্ণবেঽর্পয়েৎ । পরমান্নং তথা নানা মিষ্টনৈবেদ্যমেব চ ॥ ৩৪
নারিকেলফলঞ্চৈব দদ্যাৎ কৃষ্ণায় শীতলম্ । পাষাণপাত্রে বিমলে শাল্যন্নঞ্চ দ্বিজোত্তম ॥ ৩৫
ইন্দীবরৈশ্চ রুচিরৈঃ পূজয়েচ্ছ্যামসুন্দরম্ । শাকঞ্চ দদ্যাৎ কৃষ্ণায় জম্বীররসবাসিতম্ ॥ ৩৬
তাম্বূলঞ্চ লবঙ্গাদিসুরভীকৃতমেব চ । ন দদ্যাৎ খদিরং ক্বাপি বিষ্ণবে পরমাত্মনে ॥ ৩৭
ব্রাহ্মণোঽপি ন ভুঞ্জীত নির্য্যাসং খদিরস্য তু ॥ ৩৮

কার্ত্তিকে শূরণাদ্যঞ্চ দদ্যাৎ সঘৃতমেব হি। ব্রমাকৃতং তথা ক্ষীরং শর্করামরিচান্বিতম্।
চন্দ্রাতপঞ্চ কৃষ্ণায় দদ্যাচ্চিত্রাংশুকৈঃ কৃতম্॥ ৩৯

এবং কালোচিতৈর্দ্রব্যৈর্ভক্ষ্যভূষণরূপিভিঃ। পূজয়িত্বাচ্যুতং দেবং সর্ব্বং স্বার্থং লভেন্নরঃ ৪০
সর্ব্বত্র তুলসীপত্রং প্রিয়ং বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ। গায়েত বিষ্ণুনামানি বিমলেনান্তরাত্মনা॥ ৪১
গঙ্গা গীতা চ গায়ত্রী ত্রয়মেতৎ পরং হরেঃ। সর্ব্বংমানসিকংদদ্যাদ্গুরোর্মন্ত্রস্তথোত্তমঃ॥ ৪২
শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চৈব স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।
নবলক্ষণয়া ভক্ত্যা স্বেষ্টদেবং সমর্চ্চয়েৎ॥ ৪৩

সংক্ষেপাদিহ তুভ্যং তে বিষ্ণুপূজা দ্বিজোত্তম। দুর্গাপূজামহং বক্ষ্যে শৃণুষ্বৈকমনা মম॥ ৪৪
অগ্নিহোত্রাণি কর্ম্মাণি বেদযজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ। চণ্ডিকার্চ্চনকার্য্যস্য কোট্যংশেনাপি নো সমাঃ
পূজয়েৎ প্রণমেদ্বাপি যো দুর্গাং জগদম্বিকাম্। স যোগী স মুনিঃ প্রোক্তঃ স চ বুদ্ধিমতাংবরঃ
মাসি চাশ্বযুজে বিপ্র শুক্লপক্ষে ত্রিশূলিনীম্। নবম্যাং পূজয়েদ্যস্তু সোঽশ্বমেধাদিপুণ্যভাক্॥
সুমেরুগিরিতুল্যোঽপি রাশিঃ পাপস্য কর্ম্মণঃ। চণ্ডীপূজাং সমাসাদ্য নশ্যত্যর্চ্চিঃপতঙ্গবৎ ৪৮
দুর্গার্চ্চনরতো নিত্যং মহাপাতকসম্ভবৈঃ। দোষৈর্ন লিপ্যতে বিপ্র পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ৪৯
অকৃত্বা পার্ব্বতীপূজাং বার্ষিকীং কুমতির্নরঃ। পূজান্তু সর্ব্বদেবানাং তৎক্ষণাদেব নাশয়েৎ॥৫০
ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তা দুর্গাপূজা দ্বিজোত্তম। নাগব্রতমথো বক্ষ্যে তদিহৈকমনাঃ শৃণু॥৫১
শ্রাবণে শুক্লপক্ষে যা পঞ্চমী তত্র মানবঃ। যঃ পূজয়তি নাগান্ বৈ তস্য নাগাভয়ং ভবেৎ॥৫২
পূজয়েদ্বিবিধবারি-দধি-দুগ্ধাঙ্কুরৈঃ কুশৈঃ। গন্ধ-পুষ্পোপহারৈশ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ তর্পণৈঃ॥ ৫৩
তথা ভাদ্রেঽপি পঞ্চম্যাং সর্পিঃ-পায়স-গুগ্গুলৈঃ। আস্তিক্যপঞ্চমী হ্যেষা নাগাভয়করী পরা॥
এষা সংক্ষেপতঃ প্রোক্তা নাগপূজা দ্বিজোত্তম। অতস্তে কিংন্নু বক্ষ্যামি জাবালে তদ্বদস্ব মে॥

জাবালিরুবাচ।

গ্রহাঃ সূর্য্যাদয়ঃ কেন তুষ্যন্তি তদ্বদস্ব মে। কো বা কুত্র গ্রহস্তিষ্ঠেজ্জ্যোতির্মার্গগঃ প্রভো॥

ব্যাস উবাচ।

বসন্তি বৈ গ্রহাঃ সর্ব্বে স্থিরবায়ৌ দ্বিজোত্তম। পৃথ্বীতো যোজনানান্তু সহস্রষোড়শোপরি॥৫৭
বায়ুরেব স্থিরো ভূত্বা দেবান্ সর্ব্বান্ দধাত্যলৌ। তত্র মেঘা অধিষ্ঠায় বর্ষান্ত্যম্বূনি সর্ব্বতঃ॥
ততো যোজনসাহস্রাদূদ্ধ্বকোপরি চোদয়ন্। রাহুশ্চন্দ্রঞ্চ সূর্য্যঞ্চ গ্রসনায় চ ধাবতি।
তত্রৈব হি চরন্ত্যেব কেতবো নবমা গ্রহাঃ॥ ৫৯

ততশ্চ ভাস্করো ভাতি দ্বিলক্ষযোজনোপরি। সূর্য্যোপরিষ্টাচ্চন্দ্রোঽপি লক্ষযোজনকোপরি॥
তস্যাপ্যুপরি লক্ষেণ বিভান্তি তারকাগণাঃ। ততো লক্ষোপরি শ্রীমানাচার্য্যঃ শুক্রনামকঃ॥
লক্ষদ্বয়োপরি ততো ভূমিপুত্রো বিভাতি বৈ। লক্ষদ্বয়োপরি ততো বুধো বসতি সোমজঃ॥
লক্ষদ্বয়োপরি ততো দেবাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ। লক্ষদ্বয়োপরি ততো ভাতি নাম্না শনৈশ্চরঃ॥
এতে সর্ব্বে গ্রহা ব্রহ্মন্ শুভাশুভফলপ্রদাঃ। এতে যস্য প্রসন্নাঃ স্যুস্তস্য নামঙ্গলং কচিৎ॥৬৪
গ্রহবিপ্রাস্তু গণকাস্তৎপূজাশ্রীভয়স্থিদে। স্তবৈর্নৈবেদ্যৈ তুষ্যন্তি স্তবানেষাং শৃণুষ্ব চ॥ ৬৫

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ব্রতাদিকথনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥ ৭

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

শৃণুষ্ব দ্বিজশার্দ্দূল সূর্য্যস্তোত্রং মহাগুণম্। যচ্ছ্রুত্বা চ পঠিত্বা চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১
ওঁ ওঙ্কাররূপো ভগবান্ ভাস্করশ্চ বিকর্ত্তনঃ। সূর্য্যো হরিঃ কাশ্যপেয়ো ভানুর্দিনকরঃ প্রভুঃ ॥
লোকপ্রকাশকঃ সাক্ষী শ্রীমাঁল্লোকদিগীশ্বরঃ। গভস্তিমালী সপ্তাশ্বস্ত্রিগুণঃ কমলাসনঃ ॥ ৩
গ্রহেশ্বরো গুণাধারো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ। জ্যোতিষ্মান্ জ্যোতিষাংনাথো ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদৈবতম্
ত্রৈগুণ্যনায়কো দিব্যো লোকচক্ষুর্ভয়াপহঃ। তিমিরারী রশ্মিমালী সহস্রকিরণঃ করী ॥ ৫
সূরঃ কবীন্দ্রো মৈত্রেয়ঃ কেবলাত্মার্য্যমাঽমলঃ। পদ্মপ্রকাশকো ধাতা বিষ্ণুস্ত্বষ্টাংশুরেব চ ॥ ৬
বেদাঙ্গবেদবেদ্যশ্চ যমকর্ত্তাঽশ্বিনীপতিঃ। নাসত্যদস্রজনকো জ্ঞানজ্যোতিঃ সনাতনঃ ॥ ৭
পূষা বিবস্বানাদিত্যো দ্বাদশাত্মা দিবাকরঃ। অহস্করঃ প্রভারাণী রোগহা রুক্চিকিৎসকঃ ॥৮
মহৌষধিঃ স্মৃতিঃ পুণ্যঃ পরমার্থঃ স্মৃতার্ত্তিহা। ঋষিস্তুত্যো জপপ্রীতো গায়ত্রীজনকোঽব্যয়ঃ ॥
গায়ত্রীজপসুপ্রীতস্ত্রিসন্ধ্যাজপসুপ্রিয়ঃ। শিবপূজকসুপ্রীতো বিষ্ণুপূজকসুপ্রিয়ঃ ॥ ১০
গঙ্গাস্নানপ্রিয়প্রীতো দুর্গাপূজাসুহৃদ্বরঃ। পিতৃ-মাতৃ-ভক্তিভক্তো ধর্ম্মো ধর্ম্মাত্মদত্তকৃৎ ॥ ১১
রক্তবর্ণঃ শ্যামবর্ণো ধবলঃ কালভেদকঃ। স্বয়ম্ভুরণুদেবো বিপ্রদহরণসারথিঃ ॥ ১২
পিতা পিতামহো দেবো দক্ষিণাশাপতিঃ সুরক্। আকাশরত্নং তরণিশ্চিত্রভানুর্বিরোচনঃ ॥১৩
মার্ত্তণ্ডো বারিকর্ত্তা সম্পদ্দাতা কৃপাময়ঃ। প্রাতর্ম্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্ন-সন্ধ্যাবন্দনকৃৎপ্রিয়ঃ ॥ ১৪
প্রাতর্ব্রাহ্মণহস্তাক্ত-জলাঞ্জলিসুখী সদা। তপনস্তাপনো বিশ্বতীর্থোদয় উদারধীঃ ॥ ১৫
জ্বরসগ্রাহকশ্চেতি সূর্য্যনামশতং পরম্। সর্ব্বজ্বরপ্রশমনং সর্ব্বব্যাধিমহৌষধম্ ॥ ১৬
পবিত্রং পুণ্যদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ। তস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাদ্যদ্যন্মনসি বর্ত্ততে।
উৎপাতে তু হরিষ্টে তু সঙ্কল্প্যেদং পঠেচ্ছুভম্। তদা তস্যারিষ্টশান্তির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৮
রবিপ্রিয়তরং পুণ্যো রবিং সম্পূজ্য যঃ পঠেৎ। স রবের্ম্মণ্ডলং ভিত্ত্বা যাতি ব্রহ্ম হ্যনাগতি ॥১৯
অথ বক্ষ্যে শশিস্তোত্রং তচ্ছৃণুষ্ব মুদান্বিতঃ। ওঁ চন্দ্রোঽমৃতময়ঃ শ্বেতো বিধুর্বিমলরূপবান্ ॥
বিশালমণ্ডলঃ শ্রীমান্ পীযূষকিরণঃ করী। দ্বিজরাজঃ শশধরঃ শশী শিবশিরোগৃহঃ ॥ ২১
ক্ষীরাব্ধিতনয়ো দিব্যো মহাত্মাঽমৃতবর্ষণঃ। রাত্রিনাথো ধ্বান্তহর্ত্তা নির্ম্মলো লোকলোচনঃ ॥
ক্ষুধাহো নাদজনকতারাপতিরখণ্ডিতঃ। ষোড়শাত্মা কলানাথো মদনঃ কামবল্লভঃ ॥ ২৩
হংসবাসী ক্ষীণবৃদ্ধো গৌরঃ শতভৃন্ময়ঃ। মনোহরো দেবভোগ্যো ব্রহ্মকর্ম্মবিবর্দ্ধনঃ ॥ ২৪
বেদপ্রিয়ো বেদকর্ম্মকর্ত্তা হর্ত্তা হরো হরিঃ। ঊর্দ্ধবাসী নিশানাথঃ শৃঙ্গারভাবকর্ষণঃ ॥ ২৫
মুক্তাহারনিভাত্মা চ তিথিকর্ত্তা কলানিধিঃ। ওষধীপতিরব্জশ্চ সোমো জৈবাতৃকঃ শুচিঃ ॥ ২৬
মৃগাঙ্কো গ্লৌঃ পুণ্যনামা চিত্রবর্ম্মা সুরার্চ্চিতঃ। রোহিণীশো বুধপিতা আত্রেয়ঃ পুণ্যকীর্ত্তনঃ ॥
নিরাময়ো মহারূপঃ সত্যো রাজা ধনপ্রদঃ। সৌন্দর্য্যদায়কো দাতা রাহুগ্রাসপরাঙ্মুখঃ ॥ ২৮
শরণ্যঃ পার্ব্বতীভালভূষণং ভগবানপি। পুণ্যারণ্যপ্রিয়ঃ পূর্ণঃ পূর্ণমণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥ ২৯

হাস্যরূপো হাস্যকর্ত্তা শুদ্ধঃ শুভ্রস্বরূপকঃ। শরৎকালপরিপ্রীতঃ শারদঃ কুমুদপ্রিয়ঃ ॥ ৩০
হ্যয়নির্দগ্ধজামাতা যক্ষারিঃ শাপমোচনঃ। ইন্দুঃ কলঙ্কনাশী চ সূর্য্যসঙ্গমপণ্ডিতঃ ॥ ৩১
সূর্য্যোদ্ভূতঃ সূর্য্যগতঃ সূর্য্যপ্রিয়পরঃ পরঃ। স্নিগ্ধরূপঃ প্রসন্নশ্চ মুক্তা-কর্পূরসুন্দরঃ ॥ ৩২
জগদাহ্লাদসম্বর্শো জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রমাণকঃ। সূর্য্যাভাবদুঃখহর্ত্তা বনস্পতিগতঃ কৃতী ॥ ৩৩
যজ্ঞরূপো যজ্ঞভাগী বৈদ্যো বিদ্যাবিশারদঃ। রশ্মিকোটিদীপ্তিকরী সৌরভাঢ্যমিতি দ্বিজ।
নাম্নামষ্টোত্তরশতং চন্দ্রস্য পাপনাশনম্ ॥ ৩৪
চন্দ্রোদয়ে পঠেদ্যস্তু স তু সৌন্দর্য্যবান্ ভবেৎ। পৌর্ণমাস্যাং পঠেদেতৎ স্তবং দিব্যং বিশেষতঃ
তুষ্যত্যস্য প্রসাদেন ত্রিসন্ধ্যং পঠিতস্য চ। সদাপ্রতাদাতিষ্ঠন্তি ব্রাহ্মণাদ্যা দ্বিজোত্তম ॥ ৩৬
শ্রাদ্ধে চাপি পঠেদেতৎ স্তবং পীযূষরূপিণম্। তৎ তু শ্রাদ্ধমনন্তঞ্চ কলানাথপ্রসাদতঃ ॥ ৩৭
দুঃখপ্রণাশনং পুণ্যং দাহজ্বরবিনাশনম্ ॥ ৩৮
ব্রাহ্মণাদ্যাঃ পঠেদ্যৎ তু স্ত্রী-শূদ্রাঃ শৃণুয়ুস্তথা। ব্রাহ্মণাঃ শৃণুয়ুশ্চাপি লভেযুশ্চ সমং ফলম্ ॥
তথাপ্যেষাত্ম নামানি স্তোত্ররূপাণি মে শৃণু। মঙ্গলস্য স্তবং বক্ষ্যে সর্ব্বমঙ্গলদায়কম্ ॥ ৪০
মঙ্গলো ভূমিপুত্রশ্চ রক্তাঙ্গো রক্তলোচনঃ। অঙ্গারকো দীপ্তঘোরঃ শস্ত্রপাণির্ধনাপহা ॥ ৪১
মেষরাশ্যধিপো রক্তো রক্তাম্বরধরস্তথা। কীটরাশ্যধিপো দেবো যাত্রামঙ্গলদৃষ্টিদঃ ॥ ৪২
ময়ূরশোষকশ্চৈব বহ্নিনেত্রঃ প্রতাপবান্। ধনদঃ পীতবদনঃ প্রসন্নাত্মা প্রমোদদঃ ॥ ৪৩
ইত্যেকবিংশতিং নাম্নাং মঙ্গলস্য তু যঃ পঠেৎ। স এব নির্ধনো ভূত্বা ধার্ম্মিকশ্চ ধনী ভবে
সম্পূজ্য রক্তপুষ্পেণ মঙ্গলাহে চ মঙ্গলম্। স্তবমেবং পঠিত্বা তু নির্ধনঃ সন্ ধনী ভবেৎ ॥৪৫
অথ বক্ষ্যে বুধস্যাপি স্তোত্রংবুদ্ধিবিবর্দ্ধনম্। বুধো গৌরতনুঃ সৌম্যো মানবীশঃ শুভাননঃ ৪৬
শুভগ্রহঃ পুণ্যকীর্ত্তিস্তারেয়শ্চ ইলাপতিঃ। পুরূরবঃপিতা ধীরঃ কুমারো রাজবল্লভঃ ॥ ৪৭
রাজপুত্রো রাজ্যদাতা ব্রহ্মরাজ উষর্বুধঃ। যুগ্মরাশ্যধিপশ্চৈব কন্যারাশ্যধিপস্তথা ॥ ৪৮
নবগ্রহপ্রিয়শ্চেতি নাম্নামেবৈকবিংশতিম্। বুধস্য যঃ পঠেদেতৎ স যাত্রায়াং সুখং লভেৎ ॥৪৯
গ্রহাস্তস্য প্রসন্নাঃ স্যুঃ পুত্রবান্ ধনবান্ ভবেৎ। ধর্ম্মজ্ঞানঞ্চ পাণ্ডিত্যং জায়তে তস্য সর্ব্বশঃ ॥
অথ বক্ষ্যে গুরুস্তোত্রং জাবালে শৃণু কথ্যতে। দেবাচার্য্যো গুরুর্দেবঃ কমনীয়ঃ সুরেশ্বরঃ ॥৫১
বাচস্পতিঃ পণ্ডিতশ্চ সর্ব্বশাস্ত্রকরঃ সুরঃ। ধিষণো গীষ্পতির্ব্রহ্মা ব্রাহ্মণশ্চ বৃহস্পতিঃ ॥ ৫২
শ্রীমানাঙ্গিরসস্তারাবল্লভো জীবনপ্রদঃ। জ্যেষ্ঠো জ্যেষ্ঠগ্রহো বিজ্ঞো ধনুর্মানাধিপো জয়ঃ ॥
শুভগ্রহো যজ্ঞকর্ত্তা কৃতী চিত্রশিখণ্ডিজঃ। নামান্যেতানি জীবস্য পাঠ্যানি সপ্তবিংশতিঃ ॥
বুদ্ধিবৃদ্ধিকরাণ্যাহুঃ প্রসাদেন বৃহস্পতেঃ ॥ ৫৪
ব্রাহ্মণো বেদবিজ্ঞঃ স্যাদক্ষেষাং জ্যোতিষং ফলম্। যাত্রায়াং মঙ্গলঞ্চাপি স্তবরাজো বৃহস্পতেঃ
শৃণুষ দ্বিজশার্দ্দূল শুক্রনামানি সম্প্রতি। শিবাবতাররূপস্য দৈত্যাচার্য্যস্য ধীমতঃ ॥ ৫৬
শুক্রো দৈত্যগুরুঃ শ্রীমান্ কবিঃ কাব্যশ্চ ভার্গবঃ। সিতঃ শুক্লঃ শুচির্বিপ্রো মহাত্মা শঙ্করপ্রভুঃ
উশনা উত্তমোজাশ্চ উশনী উজ্জ্বলপ্রভুঃ। উর্জ্জস্বী বৃষরাশীশস্তুলারাশ্যধিপস্তথা ॥ ৫৮
মৃতসঞ্জীবকজ্ঞাতো বিদ্যা-বিনয়পণ্ডিতঃ। সদ্গ্রহঃ সাধুশীলশ্চ যথাতিথিগুরো বশী ॥ ৫৯

এতানি কবিনামানি প্রোক্তানি চৈকবিংশতিঃ । পঠ শৃণুষ জাবালে পাঠয় শ্রাবয়াপি চ ॥৬০॥
শুক্রাচার্য্যস্তবং যস্তু পঠেচ্ছুক্রদিনেষু চ । তস্য প্রীতো ভবেচ্ছুক্রঃ শ্বেতপুষ্পৈশ্চ পূজিতঃ ॥৬১
শতাবৃত্তিং পঠন্যস্তু কবির্ভবতি নান্যথা ॥ ৬২

প্রত্যহং ভক্তিভাবেন যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ । তস্য ধর্ম্মে শুভা বুদ্ধির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬৩
ইত্যেতত্ কথিতং স্তোত্রং শুক্রাচার্য্যস্য তাপসঃ ॥ ৬৪

অথ বক্ষ্যে শৃণু স্তোত্রং শনেঃ সুরসুতস্য হ । শনিগ্রহো ভবেদ্যেন তুষ্টঃ শুভবরপ্রদঃ ॥ ৬৫
সূর্য্যপুত্রঃ শনিঃ শ্যামো মন্দোঽমন্দঃ শনৈশ্চরঃ । ছায়াগর্ভোদ্ভবো বীরো দীর্ঘবক্রঃপ্রসাদবান্
একাক্ষঃ সর্ব্বসঞ্চারী দীর্ঘরাসী শুভাক্ষরঃ ॥ ৬৭

এতানি শনিনামানি যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ । তস্যাষ্টমগতোঽপ্যেষ ভবেদেকাদশস্থবৎ ॥ ৬৮
শনিবারেষু সম্পূজ্য শনিং সূর্য্যসুতং নরঃ । লভতে বাঞ্ছিতং সর্ব্বং গ্রহারিষ্টবিনাশনম্ ॥ ৬৯
প্রত্যহং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ তু শনিস্তবম্ । তস্য সর্ব্বে গ্রহাঃ সাধোর্ভবন্তি শুভদায়কাঃ ॥৭০
ইতি তে কথিতং ব্রহ্মন্ শনিস্তোত্রং মহাগুণম্ । রাহুনামান্যথো বক্ষ্যে রাহুপ্রীতিকরাণি চ ॥
পীযূষপায়ী রক্তাখ্যো রাহুর্ভিন্নমতিস্তমঃ । উপবাসগ্রহঃ পুণ্যচরিত্রঃ পুষ্পবত্তমঃ ॥ ৭২
রাহুনামাষ্টকমিদং রাহুপ্রীতিকরং পরম্ । যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি রাহুদোষৈর্ন সোঽন্বিতঃ ॥ ৭৩
কেতুনামান্যথো বক্ষ্যে জাবালে শৃণু ভক্তিতঃ । সৈংহিকেয়ো ধূম্রনামা দীর্ঘাঙ্গো বহুরূপবান্ ॥
স্কন্ধরূপতনুঃ কেতুর্মহাভীমগ্রহো গ্রহঃ । শেষগ্রহাখ্যো নবমগ্রহশ্চেতি দ্বিজোত্তম ॥ ৭৫
কেতুনাং চারুনামানি কথিতানি ময়া তব । কেতুপ্রীতিকরাণ্যাহুঃ পুত্রসম্পৎপ্রদানি চ ॥ ৭৬
নবগ্রহাণামেতে বৈ স্তবাঃ সর্ব্বে নিরূপিতাঃ । পুণ্যাঃ পাপহরাঃ সর্ব্বে শ্রাব্যাঃপাঠ্যাঃপ্রযত্নতঃ
নবগ্রহস্তবাধ্যায়ং যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থিতঃ । প্রদক্ষিণা গ্রহাস্তস্য সূর্য্যচন্দ্রাদয়ো দ্বিজ ॥ ৭৮
ধনং ধান্যংধরাংধর্ম্মংকীর্ত্তিমায়ুর্যশঃশ্রিয়ম্ । পুত্রান্পৌত্রান্শুভান্ভার্য্যাংগোবিন্দেমতিমুত্তমাম্
অন্তকালে চ গঙ্গায়াং মরণং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ৭৯

দুঃস্বপ্ননাশনাঃ সর্ব্বে শান্তিশ্রেষ্ঠপ্রসাধকাঃ । পিতৄণাং প্রীতিদা এতে নবগ্রহমহাস্তবাঃ ॥ ৮০
সর্ব্বগ্রহাধিপঃ সূর্য্যঃ পর্য্যয়েণ ক্রমেণ তু । মাসেষু দ্বাদশস্বেব চরতি দ্বাদশাত্মকঃ ॥ ৮১
উদিতে ভগবত্যর্কে উদয়ন্তি গ্রহাঃ সবে । বারপ্রবৃত্তিঃ সর্ব্বেষাং গ্রহাণামুদিতে রবৌ ॥ ৮২
সূর্য্যা বৈ দ্বাদশ প্রোক্তা মাসেষু দ্বাদশস্বপি । অতো দ্বাদশ মাসা হি সংবৎসর ইতি স্মৃতঃ ॥
ত্রয়োদশ চ মাসা হি কচিৎসংবৎসরোমতঃ । তদাধিকো হি মাসঃস্যাচ্চান্দ্রোনাম্না মলিম্লুচঃ
শুক্লপ্রতিপদারভ্যাদর্শান্তশ্চান্দ্র এব চেৎ । রবিসংক্রান্তিশূন্যঃ স্যাৎ স হি মাসো মলিম্লুচঃ ॥
রবিণা লঙ্ঘিতো মাসশ্চান্দ্রঃ খ্যাতো মলিম্লুচঃ । তত্র যদ্বিহিতং কর্ম দ্বিতীয়ে মাসি কারয়েৎ ॥
ইন্দ্রাণী যত্র হূয়েতে মাসাদিষু চ কীর্ত্তিতঃ । অগ্নীষোমৌ স্মৃতৌ মধ্যে সমাপ্তৌ পিতৃসোমকৌ ॥
তদতিক্রম্য তু যদা রবির্গচ্ছেৎ কদাচন । মলিম্লুচঃ স বিজ্ঞেয়ো হ্যনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৮৮
এবং তে কথিতং বিপ্রজ্যোতিষাংবর্ণনংমম্ । শ্রোতুমিচ্ছসি জাবালে কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে নবগ্রহ বর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

জাবালিরুবাচ ।

ভবতা কথিতা ব্রহ্মন্ নবগ্রহনিতি-স্তবাঃ । ময়া শ্রুতাঃ প্রভো পুণ্যা যুগধর্ম্মানথো বদ ॥ ১

বেদব্যাস উবাচ ।

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্ । চতুস্ত্রিদ্ব্যেকসাহস্রৈর্দিব্যবর্ষৈঃ ক্রমাদিভিঃ ॥ ২
তথা শতৈশ্চ সন্ধ্যাংশাঃ সন্ধ্যা অপি শতৈস্তথা । এবং দ্বাদশসাহস্রৈর্দিব্যবর্ষৈশ্চতুর্যুগম্ ॥ ৩
মানুষেণ প্রমাণেন যথা স্যাদ্ ধ্যাতাং স্বয়ম্ । ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষসাহস্রৈর্মানুষাব্দৈর্দ্বিজোত্তম ॥
দিব্যং বর্ষশতং বোধ্যমঙ্কজ্ঞানবিশারদৈঃ ॥ ৪
তত্রাদৌ তু কৃতযুগং যঃ সত্যযুগমুচ্যতে । ধর্ম্মশ্চতুষ্পাৎ সম্পূর্ণো বৃষরূপধরস্তদা ॥ ৫
বর্ণাশ্রমাশ্রমাণাঞ্চ তদা ধর্ম্মো হ্যখণ্ডিতঃ । কৃতমেব তদা সর্ব্বং ক্রিয়মাণাদি কিঞ্চন ॥ ৬
তস্মিন্ কালে শোকমোহজরাদুঃখানি ন কচিৎ । ন চ ব্যাধির্নোপতাপো নোদ্বেগো নাক্রন্দনম্
ন হিংসা-কলহ-দ্বেষ-দুর্ভিক্ষদুঃখদার্দ্দনাঃ । ন ক্রয়ো বিক্রয়শ্চাপি ন পীড়া বিবিধাপি চ ॥ ৮
ইজ্যাধ্যয়ন-দানাদি তদা সম্পূর্ণমেব হি । বহ্বায়ুষো জনাঃ সর্ব্বে বলী-পলিতবর্জ্জিতাঃ ॥ ৯
তদা নারায়ণঃ শুক্লঃ শুক্লবাসশ্চতুর্ভুজঃ । ব্রহ্মচারী হংসনামা ধ্যানগম্যো বিভুঃ প্রভুঃ ॥ ১০
ধ্যানমেব তদা ধর্ম্মঃ পরো মোক্ষস্য সাধনঃ । এতে ধর্ম্মাঃ সত্যযুগে ধর্ম্মাংস্ত্রেতাযুগে শৃণু ॥ ১১
পাদেন হ্রসতে ধর্ম্মো নরা ধর্ম্মপরায়ণাঃ । প্রচরন্তি ততো বর্ণাস্তপোদানপরায়ণাঃ ॥ ১২
স্বধর্ম্মস্থাঃ ক্রিয়াবন্তঃ সমস্তাস্ত্রজনান্বিতাঃ ॥ ১৩
অশ্বমেধাদয়ো যজ্ঞা রাজসূয়স্তথোত্তমঃ । অগ্নিষ্টোমো বাজপেয়ো হ্যতিরাত্রাদয়ো মখাঃ ।
সমস্তাশ্চ তদা জাতা বিপ্র ত্রেতাযুগে পরে ॥ ১৪
তত্রাবতীর্ণো ভগবান্ রক্তবর্ণো যুগাকৃতিঃ । উপেন্দ্রো বামনশ্চৈব পৃশ্নিগর্ভশ্চ নামভিঃ ॥
দ্বাপরেঽপি যুগে ধর্ম্মো দ্বিভাগোনঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ১৫
বিষ্ণুর্দ্বিবিধবর্ণস্তু যাতঃ শ্যামলপীতবৎ । চতুর্ব্ব্যূহাবতারেণ যৌ শ্যামৌ যৌ চ পীতলৌ ॥১৬
হিংসা দ্বেষশ্চ মাৎসর্য্যং কলহঃ পৈশুনং তথা । মিথ্যামোহঃ শোকরাগৌ পাপব্যাধিজ্বরস্তথা ॥
জরা চ লোভ ঈর্ষা চ জাতা বৈ দ্বাপরে যুগে । ধর্ম্মালস্যঞ্চ চাতুর্য্যং জাতিসাঙ্কর্য্যমেব চ ॥১৮
অত্র তামসঃ কালো হরিঃ শ্যামস্তথাভবৎ । পীতাম্বরধরত্বাচ্চ পীত ইত্যপি কথ্যতে ॥ ১৯
অগ্রজঃ শুক্লবর্ণোঽস্য ধর্ম্মাদ্যাদর্শলক্ষণম্ ॥ ২০
হরিশ্চতুর্ভুজঃ শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদাধরঃ । কিরীট-কুণ্ডলধরো বনমালাবিভূষিতঃ ॥ ২১
সুনন্দ-নন্দপ্রমুখৈঃ পার্ষদৈরপি সেবিতঃ । দ্বাপরে তু যুগে হ্যেষ যুগাবতার ঈশ্বরঃ ॥ ২২

জাবালিরুবাচ ।

হিংসা-দ্বেষাদয়োঽধর্ম্মা ব্যাধি-মৃত্যু-জরাদয়ঃ । যুগেষু জাতাঃ কথং ধর্ম্মো বা হ্রসতে কথম্

ব্যাস উবাচ।

পুরা ব্রহ্মক্রোধজাতা রুদ্রা একাদশৈব তু। জগন্নাশকরা ভীমা ঈর্ষাবন্তোঽতিহিংসকাঃ ॥২৪
ততশ্চ কালানুচিতাংস্তাংস্ত দৃষ্ট্বা প্রজাপতিঃ। দক্ষশ্চাজ্ঞাপয়ামাস তেষাং সংহরণক্ষমম্।
দক্ষস্তান্ শাপ কুমতিঃ পাপসঙ্গপ্রসঙ্গতঃ ॥ ২৫
ততো হি ভগবান্ শম্ভুঃ স্বয়মাগত্য তৎক্ষণাৎ। সর্ব্বং সংশময়ামাস ক্রোধহিংসাজরাদিকান্
তত আরভ্য তে সর্ব্বে হিংসা-ক্রোধ-জরাদয়ঃ। মহেশ্বরবলাদ্ভীতা নিষ্প্রকাশাঃ স্থিতা দ্বিজাঃ
ততোঽতিভূতে রজসি তমসি প্রসবে সতি। দ্বাপরাখ্যযুগে বিপ্র হিংসাদ্যাস্ত প্রকাশিতাঃ ॥
শম্ভুমভ্যদ্রবন্ সর্ব্বে মহাভীমতরাঃ সমে ॥ ২৯
তথাভূতাংস্তু তান্ দৃষ্ট্বা স্বরক্ষার্থং সমুদ্যতঃ। শূলং দধার ভগবান্ ভীত এব যথাতথা ॥ ৩০
শূলহস্তং শিবং দৃষ্ট্বা তে চ ভীতাস্তদাভবন্। শিবমেবাশরণং যাতাঃ প্রোচুরেতদ্দ্বিজোত্তম ॥

হিংসাদ্যা উচুঃ।

ভগবন্ ভূতভব্যেশ ত্রিগুণেশ ত্রিলোচন। ব্রহ্মাপুত্রা বয়ং সর্ব্বে ত্বদ্ভীতিবশগাঃ স্থিতাঃ ॥৩২
অদ্যাপ্রস্থিতয়ঃ সর্ব্বে স্থিতিংপ্রাপ্তা ইবাধুনা। অস্মাকংকল্পয় স্থানং কর্ম্মাণি চ যথাতথম্ ॥৩৩
ন চেৎ করিষ্যস্যেবং ত্বং ত্বাস্ত ভক্ষামহে তদা ॥ ৩৪

ব্যাস উবাচ।

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা বিকৃতাস্তকপালিনাম্। জগাদ ভগবান্ বাক্যং শিবঃ পরমপূরুষঃ ॥ ৩৫

ভগবানুবাচ।

উচিতং ভবতাং বাক্যং ময়া সমবধারিতম্। যূয়ং গচ্ছত ব্রহ্মাণং স বো বৃত্তিং বিধাস্যতি ॥
স সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ ব্রহ্মা দেবশ্চতুর্ম্মুখঃ। তেনৈব যূয়ং বিহিতাঃ স বো বৃত্তিং বিধাস্যতি ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তাস্তে তদা সর্ব্বে শম্ভুনা সুখরূপিণা। শম্ভুং ত্যক্ত্বা যযুঃ সর্ব্বে যত্র ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখঃ ॥৩৮
তাংস্তু দৃষ্ট্বা তদা ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ। উবাচ প্রণতান্ সর্ব্বান্ হিংসাদীন্ দ্বিজপুঙ্গব

ব্রহ্মোবাচ।

কিমর্থমাগতা যূয়ং কে যূয়ং বদ তত্ত্বতম্। সর্ব্বে ভীমবরা যূয়ং কস্য পুত্রাঃ ব্রুতো দ্রুতম্ ॥

হিংসাদ্যা উচুঃ।

বয়ং হিংসাদিনামানস্তব পুত্রা মহাত্মনঃ। রুদ্রভীতাহিতেগুণা অপ্রাপ্তাবসরাস্তথা ॥ ৪১
ইদানীং হ্রসতে ধর্ম্মঃ প্রাপ্তাশ্চাবসরং বয়ম্। স্থান-কর্ম্মার্থিনো ভূত্বা ত্বাং শিবোদ্দিষ্টমাগতাঃ
স্থানানি চাথ কর্ম্মাণি কল্পয়াস্মাকমীশ্বর ॥ ৪২

ব্রহ্মোবাচ।

কামমায়াঃ সুতো যোঽস্তি স মমাদিশ্যকে ব্রতীঃ। তেন সর্ব্বে সহায়েন কর্ম্মাণি চ করিষ্যথ ॥
শরীরং কামসম্ভূতং ক্রোধশ্চাধর্ম্মসম্ভবঃ। ক্রোধস্তিষ্ঠতু সম্মোহ আশা তস্মাদ্ভবিষ্যতি ॥ ৪৪
ততো [illegible] জায়তে। লোভাদ্ভবেৎ [illegible] ॥

জরায়াজ্জায়তেব্যাধির্ব্যাধিতো মরণং ভবেৎ। মৃতো জীবস্তু ভূয়োঽপি তথা প্রাপ্নোতি দেহিতাম্
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে মৃত্যুস্তে চাহিতাদয়ঃ॥ ৪৭
ধর্ম্মে মতিস্তু যেষাং বৈ তান্ দৃষ্ট্বা তু নিবৎস্যথ। দেশাদেশাদিমুৎস্তান্ ভজন্তেনৈববর্ম্মিণঃ॥
অধর্ম্মোঽপ্যপরো নোঽস্তি পুত্রো ধর্ম্মনিবর্ত্তকঃ। তত্তীতে হি স্থিতে ধর্ম্মে যূয়ং সুরাস্তরিষ্যথ
ধর্ম্মেষ্বরং হরিং যে তু ভজন্তে তান্ বিহাস্যথ। অধর্ম্মোঽপি বিভেত্যস্মাদ্দেবেন্নারায়ণাৎপ্রভোঃ
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্তান্তে তদা দৃষ্ট্বা হ্যধর্ম্মং ব্রহ্মসম্ভবম্। কামমাহায্যমাশ্রিতা হ্যধ্যতিষ্ঠন্ দ্বিজোত্তম॥ ৫১
অধর্ম্মপুত্রো হ্যভবন্মৃত্যুর্নাম ভয়ঙ্করঃ। তমাদিদেশ মর্ত্ত্যানাং মরণাহ্বয়কর্ম্মণে॥ ৫২
তদা লোকে হি হিংসার্থে নিযুক্তস্তাতমব্রবীৎ॥ ৫৩
মৃত্যুরুবাচ।
কথং মাং লোকহিংসায়ৈ নিযোজয়সি হে পিতঃ। কথং বাহং করিষ্যামি পাপং কর্ম্ম বিহিংসনম্
অধর্ম্ম উবাচ।
ন ত্বং লোকস্য হিংসায়াং পাতকী তু ভবিষ্যসি। জরা-ব্যাধি-জ্বরাদিশ্চ ময়া সৃষ্টং প্রজল্প্যাসি
তেনৈব লোকা নঙ্ক্ষ্যন্তি তত্র নাশাত্মকো ভবান্॥ ৫৫
অতস্ত্বং সর্ব্বদেহেষু কূরুষাধিষ্ঠিতং শুভম্। মৃতশ্চানুগতো ভূয়া জাতশ্চানুজনিষ্যসি॥ ৫৬
যত্রাহন্তু নিবৎস্যামি তত্র ত্বঞ্চ নিবৎস্যসি। অহং নারায়ণপরং জনং দৃষ্ট্বা পরাঙ্মুখঃ॥ ৫৭
ব্যাস উবাচ।
এবমুক্তো হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যুর্লোকভয়ঙ্করঃ। হিংসা-কলহ-শাঠ্যাদিসেনাং নীত্বা সহায়বান্।
বিচার তদা লোকে আজন্ম-মৃতিমুক্তিতঃ॥ ৫৮
ততোঽধর্ম্মসমুদ্ভূতা ব্যাধয়ো বিবিধা অপি॥ ৫৯
তত্র জ্বরোঽভবজ্জ্যেষ্ঠস্ত্রিশিরা নবলোচনঃ। ষড়্ভুজো হ্রষ্টবস্তুশ্চ ভস্মবর্ণঃ কুচেলকঃ॥ ৬০
তির্য্যগারক্তলোলাক্ষ ঊর্দ্ধ্বাসকনাসিকঃ॥ ৬১
এবং প্রবাহিকাশোথশূলগুল্মোদরাহ্বয়াঃ। বাত-শ্লেষ্ম-কফস্থানবিকারারোগনামকাঃ॥ ৬২
ততো জরাভবৎ কন্যা হ্যপত্যার্থং পতীচ্ছয়া। উবাচ মৃত্যুং বচনং পতির্মম ভবেতি বৈ ৬৩
মৃত্যুরুবাচ।
জরে নাহং পতিস্তভ্যং পতিস্তে বিবিকল্পিতঃ॥ ৬৩
অস্তি প্রজ্জ্বারনামা হি ব্যাধিরাজঃ স বীর্য্যবান্॥ ৬৫
স মে ভ্রাতা সুহৃদ্বন্ধুস্তস্য ভার্য্যা ভবিষ্যসি। পত্নী ত্বমনুজভ্রাতুর্মম ভগ্নীব সর্ব্বথা॥ ৬৬
জরোবাচ।
অসম্মতাহং লোকেষু মা বদিষ্যন্তি মা জনাঃ। দেহি মে পুত্রনাং বীর প্রজ্জ্বারং যেন যাম্যহম্
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্তঃ স তয়া তস্মৈ দদৌ সেনাং মহাদ্ভুতাম্। সা তয়া সেনয়া যুক্তা যযৌ প্রজ্জ্বারমীশ্বরম্॥

প্রজ্বারস্ত প্রণভ্যৈতাং জরাং পত্নীং স সম্মতাম্‌। সেনাঞ্চাত্যদ্ভুতাং লব্ধা হর্ষিতো দ্বিজসত্তম
জরামুবাচ বিনয়াৎ প্রজ্বারঃ শুভগঃ পতিঃ ॥ ৭১

প্রজ্বার উবাচ।

জরে গচ্ছ ময়া সার্দ্ধং সসৈন্যা কলহাদিভিঃ। সমর্দ্দয় নরান্‌ সর্ব্বান্‌ বিধিনাপি মতং যথা ॥
এতে বৈ ব্যাধয়ঃসর্ব্বেমমসৈন্যা মহাবলাঃ। তথাপিলোভ-হিংসের্ষা-ক্রোধ-মোহাদয়োমতাঃ
এতৈর্ব্যাপাদয়িষ্যাবো জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্‌ ॥ ৭২

ব্যাস উবাচ।

ইতি নির্ণীয় প্রজ্বারো জরা চ দম্পতী তদা। লোকানাং মর্দ্দনার্থায় জগ্মতুঃ সেনয়াম্বিতৌ ॥
তদা বৈ সকলা লোকাঃ স্থাবরাস্বপি সর্ব্বশঃ। যুযুধুঃ সহ তাভ্যাঞ্চ বলবন্তো মহৌজসঃ ॥৭৪
বলবদ্ভিঃ সর্ব্বলোকৈঃ প্রজ্বারস্ত প্রপীড়িতঃ। শিবং শরণমাপন্নঃ স চ তং সমপালয়ৎ ॥ ৭৫
জরাঞ্চ জগৃহুঃ সর্ব্বে লোকাঃ কেশেষু দুর্ম্মতিম্‌। কেশাকর্ষণধৃষ্টা সা জরা লোকৈঃ পরাজিতা
উবাচ সর্ব্বালোকান্‌ বৈ ভূত্বা পরমসুন্দরী ॥ ৭৬

জরোবাচ।

হে লোকা নর-বৃক্ষাদ্যাঃ শরণং বো গতা হ্যহম্‌। মাংপালয়ত বৈ সর্ব্বেভার্য্যাবুষ্মাকমপ্যহম্‌
পতির্মে যস্ত প্রজ্বারঃ স যুষ্মৎপীড়িতো গতঃ। অতো মে বিধবায়া হি যূয়ং ভবত বৈ ধবাঃ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তাস্তে তদা লোকা ধর্ম্মাভীকামুপাগতাম্‌। তাং স্বীচক্রুস্তদা দুষ্টাং জরাঞ্চ মুমুচুর্ম্ময়ঃ ॥
সা জরা তাংস্তদা প্রাপ্য হিংস্রের্য্যাদিভিরম্বিতা। লোকান্‌ জীর্ণাংশ্চকারৈবভূয়ঃ প্রজারমাপচ
প্রজ্বারস্ত তদা ভূতঃ শৈবনামা সুভক্তিমান্‌। যেন স শ্রীমৈস্তকেন দেহাখ্যং পুরমর্দ্দিতম্‌ ॥৮১
দেহং পুরমিদং জীবো জনমিশা পুরঞ্জনঃ। হেতুর্হি কামজা তস্য বুদ্ধির্নাম পুরঞ্জনী ॥ ৮২
নবদ্বারে পুরে দেহে এতাবেব হ্যধিষ্ঠিতৌ। পঞ্চপ্রাণাত্মকো বায়ুঃ পুরপালক উচ্যতে ॥ ৮৩
প্রজ্বারকালকন্যাভ্যাং মর্দ্দিতস্ত পুরংবলাৎ। ত্যক্ত্বা পুরঞ্জনং শীঘ্রং পুরঞ্জনা পলায়তে ॥ ৮৪
স্থিত্বা দেহে হরৌ ভক্তিং কুরুতে চেৎ পুরঞ্জনঃ। তদা মৃত্যুবশং নেতি ন চেৎ পততিমূঢ়ধীঃ ॥
তস্মাৎ পুরঞ্জনীং শুদ্ধাং কৃত্বা সুরপতির্ভবেৎ। জরাপ্রজ্বারব্যাধ্যাদ্যৈঃ সুভীমৈর্নানুবধ্যতে ॥
ইতি তে কথিতং বিপ্র যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া। হিংসাদীনাং জন্মকর্ম্মধর্ম্মহ্রাসপ্রয়োজনম্‌ ৮৭

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে চতুর্যুগনিরূপণে হিংসাদিবিবরণ কথনং নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

জাবালিরুবাচ।

অদ্ভুতং ভবতা পূর্ব্বং শ্রুতঞ্চৈবাদ্ভুতং ময়া। কীদৃশং জাতিসাঙ্কর্য্যং কথং জাতং বদস্ব তৎ ॥১

ব্যাস উবাচ।

পুরা বেণো ধর্ম্মপথমুৎসৃজ্যোচ্ছৃঙ্খমকারয়ৎ। তস্যাধিকারকালে তু জাতীনাং সঙ্করোঽভবৎ ॥২

জাবালিরুবাচ।

কোঽসৌ বেণঃ কস্যপুত্রঃ কিংকর্ম্মা কিংকুলোদ্ভবঃ। ধর্ম্মাতিক্রমণং বাপি কীদৃশং তস্য তদ্বদ

ব্যাস উবাচ।

ব্রহ্মণস্তনয়ঃ পূর্ব্বং নাম্না স্বায়ম্ভুবোঽভবৎ। তস্য পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে তত্র জ্যেষ্ঠঃ প্রিয়ব্রতঃ ॥ ৪
কনিষ্ঠো মানবঃ পুত্র উত্তানপাদনামকঃ। তস্য পুত্রো ধ্রুবো নাম ত্রৈলোক্যাদ্ভুতকীর্ত্তিমান্ ৫
যঃ পঞ্চবর্ষতপসা সুনীতিগর্ভসম্ভবঃ। আরাধ্য কৃষ্ণং শরণং প্রাপ দৃষ্টা স্বচক্ষুষা।
পদঞ্চ বিমলং প্রাপ সর্ব্বোপরি সুবিশ্রুতম্ ॥ ৬

বৎসরস্তস্য পুত্রোঽভূদ্ভূমিগর্ভোদ্ভবো বলী। পুষ্পার্ণস্তস্য পুত্রোঽভূৎ সুনীতিগর্ভসম্ভবঃ ॥ ৭
পুষ্পার্ণস্য প্রভায়ান্তু ব্যুষ্টঃ পুত্রো বভূব হ। ব্যুষ্টপুত্রঃ সর্ব্বতেজাঃ পুষ্করিণ্যাং বভূব হ ॥ ৮
তস্য পুত্রো মনুর্নাম আকূত্যামুদপাদয়ৎ। উলুকশ্চ মনোঃ পুত্রো নড্বলাগর্ভসম্ভবঃ ॥ ৯
তস্য পুত্রঃ পুষ্করিণ্যামঙ্গনামা বভূব হ। অঙ্গপুত্রোঽভবেণঃ সুনীথাগর্ভসম্ভবঃ।
শৃণু তস্য চরিত্রঞ্চ বেণস্যাধর্ম্মশালিনঃ ॥ ১০

সুনীথা মৃত্যুকন্যাসীৎ পত্নী হ্যঙ্গস্য সুন্দরী। তত্রাঙ্গো জনয়ামাস পুত্রেষ্ট্যা বেণনামকম্ ॥১১
বেণে জাতে সুস্থচিত্তো বভূবাঙ্গো নৃপোত্তমঃ ॥ ১২

বেণো রাজকুমারোঽসৌ সদা দর্পসমন্বিতঃ। প্রাণৈঃ প্রপীড়য়ামাস সর্ব্বজন্তূন্ স্বভাবতঃ ॥১৩
গৃহে গৃহে গৃহস্থানাং বালানাকৃষ্য সত্রমাৎ। বহূন্ বালান্ গুণৈর্বদ্ধা চিক্ষেপাগাধপাথসি ॥১৪
ইত্যাদি দুঃখদং কর্ম্ম করোত্যহরহস্তদা। লোকাশ্চ পুত্রশোকাদিতপ্তা রাজানমব্রুবন্।
তেন পুত্রেণ তপ্তোঽসৌ রাজা চাঙ্গো বনং গতঃ ॥ ১৫

অরাজকে তদা রাজ্যে মুনয়ো বেণমুল্বণং। স্থাপয়ামাসুরত্যুগ্রং রহিতং ধর্ম্মবুদ্ধিতঃ ॥ ১৬
স্বভাবপীড়কো বেণো লব্ধা সিংহাসনং পুনঃ। ধর্ম্মান্নিষেধয়ামাস বর্ণাশ্রমকুলোচিতান্ ॥১৭
ন যষ্টব্যং ন দাতব্যং ন হোতব্যং দ্বিজাঃ কচিৎ। ইতি স্ববারয়দ্ধর্ম্মান্ ভেরীঘোষেণ সর্ব্বতঃ ॥
ধর্ম্মলোপভয়াদ্বিপ্রাস্তং বেণং নাস্তিকোত্তমম্। রাজত্বানুচিতং গত্বা ভীতা ইব তদাব্রুবন্ ॥১৯

মুনয় ঊচুঃ।

রাজন্ বেণ মহাভাগ ধ্রুববংশসমুদ্ভব। রাজা সিংহাসনগতো ধর্ম্মান্ কস্মাজ্জিহাসতি ॥ ২০
নাস্তি ধর্ম্মাৎ পরো বন্ধুঃ সর্ব্ববর্ণাশ্রমস্য হ। ত্যক্তধর্ম্মা জনোঽল্পায়ুঃ সদ্যো ভবতি নান্যথা ॥

ত্যক্তধর্ম্মান্নৃপাৎ কোঽপি ন বিভেতি কদাচন। ত্যক্তধর্ম্মণি ভূপে তু প্রজা ধর্ম্মং পরিত্যজেৎ
ত্যক্তধর্ম্মে জনে ভূতে ধনং যস্য ন তস্য তৎ। যস্য স্ত্রী তস্য ন স্ত্রী চ গৃহং যস্য ন তদ্গৃহম্‌২৩
অধর্ম্মরাজকো দেশোঽরাজকো বা ভয়ঙ্করঃ। বিষ্ণুর্ন পূজ্যতে যত্র স হি দেশো হ্যরাজকঃ ২৪
অরাজকে পরস্ত্রীভো রমতে তু বলাৎ পরঃ। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়াং গচ্ছেৎ ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণীমপি।
এবমাদিবিরুদ্ধেন ধর্ম্মেণ সঙ্করো ভবেৎ ॥ ২৫
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ। এবং ধর্ম্মস্য বৈষম্যং দুষ্টরাজ্যে ভবত্যুত ॥ ২৬

বেণ উবাচ।

শ্রুতং যো নরকার্থোঽপি সঙ্করো ভবতি ধ্রুবম্। তস্মাদহং করিষ্যামি সঙ্করানেব সর্ব্বথা।
কীদৃশো দৃশ্যতে ধর্ম্মো ভবত্যেব হি শঙ্করাৎ ॥ ২৭

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তঃপুরং রাজা প্রবিবেশ ত্বরান্বিতঃ। বিপ্রা বিমনসো ভূত্বা জগ্মুস্তে হি যথাগতম্ ॥২৮
বলাৎকারেণ ব্রাহ্মণ্যাং সংগময্য তু ক্ষত্রিয়ম্। পুত্রমুৎপাদয়ামাস বেণো নাস্তিকসত্তমঃ ॥২৯
দ্বিজং ক্ষত্রিয়পত্ন্যাঞ্চ বৈশ্যপত্ন্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ম্। দ্বিজং বৈশ্যস্ত্রিয়াঞ্চাপি ব্রাহ্মণ্যাং বৈশ্যমপ্যুত ॥
এবমন্যং তথান্যস্যাং সংগময্য স ভূপতিঃ। পুত্রান্ বৈ জনয়ামাস বর্ণসঙ্করকারকঃ ॥ ৩১
সঙ্কীর্ণানাঞ্চ সঙ্কীর্ণং সংগময্য ততো নৃপঃ। চকার সঙ্করানন্যান্ দৌরাত্ম্যেন স ভূপতিঃ ॥৩২
শূদ্রায়াং বৈ বৈশ্যজাতঃ করণো বর্ণসঙ্করঃ। বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠো গন্ধিকো বণিক্
কংসকারশঙ্খকারৌ ব্রাহ্মণাৎ সংবভূবতুঃ। উগ্রশ্চ রাজপুত্রশ্চ তস্যাং ক্ষত্রাদ্বভূবতুঃ ॥ ৩৪
কুম্ভকারতন্তুবায়ৌ ক্ষত্রপত্ন্যাং বভূবতুঃ। কর্ম্মকারশ্চ দাসশ্চ শূদ্রাত্তস্যাং বভূবতুঃ ॥ ৩৫
বৈশ্যাদ্বভূবতু রাজ্ঞ্যাং মাগধো গোপ এব চ। ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং জাতৌ নাপিতমোদকৌ
ব্রাহ্মণাচ্ছূদ্রকন্যায়াং বারজীবী বভূব হ। ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতো মালাকারস্তথা মুনে ৩৭
বৈশ্যাত্তু শূদ্রকন্যায়াং জাতৌ তাম্বূলিতৈলিকৌ। বিংশতিঃ সঙ্করা এতে জাবালে কথিতাস্তব
উত্তমাঃ সঙ্করা এতে মধ্যমানথ মে শৃণু ॥ ৩৯
বৈশ্যায়াং করণাজ্জাতৌ তক্ষা রজক এব চ। স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক্ তস্যামম্বষ্ঠসম্ভবৌ ॥ ৪০
বৈশ্যায়াং গোপতো জাতাবাভীরতৈলকারকৌ। গোপাচ্ছূদ্রাগর্ভজাতৌ ধীবরঃ শৌণ্ডিকস্তথা
মালাকারাত্তু সম্ভূতৌ নটঃ শাবক এব চ। মাগধাদপি শূদ্রায়াং জাতৌ শেখরজালিকৌ ॥৪২
এতে বৈ মধ্যমাঃ প্রোক্তা চান্ত্যজানপি মে শৃণু। বৈদ্যপত্ন্যাং স্বর্ণকারাম্মুনেগৃহিরজায়ত ॥৪৩
কুড়বঃ স্বর্ণবণিজো বৈদ্যপত্ন্যাং বভূব হ। শূদ্রাচ্চ ব্রাহ্মণীগর্ভাচ্চণ্ডালস্য চ সম্ভবঃ ॥ ৪৪
আভীরাদ্ গোপকন্যায়াং বড়ুরঃ সমজায়ত। তক্ষতো বৈশ্যকন্যায়াং চর্ম্মকারশ্চ শিল্পবিৎ ॥৪৫
ঘট্টজীবী তু ধরকাদ্বৈশ্যায়াং সংবভূব হ। বৈশ্যায়াঞ্চ তৈলকারাদ্দোলাবাহী বভূব হ ॥ ৪৬
ধীবরাদপি শূদ্রায়াং মল্লজাতির্বভূব হ। ইত্যাদি যেঽন্ত্যজাঃ প্রোক্তা বর্ণাশ্রমবহিষ্কৃতাঃ ॥৪৭
ষট্‌বিংশজ্জাতয়স্ত্বেতে সাধিকাঃ কথিতাস্তব। এতেষু বিংশতীনাস্তু পুরোধাঃ শ্রোত্রিয়দ্বিজঃ ॥
চতুর্ভ্যা এব বর্ণেভ্যো জায়ন্তে তে কিলোত্তমাঃ। তত যেঽস্বামসঙ্গমেন সঙ্করান্তরকারকাঃ ॥৪৯

তে চোক্তা মধ্যমা বিপ্র অধমাঃ সঙ্করান্তরম্। সঙ্করান্তরসম্ভূতাঃ সচণ্ডালসমাদয়ঃ ॥ ৫০
শাকদ্বীপাৎ সুপর্ণেন চানীতো যশ্চ দেবলঃ। শাকদ্বীপী দ্বিজঃ সোঽভূদ্ বিখ্যাতো ধরণীতলে
তস্মাদ্বৈ গণকো জাতো হোমপূজাপরায়ণঃ। বেণস্য স্বাঙ্গাৎ সম্ভূতো ম্লেচ্ছো নাম সুতোবরঃ
পুলিন্দঃ পুক্কশশ্চৈব খশো বৈ যবনস্তথা। সুহ্ম-কাম্বোজ-শবরাঃ খরশ্চেত্যাদয়ঃ সুতাঃ ॥৫৩
ম্লেচ্ছস্য সংবভূবুশ্চ ম্লেচ্ছভেদাস্ত এব হি। এতান্ দৃষ্ট্বা ঋষিগণাশ্চাধর্মকর্মসম্ভবান্ ॥ ৫৪
তস্য হন্তুং দুরাত্মানং সর্ব্বে তে ঋষয়ো যযুঃ। তে গত্বা তত্র দৃষ্ট্বা চ ক্রোধাবিষ্টা মুনীশ্বরাঃ ॥৫৫
আধাবন্তং হুঙ্কারেণ তৎক্ষণাদহনচ্চ তম্। তস্য হুঙ্কারনষ্টস্য মথিত্বা পাণিযুগ্মকম্ ॥ ৫৬
পৃথুমাদ্যং ক্ষিতীশানং সপত্নীকমভাবয়ন্। জগৎ স্বাস্থ্যং ততঃ প্রাপ জাতে নরায়ণাত্মনি ॥৫৭
ধর্ম্মাঃ পুনঃ প্রবৃত্তাশ্চ দেব-গো-ব্রাহ্মণা অপি। প্রতিকূল্যবিহীনেঽতি মরুতীব নদীগঙ্গাঃ ॥৫৮
সর্ব্বে বৈ সিষিচু রাজ্যে তমেব পৃথুনামকম্। ততো জগ্মু র্মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পৃথুনা বিহিতার্হণাঃ ॥
ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে জাতিনিরূপণং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

জবালিরুবাচ।

ততঃ কিমকরোদ্ রাজা পৃথুর্নারায়ণাত্মকঃ। সঙ্করণাঞ্চ জাতীনাং কিং বভূব বদস্ব তৎ ॥ ১

ব্যাস উবাচ।

অভিষিক্তঃ পৃথু রাজ্যে ধর্ম্মেণ পালয়ন্ প্রজাঃ। মনঃস্বাস্থ্যং ন চ প্রাপ পপ্রচ্ছাহূয় ভূসুরান্ ॥

পৃথুরুবাচ।

কথং মে মনসোঽস্বাস্থ্যং রাজ্যেপালয়তঃ প্রজাঃ। মিরয়া রাষ্ট্রজাঃকস্মান্নিবৃত্তিং যান্তিভূসুরাঃ

ব্রহ্মণা উচুঃ।

রাজংস্তব পিতা বেণঃ প্রক্ষিপ্তধর্ম্মসঞ্চয়ঃ। বর্ণানাং সঙ্করাংশ্চক্রে বলাদেবানিবারিতঃ ॥ ৪
অধর্ম্মসম্ভবাস্তে বৈ সঙ্করাঃ পৃথিবীতলে। বর্ত্তন্ত ইতি দুঃখেন আত্মা তে কলুষীকৃতঃ ॥ ৫
তদ্ধারণাক্ষমা পৃথ্বী প্রজাভ্যো নান্নদায়িনী। এতত্তে কথিতং সর্ব্বং যত্তবান্ পৃষ্টবান্ হি নঃ ॥

পৃথুরুবাচ।

সঙ্করাণাং বিধেয়ং কিং কেবলাধর্ম্মজন্মনাম্। হন্তব্যা রক্ষণীয়া বা কেন ভদ্রং ভবেদিহ ॥ ৭
কিমর্থং বিধিসৃষ্টাস্তে হন্তাবাঃ স্যুঃ কথং মুনে। স্থিতে ভূতেষু সর্ব্বেষু পৃথ্বীনান্নপ্রদা মম ॥ ৮
কিং কর্ত্তব্যং কিন্নু পথ্যং বেণকলাষসম্ভবে। কেন শান্তির্ভবেন্নৃণাং ব্রূত মে বিপ্রসত্তমাঃ ॥ ৯

ব্যাস উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা মুনিগণাঃ পৃথোর্বচনমুত্তমম্। পরমানন্দসম্পন্নাঃ পৃথুং বচনমব্রুবন্ ॥ ১০

ব্রাহ্মণা উচুঃ।

রাজংস্তুং প্রভুরেকোদ্য ভবাজ্ঞাবশগাঃ সমে। অতঃ পরন্ত সাম্বর্য্যং নিবর্ত্তয় ন চান্যথা ॥ ১১

যথান্যজাতিষু গতাঃ পৃথিব্যামন্ত্যজাতয়ঃ । অন্তাংশ্চ সঙ্করান্ কুর্য্যুস্তন্নিবারয় সর্ব্বথা ॥ ১২
যে তু জাতা হি সংকীর্ণাস্তেষাং বৃত্তিঞ্চ কল্পয় । তানাহূয় কুরুষাশু নির্ণয়ং ধর্ম্মসংগ্রহম্ ॥ ১৩
যে ত্বৎকৃতান্ত মর্য্যাদাং লঙ্ঘয়িষ্যন্তি ভূপতে । তে তু দণ্ড্যা ভবন্ত্যেব বধ্যা অপি ন সংশয়ঃ
এষ এব বিধির্যোগ্যো নতু তেষাং বধোমতঃ । বিধাত্রাবর্দ্ধিতাস্তে তু বধে নৈবোচিতা হি তে
এতন্নো রোচতে রাজন্ যথারুচি তথা কুরু ॥ ১৫

ব্যাস উবাচ ।

এতৎ শ্রুত্বা বচস্তেষাং পৃথুঃ পৃথুপরাক্রমঃ । সর্ব্বাংস্ত সঙ্করগণানাহূয়েদং তদাব্রবীৎ ॥ ১৬

পৃথুরুবাচ ।

কথং বৈ বিকৃতাকারাঃ কুচেলা মলিনাননাঃ । শীর্ণাঃ সুদুর্ব্বলা ভূয়ঃ কথং তদ্ ব্রূত মে দ্রুতম্

সঙ্করা উচুঃ ।

বয়ং সর্ব্বে শুভাকারাঃ সুচেলা বিমলাননাঃ । শুভাঙ্গাঃ সুবলাঃ সর্ব্বে দৃষ্টিহীনঃ কথং ভবান্
বয়ং বেণসমাঃ সর্ব্বে বেণেন প্রতিপালিতাঃ । বেণেন জনিতাশ্চাপি স চাসীদ্রাজসত্তমঃ ।
ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদয়ো দেবা নাস্মত্তো হ্যধিকাঃ ক্বচিৎ ॥ ১৯

ব্যাস উবাচ ।

শ্রুত্বৈবং বচনং সর্ব্বে জহসুর্ব্রাহ্মণাদয়ঃ । রাজা ক্রোধসমাবিষ্টস্তান্ ববন্ধ কৃতাগসঃ ॥ ২০
তদা তে পীড়িতা বদ্ধা ম্লানবক্ত্রাঃ কুচেলকাঃ । রক্ষ রক্ষ মহাবাহো ইত্যাহুর্ব্যাকুলাননাঃ ॥২১

সঙ্করা উচুঃ ।

রাজংস্তবাজ্ঞাবশগা বয়ং সর্ব্বে যথাতথম্ । সর্ব্বানস্মো বিকৃতাকারান্ শুভাকারান্ কুরুষ চ ২২
ধর্ম্মাত্মন্ কল্পয়াস্মাকং বর্ণং বৃত্তিঞ্চ নাম চ । মূর্খাণাং বেণবুদ্ধীনামপরাধং ক্ষমস্ব নঃ ॥ ২৩

পৃথুরুবাচ ।

অহো বিপ্রা মহাভাগা যূয়ং ধর্ম্মনিরূপকাঃ । অমীষাং বর্ণবৃত্ত্যাদি কল্পয়ধ্বং যথোচিতম্ ২৪

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তা ঋষয়ঃ সর্ব্বে পৃথুনা সুমহাত্মনা । তেষাং বৃত্ত্যাদিকল্পার্থং তানূচুর্বিনয়ান্বিতান্ ॥ ২৫

ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

ষট্‌ত্রিংশজ্জাতয়ঃ শূদ্রা যূয়ং ভূতাস্তসঙ্করাঃ । কঃ কিংকরিষ্যতে কর্ম্ম স তদ্‌ব্রূতাং স্বশক্তিতঃ
কর্ম্মানুরূপনামানো যূয়ং সর্ব্বে ভবিষ্যথ ॥ ২৬

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তাস্তে তথা সর্ব্বে ব্রাহ্মণৈঃ শাস্ত্রদর্শনৈঃ । যত্তুমারেভিরে বিপ্রাস্তত্রাদৌ করণোঽব্রবীৎ

করণ উবাচ ।

বয়ং মূর্খা জাতিহীনাঃ প্রজ্ঞাশূন্যা বিশেষতঃ । ভবদ্বিধাংস্ত সর্ব্বজ্ঞান্ কুরুধ্বন্ত যথোচিতান্ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং তে মুনিসত্তমাঃ । প্রহৃষ্টবদনা ভূত্বা রাজানমিদমব্রুবন্ ॥ ২৯

ব্রাহ্মণা উচুঃ।

অয়ন্তু করণো নাম শ্রীযুক্তো বর্ত্ততাং সদা। বিনয়াচারসম্পন্নো বচনং সুষ্ঠু চোক্তবান্ ॥ ৩০
রাজকার্য্যং করোত্যেব নীতিজ্ঞো দৃশ্যতে হ্যয়ম্। ব্রাহ্মণে ভক্তিমাংশ্চৈব দেবেষপি ভবত্বপি ॥
এষ এব হি সচ্ছূদ্রো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ। ব্রাহ্মণে ভক্তিমত্ত্বঞ্চ দেবতারাধনে মতিঃ।
অমাৎসর্য্যং সুশীলত্বমেতৎ সচ্ছূদ্রলক্ষণম্ ॥ ৩২

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তবৎসু বিপ্রেষু করণো নাম সঙ্করঃ। প্রণনাম হি বিপ্রাণাং চরণান্ ভক্তিসংযুতঃ ॥ ৩৩
ব্রাহ্মণাশ্চ তমূচুর্ব্বৈঃ বৎস তিষ্ঠেহ ভূতলে। রাজকার্য্যেষু কুশলো লিপিকর্ম্মবিশারদঃ ॥ ৩৪
কর্ত্তব্যা ব্রাহ্মণে ভক্তিস্ত্যাজ্যং মাৎসর্য্যমেব চ। সর্ব্বদা স্বচ্ছচিত্তত্বং কৃত্বা ত্বং কুশলী ভবেঃ ॥
ভব ত্বং বংশবান্ যাবৎ ত্বদ্বংশস্তৎসমা ইহ ॥ ৩৬

ব্যাস উবাচ।

এবমুক্তঃ স বৈ বিপ্রৈশ্চারুরূপোঽভবৎ তদা। বিপ্রা রাজানমাভাষ্য ইদং বচনমব্রুবন্ ॥ ৩৭

ব্রাহ্মণা উচুঃ।

অয়মন্যঃ সঙ্করো হি বেণস্য বশগঃ পুরা। বৈশ্যাং সমুপসংগম্য চক্রেঽন্যমপি সঙ্করম্ ॥ ৩৮
তস্মাদম্বষ্ঠনামা তু সঙ্করোঽয়ং ধরাপতে। অস্মাভিরস্য সংস্কারঃ কর্ত্তব্যো বিপ্রজন্মনঃ।
যেনাসৌ সংস্কৃতো ভূত্বা পুনর্জ্জাত ইবাস্তু চ ॥ ৩৯

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তে দ্বিজগণাঃ স্মৃত্বা নাসত্যদস্রকৌ। তয়োরনুগ্রহাদ্বিপ্র দয়াবন্তো দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৪০
আয়ুর্ব্বেদং দদৌ তস্মৈ বৈদ্যনাম্নে চ পুষ্কলম্। তেনাসৌ পাপশূন্যোঽভূদম্বষ্ঠঃখ্যাতিসংযুতঃ ॥
চারুরূপধরো ভূত্বা বিপ্রাজ্ঞাং শিরসাকরোৎ। প্রণম্য ভক্তিতো বিপ্রান্ সোঽম্বষ্ঠো বিপ্রসত্তম
কৃতাঞ্জলিপুটস্তস্থৌ ব্রাহ্মণাস্তং তদাব্রুবন্ ॥ ৪২

ব্রাহ্মণা উচুঃ।

অস্মাভির্যানি শাস্ত্রাণি কৃতানি সঙ্করোত্তম। তানি তুভ্যঞ্চ দত্তানি ন প্রমাদ্যেঃ কদাচন ॥ ৪৩
চিকিৎসাকুশলো ভূত্বা কুশলী তিষ্ঠ ভূতলে। শূদ্রধর্ম্মান্ সমাশ্রিত্য বৈদিকানি করিষ্যসি ৪৪

ব্যাস উবাচ।

আয়ুর্ব্বেদস্তু যো দত্তস্তভ্যমম্বষ্ঠ ভূসুরৈঃ। তেন প্রসক্তো নৈবাঙ্গং পুরাণাদি বদিষ্যসি ॥ ৪৫
আয়ুর্ব্বেদাৎ পরং নান্যদ্ যুষ্মকং বাক্যমর্হতি। বৈশ্যবৃত্ত্যা ভৈষজানি কৃত্বা দাস্যসি সর্ব্বতঃ ॥
ত্বজ্জাতেষু ত্বিরেবৈষ বংশে বশে ভবিষ্যতি। শুক্রস্তু পুরুষঃ সাক্ষাজ্জাতিভেদবিবর্জ্জিতম্ ॥
জায়ন্তে যোনি সম্বন্ধাৎ সঙ্করামাতৃজাতয়ঃ। ইত্যুক্তৈস্তৈস্তদাম্বষ্ঠস্তথেতি কৃতবানভূৎ ॥ ৪৮
অশ্বিনৌ চ গতৌ রাজ্ঞা পূজিতৌ স্থানমুত্তমম্। রাজানং পৃথুনামানং ব্রাহ্মণাস্তে তমব্রুবন্ ॥
অয়মুগ্রাভিধোঽপ্যস্তু বলবান্ সাহসান্বিতঃ। যুদ্ধে কুশলতাস্ত্বাস্তু ক্ষত্রবৃত্তের্মহামতে ॥ ৪৯
অয়ঞ্চ মাগধো নাম তথা ভবিতুমর্হতি ॥ ৫০

মাগধ উবাচ ।

নমোঽস্তু বিপ্রপাদেভ্যো যুদ্ধবৃত্তিং ন মাং কুরু । ন চাহং সাধুধর্ম্মজ্ঞস্তস্তোঽস্ম্যরাজকর্ম্মসু ॥ ৫১
নিযোজয়ত মাং দেবা ঞ্জপালস্য পুরোঽধুনা । যুদ্ধাস্ত্রক্ষত্রধর্ম্মেণ মম জাতিস্তু জীবতু ॥ ৫২

ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

ব্রহ্মক্ষত্রবর্ণয়োস্ত্বং বন্দী ভব মহামতে । স্তুতিপাঠী চ বক্তা চ সর্ব্বসঙ্কা ণবর্ণকঃ ॥ ৫৩
লিপিপত্রস্য বোঢ়া চ ভবিষ্যসি তয়োরপি । ক্ষত্রবেদাধিকারী চ ভব ত্বং সঙ্করোত্তম ॥ ৫৪
এষা তে বিহিতা বৃত্তির্ব্রাহ্মণৈর্ধর্ম্মদর্শিভিঃ । পালয়িষ্যন্তি রাজানো ভবজ্জাতিং সুশীলিনীম্ ॥
অনতিক্রম্য বচনমিদমস্মাকমুত্তমম্ । সুখীভূয়ৈব তিষ্ঠ ত্বং ত্বদ্বংশোঽপ্যেবমেব হি ॥ ৫৬

ব্যাস উবাচ ।

এবমুক্তো মাগধো হি তথেত্যুক্ত্বা সুসংস্থিতঃ । কল্পয়ামাস চান্যেষাং বৃত্তীঃ স বিপ্রসঞ্চয়ঃ ৫৭
তন্তুবায়ে বস্ত্রসৃষ্টিং বণিজাং গন্ধবিক্রয়ম্ । নাপিতে ক্ষৌরকর্ম্মাদাদ্ গোপে লিখনমেব চ ৫৮
লৌহকর্ম্ম কর্ম্মকারে আজীব্যং সমকল্পয়ৎ । তৈলিকে হৃকয়োদাজ্যাং গুবাকবিক্রয়ে খলু ৫৯
তাম্বূলিস্তকয়োদাজ্যাং তাম্বূলবিক্রয়ে দ্বিজ । কুম্ভকারে মৃদাং শিল্পং তাম্রকাংস্যাদিকর্ম্মণি ৬০
অযোজয়ৎ কংসকারং শঙ্খভূষাঞ্চ শাঙ্খিকে । দাসে তু কৃষিকর্ম্মাণি সূতে তদুপযোগিতাম্ ৬১
মোদকে গুড়কর্ম্মাণি মালাকারে ততঃ পরম্ । সর্ব্বেষাং দেবপূজার্থং পুষ্পাহরণকর্ম্মণি ॥ ৬২
স্বর্ণকারে স্বর্ণরূপ্যভূষণাদিনিরূপণম্ । তেষাং তত্ত্বপরীক্ষায়ৈ কল্পিতঃ কলিকো বণিক্ ॥ ৬৩
ইত্যাদিজাতিভেদেন বৃত্তিভেদানকল্পয়ৎ । তেনৈব তে বভূবুর্হি চারুরূপাঃ সুবুদ্ধয়ঃ ॥ ৬৪
ব্রাহ্মণানাং শুভা জাতির্যথাবৃত্তিমুপস্থিতাঃ । পৃথোরাজ্ঞামুপাশ্রিত্য ধর্ম্মাধ্বনি সুনিষ্ঠিতাঃ ॥৬৫
পুনঃ সঙ্কারধর্ম্মাস্তে নিবৃত্তা অভবন্ কিল । গণকায় দদুস্তেষু জ্যোতিঃশাস্ত্রাণি সর্ব্বশঃ ॥ ৬৬

গ্রহবিপ্রমকুর্ব্বস্তু পূজাহোমপরায়ণম্ ॥ ৬৭

এবং বৃত্তে সঙ্করাণাং বৃত্ত্যাদিপরিকল্পনে । কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা সঙ্করা বাক্যমব্রুবন্ ॥ ৬৮

শঙ্করা উচুঃ ।

অস্মাকং বৈদিকং স্মার্ত্তং তথাগমিকমেব চ । কারয়িষ্যতি কো বিপ্রঃ কথং ন নির্বৃতির্ভবেৎ ॥

ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

উত্তমানাংহি জাতীনাংপুরোধাঃশ্রোত্রিয়া বয়ম্ । অন্যেষাঞ্চৈবজাতীনাংপুরোধাঃপতিতো দ্বিজঃ
তজ্জাতিতুল্যতাং যায়াদন্যথাকরণাদ্দ্বিজ ॥ ৭০

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যেবং স্থাপয়ামাসুরলজ্যশাসনা দ্বিজাঃ । সমাচরন্ সঙ্করাশ্চ ব্রাহ্মণৈরুদিতং যথা ॥ ৭১
রাজা সুহৃমনা ভূত্বা ব্রাহ্মণান্ সমপূজয়ৎ । পূজিতাস্তু গতা বিপ্রা যথাস্থানং মুদান্বিতাঃ ॥ ৭২
রাজা তু পৃথুনামা স হীনশস্যাং ধরাং তদা । দুদোহ যেন শস্যাদি বৎসদোহকভেদতঃ ॥ ৭৩
সর্ব্বে প্রলেভিরে সর্ব্বং ব্রীহিচ্ছন্দোবিষাদিকম্ । এতৎ তে কথিতং বিপ্র যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া
সঙ্করাণামুপাখ্যানং পৃথুকীর্ত্তিঃ সুপুষ্কলা । তত্রচ্ছ্রবণপাঠস্য ফলং পুণ্যকরং মতম্ ॥ ৭৫

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

দ্বাপরে বেদভাগোঽয়ং জাবালে বিহিতো ময়া। একবেদিদ্বিবেদ্যাদিভেদাদ্বিপ্রাস্তথাঽভবন্ ১
এবং শাস্ত্রেষু ভিন্নেষু বহুধা নীয়তে ক্রিয়া। তপোদানপ্রবৃত্তা চ রাজসী ভবতি প্রজা ॥ ২
অল্পায়ুষো নরাঃ সর্ব্বে মন্দভাগ্যা উপদ্রুতাঃ। বেদাচারবিহীনাশ্চ হিংসাশীলা অধর্ম্মিণঃ ॥৩
তেনাক্রান্তা চ ধরণী পীড়িতা ভাররূপিণী। তস্য ভারস্য শান্ত্যর্থং ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥ ৪
বাসুদেব ইতি খ্যাতো হ্যবতীর্ণো বভূব হ। দেবক্যা অষ্টমে গর্ভে সঙ্কর্ষণসহায়বান্ ॥ ৫
চতুর্ভুজঃ শঙ্খচক্রগদারাজীবশোভিতঃ। সঙ্কর্ষণো বাসুদেব ইতি ভাগদ্বয়েন হ।
অবতীর্ণো বভূবৈব ভূভারক্ষয়কারণঃ ॥ ৬
ভাগদ্বয়েন পূর্ণস্য ব্রহ্মণোঽর্দ্ধং প্রকথ্যতে। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ কলৌ ভাগদ্বয়েন হ ॥ ৭
পূর্ণস্য ব্রহ্মণোঽর্দ্ধঞ্চাপ্যপরং পরিশিষ্যতে। চতুর্ব্ব্যূহাবতারোঽয়ং পূর্ণস্য ব্রহ্মণো মতঃ ॥ ৮
তত্র কৃষ্ণো বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণসহায়বান্। কলৌ তু দ্বিভুজো ভূত্বা নন্দগেহে ররাজ হ ॥ ৯
পুতনাদিবধং কৃত্বা পশ্চাৎ কংসং জঘান হ। ভূভারং ক্ষপয়ামাস সংহৃত্য স্বকুলং তথা ॥১০
স এব ভগবান্ দেবো ধর্ম্মরক্ষাকরো হরিঃ। অধর্ম্মবৃদ্ধৌ ভুক্তায়ামবতীর্ণোঽভবৎ কিল।
ইতি তে কথিতং ব্রহ্মন্ কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১১

জাবালিরুবাচ।

কিং কৃষ্ণতোষণং দানং তন্মে বদ মহাপ্রভো। দাতা বা কীদৃশস্তত্র পাত্রং বা তত্র কীদৃশম্ ॥

ব্যাস উবাচ।

সুবর্ণং পরমং দানং সুবর্ণং দক্ষিণা পরা। ধার্য্যং হস্তে সুবর্ণঞ্চ ব্রাহ্মণৈস্তু বিশেষতঃ ॥ ১৩
এতৎ পবিত্রং পরমং তস্য স্বস্ত্যয়নং পরম্। দশ পূর্ব্বান্ পরাংশ্চাপি দশ বংশ্যান্ মহাত্মনা।
অপি পাপশতং কৃত্বা দত্বা বিপ্রেষু তারয়েৎ ॥ ১৪
স্বচ্ছন্দচেতসা যস্তু স্বর্ণং বিপ্রে প্রযচ্ছতি। দেবত্বং লভ্যতে তেন মোদতে স সুরৈঃ সহ ॥১৫
অগ্নির্হি দেবতা তস্য সুবর্ণস্য দ্বিজোত্তম। তদ্দত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুক্তো ভবতি নান্যথা ॥১৬
নষ্টে সুবর্ণে পাপং স্যাৎ স্বর্ণদানং ততঃ শুভম্। গোদানঞ্চ পরং দানং দাতারং তারয়েদ্ধি গৌঃ
পুরা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ সৃজন্ লোকান্ স্বশক্তিতঃ। প্রীত্যর্থং সর্ব্বভূতানাং গাবঃ সৃষ্টা দ্বিজোত্তম ॥
গবাং জাতিস্তু বক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকমনা দ্বিজ ॥ ১৯
প্রথমা গৌরকপিলা দ্বিতীয়া গৌরপিঙ্গলা। তৃতীয়া গৌরকপিলা চতুর্থী নীলপিঙ্গলা ॥ ২০
পঞ্চমী শুক্লপিঙ্গাক্ষী ষষ্ঠী তু শুক্লপিঙ্গলা। সপ্তমী চিত্রপিঙ্গাক্ষী অষ্টমী বভ্রুরোহিণী ॥ ২১
নবমী রক্তপিঙ্গাক্ষী দশমী রক্তপিঙ্গলা। তাদৃশাস্তেঽপ্যনড্বাহঃ কপিলাঃ [illegible] কীর্ত্তিতাঃ ॥২২
ব্রাহ্মণো বাহয়েৎ তাংস্তু নান্যে বর্ণাঃ কদাচন ॥ ২৩
সবৎসাঞ্চ সবস্ত্রাঞ্চ দত্বা ধেনুমলঙ্কৃতাম্। তদ্রোমস[illegible]কান্ বর্ষান্ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২৪

প্রতিগৃহ্য তু যো দদ্যাদ্‌গাঞ্চ শুদ্ধেন চেতসা। স গত্বা দুর্গমং স্থানমমরৈঃ সহ মোদতে ॥২৫
অন্নদানাৎ পরং দানং ত্রিলোকেষু ন বিদ্যতে। অন্নস্তু ক্ষুধিতঃ পাত্রং তত্র দানং মহাফলম্ ॥
অন্নদঃ সত্যবাদী চ তুল্যস্থানাবিমৌ মর্ত্তৌ। অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণাস্তদ্দানং প্রাণদানবৎ ২৭
অন্নযাচক আয়াতে ন দত্বা যে তু ভুঞ্জতে। তে মৃত্বা কুক্কুরীবিষ্ঠাং ভুঞ্জতে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥২৮
অন্নদানং হরের্নাম গঙ্গাস্নানং জপস্তথা। অনায়াসাজ্জনা এতে ন যস্য সন্তি তে মৃতাঃ ॥২৯
স্বার্থমাত্রং পচন্নন্নং জনঃ স্যাৎ কৃমিভোজনঃ। অবশ্যং তৎ পরার্থন্তু কিয়চ্চাপি পচেন্নরঃ ॥ ৩০
ভূমিদানং পরং দানমিতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ। ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে বসতি ভূমিদঃ॥ ৩১
অদাতুমনুমন্তা বা তাবদেব নরকে বসেৎ। অতিদানন্তু সর্ব্বেষাং ভূমিদানমিহোচ্যতে ॥ ৩২
অক্ষয়া হ্যচলা ভূমিঃ সর্ব্বান্ কামান্ প্রযচ্ছতি। ভূমিদঃ স্বর্গমারুহ্য শাশ্বতী রমতে সমাঃ ॥৩৩
পুনশ্চ জন্ম সংপ্রাপ্য ভবেদ্ভূমিপতিধ্রুবম্ ॥ ৩৪
নাম বৈ প্রিয়দত্তায়াঃ পূজ্যতে তৎ সনাতনম্। তদস্যাঃ সততং প্রীত্যা কীর্ত্তনীয়ং প্রযচ্ছতা
সুবর্ণং রজতং তাম্রং মণিমুক্তাবসূনি চ। সর্ব্বমেতন্মহাপ্রাজ্ঞ দদাতি বসুধাং দদৎ ॥ ৩৬
তপোযজ্ঞশ্রুতং শীলমলোভঃ সত্যবাদিতা। গুরুদৈবতপূজা চ নাতিক্রামতি ভূমিদম্ ॥ ৩৭
ভর্তুর্নিঃশ্রেয়সে যুক্তা ভূমির্ভবতি ভূসুর ॥ ৩৮
সোদকাঞ্চ সশস্যাঞ্চ যো দদাতি ভুবং নরঃ। ব্রাহ্মণায় বিশুদ্ধায় স যাতি পরমং পদম্ ॥ ৩৯
ভূদাতা ভূগ্রহীতা চ উভৌ তৌ স্বর্গগামিনৌ। নাভূমিদো লভেদ্ভূমিমদত্বান্নং ন তল্লভেৎ ॥
অদত্বা চাপি বস্ত্রাদি বস্ত্রাদি ন লভেন্নরঃ। দানং দেবাঃ প্রশংসন্তি দানং দুর্গতিনাশনম্ ॥ ৪১
দানেন লভতে স্বর্গো দানান্মোক্ষোঽপি সাধ্যতে ॥ ৪২
দরিদ্রো ধরণীং বাপি দানংদদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে। দরিদ্রস্যাল্পদানেন ধনিনো ভূরি বৈ সমম্ ॥ ৪৩
অদাতা যৎ পরদ্রব্যগ্রহণার্থী সদা ব্রজেৎ। সোঽন্যজন্মনি শার্গালীযোনৌ ভূত্বা ক্রবন্নব্রজেৎ ॥
ব্রাহ্মণো দানপাত্রংহিনান্যৎতস্মাৎপরংকচিৎ ॥ ৪৫
—ইতি তে কথিতং ব্রহ্মন্ দানং পৃষ্টং ত্বয়া তু যৎ। কিং তে শ্রোতব্যমন্যান্যৎপৃচ্ছতৎকথয়ামিতে
ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে দানকথনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

জাবালিরুবাচ।

কলৌ জগৎপতির্বিষ্ণুর্বিজহার যথা ক্ষিতৌ। তন্মে বদ মহাভাগ কলের্ধর্ম্মাংশ্চ সর্ব্বশঃ ॥১
সূত উবাচ।

এবমুক্তস্তদা ব্যাসো জাবালিমুনিনা দ্বিজাঃ। পরমং হর্ষমাপন্নো বক্তুং সমুপচক্রমে ॥ ২
ব্যাস উবাচ।

পুরা গৌরশরীরেণ শক্রপ্রার্থ্যেন বিষ্ণুনা। মধুনামাসুরং হত্বা নির্ম্মমে মথুরাপুরী ॥ ৩

ততোগ্রসেননামাভূদ্রাজা পরমধার্ম্মিকঃ । তস্যানুজশ্চ ভ্রাতাসীদ্দেবকাখ্যো মহামনাঃ ।
তস্যাসন্ সপ্ত তনয়া রূপবত্যঃ সুলোচনাঃ ॥ ৪
শূরসেনস্য পুত্রায় বসুদেবায় দেবকঃ । তাঃ সপ্ত কন্যাঃ প্রদদৌ ক্রমাচ্চ মুদিতান্তরঃ ॥ ৫
তত্রান্তিমা চ যা কন্যা সূর্য্যানাম্নী তু দেবকী । বসুদেবায় তাং কন্যাং প্রদদৌ চ কুতূহলৈঃ ॥৬
বসুদেবো দেবকীন্তু পরিণীয় মুদান্বিতঃ । স্বগৃহং গন্তুমারেভে সৌবর্ণং রথমারুহন্ ॥৭
ভেরীমৃদঙ্গপণবঢক্কাদুন্দুভিনিস্বনৈঃ । সুঘণ্টাঘননিস্বানমঙ্গলধ্বনিভিস্তদা ॥ ৮
নৃত্যগীতাদিকোৎসাহৈঃ সর্ব্বাস্তেহনন্দয়ন্ দিশঃ । সপতাকৈ রথৈর্হৈমৈস্তথা হস্ত্যশ্বমানুষৈঃ ॥৯
দাসীভিঃ সুকুমারীভির্যুক্তো বিমলাকান্তিভিঃ ॥ ১০
উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ সারথিস্তদ্রথেহভবৎ । গচ্ছন্ মুদা রথে যত্নাৎ কংসঃ পরমমোদিতঃ ।
শুশ্রাব চ নভোবাণীং সর্ব্বেষামপি শৃণ্বতাম্ ॥ ১১
অহো কংস মূঢ়বুদ্ধে কিঞ্চিন্ন বুধ্যতে ভবান্ । অস্যাস্ত্বামষ্টমঃ পুত্রো হন্তা যন্তাসি যদ্রথে ॥১২
ইত্যুক্তং খেন বচনং শ্রুত্বা কংসঃ সুদুর্ম্মনাঃ । দুর্ব্বুদ্ধিং প্রাপ্তবান্ সদ্যঃ স্বসুর্হননমৈচ্ছত ॥ ১৩
সসারাসিং বিনিষ্ক্রম্য দন্তৈরধরমাদশন্ । নিহন্তুং দেবকীং কংসঃ কেশান্ হস্তে পরামৃষৎ ॥ ১৪
হাহাকারস্তদা জাত উৎসাহভঙ্গ এব চ । সর্ব্বে কংসভয়াপন্না নৈব বক্তুং তদাশকন্ ॥ ১৫
দেবক্যা বিপদং দৃষ্ট্বা কংসহস্তে দ্বিজোত্তম । জগাদ বিনয়াদ্বাক্যং বসুদেবো মহামনাঃ ॥ ১৬

বসুদেব উবাচ ।

অহো কংস মহাভাগ শাস্ত্রধর্ম্মার্থভূষণ । ন যুক্তমেতৎ তে কর্ম্ম ভগিন্যা হননং কচিৎ ॥ ১৭
ইয়ং তবানুজা পাল্যা নৈব ত্বাধর্ম্মমর্হতি । ন চাস্যাং বর্ত্ততে দোষো বালবুদ্ধৌ কদাচন ॥১৮
ইয়ং কিং নমু জানাতি দোষাদোষবিচারণাম্ । পশ্যাস্যা বিমলং বক্ত্রং ম্লানং ত্বৎপাণিমীক্ষতে
কিং তে শৌর্য্যং স্ত্রিয়ং হত্বা খ্যাতশৌর্য্যস্য চাহবে । যত্বস্যা ভবিতা পুত্রস্তবনাশায়শক্তিমান্
তদা তেনৈব সংগ্রামে তবাশ্রেয়োভবিষ্যতি । যচ্চ প্রোক্তং খেন বাক্যং তৎ পরামৃষ্যতাংস্বয়ম্
জন্মান্তরে বা এব স্যাদ্দেবক্যাস্তব বাহিতম্ ॥ ২১
যদি জন্মান্তরে চৈষা ত্বচ্ছত্রুং জনয়িষ্যতি । তদা কিং হননে চাস্যাঃ ফলমস্তি তব প্রভো ॥
তত্রৈব জন্মনি যদি ত্বচ্ছত্রুং প্রসবিষ্যতি । তদা দেববচঃ সত্যং কথমন্যৎ করিষ্যসি ॥ ২৩
জাতস্য ভবতো মৃত্যুঃ সর্ব্বস্যৈব ন চান্যথা । ইতি জ্ঞাত্বাপি কস্মাৎ ত্বং ঘোরং চরসি দুর্ম্মতে
শত্রুর্ম্মিত্রং গুরুর্বন্ধুরেক এব হরিঃ প্রভুঃ । তমেকং গচ্ছ শরণং কিং মিথ্যাস্বসৃধাবসি ॥ ২৫
ত্যজাস্যাঃ কেশপাশঞ্চ জিঘাংসাঞ্চ মহামতে । বরমস্যাঃ সুতান্ সর্ব্বানর্পয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবন্তেনোদিতং শ্রুত্বা কংসস্তচ্ছীলবিত্তদা । নিববর্ত্ত বধাত্তস্যাঃ সাক্ষীকৃত্য জনানপি ॥ ২৭
ততো যথাভবং সর্ব্বে চক্রুস্তৎ কর্ম্মমঙ্গলম্ । বসুদেবস্তু দেবক্যা সহাগাদ্ ভবনং স্বকম্ ॥ ২৮
ততঃ কালে গতে কাপি দেবকী সুষুবে সুতম্ । তং কংসায় মহাভাগো বসুদেবঃ সমর্পয়ৎ ॥
তত্রাভূদ্বিস্মিতঃ কংসস্তস্য সত্যব্যবস্থয়া ॥ ৩০

গচ্ছ গচ্ছ সপুত্রস্ত্বং ন ত্বত্তাদস্তি মে ভয়ম্‌। যুবয়োরষ্টমাৎ পুত্রান্মরণং মে নিরূপিতম্‌॥ ৩১
এবং কংসবচঃ শ্রুত্বা বসুদেবে প্রযচ্ছতি। নারদঃ স্বয়মাগত্য কংসায়াখ্যাতবানত॥ ৩২

নারদ উবাচ।

অহো কংস রাজসূনো নোপযুক্তা মতিস্তব। বসুদেবস্য তনয়ং কিং প্রত্যাখ্যাতবানসি॥ ৩৩
বসুদেবসুতান্‌ সর্ব্বান্‌ মারয়ান্নৈব সর্ব্বথা। নিঃসহায়ো যথা ত্বাং নো নাশয়েদষ্টমঃ সুতঃ॥ ৩৪

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ দেবঃ কংসশ্চাপি তথাকরোৎ। উগ্রসেনসুতস্তস্য জঘান তু মুদান্বিতঃ॥ ৩৫
হতেষেবং ষট্‌সু তেষু কংসেন সুদুরাত্মনা। ব্রহ্মার্থে সপ্তমস্যাথ বিষ্ণুঃ পরমপুরুষঃ।
উপতস্থে কামরূপে দেবীমসুরনাশিনীম্‌॥ ৩৬

বিষ্ণুরুবাচ।

দেবীং নবীনঘননীলসুচারুরূপাং হেমজ্বলক্রচিরনূপুর শিঞ্জিতাঙ্ঘ্রিম্‌।
প্রত্যঙ্গুলীদলনখচ্ছলরূপচন্দ্রসংসেবিতে বিজয়দে ভবতীং নমামি॥ ৩৭
আঘির্চ্চনাগবিবিধবন্ধবিশালচারুশার্দ্দূলচর্ম্মপরিধায়িনি দক্ষকন্যে।
কাদম্বিনীরুচিরদীর্ঘবিমুক্তকেশপাশোরুশোভিজঘনাং ভবতীং স্মরামি॥ ৩৮
হস্তৈশ্চতুর্ভিরমলাঃ পাদে ধৃতখড়্গা প্রোদ্যৎসুধাধররুচির্নৃকপালযুক্তৈঃ।
দুষ্প্রেক্ষণীয়ভবরূপধরাং সুরারিদৈত্যাদিভির্বিজয়দে ভবতীং স্মরামি॥ ৩৯
ব্যাদীপ্যমানময়নত্রয়দৃষ্টিরূপপীযূষবর্ষিণি সুরাদিষু দৈত্যহন্ত্রী।
স্বচ্ছপ্রসন্নবিমলাম্বরমণ্ডলাভভালেন্দুখণ্ডতিলকাং ভবতীং স্মরামি॥ ৪০
কিরীটকোটিকমনীয়লসৎপতাকা পীযূষভাপুলসিকণ্ঠমণিঃ সদৈব।
ভ্রাজল্যমানরবিকোট্যধিকপ্রভাঢ্যাং সর্ব্বার্চ্চিতে বিজয়দে ভবতীং স্মরামি॥ ৪১
এতাদৃশীং রুচিররূপধরাসি ভক্তচিন্তানুরূপকরণাসি নিসর্গসূক্ষ্মা।
জ্ঞানস্বরূপিণি বিভো নয়নাদ্যবিষ্ঠা নিশ্চক্ষুরাদিমসিতাং ভবতীং স্মরামি॥ ৪২
নারায়ণী বিধিশিবাচ্যুতবন্দিতাঙ্ঘ্রিঃ কালী জয়া বিজয়দা জননী জনানাম্‌।
দুর্গাভয়া ভগবতী গিরিজা ভবানী ত্বং বৈষ্ণবী নিখিলদেবময়ি প্রসীদ॥ ৪৩
নারায়ণাচ্যুতজনার্দ্দনপদ্মনাভদৈত্যারিবিষ্ণুভগবৎকমলাসনেতি।
নামানি দেবি কমলানি তবৈব শব্দলিঙ্গৈকভেদকলিতানি বিহীনলিঙ্গে॥ ৪৪
ত্বং কালকেতুবরদা চ্ছলগোধিকাসি যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
শ্রীশালবাহননৃপাদ্‌ বণিজঃ সসূনো রক্ষেঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী॥ ৪৫

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা ভগবতী বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। দর্শো সা দর্শনং দেবী কালী কল্যাণদা হরেঃ॥ ৪৬

ভগবত্যুবাচ।

কথং স্তৌষি মাং দেব কিং তে কার্য্যমুপস্থিতম্‌। তদহং তে করিষ্যামি তন্মে বদ নচান্যথা

ভগবানুবাচ।
অহঞ্চাবতরিষ্যামি ভূভারক্ষয়হেতবে। তত্র সাহায্যমিচ্ছামি ভবত্যা ভুবনেশ্বরি॥ ৪৮
ভগবত্যুবাচ।
ত্বং যাহি দেবকীগর্ভমষ্টমং ভগবন্ হরে। গোকুলেতু যশোদায়াং গোপিন্যাং সম্ভবাম্যহম্॥৪৯
নন্দস্য বাসনাপূর্ত্তিং ত্বং করিষ্যসি গোকুলে। অহঞ্চ মথুরামেত্য চ্ছলয়িষ্যামি তে রিপুম্॥ ৫০
অহং তে ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং দেবক্যা গর্ভতো হরে। আকৃষ্যরোহিণীগর্ভে স্থাপয়িষ্যামিগোকুলে
এবমেব করিষ্যামি সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বয়া। তব স্বাস্থতি সংকীর্ত্তির্ব্রহ্মণ্ষ্টৌ মলাপহা॥ ৫২
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত। সংকৃষ্য দেবকীগর্ভং রোহিণীঞ্চ প্রবেশয়ৎ॥ ৫৩
দেবকী চু্যতগর্ভাভূদিতি লোকরবোঽভবৎ। ইহ নন্দালয়ে বিপ্র রোহিণী গর্ভিণী বভৌ॥ ৫৪
নন্দালয়ে ততো জাতে বলে লোকমনোরমে। বিশেষ দেবকীগর্ভং কেশবঃ পুরুষোত্তমঃ॥৫৫
বিষ্ণুনা জগদীশেন গর্ভেণ দেবকাত্মজা। বিররাজ যথা প্রাচী ব্রহ্মকালেঽরুণপ্রদা॥ ৫৬
দেবাঃ সর্ব্বে তদা কৃষ্ণং গর্ভস্থং পরিতুষ্টুবুঃ॥ ৫৭
দেবা উচুঃ।
এবং পুরাণপুরুষং ভগবন্তমাদ্যং বৈকুণ্ঠনাথমখিলেশ্বরমপ্রমেয়ম্।
জ্ঞানস্বরূপমমলং ভুবনৈকনাথং ত্বাং সত্যরূপমপি পূর্ণমনন্তমীড়ে॥ ৫৮
যস্মিন্ প্রসীদতি হরৌ শ্রুতিভিঃ সমীড্যে ত্রৈলোক্যমেব সুরমর্ত্ত্যময়ং প্রসন্নম্।
তং ত্বাং সুরাসুরনরোরগকিন্নরাদিসংস্তুত্যং ভজামি করুণাময়মেকমীশম্॥ ৫৯
যঃ স্বেচ্ছয়া সৃজসি পাসি হরস্যথান্তে দেহাংশ্চ ধারয়সি জীবনিকায়মাত্র।
স ত্বং স্বয়ঞ্চ পুরুষোত্তমমেব ধর্ত্তুং প্রাপ্তোঽসি দেবকসুতাজঠরং নমস্তে॥ ৬০
যং ত্বাং হরিং স্মরত এব স গর্ভবাসপীড়োগ্রদুঃখমপুনর্ভবদং ভবেদ্ বৈ।
স ত্বং ন দেবকসুতাজঠরং প্রবিষ্টঃ কস্য প্রতীতিবিষয়ো ভবতীতি সাধোঃ॥ ৬১
মন্যে ভবান্ নিজজনস্য কৃপাবলাত্মা ধংসে তনুং ভক্তকারণমাত্মতন্ত্র।
ন হ্যন্যথা কৃমিপতঙ্গসমাঃ কথন্তু কংসাদয়ো দধতি জীবনমিষ্টনাশাঃ॥ ৬২
কিং চিত্রমত্র ধরয়া বসুদেবপত্ন্যা শূরাত্মজেন সহ নন্দযশোদয়া বা।
সংসেবিতোঽসি সুরভূসুরযজ্ঞরূপী যস্মাৎ ত্বমত্র ভগবন্ বিহরিষ্যসীতি॥ ৬৩
ত্বাং ধর্ম্মকারণকারণমচ্যুতাখ্যং পৃথ্ব্যাং হরে বিবিধচারুতরাঃ সুশীলাঃ।
কুর্ব্বন্তমাদিপুরুষং পুরুষার্থসারমীক্ষামহে সমবতীর্য্য তব প্রিয়ার্থম্॥ ৬৪
ব্যাস উবাচ।
এবং সংস্তুত্য তে সর্ব্বে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ। স্বং স্বং বাসং যযুঃ সর্ব্বে ভূয়োভূয়ঃসমাগতাঃ॥
কংসস্তু দেবকীং দৃষ্ট্বা পরমাদ্ভুতরূপিণীম্। তদৈব হন্তুমৈচ্ছৎ তাং পরামৃশ্য ন্যবর্ত্তত॥ ৬৬
ববন্ধ নিগড়ৈরেব বসুদেবঞ্চ দেবকীম্। রক্ষকৈঃ স্থাপিতৈস্তৈর্নহ রুদ্ধদ্বারে ররক্ষ চ॥ ৬৭

অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যর্দ্ধরাত্রকে । বভূব কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাত্মা কান্তস্তারুচতুর্ভুজঃ ॥ ৬৮
আলোকয়ন্ গৃহং সর্ব্বং শঙ্খচক্রগদাব্জধৃক্ । পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী কৌস্তুভাভরণোজ্জ্বলঃ ॥ ৬৯
কিরীটী কুণ্ডলধরঃ স্মেরোত্তাসিমুখাম্বুজঃ । নবনীরধরশ্যাম ইন্দ্রনীলমণিপ্রভঃ ।
সুনন্দনন্দপ্রমুখৈঃ পার্ষদৈরভিপূজিতঃ ॥ ৭০
তং দৃষ্ট্বা দম্পতী তত্র কৃষ্ণং কমললোচনম্ । প্রণম্য জগতীনাথং দেবং জগদতুর্মুদা ॥ ৭১

দম্পতী উচতুঃ ।

জ্ঞাতোঽসি ভো রমানাথ মাধব শ্রীধর প্রভো । পূর্ণস্ত্বং ভগবান্ বিষ্ণুঃ কমনীয়ঃ কলানিধিঃ ৭২
যস্য ভ্রূভঙ্গমাত্রেণ ত্রৈলোক্যং ভূর্ভুবাদিকম্ । নশ্যত্যুৎপদ্যতে ভূয়ঃ স ত্বং নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥
স ত্বং দেবোঽখিলাধারঃ সত্ত্বমূর্ত্তিঃ সনাতনঃ । পৃথিবীভারহারায় হ্যবতীর্ণোঽসি নঃকুলে ॥৭৪
ত্রৈলোক্যসমুদায়স্য কান্তিং ধৃত্বা সমাগতঃ । নৈতস্য তব রূপস্য চক্ষুর্নো ধারণক্ষম্ ॥ ৭৫
বিনাপ্যেতেন রূপেণ ত্রৈলোক্যাভ্যধিকেন হ । ভূভারান্ নাশিতুং শক্তস্তস্মাদ্রূপমিদং তব ॥
ভক্তানামনুকম্পার্থমধিকং নমু কেশব । গরুড়ধ্বজ গোবিন্দ নাথ শ্রীপুরুষোত্তম ॥ ৭৭
উপসংহর বিশ্বাত্মন্নদো রূপমলৌকিকম্ । কিং কর্ত্তব্যমিহাস্মাভির্দীনবন্ধো জনার্দ্দন ॥ ৭৮

ভগবানুবাচ ।

এবমেব যথাজ্ঞানং ভবদ্ভ্যাং তন্ন সংশয়ঃ । ভবতাং প্রকৃতো বালো নয় মাং নন্দগোকুলম্ ॥
মজ্জন্মতুল্যকালো হি যশোদা নন্দগেহিনী । অসূত কন্যাং রুচিরাং মম প্রতিনিধিং শুভাম্ ॥
আনয়িষ্যসি সা ত্বত্র কংসায় চ্ছলয়িষ্যতি । বিহরিষ্যামি তত্রাহং নানা দুষ্টান্ বিনাশয়ন্ ॥৮১
মধ্যেঽস্তি যমুনা দেবী জলপূর্ণতরঙ্গিণী । সা তুভ্যং দাস্যতে পারং সর্ব্বঞ্চ নিদ্রিতং জগৎ ॥৮২
ন ভেতব্যং কংসতস্ত্বং নাস্যলোকেভ্য এব চ । যুবাং বিমুক্তনিগড়ৌ মুক্তদ্বারঞ্চ মন্দিরম্ ॥৮৩
অত্রাপি গোকুলে চাপি সর্ব্বে নিদ্রায়িতা জনাঃ । কাপি কিঞ্চিন্নবক্তব্যং বসুদেব মহামতে ।
তব নাম্না বাসুদেব ইতি মে নাম বিশ্রুতম্ ॥ ৮৪

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ । বসুদেবস্তথা চক্রে যদুক্তং বিষ্ণুনা দ্বিজ ॥৮৫
যশোদাং প্রসবশ্রান্তাং বিলোক্য শূরনন্দনঃ । তত্র পুত্রং স্থাপয়িত্বা নীত্বা পুত্রীঞ্চ তৎক্ষণাৎ ॥
আনীয় স্বগৃহং প্রাপ্তো বসুদেবো মহামনাঃ । পূর্ব্ববন্নিগড়স্থোঽভূদ্ গৃহঞ্চ বদ্ধার্গলম্ ॥ ৮৭
কন্যা ররাব রুদতী জাতমাত্রৈব তত্র সা । তেন প্রবুদ্ধাশ্চ জনাঃ কংসশ্চাগত্য সত্বরম্ ॥ ৮৮
মুক্তকেশোঽসিহস্তশ্চ রুষা ঘূর্ণিতলোচনঃ । পাদেনাহত্য চ বলাৎ কবাটং শৌরিমব্রবীৎ ॥৮৯
জাতস্তে বালকঃ শৌরে দেহি তং হন্স্য মৃত্যবে । বিধাত্রা লিখিতং যস্য মরণং জন্মমাত্রতঃ ॥

ব্যাস উবাচ ।

দেবকী ব্যাকুলাপাঙ্গী কংসবক্ত্রনিরীক্ষতী । কন্যেয়মিতি ভাষন্তী হস্তাভ্যাং সহসাবৃণোৎ ॥
অশৃণ্বন্ বচনং তস্যা হস্তাদাচ্ছিদ্য বালিকাম্ । হসন্ নৃত্যন্নিবানন্দাদ্ যযৌ যত্র পরৈমৃ্তা ॥
তত্র তাং বালিকাং দেবীং ধৃত্বা পাদাম্বুজদ্বয়ে । ক্ষেপ্তুং পাষাণপৃষ্ঠে বৈ উচ্চৈস্তেণ মুদান্বিতঃ

সা তৎকরস্থা মতসি তৎকরাদ্‌গলিতা ক্ষণাৎ। বভূব ভীষণাকারা সাট্টহাসা বিয়দ্‌গতা ॥১৪
অষ্টহস্তা খড়্গচর্ম্মশূলাসিবাণপাশকৈঃ। পরশুযষ্টিসংযুক্তৈর্দেবদেবীভিরর্চ্চিতা ॥ ১৫
ঘণ্টাশঙ্খধনূর্নাদৈঃ শব্দয়ন্তী দিশো দশ। অট্টহাসেন তং প্রোচে কংসং বিস্মিতচেতসম্ ॥ ১৬
কিং মাং জিঘাংসসে মূর্খ ন মিথ্যাকাশভারতী। তদর্থং বৈ পূর্ব্বশত্রুঃ কাপি জাতস্তবানঘঃ ॥
ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৭
কংসশ্চ বিমনা ভূত্বা সন্দিগ্ধশ্চ পরং তদা। দেবকীং বসুদেবঞ্চাপ্যানুনীয় বিমুচ্য চ ॥ ১৮
স্বগৃহং প্রাবিশন্নন্দো মন্ত্রিভিঃ সমমন্ত্রয়ৎ। নিযুক্তমন্ত্রিণস্তস্য গোব্রহ্মামরহিংসনে ॥ ১৯
যতঃ স্বস্ত্যয়নং কাম্যং তস্য হিংসাধিয়োবশা। জিঘাংসবো নির্দ্দিশন্ত বালকান্ দুষ্টবুদ্ধয়ঃ১০০

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণজন্ম নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

প্রাতর্গোপেশ্বরো নন্দ আকর্ণ্য পুত্রসম্ভবম্। বহূন্ স উৎসবাংশ্চক্রে চন্দ্রদৃষ্ট্বো যথোদধিঃ ॥ ১
গৃহে গৃহে গোকুলে চ যশোদাপুত্রসম্ভবঃ। বাক্যরূপেণ বলবান্ ব্যচরন্মঙ্গলোদয়ঃ ॥ ২
সর্ব্ব এব জনাস্তত্র পুত্রোৎসবমুখং গতাঃ। দিদৃক্ষবঃ সমায়াতা নন্দপুত্রং মুদান্বিতাঃ ॥ ৩
গোপ্যো ভূষণবাসঃস্রঙমাল্যচন্দনশোভিতাঃ। ধান্যতণ্ডুলদূর্ব্বাদ্যদধিপাত্রকরাঃ শুভাঃ ॥
আগত্য দদৃশুঃ কৃষ্ণং স্মেরোৎফুল্লদৃশাননম্ ॥ ৪
তদ্দৃষ্টিস্মিতলাবণ্যবিশেষপরিতোষিতাঃ। অদৃষ্টাশ্রুতলাভেন গতা বাহ্যাত্মপূর্ণতাম্ ॥ ৫
সর্ব্বাস্তা ধান্যদূর্ব্বাদ্যৈরাশিষো যুযুজুঃ স্ত্রিয়ঃ। চিরং জীব চিরং জীব চিরং জীবেতি বালক ৬
ইত্যাশিষঃ প্রযুঞ্জানাঃ সর্ব্বাঃ কৃষ্ণময়া ইব। কৃষ্ণাশ্লেষধিয়ো গোপ্যঃ সমাশ্লিষ্যন্ পরস্পরম্ ॥৭
এবং গোপাশ্চ মুদিতা দধিভারংবহাস্তদা। মঙ্গল্যদধিসিক্তৌ তে সন্তেরুঃ পরমাশিষা ॥ ৮
গাবো বৃষা বৎসতর্য্যো হরিদ্রাতৈলরঞ্জিতাঃ। উৎক্ষিপ্য পুচ্ছান্ মুদিতা নৃত্যলাবণ্যতশ্চরন্
এবন্তু গোকুলে তত্র সদানন্দসমাকুলে। নবিজ্ঞাবালসম্পূর্ণে সদা কৃষ্ণোৎসবো বভৌ ॥ ১০
অন্বয়েবোৎসবস্তত্র গোকুলে তদ্দিনোদ্ভবঃ। দিনে দিনে পল্লবিতো বভূব কৃষ্ণবৃদ্ধিবৎ ॥ ১১
শ্রুত্বা তং কংসনৃপতিঃ পুতনামভ্যচোদয়ৎ। প্রাণাধিক্যমিব প্রাপ্তঃ পুতনাপ্রাণপোঽভবৎ ১২
সা মুক্তদেহা বালঘ্নী পপাত নিজমূর্ত্তিতঃ। গোপাদ্যা বিস্মিতাস্তস্য চক্রুঃ স্বস্ত্যয়নাদিকম্ ॥১৩
এবমন্যাংশ্চ দুষ্টান্ স তৃণাবর্ত্তাদিকান্ হরিঃ। হত্বা বৈ শৈশবং নিন্যে সহ রামেণ বৈ তদা ॥
ততস্তৌ প্রাপ্তনামানৌ রামকৃষ্ণৌ শুভাবিতি। গোপানাং মন্ত্রণাদেব বৃন্দারণ্যং প্রজগ্মতুঃ ॥১৫
যত্র গোবর্দ্ধনো নাম গিরির্যমুনয়ান্বিতঃ। কৃষ্ণস্য ব্রহ্মরূপস্য রমণীয়তরং বভৌ ॥ ১৬
অত্র গোপচরিত্রেণ দীব্যন্ বৃন্দাবনে হরিঃ। গোপান্ গোপীশ্চ বালংশ্চ তোষয়ামাস সর্ব্বদা ॥

সর্ব্বে স্বস্বানুভাবেন কাময়ামাসুরেব তম্ । স চ তান্ স্নেহভাবেন ভেজে ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥১৮
চারয়ন্তৌ ততো বৎসাংস্তত্র রামজনার্দ্দনৌ । বকবৎসাদিকান্ শত্রূনবধীৎ কংসকিঙ্করান্ ॥১৯
ততঃ কালে বয়স্যোঽভূদ্ধরাচারণপণ্ডিতঃ । বনেঽঘনামকং জঘ্নে মহাহিমচলং দ্বিজ ॥ ২০
তদ্দ্রষ্টুঞ্চ সমায়াতো ব্রহ্মা দেবগণৈঃ সহ । ভুঞ্জানান্ বালকান্ জহ্রে গামন্বেষ্টুং গতে হরৌ ॥
হরাবন্বেষণং যাতে জহ্রে গা অখিলা অপি । তজ্ জ্ঞাত্বা ব্রহ্মণঃ কর্ম্ম হরিশ্ছদ্মমনুষ্যকঃ ।
স্বয়ং সর্ব্বমভূৎ তত্র সর্ব্বেষাং প্রীতয়ে নৃণাম্ ॥ ২২
এবং বর্ষে গতে ব্রহ্মা কৃতাপরাধকোঽভবৎ । স্তুত্বা নত্বা তং প্রসাদ্য বভূব বিগতজ্বরঃ ॥ ২৩
ততো দমিত্বা সর্পেন্দ্রং কালিয়ং দূষিতে হ্রদে । চক্রে গোপকুমারীণাং প্রসাদং বস্ত্রমাহরন্ ॥
অতোঽপি যজ্ঞিপত্নীনাং প্রসাদার্থী যদূত্তমঃ । বনেঽন্নং ভোজয়ামাস সর্ব্বান্ গোপগণান্ হরিঃ
তত ইন্দ্রমদং মত্বা গোবর্দ্ধনধরঃ প্রভুঃ । ররক্ষ গোকুলং সর্ব্বং বাতবর্ষমহাভয়াৎ ॥ ২৬
গোবিন্দোঽভিষিক্তোঽভূৎ সুরভেঃ পয়সা তদা । স্তুতইন্দ্রেণদ্বাদশ্যাংমাসিভাদ্রপদেদ্বিজ ॥২৭
ততো রাসোৎসবং চক্রে গোপীনাংপ্রীতিহেতুকম্ । নন্দঞ্চ বারুণাৎ পাশাম্মুমোচাহিভয়াদপি ॥
এবমাদিঃ শুভা লীলাশ্চক্রে রামোঽপি তৎক্ষমঃ । এবং তৌ রেজতুস্তত্র সর্ব্বলোকমনোহরৌ
রামকৃষ্ণৌ মহোদারৌ শ্বেতশ্যামৌ সহোদরৌ ॥ ২৯
তচ্ছ্রুত্বা নারদাৎ কংসো বিশেষেণ দ্বিজোত্তম । অক্রূরং প্রেরয়ামাস রাজমন্ত্রিণমুত্তমম্ ॥ ৩০
তেনাজ্ঞপ্তস্তদাক্রূরঃ সরথো মন্ত্রিসত্তমঃ । গন্তুং প্রচক্রমে দ্রষ্টুং রামং কৃষ্ণঞ্চ গোকুলে ॥ ৩১
অত্রান্তরে কেশিনঞ্চাপ্রেষয়ৎ খররূপিণম্ । স কেশী খররূপেণ জগাম রামকেশবৌ ॥ ৩২
জঘান কেশিনং কৃষ্ণো যেন কেশব উচ্যতে । হতে কেশিনি কৃষ্ণেন নারদঃ কৃষ্ণমাগমৎ ॥
জগাদ সকলাং বার্ত্তাং কংসেন নিজসঙ্কথাঃ ॥ ৩৩
গতে চ নারদে তস্মাৎ সোঽক্রূরঃ প্রীতিমোদিতঃ । কৃষ্ণস্য জগদীশস্য দর্শনাকাঙ্ক্ষয়া সুধীঃ
আত্মানঞ্চ তথা কংসং তুল্যভাগৌ বিচিন্তয়ন্ । অনিচ্ছন্নপি কংসো যৎকরাব্জংপ্রাপ্যমোক্ষিতঃ
তস্যায়মিচ্ছন্ পাদাব্জং কিং প্রাপ্স্যতি ইতি স্মরন্ ॥ ৩৫
তস্মাপি ফলবদ্ বুধ্যন্নক্রূরোঽগাৎ স গোকুলম্ । প্রণম্য রামং কৃষ্ণঞ্চ মহাত্মানঞ্চ সার্থকম্ ॥৩৬
পরিষক্তঃ পূজিতশ্চ তাভ্যাং তত্র দ্বিজোত্তম । জগাদ সর্ব্ববৃত্তান্তং স্বচ্ছভাগ্যবতাং বরঃ ॥৩৭
নন্দশ্চ তৎ সমাকর্ণ্য কংসেনাকৃতমেব চ । গন্তুং সমুপচক্রাম কংসযজ্ঞং মুদান্বিতঃ ॥
নানোপায়নসামগ্র্যা নন্দঃ কংসনিমন্ত্রিতঃ ॥ ৩৮
কৃষ্ণস্য গমনং শ্রুত্বা গোপাঃ কৃষ্ণস্থিতাসবঃ । পরিম্লানমুখাঃ সর্ব্বাঃ প্রয়াণেনাকুলা ইব ॥ ৩৯
মিথস্তা মন্ত্রয়ামাসুঃ কুললজ্জাভয়াকুলাঃ । কৃষ্ণপ্রীতিকরং সর্ব্বং গোপনাথস্য চিন্তয়ন্ ॥ ৪০
কথং বা বয়ং জীবেম বিনা কৃষ্ণং হৃদীশ্বরম্ । কিং নো হাস্যতিকৃষ্ণোবানজানীমোঽস্য মানসম্
একদৈব হি সর্ব্বাসাং মৃত্যুরেব নিরূপিতঃ । এবমস্তু বয়ং সর্ব্বাঃ কৃষ্ণং ধ্যাত্বা ম্রিয়ামহে ॥৪২
ত্রৈলোক্যশরণং কৃষ্ণো হ্যস্মাকঞ্চ গতির্ভবেৎ । ইত্যাদি মনসা ধ্যাত্বা ন চ ধৈর্য্যমুপাগতাঃ ॥
কৃষ্ণপ্রয়াণকালো হি ত্যক্ত্বা ধৈর্য্যং যদীপ্সিতম্ । আকস্মিকাৎ কৃষ্ণভাবাৎপ্রাণনাথেঙ্গিতোজ্ঝতঃ

ক যাসি কৃষ্ণ হে নাথ ত্যক্ত্বাস্মানবলাঃ প্রভো। নোচিতংতব নৈষ্ঠুর্য্যং জগৎপ্রাণস্বরূপিণঃ॥
অমৃতা হি বয়ং সর্ব্বা ভবতৈব কৃতাঃ পুরা। কথমদ্য তু তাঃ সর্ব্বা বিবীরন্তে মৃতাইব॥ ৪৬
এবং তা রুদতীঃ সর্ব্বাঃ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ। দদর্শ দীর্ঘয়া দৃষ্ট্যা প্রীণয়ন্নিব বৈ চিরম্‌॥ ৪৭
তাস্ত দৃষ্টাস্তদৈবেহ তৃপ্তা এব হি মেনিরে। কৃষ্ণো হ্যস্মাকমেবেতি ভগবচ্চেষ্টিতাশ্রয়াঃ॥ ৪৮
কৃষ্ণস্য চরিতং বিপ্র দুর্জ্ঞেয়মপি যোগিনাম্‌। যেন গোপ্যঃসুহৃদ্দৃষ্ট্যা চিরং সুপ্রীণিতাঃ কৃতাঃ
ভক্ত্যামৃতা ইব প্রাণান্‌ স্বচ্ছন্দং ধারয়ন্তি হি॥ ৪৯

এবং প্রীণয্য তাঃ কৃষ্ণঃ সহ রামেণ সত্তমঃ। অক্রূররথমারুহ্য মথুরাং সায়মাপ্তবান্‌॥ ৫০
নন্দাদ্যা গোপপুরুষাস্তুস্থুস্তোপবনে দ্বিজ। অক্রূরো ভবনং প্রায়াৎ কৃষ্ণরামৌ ততঃ পরম্‌॥
রাজবর্ত্মনি গচ্ছন্তৌ নিহত্য রজকং প্রভুঃ। পরিধায় সুবাসাংসি কুব্জানুগ্রহকৃৎ তদা॥ ৫২
গন্ধানুলিপ্তসর্ব্বাঙ্গৌ সুদামস্রগ্‌বিভূষিতৌ। কংসস্য মন্ত্রিতং চাপং পৌরদর্শিতমারুহৎ॥ ৫৩
ততস্তৌ চাপখণ্ডাভ্যাং নিহত্য চাপরক্ষকান্‌। প্রণেমতুঃ সমাগত্য মল্লাদীন্‌ দ্বিজসত্তম॥ ৫৪
কংসোঽক্রূরাৎ কৃষ্ণরামৌ শ্রুত্বায়াতৌ হ্যচিন্তয়ৎ। প্রাপ্তঃ সর্ব্বানসমাহূয়বদ্ধা শৌরিং দেবকীম্‌
মল্লাদীন্‌ স্থাপয়ামাস মল্লরঙ্গে মহাবলান্‌। মঞ্চং সুতুঙ্গমারুহ্য সাসিচর্ম্মকরঃ স্থিতঃ॥ ৫৬
কৃষ্ণরামৌ বলোৎকৃষ্টৌ রঙ্গদ্বারি সমাহিতে। হত্বা কুবলয়াপীড়ং মল্লং চাণূরনামকম্‌।
জঘান কৃষ্ণো রামস্তু মুষ্টিকং মল্লমুত্তমম্‌॥ ৫৭

তৌ মল্লঘাতকৌ দেবৌ মল্লরক্তাচিতৌ শুভৌ। নৃত্যন্তৌ চ হসন্তৌ চ দদৃশে উগ্রসেনজঃ॥
কৃষ্ণস্তু মঞ্চমারুহ্য নীত্বা কংসকরাদসিম্‌। বামেন পাণিনা কেশং ধৃত্বা চ যদুনন্দনঃ।
কংসাসিনৈব কংসস্য সকিরীটং শিরোঽহনৎ॥ ৫৯

কংসস্কন্ধাচ্ছিরঃ পেতে নালংত্যক্ত্বেব পঙ্কজম্‌। কংসস্য তেজঃ কৃষ্ণেঽগাৎসর্ব্বে মুমুদিরেতদা
পিতরৌ মোক্ষয়ামাস পূর্ব্বং কংসপ্রপীড়িতৌ। নন্দাদ্যা জ্ঞাতসর্ব্বার্থা বসুদেবেন পূজিতাঃ॥
যযুঃ স্বং স্বং স্থলং সর্ব্বে কৃষ্ণরামৌ চ সংস্থিতৌ। শাস্ত্রাণ্যপঠতাং কালেনাল্পেনৈবাখিলানি তৌ
ততঃ কংসস্য শ্বশুরো জরাসন্ধো মহাবলঃ। মথুরামাগমদ্‌ যোদ্ধুং কৃষ্ণরামৌ মহাবলৌ॥ ৬৩
প্রাপ্য স্বর্গগতৌ দিব্যৌ রথৌ রামজনার্দনৌ। যুযুধাতে জরাসন্ধবলেন ভূরিভূরিণা॥ ৬৪
নাশয়ামাসতুঃ সেনা ভূয়ো ভূয়ো বলাচ্যুতৌ। আয়াতঃ কালযবনো মাগধস্য প্রিয়ার্থকঃ॥৬৫
সিন্ধুমধ্যে তদা কৃষ্ণো দ্বারিকাং নির্ম্মমে পুরীম্‌। তত্র সর্ব্বান্‌ যাদবাদীন্‌ স্থাপয়িত্বাবলাম্বিতান্‌
মথুরায়া বিনির্গত্য পলায্য নিমিষেণ তু। সুগম্যমানঃ কালাহর্ম্যৌ পুর্য্যাং কাপি হ্যনীয়ত॥
তত্রাসীন্মুচুকুন্দাখ্যো রাজা সূর্য্যকুলোদ্ভবঃ। দেবদত্তবরস্বাপো যবনেন প্রবোধিতঃ।
যবনং ভস্ম বিদধে দর্শনাদেব তৎক্ষণাৎ॥ ৬৮

যবনে ভস্মসাদ্ভূতে মুচুকুন্দবরপ্রদঃ। অন্তর্দ্ধায় যযৌ কৃষ্ণো দ্বারিকাং সুপ্রিয়াং পুরীম্‌॥ ৬৯

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে কংসাদিনিধনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

দ্বারকায়াং বসন্ কৃষ্ণো রুক্মিণ্যাস্ত স্বয়ংবরম্। সমাকর্ণ্য তত্র গত্বা রুক্মিণীং প্রাপ্তুমিচ্ছতীম্।
জহার ভীষ্মকসুতাং শিশুপালাদিদর্পহা॥ ১
তস্যাং স জনয়ামাস প্রদ্যুম্নং নাম সুন্দরম্। তস্য পুত্রো মহাবাহুরনিরুদ্ধ উষাপতিঃ॥ ২
ততঃ প্রাপ সত্যভামাং তথা জাম্ববতীমপি। সত্রাজিন্নাম সূর্য্যস্য সখা প্রাপ্য হরের্মণিম্॥ ৩
স্যমন্তাখ্যঞ্চ সুভগং দ্বারকায়াং সমাস্রয়ৎ। দিনে দিনে স্বর্ণভারানষ্টৌ যঃ সৃজতি দ্বিজ॥ ৪
তত্ত নীত্বা মণিং তস্য ভ্রাতা নাম প্রসেনকঃ। বনে ভ্রমন্ সিংহহতো সমরে স চ কেশরী॥ ৫
মণিহেতোর্হতো দৈবাদ্ ভল্লজাম্ববতা বলাৎ। প্রসেনং হতবান্ কৃষ্ণো মণিলোভাদিতিশ্রুতিঃ
জাতা জনেষু তচ্ছ্রুত্বা কৃষ্ণঃ সান্ত্বো বিকল্মষঃ। প্রসেনবর্ত্মনা গত্বা প্রবিশে বিলং তদা।
শুশ্রাব বচনং দূরাজ্জাম্ববৎকিঙ্করীমুখাৎ॥ ৭
সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ। সুকুমারক মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ॥ ৮
শ্রুত্বাভিদ্রুত্য ভগবান্ মণিমাচ্ছিদ্য তৎকরাৎ। প্রতিগচ্ছতি দাস্যাস্ত রোদমাজ্জাম্ববান্ স্বয়ম্
আগত্য যুযুধে কৃষ্ণং বাহুভির্দিবসান্ বহূন্। পরাজিতো জাম্ববাংশ্চ জ্ঞাত্বা তং জানকীপতিম্
পূজয়িত্বা সুতাং দত্ত্বা প্রদদৌ যৌতুকং মণিম্॥ ১০
কৃষ্ণো জাম্ববতীং প্রাপ্য মণিঞ্চাপি স্যমন্তকম্। দ্বারিকামেত্য প্রদদৌ মণিং সত্রাজিতে যশঃ
সত্রাজিতো মণিং প্রাপ্যলজ্জিতোনগৃহীতবান্। অথোঃ প্রমার্ষ্টুং স্বসুতাংতস্মৈসত্যবতীংদদৌ
এবং ভগবতা তেন প্রাপ্তং পত্নীদ্বয়ং দ্বিজ। কালিন্দীং সূর্য্যতনয়াং পঞ্চস্তীঞ্চ স লব্ধবান্॥১৩
তথা নাগ্নজিতীং প্রাপ্তো জিত্বাং সপ্তবৃষাপণাম্। ইত্যাদ্যা মহিষীরষ্ট সহস্রাণি চ ষোড়শ।
শতঞ্চাপি চ পত্নীনাং প্রাপ কৃষ্ণো মহাগৃহী॥ ১৪
তাবন্মূর্ত্তিগৃহেষ্ভর্ত্তো রেমে যোগবলেশ্বরঃ। তাসু পুত্রাদি বহুলং পরিবারসহস্রকম্॥
জনয়িত্বা সুখং রেমে গৃহধর্ম্মান্ নিদর্শয়ন্॥ ১৫
সর্ব্বাণি স্বর্গরত্নাণি সমাহৃত্য যদূদ্বহঃ। সুধর্ম্মাখ্যাং সভাং কৃত্বা রাজরাজেশ্বরো বভৌ॥ ১৬
পঞ্চানাং পাণ্ডুপুত্রাণাং সদা প্রীতিকরঃ প্রভুঃ। যৌধিষ্ঠিরে রাজসূয়ে শিশুপালং জঘান হ॥১৭
ততো জয়ে সৌভপতিং শাল্বং চৈত্যসখং রিপুম্। ভূত্বার্জ্জুনস্য যন্তা চ হত্বা দুর্য্যোধনাদিকান্
পৌণ্ড্রকং কাশিরাজঞ্চ দন্তবক্রং নিহত্য চ। জহার ধরণীভারং লীলয়া মানবাকৃতিঃ॥ ১৯
ততো যদুকুলং সর্ব্বং মহাভূভাররূপকম্। ব্রহ্মশাপচ্ছলেনৈব সংহৃত্যাত্মবশঃ প্রভুঃ।
স্বর্লোকং প্রাবিশদ্ধর্ম্মান্ স্থাপয়িত্বা স্বয়ংকৃতান্॥ ২০
এবং স পুণ্যচরিতো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। অবতীর্য্য কলৌ কালে ধর্ম্মসংস্থাপকো দ্বিজ।
অনুস্মৃতোঽতোঽনুচিতো নৃণাং দহতি কল্মষম্॥ ২১

তস্মিন্ যাতে নিজং লোকং কলিঃ প্রণয়বানভূৎ। লোকাশ্চ ভূতা অলসাশ্বধর্ম্মা অল্পজীবিনঃ॥
হিংসাশাঠ্যদম্ভকোপমাৎসর্য্যপাপসংযুতাঃ॥ ২২
শৃণু তেষাং কলিভুবাং চরিতানি নৃণাং মুনে॥ ২৩
ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণলীলাবর্ণনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

শৃণুষ্ব তত্র যে ধর্ম্মা মুনিভিঃ কথিতাঃ পুরা॥ ১
তপঃ পরং সত্যযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে। দ্বাপরে দানমেবৈকং কলৌ দানং তথা মতম্॥
কলৌযুগে মহাঘোরে কৃষ্ণে কৃষ্ণত্বমাগতে। সর্ব্বে বর্ণা আশ্রমাশ্চ ব্যাজধর্ম্মপরায়ণাঃ॥ ৩
তদা সংক্ষিপ্যতে সত্যং স্বল্পমায়ুস্তদা নৃণাম্। বিদ্যাহীনা বুদ্ধিহীনা লোভক্রোধপরায়ণাঃ॥৪
সর্ব্বে নরা ভবিষ্যন্তি ক্ষুধাকামপরায়ণাঃ। বান্ধবৈর ভবিষ্যন্তি পরস্পরবধেপ্সবঃ॥ ৫
ভবিষ্যন্ত্যত্তমা হীনা হীনা উত্তমতাং গতাঃ। ভার্য্যামিত্রাশ্চ পুরুষা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে॥ ৬
ভবিষ্যন্ত্যল্পসলিলা মেঘা নদ্যঃ সরাংসি চ। অল্পক্ষীরাস্তথা গাবো বৃক্ষা অল্পফলাস্তথা॥ ৭
রাজানো হ্যল্পদানাশ্চ নরা অল্পায়ুষস্তথা। ব্রাহ্মণা অল্পবেদাশ্চ ক্ষত্রাদিধর্ম্মজীবিনঃ॥ ৮
ব্যভিচাররতা নার্য্যো দুর্ম্মুখা গুরুদূষিতাঃ। শূদ্রা ধর্ম্মান্ বদিষ্যন্তি পুরাণশ্লোকপাঠকাঃ॥ ৯
ব্যাখ্যাস্যন্তি পুরাণার্থান্ শূদ্রাঃ শ্রোষ্যন্তি চাপরে। ব্রাহ্মণানুপাঠয়িষ্যন্তিশাস্ত্রংব্যাকরণাদিকম্
এতৈস্তু কর্ম্মভিঃ শৌদ্রৈর্ব্রাহ্মণা হততেজসঃ। লপ্স্যন্তে হ্যাত্মঘাতিত্বং শূদ্রা নরকমক্ষয়ম্॥১১
পাষণ্ডধর্ম্মৈর্বহুভির্বেদমার্গাঃ কলৌ যুগে। সমাচ্ছন্না ভবিষ্যন্তি তপোবাপীমথা ইব॥ ১২
কল্পয়িষ্যন্তি শাস্ত্রাণি স্ববুদ্ধ্যা দেবতা অপি। ত্যক্ষ্যন্তি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি নিন্দয়িষ্যন্তি তান্যপি॥
শাস্ত্রংপ্রাকৃতভাষাভিঃ কল্পয়িত্বা হ্যশাস্ত্রতঃ। ধর্ম্মভাবান্ বদিষ্যন্তি শূদ্রা মৎসরচেতসঃ॥ ১৪
অশাস্ত্রকল্পিতং দেবং পূজয়িত্বা চ নির্ম্মিতাম্। ত্যক্ত্বাকৃষ্ণাদিনামানি তং গাস্যন্ত্যেবনিশ্চিতম্
যবনৈস্তৈশ্চ পাষণ্ডৈঃ স্বধর্ম্মো নাশয়িষ্যতে। কলৌ নরা ভবিষ্যন্তি ভগলিঙ্গোপজীবিনঃ ১৬
অর্থলোভাদসত্যাশ্চ মন্ত্রান্ দাস্যন্তি বেশিনঃ। অন্তঃশঠা মহাক্রূরা পরদ্রব্যাভিলিপ্সবঃ॥ ১৭
প্রবক্তে বৈষ্ণবৈর্বেশৈর্যাজয়িষ্যন্ত্যসজ্জনান্॥ ১৮
পুরাণার্থবিদাং সাধুশীলানাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্। দেবতাদেবকাস্তে বৈ দ্বেষয়িষ্যন্তি সর্ব্বদা॥ ১৯
ত্যক্তে কৃষ্ণেন ভূখণ্ডে বৌদ্ধাঃ কেচিদ্বিদূষকাঃ। স্বমতং স্থাপয়িষ্যন্তি সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতম্॥ ২০
তদা পুরাণে সর্ব্বস্মিন্ দর্শনেষু চ সর্ব্বশঃ। বিভেদেষু তদা দুঃখাদ্রোদমানা সরস্বতী॥ ২১
তস্যা হি দুঃখশান্ত্যর্থং শিবো বিষ্ণুশ্চ ভূতলে। আচার্য্যোপাধিগোষ্ঠ্যাস্তু কুত্রাপ্যাবতরিষ্যতঃ
বিকোরাচার্য্যরূপস্য সা চ ভার্য্যা ভবিষ্যতি। আচার্য্যঃ শঙ্করাখ্যো হি কৃত্বা সন্ন্যাসমাশ্রমম্

উং ৮ বৌদ্ধমতস্থস্য নৈয়ায়িকমতেন হ । নিবারয়িষ্যন্তি বলাৎ তে মরিষ্যন্তি দাহিতাঃ ॥
নিবার্য্য ততোবৌদ্ধানাচার্য্যঃশঙ্করঃস্বয়ম্ । দেবতানাং স্তবান্ দিব্যান্ কবচানিকরিষ্যতি
দর্শনানাঞ্চ শুভদান্ গ্রন্থানপি করিষ্যতি । মৃতসঞ্জীবনীং বিদ্যাং সমাশ্রিত্য পুনঃপুনঃ ॥ ২৬
ভিন্নভিন্নশরীরৈস্তু কাব্যব্যাকরণাদিকান্ । করিষ্যতি শুভান্ গ্রন্থান্ পুণ্যাংশ্চ পঠতাং নৃণাম্
আচার্য্যোভৌ যদা পৃথ্ব্যাং ত্যক্ষ্যতঃকিল বৈ ততঃ । ভবিষ্যতিকলির্দ্বোলোকানাংসত্ত্বহারকঃ
তত আরভ্য ধর্ম্মস্য হানিরুক্তোত্তরোত্তরা । এতদ্বিজ্ঞায় যস্তাবৎ কলেশ্চরিতমদ্ভুতম্ ॥ ২৯
হরৌ নারায়ণে ভক্তিং করিষ্যতি মহামতিঃ । স এব কলিদোষেণ ত্যক্তো ভারং পরং ব্রজেৎ
কলৌ লোকা ভবিষ্যন্তিসদাহ্‌র্ষ্ষত্তয়ো দ্বিজ । গুরুং শিষ্যাঃ পতিংভার্য্যাঃ পিতরৌ চ সুতাদয়ঃ
অবমংস্যন্তি সততং দুর্ব্বচোভির্বিষোপমৈঃ ॥ ৩১
খলাশ্চ পিশুনাশ্চৈব দাম্ভিকা মৎসরা অপি । সাধূংশ্চৈবাবমংস্যন্তি তমহৎ কলিকল্পিতম্ ॥৩২
দীর্ঘাকারাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা দন্তুরা বা বিবর্ণিকাঃ । খর্ব্বা বা ক্রোধবহুলা দুষ্টাঃ স্ত্রীলক্ষণাঃ কলৌ
ব্রাহ্মণাস্তু শ্যামবর্ণা দন্তুরাঃ ক্ষীণদেহিনঃ । শঠত্বলক্ষণা বিপ্রা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৩৪
শূদ্রা অত্যন্তগৌরাঙ্গা অল্পশ্মশ্রুধরাস্তথা । দন্তুরাশ্চ বিশেষেণ ভবেয়ুঃ শঠলক্ষণাঃ ॥ ৩৫
কুব্জা নিম্নদৃশশ্চৈব দীর্ঘজঙ্ঘা মহোদরাঃ । বহ্বাহারাঃ সদাদন্তাঃ কলৌ বর্ণা দ্বিজোত্তম ॥৩৬
দুর্ভগা উচ্চলাভাশ্চ স্ত্রিয়োমৃতধবা অপি । দুর্ব্বাক্যবদনাঃ সর্ব্বা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৩৭
এবংভূতে কলৌবিপ্র দেবাস্ত্যক্ষ্যন্তি ভূতলম্ । ব্রাহ্মণা মাদকদ্রব্যং ভোক্ষ্যন্তিত্যক্তবেদকাঃ
পৃথিবী স্বল্পশস্যা চ কুৎসিতা চ দিনে দিনে । ভবিষ্যন্তি তদা গাবঃ স্বল্পদোহাঃ পয়োঽল্পিকাঃ
নরাণাং মৃত্যুকালস্য নিয়মো ন ভবিষ্যতি । ভ্রষ্টাশ্রমা আশ্রমিণো,ভাবষ্যন্তি দ্বিজোত্তম ৪০
অন্যবর্ণাশ্রমৈশ্চিহ্নৈরন্যেঽটিষ্যন্তি লোভিনঃ । ত্যক্ষ্যন্ত্যাদৌ গ্রাম্যদেবাস্ততো গঙ্গা চ ত্যক্ষ্যতি
ততো বিপ্রাশ্চ ত্যক্ষ্যন্তি তুলসীবিল্বসংযুতাঃ । ততস্ত্যক্ষ্যন্তি শাস্ত্রাণি পুরাণাদীনি সর্ব্বশঃ ॥
ততস্ত্যক্ষ্যন্তি বৈ বর্ণা যবনস্য বলং সদা । দেবাস্ত্যক্ষ্যন্তি পৃথিবীং ম্লেচ্ছমাত্রসমাবৃতাম্ ॥৪৩
ততো ভবেদনাবৃষ্টিরতিবৃষ্টিঃ পুনঃপুনঃ । পরস্পরবিরোধেন তে মরিষ্যন্তি সর্ব্বশঃ ॥ ৪৪
ততো হরিঃ স্বয়ং দেবঃ কল্কিনামা ভবিষ্যতি । সর্ব্বান্ম্লেচ্ছান্ বলাদ্ধত্বাহ্যন্তর্দ্ধানং করিষ্যতি
ততঃ পৃথ্বী পূর্ব্বজীর্ণা দগ্ধগোময়পিণ্ডবৎ । ঝঞ্ঝাবায়ুক্ষীণভূতা জলে মগ্না ভবিষ্যতি ॥ ৪৬
ততঃ পুনঃ সত্যযুগং সৃষ্ট্যর্থস্তু ভবিষ্যতি । তদাসর্ব্বং ভবেদ্বিপ্র পুনঃ পূর্ব্ববদেব হি ॥ ৪৭
ইতি তে কথিতা বিপ্র কলিধর্ম্মা ভয়াবহাঃ ॥ ৪৮
যত্র গোবিন্দনামানি দুঃখহারীণি সর্ব্বদা । কলিং দোষনিধিঞ্চাপি পূজয়ন্তু সতাংগণাঃ ॥ ৪৯
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোপলভ্যতে । অশ্বমেধাদিতুল্যন্তু নাম যত্র হরের্মতম্ ॥ ৫০
সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তরূপং পরমং কর্ণরোচনম্ ॥ ৫১

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে কলিধর্ম্মকথনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ

জাবালিরুবাচ।

কলিধর্ম্মাণি লোকেষু ব্রহ্মহত্যাদিপাপবৎ। তবদস্ব মহাভাগ পাপসম্বন্ধবর্জ্জিতঃ॥ ১

ব্যাস উবাচ।

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ। মহান্তি পাতকান্যাহুস্তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ॥ ২

এবঞ্চেৎ পাতকাদীনি স্ত্রীগোহত্যাদি কথ্যতে। শূদ্রাণাং ব্রাহ্মণীসঙ্গো মহাপাতকউচ্যতে॥

ন শূদ্রাণাং সুরাপানং মহাপাতক উচ্যতে। ব্রাহ্মণেঽপ্রণামস্তু ব্রহ্মহত্যৈব নীয়তে॥ ৪

সম্মান্যানামসম্মানং বধ এবহি গীয়তে। পুরাণশ্লোকপাঠস্তু শূদ্রাণাং ব্রহ্মঘাতনম্॥ ৫

অদৃষ্টশাস্ত্রকথনং ব্রহ্মহত্যৈব গীয়তে। দেবানাং ভেদনিন্দে চ দেবতাবধ উচ্যতে।

আত্মহত্যা হি সা প্রোক্তা জাবালে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬

শ্লোকং পরকৃতং যস্তু স্বকৃতং হি বদেৎ কুধীঃ। সুরাপ ইতি স প্রোক্তো বান্তাশী চ সউচ্যতে

পরেণ বিহিতং কর্ম্ম স্বকর্ম্মেতি বদেচ্চ যঃ। স উচ্যতে ব্রহ্মঘাতী মহানারকনারকী॥ ৮

শাস্ত্রার্থমন্যথা যস্তু ব্যাখ্যাস্যতি সুমন্দধীঃ। স চাপি ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাতকী পরিগীয়তে॥ ৯

যঃ পুরাণেষু চার্থেষু স্বয়ং শ্লোকাদি কল্পয়েৎ। স চাপি ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাতকী পরিগীয়তে।

পরকীর্ত্তিবিলোপী যঃ স চ স্যাদ্ব্রহ্মঘাতকঃ॥ ১০

পরোপকারকর্ম্মাদৌ যো হন্তা স্যাৎ কুধীর্জ্জনঃ। স এবাধর্ম্মবহুলো মুখং তস্য ন দৃশ্যতে॥ ১১

কর্ত্তব্যে পুণ্যকার্য্যে তু পরেণ যো বিরোধয়েৎ। ব্রহ্মঘাতী স বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মদ্বেষকরস্তথা॥১২

ভুঞ্জানং যস্তু বৈ জন্তুং বিরোধয়তি পাপধীঃ। স এবাত্মবিঘাতস্য ফলমাপ্নোতি পাপকৃৎ॥১৩

আলাপাদ্গাত্রসংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ। একযানাসনাভ্যাঞ্চ পাপং সংক্রমতে নৃণাম্

সংসর্গো যাবনশ্চৈব ভাষা চ যাবনী তথা। সুরাতুল্যং দ্বয়ং প্রোক্তং যবনান্নং ততোঽধিকম্১৫

এবমেবাবগন্তব্যা ধর্ম্মাধর্ম্মা মহামুনে। যৎপৃষ্টং ভবতা সর্ব্বং প্রোক্তং তে তথয়া মুনে॥১৬

যৎ কৃতন্তু ময়া পূর্ব্বং বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণকম্। শ্রেষ্ঠং হ্যুপপুরাণানাং তত্র সর্ব্বং প্রকাশিতম্॥ ১৭

ইদং শ্রোতব্যমমলং গেয়ং পাঠ্যঞ্চ সর্ব্বদা। ইদং পাপহরং পুণ্যমিদং মোক্ষস্য সাধনম্॥১৮

নাতঃ পরতরং গুহ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে॥ ১৯

মহাপুরাণে সর্ব্বস্মিন্ শ্রীমদ্ভাগবতং যথা। তথা হ্যুপপুরাণেষু ইদমেব কৃতং ময়া॥ ২০

সূত উবাচ।

ইদং বদন্ স জাবালিং মাং প্রত্যপ্যুক্তবানিদম্। ব্যাসঃ পরমধর্ম্মাত্মা সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বরঃ ২১

ব্যাস উবাচ।

বৎস সূত মহাভাগ শ্রুতমেতৎ ত্বয়াখিলম্। নাশুশ্রূষুজনায়ৈতদ্বক্তব্যং তে কদাচন॥ ২২

গোপনীয়মিদং শাস্ত্রং ব্রহ্মজ্ঞানোপলম্ভকম্। লোমহর্ষণনামা চ পিতা তব ভবিষ্যতি॥ ২৩

স মে শিষ্যঃ পুরাণজ্ঞো যজুর্বেদপরঙ্গমোমতঃ। তস্য পুত্রো ভবান্ সাধুঃপ্রায়োঽপি মমসর্ব্বথা

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণঞ্চ যত্নিতস্তং সুখকরি॥ ২৪

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা মাং তদা ব্যাসো জাবালিং প্রত্যুবাচ সঃ॥ ২৫

ব্যাস উবাচ।

গচ্ছ বৎস মহাভাগ জাবালে শিষ্যসংবৃতঃ। অহং স্মরামি বিশ্বেশং ভগবন্তং সনাতনম্॥ ২৬

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তো গুরুণা বিপ্রো জাবালির্মুনিসত্তমঃ। ব্যাসং প্রণম্য ভক্ত্যা চ যযৌ শিষ্যৈর্যথেচ্ছয়া॥
ময়া বঃ কথিতং সর্ব্বং যদধীতং যথামতি। ভবদ্ভির্গোপ্যমেবৈতদ্ ব্যাসস্য বচনং যথা॥ ২৮

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ইদং বঃ কথিতং বিপ্রাঃ পুরাণং ধর্ম্মনামকম্। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণং যৎ কথ্যতে মুনিপুঙ্গবৈঃ॥ ১
ইদং পাপহরং পুণ্যং যশস্যং ধনবর্দ্ধনম্। পঠেদ্বা শৃণুয়াদ্বাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ২
ইদমষ্টোত্তরশতং শ্রুতং বা পঠিতং কিল। অশ্বমেধফলং দত্তে কলিকালেঽপি ভূসুরাঃ॥ ৩
অবন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যাৎ শ্লোকমেকং পঠন্নপি॥ ৪
ইদং হি বৈষ্ণবং শাস্ত্রং শৈবং শাক্তং তথৈব চ। সাংখ্যযোগঃ পরশ্চৈতৎ সাধ্বাত্মজ্ঞানদংদ্বিজ
বাচয়েদ্ ব্রাহ্মণদ্বারা ব্যাখ্যাতং শৃণুয়াদপি। অয়ং হ্যুপপুরাণৈকঃ শ্রীমদ্ভাগবতং যথা॥ ৬
কালাকালবিচারস্তু নাস্ত্যস্য শ্রবণাদিষু। অশুশ্রূষুমভক্তঞ্চ দেবভেদকরং তথা॥
ন শ্রাবয়েদিদং শাস্ত্রং পরমজ্ঞানদায়কম্॥ ৭
দেব্যা দত্তমিদং পূর্ব্বং ব্রহ্মাদিভ্যস্ততঃ পরম্। নারদঃ কথয়ামাস ব্যাসায়ামিততেজসে॥ ৯
ব্যাসশ্চক্রে শ্লোকবদ্ধং ততোঽহং শ্রুতবানিদম্। ময়া তৎ কথিতঞ্চেদং যুষ্মভ্যং হি যথামতি
ইদং লেখ্যঞ্চ পূজ্যঞ্চ রক্ষণীয়ং গৃহে তথা॥ ১০
দুর্গোৎসবে তথা পুণ্যে দিবসেষ্বিতরেষু চ। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণাখ্যং শৃণুয়াদ্দক্ষিণাপ্রদঃ॥ ১১
গঙ্গাতীরে পুণ্যতীর্থে শিববিষ্ণ্বালয়ে তথা। সাধূনাং সঙ্গমে চৈব পঠেদেতচ্ছুচির্দ্বিজঃ॥ ১২
এতৎপাঠস্য সময়ে যস্তু কুর্য্যাৎ কথান্তরম্। স কুর্য্যাদ্ব্রহ্মহত্যায়াঃ প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে॥ ১৩
ইতি বঃ কথিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টোঽহমিহাস্মি বঃ। যেন সংসারদুষ্পারসমুদ্রো গোষ্পদীভবেৎ॥
সুখং তিষ্ঠন্তু বৈ বিপ্রাঃ কালে বর্ষন্তু বারিদাঃ। ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য প্রতিষ্ঠামিযথাগতম্॥

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে একবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

সমাপ্তমিদং বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্।

॥ শ্রীঃ॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

পূর্ব্বখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী, সরস্বতী এবং বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয়গ্রন্থ পাঠ করিবে।

জগৎস্রষ্টা পরমদেব বিষ্ণুর স্বভাবনির্ম্মল বরেণ্য জ্যোতিকে আমরা ধ্যান করি, সেই জ্যোতি আমাদিগের চেষ্টা ও বুদ্ধিকে স্বকার্য্যে নিযুক্ত করুন। * নির্ম্মল পবিত্র, সাধু-সেবিত নৈমিষ ক্ষেত্র; সুগন্ধ মৃদুমন্দ সমীরণ বহিতেছে, বিবিধ তরুলতা, নানাবিধ পুষ্পরাজি নৈমিষারণ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; ময়ূর, কোকিল, হংস, অন্যান্য পক্ষিবৃন্দ এবং অলিকুলের কূজন-গুঞ্জনে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত; গো, মৃগ প্রভৃতি এবং শান্তভাবাপন্ন ব্যাঘ্রাদি পশুগণে পরিবৃত সেই পবিত্র অরণ্যে, দীর্ঘকালসাধ্য যজ্ঞ-পরায়ণ অবসরপ্রাপ্ত ঋষিগণের সমীপে, সূত, যদৃচ্ছাক্রমে বদরিকাশ্রম হইতে সমাগত হইলেন। দীর্ঘ-যজ্ঞ-পরায়ণ শৌনকাদি ঋষিবৃন্দ, সূতকে সমাগত দেখিয়া স্বাগত প্রশ্নপাদ্য ও আসন প্রদানাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। আর পৌরাণিকোত্তম মহাত্মা সূতকে বলিলেন, হে রোমহর্ষণ-নন্দন সূত। তোমার এই আগমন কোন্ স্থান হইতে? দেখিতেছি, তোমার মুখপদ্ম সুপ্রফুল্ল; ইহাতে বিবেচনা করি, সম্প্রতি বেদব্যাসের নিকট হইতে আসিতেছ; হে মহামতে! যদি তাহা হয়, তবে, ব্যাসোক্ত পবিত্র পুরাণকথা কীর্ত্তন কর। পরাশর-

---

* এই শ্লোকের প্রথমে প্রণব ও ব্যাহৃতিত্রয় এবং শেষে প্রণব বর্ত্তমান; আর ইহার অর্থ গায়ত্রীর তুল্য; অতএব এই শ্লোক গায়ত্রীরই রূপান্তর।

নন্দন, বদরিকাশ্রমে কোন্ কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন ? তথায় শ্রোতাই বা কে ছিলেন ? যদি শুনিয়া থাক, তবে আনুপূর্ব্বীক্রমে তৎসমস্ত কীর্ত্তন কর। সূত বলিলেন, আপনাদিগকে নমস্কার, আমি সত্য সত্যই আপনাদিগের নিকটে বদরিকাশ্রম হইতে আসিতেছি; তথায় পবিত্র পুরাণকথাও শুনিয়াছি। হে দ্বিজগণ! ব্যাসদেব, জাবালিকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ধর্ম্মার্থময় কথা কীর্ত্তন করেন, শ্রোতা ছিলেন মুনিগণ; আমিও শ্রোতা ছিলাম। পবিত্র ধর্ম্মপুরাণ বলিতে তিনি আরম্ভ করেন। ইতিহাসের সহিত সকল ধর্ম্মকথাই তাহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে, আমরা তাহা শুনিয়াছি। সামান্য ও বিশেষ প্রকারের চতুরাশ্রম-ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রশংসা, সত্যাদি ভেদে নানাপ্রকার ধর্ম্মাঙ্গ কীর্ত্তন, গুরু নির্দ্দেশ, মাতাপিতৃস্তোত্র, তীর্থ, দেশ এবং ক্ষেত্র এই সকল বিষয়ের কথা, নানাপ্রকার দেবপূজা-প্রণালী, তিথিমাহাত্ম্য, মাসাদি সময় ভেদে তিথির বিশেষ বিবরণ, ধর্ম্মজনক পুরাণ উপপুরাণাদি কীর্ত্তন, গোব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, শুকজৈমিনিসংবাদ, সৃষ্টিপ্রক্রিয়াদি, অভ্যুদয়কারক, ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরের পবিত্র কথা এবং জ্যোতি-বর্ণনা—এই সব কথিত হইয়াছে, আমিও তাহা শুনিয়াছি। গঙ্গার পবিত্র প্রসঙ্গ প্রথমে শুনিয়াছি। সর্ব্বধর্ম্মের কারণ পরম পাবন রামায়ণও গুরু সংক্ষেপে বলিয়াছেন, তাহাও শুনিয়াছি। হে বিপ্রগণ! গুরুদেব দয়া করিয়া আমাকে সেই পুরাণ অর্পণপূর্ব্বক বলেন, "এই সূতই সর্ব্বত্র এই পুরাণের বক্তা হইবে।" ঋষিগণ বলিলেন, সূত! সূত! হে মহাভাগ! হে বক্তৃপ্রবর! আমাদিগকে বল—যে কথা ব্যাসদেব জাবালিকে বলিয়াছিলেন। আমরা শ্রবণাভিলাষী হইয়াছি। আমরা এই মহাযজ্ঞে ব্যাপৃত হইয়া ভাবিতেছিলাম, অনেক অবসর, কিরূপে কালযাপন করা যায় অথচ বৃথা কালক্ষেপ না হয়—এমন সময়ে তুমি এই স্থানে আসিয়াছ, তবে, হে তাত সূত! সেই ধর্ম্মপুরাণ কীর্ত্তন কর; তুমি পুরাণজ্ঞ, ধীর, বক্তা এবং বুদ্ধিমান্। সূত বলিতে লাগিলেন, তপোনিষ্ঠ, বীতরাগ, অমিততেজা, ধীমান্ কবি, মুনিশ্রেষ্ঠ—গুরু বেদব্যাসকে নমস্কার। যিনি মুনিগণকে ধর্ম্মশাস্ত্র পড়াইতেছেন, যিনি নানা পুরাণকর্ত্তা, সূর্য্যতুল্য সুতেজা সেই ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ধর্ম্মবেত্তৃপ্রবর, জটাকলাপ-শোভিত, প্রসন্নাস্য কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনিকে নমস্কার করি। সেই ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিকে এবং সুধী ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া সনাতন ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি;—মুনিগণ সকলে শ্রবণ করুন। কশ্যপ-বংশীয় ব্রহ্মর্ষি মহামুনি জাবালি, স্বীয় শিষ্য-উপশিষ্য মুনিগণ সমভিব্যাহারে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হন। জাবালি, তথায় ব্যাসদেবকে দেখিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলে ব্যাস সম্ভাষণ করিলেন, অনন্তর তিনি সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে ব্যাসদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষে! কলিকালে বর্ণ আশ্রমের ধর্ম্ম কি কি? আচারই বা কি এবং কিরূপ? কি করিলে মানব ভয়বিমুক্ত হইতে পারে? আপনিই বক্তা, আপনিই জ্ঞাতা, আপনিই কর্ত্তা এবং আপনিই প্রবর্ত্তয়িতা। হে মহাবাহো! হে প্রভো! আমি শুনিতেছি,

মামায় বলুন। ব্যাসদেব বলিলেন, সতত উদ্যোগ সহকারে ধর্ম্মবুদ্ধি তোমাদিগের হউক; পরলোকগত ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মই একমাত্র বন্ধু। কামিনী-কাঞ্চন অতি-সন্তর্পণে—নিপুণতা-সহকারে সেবিত হইলেও বিশ্বাস্য বা স্থায়ী নহে। হে মুনে! সনাতন ধর্ম্ম সকলেরই সর্ব্বদা সেবনীয়; ধর্ম্মই পরম বন্ধু, ধর্ম্মই পিতামাতা, ধর্ম্মই পিতামহ। ধর্ম্মই গুরু, ধর্ম্মই একমাত্র সত্য, ধর্ম্মই পরমা গতি। ধর্ম্মই আত্মা, ধর্ম্মই ক্রিয়া, ধর্ম্মই তীর্থসমূহ, ধর্ম্মই ধন, ধর্ম্মই দেবতা, ধর্ম্মই সম্পত্তি, ধর্ম্মহীনতাই বিপত্তি; যাহার ধর্ম্ম নাই তাহার জীবনই বৃথা। সনাতন ধর্ম্মই সদসৎ কর্ম্মের দ্রষ্টা। ধর্ম্মবুদ্ধিই পরম লাভ, ধর্ম্মবুদ্ধির অভাবই অপচয়। যে চাতুরী হইতে ধর্ম্মরক্ষা হয়, সেই চাতুরীই চাতুরী। সহস্র উপদ্রবেও যে ব্যক্তি ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করে, সজ্জনেরা তাহাকে ধীর বলিয়া থাকেন, ধর্ম্মপরিত্যাগী লোককে আত্মঘাতী বলিয়া জানিবে। দার পরিগ্রহ ধর্ম্মার্থ, পুত্রও ধর্ম্মার্থ, গৃহ ধর্ম্মার্থ এবং ধনও ধর্ম্মার্থ। ধর্ম্মের জন্যই দেহ ধারণ; ধর্ম্মের প্রভাবেই পৃথিবী আছেন; ইন্দ্রের আধিপত্য, রবির তাপদান, বায়ু-বহন, অগ্নির প্রজ্বলন এ সমস্তই ধর্ম্মার্থ বা ধর্ম্মের ফল। পুরাণ-সমুদয়ও ধর্ম্মার্থ। দেবতারা ধার্ম্মিকের পূজা করেন। মানুষ অধার্ম্মিকের মুখ দেখিলে পরে সূর্য্যদর্শন করিবে। যথায় ধার্ম্মিকের স্থিতি, তাহাই তীর্থ, ধার্ম্মিকের উপদ্রব নাই। অধর্ম্মে বুদ্ধি যেন না যায়, কেননা "যতোধর্ম্মঃ ততোজয়ঃ" সম্পূর্ণ ধর্ম্ম চতুষ্পদ, তিনি বৃষরূপে লোকমধ্যে বিচরণ করত বিশ্বরক্ষা করিতেছেন, সেই ধর্ম্মকে নমস্কার। হে তাত! সত্য, দয়া, শান্তি এবং অহিংসা—ধর্ম্মের এই পূর্ণ চারিটী পদ। সত্যযুগে নানাপ্রকারে এই সকল পাদের পূর্ণতা ছিল। তন্মধ্যে ত্রেতায় একপাদ হ্রাস হয়, দ্বাপরে দুইপাদ, কলিযুগে একপাদ অবশিষ্ট; কলির শেষভাগে তাহাও বিনষ্ট হইবে। ধর্ম্মাচরণ অল্প হইলেও তাহা অনুষ্ঠাতাকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে, আর স্বল্প অধর্ম্মাচরণও মহাভয় উৎপাদন করে; অতএব দেব দানব মানব প্রভৃতি সকলেরই ধর্ম্মবুদ্ধি করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বকালে, লোকহিতকারী লোকপিতামহ ব্রহ্মা জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রহ্মলোকে সনৎকুমারকে এই বিষয় বলেন। আমিও সনৎকুমার কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছি এক্ষণে তোমার নিকট বিশেষপ্রকারে কীর্ত্তন করিলাম। হে ধার্ম্মিকোত্তম জাবালে! আর কি শুনিতে তুমি অভিলাষী?

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত বলিলেন, জাবালি এই কথা শুনিয়া মুনীশ্বর বেদব্যাসকে বলিলেন, ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ সত্য দয়া প্রভৃতির প্রভেদ বা প্রকার কীর্ত্তন করুন। বেদব্যাস বলিলেন, মিথ্যাকথা না বলা, অঙ্গীকার প্রতিপালন করা, প্রিয়বাক্য কথন, গুরুসেবা, দৃঢ়ব্রত,

আস্তিক্য, সাধুসঙ্গ, মাতা-পিতার প্রীতি উৎপাদন, বাহ্য শৌচ, আন্তরশৌচ, * লজ্জা এবং অকার্পণ্য এই দ্বাদশপ্রকার সত্য। দয়ার কথা বলিতেছি শুন, পরোপকার, দাতৃতা, সর্ব্বদা ঈষৎ হাস্যসহকারে বাক্য প্রয়োগ, বিনয়, নম্রতা এবং সমদর্শিতা এই ছয় প্রকার দয়া। মুনে! এক্ষণে শান্তির বিষয় শ্রবণ কর;—অসূয়া না করা, অল্পেই সন্তোষ, ইন্দ্রিয়সংযম, নিঃসঙ্গতা, মৌন, দেবপূজা, নিত্যকর্ম্মে প্রবৃত্তি, অকুতোভয়তা, গাম্ভীর্য্য, স্থির-চিত্ততা, রুক্ষভাব না থাকা, সর্ব্বত্র নিস্পৃহতা, দৃঢ়চিত্ততা, অকার্য্য-বিবর্জ্জন, মানাপমানে সমজ্ঞান, পরগুণে শ্লাঘা, ব্রহ্মচর্য্য, ধৈর্য্য, ক্ষমা, আতিথ্য, জপ, হোম, তীর্থসেবা, পূজ্য-পূজা, মাৎসর্য্যহীনতা, বন্ধ-মোক্ষজ্ঞান, সন্ন্যাসঅভিলাষা, দুঃখসহিষ্ণুতা, অদৈন্য এবং অধূর্ত্ততা, হে বিপ্র! ইত্যাদি গুণের নাম শান্তি। অহিংসা, ইন্দ্রিয়জয়, পরপীড়ন না করা, শ্রদ্ধা, অতিথিসেবা, শান্তভাব প্রদর্শন, সর্ব্বত্র আত্মীয়তা এবং অপরাত্মাতেও আত্মবুদ্ধি, হে মহামুনে। অহিংসা—এইরূপ নানাপ্রকার। জাবালি বলিলেন, হে জগদ্গুরো! মহাভাগ ব্যাসদেব! গুরুজন, তাঁহাদিগের তারতম্য এবং কোন্ গুরু হইতে কি ফল হয়, তাহা বলুন। ব্যাস বলিলেন, মাতা, পিতা, আচার্য্য, গুরু, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতামহ, ভূস্বামী, মাতুল, মাতামহ, পিতার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতার কনিষ্ঠভ্রাতা, নিজের জ্যেষ্ঠা ভগিনী, পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা,—ইহাঁরা গুরুজন। এতন্মধ্যে মহাগুরু পিতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু। পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই স্বর্গ, পিতাই পরম তপস্যা; পিতা প্রীতিযুক্ত হইলে সকল দেবতাই প্রীত হন। পিতা যাহার কখন রুষ্ট হন, তাহার গতি কোথাও নাই; জপ, দান, তপস্যা, হোম, স্নান, তীর্থসেবা এবং অন্যান্য সমস্ত কর্ম্মই তাহার বিফল। সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ পিতার উপাসনা না করিয়া যে, কোন ধর্ম্মকার্য্য করে, পিতার অনুতাপরূপ তীব্রবিষ যে পুত্রকে দগ্ধ করে, প্রজ্বলিত ক্ষেত্রে রোপিত বীজের ন্যায় তাহার জপাদি ধর্ম্মকার্য্য বিফল হইয়া থাকে। সৎপুত্র, পিতার জন্য সকল পুণ্যকার্য্য করিবে। পিতার অনুমতি পাইয়া ধর্ম্মকার্য্য করিলে, অবসন্ন হইতে হয় না। যে ব্যক্তি যত্নসহকারে পিতাকে যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যকার্য্য করায়, সেই পুণ্যের কোটি গুণ ফলপ্রাপ্তি তাহার নিঃসন্দেহে হইয়া থাকে। বিষ্ণুর নাভি-কমল-সম্ভূত ব্রহ্মা, পিতার অর্থাৎ বিষ্ণুর যে স্তব করেন, তাহা বলিতেছি, শুন, ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, যিনি সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপ, যিনি স্বর্গ, যিনি পরমেষ্ঠী, যিনি সর্ব্বতীর্থ-দর্শনের ফলস্বরূপ, নিখিলসুখ প্রদান করেন সেই সর্ব্বদেবময় জন্মদাতা করুণাসাগর মহাত্মা পিতাকে নমস্কার। যিনি সুপ্রীত এবং প্রসন্ন হইলে সতত অপরাধ ক্ষমাকারী, আশুতোষ

---

* মূলে 'ত্রিবিধং শৌচং' এই পাঠ থাকিলে, তাহার অর্থ, কায়িক, বাচিক এবং মানসিক শৌচ—এই একপ্রকার সত্য এবং অকাপট্য, সমুদয়ে দ্বাদশবিধ সত্য। প্রথম সত্যপদের অকাপট্য অর্থ করিতে হয়। এ পাঠ সুসঙ্গত নহে।

সুখদাতা, সুখ ও শিবস্বরূপ পিতাকে নমস্কার। ধর্ম্মকার্য্যের উপযোগী এই দুর্লভ দেহ, আমি যাঁহার প্রসাদে লাভ করিয়াছি, সেই পিতাকে নমস্কার। যাঁহাকে দেখিলেই তীর্থস্নান, তপস্যা, হোম এবং জপাদির ফল লাভ হয়, মহাগুরুর গুরু সেই পিতাকে বার বার নমস্কার। যাঁহার প্রণাম ও স্তব, কোটি কোটি পিতৃলোকের তৃপ্তিজনক এবং বহুশত অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য, সেই পিতাকে বার বার নমস্কার। যে মানব, শুচি হইয়া এই পুণ্য পিতৃস্তোত্র প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া পাঠ করে, আর পিতৃশ্রাদ্ধদিনে, স্বীয় জন্মদিনে অথবা পিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই স্তব পাঠ করে, সর্ব্বজ্ঞত্ব অবধি করিয়া কোন অভীষ্ট বিষয়ই তাহার দুর্লভ নহে। যে পুত্র, বিবিধ অকার্য্য করিয়াও এইরূপে পিতাকে স্তব করে, সে ব্যক্তি, কৃতপ্রায়শ্চিত্ত মানবের ন্যায় নিশ্চয় সুখী হয়। পিতার প্রীতিসম্পাদক পুত্র, সর্ব্বকর্ম্মে অধিকারী। ব্যাস বলিলেন, গর্ভে ধারণ এবং পোষণ করেন বলিয়া মাতা, পিতা অপেক্ষা অধিক গুরু। অতএব, ত্রিলোক মধ্যে মাতার সমান আর গুরু নাই। গঙ্গার সমান তীর্থ নাই, বিষ্ণুর সদৃশ প্রভু নাই, শিবের ন্যায় আর পূজ্য নাই, মাতার সমান আর গুরু নাই। একাদশীব্রত সদৃশ ত্রৈলোক্য-বিখ্যাত ব্রত আর নাই, অনশনের তুল্য তপস্যা নাই, আর মাতার ন্যায় গুরু নাই। ভার্য্যা-সদৃশ মিত্র নাই, পুত্রের তুল্য প্রিয় নাই, জ্যেষ্ঠাভগিনীর সমান মান্যা আর নাই এবং মাতার ন্যায় গুরু নাই। জামাতার ন্যায় আর দানপাত্র নাই, কন্যাদানের সমান দান নাই, ভ্রাতার মত বন্ধু নাই আর মাতার ন্যায় গুরু নাই। দেশের মধ্যে গঙ্গার নিকটবর্ত্তী দেশ শ্রেষ্ঠ, পত্রের মধ্যে তুলসীপত্র শ্রেষ্ঠ, বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ আর গুরুগণের মধ্যে মাতা শ্রেষ্ঠ। পুরুষ ভার্য্যাকে আশ্রয় করিয়া পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়, মাতা হইলেন, পুরুষের নিজেরই পূর্ব্ববর্ত্তিত্বের আশ্রয়, এইজন্য মাতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু। পুত্র, এককালে পিতাকে ও মাতাকে দেখিতে পাইলে অগ্রে মাতাকে প্রণাম করিয়া পশ্চাৎ পিতাকে প্রণাম করিবে। মাতা, ধরিত্রী, জননী, দয়ার্দ্রহৃদয়া, শিবা, দেবী, ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠা, নির্দ্দোষা, সর্ব্বদুঃখহা, পরমারাধ্যা * দয়া, শান্তি, ক্ষমা, ধৃতি, স্বাহা, স্বধা, গৌরী, পদ্মা, বিজয়া, জয়া এবং দুঃখহন্ত্রী,—মাতার এই একবিংশতি নাম। এই একবিংশতি নাম শুনিলে বা শুনাইলে, মানুষ সর্ব্ব দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে। মানুষ, মহাদুঃখে কাতর হইলেও ঈশ্বরী জননীকে দেখিয়া যে আনন্দলাভ করে, তাহা কি বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায়? হে বিপ্র! মহাফলদায়ক এই মাতৃস্তোত্র আমি তোমার নিকট বলিলাম, এই মাতৃ-স্তবটী আমি পূর্ব্বে পিতা পরাশরের নিকট শুনিয়াছি। কোন পরম

---

* অথবা প্রথমের মাতা পদটী নাম গণনায় ধরিও না, কিংবা 'ত্রিভুবন-শ্রেষ্ঠা দেবী' এইটী এক নাম বল; তাহা হইলে আরাধনীয়া এবং পরমা এই দুইটী নাম।

ধর্ম্মবেত্তা ব্যাধ, মাতাপিতার সেবা করিয়া তৎকলে সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল; অতএব মাতাপিতার প্রতি যত্নসহকারে ভক্তি করা কর্ত্তব্য, ইহা আমার পিতা পরাশর বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

জাবালি বলিবেন, হে মুনীশ্বর! সেই পরম ধর্ম্মবেত্তা মাতাপিতৃ-সেবক উত্তম ব্যাধ কে? এবং তাহার সর্ব্বজ্ঞতাই বা কিরূপ বিখ্যাত আছে? হে ব্রহ্মন্! তাহা শ্রবণ-পরায়ণ আমাকে বলুন; শুনিতে আমার কৌতূহল হইয়াছে, প্রভো! যদি গোপনীয়ও হয়, তথাপি আমাকে তাহা বলিতে হইবে। কেননা, হে প্রভো! প্রসন্ন, ভক্ত, শুশ্রূষা-নিরত শিষ্যের নিকট, গুরু অজিজ্ঞাসিত প্রয়োজনীয় বিষয় অথবা গোপনীয় কথাও অনুগ্রহ করিয়া বলিতে পারেন। ব্যাস বলিলেন, আমি এ বিষয়ে পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, এই পবিত্র ইতিহাস আমার পিতা পরাশর আমাকে বলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, তপোদেব নামে এক কৃতী গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন, সেই তেজস্বী ব্রাহ্মণের পুত্রের নাম কৃতবোধ। ব্রাহ্মণপুত্র কৃতবোধের চিত্ত তপস্যায় অভিনিবিষ্ট। কৃতবোধের নিশ্চয় হইয়াছিল, তপস্যাই ব্রাহ্মণের ধন। স্থিরসঙ্কল্প কৃতবোধ, মাতাপিতার মত না লইয়াই তপস্যায় গমন করিতে অভিলাষী হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ তপোদেব, পুত্রকে গমনাভিলাষী জানিয়া বলিতে লাগিলেন, বৃদ্ধ আমি ঘরে থাকিতে, বাবা! তুমি তপস্যার জন্য কেন বাহিরে যাইতেছ? আর বিশেষতঃ তোমার অপেক্ষাও অল্পবয়স্কা তোমার ভার্য্যা আমার বধূমাতা গৃহে রহিয়াছেন। অতএব পুত্রোৎপাদন কর, গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন কর, দেবপূজা কর, পিতৃ-সেবা কর, অতিথি-সৎকার কর এবং অভ্যস্ত-বিদ্যার অনুশীলন কর। বৎস! মুনিগণের নির্দ্দিষ্ট এবং মহাত্মাদিগের আরাধিত মহাফলদায়ী গৃহস্থধর্ম্ম আমার আদেশে উত্তমরূপে পালন করিয়া গৃহে বসিয়াই উত্তম শত যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হও। পরে, উপযুক্ত পুত্র হইলে, তাহার উপর সকল ভার দিয়া তপস্যায় যাইও। উত্তমজ্ঞানসম্পন্ন মদীয় পূর্ব্বপুরুষগণ এইরূপই করিয়া গিয়াছেন। পিতৃ-আজ্ঞা-অতিক্রমাদি করিয়া বৃথা কালযাপন করিও না। পরাশর বলিলেন, মহাত্মা তপোদেব, বহুবার এইরূপ বলিলেও মুনি কৃতবোধ, পিতৃবাক্য অবহেলা করিয়া তপস্যায় যাইলেন। তখন কৃতবোধ হবিষ্যাশী হইয়া এক দেবপীঠে তপস্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তপস্যায় স্থৈর্য্যলাভ করিতে পারিলেন না, কেমন অতিশয় বিভীষিকা হইতে লাগিল। তার পর কৃতবোধ

যত্নসহকারে পরমোত্তম গঙ্গাতীরে যাইলেন,—যথায় পাপ বা পুণ্য যাহাই করিবে, তাহারই কোটিগুণফল হইয়া থাকে। তিনি তথায় স্নান, পূজা, জপ এবং দানাদি কর্ম্ম করত মন দৃঢ় করিয়া অবস্থিত হইলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাঁহাকে কেহই অভিনন্দন করিত না। গঙ্গার অনুচর স্বরূপ লোকেরা সেখানেও কৃতবোধকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল; তখন তিনি মনুষ্যগণের গতিবিধি-বর্জ্জিত সমুদ্র তীরে গমন করিলেন। কৃতবোধ, তথায় থাকিয়া অচলদেহে অনাহারে তপস্যা করিতে লাগিলেন। হে পুত্র দ্বৈপায়ন! তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইল। সকল জলচর প্রাণী ও পশুপক্ষিগণ তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে লাগিল। অনন্তর, কালক্রমে বিশাল বল্মীকস্তূপ কৃতবোধের দেহার্দ্ধ আবৃত করিল। বল্মীকস্তূপের গর্ত্তে, মূষিক ও সর্পাদি বাস করত ডিম্ব শাবকাদি উৎপাদন করিতে লাগিল। তারপর বর্ষার প্রবল বৃষ্টিধারায় বল্মীকস্তূপ দেহ হইতে গলিয়া পড়িল। পক্ষিগণ, কৃতবোধের শিরঃস্থিত জটাকলাপের মধ্যে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া বহু শাবকের সহিত বাস করত শেষে কোথায় গেল; মুনিপুত্র কৃতবোধ, তদ্দর্শনে আপনাকে সিদ্ধতাপস বলিয়া মনে করিলেন। তখন তিনি তপোগর্ব্বিত হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি সমুদ্রজলে স্নান করিতে যাইতেছেন, এমন সময় উড্ডীন বক তাঁহার গাত্রে বিষ্ঠাত্যাগ করিল। বিপ্র কৃতবোধ তৎকার্য্যকারী বকপক্ষীর প্রতি সক্রোধ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ভস্ম করেন, তাহাতে তাঁহার গর্ব্ব আরও বাড়িয়া যায়। তার পর তিনি সরস্বতীসলিলে স্নান করিয়া বাড়ী যাইতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। কৃতবোধ মধ্যাহ্নকালে, এক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথিরূপে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন, এক ব্রাহ্মণ আপনার উরুদেশে নিদ্রাপরায়ণ পিতার পদদ্বয় স্থাপন পূর্ব্বক সেবা করিতেছেন, অতিথি দেখিয়াও তিনি কিছু বলিলেন না। এইরূপে মুহূর্ত্তার্দ্ধ অতীত হইলে, অতিথি ব্রাহ্মণের প্রতি বকভস্মকারিণী দৃষ্টি নিক্ষেপ করত সক্রোধে বলিলেন, অহে ব্রাহ্মণপুত্র! তোমার এ কি ব্যাপার! দেখিতে পাইতেছ না—অভ্যাগত আমি তোমার প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছি? তোমার গৃহে কি ধর্ম্ম নাই যে, অতিথিসেবা হয়? অতিথি যাহার গৃহ হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া গমন করে, সে তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব-পুণ্য-বিহীন হইয়া বহু পাপভাগী হয়। ধর্ম্মই, গার্হস্থ্যধর্ম্ম কে কিরূপ পালন করে, তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে গৃহস্থগণের গৃহে গৃহে অতিথিরূপে নিরপেক্ষ-ভাবে বিচরণ করেন—হে গৃহস্থপুত্র! ইহা কি তুমি শ্রবণ কর নাই? অতিথি, গৃহস্থ-দিগের গৃহ দেখিয়া সমাগত হন। তথায় যদি অতিথির অর্চ্চনা না হয়, তাহা হইলে সে সব গৃহ—গৃহ নহে; পরন্তু শ্বপচ জাতির বাসস্থলস্বরূপ অরণ্য মাত্র। হে ব্রাহ্মণ-বালক! অতিথিকে যথাযোগ্য সেবা করিবে, অন্ততঃ মিষ্টবাক্য দ্বারাও তুষ্ট করিবে, নচেৎ নির্দ্দিষ্ট নরকে পড়িতে হয়। যে প্রত্যুপকারলিপ্সু, আত্মাভিমানী মূর্খ, অতিথি চণ্ডালই হউক, আর ব্রাহ্মণই হউন, তাঁহার উপযুক্ত সৎকার না করে,

নরকপতিত ব্যক্তিগণও তাহার মুখাবলোকন করে না। তুমি কিন্তু বাক্য দ্বারাও কিঞ্চিন্মাত্র আতিথ্য কর নাই। অতএব তোমাকে অভিশাপ দিয়া আমি যাইতেছি, আমার ব্রহ্মবল অবলোকন কর। ব্রাহ্মণ বলিলেন, অতিথে! আমার প্রতি আপনি কেন ক্রোধদৃষ্টিক্ষেপ করিতেছেন? আপনি অতিথি; অতএব ভূতলে ধর্ম্মরূপেই বিচরণ করিতেছেন। অতিথিত্ব এবং গৃহিত্ব—পরস্পর সাপেক্ষ সম্বন্ধ; অন্যথা আপনি সুবর্ণনির্ম্মিত বা ধনপ্রসূ পাদপের অতিথি হন না কেন?—আমি পিতার অধীন, আমি সতত পিতার আজ্ঞাবাহক; আমি যে ধনোপার্জ্জন করি, তৎসমস্তই আমার পিতার। ভার্য্যা, পুত্র এবং ভৃত্য কদাচ স্বাধীন নহে; ইহাদিগের সকল কার্য্যই স্বামীর ফলজনক; অতএব ভার্য্যা পুত্র ভৃত্য যাহার, ভার্য্যাদির উপার্জ্জিত ধনও তাহার। আপনি পিতার অতিথি, অথচ আমার পিতা নিদ্রাগত, আমি গৃহস্থ নহি, আপনি আমার অতিথিও নহেন, আমার পিতা গৃহস্থ, তিনি কিন্তু নিদ্রাগত। পিতার নিদ্রাভঙ্গ করা আমার পক্ষে সজ্জনাচরিত ধর্ম্মানুসারী নহে। অপিচ, গৃহস্থ স্বয়ং গৃহে না থাকিলেও, গৃহস্থের গৃহে ভার্য্যা পুত্র যে থাকে, সে কি গৃহস্থের ধর্ম্মরক্ষা করে না? যাহার গৃহে সুশীল পুত্র এবং সুশীলা পত্নী থাকে, তাহার গৃহ সুখপ্রদধর্ম্মে পরিপূর্ণ। পুরুষ, পত্নী বা পুত্রের উপর গৃহধর্ম্ম রক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বিচরণ করিবে, ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তারা এইরূপ বলিয়াছেন। ইহা অবশ্য সত্য বটে, কিন্তু আপনি প্রকৃতপক্ষে অতিথি নহেন; আপনি একটী পক্ষীকে ভস্ম করিয়া অতি অহঙ্কারে কেবল বিচরণ করিতেছেন; আমি ত সে বকপক্ষী নহি, আমি মাতা-পিতার সেবক। আপনিও ব্রাহ্মণ, ভোজন, দান এবং পরিধান আপনারাই করিয়া থাকেন। পরের নিকট ভোজনাদি না পাইয়া ক্রোধ করিতেছেন কেন? শান্তি অবলম্বন করুন। অতিথি, গৃহিগণের গৃহে আপনার অন্ন বস্ত্র গ্রহণের জন্যই আপনি গমন করেন, গৃহী তাহা দান না করিলে পরস্বাপহারী হয়। তাহা হইলেই গৃহী দান পাইবার যোগ্য। অতিথির পীড়া দিতে কে পারে? অতএব শান্তি অবলম্বন করুন। অতিথি বলিলেন, আপনার এরূপ জ্ঞান কোথা হইতে হইল? আমি যে বক ভস্ম করিয়াছি এবং তাহাতে যে আমার অহঙ্কার হইয়াছে, এই পরোক্ষ বিষয় যে আপনি জানিতেছেন। আমি দেহকে ক্লিষ্ট করিয়া যে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারি নাই, আপনি কিন্তু এই বয়সে অনায়াসে তাহা অর্জ্জন করিয়াছেন। আমি যে বক ভস্ম করিয়াছি, এ কথা কে বলিতে সক্ষম হয়! আমি কিরূপে আপনার তুল্য জ্ঞানলাভ করিতে পারি তাহা উপদেশ দিন। আপনি বয়সে অল্প হইলেও জ্ঞানদাতা বলিয়া গুরু হইয়াছেন। পরাশর বলিলেন, তখন অতিথি বিস্ময়াপন্ন ও হতদর্প হইয়া এই কথা বলিলে, সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিলেন, হে বিপ্র! আপনি বারাণসীনগরীতে যান, তথায় তুলাধার নামে এক ধর্ম্মশীল সাধু ব্যাধ বাস করেন। সেই ধার্ম্মিক আপনাকে নিঃসন্দিগ্ধ সকল কথা বলিবেন। তাঁহার আচরণ দেখিলেই

আপনার জ্ঞান হইবে। সেই ব্যাধ পূর্ব্বে জাবালি নামক এক ব্রাহ্মণকে উপদেশ প্রদান করেন; আমি জাবালির নিদর্শনে কিঞ্চিৎ এই ধর্ম্মাচরণ করি। এখানে ক্ষণকাল উপবেশন করুন, আমার পিতা জাগ্রৎ হউন। ইনি আপনার অর্চ্চনা করিলে তার পর জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য গমন করিবেন। পরাশর বলিলেন, হে ব্যাস! সেই ব্রাহ্মণ-কুমার এই কথা বলিলে, বিস্ময়াপন্ন অতিথি চুপ করিয়া রহিলেন, ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। কিন্তু অত্যন্ত ত্বরাপ্রযুক্ত তৎক্ষণাৎ যাইতে ইচ্ছুক হইলেন। এমন সময় গৃহস্থ ব্রাহ্মণ জাগরিত হইয়া অতিথিকে অবলোকন পূর্ব্বক, পুত্র ও অতিথির সাক্ষাতে বলিতে লাগিলেন, আমার ভাল কাজ করা হয় নাই; এই ব্রাহ্মণ আমার অতিথি হইয়াছেন। কিন্তু আমি এই মৃত্যুতুল্য নিদ্রায় অচেতন হইয়াছিলাম, ইনি আসিয়া না জানি কতক্ষণ আমার প্রাঙ্গণেই দাঁড়াইয়া আছেন। আর আমার পুত্র ত ধর্ম্মভীরু; আমার নিদ্রাভঙ্গভয়ে তাহার উরুস্থিত মদীয় পদদ্বয় অপসারিত করে নাই, অতএব আমিই অপরাধী, আমার জন্যই অতিথির আতিথ্য হয় নাই। ব্রাহ্মণ, আপনা-আপনি এইরূপ অনুতাপ করিয়া যথাশক্তি সেই অতিথির পূজা করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ-সৎকৃত অতিথি, তথায় সেই রাত্রি বাস করিয়া প্রাতঃকালে উঠিয়া ব্রাহ্মণ-পুত্র এবং গৃহী ব্রাহ্মণকে নমস্কার করত শীঘ্র তুলাধার ব্যাধ সকাশে বারাণসীধামে যাত্রা করিলেন। তার পর বারাণসীতে গিয়া দেখিলেন, তুলাধার, সস্ত্রীক, বাজারে মৃগমাংস বিক্রয় করিতেছেন অথচ ধর্ম্মতেজে জাজ্বল্যমান। ব্যাধ তুলাধার, সম্মুখে অবস্থিত সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সায়ংকালের অতিথি উপস্থিত বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে ব্রাহ্মণসন্তান! আপনি সুখে আগমন করিয়াছেন ত? এক দ্বিজপুত্র, আপনাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন এবং আপনার মস্তকে পক্ষীরা কুলায় নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এই কারণে যে তপোদম্ভ আপনার হইয়াছিল, তাহা তিনিই দূর করিয়াছেন। ব্রহ্মন্! আপনার মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমি ছেদন করিব। আপনি আমার গৃহে আসুন, আপনি আমার সায়ংকালের অতিথি। পরাশর বলিয়াছিলেন, চরিতার্থ ব্যাধ, ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিলে, ব্রাহ্মণ পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতেই কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কেবল সেই সাধু ধর্ম্মী ব্যাধের সঙ্গে সঙ্গে তাহার গৃহে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ দেখিলেন, ব্যাধের গৃহ, সুন্দর এবং নানা শোভায় শোভিত। মাতাপিতৃভক্ত ব্যাধ তুলাধার, গৃহে গিয়া সেই ব্রাহ্মণের সমক্ষেই সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে, মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তদ্রূপে অবস্থিত ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ পুত্র তুলাধারকে মাতা-পিতা আনন্দিত হইয়া বলিলেন, অতিথিসেবা কর গিয়া। তুলাধার এইরূপে মাতা-পিতার আজ্ঞা পাইয়া ধন, যোগ্যতা এবং বুদ্ধি অনুসারে সেই ব্রাহ্মণের পূজা করিলেন। তুলাধার যথাকালে মাতা-পিতাকে পূজা করিয়া তাঁহাদের ভোজনাদি দ্রব্য ও

আবশ্যকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্য নিজ পত্নীকে নিযুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসু অতিথি ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া বসিলেন। হে ব্যাস! ব্রাহ্মণ-নন্দন, তুলাধারকে দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বহুদিনের অভিলষিত তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্ গুরুর নিকট এরূপ জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছ? এরূপ জ্ঞানলাভ আমার কিরূপে হয়, তাহা বল। আমি যে বক ভস্ম করিয়াছি, তাহা জানিলে কিরূপে? তাহা তুমি আমায় বল। আমি শরীরশোষকর তপস্যা দ্বারাও যে জ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই, হে আমিষ-বিক্রয়িন্! তুমি যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াও সে জ্ঞান লাভ করিয়াছ কেমন করিয়া? ব্যাধ বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ-নন্দন! আমার বৃত্তান্ত যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। মুনে! পূর্ব্বে আমি বাল্যাবস্থায়, জ্বলন্ত অনলের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য তেজোরাশি-সম্পন্ন উত্তম ব্রাহ্মণ অবলোকন করিয়া ক্রীড়া পরিত্যাগ করত সহর্ষে তাঁহার অনুগমন করিলাম। যাইতে যাইতে বনে একটী পক্ষীও ধরিলাম। মদ্গৃহীত জালবদ্ধ বৃদ্ধ পক্ষী ব্যাকুল-ভাবে শব্দ করিতে লাগিল। তখন পূর্ব্বপোষণ স্মরণ করিয়া সেই পক্ষীর এক পুত্র, পিতাকে একটু জল (চঞ্চুপুটে আনিয়া) দেয়। কিন্তু ভয় ও চাঞ্চল্য বশতঃ সেই পক্ষি-তনয়ও জালে পতিত হইয়া মরে। সেই পক্ষি-তনয়, তৎক্ষণাৎ পক্ষিদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিব্যদেহ ধারণ করিয়া সর্ব্বসৎকৃত স্বর্গে গমন করিল। আমি অতুলনীয় সেই ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে সেই জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে বলিলেন, হে ব্যাধপুত্র! তুমি যে পক্ষীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছ—মৃত পক্ষী ইহার ঔরস পুত্র। এই পক্ষী পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া আপনার মরণ বিচার না করিয়াই পিতাকে জলদান করিয়া, তাহার তৃপ্তি সাধন করে; সেই কর্ম্মফলেই এই উৎকৃষ্ট গতিপ্রাপ্তি তাহার ঘটিল। হে বালক! তুমিও আমার উপদেশে মাতা-পিতার সেবা কর; নিশ্চয় তোমারও দিব্যজ্ঞান এবং দিব্যদেহ প্রাপ্তি হইবে। সেই গুরুদেব ব্রাহ্মণ আমাকে এই কথা বলিলে আমি (তদবধি) প্রতিজ্ঞা করিয়া সতত মাতা-পিতার সেবা করিতেছি। আমি তপস্যা, দান, ব্রত যজ্ঞাদি কিছুই জানি না; জানি কেবল এক মাতা-পিতার চরণসেবা। আমার যে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পিতৃ-সেবার ফল। প্রাতঃকালে উঠিয়া সেই পিতৃ-সেবার উপদেষ্টা ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া অনন্তর পিতৃ-সেবায় নিযুক্ত হই। আমি বৈশ্যবৃত্তি অনুসারে মাংস-ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা গৃহস্থাশ্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ করি। আমি সদেক-পরায়ণা পতিদেবতা সুভাগা ভার্য্যা পাইয়াছি, তাঁহার সহিত পিতৃ-সেবা ও অতিথি-সেবা ধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকি। কিন্তু আপনি পিতার আজ্ঞা না পাইয়া—অন্যত্র স্থান পান নাই,—দেহশোষক উগ্র তপস্যা সমুদ্রতীরে করিয়াছেন। পক্ষী মূষিকাদি প্রাণীরাও তখন আপনার প্রতি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। এদিকে আপনার পিতা আপনাকে দেখিতে না পাইয়া বহু অনুতাপ করিয়াছেন, পিতার অনুতাপেই

আপনার উগ্র তপস্যাও স্থায়ী হয় নাই। আপনার তপস্যাই, শুক্লবর্ণ বকরূপে আকাশে অধিষ্ঠিত হয়, কিন্তু আপনি আপনার পিতার অনুতাপানলেই সেই তপস্যাকে ক্ষণমধ্যে ভস্মীভূত দেখিতে পান। তপস্যা অগ্রে নিঃসৃত হইলে, আপনি বিশেষ অহঙ্কারী হন। অতএব বিপ্র। এখন আমার বাক্য অবধারণ করুন। ঘরে গিয়া যত্ন-সহকারে, সর্ব্বতোভাবে মাতাপিতার অর্চ্চনা করুন। যে আপনি প্রত্যক্ষ দেবতা পরিত্যাগ করিয়া বৃথা শরীর শুষ্ক করিয়াছেন, এক্ষণে সেই আপনি সেই দেবতা পিতা-মাতাকে পূজা করিয়া স্বকীয় অভীষ্ট প্রাপ্ত হইবেন। আমি এই আপনাকে সকল কথা বলিলাম, এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই ইষ্টসিদ্ধি হইবে। মানুষ, দুরদৃষ্টবশে পুরুষের বীর্য্য অবলম্বনে, মাতার উদরে দশ মাস দশ দিন বাস করে। মানব, সেই দুঃখমন্দির মাতৃগর্ভে বাস করতই দুঃখ ভোগ করে। হে ব্রাহ্মণ! গর্ভস্থ মানব শেষ চারি মাস, পূর্ব্বজন্মের দুঃখ সকল স্মরণ করিয়া থাকে। তার পর কোনরূপে, মন সুস্থির করিয়া বিষ্ণুকে স্মরণ করত সে এইরূপ বলিতে থাকে,—হে জগৎপতে! লোকপিতঃ! লোকধাতঃ! লোককর্ত্তঃ! ভগবন্! হরে! নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার। আপনিই লোকের কর্ম্ম অনুসারে সুখ দুঃখ প্রদান করেন। প্রাণিগণ আপনারই সৃষ্ট, আপনিই তাহাদিগকে পালন করিতেছেন। কু-কর্ম্ম করিলে জীব দুঃখ ভোগ করে, আর আপনার সেবা করিলে সুখভোগ হয়। অতএব হে বিভো! গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়া তোমারই স্বরূপ পিতা-মাতাকে সেবা করিব; যাহাতে করিয়া আর জন্মমৃত্যু-ব্যথা ভোগ করিতে না হয়। মানব এইরূপ বলিতে বলিতে বিষ্ণুকে যেন সাক্ষাৎ দর্শন করত যথাসময়ে সূতিকাবায়ু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া শনৈঃ শনৈঃ গর্ভ হইতে নিঃসারিত হয়। তখন মানব কোটি-বৃশ্চিকদংশন-ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। দেহী মরণ সময়েও এইরূপ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। যাহউক, তৎপরে জাত ও ক্রমে মাতার পরিপোষণে বর্দ্ধিত হইয়া মাতা-পিতার সেবায় দেবগণকেও পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন। তার পর তাহার সদ্গুরু-প্রাপ্তি ঘটে, দেবতানিদর্শনের তাহাই মূল। প্রাণী এইরূপে সুখ ভোগ করিয়া পরলোকেও সুখ ভোগ করিবে। পরাশর বলিলেন, তুলাধর, প্রসন্নমনে, সেই ব্রাহ্মণ-নন্দনকে উক্ত কথা বলিলে, মাতা-পিতা কেমন করিয়া তুষ্ট হইবেন, এই ভাবনা করত ব্রাহ্মণ, প্রাতঃকালে গৃহে গমন করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন, মন্ত্রদাতা এবং জ্ঞানদাতা গুরু, পিতা-মাতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। মানব-জন্মপ্রাপ্তির পরেও মৃত্যুবিমোচনে অসমর্থ পতি পুত্রাদির প্রতি আসক্ত হইয়া যে ব্যক্তি

গুরু-দীপ সাহায্যে পরব্রহ্ম দর্শন না করে, তাহার স্বহস্তে বিষভোজন করা হয়। প্রাণীর অজ্ঞান-তিমিরাবৃত চিত্তকে গুরু নিজে, জ্ঞানাঞ্জনযোগে সম্মার্জ্জিত করিয়া নির্ম্মল ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপযোগী করিয়া দেন। শ্রীগুরুর পাদজ্যোতি ব্যতীত চিরন্তন তমঃসংবৃত জীব-হৃদয়কে নির্ম্মল করিতে আর কে পারে? নির্দ্দোষীর দুষ্প্রাপ্য নিম্নিতলোকে লোকনিয়ন্তা যমের হস্ত হইতে মোচন একমাত্র গুরুই করিয়া থাকেন, অতএব যত্নসহকারে গুরু-ভজনা করিবে। শান্ত, দান্ত, সুশীল, ধর্ম্মজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, প্রিয়দর্শন, দয়ালু, পুত্রবান্ গৃহস্থকে গুরু করিতে হয়। পিতা, ভ্রাতা, মাতামহ এবং শত্রুকে গুরু করিবে না। বয়োজ্যেষ্ঠ, অজ্ঞানশূন্য, শঠতাবর্জ্জিত, অন্তরে বাহিরে তুল্যচেষ্ট, সতত সম্মিতভাষী, সরল-বুদ্ধিসম্পন্ন, অনাসক্তভাবে গৃহে অবস্থিত ব্যক্তিকে, স্বয়ং যোগ্য হইয়া গুরু করিবে। যে ব্যক্তি, গুরু-পুত্র, গুরুপৌত্র এবং গুরু-ভ্রাতার ভেদবুদ্ধি করে, সে, মূঢ় গুরুঘাতী এবং ধর্ম্মলোপকারী বলিয়া কথিত হয়। অতএব গুরুবংশজাত ব্যক্তি বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও পাণ্ডিত্য থাকিলে তাহাকেই দীক্ষাবিষয়ে গুরু করা বিধি। গুরুকুল এইজন্য বিশেষ বিচার করিতে হয় না। হে জাবালে! ঈশ্বরের যেমন নানামূর্ত্তি, গুরুরও সেইরূপ পুত্র পৌত্রাদি ভেদে নানা-মূর্ত্তি সম্পন্ন—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাক্যাদি দ্বারা যে ব্যক্তি, দেবতার অর্থাৎ বিষ্ণু-শিবাদির কিংবা গুরু, গুরুপুত্রাদির পরস্পর ভেদ সূচনা করে, তাহার তীব্রনরক ভোগ করিতে হয়। গুরুর সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিবে। গুরুর আজ্ঞা পাইলে পৃথক্ আসনে বসিবে। গলায় কাপড় দিয়া সভায় সবিনয়ে গুরুর সম্মুখে থাকিতে হয়। গুরু দণ্ডায়মান থাকিলে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। গুরু উপবেশন করিলে, তাঁহার আজ্ঞাক্রমে শিষ্য, উপবেশন করিবে; গুরু শয়ান থাকিলে, শিষ্য তাঁহার পাদসেবা করিবে; গুরু কোনস্থল হইতে আগমন করিলে শিষ্য তাঁহার পদধৌত করিয়া দিবে। গুরু-সমীপে চাপল্য, স্ত্রীঘটিত কথাবার্ত্তা এবং অহঙ্কার পরিত্যাগ করিবে। জিজ্ঞাসিত না হইয়া গুরুকে কোন কথা বলিবে না; গুরুকে নিষেধ করিবে না। গুরুর পাদোদক পান করিবে, মস্তকে ধারণ করিবে এবং পূজা করিবে। শিষ্য, অন্যত্র মন দিবে না, নিজের আনীত মিষ্ট গুরুকে ভোজন করাইবে। অবশিষ্ট মাত্র নিজে ভোজন করিবে। শিষ্য এইরূপ হইবে। গুরু সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকিতে, শিষ্য পৃথক্ পূজা করিবে না। শমদমাদি গুণযুক্ত, পিতৃভক্ত, শিব-পূজারত সুধী সাধু শিষ্য, গুরুর আত্মতুল্য বলিয়া বিবেচিত। চতুর্ব্বর্ণ এবং স্ত্রীজাতির গুরু ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ—জ্ঞানবৃদ্ধ, অতএব বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও গুরু হইতে পারেন। হে দ্বিজ! স্ত্রীলোক গুরুজনের সম্বন্ধ বশতঃ অর্থাৎ পত্নীত্ববশতঃ গুরু বলিয়া স্মৃত হন। গুরু, তন্ত্র এবং মন্ত্র প্রযত্ন সহকারে গোপনীয়; প্রকাশ হইলে সিদ্ধিহানি হয়, ভগবান্ শিব এই কথা বলেন। শৌক্র, (শুক্রশোণিত সম্বন্ধঘটিত), সাবিত্র (সাবিত্রী উপদেশ অর্থাৎ উপনয়ন) এবং দৈক্ষ (দীক্ষাগ্রহণ) এই ত্রিবিধ জন্ম ব্রাহ্মণ-জাতির। আর স্ত্রী-শূদ্রের সাবিত্র-জন্ম নাই, আর দুই জন্ম

আছে। গুরু, মন্ত্র এবং দেবতাতে পরস্পর-ভেদবুদ্ধি করিলে নরকে যাইবে। যেমন গঙ্গা, দুর্গা, বিষ্ণু এবং শিবে ভেদবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি নরকে যায়। পতি পতিত না হইলে তিনিই স্ত্রীজাতির অদ্বিতীয় গুরু। ভার্য্যার দেবপূজনে ভর্ত্তা আনুকূল্য করিবে। পতি-প্রেমিকা রমণী সর্ব্বদা সুখভাগিনী হয়। পুত্র মাতাপিতার সেবা যেরূপভাবে করিবে, পত্নী পতিসেবা সেইরূপে করিবে। ভার্য্যা পতিসেবায় সতত দক্ষা হইবে এবং নির্ম্মলা হইবে। রমণী অলোলুপা এবং সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বত্র লজ্জাশীলা হইবে, কেবল পতিসহবাসে নির্লজ্জা হইবে। সর্ব্বদা স্মিতমুখী থাকিবে। রমণী অন্তঃকরণ দুঃখার্ত্ত হইলেও তাহা গোপন করিয়া স্নেহ ও আনন্দপ্রকাশ করিবে। স্ত্রীলোক, পুত্রলালন এবং পরের পুত্রকেও পুত্রজ্ঞান করিবে। নারী স্বামীর সুখে সুখিনী এবং দুঃখে দুঃখিনী হইবে। স্বামী প্রবাসে যাইলে, পত্নী দেবকার্য্যপরায়ণা হইবে, আর সকল সুখ তাহার নষ্ট হইবে। সুচরিত্রা সতী রমণী গৃহে দ্রব্যসামগ্রী রক্ষা করিবে, সর্ব্বত্র সাবধানী হইবে এবং অন্নাদির সংবিভাগ করিবে। যে নারী এই প্রকার, হে দ্বিজ! তাঁহার পূজা সকলে করে। সেই রমণী হইতেই পৃথিবী রক্ষা হয় এবং তিনিই লোক-দেবতা। গৃহের ভূষণ পুত্র, সভার ভূষণ পণ্ডিত, পুরুষের ভূষণ সুবুদ্ধি আর রমণীর ভূষণ লজ্জা। যে ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্য নাই, সে ব্রাহ্মণ মৃতেরই মধ্যে; দক্ষিণা না দিলে যজ্ঞ মৃত অর্থাৎ পণ্ড; পণ্ডিত না থাকিলে সভাও মৃত অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য; আর যে নারীর লজ্জা নাই, সে নারীও মৃত—কিম্বা অপদার্থ। যেমন জলহীন নদী, যেমন কৃষ্ণ-ভক্তিহীন বুদ্ধি, যেমন রাজহীন পৃথিবী, পতিহীন অবলাও সেইরূপ। যৌবন, বিবিধ বেশভূষা, উত্তম কেশাদি রাখা এবং শরীর-শোভাসম্পাদন বিধবা রমণীগণের পক্ষে ভাল নহে। হে কশ্যপনন্দন! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা এই আমি বলিলাম, এই পরমপবিত্র গুরুচরিত মানবেরা উত্তমভাবে কীর্ত্তন করিবে ও শ্রবণ করিবে। ইহাতে পুত্রগণের মাতা-পিতৃভক্তি, পতির প্রতি স্ত্রীর ভক্তি আর গুরুর প্রতি শিষ্যের ভক্তি হয়। অতঃপর তুমি কি শুনিতে মনস্থ করিয়াছ, আমার কি বক্তব্য আছে,—তাহা বল; তার পর শুনিবে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

জাবালি বলিলেন, হে জগদ্‌গুরো ব্রহ্মন্ বেদব্যাস! স্বর্গে, ভূতলে এবং আকাশে যে সব তীর্থ আছে, তৎসমস্ত বিশেষরূপে বল। সেই সব তীর্থের স্বরূপ, নাম, তথায় যে কার্য্য করিতে হয়, তাহার বিধান এবং তত্তৎ-তীর্থসেবার ফল আমি শুনিতে ইচ্ছুক, তৎসমস্ত বিশেষ করিয়া আমাকে বলিতে আজ্ঞা হয়। ব্যাস বলি

স্বর্গে, ভূতলে এবং আকাশে অসংখ্য তীর্থ বর্ত্তমান; বায়ুই তন্মধ্যে প্রধানরূপে তীর্থ-কীর্ত্তন করিয়াছেন। বায়ু-কীর্ত্তিত তীর্থের সংখ্যা সার্দ্ধত্রিকোটি, কিন্তু ইহা আমি বলিতেছি, যত তীর্থ আছে, তাহার নিকট উক্ত সংখ্যাও সামান্য মাত্র। কতিপয় তীর্থ বাক্যরূপ, কতিপয় তীর্থ দেহ ও কালস্বরূপ, কতকগুলি তীর্থ ইন্দ্রিয়স্বরূপ এবং বৃক্ষস্বরূপ তীর্থও কতক আছে। দেবগণের অধিষ্ঠানস্থানই এস্থলে তীর্থ বলিয়া কথিত হইতেছে। রুদ্রাণী দেবী নিজ সখী জয়া বিজয়ার নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সব তীর্থের কথা শ্রবণ কর; তাহার ফল এবং স্বরূপও শুন। জাবালি বলিলেন, জগদম্বা শিবা-রুদ্রাণীদেবী কোথায় কি জন্য সখী জয়া বিজয়াকে তীর্থের কথা বলেন? আর রুদ্রাণী-মুখপঙ্কজনির্গত পরমপাবন পীযূষসদৃশ তীর্থমাহাত্ম্য আপনাকে কে বলিলেন? আর সেই উপাখ্যান পৃথিবীতেই বা আসিল কিরূপে? ইহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি। হে জগদ্গুরো! এ সব কথা আপনার নিকট শুনিলে আমি কৃতার্থ হইব। ব্যাস বলিলেন, হে দ্বিজ! একদা পার্ব্বতী দেবী সখী জয়া বিজয়ার সহিত নির্জ্জনে কৈলাস-শিখরে অবস্থান করেন। জয়া বিজয়া দেবীকে সুখাসীনা অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে অনেক দিনের অভীষ্ট বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গিরীশরমণি পার্ব্বতি! হে ভগবতি মাতদুর্গে! হে প্রসন্নবদনে! আমাদের কিঞ্চিৎ অভীষ্ট পূরণ কর। হে সর্ব্বদেব-সমারাধ্যে জগদম্বে! প্রসন্ন হও; আমাদের চিরবাঞ্ছিত তীর্থ দর্শন এবং তীর্থা-বগাহন করাও। ব্যাস বলিলেন, সখীদ্বয় এই কথা বলিলে, লোকদুর্গতি-হারিণী দুর্গা এই কথা বলিলেন, আমারও ইহা ইষ্ট; বিজয়ে! জয়াকে সঙ্গে লইয়া এস; হে সখীদ্বয়! তোমাদিগকে এক্ষণে সকল তীর্থ দর্শন ও তৎসমস্তে স্নান করাইতেছি। সতী শিবা, এই কথা বলিয়া আনন্দিতা সখীদ্বয়ের সহিত হিমালয়ের সেই স্থানে গমন করিলেন, যথায় গঙ্গা বেগবতী প্রবাহিতা। পার্ব্বতী তথায় সখীদ্বয়ের সহিত সেই বেগবতী গঙ্গা দর্শন ও সেইখানে অবগাহন করিলেন। তার পরেই তিনি নিজগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিলেন। হে দ্বিজ! সখীদ্বয় জয়া বিজয়া, পার্ব্বতীকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া বলিলেন, হে মহেশানি! আমরা সর্ব্বতীর্থ-গমনে অভিলাষিণী; অথচ একটী মাত্র তীর্থপ্রাপ্তি বৈ আমাদের হয় নাই, অতএব আমাদের মনোরথ পূর্ণ না করিয়া কোথায় যাইতেছ? দেবী বলিলেন, সখীরা! সকল তীর্থে স্নান হইল না সে কি!—জান না কি?—এই গঙ্গাই যে সর্ব্বতীর্থজননী। এই সদাশিবা কেবল যে সর্ব্বতীর্থ-জননী তাহা নহেন, পরন্তু এই দেবতা সর্ব্বলোক এবং সর্ব্ব ধর্ম্মেরও প্রসবিত্রী। এই প্রভাবসম্পন্না দেবী ক্রীড়া করত চতুর্দ্দশভুবন পবিত্র করিয়া ত্রৈলোক্যে দীপ্তি পাইতেছেন, ঊর্দ্ধদেশ, আকাশ, ভূতল, তলদেশ এবং পর্ব্বত-শিখরাবলী প্রভৃতি সমস্ত স্থানই এই দেবীর অধিষ্ঠিত। গঙ্গাধিষ্ঠিত সকল স্থানই তুল্যগুণসম্পন্ন এবং পবিত্র; এ বিষয়ে সংশয় নাই। গঙ্গা যে স্থানে প্রবাহিতা, তাহাই মুক্তিস্থান, তাহাই সুখস্থান, তাহাই

বাসস্থান, আর শোক ভয় সেই স্থানেই নাই। গঙ্গা-সন্দর্শনাদিই স্বর্গ, সুখ, পঞ্চবিধ মুক্তি, সম্পত্তি এবং যশ। যেমন ব্রহ্মাকে আশ্রয় না করিয়া কখনও সৃষ্টি হয় না, সেইরূপ এই গঙ্গাকে আশ্রয় না করিয়া কোন তীর্থই বিরাজিত নাই। স্ত্রীঘাতী, রাজঘাতী, পুত্রঘাতী, গোঘাতী, গুরুঘাতী এবং আত্মঘাতী ব্যক্তিকেও এই গঙ্গা মহাভীষণ যমদণ্ড হইতে মাতার ন্যায় পরিত্রাণ করেন। যে ব্যক্তি এই গঙ্গাদেবীকে অবলম্বন করিয়াছে, স্নান, দান, যপ, যজ্ঞ এবং মুক্তিপ্রদ তপস্যা—সকলই তাহার করা হইয়াছে। হে সখীদ্বয়! এই পুণ্যা সুরধুনী ত্রিপথগামিনী নদীকে স্মরণ না করিলেই পরম বিপদ। হে সখীদ্বয়! গঙ্গার প্রতি যাহার ভক্তি নাই,—সদা-অপ্রিয়ভাষী ব্যক্তিকে লোকে যেমন পরিত্যাগ করে তদ্রূপ, সকল ধর্ম্মই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। আমি গঙ্গা, শিব এবং বিষ্ণু—আমাদের প্রকৃতপক্ষে পার্থক্য নাই। হে সখী বিজয়ে! জয়ে! বহু বর্ণনা আর করিব কি?—তোমাদের সকল তীর্থে স্নান ও সকল তীর্থ দর্শন হইয়াছে। জয়া বিজয়া বলিলেন, তুমি এই গঙ্গাসম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিলে, তদ্বিষয়ে আমাদের প্রত্যয় হয় কিসে? অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করেন না। দেবী বলিলেন, সখীদ্বয়! তোমরা আমার সাক্ষাতে ভক্তিভাবে এই গঙ্গার স্তব কর. অবিলম্বেই সর্ব্বতীর্থোদ্ভবা গঙ্গাকে দেখিতে পাইবে। আমি বলিতেছি, এখন তোমাদের মুখ হইতে যে বাক্য নির্গত হইবে, তাহাই গঙ্গাস্তব। ব্যাস বলিলেন, দেবী পার্ব্বতী এই কথা বলিলে, তাঁহার সখী জয়া বিজয়া, ত্রৈলোক্য-পাবনী গঙ্গাদেবীকে স্তব করিতে যোগ্য হইলেন। জয়া বিজয়া বলিলেন, হে জননি মহেশি! আমি প্রণাম করি, হে ত্রৈলোক্য-নিখিল-দুঃখহন্ত্রি মাতর্গঙ্গে! প্রসন্ন হও; তুমি সেই বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিয়া হিতের জন্য ত্রৈলোক্য প্লাবিত করিতেছ। হে কার্য্য-কারণেশ্বরি! তোমাকে দেখি, স্তব করি, আর দেহ এবং অঙ্গসমূহ দ্বারা প্রণাম করি। আমরা অজ্ঞান-মোহান্ধকার নিরস্ত করিয়া, তুমি যাদৃশী, তাহা আমার মনে বুঝাইয়া দেও। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, পুরুষ, দেবাধিদেব শিব, সিদ্ধগণ এবং তত্ত্বজ্ঞ ধীরগণ তোমাকে বার বার স্তব করিয়াছেন, তুমি এতাদৃশী; আমরা তোমার কি স্তব করিব? এই ভূতধাত্রী পৃথিবী ধন্যা ও অধিক পুণ্যবতী; ইনি সর্ব্বলোকেরই পূজনীয় হইয়াছেন; কেননা, এই পৃথিবীতে সর্ব্বপাবনী তুমি মানব-সমূহের অবগাহনযোগ্যা হইয়া বিরাজ করিতেছ। হে দেবি! মূঢ়বুদ্ধি মানব, না স্ত্রীলোক, না বন জন্তুগণ, আপনাকে জানিতে পারিবে। যাঁহারা অমৃতপায়ী, সহস্র সূর্য্য-দর্শী (অর্থাৎ অমর) তাঁহারাও আপনাকে নমস্কার করেন, আপনি যে অনন্ত অমৃতের সারভূতা। নরকযোগ্য ব্যক্তিও যদি তোমাতে প্রাণত্যাগ করে বা তোমার তীরে বাস করে, অথবা হে আনন্দময়ি! তোমার নাম গান করে, তাহা হইলে, তাহাকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তৎপ্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ তুমি ভিন্ন আর কে করে? হে গঙ্গে! যিনি সর্ব্বলোকের, সর্ব্ব দেবতার এবং সর্ব্বযজ্ঞের অধিদেবতা, সেই স্বয়ং শিব,

আপনার শিবত্বকে সার্থক বিবেচনা করত শ্রীসম্পন্ন নিজ উত্তমাঙ্গে, সর্ব্বোত্তমা তোমাকে ধারণ করিয়া আছেন। সকলের কিছু সর্ব্বত্র অধিকার থাকে না, কোন ব্যক্তির কোন স্থানে সম্বন্ধ থাকে। কিন্তু আপনি ব্রহ্মকটাহ ভেদ করিয়া উত্থিত এবং সর্ব্বত্র অব্যাহত-গতি। হে শিবে! আপনি চন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণা, পদ্ম-অমৃত-বরাভয়-ধারিণী চতুর্ভুজা, শুক্লমকরে আসীনা, সর্ব্বদেব-স্তুতা, অলঙ্কৃতা, ত্রিনয়না; আপনার এইরূপ ধ্যান করি। হে শিবে শান্তে! আপনাকে নমস্কার; হে গঙ্গে! আপনাকে বারংবার নমস্কার; হে মকরবাসিনি! আপনাকে নমস্কার; হে কোটিশশাঙ্কসমপ্রভে! আপনাকে বারংবার নমস্কার। চতুর্ভুজা; বর, অভয়, পদ্ম এবং অমৃতপূর্ণ সুবর্ণ ঘটে সুশোভিত, সর্ব্বালঙ্কার ভূষিত, ত্রিনেত্রসম্পন্ন, স্মিতবদন ও শুক্লবসন যুক্ত, স্থিরনূপুরনিক্বণ, ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবারাধ্য দেবসঙ্গত দেহধারিণী গঙ্গাকে নমস্কার। পাপনাশিনী লোকমাতা গঙ্গাকে বারংবার নমস্কার। সর্ব্বতীর্থভবা অথচ সুলভা গঙ্গাদেবীকে বারংবার নমস্কার। ব্যাস বলিলেন, হে দ্বিজ! জয়া বিজয়া এইরূপ স্তব করিতে থাকিলে, তাঁহাদিগের সম্মুখে, গঙ্গা ত্রিজগৎ উজ্জ্বল করত প্রাদুর্ভূতা হইলেন। জয়া বিজয়া, সেই মকরাসনাসীনা দেবী গঙ্গাকে প্রাদুর্ভূতা দেখিয়া, অত্যন্ত আনন্দ এবং বিস্ময়যুক্ত হইলেন। হে দ্বিজ! তখন তাঁহারা কোন কথা বলিতে পারিলেন না; রোমাঞ্চিতদেহে, বাষ্পনিরুদ্ধনয়নে দণ্ডায়মান থাকিলেন। তখন, সকল দেবতা, মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর অপ্সরা; সকলেই হৃষ্টচিত্তে তথায় সমাগত হইলেন। মহর্ষি বাল্মীকি এবং আমি আমরাও দুজনে গেলাম। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ এবং দেবীগণ সকলে কৃতাঞ্জলি হইয়া অঞ্জলিপুটে, পুষ্পচন্দন গ্রহণ-পূর্ব্বক সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা গঙ্গাকে তদ্দারা সুশোভিত করিলেন। হে জাবালে! অনন্তর, সেই গঙ্গার অঙ্গ হইতে তীর্থসমূহ উৎপন্ন হইতে লাগিলেন; তখন জয়া বিজয়া তাহা দেখিলেন। বাক্যাদি স্বরূপ বিখ্যাত তীর্থ সকল মূর্ত্তিমান্ হইয়া গঙ্গার দেহ হইতে নির্গত হইলেন। সে সব তীর্থের নানাপ্রকার রূপ। ব্রহ্মতীর্থ সকল গঙ্গার মুখ হইতে, দেশতীর্থসমূহ তাঁহার চরণ হইতে, জলতীর্থ সকল তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে এবং আকাশতীর্থসমূহ কর্ণদ্বয় হইতে উৎপন্ন হন। আর দিব্যতীর্থরাজি ভাস্বর ললাট হইতে এবং অঙ্গতীর্থ সকল তাঁহার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইলেন। সর্ব্বাবয়বপূর্ণ, ভূষণরাজি-সমুজ্জ্বল, নানাবর্ণ সমস্ত তীর্থ, হৃষ্টচিত্তে, মুনিগণ, দেবগণ জয়া বিজয়া ও অপরাপর সকলের সাক্ষাতে গঙ্গাকে স্তব করিতে লাগিলেন, হে বিমলবদনে! আপনি ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক এবং মহর্লোকের সার, আপনি কেবল পরমানন্দসমূহ-স্বরূপা; পৃথিবী, পাতাল এবং স্বর্গ এই ত্রিলোকের তিমিরাপহরণে মহাজ্যোতিঃস্বরূপা; অসৎপ্রলাপরূপ তিক্তরসে দূষিত রসনার একমাত্র শরণ পরমামৃত রসায়নস্বরূপ যে জলপ্রবাহ, তাহা আপনারই রূপ। আর দেবমূর্ত্তিমতী আপনি কোটি কোটি চন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণা এবং মকরাসনে আসীনা; আপনাকে নমস্কার। হে গঙ্গাদেবি হে স্বর্ণদি!

হে বিষ্ণুপদোদ্ভবে। হে নারায়ণের প্রণবময়-তৈজস-শরীর-সম্মিলিতে। প্রণবময়শরীরে! পরমাত্মরূপে! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও; তোমাকে বারংবার নমস্কার। হে ত্রিপথগামিনি! দেব-দেবেশি! গঙ্গে! হে ত্রিলোচনে! শুক্লবর্ণে! হে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর-পূজিতে! আপনাকে নমস্কার। হে দোষনাশিনি! আপনি নিজবেগে ব্রহ্মাণ্ডকটাহ ভেদ করিয়াছেন। আপনার নির্ম্মল মস্তক রত্নকিরীটে মণ্ডিত। আপনার পদাম্বুজযুগলে সুরাসুর-কিরীটমাল্য বিলুণ্ঠিত, হে অভীষ্টদায়িনি! আপনি কামরূপা এবং তীর্থগণের প্রসবিনী। হে শ্যামে!* হে সুশোভিত-আকুঞ্চিত-বিমল-কৃষ্ণ-কুন্তলে! হে শিবপ্রিয়ে! হে শিবারাধ্যে! হে শিবশিরোবিহারিণি! আপনি নিখিল জগৎকে মঙ্গলময় করিতেছেন। হে অব্যয়ে! হে অচ্যুতভূষণ-ভূষিতে! হে অচ্যুতপাদসম্ভূতে! হে অচ্যুত-পূজিত-পাদকমলে! আপনার আগমনে পৃথিবী পবিত্রা হইয়াছেন। আপনি অচ্যুত-প্রেমধারা-শালিনী ব্রহ্মরূপিণী, ব্রহ্মাণী, আপনি ব্রহ্মানন্দময়ী, ব্রহ্মপ্রসবিনী এবং ব্রহ্মরসামৃতা। আপনি ব্রহ্মত্বদায়িনী, ব্রহ্মনদী, সুরধুনী এবং সুধারূপিণী। আপনি ভেদ-শূন্যা, ভেদকরী এবং ভেদকগণের (বিষ্ণু, শিব ও দুর্গার সহিত আপনার ভেদ যাহারা মনে করে তাহাদিগের) প্রাণহারিণী; আপনি অভেদ-বুদ্ধি-স্বরূপা, অভেদ-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রীতিপাত্রী আপনি, হে সত্যে! হে সংসারবর্জ্জিতে! হে অনিন্দ্যে! হে নির্দ্দোষে! হে কমলে! হে বিমলে! হে শুদ্ধে! আপনি পরব্রহ্মতত্ত্বস্বরূপিণী। হে বেগাধারে! হে বেগগামিনি! আপনি স্থিরবায়ুচক্র ভেদ করিয়াছেন। হে সূর্য্যমণ্ডলভেদকারিণি! মহেশ্বরি! মন্দাকিনি! হে সুরপূজিতে! মহানন্দে! রণপ্রিয়ে! কোকামুখি! হে বলিমাংসপ্রিয়ে! কালীরূপিণি! মৎস্য এবং মদ্য আপনার সুখাবহ। হে জবারক্তনয়নে! রক্তবস্ত্র-পরিধানে! চঞ্চলনয়নে! আপনাকে সেবা করা সঙ্গপরিত্যাগী সাধুজনের পক্ষেই সম্ভব। হে নিঃসঙ্গে! অকিঞ্চন জনের আপনিই অবলম্বন। হে দিগম্বর-প্রিয়ে! হে দিব্যে! হে বীররূপে! হে মনোহরে! হে আকাশনিলয়ে! সদা পর্ব্বত-বাসিনি! দেবি! পৃথিবী পাতাল সকলই আপনার আলয়, আপনি খেচরা! আপনি অচরা। হে ভীমে! সর্ব্বদা খড়্গ আপনার হস্তে থাকে; মহাভৈরব আপনার সাধনা করিয়াছেন। হে ভবমোচনি! ভবরঙ্গিণি! ভবভাবিনি! হে ভব-শিরো-বিহারিণি! ভবজ্ঞে! ভাবরসিকে! হে গিরিজে! গিরিশিখরচারিণি! হে শৃঙ্গাটকগতে! শৃঙ্গার-রস-শোভনে! কান্তিমতি! আপনি কামরূপা, কামভাবা, আপনি নিষ্কাম ব্যক্তিগণের পূজিতা। হে দুর্গমে! দুর্গতিহরে! দুঃখহন্ত্রি! হে সুখালয়ে! শুভে! আপনার তীরদ্বয়, হংস, কারণ্ডব এবং ক্রৌঞ্চগণে বিমণ্ডিত। আপনার তীর দেববৃন্দ-সেবিত এবং স্মৃতমাত্রেই আপনি পাপ

* যে নারী, শীতকালে উষ্ণাঙ্গী, গ্রীষ্মকালে শীতলাবয়বা এবং যাঁহার মুখে পদ্মগন্ধ, তাঁহার নাম, "শ্যামা"।

বনাশ করেন। আপনার নাম মাত্রই ব্রহ্মহত্যাদি পাপের গ্রাসকারী। হে মাতঃ! আপনি সর্ব্বজগতের সুখদা এবং মোক্ষদা। হে যোগিনি! গৃহস্থ, সন্ন্যাসী যোগী এবং নাগলোকেও আপনার সেবা করিতে পারে। হে পাপনাশিনি! হর-গৃহিণি! আপনি বিষয়-বিষের-জ্বালাহারিণী। হে হারভূষিতে! দশহরে! পরমদেবি! আপনি তরঙ্গ দ্বারা কলিকলুষ অপহরণ করেন। হে মাতঃ! আপনি হুঙ্কার, প্রণব ও হ্রীঙ্কার স্বরূপিণী। হে মাতঃ! ভগবতি! ভীষ্মজননি! বারংবার আপনাকে নমস্কার। হে ইষ্টসিদ্ধিকরে! স্ফ্ঁ ক্ষৌঁ ইত্যাদি মন্ত্রস্বরূপিণি! হে বিমলমুখি! চন্দ্রমুখি! কোলাহলে! ধর্ম্মরূপিণি! প্রসন্ন হউন। আপনিই প্রাণিগণের রাজলক্ষ্মী, আপনিই গৃহিগণের শুভা গৃহিণী। আপনিই যোগিনী, আপনি যোগ এবং আপনিই সন্ন্যাসিগণের বুদ্ধি। আপনিই কবিগণের সর্ব্বতোমুখী দৃষ্টি, আপনিই রাজসেবকগণের বুদ্ধি, আপনিই কুলস্ত্রীগণের লজ্জা এবং আপনিই বালকগণের মধুর বাক্য। আপনিই যুদ্ধস্থলে স্পর্দ্ধাস্বরূপা, আপনিই সাধুগণের ক্ষমা। আপনিই বাল্মীকি-হৃদয়ের সরস্বতী, আপনিই বেদব্যাসের বাগ্মিতা। আপনিই সাঙ্গ শ্রুতি স্মৃতি এবং কবিতা-লহরী। জল যেমন মৎস্যগণের অবলম্বন, সেইরূপ আপনিই সর্ব্বভূতের অবলম্বন। আপনি জাড্যবিনাশিনী, মন্ত্ররূপা, কালরূপা এবং কপালিনী। আপনি কুমারী, তরুণী, বৃদ্ধা, রসজ্ঞা এবং রসসুন্দরী। আপনি স্বর্গে দেব-দেবীগণ-সেবিতা মন্দাকিনী। পৃথিবীতে আপনি অলকনন্দারূপে মানবগণকে কৃতার্থ করিতেছেন। আর পাতালে আপনি নাগগণ-নিষেবিতা ভোগবতী। পূর্ব্বদিকে আপনি সীতা, উত্তরে ভদ্রা, পশ্চিমে বংক্ষু এবং দক্ষিণে অলকনন্দা। আপনি ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, শৈবী, কুমারী এবং যুবতী। আপনি কপালমালিনী, বিকটাক্ষা এবং সরস্বতী। আপনি শ্মশানবাসিনী; চিতাঙ্গার ও অস্থিসমূহ আপনার ভূষণ। আপনি সরস্বতী, জাহ্নবী, গঙ্গা এবং ভাগীরথী। আপনি হংসী, পদ্মমুখী ও সহস্রদল-কমলবাসিনী। হে মাতঃ! আমরা সমুদয় তীর্থ; পরম মঙ্গলাস্পদ ভবদীয় তীরে বাস, ভবদীয় নীরে অবগাহন, আপনার দর্শন এবং স্মরণকারী অনেক তীর্থ, তদিতরও অনেক তীর্থ; আপনি আশ্রয়; আমরা আপনাকে আশ্রয় করিয়াছি। আপনি সর্ব্বরূপা, আমরা তীর্থত্ব পুরস্কারে আপনারই প্রপঞ্চ। যাহারা আপনার ভক্ত কিন্তু আপনারই বিভূতিবিশেষ দর্শনের অভিলাষেই তীর্থ-পর্য্যটন-পরায়ণ, তাহাদিগকে আমরা পবিত্র করি। আর যাহারা আপনার অভক্ত, তাহাদিগকে দূর হইতে পরিত্যাগ করি। আপনি তত্তৎপদার্থময় বলিয়া দেবগণ, তীর্থগণ, লোকসমূহ এবং ধর্ম্মনিচয়ের মাতা সর্ব্বসাক্ষিণী। আপনি শতবার প্রণামের পাত্র। আমাদের উৎপত্তি ও লয় আপনা হইতে। অতএব আমরা আপনার তত্ত্ব কি বলিব? আপনার মহিমার অন্ত নাই, যেহেতু, ব্রহ্মহত্যা, গুরুহত্যাদি মহাপাতক, অতিপাতক একাধারে যাহাতে আছে, সে ব্যক্তিও আপনার জলস্পর্শ মাত্রেই পবিত্র হয়। আপনার দর্শন মাত্রেই ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির ফল হয়। যে ব্যক্তি আপনার মহিমার কথা বিপরীত প্রকারে

বলে, সে পাপভাগী হয়, ইহা যথার্থ কথা। ব্যাস বলিলেন, এই বলিয়া তীর্থগণ সেই গঙ্গাতেই সর্ব্বপ্রকারে বিলীন হইলেন। গঙ্গা রুদ্রাণীর সহিত একরূপা হইলেন। তখন জয়া বিজয়া, পার্ব্বতীকে না দেখিয়া ব্যাকুলা হইলেন। পার্ব্বতী জয়া বিজয়ার সমক্ষেই গঙ্গাসম্মিলিত স্বস্বরূপ অন্তর্হিত করিয়া রুদ্রাণীরূপেই বিরাজ করিতে লাগিলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ সকলেই অন্তর্হিত হইলেন। বিস্ময়াপন্ন সখীদ্বয়ের সহিত দেবী রুদ্রাণীও স্বস্থানে গমন করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জয় বিজয়া বলিলেন, হে মহেশ্বরি! আপনার প্রসাদে, সর্ব্বতীর্থে স্নান এবং তদ্দর্শন আর বিশেষরূপে গঙ্গাতত্ত্ব-জ্ঞান আমাদের হইয়াছে। আপনার আদেশে যে স্তব, আমাদের মুখবিনির্গত হইয়াছে, তাহা লোকে তদ্রূপেই প্রচারিত হউক, হে মাতঃ! আমরা আপনাকে প্রণাম করি। যে সব তীর্থ দেখিলাম, তৎসমস্তের নাম সর্ব্বতোভাবে কীর্ত্তন করুন। ভগবতী কহিলেন, পরমপাবন গঙ্গাতীর্থের কথা প্রথমেই তোমাদিগকে বলিয়াছি। এই গঙ্গাতীর্থের অন্তর্নিবিষ্ট অন্য তীর্থের বিষয়ও যথাতথ বলিতেছি। গঙ্গা যে স্থান হইতে উৎপন্ন, জ্ঞানিগণের সদাদৃশ্য বিষ্ণুর সেই পরমপদ প্রথম তীর্থ বলিয়া বিদিত। আর ধ্রুবাদিলোকে, বায়ুপথে গঙ্গাপ্রবাহ-পূত-স্থল নবসংখ্যকতীর্থ কথিত আছে। গঙ্গা আবির্ভূতা হইয়া প্রথম যে স্থলে মহাবেগবতী ও মহাবলবতী হইয়াছেন, সিদ্ধগণ, দেবগণ ও ঋষিগণ, গমনাগমনে তথায় স্নান করেন। গঙ্গা যেখানে ঊর্দ্ধলোক হইতে পতিত হইতেছেন, সুমেরুশিখরে তাহা ধারাপাত নামে বিখ্যাত। চতুর্দ্দিকে যাইবার জন্য গঙ্গা তথায় চতুর্দ্ধা হইয়াছেন। এই সুমেরু পর্ব্বতেরই যে চারিদিক্ হইতে গঙ্গা চারিদিকে অবরোহণ করিয়াছেন, সে চারিটীও তীর্থস্থান, তৎসমস্তের নাম কীর্ত্তন করিতেছি। পূর্ব্বতীর্থ সীতাদক, দক্ষিণ নন্দক, পশ্চিম বংক্ষুভদ্র এবং উত্তর ভদ্রোত্তর। সুমেরুর নিম্নবর্ত্তী অষ্টপর্ব্বতে গঙ্গা পতিত হইয়াছেন, আবার সে সব পর্ব্বত হইতে তন্নিম্নে পতিত হইয়াছেন, ষোড়শসংখ্যক এই সংযোগ-বিয়োগ-স্থান সকলই পূর্ব্বদিকে গন্ধমাদন পর্ব্বতে পরপাত ও পুনঃপাত নামক দুই তীর্থ। পশ্চিম-পর্ব্বতে শাঙ্করী এবং বিলসন্তী নামক তীর্থ, পুণ্যপ্রস্তা, প্রকাশাক্ষী, গোমতী, গৌতমী, মণিকর্ণা এবং মণিস্রোতা— উত্তরে এই সব তীর্থ। মণিদর্শা, মহাবেগা, অম্বরী, ব্রহ্মবেগিণী, শিবেশ্বরী এবং শম্ভুমুখী দক্ষিণ-পর্ব্বতে এই সব তীর্থ। পশ্চিম-পূর্ব্ব এবং উত্তর দেশবর্ত্তী পর্ব্বতসমূহের মধ্য-প্রদেশে পূর্ব্ব-শঙ্খপাত, উত্তর-শঙ্খপাত এবং পশ্চিম-শঙ্খপাত এই তিন তীর্থ। হিমালয়-

মিতবে, গঙ্গার শিবশীর্ষপ্রবেশস্থান, শিরঃস্রোত নামে বিখ্যাত মহাফলজনক তীর্থ। ভূমণ্ডলে, গঙ্গাদ্বার তীর্থ চারিটী। তাহার স্থান, কেতুমালবর্ষ, কুরুবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ এবং ভারতবর্ষ। গঙ্গাদ্বার-চতুষ্টয়ের নাম, ব্রহ্মদ্বার, শিবদ্বার, তেজোদ্বার এবং হরিদ্বার। হরিদ্বারে গঙ্গার সপ্ত ধারা। সুরধুনী এই স্থানে সপ্তর্ষিগণের প্রীতির জন্য সপ্তধারা হইয়াছিলেন। গঙ্গা কেতুমালবর্ষে শিবা নদীর সহিত সঙ্গত হইয়াছেন, সেই সঙ্গমস্থান গোকল নামক তীর্থ, আর যে স্থলে শিবানদীর সহিত বিচ্ছেদ হইয়াছে, তাহার নাম পরগোকল। কুরুবর্ষে গঙ্গা, গোমতী এবং ভানুমতীর সহিত সঙ্গতা হইয়াছেন। সেই সঙ্গমস্থান পুণ্যমাল নামক তীর্থ, আর বিচ্ছেদ স্থানের নাম সোমমাল। ভদ্রাশ্ববর্ষে গঙ্গা, বৈষ্ণবী এবং মাকরী নদীর সহিত সঙ্গতা ও বিচ্ছিন্না হইয়াছেন, সেই সঙ্গমস্থানদ্বয় সবল নামে এবং বিচ্ছেদস্থানদ্বয় দেবল নামে কথিত। আর গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, পশ্চিমারণ্যস্রোত, উত্তরে ত্রিশতস্রোত এবং পূর্ব্বে সপ্তস্রোত এ সমস্তই তীর্থ; হে নৃপেশ্বর! ভারতবর্ষের কতকগুলি তীর্থের কথা আমার নিকট শুন। যে স্থানে গঙ্গার নাম হয় জাহ্নবী, তাহা জহ্নুতীর্থ, তারপর প্রয়াগ, প্রয়াগে অক্ষয়বটতীর্থ, তথায়, তীর্থদ্বয়—যমুনা এবং সরস্বতী গঙ্গায় সম্মিলিত হইয়াছেন। এই স্থানে মস্তক মুণ্ডন করিয়া মানুষ যে কোন স্থানে মরুক না কেন।* ম্লেচ্ছও যদি প্রসঙ্গক্রমে এই প্রয়াগতীর্থে গিয়া মুণ্ডিত-মুণ্ড হয়, তাহা হইলে, সে ব্যক্তিও অন্তে, ম্লেচ্ছদেহ পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভ করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তার পর বসন্তক-ক্ষেত্র, এই তীর্থে বাসন্তী দেবী পূজিত হন। অনন্তর সজ্জন-সম্মতা শিবপুরী বারাণসী, এখানে গঙ্গা উত্তর-বাহিনী; এই স্থলে মরণ দুর্লভ। সুরধুনী মণিকর্ণিকা, এখানে জলে স্থলে মুক্তিদায়িনী। এই ক্ষেত্রে ভগবান্ শিবের সুবহু লিঙ্গ আছেন। সেই সব লিঙ্গস্থান, নামভেদে পৃথক্ পৃথক্ তীর্থ। বারাণসীর বিশেষ বিবরণ মৎস্য পুরাণে বিজ্ঞেয়। তৎপরে পদ্মাবতী-গঙ্গা-সঙ্গম তীর্থ। সরস্বতী এবং যমুনা যে স্থানে গঙ্গা হইতে পৃথক্ হইয়াছেন, তথায় 'ত্রিবেণী' তীর্থ। প্রয়াগের তুল্য ফল এই তীর্থে পাওয়া যায়। গঙ্গাসাগর-তীর্থ পরম তীর্থ। গঙ্গা এই স্থলে সহস্রধারায় সাগরগামিণী হইয়াছেন। সেই সহস্রধারাই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তীর্থ বলিয়া কথিত আছে। এই তীর্থে আকাশে, স্থলে বা জলে মরিলেও মানবগণের মুক্তি হইবে। এখানে স্ত্রী কি পুরুষ, যে কামনা করিয়া মরিবে, পরদেহে সেই কামনাই তাহার সিদ্ধ হইবে। বিমল গঙ্গাতীর-দ্বয়ে যেখানে যেখানে শিবালয়, ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং ব্রাহ্মণদিগের আলয় আর দেব-পীঠ সকল তৎসমস্তও তীর্থবিশেষ। হে নৃপেশ্বর!

---

* একটী চলিত কথা আছে, তাহা এই শ্লোকের অনুরূপ,—
"প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা, মরুগে পাপী যেথা সেথা"।

গঙ্গার তীর্থসমূহের কথা এইরূপ তোমাদিগকে বলিলাম। এই সকল হইল ব্রহ্মতীর্থ; ব্রহ্মতীর্থগণের উৎপত্তি গঙ্গার মস্তক হইতে। হে জয়াবিজয়া! পৃথিবীতে অন্য যে সব তীর্থ আছে, তাহা শুন।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

দেবী বলিলেন, ব্রাহ্মণেরা যথায় বাস করেন, সেই ভূভাগই তীর্থ। ব্রাহ্মণগণের চরণ-যুগল সর্ব্বতীর্থের আশ্রয় পরম তীর্থ। পদ্মবন তীর্থ, তুলসীবন তীর্থ। তুলসীর মূল হইতে দশদিকে ষোড়শ হস্ত পরিমিত স্থান দেব-বন্দিত মহাতীর্থ। যথায় বিল্ববৃক্ষ অবস্থিত, সে প্রদেশও সুতীর্থ। আমলক বৃক্ষও তুলসীর ন্যায় কীর্ত্তিত। সখীদ্বয় বলিলেন, হে কৃপাময়ি! মহেশানি! মাতঃ! দুর্গে! তুলসী বৃক্ষ ও বিল্ব বৃক্ষের জন্ম, মাহাত্ম্য এবং স্বরূপ-তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন। দেবী বলিলেন, পূর্ব্বকালে, কৈলাসশিখরে, ধর্ম্মদেব নামে বিখ্যাত বিষ্ণুপরায়ণ এক সাধু-ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বৃন্দা নামে তাঁহার ধর্ম্মচারিণী ব্রাহ্মণী-পত্নী ছিলেন। সেই সাধ্বী সতত স্বামীর অনুগামিনী, পতিদেবতা ছিলেন। তাহাতেই তাঁহার বিশেষ সুখ ছিল। হে সখীদ্বয়! সতী বৃন্দা, স্বামীর আদেশে দেবসেবার কার্য্য করিতেন। আর তিনি স্বয়ং স্বামীর পূজাকার্য্য ও দেবপূজা কার্য্যে সানন্দে নিযুক্ত থাকিতেন। সেই সতী সর্ব্বদা স্মিতমুখী তপোবিনয়-সম্পন্না ও লক্ষণান্বিতা ছিলেন। সকল লোকেই সর্ব্বদা তাঁহার সম্মান করিত। সতত কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ ধর্ম্মদেব, সদাশিব কৃষ্ণের নামগান করত ঋষি-মণ্ডলীতে পর্য্যটন করিতেন। তিনি দর্শনীয়াকৃতি ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন, মুখে তাঁহার হাসি লাগিয়াই ছিল। তিনি গানবিদ্যার পরগামী সুস্বর এবং সাধুজনের সম্মানিত ছিলেন। পরম-পাবন ধর্ম্মদেব, সুস্বরগীতি, বিষ্ণুভক্তি এবং স্বভাবে সর্ব্বলোকের মনোরঞ্জন করত ভ্রমণ করিতেন। হে সখীদ্বয়! একদা সেই দ্বিজোত্তম, ব্রাহ্মণসভায় গান করত গৃহে ভোজন করিবার সময় অতিক্রম করিয়া ফেলিলেন। এ দিকে তদীয় ভার্য্যা বৃন্দা, গৃহে সমাগত অতিথির পূজা করিয়া (ক্ষুধায় কাতরতা-নিবন্ধন) উত্তম কৈলাসশিখরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন ব্রাহ্মণও গৃহে আসিয়া পত্নীকে ক্ষুধাপীড়ায় গৃহ হইতে স্থানান্তরিতা দেখিয়া ক্রোধে তাঁহাকে সুদারুণ অভিসম্পাত দিলেন, যে হেতু, তুই ক্ষুধার্ত্তা হইয়া গৃহ পরিত্যাগ ও মদীয় সেবায় অনাদর করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিস্, এজন্য রাক্ষসী হইবি। বৃন্দা এইরূপে অভিশপ্তা হইয়া তদবধি একাকিনী বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং পৃথিবীতলে আসিয়া ক্ষুধায় বহুলোককে ভোজন করিতে লাগিলেন।

বৃন্দা, সতত ক্ষুধাপীড়ায় কাতর হইয়া সক্রোধে বনে বনে ব্যাঘ্র, সিংহ, হস্তী, গণ্ডার, শশক, মৃগ, অশ্ব এবং মহিষ বহুতর ভোজন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব-ধর্ম্ম সংস্কার-বশে বৃন্দা ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, শৈব এবং গোজাতি পরিত্যাগ করিয়া সানন্দে সর্ব্ব জন্তু ভোজন করিয়া তদীয় অস্থিসঞ্চয়ে সমগ্র পৃথিবীকে পরিব্যাপ্তা করিলেন। কোন সময়ে বৃন্দা, কৈলাসশিখরের কথা স্মরণ হওয়াতে তথায় যাইতে অভিলাষিণী হইলেন। অনন্তর স্বভাবতঃ ক্ষুধাশীলা বৃন্দা ত্রিরাত্র অনাহারে বুভুক্ষিতা হইয়া কৈলাসশিখরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া ভোজনের জন্য ভাবিতে লাগিলেন। কৈলাসের সর্ব্বত্রই প্রাণীরা শৈব, ব্রাহ্মণেরা ত স্বভাবতই অভক্ষ্য; অতএব সম্প্রতি আমি কাহার প্রতি দন্তপ্রহার করি? এই শিবলোকে বৃক্ষগণও আমার অভক্ষ্য, কেন না, এখানকার বৃক্ষেরাও শিবময়। রাক্ষসী বলিয়া বিখ্যাতা এইরূপ চিন্তাকুলা বৃন্দাকে কৈলাসে দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, এই গুণশালিনী দোষবর্জ্জিতা বৃন্দা রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব দৈব অপেক্ষা পরম বল আর কিছু নাই। স্ত্রীজাতির প্রধান দোষ হইল লোলুপতা। দোষবর্জ্জিতা এই বৃন্দারও সে দোষ ঘটিয়াছিল; অতএব দৈব অপেক্ষা পরম বল আর কি আছে? সুতরাং বাহুবলকে বল বলা যায় না; বাহুবল-হীন ব্যক্তিও ভাগ্যধর হয়, ফল কথা এই, 'ন চ দৈবাৎ পরং বলম্'। কাহারও কাহারও মত ধনই বল, কেহ কেহ বলেন, সামর্থ্যই বল। কাহারও কাহারও মত বুদ্ধিই বল, কিন্তু সার কথা এই 'ন চ দৈবাৎ পরং বলম্'। কাহারও কাহারও মত, তপস্যাই বল; কেহ কেহ বলেন, ব্রাহ্মণ্যই বল; কেহ কেহ বলেন, ঐশ্বর্য্যই বল, কিন্তু 'ন চ দৈবাৎ পরং বলম্'। লোক ধনী এবং বুদ্ধিমান্ হইলেও আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিলেও সর্ব্বদা পরবশ। অতএব 'ন চ দৈবাৎ পরং বলম্।' ধীর ব্যক্তি নিয়ম আচার এবং কর্ত্তব্যপালনে সতত যত্নবান্ হইবে এবং সর্ব্বদা জানিবে, 'নচ দৈবাৎ পরং বলম্।' যদি প্রগাঢ় য করিলেও কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলেও দুঃখবোধ করিবে না, কেন না 'ন চ দৈবাৎ পরং বলম্।' যে ব্যক্তি পুরুষকারের সাহায্যে দৈব প্রতিরোধ করিতে ইচ্ছুক, সে মূর্খ জানে না, 'ন চ দৈবাৎ পরং বলম্'। দৈব-বলেই স্বর্গ, এবং দৈব-বলেই মোক্ষ লাভ হয়। ত্রৈলোক্যই দৈবের বশবর্ত্তী, অতএব 'ন চ দৈবাৎ পরং বলম্।' প্রাক্তন কর্ম্ম অথবা ঈশ্বরেচ্ছাই দৈব; ফলতঃ এতদুভয়ই তুল্যবস্তু। অতএব দৈবই পরম বল। পূর্ব্বকৃতধর্ম্মযুক্তা এই বৃন্দা কৃষ্ণনাম শ্রবণ ও কৃষ্ণনামাঙ্কিত দেহ লাভপূর্ব্বক মোক্ষ লাভ করিবে। এই বলিয়া সেই ব্রাহ্মণেরা উচ্চশব্দে সর্ব্বপাপহারী শ্রীহরির নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পাপরাক্ষসীরূপা ব্রাহ্মণী-বৃন্দা সতত তাহা শুনিতে লাগিল। বৃন্দা, ক্ষুধায় অতিশয় পীড়িতা হইয়া যথায় যথায় যাইতে লাগিল, সেই সেই স্থলেই সতত হরিনামধ্বনি শুনিতে পাইল। বৃন্দা হরিনাম শ্রবণ ও সপ্তাহ উপবাস করিয়া

শিবধর্ম্মভূষিত কৈলাসপর্ব্বতে প্রাণত্যাগ করিলেন। হে সখীদ্বয়! অনন্তর সংবৎসর অতীত হইলে, মহাদেব, বনশোভা দর্শন করিতে আমার সহিত বিচরণ করত,—মালতী, মল্লিকা, যূথিকা, টগর, কুন্দ, মন্দার, শেফালিকা, কুটজ, ধুস্তুর, চম্পক, বকুল, শিরীষ, নবমালিকা, মুচুকুন্দ এবং বন্ধুক এই সকল পুষ্পবৃক্ষ পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করিলেন। অনন্তর, কদম্ব, পনস, আম্র, আম্রতক, অশ্বত্থ, বট, নিম্ব, শিংশপা, চন্দন, কাম্রলী, তাল, হিন্তাল, গুবাক, বেত্র, বংশ, খর্জ্জুর, বেতস, অন্যপ্রকার কদম্ব, শাল, পিয়াল, নমের এবং কোবিদার প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী, বনমধ্যে শিব দর্শন করিলেন। শিব, সেইবনে এইরূপে বিচরণ করিতে লাগিলেন, স্থলপদ্ম ও পদ্ম তথায় প্রস্ফুটিত ছিল, আর ভ্রমর, কোকিল, ময়ূর প্রভৃতি পক্ষিগণ তথায় কূজন করিতেছিল। শিবের সঙ্গী প্রমথেরা সহর্ষে নৃত্য, গীত, বাদ্য, করবাদ্য, গালবাদ্য করিতেছিল। আর বিবিধ ঘোর হুঙ্কার রব এবং উল্লম্ফনে গমনও করিতেছিল। বৃষধ্বজ, এই সব প্রমথের সহিত সানন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই বনে শিব, ফুল্লকমল-শোভিত পুষ্করিণীর তীরে মৃতা এক রমণী দেখিতে পাইলেন। রমণী তখনও তেজঃসমুজ্জ্বলা। মৃতা রমণী রাক্ষসী বৃন্দা। মহেশ্বর, সেই রাক্ষসীদেহ দেখিয়া আমাকে বলিলেন, দেখ পার্ব্বতি! এই বৃন্দা রাক্ষসী। বৃন্দা পূর্ব্বে বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী ভার্য্যা ও পরম বৈষ্ণবী ছিল। দৈববশতঃ রাক্ষসী হইয়া মরিয়াছে বটে; কিন্তু একবৎসর মরিয়াছে, তথাপি ইহার পূর্ব্বকান্তি আছে, দেহ নষ্ট হয় নাই। ইহা কেবল শ্রীকৃষ্ণভক্তির ও তদীয় নামশ্রবণের মাহাত্ম্য। হে ব্রহ্মবন্দিতে! এই বৃন্দার দেহে কি নাম অঙ্কিত রহিয়াছে দেখ। হে সখীদ্বয়! মহেশ্বরের সেই কথা শুনিয়া মৃতা-বৃন্দার শারীরিক ঔজ্জ্বল্য দর্শনে বিস্মিতা হইলাম। (ভালরূপে দেখিয়া) দেবদেব শিবকে বলিলাম, হে প্রভো! দেব দেব! বৃন্দার সকল অবয়বে বিষ্ণুনাম দেখা যাইতেছে। আর ইহার সম্পূর্ণদেহে দ্বাদশাক্ষর বিষ্ণুমন্ত্র দৃষ্ট হইতেছে শিবগণেরা সহর্ষে সেই মন্ত্র তখন পাঠ করিল। অনন্তর তাহারা সেই তৈজস-শরীর স্পর্শ করিল। শিব-কিঙ্করগণের স্পর্শমাত্রে, বৃন্দার দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। আর প্রতিখণ্ডই সেই মহাফলদায়ক প্রণবাদি 'নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র সকলেই দেখিতে পাইল। আর দেখিল, সেই মন্ত্রের প্রতিবর্ণের গর্ভে বিষ্ণুর সহস্র নাম। বৃন্দার কোটি কোটি খণ্ডে পরিণত দেহ এইরূপ ভাবাপন্ন দৃষ্ট হইল। অনন্তর, বিশ্ব-মঙ্গলদাতা সাক্ষাৎ শঙ্কর, আমার সম্মুখে স্বভাব-হৃষ্ট নিজ কিঙ্করগণকে প্রীতিসহকারে বলিলেন, এই বৃন্দা-রাক্ষসী ধর্ম্মদেবের বনিতা বৈষ্ণবী। অভিশপ্তা হইয়াও বৃন্দা ব্রহ্ম-হিংসা করে নাই। ইহার দেহ বৃথা হওয়া উচিত নহে। কেননা, বৃন্দা বিষ্ণুপ্রীতিকারিণী। অতএব বৃন্দা, বৃক্ষ হইয়া ভূতলে বিষ্ণু-প্রীতিসম্পাদন করুক। হে প্রমথগণ। শ্রীবিষ্ণুপ্রীতির উদ্দেশে ইহার দেহ আজ্ঞাও (রোপণ কর)। হরি, বৃক্ষরূপিণী বৃন্দার পত্রে যেরূপ পূজিত হইবেন, মণিমুক্তাদি অপরাপর বস্তু দ্বারা সেরূপ পূজিত হইবেন না। ইহা উত্তমরূপে বিজ্ঞেয়।

এই বৃক্ষের নাম হউক 'তুলসী', তুলসী পবিত্র-পাবন। তকার শব্দে মরণ, উকার শব্দে যোগ। (তু'র অর্থ মরাযুক্তা অর্থাৎ মৃতা) মৃতা হইয়াও লসী—(লসধাতুর অর্থ কান্তি) অর্থাৎ কান্তিমতী থাকাতে তুলসী নামেই ইহা গীত হইবে। তুলসীর প্রতিপত্রে দ্বাদশাক্ষর বিষ্ণুমন্ত্র অবস্থিত। তুলসীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমরা—দুর্গা ও মহেশ্বর। ইহার উপাস্য নারায়ণ, আর ইহা বৈষ্ণবী প্রিয়া। এদিকে ধর্ম্মদেব, পত্নীর বিষয় মনে করিয়া শোকে ক্ষীণ ও মলিন হইয়াছিলেন, তিনি এই সময়ে বৃন্দা বৃন্দা বলিয়া রোদন করত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "প্রিয়ে! কান্তে! বৃন্দে! কোথায় তুমি? তুমি নির্দ্দোষা, নিষ্ঠুরচিত্ত আমি, তথাপি তোমাকে রাক্ষসী হও বলিয়া অভিশাপ দিয়াছি। আমাকে ধিক্।" এই বলিয়া ধর্ম্মদেব রোদন করিতেছিলেন; শিব সান্ত্বনা করিলেন। ব্রাহ্মণ তখন স্থির হইয়া শিবকে প্রণাম করিয়া পুনরায় আপনার নিন্দা করিতে লাগিলেন, 'ধিক্ আমাকে! যেহেতু আমি সাক্ষাৎ মহাদেব শিবকে অভিনন্দন করি··নাই।" দেবী বলিলেন, ধার্ম্মিক সেই ব্রাহ্মণ, সন্তোষপ্রদ উক্ত বৃন্দা-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শান্ত মহেশ্বর শিবকে বলিলেন, প্রিয়া আমার যদি নারায়ণের জন্য তুলসী বৃক্ষ হন, তবে, আমিও যেন প্রিয়ার প্রীতিকামনায় এই তরুর মূল হই। শিব বলিলেন, "তথাস্তু"। শিব-কিঙ্করেরা শিবের আদেশে, সহর্ষে পৃথিবীতে আসিয়া উত্তম কালিন্দীতটে, বৃন্দাদেহ রোপণ করিল। যথায়, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গিরিরাজ গোবর্দ্ধন বিরাজমান, সেই যমুনাবৃত প্রদেশ বৃন্দাবন নামে অভিহিত। সেই স্থান পরম কৃষ্ণপ্রীতি-সম্পাদক এই বৃন্দাবন প্রদেশ ত্রৈলোক্য মধ্যে গোপনীয়। মস্তকস্থ সহস্র-দল পঙ্কজ, যোগিগণের পক্ষে সুতীর্থ। শৈবগণ, পৃথিবীতে বৃন্দার দেহ রোপণ করিয়া শ্বেতপর্ব্বত কৈলাসে গমন করিলেন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

দেবী বলিলেন, হে খগেশ্বর! অনন্তর বিষ্ণু, শিব এবং দুর্গার প্রীতিসম্পাদনী তুলসী, বিষ্ণুপ্রিয়, কার্ত্তিকমাসে অমাবস্যাতিথিতে প্রাতঃকালে ভূতলে প্রাদুর্ভূত হন। তুলসীবৃক্ষ প্রাদুর্ভূত হইলে প্রভু নারায়ণদেব এবং শিব ভূতলে আসিয়া তুলসীবৃক্ষ দর্শন করিলেন। দেখিলেন, তুলসী মহামেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, স্কন্ধপল্লব-শোভিতা, অসংখ্য পত্রপূর্ণা দ্বাদশা-ক্ষর মহামন্ত্রময়ী এবং স্থিরা। দেখিলেন, তুলসী মসৃণতা এবং তেজে জাজ্বল্যমানা, আর সৌরভরাশি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিতেছেন। শিব ও বিষ্ণু তদ্দর্শনে আনন্দিত হইলেন। অনন্তর, কল্যাণী তুলসীদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রকাশ পাইলেন। তুলসীদেবী শ্যামাঙ্গী, চারুমুখী, দ্বিভুজা এবং ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কথা বলা তাঁহার স্বভাব। হস্তে তাঁহার

পদ্ম ও শঙ্খ, পরিধানে শুক্লবস্ত্র, নানা অলঙ্কার-ভূষায় তিনি সজ্জিতা। তিনি যুবতী এবং সতী। তাঁহার ললাট সিন্দূরে রক্তবর্ণ। আর সুগন্ধমুগ্ধ মধুকরেরা মুখপদ্ম ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। তুলসীদেবী নারায়ণদেবকে দর্শন করিয়া আনন্দে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। হে ভগবন্! জগৎপতে নারায়ণ! হে কেবলচিদানন্দস্বরূপ পরমেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। হে কংসারে! মহেশ্বর! কেশব! আপনাকে নমস্কার। হে হরে! শ্রীকান্ত নরসিংহ! আপনাকে নমস্কার, আপনি ভক্তি দ্বারাই একমাত্র লভ্য, তর্কের বহুদূর * আপনাকে নমস্কার। হে বেদান্ত-বেদ্য! আপনি ব্রহ্মজ্ঞানলভ্য; আপনাকে নমস্কার। হে শ্রুতিগম্য! হে শ্রুতিস্তুত্য! আপনাকে নমস্কার। হে গৃহীত-দেহ! নীল-নীরদ-শ্যাম-কলেবর! আপনাকে নমস্কার। হে বহুরূপ! ঊর্দ্ধরূপ! হে নীরূপ! আপনাকে বারংবার নমস্কার। হে প্রভো! আপনি পূজক এবং পত্র পুষ্প ও জল দ্বারা পূজ্য। হে সুখ-দুঃখ প্রদাতা! আপনি অনাদি ও সংসারচ্ছেত্তা। আমি আপনারই প্রীতিদায়িনী, আপনিই আমার প্রভু ঈশ্বর। হে হরে! আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার, আপনাকে বারংবার নমস্কার। তুলসী এইরূপ স্তব করিয়া, প্রদক্ষিণ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। হে সখি! অনন্তর তুষ্টচিত্তে নির্ম্মল বাক্য দ্বারা পুনরায় স্তব করিতে লাগিলেন, অভেদজ্ঞানে হরিহরকে বলিলেন, হে প্রণবস্বরূপ শঙ্কর! আপনাকে বারংবার নমস্কার। হে শিব! হে হরে! হে দক্ষযজ্ঞনাশন! হে বলিচ্ছলনকারিন্! হে সৌভপুরবিনাশক! হে ত্রিপুরঘাতন! হে অন্ধকসূদন! আপনাকে নমস্কার। হে শ্রীপতে! গৌরীপতে! কৃষ্ণ! মহাদেব আপনাকে নমস্কার। এইরূপ স্তবকারিণী তুলসীদেবীকে, বরদাতা দেবকীনন্দন হরি, শিবসমীপে বলিতে লাগিলেন, হে শ্রীমতি তুলসি! হে বৃন্দাবনপ্রিয়ে! বৃন্দে! যতদিন চন্দ্র ও নক্ষত্র থাকে, আমার প্রীতিসম্পাদন করিবার জন্য, ততদিন তুমি পৃথিবীতলে স্থায়িনী হও। সুরাসুরনরনাগে সর্ব্বদা তোমার অভিনন্দন এবং বন্দনা করিবে। আজ হইতে, তোমার পত্র ব্যতীত আমার পূজা হইবে না। একদিকে নানা পুষ্প অলঙ্কার এবং সর্ব্ববিধ নৈবেদ্য আর অপরদিকে—(হে তুলসি!) দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্র-সমন্বিত একটী পত্র। যে ব্যক্তি তোমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গুরুজ্ঞানে তোমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে, তাহার সপ্তদ্বীপা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হয়। শ্রাদ্ধ, তর্পণ, দান, নৈবেদ্য-নিবেদন প্রভৃতি কোন কর্ম্মই তোমার পত্র ব্যতীত ফলজনক হয় না। তোমার পত্র দ্বারা আমাকে পূজা করিলে সর্ব্ব-দেবতা তুষ্ট হন। যে ব্যক্তি, কার্ত্তিকমাসে তোমার একটী পত্র আমাকে প্রদান করে, তাহার সহস্র গোদানের ফল হয়। যে ব্যক্তি মাঘমাসে, ত্বদীয় পত্র, আমাকে অর্পণ করে, তাহাকে আমি অশ্বমেধফল প্রদান করি। যে ব্যক্তি বৈশাখমাসে তোমার পত্র দ্বারা শয্যারচনা করিয়া আমাকে দেয়, আমি তাহাকে আত্মদান করি, ইহা অপেক্ষা অধিক

---

* এতদনুসারে একটী চলিত কথা আছে,—"ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।"

আর কি আছে? যে ব্যক্তি তোমার পত্র ও জল দ্বারা আষাঢ়মাসে আমার অভিষিক্ত করে, তাহাকে আমি সতত ক্ষীরোদবাস প্রদান করি। যে ব্যক্তি, আষাঢ়মাসে ত্বদীয় পত্ররসে বাসিত জল আমাকে দেয়, তাহার পুনর্জ্জন্ম হইতে দিই না। তোমার পত্র ভূতলে যেখানে পতিত হইবে, তাহা আমি শিবের আদেশে সেইখানে মস্তকে গ্রহণ করিব। যে মানব, ত্বদীয় পত্ররসে সিক্ত অন্ন কখন ভোজন করে, হে শুভে! সেই ভাগ্যধরের ভুক্ত অন্নই অমৃত বলিয়া কথিত হয়। গঙ্গাজল সহযোগে ত্বদীয় পত্ররস ভোজনকারী যে ব্যক্তি, তাহাতে আর আমাতে অভেদ; ইহা পুনঃপুনঃ সত্য করিয়া শপথ করিতেছি। হে শোভনে! যে ব্যক্তি তুলসীপত্র স্পর্শ করিয়া মিথ্যা কথা বলে, বহুকোটি কল্পেও উগ্র নরক হইতে তাহার উদ্ধার নাই। হে শুদ্ধে! যে ব্যক্তি, ত্বদীয় কাষ্ঠসম্ভূত মালা এবং ত্বদীয় কাষ্ঠঘর্ষণসম্ভূত অনুলেপন ধারণ করে, পুত্র যেমন পিতার অনুবর্ত্তী হয়, তদ্রূপ আমিও তাহার অনুবর্ত্তী হই। এই কথা বলিয়া দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণ, শিবের সম্মতিক্রমে ইন্দ্রাদি দেবগণ সহযোগে পৃথিবীতলে পাপনাশিনী তুলসীকে অভিষিক্ত করিয়া দেবগণ ও শিব এবং শিবানুচরগণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। হে সখীদ্বয়! তুলসীর জন্ম ও কর্ম্ম এইরূপে তোমাদিগকে বলিলাম। এই তুলসীকে উদ্দেশ করিয়া আকাশ, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের তিন তীর্থের কথা বলা হইল, অর্থাৎ এক তুলসী তিন স্থানেরই তীর্থ। এই বিষ্ণুসম্মানিতা তুলসীকে মানব সাদরে পূজা করিবে। হে সখীদ্বয়! দর্শন, প্রণাম, স্পর্শ, স্থানসম্মার্জ্জন, পূজন এবং চয়নে যথাক্রমে এই সব মন্ত্র পাঠ করিবে। হে দেবি! বিষ্ণুপ্রিয়ে! প্রিয়দর্শনে মাতঃ! তুলসি! আপনি বিষ্ণুদর্শনে দীপশিখা-সদৃশী; হে দ্বিজবল্লভে! প্রসীদ। মানব, প্রাতঃকালে এই মন্ত্র পাঠ করিবে,—হে শুভে! প্রফুল্লনয়নে তোমাকে দর্শন করিলে তাহার যমদর্শন হয় না। দর্শনের পর প্রণাম করিবে। হে বিষ্ণুপ্রীতিকরে! ঈশ্বরি! মাতঃ তুলসি! আপনাকে নমস্কার করি। হে বিষ্ণুহর্ষকারিণি! * আমার অঙ্গ সকল পবিত্র কর। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মানব প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অষ্টাঙ্গ লুটাইয়া তুলসীকে প্রণাম করিবে। কিন্তু তুলসীবৃক্ষের ছায়া লঙ্ঘন করিবে না। বৈকুণ্ঠনাথ-পদকমল-বাসিনি! প্রিয়দর্শনে। তুলসি! তোমাকে স্পর্শ করিতেছি, আমার মহাপাপরাশি বিনাশ কর। মানব, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, তুলসী স্পর্শ করিলে বিমুক্ত হয়। স্থানমার্জ্জনের মন্ত্র বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। হে কল্যাণি! মাতঃ তুলসি! তোমার সুমনোহর অবস্থিতি-ক্ষেত্রে আসিয়া দেবগণ ক্রীড়া করেন, আমি সেই স্থানমার্জ্জনা করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। এই মন্ত্র পাঠ করত তুলসীর তল বার হাত স্থান, গোময় জল দ্বারা সহর্ষে চতুর্দ্দিকে সম্মার্জ্জনা করিবে। প্রণব, তুলস্যৈ নমঃ এই ষড়ক্ষর মন্ত্র দ্বারা তুলসীকে পূজা

---

* 'বিষ্ণুকে ক্রোড়ে করিয়া তাঁহার আনন্দবিধান করেন, বিষ্ণুশব্দে শালগ্রাম শিলাচক্র, শালগ্রাম শিলাকে তুলসীপত্রদ্বয়ের মধ্যে রাখিতে হয়। তাই উক্ত সম্বোধন তুলসীর।

করিয়া শতবার উক্তমন্ত্র জপ করিবে। হে মাতঃ কল্যাণি তুলসি! হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে! আমি নারায়ণের জন্য তোমার পত্র চয়ন করিতেছি, * হে শুভদর্শনে প্রসন্ন হও। সখি! কৃতী, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তুলসীপত্র চয়ন করিবে; তুলসীপত্র পর্য্যুষিত হইলেও তদ্দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিতে পারিবে। অশুচি অবস্থায় তুলসী স্পর্শ করিবে না। পাদুকা-পায়ে তুলসী স্পর্শ করিবে না পশ্চিমমুখ হইয়া তুলসীচয়ন নিষিদ্ধ, পক্ষান্ত অর্থাৎ অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, রাত্রি এবং সায়ংকালেও তুলসীবৃক্ষ স্পর্শ করিবে না। কিন্তু বিষ্ণুপূজার জন্য হইলে, নিষিদ্ধকালেও স্বল্প অর্থাৎ পূজানির্ব্বাহোপযোগী তুলসী চয়ন করিবে। যাহাতে শাখা ভগ্ন বা অতিশয় কম্পিত না হয়, এইরূপে তুলসীপত্র চয়ন করিবে, তাহা হইলে বিষ্ণুপ্রিয় হইবে। 'যে ব্যক্তি, তুলসীমূলসম্ভূত মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করেন, তিনিই তামোনাশক সূর্য্যস্বরূপ। গঙ্গামৃত্তিকা, চন্দন, বা তুলসী-মূলসম্ভূত মৃত্তিকায় সংযুক্ত পত্র নিজ মস্তকে ধারণ করেন, তাহাতে তীর্থত্ব আছেই। যেখানে তুলসীকানন, যমের ব্যাপার সেখানে নাই। প্রাণী সেখানে মরিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। মানব, পরিষ্কৃত উচ্চস্থানে তুলসী স্থাপনা করিবে; তাহাতে অক্ষয়স্বর্গ লাভ হইবে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। শ্রাদ্ধ, দান, তপস্যা, হোম, সন্ধ্যোপাসনা, পূজা এবং পুরাণপাঠ তুলসীবৃক্ষ সমীপে কর্ত্তব্য। হে সখীদ্বয়! এই শ্রুতিসুখকর, কালদোষনাশক, এক অপূর্ব্ব চরিত তোমাদিগকে বলিলাম, ইহা হরিহরের সুখপ্রদ এবং মানসপ্রীতিপ্রদ; এই উপাখ্যান শ্রবণ এবং পাঠ করিলে অনন্ত পুণ্য হয়।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

দেবী কহিলেন, হে সখীদ্বয়! এক্ষণে শ্রীফল মাহাত্ম্য শ্রবণ কর, উহা শ্রবণ করিলে মানব শিবানুচর মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডের উপরিভাগে সনাতন ব্রহ্মলোক বিরাজমান আছে, তথায় সকলেই সর্ব্বদা বেদ গান করিয়া থাকে, এবং সকলেরই চারি হস্ত ও চারি মুখ। ঐ ব্রহ্মলোকের উপরে শিবলোক। তত্রত্য সমুদয় ব্যক্তিই শিবস্বরূপ। তাহার উর্দ্ধভাগে ভগবান্ হরির প্রীতিপ্রদ বৈকুণ্ঠধাম শোভা পাইতেছে। তথায় হরির ন্যায় সকলেই নবঘনশ্যাম ও পীতকৌষেয়ধারী এবং সকলেরই ভুজ-চতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম; কর্ণে উজ্জ্বল রত্নময় কুণ্ডল ও চরণদ্বয়ে নূপুর শোভা পাইতেছে। উক্ত বৈকুণ্ঠধামের উর্দ্ধভাগে দুর্গালোক, তথাকার সমুদয় রমণীগণ পরম রূপলাবণ্যবতী ও শুভপ্রদা। হে সখি! উহা পৃথিবীতে কামরূপ নামে

---

* অথবা বিষ্ণু—অর্থে বৈষ্ণব; 'হে বৈষ্ণবদিগের আনন্দদায়িনি!', এই অর্থ।

প্রসিদ্ধ। তাহার ঊর্দ্ধে পরম তেজোময় গোলোকধাম, যাহা পৃথিবীতে বৃন্দাবন নামে কথিত হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত লোক মধ্যে আমি যে ভগবান্ নারায়ণের পরম প্রিয় বৈকুণ্ঠধামের উল্লেখ করিয়াছি; তথায় একদা ভগবান্ হরি, স্বপ্নাবস্থায় কোটিচন্দ্র-সমপ্রভ, ত্রিশূল-ডমরুধর, ভুজঙ্গাভরণ-ভূষিত, অণিমাদি সিদ্ধিগণে পরিবৃত এবং চন্দ্র-সূর্য্য প্রভৃতি সুরগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান ত্রিলোচন শঙ্করকে সানন্দে নৃত্য করিতে দেখিয়া স্বয়ং পরমানন্দে মগ্ন হইয়া সহসা কমলা-বিরাজিত পর্য্যঙ্কের উপর উঠিয়া বসিলেন। তখন দেবী কমলা, "অহো এ কি?" এই কথা বলিবা মাত্র জাগরিত হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনন্তর দেবী পুনরায় কহিলেন, হে প্রভো জনার্দ্দন। স্বপ্নে কোন্ প্রিয়মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, প্রকাশ করুন। দেবী মহালক্ষ্মী এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দেবদেব জনার্দ্দন হর্ষবিমোহিত হইয়া ক্ষণকাল কিছুই বলিতে পারিলেন না। পরে গদ্গদ স্বরে কহিলেন, হে মহালক্ষ্মি! আমি স্বপ্নে অতি অদ্ভুতদর্শন আনন্দময় দেব মহেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিয়াছি। হে কমলে! আজ মহাত্মা ত্রিলোচন মহাদেবকে অবলোকন করিব, এক্ষণে গাত্রোত্থান কর, আমার সহিত কৈলাসে চল। বোধ করি, আমার শুভাদৃষ্ট বশতই তিনি আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। নারায়ণ এইরূপ কহিলে লক্ষ্মী বিস্ময়ান্বিতা হইয়া কৈলাস-গমনে উদ্যতা হইলেন। অনন্তর বৈকুণ্ঠনাথ, গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে দেখিলেন, স্বয়ং চন্দ্রশেখর বৈকুণ্ঠাভিমুখে আগমন করিতেছেন। তখন পরস্পর-দর্শনোৎসুক ভগবান্ বিষ্ণু ও মহেশ্বর, পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া পরম বিস্ময়ান্বিত ও বচনাতীত আনন্দিত হইলেন। অনন্তর উভয়ে নিরতিশয় উৎসাহান্বিত হইয়া কমলার সম্মুখে রোমাঞ্চিত-কলেবরে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করত পরস্পর পরস্পরকে প্রণাম ও আলিঙ্গন করিয়া গদ্গদ স্বরে কহিলেন, কি জন্য কোথায় গমন করিতেছেন? অতঃপর মহেশ্বর, ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কেশবকে কহিলেন, আমি আজ স্বপ্নাবস্থায় লক্ষ্মীর সহিত তোমার অপূর্ব্ব শঙ্খ-চক্র-গদাধর শ্যামসুন্দর কলেবর অবলোকন করিয়া আগমন করিতেছি এবং এক্ষণেও সেই রূপ সন্দর্শন করিলাম। এক্ষণে বল, হে অনন্ত! হে কেশব! হে নারায়ণ! হে জনার্দ্দন! তুমি উৎকণ্ঠান্বিত হইয়া কোথায় গমন করিতেছ? আমার শুভাদৃষ্ট বশতই পথিমধ্যে উপস্থিত হইলে। তখন ভগবান্ হরি কহিলেন, হে শিব শঙ্কর! হে সর্ব্বদ! আমিও আজ তোমাকে স্বপ্নে যেরূপ দেখিয়াছি, এক্ষণেও সেইরূপ দেখিলাম। হে অষ্টমূর্ত্তিধর! তোমাকে নমস্কার, হে পার্ব্বতীশ! হে পিণাকপাণে! তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণিপাত করি। হে নাথ! হে প্রভো গিরিশ! এক্ষণে আমার বৈকুণ্ঠধামে আগমন করুন, আমি তথায় যোগিগণের আরাধ্য দেব তোমাকে অর্চ্চনা করিব। হে প্রভো! আমি তোমাকেই দেখিবার জন্য গমন করত পথিমধ্যে দর্শন পাইলাম। তৎশ্রবণে শঙ্কর কহিলেন, হে আত্মস্বরূপ! হে দেব! তুমি আমারই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছ, অতএব মদীয় ভবনে আগমন কর। হে সখীগণ!

তাঁহারা উভয়েই উভয়কে প্রেমভরে এইরূপ বলিতে লাগিলেন এবং কে কাহার ভবনে গমন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তখন সহসা তথায় নারদ উপস্থিত হওয়ায় উভয়েই যথাবিধি সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও কিছুমাত্র স্থির করিতে না পারিয়া কহিলেন, হে দেবেশদ্বয়! ভগবতী পার্ব্বতী ও কমলাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করুন, কারণ উহাঁরা উভয়েই যুক্তিদানে নিপুণ, সুতরাং আপনাদিগের এবিষয়ে যেরূপ কর্ত্তব্য হয় বলিবেন। তখন হরিহর কহিলেন, হে গিরিজে! হে লক্ষ্মি! বল, কে কাহার ভবনে গমন করিবে? তৎশ্রবণে কমলা কহিলেন, হে দেবদ্বয়! এবিষয়ে আমাকে নিয়োগ করিবেন না, যাহা কর্ত্তব্য হয়, শঙ্করীই বলিবেন। তখন হরিহর কহিলেন, হে গিরিজে! তুমিই বল, কে কাহার ভবনে গমন করিবেন? হে সখীদ্বয়! তাঁহারা আমাকে এইরূপ কহিলে, আমি সেই সন্দেহে আমাকেই একমাত্র নির্ণয়কর্ত্রী দেখিয়া এবং সেই পথিমধ্যে তাঁহাদিগের অন্যূন অনধিক প্রণয় দর্শনে, কোথায় কাহার গমন করা কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে তাঁহাদিগের ন্যায় আমারও অন্তঃকরণ সন্দিহান হইল। হে সখি! অনন্তর কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া পরস্পর-প্রীতিমান্ সেই দেব-যুগলকে কহিলাম, আপনাদিগের পরস্পর যেরূপ অকৃত্রিম প্রণয় দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, আপনারা উভয়েই একস্থানেই বাস করেন। হে নাথ! হে কেশব! আপনাদিগের প্রণয় দর্শনে বোধ হয় না যে, আপনাদিগের আত্মা বিভিন্ন, কেবল মাত্র শরীরই পৃথক্ দেখিতেছি। হে কেশব! হে নাথ! আপনারা যাদৃশ পরস্পর সৌহার্দ্দ্য প্রকাশ করিলেন, তাহাতে বিবেচনা করি, আপনাদিগের ভার্য্যা আমরাও পৃথক্ নহি। হে নাথ! হে কেশব! আপনাদের পরস্পর যে প্রীতি দেখিতেছি, সেই প্রমাণে বিবেচনা করি, আপনাদের একের প্রতি বিদ্বেষ করা আর উভয়ের প্রতি বিদ্বেষ করা সমান। হে নাথ! হে কেশব! আপনাদের পরস্পর যেরূপ প্রীতি দেখিতেছি, সেই প্রমাণবলেই বিবেচনা করি, আপনাদের দুজনেরই এক পূজা। হে নাথ! হে কেশব! আপনারা পরস্পর যেরূপ প্রীতি প্রদর্শন করিতেছেন, তৎপ্রমাণবলে বিবেচনা করি, আপনাদের একের পূজা না করিলে উভয়েরই পূজা করা হয় না। আপনাদিগের প্রণয় দর্শনে বোধ হয়, যে মানব, উভয়ে ভেদজ্ঞান করে, সে অনন্তকাল সন্তাপানলে দগ্ধ হইয়া থাকে। অতএব হে নাথ! হে কেশব! কিজন্য ভেদ প্রদর্শন করাইয়া মধ্যস্থের অন্তঃকরণ আকুলিত করিতেছেন? হে সখীগণ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শঙ্করকে এইরূপ কহিলে তাঁহারা পরম আনন্দিত হইয়া আমাকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে পরস্পর পরস্পরকে প্রণাম ও আলিঙ্গনাদি করিয়া শঙ্কর কৈলাসে ও শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলে মুনিবর নারদও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

শম অধ্যায়।

দেবী কহিলেন, ভগবান্ শঙ্কর কৈলাসগিরিতে উপস্থিত হইলে পর বৈকুণ্ঠধামে সুখোপবিষ্ট ভগবান্ নারায়ণকে দেবীলক্ষ্মী প্রফুল্লমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো জগন্নাথ! হে শ্রীপতে! আপনার কোন্ কোন্ ব্যক্তি পরম প্রিয়তম তাহা প্রকাশ করুন। নিখিল গুরুজন মধ্যে যেমন মাতাই অধিক, পুত্র যেমন আপনা অপেক্ষা অধিক প্রিয়, সমুদয় বন্ধুগণ মধ্যে ভার্য্যাই যেমন সর্ব্বপ্রধান, সেইরূপ সমুদয় প্রিয়গণ মধ্যে আমিই আপনার অধিক প্রিয় বিবেচনা করিতাম, কিন্তু হে নাথ! আজ দেখিলাম, মহেশ্বর আমা-অপেক্ষাও অধিক প্রিয়। অতএব হে দেব! যদি কেহ তদপেক্ষাও অধিকতম প্রিয় থাকে প্রকাশ করুন; তাহা হইলেই জানিব, আমি আপনার প্রিয়ভার্য্যা। তখন ভগবান্ কহিলেন, হে সৌম্যে! শঙ্কর ব্যতীত বিশ্বমণ্ডলে অপর কেহই আমার প্রিয়তম নাই। প্রাণিগণের স্বকীয় শরীর যেরূপ প্রিয়বস্তু, আমার পক্ষে শঙ্করও সেইরূপ। জগতে পুত্রের নিমিত্ত, যৌবন-সুখভোগের নিমিত্ত এবং গার্হস্থ্যের নিমিত্তই মানবগণের পত্নী প্রিয় হইয়া থাকে। হে কমলে! পিণ্ড ও কীর্ত্তির জন্য পুত্র, বিপদ হইতে উদ্ধার ও সুখের জন্য ধন এবং ধর্ম্মার্থে ধার্ম্মিকদিগের শরীর প্রিয় হয়। হে প্রিয়ে! জগতে কাহাকেও বিনা কারণে প্রিয় দেখি না, সকলেই কোন না কোন কারণ বশত প্রিয় হইয়া থাকে। রমণীদিগের পতি যেরূপ সর্ব্বপ্রধান প্রিয়বস্তু, পুরুষদিগের পত্নী সেরূপ নহে; কারণ, স্বামীর নিকট পত্নী কোন প্রয়োজন বশত প্রিয় হয়, কিন্তু স্বামী পত্নীর স্বাভাবিক প্রিয়। এই নিমিত্তই পত্নী প্রদীপ্ত হুতাশনে স্বামীর অনুগমন করিয়া থাকে; কিন্তু পত্নী গতাসু হইলে স্বামী সেরূপ না করিয়া পুত্রার্থে পুনরায় অপর রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। পুরুষেরই সহিত পুরুষের অকৃত্রিম প্রণয় হইয়া থাকে, কারণ মিত্রতা সমতা অপেক্ষা করে, সুতরাং ভিন্নভাব হেতু রমণীর সহিত পুরুষের তাদৃশ প্রণয়ের সম্ভব নাই। পূর্ব্বে একদা ভগবান্ শঙ্কর ও আমি পৃথিবীতে গমন করিয়াছিলাম। হে কান্তে! তথায় আমি প্রিয়প্রাপ্তি-কামনায় দশ দিক্ পর্য্যটন করত মনে মনে স্থির করিলাম, আমি এইরূপ দশদিক্ও ভ্রমণ করিব, এইরূপ করিয়া যাহাকে দেখিতে পাইব, সেই আমার অকৃত্রিম প্রিয় হইবে। মনে মনে এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে শঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তখন উভয়ের প্রতি উভয়ের দৃষ্টিপাত হওয়ায় পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যার ন্যায় পরস্পর মহতী প্রীতি জন্মিল, সুতরাং সেই মহেশ্বর ও সেই জনার্দ্দন আমাতে ঘটদ্বয়স্থিত জলের ন্যায় কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। তবে যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক শঙ্করের অর্চ্চনা করে, সেও আমার প্রিয় হইয়া থাকে। হে কমলালয়ে! যে ব্যক্তি শিবপূজায় পরাঙ্মুখ, সে কখনই আমার প্রিয় নহে। হে সখি! দেবী কমলা বিষ্ণু কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিতা হইয়া বিবেচনা করিলেন, আমি

যখন শিবপূজায় বিমুখ, তখন কখনই কেশবের প্রিয়পাত্রী নই, অতএব আমায় ধিক্ আমায় ধিক্! তিনি বারংবার ঈদৃশ বলিতে লাগিলে ভগবান্ কৃষ্ণ পরম হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, হে সতি! দুঃখিতা হইও না, আমি তোমায় শিবপূজায় প্রবৃত্ত করিবার জন্য এরূপ কহিতেছি। তুমি আজ হইতে প্রতিদিন যথাবিধি মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার ন্যায় আমার প্রীতিভাজন হও। হে সখি! ভগবতী কমলা শ্রীকৃষ্ণের বাক্যশ্রবণে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া স্বামি আজ্ঞায় নারদের নিকট যথারীতি পূজাবিধি শিক্ষা করত প্রতিদিন শিবপূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দিন দিন তাঁহার শিবভক্তি পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিছুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে একদা কমলা শিবভক্তি হেতু সাদরে ভগবান্ কেশবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনার নীলকণ্ঠ কোন্ পুষ্পে বিশেষ পরিতুষ্ট হন, তাহা প্রকাশ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন। আমি কৃতসঙ্কল্প হইয়া সেই পুষ্পে প্রত্যহ নীললোহিতকে অর্চ্চনা করিব। তৎশ্রবণে ভগবান্ কহিলেন, হে প্রাণাধিকে লক্ষ্মি! ভাগ্যক্রমে ভগবান্ মহেশ্বর তোমার প্রতি নিশ্চয় সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। হে সিন্ধুসুতে! তিনি যাহাতে পরিতুষ্ট হন, শ্রবণ কর। মানব, অষ্টোত্তর শত সালঙ্কৃত সবৎস পয়স্বিনী ধেনু বিপ্রগণকে দান করিয়া যে ফল লাভ করে, শঙ্করকে কেবলমাত্র করবীর পুষ্পে অর্চ্চনা করিলে তাদৃশ ফলভাগী হইয়া থাকে এবং সুরক্ত করবীর পুষ্প দান করিলে তাহার দ্বিগুণ ফল হয়। শেফালিকা পুষ্পদানে কোটি রৌপ্যময় পুষ্পদানের পুণ্য হইয়া থাকে এবং কুন্দপুষ্পে শেফালিকা অপেক্ষা শত গুণ আর মল্লিকা পুষ্পদানে তদপেক্ষাও শত গুণ ফল কথিত আছে। মুক্তারাজি দ্বারা মুক্তাময় লিঙ্গের পূজা করিলে যাদৃশ পুণ্য হয়, দ্রোণপুষ্প দান করিলেও সাধক সেই ফল লাভ করিয়া থাকে এবং চম্পক পুষ্পদানে সুবর্ণময় পুষ্পরাজি দ্বারা সুবর্ণময় লিঙ্গের অর্চ্চনার ফল লাভ হয়। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে শঙ্করকে চামরব্যজন করিলে যে ফল লাভ হয়, শিরীষ কুসুম দান করিলেও তাদৃশ ফল লাভ হইয়া থাকে। নাগকেশর পুষ্পদানে অশ্বমেধ যজ্ঞের ও মুচুকুন্দ পুষ্পদানে পিতৃগণের সন্তোষপ্রদ গয়াশ্রাদ্ধের ফল হয় এবং যে ব্যক্তি তুলসী-পত্র দান করে, সে তদপেক্ষা শত গুণ ফল লাভ করিয়া থাকে। ভগবান্ শঙ্করকে তগরপুষ্প দান করিলে, চান্দ্রায়ণ ব্রতের, বজ্রপুষ্প দানে কাশীক্ষেত্রে উপবাসের এবং ধুস্তুর পুষ্পদানে শত একাদশীতে উপবাসের পুণ্য লাভ হয়। হে কমলে! কেতকী ব্যতীত শঙ্করের আরও প্রীতিজনক পুষ্প আছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার পুষ্প দান করিলে যে ফল হয়, এক পদ্ম পুষ্পদানেই সেই ফল হইয়া থাকে। পদ্মপুষ্প ভিন্ন অধিক প্রীতিকর আর কিছুই নাই। অতএব তুমি সঙ্কল্প-পুরঃসর পদ্মপুষ্প-রাজি দান করিতে প্রবৃত্ত হও। হে জয়াবিজয়ে! দেবী লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে পদ্ম-প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রতিদিন সরোবর হইতে স্বয়ং সহস্র পদ্ম চয়ন করত বারত্রয় গণিয়া প্রক্ষালনপূর্ব্বক

পরম ভক্তিভাবে মহেশ্বরকে দান করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত হইলে, একদা লক্ষ্মী সরোবরে গমনপূর্ব্বক প্রাতঃস্নানান্তে পবিত্র-হৃদয়ে সাবধানে সংখ্যা করত সহস্র পদ্ম উত্তোলন করিয়া সসম্ভ্রমে প্রক্ষালন করিলেন। পরে স্বর্ণময়-লিঙ্গে পূজা করত সংখ্যা করিয়া এক একটী ক্রমে দান করিতে করিতে দেখিলেন দুইটী পদ্ম ন্যূন হইয়াছে। তখন সেই শিবভক্তা সিন্ধুতনয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ কি। দুইটী পদ্ম কোথায় যাইল? কেহ কি অপহরণ করিল? না আমিই ভ্রম বশতঃ দ্বিন্যূন সহস্র চয়ন করিয়াছি? কিংবা উত্তমরূপ গণনা করি-নাই? যাহাই হউক, আমাকেই ধিক্। আমি ত প্রতিদিন কি চয়ন, কি প্রক্ষালন, কি পূজা, সর্ব্ব-বিষয়েই গণনা করিয়া থাকি। অথবা অল্পভক্তিহেতু আজ দুইবার মাত্র গণনা করিয়াছি। যাহাই হউক, তাঁহারই মায়ায় ভ্রান্ত হইয়া এই অনর্থ ঘটাইয়াছি। এক্ষণে কি করি? আমার কি সঙ্কল্প ভ্রষ্ট হইবে? আমি ত কোন দিন অপর ব্যক্তির হস্তে চয়ন করাই না; অতএব কিরূপে আজ অন্য দ্বারা দুইটী পদ্ম আনয়ন করাইব? এবং আসন পরিত্যাগ করিয়াও আমার অন্য স্থানে গমন করা উচিত নহে। আর যদি দুইটী ন্যূন হয়, তাহাতেও সঙ্কল্পের হানি হইল। তিনি ঈদৃশ চিন্তা করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, ভগবান্ কৃষ্ণ ত আমার একদা রতিকালে বলিয়াছিলেন, প্রিয়ে! তোমার স্তন-যুগল দেখিয়া আমার বিবেচনা হয়, অনঙ্গদেব যেন দুইটী পঙ্কজ দ্বারা আমায় অর্চ্চনা করিয়াছে এবং তাহাই যেন তোমার সৌন্দর্য্যরূপ সরোবরে বিরাজ করত আমার প্রীতি উৎপাদন করে। অতএব ভগবান্ বিষ্ণু, যখন আমার এই কুচযুগলকে পঙ্কজরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তখন তাহা মিথ্যা হইবার নহে; সুতরাং মদীয় কুচদ্বয়রূপ পঙ্কজ দ্বারা মহেশ্বরকে পূজা করিয়া সহস্র পদ্মদানের সঙ্কল্প পূর্ণ করিব এবং ভগবান্ কেশবও ইহাতে নিশ্চয় প্রীত হইবেন। দেবী কমলা, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া স্বীয় স্তনযুগল ছেদনার্থ ছুরিকা গ্রহণ করিলে তদীয় স্তনদ্বয় পরম হৃষ্ট হইয়া কহিল, হে পদ্মালয়ে! আমরা তোমার শরীরে উৎপন্ন হইয়া আজ ধন্য হইলাম; কারণ, ত্রিজগতের অধীশ্বর আজ আমাদের দ্বারা অর্চ্চিত হইবেন। তৎ শ্রবণে কমলা কহিলেন, হে স্তনযুগল! মদীয় মস্তকের ন্যায় তোমরাও আজ পঙ্কজ-রূপে দেবাধিদেব মহেশ্বরের সন্নিধানে প্রণত হও। হরি ও হরে যেমন কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, সেইরূপ তোমাদিগেরও যেন আজ পঙ্কজ হইতে অণুমাত্র পার্থক্য না থাকে। হে কুচদ্বয়! যদি তোমরা হস্তমস্তকাদিবৎ অমোত্তে উৎপন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে আজ শিবপূজায় সহস্রপদ্মের অভাব পূরণ কর। ভগবতী লক্ষ্মী এইরূপ বলিয়া, যাহা পূর্ব্বে বিষ্ণুকরে গৃহীত হইয়াছিল, বাম হস্তে সেই কমলসন্নিভ শোণবর্ণ মনোহর বাম স্তন ধারণ করত পঞ্চাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দক্ষিণহস্তস্থ ছুরিকা দ্বারা ছেদনান্তে ভগবান্ শঙ্করকে সমর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থা বোধ করিলেন। পরে উদ্যত দক্ষিণ

ম ছেদন করিতে উদ্যত হইলে বামস্তন-ছেদন হেতু তাঁহার নিকট খণ্ডপ্রস্ত ভগবান্ হেশ্বর তাহা দর্শন করিতে না পারিয়া সহসা সেই স্বর্ণময় লিঙ্গ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া মলাকে কহিলেন, হে মাতঃ! সিন্ধুতনয়ে! আর ছেদন করিও না, ছেদন করিও না, তামার ছিন্ন বামস্তন পুনরায় সমুৎপন্ন হউক। হে শুভে! আমি তোমার পরম ভক্তি র্ষিত হইয়াছি। তুমি যে স্তন ছেদন করিয়া আমার স্বর্ণময় লিঙ্গের উপর অর্পণ রিয়াছ, উহা পৃথিবীতে তোমার মূর্ত্তিমতী ভক্তি স্বরূপ শ্রীফল নামে এক পরম পবিত্র বৃক্ষ ইয়া চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থান কাল পর্য্যন্ত বিরাজমান থাকিবে। হে লক্ষ্মি! ঐ বৃক্ষ আমার রম প্রীতিজনক ও উহার পত্র দ্বারা আমার পূজা হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। র্ণ মুক্তা ও প্রবাল প্রভৃতি রত্ননিচয় এবং অন্যান্য যে সকল আমার প্রীতিজনক পুষ্প াছে, তন্মধ্যে কেহই শ্রীফলপত্রকণার কোটি ভাগেরও সমান হইবে না। ত্রিপুণ্ডক গঙ্গাজল আমার যেরূপ প্রিয়, শ্রীফলবৃক্ষের ত্রিপত্রও সেইরূপ প্রিয়তম হইবে। গবান্ মহেশ্বর এইরূপ কহিলে দেবী কমলা পরম আনন্দিত হইয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে দ্গদস্বরে "হে শিব! হে শান্ত! আপনি কারণত্রয়েরও কারণ, সকলের আশ্রয়, তএব হে পরমেশ্বর! আপনার শ্রীচরণে আমি আত্মসমর্পণ করিলাম" এইরূপ স্তুতিবাদ রা পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ প্রণাম ও পুনঃপুনঃ গাত্রোত্থান করিতে লাগিলেন। নন্তর মহেশ্বরের আদেশে স্থির হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষ্মী কহিলেন, হে চন্দ্রমৌলে! হে ত্রিনেত্র! আপনার মূর্ত্তি সুধা ও শশধরের ন্যায় ভ্রবর্ণ, আপনি সহাস্যবদনে শুভ্র বৃষভোপরি বিরাজ করিয়া থাকেন; হে দেবদেবাধিদেব হ ডিণ্ডিমবাদিন্! ভবদীয় শুভ্র শরীরকান্তি, ত্রিগুণময় অক্ষমালা ও ধুস্তুরপুষ্পে সুশোভিত হইতেছে, আপনি ভক্তগণের প্রতি সতত পরম কারুণিক, অতএব হে দেব! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে শম্ভো! হে পার্ব্বতীপতে! আপনি সতত পরম সুখময় াগরে বিহার করিয়া থাকেন, জয় আপনার জয়। হে শম্ভো! আপনি নিখিল ভুবনের লীলাধার, চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি আপনার নেত্রত্রয়, আপনি জগৎপ্রাণ অনিলদেবেরও ঈশ্বর, আপনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে সমুদয় জগৎ সৃজন পালন ও সংহার করিতেছেন, অতএব আপনি কীদৃশ বা কি, তাহা কি প্রকারে জানিব? হে ভূতনাথ! হে দিগম্বর! আপনি সতত শ্মশান-ভূমিতে বিচরণ করিয়া থাকেন, আপনার কলেবর চিতাভস্মে এবং গলদেশ অস্থিমালায় বিভূষিত। হে নাথ! আপনি সমুদয় ঐশ্বর্য্যময় বলিয়া শ্মশানভূমি সতত আপনাকে মস্তকে ধারণ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকে; হে ত্রিপুরহর! হে মহেশ! আপনি সমুদয় প্রভব ও বিভবের লীলাস্থল, আপনি শ্বেত ও রক্ত; হে শ্রীগুরো! হে গিরিশ! আপনি সকলের প্রতি সতত প্রসন্ন এবং সঙ্কট হইতে সকলকে নিস্তার করিয়া থাকেন; অতএব হে দুঃখহারিন্! নীলকণ্ঠ! প্রসন্ন হইয়া আমার সমুদয় দুঃখ দূর করুন। হে সখি! দেবী লক্ষ্মী, এবংবিধ স্তুতি করিলে ভগবান্ শঙ্কর পরম প্রীত হইয়া কহিলেন,

হে শুভে বিষ্ণুকান্তে! আমি তোমাকে অভীপ্সিত বর প্রদান করিতেছি, প্রার্থনা কর। তখন লক্ষ্মী কহিলেন, হে প্রভো! আজ আমি ভবদীয় ভক্তিপ্রভাবে ভগবান্ বিষ্ণুর প্রিয় পত্নী হইলাম। হে দেব! আপনাকে যখন সাক্ষাৎ করিলাম, তখন ইহা অপেক্ষা আর অন্য বর কি আছে? তবে সকলে যাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হন না, আমি সেই দুর্দ্দর্শন শঙ্কর হইতে বর লাভ করিয়াছি, বলিয়ার জন্য এইমাত্র বর প্রার্থনা করি যে, হে মহেশ্বর! আপনার প্রতি আমার যেন নিরন্তর অচলা ভক্তি থাকে; কারণ একমাত্র আপনিই ভক্তগণের অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন। হে সখি! তখন ভগবান্ শম্ভু, তথাস্তু বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলে কপালমোচনক্ষেত্রে শ্রীফলবৃক্ষ সমুদ্ভূত হইল।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

দেবী কহিলেন, হে সখীগণ! ঐ শ্রীফলবৃক্ষ, বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে উৎপন্ন হয়, এক্ষণে উহার মাহাত্ম্য বলিতেছি। শ্রীফলবৃক্ষ উৎপন্ন হইলে ভগবান্ ব্রহ্মা নরায়ণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং সমুদয় দেবপত্নীগণ তথায় আগমনপূর্ব্বক কোম ত্রিপত্রযুক্ত, নিজতেজে দেদীপ্যমান শিবরূপী ঐ বৃক্ষকে সন্দর্শন করিয়া প্রণিপাত ও জলসেচন-পুরঃসর পরমসুখে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে ভগবান্ সনাতন বিষ্ণু উহার রক্ষার নিমিত্ত কহিলেন, এই তরুবরের বিল্ব, মালূর, শ্রীফল, শণ্ডিলা, শৈলূষ, শিব, পুণ্য, শিবপ্রিয়, দেবাবাস, তীর্থপদ, পাপঘ্ন, কোমলচ্ছদ, জয়, বিজয়, বিষ্ণু, ত্রিনয়ন, বর, ধূম্রাক্ষ, শুক্রবর্ণ, সংযমী এবং শ্রাদ্ধদেব; এই একবিংশতি নাম রহিল। ইহার ঊর্দ্ধ অধঃ ও চতুর্দ্দিকে শত ধনুঃ পর্য্যন্ত স্থান তীর্থ হইবে। ইহার ঊর্দ্ধ পত্র শঙ্কর, বামপত্র ব্রহ্মা ও দক্ষিণপত্র আমাকে জানিবে। যে ব্যক্তি ইহার ছায়া লঙ্ঘন করিবে, তাহার আয়ুঃ বিনষ্ট হইবে; আর যে ব্যক্তি, পাদ দ্বারা ইহাকে স্পর্শ করিবে, সে শ্রীভ্রষ্ট হইবে। ইহার একটী মাত্র পত্র দান করিলে, সহস্র পদ্মদানের ফল লাভ করিবে। এই শ্রীফলবৃক্ষের দর্শন, স্পর্শন, স্থানসম্মার্জ্জন পূজন, পত্রচয়ন ও দানে * যে যে মন্ত্র পাঠ করিবে, বলিতেছি। হে বিল্ববৃক্ষ! হে মহাভাগ! তুমি ভগবান্ মহেশ্বরের পরম প্রিয়পাত্র এবং কমলার স্তনস্বরূপ, হে জ্যোতিৰ্ম্ময় শিবরূপিন্! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যে মানব প্রাতঃকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সাদরে শুভ বিল্ববৃক্ষ সন্দর্শন করিবে, সে সাক্ষাৎ শিবদর্শনের ফলভাগী হইবে। অনন্তর, হে হর্ষপ্রদ বিল্বতরো! আপনি সদা শঙ্কররূপী, আপনাকে প্রণাম করি, আপনি

* অনেকগুলি পুস্তক মিলাইয়া দেখা হইল, দানের বিশেষ মন্ত্র কোনস্থলেই লিখিত নাই। বোধ হয়, সামান্য মন্ত্র দ্বারাই বিল্বপত্র দান, এইজন্য এ পুরাণে বিশেষ করিয়া কিছু উল্লিখিত হয় নাই, আর সেই সামান্য মন্ত্র দ্বারাই বিল্বপত্র দান করা হইয়া থাকে।

আমার সমুদয় অঙ্গ সফল করুন। যে ব্যক্তি, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে বিল্ববৃক্ষকে প্রণাম করিবে, সেই আমার পরমপ্রিয় বৈষ্ণব হইবে। হে শিবপূজক মালুর! হে প্রিয়স্পর্শ! হে মহাতরো! আমি আপনাকে স্পর্শ করি, আপনি আমার পাপরাশি হইতে মুক্ত করুন, এই মন্ত্রে বিল্ববৃক্ষ স্পর্শ করিবে। হে দেববৃক্ষ! সুরগণ আপনার মনোহর অধিষ্ঠান ভূমিতে আগমনপূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়া থাকেন, এজন্য আমি তাহা মার্জ্জনা করি, আপনি প্রসন্ন হউন। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যে ব্যক্তি, প্রাতঃকালে গোময়-মিশ্রিত জল দ্বারা দশহস্ত পরিমিত বিল্ববৃক্ষের তলভূমি মার্জ্জন করিবে, সে পরম বৈষ্ণব হইবে। 'নমো রুদ্রায় শ্রীফলায় নমঃ, এই দশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা বিল্ববৃক্ষের অর্চ্চনা করিয়া যথাশক্তি জপ করিবে। হে মহাভাগ বিল্ববৃক্ষ! হে শ্রীফল! হে প্রভো মালুর! ভগবান্ শঙ্করের অর্চ্চনার জন্য ত্বদীয় পত্র চয়ন করিতেছি, সায়ংকাল, মধ্যাহ্নকাল দ্বাদশী ও অমাবস্যা পূর্ণিমা ব্যতীত অন্য সময়ে উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া ভক্তিভাবে বিল্বপত্র চয়ন করিবে (নমঃ শিবায়) * এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অর্পণ করিবে। বিল্ববৃক্ষে আরোহণ বা উহার শাখা-ভঙ্গ করিবে না। বরং আরোহণ পূর্ব্বক পত্র চয়ন করিবে, কিন্তু কখনই শাখাভঙ্গ করিবে না। উহার পত্র ছিন্নই হউক আর অখণ্ডিতই হউক, উহাতে শিবপূজা হইবে। ছয় মাসের মধ্যে বিল্বপত্র পর্য্যুষিত হইবে না। উহা দ্বারা সূর্য্য এবং গণেশ ব্যতীত সমুদয় দেবতার পূজা হইবে। যে স্থানে বিল্ববৃক্ষের কানন থাকিবে, সে স্থান কাশীতুল্য। যে স্থানে পঞ্চবিল্ব থাকিবে, তথায় স্বয়ং মহেশ্বর বিদ্যমান জানিবে। যে স্থানে সপ্তবিল্ব, তথায় মহেশ্বর পার্ব্বতীর সহিত অবস্থিত হইবেন। অধিক কি, যে স্থানে একটী মাত্রও বিল্ববৃক্ষ থাকিবে, সে স্থানে ভগবান্ শঙ্করের সহিত আমি অবস্থান করিব এবং যে স্থানে দশসংখ্যক ঐ পুণ্যপাদপ অবস্থিত থাকিবে, তথায় আমরা শঙ্করের অনুচরগণের সহিত অবস্থিতি করিব। হে সুরগণ! ঐ সকল স্থান তীর্থ বলিয়া কথিত হইবে। যে গৃহস্থের বাটীর ঈশানকোণে বিল্ববৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, তথায় কখন বিপদ্ ঘটিবে না। বাটীর পূর্ব্ব-দিকে জন্মিলে সুখপ্রদ, দক্ষিণে ভয়নাশক ও পশ্চিমদিকে হইলে সন্তান-সন্ততি বর্দ্ধক হইবে। হে দেবগণ! ঐ বিল্ববৃক্ষ শ্মশানে, নদীতীরে, প্রান্তরে বা বনমধ্যে হইলে ঐ স্থান সিদ্ধপীঠস্থল জানিবে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে উহা স্থাপন করিবে না। যদি দৈবাৎ তথায় উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে শঙ্করের ন্যায় তাহাকে অর্চ্চনা করিবে। চৈত্রাদি মাস-চতুষ্টয়ে ভগবান্ শঙ্করকে একটী মাত্র বিল্বপত্র দান করিলে, লক্ষ ধেনুদানের ফল হইবে। যে মানব, মধ্যাহ্ন সময়ে উহাকে প্রদক্ষিণ করিবে, তাহার ত্রিবার সুমেরু-প্রদক্ষিণ করা হইবে। ব্রাহ্মণের প্রয়োজন বা যজ্ঞ ব্যতীত উহা ছেদন বা দহন করিবে না। যে ব্যক্তি উহা বিক্রয় করিবে, সে পতিত হইবে। যে ব্যক্তি, বিল্বকাষ্ঠ মর্দ্দিত মৃত্তিকা ললাটে ধারণ

---

* ইহাই সামান্য মন্ত্র।

করিবে, সে ঘোর পাতকীই হউক আর পুণ্যাত্মাই হউক, তাহার যমের অধিকার থাকিবে না। অধিক কি কহিব, স্বয়ং পশুপতি, পাছে ব্যর্থ হয় বলিয়া ভূতল-পতিত বিল্বপত্র মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন। যে পুণ্যাত্মা, চৈত্রাদি মাসচতুষ্টয়ে বিল্ববৃক্ষে জলসেক করিবে, তাহার পিতৃগণ ঐ বৃক্ষের ন্যায় অভিষিক্ত হইবে। ঐ মাসচতুষ্টয়ে ভগবান্ শঙ্কর, নববিল্বপত্র-প্রার্থী হইয়া সর্ব্বদা ভ্রমণ করেন। হরিগ্রামনগরে যে স্থানে মহেশ্বর বৈদ্যনাথ বিরাজমান আছেন, তত্রত্য বিল্ববৃক্ষ স্বর্ণবৃক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইবে এবং কামরূপস্থিত ঐ বৃক্ষকে কামরস, কাশীধামে মুক্ত ও আদিম, আর কাঞ্চীপুরে অক্ষয়পুণ্যদ বলিয়া জানিবে। সেই সকল তীর্থও তীর্থমধ্যে সনাতন। দেবী কহিলেন, হে সখি! ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে শঙ্কর তথায় উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বিল্বপত্র দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া দেবগণের সহিত স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। হে সখীদ্বয়! এই আমি তোমাদিগের নিকট পরম পুণ্যজনক মনোহর শ্রীফলবৃক্ষের উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। পুণ্যাত্মাদিগের ইহা পাঠ ও শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে ভগবান্ শঙ্কর ও নারায়ণে ভেদবুদ্ধি ও যমভয় তিরোহিত হইয়া থাকে।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

জয়া বিজয়া কহিলেন, হে মহেশানি! আপনি তুলসী ও বিল্বের বিষয় বর্ণন করিলেন, কিন্তু ঐ বৃক্ষদ্বয়ের তুল্য অপর কোন বৃক্ষ আছে কি? যাহা হরি ও হর উভয়েরই প্রিয়। হে শিবসুন্দরি! আমরা তাহা শুনিতে বাসনা করি, আপনি আমাদিগের সখী, কর্ত্রী ও পরম আরাধ্য দেবতা; অতএব তাহা প্রকাশ করুন। তখন শঙ্করী কহিলেন, হে সখীদ্বয়! তোমরা যেরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তদ্রূপ এক বৃক্ষ আছে, তাহার নাম আমলকী। দেবী কমলা ও আমা হইতেই সেই বৃক্ষের উৎপত্তি। একদা দেবগণের উৎসব উপলক্ষে কোন পুণ্যদিনে প্রভাস তীর্থে স্বয়ং হংসারূঢ় চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, প্রমথগণ ও আমার সহিত ভগবান্ শঙ্কর, লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণ, সুরগণের সহিত সুরপতি, স্ব স্ব অনুচরগণের সহিত বহ্নি, যম, কুবের প্রভৃতি অষ্ট দিগীশ্বর নারদাদি মহর্ষিগণ এবং গোতম, কশ্যপ, চ্যবন, অসিত, কর্ণ, মেধাতিথি, ব্যাস, পলাস, পরাশর, বিশ্বামিত্র, জাবালি, জৈমিনি, আষ্টিসেন, পিপ্পলাদ, অঙ্গিরা, পৈল, জামদগ্ন্য, ভরদ্বাজ, জৈগীষব্য ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি বেদবেদাঙ্গ-পারগ মুনি-ঋষি সকল গমন পূর্ব্বক পরস্পর-সন্দর্শনে পরম আনন্দিত হইয়া যথোচিত পুণ্য ক্রিয়াকলাপ করিতে লাগিলেন এবং সমুদয় দেবতা ও মুনি-ঋষিগণ সানন্দে দেবাধিদেব শঙ্কর, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে পূজা করিলেন। সেই সময়

আমি, দেবী লক্ষ্মীর সহিত নানাবিধ কৌতুককর কথোপকথন করিতেছি, এমত সময়ে উভয়েরই অন্তঃকরণ মধ্যে ভগবান্ শঙ্কর ও নারায়ণকে অর্চ্চনা করিবার বাসনা হইল। পরে লক্ষ্মীকে কহিলাম, হে সিন্ধুসুতে! আমি ইচ্ছা করিতেছি, কোনরূপ স্বকল্পিত দ্রব্যে প্রভু নারায়ণকে পূজা করিব, কারণ ভগবান্ হরি সমুদয় প্রাণিগণের আত্মা ও সাধুগণের পরম আরাধ্য দেবতা; অতএব বল কি প্রকারে তাঁহাকে অর্চ্চনা করি। হে বিজয়ে! দেবী কমলা মদীয় বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্টা হইয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে আমায় দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অনন্তর, আমি স্বহস্তে তাঁহাকে উত্তোলন পূর্ব্বক গাঢ়তর আলিঙ্গন করিলে তিনি গদ্‌গদ-স্বরে কহিলেন, হে নগনন্দিনি! তুমি যেরূপ কহিলে, আমারও ঐ রূপ অভিপ্রায় হইয়াছে। আমিও স্বকল্পিত দ্রব্যে ত্রিলোচন শঙ্করকে পূজা করিব। হে জয়াবিজয়ে! সেই সময় আমাদিগের নেত্র হইতে অমল আনন্দাশ্রু ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর সেই অশ্রুজল হইতে অমলপ্রভ চারিটী বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, উহার পত্র ও বৃন্ত শ্যামল বর্ণ; স্কন্ধ ও মূলদেশ কর্ব্বুর বর্ণ এবং পত্র সকল শিরা-গ্রথিত আর বহুল পত্রে এক একটী পত্র। অমল নেত্রজল হইতে উৎপন্ন হইল বলিয়া ঐ বৃক্ষের নাম আমলকী হইয়াছে। হে সখি! তুলসী ও বিল্ব উভয়ে যে যে গুণ আছে, এক এক আমলকী বৃক্ষেই তৎসমুদয় গুণ বিদ্যমান। উহার পত্রে দেবাধিদেব হরি ও হর উভয়েই পূজিত হইয়া থাকেন। অতঃপর মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশীতে সমুদ্ভূত হরিহররূপী পবিত্র সেই আমলকীকে নিরীক্ষণ করিয়া সমুদয় দেবগণ ও ঋষিগণ মিলিত হইয়া সানন্দচিত্তে স্তুতি করিতে লাগিলেন। কহিলেন, যিনি হরি ও হর উভয়েরই প্রিয় এবং পত্রমালাদিতে অলঙ্কৃত, যাঁহার প্রভা অতি মনোহর, আমরা সেই শ্রীমতী দেবী আমলকীকে প্রণাম করি। হে সখি! আমলকী সম্বন্ধে যাবতীয় কার্য্যেই ঐ মন্ত্র পাঠ করিবে। বিল্ব বৃক্ষের ন্যায় উহারও চতুর্দ্দিকে শত ধনুঃপরিমিত স্থল এবং ঊর্দ্ধ ও অধোভাগকে মনীষিগণ কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে তীর্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অনন্তর সমুদয় দ্বিজগণ সর্ব্বতীর্থজলে উহাকে সেচন করিলেন। পরে সমুদয় দেবগণ-সমক্ষে উহার পত্র দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিলাম। দেবী লক্ষ্মীও দেবাধিদেব শঙ্করকে অর্চ্চনা করিলেন। সেই সময়ে চতুর্দ্দিক্ হইতে জয় জয় ধ্বনি উত্থিত হইল এবং গগনমণ্ডল হইতে পুষ্পবর্ষণ ও শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবী আমলকী হৃদয়ে অতুল আনন্দ ধারণ করিলেন বলিয়া উহার অপর একটী নাম ধাত্রী হইয়াছে। অনন্তর, সুরগণ ও ব্রাহ্মণগণ, উক্ত আমলকী বৃক্ষকে নমস্কার করিয়া নিজ নিজ আলয়ে গমন করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর উহাতে অধিষ্ঠিত থাকিলেন। হে সখীদ্বয়! ঐ পরমানন্দদায়িনী দেবী আমলকীকে সকলেরই স্থাপন সম্মান ও অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

দেবী শঙ্করী কহিলেন, হে সহচরীদ্বয়! এক্ষণে ভূমণ্ডলে যে যে স্থানে গঙ্গা নাই, সেই সেই প্রসিদ্ধ স্থল ও তীর্থের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রভাস নামে এক পরম পুণ্যজনক স্থান আছে। পূর্ব্বে চন্দ্র, দক্ষ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া, তথায় যক্ষ্মা রোগ হইতে মুক্ত হন। তাহার পশ্চিমে পৃথুদক তীর্থ, ঐ স্থানে সরিৎপতি স্বয়ং প্রতিদিন আগমন পূর্ব্বক স্নান করিয়া থাকেন। তাহার পর বিন্দুসরঃ নামে তীর্থ। ঐ স্থানে ভগবান্ ব্রহ্মার আনন্দাশ্রু হইতে বহুতর সরোবর উৎপন্ন হইয়াছে এবং প্রজাপতি কর্দ্দম ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে ব্রহ্মতীর্থ। তথায় সরস্বতী নদী পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিতা হইতেছে। উহার পশ্চিমে পবিত্র নৈমিষারণ্য। তথায় মুনিগণ সতত পুণ্য-ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং সেই স্থানে মানবগণের সত্ত্বাহারী কলির প্রাদুর্ভাব নাই। ঋষিগণ যে কারণে উহার প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে এক সময় সমুদয় মুনিগণ কলি হইতে ভীত হইয়া শিষ্যগণের সহিত কলির সমক্ষে ভগবান্ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া কহিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে চতুর্ব্বক্ত্র! হে চতুর্ব্বাহো! আপনি অবিনাশী, সত্ত্বগুণের আধার ও সনাতন; অতএব হে হংসবাহন! আপনাকে নমস্কার। হে প্রভো! আপনি শ্বেত ও নীল এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা। আপনার কলেবর শোণ বর্ণ এবং কেহই আপনার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন না; অতএব আপনাকে প্রণাম করি। হে কমলাসন! আপনি প্রণবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আপনার বদন-চতুষ্টয়ে অষ্ট লোচন; করচতুষ্টয়ে অক্ষমালা, কমণ্ডলু, পুস্তক ও কুশ; ললাটে তিলক এবং গলদেশে যজ্ঞোপবীত শোভা পাইতেছে; আপনি গায়ত্রীপতি, আপনাকে নমস্কার। আপনি ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদে অভিজ্ঞ; ভগবান্ হরিহর আপনাকে আরাধনা করিয়া থাকেন; আপনার আদি মধ্য বা অন্ত নাই, অতএব আপনাকে বারংবার প্রণাম করি। ঈদৃশ স্তুতিবাদ শ্রবণে ভগবান্ ব্রহ্মা পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, হে সুরগণ! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে তোমরা কিজন্য আগমন করিয়াছ, প্রকাশ কর। তখন ঋষিগণ কহিলেন, হে দেব! মানবগণের সত্ত্বাপহারী কলি সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিয়াছে, অতএব হে ব্রহ্মন্! আমরা এক্ষণে কোথায় তপোনুষ্ঠান করি, বলুন। ঋষিগণের বাক্য শ্রবণে ভগবান্ ব্রহ্মা চিন্তান্বিত হইলে তাঁহার লোচন হইতে সহসা কোটিশশাঙ্কের ন্যায় ধবলকায়, শুক্লবর্ণ মালা ও বসন-পরিহিত হস্তদ্বয়ে জপমালা ও কমণ্ডলু বিরাজিত, প্রসন্নাস্য, দ্বিবাহু এবং ত্রিলোচন এক মহাপ্রভু প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহাকে অবলোকন করিয়া ঋষিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? ব্রহ্মা কহিলেন, ইনি সত্যমূর্ত্তি সনাতন নিমিষদেব, ইহাঁর শরীর সত্যকালোচিত। ইনি তোমাদের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন। তোমরা

ইঁহাকে অগ্রসর করিয়া ভূমণ্ডলে গমন কর। ইনি যে স্থানে গমন বা অবস্থিতি করিবেন, তোমরাও সেই স্থানে গমন ও অবস্থিতি করিও এবং বিষ্ণুমূর্ত্তিস্বরূপ ইনি যে স্থানে অন্তর্হিত হইবেন, সেই স্থানই তোমাদিগের ইষ্টপ্রদ হইবে; তথায় কলি গমন করিতে পারিবে না। হে সখি! মুনিগণ, শুভপ্রদ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া নিমিষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর উত্তরকুরুতে অবতীর্ণ হইয়া সমুদয় পর্ব্বত ও ছয় বর্ষদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক হিমালয়ের দক্ষিণ ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে সৌরাষ্ট্রদেশের সমীপে এক স্থানে সেই নিমিষদেব অন্তর্হিত হইলেন। তিনি অন্তর্দ্ধান করিলে মুনিগণ সমুদয় স্থাবরাদি বস্তু বিষ্ণুময় দর্শন করিতে লাগিলেন এবং পরম বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, আজ অবধি এই স্থান নিমিষক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হইল। গঙ্গাতীরের ন্যায় এইস্থানে অবস্থিত যাবতীয় পশু, পক্ষী, লতা, দ্রুম ও মনুষ্যাদিই নারায়ণস্বরূপ। যজ্ঞাদি সমস্ত কার্য্যেই এই স্থান বিশেষ ফলপ্রদ। সমুদয় দ্বীপের মধ্যে জম্বুদ্বীপ প্রশস্ত, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ এবং ভারতের মধ্যে নৈমিষারণ্যই সর্ব্বোত্তম তীর্থ। মুনিগণ এইরূপ বলিয়া তথায় অবস্থান পূর্ব্বক সতত হৃদয় মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে ভাবনা করত সুস্থচিত্তে হোম ও তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ, অদ্যাপি ঐ বৈষ্ণবক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে সর্ব্বদা পুণ্যক্রিয়াকলাপ করিয়া থাকেন। ঐ স্থানে লোমহর্ষণপুত্র মহাজ্ঞানী পবিত্রাত্মা সূত উগ্রশ্রবা ঋষিগণকে বহুপ্রকার পুরাণ শাস্ত্র শ্রবণ করাইয়াছেন। হে সহচরীগণ! আমি যে তোমাদিগের নিকট নৈমিষারণ্যের বিষয় বর্ণন করিলাম, যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিবে, সে কলিকল্মষ হইতে মুক্ত হইবে। আর যদি কোন ব্রাহ্মণ, পরমাত্মা ব্রহ্মার পূর্ব্বোক্ত স্তোত্র শ্রবণ করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই জন্মান্তরে মুক্তিলাভ করিবেন। কারণ, জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ বিষ্ণুর শরীর স্বরূপ এবং মুক্তির পাত্র।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

দেবী কহিলেন, হে সখি! গণ্ডকী নদীর তীরে পুলহমুনির যে আশ্রম, তাহা ও ঐ ভগবত পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত গণ্ডকী নদী পরম তীর্থ। ঐ স্থানে বজ্র নামক এক প্রকার কীট দ্বারা শালগ্রামশিলা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সেই স্থানে অগস্ত্যাশ্রম মলয়গিরি ও পরশুরামের আলয় মহেন্দ্রগিরি উভয়ই তীর্থ-ক্ষেত্র। কাবেরী নদীর তটদেশে রঙ্গনাথের আলয়, বিন্ধ্যপর্ব্বতে বাসন্তী-নিলয়, শ্রীশৈল, ঋষভগিরি, পঞ্চ অপ্সরঃসরোবর, শিবস্থান, গোকল, শূর্পারক, দণ্ডকারণ্য, মাহিষ্মতী ও বিশালা পুরী; ত্রিতকূপ, কাশ্মীর এবং এই সকল মহৎ তীর্থ বলিয়া উল্লিখিত আছে। মনীষিগণ, বেণ্বা, কাবেরী, সরস্বতী, যমুনা,

সরযূ, পম্পা, চন্দ্রভাগা, কৌশিকী, গোদাবরী, সরিৎবরা বিপাশা, নর্ম্মদা, তাম্রপর্ণী ও বটোদকা নদীকে জলতীর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। হে শুভে! মথুরা, দ্বারকা গোবর্দ্ধনগিরি এবং যমুনা নদীর তটভূমিস্থিত বৃন্দাবন মহাতীর্থ। কুরুক্ষেত্র, সেতুবন্ধ, অযোধ্যাপুরী, গৌতমাশ্রম, ব্রহ্মনদের তীরবর্ত্তী পুণ্যপ্রদা কামকোষ্ঠী, যে স্থানে দক্ষকন্যা সতী দেহ ত্যাগ করিলে তাঁহার যোনিদেশ পতিত হয় সেই কামরূপ নামে প্রসিদ্ধস্থান, উজ্জয়িনীপুরে কামকোষ্ঠপীঠ, যথায় আমি মঙ্গলচণ্ডীরূপে অবস্থিত থাকিয়া জনগণের মঙ্গলসাধন ও তাহাদিগকে বর দান করিয়া থাকি এবং যে স্থানে বহু জ্ঞাতিবর্গের বাস, সেই স্থান পরম তীর্থ বলিয়া কথিত আছে। উক্ত জ্ঞাতিগণের প্রতি কদাচ হিংসা করিবে না, সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে সম্মান করিবে। সাধুগণ একজন জ্ঞাতিকে সহস্র ব্রাহ্মণের তুল্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি জ্ঞাতিগণের প্রিয় হয় সে স্বর্গতুল্য আদরের পাত্র, এজন্য দরিদ্র জ্ঞাতিগণকে পোষণ, বিপদ্ সময়ে জ্ঞাতিগণের সহায়তা ও কায়মনোবাক্যে সতত তাহাদিগের মঙ্গল-চিন্তা করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি জ্ঞাতিগণের নিকট সুদ গ্রহণ করে, তাহার বংশ লোপ হয় এবং দেহান্তে প্রেতত্বপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে সখীদ্বয়! যে জন দীন অপুত্র জ্ঞাতিকে নিজপুত্র প্রদান করিয়া পুত্রবান্ করিয়া থাকে, সে প্রতিজন্মে বহুল পুত্রবান্ হয়। যে ব্যক্তি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-জ্ঞাতিকে ভূম্যাদি দান করিয়া বাস করায়, সাধুগণ তাঁহাকে সহস্র শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। জ্ঞাতির জন্য শত শত অকার্য্য করিলেও নিঃসন্দেহ পাতকী হইতে হয় না। অন্যের নিকট জ্ঞাতির দোষ কীর্ত্তন ও জ্ঞাতির নিকট নিজদোষ গোপন করিবে না এবং সতত জ্ঞাতিগণকে পাতক হইতে রক্ষা করিবে। সমর্থ হইলে জ্ঞাতির জন্য রাজদ্বারেও গমন করিবে, কারণ যে ব্যক্তি, রাজদ্বারে ও শ্মশানে সাহায্য করিয়া থাকে, সেই যথার্থ বান্ধব। যে মানব, স্বীয় সচ্চরিত্রতা গুণে সর্ব্বদা জ্ঞাতিগণের সন্তাপানল যথাসাধ্য শান্তি করে এবং দয়ার্হ হইলে কদাচ দয়া করিতে উপেক্ষা করে না, সেই ব্যক্তিই, জ্ঞাতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও কোনপ্রকার দোষে লিপ্ত হয় না। এজন্য যে স্থলে জ্ঞাতিগণ বাস করে, সেই স্থান পরম তীর্থ বলিয়া কথিত হয়। হে সখীদ্বয়! আমি যে এই প্রসঙ্গাধীন জ্ঞাতিকার্য্যের উল্লেখ করিলাম, যে ব্যক্তি, ইহা শ্রবণ বা পাঠ করিবে, সে জ্ঞাতিগণের প্রিয়কারী হইবে। পুষ্করাদি সকল জলতীর্থ ও গয়াক্ষেত্রকে দেশতীর্থ জানিবে। যে স্থানে পুরাণ পাঠ হয় এবং যে স্থানে পদ্মবন আছে, সে স্থান এবং গুরুগৃহও তীর্থপদবাচ্য। যেস্থানে শালগ্রাম-শিলা থাকেন, তাহার চতুর্দ্দিকে দুইক্রোশ তীর্থ। বৈদ্যনাথ কৈলাসতুল্য তীর্থস্থান এবং যে স্থানে পাপহরা নামে পুণ্যনদী প্রবাহিতা হইতেছে, সেই বক্রেশ্বর স্থলও পরমতীর্থ বলিয়া উল্লিখিত আছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ইহার বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবে। হে সখি! ভূমণ্ডলে যে সকল প্রসিদ্ধ দেবপীঠ আছে সেই সকল ও বিবিধ মুক্তিক্ষেত্র সকল পরম তীর্থ বলিয়া জানিবে। লবণসমুদ্রের তীরে

যে সকল পুরুষোত্তম বিরাজ করিতেছেন, সেই পুরুষোত্তমতীর্থ পরম মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া কথিত আছে। বারাণসী, কামাখ্যা, দ্বারকা, পুরুষোত্তম, প্রয়াগ, গয়া ও বৃন্দাবন; এই সকল স্থান তীর্থের মধ্যে প্রধান। আর শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে যে যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, ভূমণ্ডলে সেই অষ্টোত্তরশত তাঁহার বাসস্থানও মহৎ তীর্থ বলিয়া অভিহিত আছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

দেবী কহিলেন, এক্ষণে ইন্দ্রিয় ও দেহের মধ্যে কোন্ কোন্টী তীর্থপদবাচ্য; তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। বিপ্রগণের চরণদ্বয়, গোপৃষ্ঠ এবং ইহারা যথায় অবস্থান করে, তাহাও তীর্থ বলিয়া কথিত হয়। পণ্ডিতেরা স্ত্রীলোকের সর্ব্ব অঙ্গকে তীর্থ বলিয়া থাকেন। বালকের মস্তক তীর্থ; নিজের চক্ষু ও দক্ষিণ কর্ণ তীর্থ মধ্যে পরিগণিত হয়। বাক্য মধ্যে সত্য বাক্য ও পুরাণ পাঠ তীর্থ স্বরূপ। দেবলিঙ্গধারী চিত্তকে বুধগণ তীর্থ-নামে অভিহিত করেন। যে মনে দুশ্চিন্তা ও কষ্টের সঞ্চার নাই, তাহা তীর্থ মধ্যে গণ্য। মাতৃবর্গের কর ও দেবপূজাকারীর কর উভয়ই তীর্থ। ভূতশুদ্ধিবলে দেহের অভ্যন্তর ও প্রাণায়ামে নাসিকা তীর্থ হইয়া থাকে। মন্ত্রপূত আসন ও পৈতৃক বাসস্থান তীর্থের ন্যায় পাবন হয়। অয়ি সুন্দরি! অতঃপর শিব, শক্তি, বিষ্ণু ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতা বিষয়ে কোন্ কোন্ কাল তীর্থ স্বরূপ, বলিতেছি, শ্রবণ কর। যদ্যপি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বসাক্ষী দীপ্যমান সৃষ্টি সংহারক্ষম নারায়ণ রূপী কাল একমাত্র বটে, তথাপি ক্রিয়াকৃত বিচ্ছেদ বশতঃ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন উপাধিভেদে ইহা ত্রিবিধ বলিয়া উক্ত হয়। চন্দ্র সূর্য্যের গতি নিবন্ধন পরমাণু ও ক্ষণ প্রভৃতি নানা উপাধি ইহার বৈদিক ব্যবহারে প্রচলিত আছে। মনুষ্য পরিমাণে ষষ্টি দণ্ডে এক অহোরাত্র, পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ ও দুইপক্ষে এক মাস কথিত হয়। চন্দ্রের এক এক কলায় এক এক তিথি। যখন চন্দ্রের কলা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন সেই পঞ্চদশ শুক্লা তিথিকে শুক্লপক্ষ বলে। অয়ি সতীশ্বর! এই শুক্লপক্ষে স্নান, দান, উৎসব প্রভৃতি সমস্ত দেবকার্য্য প্রশস্ত। আর যখন চন্দ্রকলা ক্ষয় হয়, তখন অন্য পঞ্চদশ তিথিকে কৃষ্ণপক্ষ কহে; এই কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদাদি পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত চন্দ্রের বল প্রকাশ পায়। এইরূপ শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগণের এক অহোরাত্র। সৌর, চান্দ্র ভেদে আশ্বিন প্রভৃতি যে মাস উল্লিখিত আছে, সেই মাসদ্বয়ে এক ঋতু;—যেমন আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ

ঋতু। এইরূপে দ্বাদশ মাসে ছয় ঋতু ও দুই অয়ন এবং উক্ত পরিমাণ মাস, ঋতু ও অয়নে এক বৎসর হয়। দেবগণের উত্তরায়ণ দিন ও দক্ষিণায়ন রাত্রি। এই দ্বাদশ মাস মধ্যে আষাঢ়, কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ এই চারিটী মাস তীর্থস্বরূপ ও অভীষ্টদায়ক। এই চারি মাসে মানব হবিষ্য ও ব্রহ্মচর্য্য করিলে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। স্নান, দান, তপস্যা, হোম, দেব-দ্বিজ-গুরু অর্চ্চনা, পুরাণ-ইতিহাসাদি পাঠ ও শ্রবণ, কূপ আরাম-তড়াগাদি ও দীক্ষা গ্রহণাদি শুভকার্য্য এই চারিমাসে তীর্থাশ্রিত ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রশস্ত হয়। বৈশাখ মাসে কাশীতে, আষাঢ় মাসে শ্রীক্ষেত্রে, কার্ত্তিক মাসে কামরূপে ও মাঘ মাসে প্রয়াগে যে ব্যক্তি বাস করে, সে তৎপরে যে কোন স্থানে মরিলেও নির্ব্বাণ-মুক্তিভাজন হয়। অথবা সেই ব্যক্তি যদি তথায় বাস না করিয়া উক্ত চারি মাসের মধ্যে গঙ্গায় স্থল কিংবা জল মধ্যে দেহত্যাগ করে, তাহা হইলেও অবশ্য নির্ব্বাণ-মুক্তিলাভ করিবে। আষাঢ় মাসে পদ্ম পুষ্প দ্বারা, কার্ত্তিক মাসে তুলসীপত্র, দীপ ও যথোচিত বিবিধ নৈবেদ্য দানে, মাঘ মাসে কুন্দ পুষ্প দ্বারা এবং বৈশাখ মাসে বিল্বপত্র দ্বারা অভীষ্ট দেবের পূজা করিবে। উক্ত মাসতীর্থ-চতুষ্টয়ের মধ্যে আবার কালতীর্থ বিশেষ আছে, যেমন বৈশাখ মাসে অক্ষয়া নামে শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি,—এইদিনে গঙ্গাদেবী চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে হিমালয়ের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। হে সখি! পুরাণে এই তিথিকে সত্যযুগাদ্যা কহে। তৎপরে জহ্নুসপ্তমী, এই দিনে গঙ্গার জাহ্নবী নাম হয়। তৎপরে শুক্লা একাদশী। তৎপরে শুক্লা-দ্বাদশী, এই তিথি জলদান বিষয়ে প্রশস্ত এবং বিশাখা-নক্ষত্রযুক্ত বৈশাখী পূর্ণিমা, এই কয়েকটী বৈশাখ মাসে সময়তীর্থ-বিশেষ। আষাঢ় মাসে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া বিষ্ণুর প্রশস্ত তিথি। তৎপরে সপ্তমী সূর্য্যের প্রীতিদায়িনী তিথি। তৎপরে দশমী ইহা মন্বন্তরা জানিবে। তৎপরে শুভ একাদশী অনুরাধা নক্ষত্রযুক্ত হইলে হরির অতি শ্রেষ্ঠ তিথি; এই তিথিতে অনুরাধার প্রথম পাদে জগৎপতি বিষ্ণু শয়ন করিয়া থাকেন। তৎপরে আষাঢ়ী পৌর্ণমাসী ইহাও মন্বন্তরা জানিও। তৎপরে কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী—মনসাদেবীর অত্যন্ত প্রিয় তিথি। এইরূপ কার্ত্তিক মাসে দ্যূতপ্রতিপদ্, এই দিনে পার্ব্বতী দ্যূতক্রীড়ায় শিবকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। নৃপতিবর্গ এইদিনে দ্যূতক্রীড়া করিয়া থাকে ও দ্বিজাতিগণ শিবপার্ব্বতীর অর্চ্চনা করেন। এই দিনে দ্যূতে পরাজয় হইলে রাজগণের চিত্তে সর্ব্বদা দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। তৎপরে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—এই তিথিতে যমুনা গৃহাগত ধর্ম্মরাজকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, স্বয়ং ধর্ম্মরাজও তাঁহাকে ভক্ষ্য ভূষণ দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহারা পরস্পর পূজিত হইয়া, সেই তিথিশ্রেষ্ঠ দ্বিতীয়া তিথিকে এই বলিয়া প্রথম বর দিয়াছিলেন যে, অয়ি ভ্রাতাভগিনীর প্রিয়তিথে। যে ভ্রাতা-ভগিনীগণ তোমার দিনে বিবিধ উৎকৃষ্ট ভোজন, মাল্য, চন্দন ও তাম্বূল দ্বারা পরস্পরকে পূজা করিবে, সেই ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের যশঃ, পাপক্ষয়, স্বজনসঙ্গতি, আয়ুর্বৃদ্ধি ও ধনবৃদ্ধি

দিন দিন হইবে। এই দিনে কলহ, দ্বেষ, কোন প্রকার পাপকর্ম্ম, পৈশুন্য প্রভৃতি দোষ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন হইতে মানব বিরত থাকিবে। ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে এবং ভ্রাতা ভগিনীর পূজা করিবে। তৎপরে অষ্টমী সমস্ততীর্থস্বরূপ এইদিনে গো-পূজা করিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়। তৎপরে নবমী যুগাদ্যা, এই দিনে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি। পরে দ্বাদশী তীর্থ স্বরূপ—ইহাও মন্বন্তরা বলিয়া কথিত। এইদিনে পাপ-নাশন ভগবান্ বিষ্ণু শয়ন হইতে উত্থিত হন। তৎপরে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা—ইহাও মন্বন্তরা, এই দিনে তুলসীপত্র, সুচারু নৈবেদ্য ও প্রদীপদানে ভক্তিপূর্ব্বক দামোদর দেবের অর্চনা করা কর্ত্তব্য। তৎপরে কৃষ্ণপক্ষের নবমী, ইহা যুগান্ত বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। পরে চতুর্দ্দশী ইহা রটন্তী নামে প্রসিদ্ধ—এইদিনে অরুণোদয়কালে স্নান করিলে মনুষ্যের যমালয় দর্শন করিতে হয় না। মাঘ মাসে শুক্লপক্ষের চতুর্থী, ইহা বরদা ও শুভদায়িনী। পরে শ্রীপঞ্চমী, এই দিনে লক্ষ্মী, মহাকালী ও সরস্বতী বিবিধ পূজায় পূজিত হন। তৎপরে সপ্তমী, ইহা মন্বন্তরা নামে খ্যাত। অয়ি সখি! এই দিন অরুণোদয় বেলায় মানব পবিত্র জলে স্নান করিবে ও সপ্তজন্মকৃত-পাপমোচনের নিমিত্ত সানন্দে সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। এই দিনে গঙ্গাস্নান করিলে মনুষ্য শত সূর্য্যগ্রহণের ফল প্রাপ্ত হয়। স্নান ও অর্ঘ্যদান কালে এই দুইটী মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যথা—আমি সপ্তজন্মে যে যে পাপ জন্মাবধি করিয়াছি, সেই পাপ, ছিদ্র ও শোক এই মাকরী সপ্তমী বিনাশ করুন এবং অয়ি রবিমণ্ডলস্থে! সপ্তব্যাহৃতিকে! সপ্তসপ্তিকে! সর্ব্বভূতজননি! দেবি! সপ্তমি! তোমায় নমস্কার। পরে অষ্টমী, এই দিনে ভীষ্মদেবকে তিনি অঞ্জলি সতিল জলদানে অর্চনা করিতে হয়। বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্র, সাঙ্কৃতিপ্রবর, অপুত্র ভীষ্মবর্ম্মাকে এই জল প্রদান করিতেছি—এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তর্পণান্তে তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিলে, এই দিনে পিতৃগণ ও সনাতন বিষ্ণু পরিতৃপ্ত হন। তৎপরে মহানন্দা নামে নবমী—এইদিনে ভীষ্মকে পাইয়া বিষ্ণুর পরম আনন্দ হয়। পরে যুগাদ্যা মাঘী পূর্ণিমা—এই দিনে গন্ধ ও পুষ্পরাশি দ্বারা বিষ্ণুর অভিষেক করিতে হয়। তৎপরে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তীর্থ স্বরূপ, এইদিনে বৈধ শাস্ত্র দ্বারা পিতৃগণের পূজা করিতে হয় ও এইদিনে কলিযুগের অবসান হয়। পরে চতুর্দ্দশী, রাত্রিযোগ হইলে শিবের প্রিয় ও অগণ্য মহিমান্বিত—ইহা শিবরাত্রি নামে প্রসিদ্ধ। এই দিনে রাত্রিকালে চারি প্রহরে স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালবাসী লোকে শিবমোদিত হইয়া আনন্দে শিবপূজা করে। এই চতুর্দ্দশীরাত্রে উপবাস, পূজা ও জাগরণ যাহাদিগের আনন্দদায়ক হয়, তাহারা কৃতী ও সর্ব্ব ধর্ম্মকারী হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে একটা কার্য্য করিলেই পাপনষ্ট হয়, ত্রিবিধ কার্য্যের তো কথাই নাই। শিবচতুর্দ্দশী, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও ভগবতীর মহাষ্টমী উপবাসে মোক্ষপ্রদান করিয়া থাকে। তৎপরে মন্বন্তরা নামে খ্যাত অমাবস্যা। অয়ি সখি! এই চারিমাসের মধ্যে এই কয়েকটী কালতীর্থ বলিয়া জানিবে। যদিও

মাসচতুষ্টয় মধ্যে সমুদয় দিনই পুণ্য ও সৎকর্ম্মার্হ কালতীর্থ। তথাপি এইগুলি তোমা-দিগকে প্রশস্ত বলিয়া বলিলাম। অন্য মাসে যে কালতীর্থ আছে, তাহাও বলিতেছি।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

দেবী কহিলেন, চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী কালতীর্থ বলিয়া কথিত আছে এই দিনে ভগবতী শ্রীদেবী ব্রহ্মলোক হইতে মর্ত্তালোকে আগমন করেন। অতএ যে ব্যক্তি উক্ত দিবসে তাঁহাকে পূজা করে, তাহার লক্ষ্মীত্যাগ ঘটে না। এই শ্রীপঞ্চ করিলে বিষ্ণুলোকে সদ্গতি হইয়া থাকে। তৎপরে অশোকাষ্টমী নামে খ্যাত শুক্লাষ্টমী এই তিথিতে মনুষ্য অশোককালিকাযুক্ত বারিপান ও গঙ্গাস্নান করিলে শোকভাজ হয় না। হে দেবদেববাঞ্ছিত চৈত্র-মাসোদ্ভব অশোক! আমি শোক-সন্তপ্ত হইয় তোমায় পান করিতেছি, আমায় সর্ব্বদা শোক-রহিত কর; এই মন্ত্রদ্বারা অশোককলিকাযু বারি পান করিবে। হে মহেশ্বরি শোকনাশিনি মাতর্গঙ্গে দেবি! হে অশো তুমিও ইহলোক ও পরলোকে আমার শোক হরণ কর; এই মন্ত্র দ্বারা গঙ্গাজলে স্ করিবে। তৎপরে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শ্রীরামনবমী; এই দিনে ভগবান্ বিষ্ণু, দুষ্ট রাবণ ব নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই তিথিতে যে মনুষ্য উপবাস করত ভরত, ল ও সীতার সহিত ভগবান্ রামের পূজা করে, তাহার পুনর্জ্জন্ম-নিবন্ধন ক্লেশ পাইতে না। এই দিনে উপবাস ও পূজা করিয়া দশমীদিনে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে তিল দ্বারা শত হোম করিবে। তৎপরে শুক্লাত্রয়োদশী; এই তিথিতে সর্ব্বকাম সম্ লাভের নিমিত্ত কামদেবের পূজা করিতে হয়। তৎপরে মদনচতুর্দ্দশী, ইহা শি প্রিয়তিথি। এই তিথিতে যে ব্যক্তি মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সমূল দমনক পুষ্প মহাদেবকে নিবেদন করে, সে সমস্ত চৈত্র মাসের অর্চ্চনার ফলভাগী হইয়া থাকে হে সখীদ্বয়! অগুরু, চন্দন, কর্পূর, কুঙ্কুম, মাল্য, বস্ত্র ও বিবিধ নৈবেদ্য দানে তাঁহ পূজা করিলে, ধ্বজ, ছত্র ও বিতানাদি প্রদান করিলে এবং রাত্রিজাগরণ করিলে অশ্বমেধ অপেক্ষা মহৎ পুণ্য লাভ হয়। তৎপরে চিত্রানক্ষত্রযুক্ত সৌভাগ্যদা চৈত্রী-পূর্ণিমা, এই তিথিতে চিত্রানক্ষত্রের পূজা করিলে চন্দ্রলোকে গতি হয় এবং তিথিতে ভক্তিভাবে আমার পূজা করিতে হয়। যদি চৈত্রী-মন্বন্তরা শনি সূর্য্য গুরুব ঘটে, তাহা হইলে সেই দিনে স্নান করিলে মানব অশ্বমেধ যজ্ঞের অধিক পুণ্য ল করে। দানে ও পিতৃতর্পণে অক্ষয় হয়। বৈশাখ মাসে শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথি ভগবান্ বিষ্ণু যব উৎপাদন ও সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং ত্রিপথগা

স্বর্লোক হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। এই তিথিতে যব দ্বারা হোম ও যব দ্বারা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। সংযত থাকিয়া দ্বিজাতিগণকে যব দান করিবে ও যব ভোজন করাইবে। শঙ্কর, গঙ্গা, কৈলাস, হিমাচল, ভগীরথ ও সমস্ত সাগর পূজা করিবে। এই দিনে স্নান, দান, তপঃ, শ্রাদ্ধ, জপ ও হোমাদি; যাহা যাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিষ্পাদিত হয়, তাহাতে অনন্ত ফল হইয়া থাকে। বিশেষতঃ গঙ্গাতীরে সমস্তই অক্ষয় ফল প্রদান করে। জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লা চতুর্থীতে উমাদেবী জন্মগ্রহণ করেন; অতএব উক্ত তিথিতে স্ত্রীভাগ্যবৃদ্ধির নিমিত্ত নানাবিধ উপচারে নৃত্যগীত উৎসব সহকারে নরগণ তাঁহার পূজা করিবে, বিল্বপত্রে হোম করিবে ও বহু ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী দশহরা নামে খ্যাত। যদি উক্ত দশমী মঙ্গলবারে হস্তানক্ষত্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে বিশেষরূপে তীর্থ বলিয়া গণ্য হয়। এই দিনে স্নান ও দানে মহাপাতক বিনষ্ট হয়। যে কোন নদীতে পিতৃপুরুষ-উদ্দেশে কুশ-তিলোদক প্রদান করিলে দশজন্মার্জ্জিত দশবিধ পাপ হইতে বিমুক্তি হয়। এই দিনে মাল্য-চন্দনাদি দ্বারা গঙ্গাপূজা, গঙ্গাস্তব শ্রবণ করিবে ও বহু ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। এই দিনে হিমালয় শৈল হইতে গঙ্গা ধরণীতলে অবতীর্ণ হন; অতএব এই দিনে শঙ্কর, বিরিঞ্চি, ভগীরথ, কুলাচল, পৃথ্বী, সাগর, হংস, বক, কারণ্ডব ও স্ত্রী পক্ষিগণের পূজা করিবেক। বিশেষতঃ শ্বেতকরবীর পুষ্প দ্বারা শত হোম করিবেক। এইরূপে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র ভক্তিপরায়ণ হইয়া দশহরাপূজা করে; কলিযুগে সে অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হয়। জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা জ্যেষ্ঠানক্ষত্র বা অনুরাধাযুক্ত হইলে মহাজ্যৈষ্ঠী নামে কথিত হয়। তন্মধ্যে শনিবারের যোগ হইলে ফলাধিক্যে প্রশস্ত হয়। উক্ত মহাজ্যৈষ্ঠীতে যে পুরুষ ভগবান্ পুরুষোত্তমকে দর্শন করে, সে বিষ্ণুলোকে গমন করে ও গঙ্গাস্নান করিলে মুক্তিলাভ করে। ভগবতী মহাজ্যৈষ্ঠী সহস্র চন্দ্রগ্রহণ ও শত সূর্য্যগ্রহণের ফল দান করেন। গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ, জপ, স্নান ও দানে বিশেষ ফল হইয়া থাকে। আষাঢ়ী পূর্ণিমার পর শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি, মহা বাজসনী-শাখাধ্যায়ী দ্বিজগণের মতে উপাকর্ম্মাখ্য সংস্কার বিষয়ে প্রশস্ত। অন্য মতে কেবলমাত্র তিথিও প্রশস্ত। অগ্নি সখি! অষ্টাবিংশযুগের কলিযুগে ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতিথিতে দেবকীর গর্ভে ভগবান্ কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। এই তিথিতে প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র, গোধূম, যব, পিষ্টক, দুগ্ধ, ভোজ্য, পেয় ও নানাবিধ ফল দ্বারা যশোদা দেবকী ও কৃষ্ণের পূজা এবং নৃত্যগীত মহোৎসব সহকারে রাত্রিজাগরণ করিলে মনুষ্যের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। কেবলমাত্র অষ্টমীতিথিতেও এই পূজা যথাবিধি করা যায়, কিন্তু ঐ তিথি রোহিণীযুক্ত নিশীথব্যাপিনী হইলে তাহাতে পূজা অধিক-ফলপ্রদ হয়। এই যোগের নাম জয়ন্তী—দেবগণেরও প্রশংসনীয়। এই দিনে উপবাস, জাগরণ ও মহোৎসব করিবে এবং শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও জন্মকথা শুনিবেক। পূজা, উপবাস ইত্যাদি কর্ম্মে নবমীবিদ্ধা

অষ্টমী গ্রাহ্য বটে, কিন্তু জন্মাষ্টমী—যে দিনে অর্দ্ধরাত্রব্যাপিনী হইবে, সেই দিনেই বৈদিককার্য্য করিতে হইবে। সেই দিনে ভক্তিভাবে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিলে বাল্য কৌমার, যৌবন বা বার্দ্ধক্যে সপ্তজন্ম ব্যাপিয়া যে পাপ অর্জ্জিত হয়, তাহা সামান্য হউব বা অধিক হউক, তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে। আর হোম, জপ, দান অথবা অন্য যাহ কিছু সম্ভবে, তৎসমস্তেরই ফল শতগুণিত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। সেই রাত্রে উপবাসেং মহাপাতক পর্য্যন্ত বিদূরিত হয়। এইরূপে সম্যক্ বিধি পালন করিয়া পরদিন অরুণোদয় কালে কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই নদী কিংবা জলাশয়ে গমন পূর্ব্বক ভক্তিভাবে সেই প্রতিমাগুলির স্নান করাইবে এবং তথায় মহোৎসব করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইবে। তিথি ও নক্ষত্রের অবসানে বৈষ্ণবগণের সহিত আনন্দে পারণ করিবে। হে সখি! যদি তিথি ও নক্ষত্র একপ্রহর রাত্রির অধিক থাকে, তাহা হইলে ইচ্ছাক্রমে পারণ আচরণ করিবে। গুরু অথবা ব্রাহ্মণকে বিত্তশাঠ্য না করিয়া দক্ষিণা দিবে। নন্দনবমীদিনে বিবিধ উপচারে গোপূজা করিবে। গোগণের প্রীতি হইলে ধর্ম্ম ও সম্পৎ উভয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ভাদ্র-মাসের কৃষ্ণপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রে সামবেদী দ্বিজগণের উপাকর্ম্মাখ্য সংস্কার মহাফলজনক। ভাদ্রমাসের শুক্লতৃতীয়া মন্বন্তরা; সেইদিনে স্ত্রীগণের উৎসব ও স্নানদানাদি পুণ্যজনক। তৎপরে পঞ্চমী তিথিতে নাগদেবতার অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে ঐ ভাদ্রমাসে শুক্ল-পক্ষের ষষ্ঠী পাপহরা নামে কল্যাণদায়িনী,—ইহাতে স্নানদানাদির অক্ষয় ফল হইয়া থাকে। তৎপরে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে দ্বাপর যুগ প্রবর্ত্তিত হয়,—এই তিথি মহাফলদায়িনী। তৎপরে শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ভগবান্ হরির আজ্ঞায় স্বয়ং ইন্দ্র পৃথিবীর ধান্য, শস্য ও ওষধি সকল পালন করিয়া থাকেন; অতএব উক্ত শুক্লপক্ষে ইন্দ্রদেবের মূর্ত্তি পটে অঙ্কিত করিয়া ভার্য্যা, বাহন, আয়ুধ ও পরিবারবর্গের সহিত প্রতিদিন পূজা করিবে। বিশেষতঃ ঐ দেবের পূজা করা রাজার অতীব কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে এই বিশেষ যে, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে শিবদুর্গার পূজা করিতে হয়। কিন্তু দ্বাদশী তিথিতে রাজা স্বয়ং শক্রোত্থাপনপূর্ব্বক পূজা করিবেক। এই দ্বাদশী তিথিতে নিদ্রিত ভগবান্ হরি পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই তিথি শ্রবণাযুক্ত হইলে শ্রবণাদ্বাদশী নামে উক্ত হয়। এই দিনে কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই তিথিতে স্নান, দান ও উপবাসাদি কার্য্য বৈষ্ণবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। এই শুক্লপক্ষে সিংহ রাশির অংশে সাত (শেষ) দিন যাবৎ গৃহস্থ ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতঃকালে অগস্ত্যদেবের পূজা করিবে। পঞ্চরত্ন, ঘৃত, পায়স, নানাবিধ ভক্ষ্য ও ফল দ্বারা তাম্রপাত্রে করিয়া অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ-চতুর্ভুজ কুম্ভযোনিকে দক্ষিণামুখ হইয়া সুবর্ণপ্রতিমায় পূজা করিতে হয়। উক্ত প্রতিমা ধান্য ও পট্টবস্ত্রযুক্ত করিয়া ঘটে নিহিত করিবে। পরে দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এইরূপ বিধানে অগস্ত্যকে অর্ঘ্য দান করিয়া, হে কাশ-কুসুমপ্রভ, অগ্নিমারুত সম্ভব,

মিত্রাবরুণের পুত্র কুম্ভযোনে। তোমায় নমস্কার, এই বলিয়া প্রণাম করিবে। তৎপরে হোম করিয়া ফল সমর্পণ করিবে। হে সখি! যে ব্যক্তি এইরূপ বিধানে অগস্ত্য দেবকে সাতটী অর্ঘ্য প্রদান করে, সে রূপবান্ ও আরোগ্যসম্পন্ন হইয়া অন্তে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ অগস্ত্য নক্ষত্র যাবৎ আকাশে উদিত হন, তাবৎকাল কন্যা ও সিংহ রাশির অংশ মধ্যে তাঁহার পূজা করিতে হয় এবং পায়স ও ফলাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে হয়। তৎপরে বিশুদ্ধ দক্ষিণা দানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে সমস্ত দান করিবে। হে ভগবন্! যদি তোমার প্রসাদে আমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তোমাকে পুনরায় পূজা করিব; এই বলিয়া কাশীবাসী কুম্ভযোনিকে পূজা করিবে। হে সখি! এইরূপে পঞ্চদশটী কালতীর্থ তোমাদিগকে বলিলাম, এক্ষণে পক্ষতীর্থ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

দেবী কহিলেন, হে সখীশ্বর! আশ্বিনমাসে কৃষ্ণপক্ষের তিথিগুলি পিতৃগণের পরম-প্রীতিপ্রদ তীর্থস্বরূপ, উহাতে পিতৃগণ পিণ্ডাদি কামনা করিয়া থাকেন; অতএব উক্ত পক্ষে প্রত্যহ পার্ব্বণ-বিধিক শ্রাদ্ধ করিবে। রবি কন্যাস্থ হইলে মর্ত্ত্যবাসিগণ প্রয়ত হইয়া এইরূপ বিধানে পিতৃরূপে অধিষ্ঠিত আমার পূজা করিবে। এই শ্রাদ্ধরূপে পূজা আমার সাতিশয় প্রীতিকরী। আমিই স্বধা, স্বাহা, নমঃ ও ওঙ্কার। বিশেষতঃ ভগবান্ বিষ্ণু শয়ন করিলে আমিই স্বয়ং সর্ব্বথা বিদ্যমান থাকি; অতএব এই অপর পক্ষে প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করিবে। তাহাতে অশক্ত হইলে পঞ্চমী হইতে দশমী পর্য্যন্ত;—তাহাতে অশক্ত হইলে তিন দিনমাত্র; তাহাতেও যদি না পারে, তবে অমাবস্যা তিথিতে মাত্র শ্রাদ্ধ করিবে। তাহাও যদি না করিতে পারে, তবে দীপান্বিতা অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য, অতএব অপর পক্ষে গৃহস্থ শ্রাদ্ধ ও তর্পণ বিষয়ে যত্নবান্ হইবে। এই পক্ষে গঙ্গায় অথবা অন্য তীর্থে সতিল তর্পণ করিবে। নিষিদ্ধ দিনেও তিল-তর্পণে কোন প্রত্যবায় হইবে না। পুত্রবান্ গৃহস্থ মঘাত্রয়োদশীতে পিণ্ডদান করিবে না। যুদ্ধ, জল-মজ্জন, অগ্নিদাহ ও উচ্চস্থান হইতে পতনে মৃত ব্যক্তিদিগের পিণ্ডদান চতুর্দ্দশী তিথিতে করিবে, অমাবস্যায় কাম্যশ্রাদ্ধ করিতে পারে। এই তিথিতে উপসর্গ ও আত্মহত্যায় মৃত ব্যক্তিদিগের পিণ্ডদান ও তর্পণ কর্ত্তব্য। প্রসবকালে মৃতনারীরও শ্রাদ্ধ এইদিনে করিবে। এই পক্ষের অষ্টমী তিথিতে শাক দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের পরম প্রীতি হইয়া থাকে। ত্রয়োদশীতে মধু ও পায়সে শ্রাদ্ধ অতি প্রীতিকর। কাম্য না হইলে

পুত্রবান্ গৃহস্থও তাহা করিতে পারে। আশ্বিনমাসের এই কৃষ্ণা ত্রয়োদশীকে যুগাদ্যা কহে। অতঃপর শারদীয়া পূজার তিথি বলিতেছি, শ্রবণ কর। জাবালি বলিলেন, হে গুরো! স্বয়ং ভগবতী দেবী কিরূপে স্বধা-ভোজন করিয়া থাকেন? অথবা অকালে শারদীয়াপূজা কেমনে হয়? তাহা বলুন। ব্যাস কহিলেন, হে দ্বিজ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, সর্থীয়র তাহাই সাক্ষাৎ দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাই তোমাকে বলিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। সর্থীয়র বলিলেন, অয়ি শিবে! তুমি পিতৃরূপা, স্বধার্থিনী; শরৎকালে তোমার পূজা নিত্য কিরূপে হইল? তাহা বলুন।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

দেবী কহিলেন, সূর্য্যবংশে উৎপন্ন, সপ্তদ্বীপপতি দশরথ নামে কোশলারাজ্যে এক প্রবল রাজা ছিলেন। তিনি যাগশীল, দাতা, শাস্ত্রজ্ঞ, সৎপরাক্রম ও অতিধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার সার্দ্ধ সপ্তশত ভার্য্যা ছিল; তন্মধ্যে কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা নামে তিন মহিষী সুশীলা ও সৌভাগ্যবতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের গর্ভে অনুরূপ সন্তান তাঁহার হয় নাই। রাজা তাহা দেখিয়া বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের শরণাগত হইলেন। তদীয় সাহায্যে পুত্রেষ্টি আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত বৈকুণ্ঠলোকে গমনপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠপতিকে বলিলেন, হে বৈকুণ্ঠপতে জগন্নাথ নারায়ণ। হে কেশব! হে জনার্দ্দন! হে অনন্ত! হে মাধব! হে হৃষীকেশ! লঙ্কায় যে রাক্ষসপতি দুর্দ্দান্ত রাবণ আছে, ইহা আপনার অবিদিত নহে; হে নাথ! তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত আপনি মর্ত্ত্যলোকে গিয়া মনুষ্যদেহ ধারণ করুন। আমি তাহাকে "সকলের অবধ্য হইবে" বলিয়া তদীয় ঈপ্সিত বর প্রদান করিয়াছি বটে; কিন্তু হে জনার্দ্দন! 'মানুষ আমার ভক্ষ্য মধ্যে গণ্য' এই গর্ব্ববশতঃ মন্দবুদ্ধি সেই রাবণ মোহান্ধ হইয়া মানুষের নিকট অবধ্যতা গ্রহণ করে নাই; অতএব আপনি মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কণ্টকস্বরূপ রাবণকে বধ করুন। মর্ত্ত্যলোকে রাজা দশরথ পুত্রার্থী হইয়া যজ্ঞ করিতেছেন; হে মাধব! আপনি সেই বৈষ্ণবচূড়ামণি রাজা দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করুন। ভগবান্ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমিও ইহা যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আমি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া সেই রাক্ষসকে বধ করিব বটে, কিন্তু আপনার সহিত কিঞ্চিৎ গোপনীয় কর্ত্তব্য আছে। দেবগণ স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করুন এবং মদীয় সাহায্যের নিমিত্ত ঋক্ষ-বানরযোনিতে ভূতলে অবতীর্ণ হউন ও অপরকে অবতীর্ণ করুন। ভগবান্ কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া দেবগণকে তত্তৎকার্য্যে

নিযুক্ত করিয়া ব্রহ্মার সহিত পার্ব্বতীর আবাসভূমি কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিলেন। ভগবান্ দেবদেব তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই তিন জনে উমারূপী আমার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আমায় প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে মদীয় দেহ হইতে মহামেঘনীলা অষ্টাদশ-ভুজা নবযৌবনসম্পন্না নানাভরণ-ভূষিতা অর্দ্ধচন্দ্র-মৌলি স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্টা লোলনয়না কল্যাণকরী এক ভগবতী জয়ন্তী প্রভৃতি অষ্টদেবীসহ নির্গত হইলেন। তাঁহারা সেই ভগবতীকে প্রণাম করিয়াই স্ব স্ব অভীষ্ট জানাইলেন। তন্মধ্যে বিষ্ণু ঈশানকে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন, হে মাতঃ বিষ্ণুমায়ে! অদ্য এই ব্রহ্মা দেবগণের সহিত লোকপীড়ক রাবণের বধনিমিত্ত আমায় উপরোধ করিয়াছেন; অতএব তাহাকে বধ করিতে আমি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইতেছি, দেবগণও ঋক্ষ-বানরযোনিতে অবতীর্ণ হইবেন; কিন্তু এই দুরাত্মা রাবণ আপনার সেবা করিয়াছে ও যাবজ্জীবন প্রতিদিন শিবপূজা করিয়াছে। অয়ি শৈলতনয়ে! যে আপনার ও শিবের ভক্ত, সেই আমার ভক্ত; তবে কিরূপে সেই রাবণকে বধ করিব? সে ত আমায় কখন দ্বেষ করে না। আপনারা দেব দেবী উভয়েই তাহাকে এত বর্দ্ধিত ও বলগর্ব্বিত করিয়াছেন। বিশেষতঃ আপনি দেবী লঙ্কেশ্বরী-মূর্ত্তিতে তাহার শুভবিধানে নিরত আছেন; অতএব রাবণকে বধ করিয়া ত্রিভুবন-রক্ষার নিমিত্ত এক অতুলনীয় উপায় উদ্ভাবন করুন; যাহাতে সে আপনার অপ্রীতি বশতঃ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। দেবী কহিলেন, দেবপতি ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা বলিলে চণ্ডবিক্রমা ভগবতী চণ্ডিকা হাস্য করত তাঁহাকে বলিলেন, হে কেশব! সেই রাবণ ভক্তিসহকারে আমার আরাধনা ও উপাসনা এবং শম্ভুরও আরাধনা করিয়াছে সত্য। তাহাতেই সে তাদৃশ সম্পদ্ লাভে সমর্থ হইয়াছে। অধিক কি, দুর্লভ বস্তু পাইতে তাহার কিছুই অবশিষ্ট নাই। এক্ষণে সে নিজ-বিনাশের নিমিত্ত লোকপীড়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমিও সেই দুরাত্মা রাবণের নিধনো-পায় চিন্তা করিতেছি। যখন স্বয়ং ব্রহ্মা তাহাকে বর দিয়াছেন, তাহাতে আবার সে আমার ও শিবের ভক্ত, অতএব তোমার ভক্ত; মনুষ্য ত তাহার ভক্ষ্য মধ্যে গণ্য; তখন সে কেমনে মরিবে? তবে ব্রহ্মা যে মনুষ্যভাবে তদ্বধে তোমায় উপরোধ করিয়া উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমি লঙ্কা ত্যাগ না করিলে তাহার নিধন হইবে না; অতএব যাহাতে আমার লঙ্কাত্যাগ ঘটে, সেই উপায় বলি, শ্রবণ কর। তুমি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইলে, সেই দুরাত্মা মানুষীরূপে অবতীর্ণ আমার বিভূতিস্বরূপ তোমার পত্নী শ্রীদেবীকে হরণ করিবে। যখন সেই লক্ষ্মী-সুন্দরী তদীয় পুরী লঙ্কায় গমন করিবেন, তখন আমি শঙ্করের অনুমতিক্রমে লঙ্কাপুরী ত্যাগ করিব। আর যখন সেই দুরাত্মা আমার প্রতিনিধিস্বরূপ তোমার পত্নী লক্ষ্মীকে অবজ্ঞা করিবে, তখন জানিবে, সে নিধন প্রাপ্ত হইবে; অতএব তুমি

মানুষমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তদ্বধে যত্নবান্ হও। আমাকে স্মরণ করিবা মাত্র আমি তুষ্ট হইয়া তোমার সাহায্য করিব, এক্ষণে এই শম্ভুকে প্রসন্ন কর। দেবী বলিলেন, ভগবতী চণ্ডিকা, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের সমক্ষে এই কথা বলিলে পর, তখন কেশব পরম প্রীত হইয়া শিবের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন ভগবান্ শিব দেবীর অনুমতিক্রমে হরিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে বলিলেন, হে ভগবন্! আমি ভূতলে বানরযোনিতে অবতীর্ণ হইয়া তোমার আনন্দ বিধান করিতে ত্রিলোকী-দুষ্কর কর্ম্ম করিব ও অলৌকিক বিক্রমে তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইব। আর নন্দী রাক্ষসপতি উক্ত রাবণকে অভিশাপ দিয়াছিল যে, আমার তুল্যমুখ জীব তোরে বধ করিবে; অতএব আমি বানর-মূর্ত্তিতে তোমার আনন্দ বর্দ্ধন করিব। আমি ঐ মূর্ত্তিতে লঙ্কায় গমন করিলে পর দেবী লঙ্কাপুরী ত্যাগ করিবেন। এক্ষণে ব্রহ্মা এই কার্য্যে কি সাহায্য করিবেন বলুন। দেবী বলিলেন, ভগবান্ শূলপাণি কৃষ্ণকে এই কথা বলিলে পর, তিনি পরম আনন্দিত হইয়া আনন্দাশ্রু-পূর্ণনয়নে ব্রহ্মার মুখপানে তাকাইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, আমিও ভল্লুকযোনিতে অবতীর্ণ হইয়া মহাবলশালী, শুভাশুভদর্শী তোমার মন্ত্রী হইব। অগ্রেই সাক্ষাৎ ধর্ম্মদেব বিভীষণরূপে তথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হে দেব! রাক্ষসপতি রাবণ সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হইবে, তুমি মনুষ্যভাব অবলম্বন কর। দেবী বলিলেন, অয়ি সখি বিজয়ে ও জয়ে! সেই ব্রহ্মাদি দেবগণ এই কথা বলিয়া সেই দুষ্ট রাবণকে নিহত বোধ করিয়া আনন্দভরে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ও পরে যথোচিত কার্য্য করিলেন। অনন্তর স্বয়ং ভগবান্ হরি অজরাজের পুত্র নৃপতি দশরথের তিন মহিষীর গর্ভে উৎপন্ন হইবার নিমিত্ত ভূর্লোকে গমন করিলেন। তিনি এক হইলেও চারি ভাগে চরু বিভক্ত হওয়ায় চারি মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; অতএব দশরথের পুত্রচতুষ্টয়কে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে হইবে।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮॥

একোনবিংশ অধ্যায়।

দেবী বলিলেন, রাজা দশরথের ঔরসে কৌশল্যার গর্ভে রামের জন্ম। কেকয়ীর গর্ভে ভরতের ও সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে যমজ পুত্রের জন্ম হইল। রাম ও ভরত দূর্ব্বাদলশ্যাম এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন কাঞ্চন-গৌরবর্ণ ছিলেন, এইরূপে সকলেই সুন্দর-মূর্ত্তি ছিলেন। সুলক্ষণাক্রান্ত লক্ষ্মণ বাল্যকাল হইতে রামের ও শত্রুঘ্ন ভরতের অনুগত হইলেন। তাঁহারা সকলেই লোকরঞ্জক ও সদা ধর্ম্মাচরণে তৎপর ছিলেন। একদা মহর্ষি

বিশ্বামিত্র অযোধ্যায় সমাগত হইয়া রাজা দশরথের নিকট রামচন্দ্রকে ভিক্ষা চাহিলেন। রাজা অতিকষ্টে লোকাভিরাম রামচন্দ্রকে তদীয় হস্তে অর্পণ করিলেন। রামচন্দ্রও পিতাকে প্রণামপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া গমন করিলেন। পথে যাইতে যাইতে তারকা-রাক্ষসীকে বধ করায় বিশ্বামিত্র মুনির কাছে নানা অস্ত্র লাভ করিয়া তাঁহার সহিত রক্ষো-ভয়াক্রান্ত তদীয় যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। তথায় সুবাহুকে বধ ও তাড়কা-পুত্র মারীচকে এক বাণ দ্বারা শত যোজন দূরে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করত যজ্ঞরক্ষা করিয়া মুনিগণের শুভাশীর্ব্বাদ-ভাজন হইলেন। তদনন্তর বীরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ, দুই ভ্রাতা বিশ্বামিত্র ও অন্য অন্য মুনিজনের সহিত মিথিলায় প্রস্থান করিলেন। পথে গমনকালে ইন্দ্রধর্ষিত, গৌতমমুনির শাপে পাষাণ-মূর্ত্তিতে পরিণত অহল্যাদেবীর শাপমোচন ও তদীয় পতি গৌতমের সহিত তাহাকে সম্মিলিত করিয়া রঘুনন্দন মিথিলানগরে প্রবেশ পূর্ব্বক জনকরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বিশ্বামিত্র মুনি জনক রাজাকে রাম ও লক্ষ্মণের পরিচয় প্রদান করিলে তিনি সাতিশয় আনন্দ-মগ্ন হইলেন। অনন্তর রামচন্দ্র সুরগণের শৌর্য্যনাশন শৈবধনুর কথা শুনিয়া তাহা আনিলে পর নত করিয়া ভীম-নিনাদে ভঙ্গ করিলেন। তাহাতে রাজা জনক আনন্দোৎফুল্ল হইয়া দূত দ্বারা ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত নৃপতি দশরথকে নিজ পুরীতে আনায়ন করাইয়া তদীয় পুত্রগণকে কন্যাদান করিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে সীতা, ভরতকে মাণ্ডবী, লক্ষ্মণকে উর্ম্মিলা ও শত্রুঘ্নকে শ্রুতকীর্ত্তি নামে কন্যা দিলেন। এইরূপে সম্মানিত হইয়া সেই চারি ভ্রাতা স্ব স্ব পত্নীর সহিত অযোধ্যায় গমনে প্রবৃত্ত হইলে পথে পরশুরামের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তখন প্রভু রঘুনন্দন তাঁহারই ধনু ও একমাত্র বাণে দর্প, প্রচণ্ডকোপ ও স্বর্গপথ সংহার করিয়া তদীয় ধনু গ্রহণ করিলে পরশুরাম কর্ত্তৃক প্রণত ও স্তুত হইয়া আনন্দিত সর্ব্বজনের সহিত নিজবিরহ-কাতর পৌরবর্গকে দ্বিগুণিত আনন্দে পূর্ণ করত সস্ত্রীক অযোধ্যায় আগমন করিলেন অনন্তর কতিপয় দিবস পরে ভরত মাতামহালয়ে গমন করিলে রাজা দশরথ সর্ব্বজন-সম্মতিক্রমে রামের রাজ্যাভিষেক বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কৈকেয়ী মন্থরা দাসীর মুখে সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া প্রথমে আনন্দপ্রকাশ করিলেন; কিন্তু পরে উক্ত দাসীর পরামর্শে বর্ষাকালীন গঙ্গার ন্যায় তদীয় বুদ্ধি বিকৃত হওয়ায় তিনি নিজ পুত্র ভরতকে রাজ্যশ্রী প্রতিপাদন করিতে ভূপতিকে সত্যপাশে বদ্ধ করিয়া বিধিনিয়োগ বশতঃ গুণাভিরাম সর্ব্বমনোরম রামচন্দ্রকে কটুবাক্য-প্রয়োগপূর্ব্বক নির্ব্বাসিত করিলেন। হে সখি জয়ে ও বিজয়ে! রঘুনন্দন রাম পিতৃসত্য-পালনের জন্য হস্তগত রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগপূর্ব্বক সকল লোককে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া অরণ্যবাসে যাত্রা করিলেন। তিনি শোকার্ণবে মগ্ন পিতা ও মাতা কৌসল্যা ও সুমিত্রাকে প্রণাম করত দণ্ডিতবদনে গমনোন্মুখ হইলেন। সীতা ও মহাবল-পরাক্রান্ত লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগমন

করিলেন। নিদারুণা কৈকেয়ী জটাজিন-চীরধারী রাজীবলোচন রামকে ‘বনে যাও’ বলিয়া ত্বরা দিতে লাগিল। রামচন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া শুক্ল পক্ষের দশমীতিথিতে পুষ্যানক্ষত্রে নগর হইতে বহির্গত হইলেন। রাম সহাস্যমুখে রাজ্যের প্রতিনিধি বনবাসে অভিরুচি করিয়াছিলেন। পৌরবর্গ সুমন্ত্র চালিত তদীয় রথের অনুগমন করিল। তিনি নৌকা দ্বারা সরয়ূ পার হইয়া গঙ্গা দর্শন করিলেন। সীতা ভক্তিপূর্ব্বক সুরধুনীকে প্রণাম ও স্তব করিলে ধীবরের সাহায্যে তাহারা গঙ্গার অপর পারে উপস্থিত হইলেন। তথায় শৃঙ্গবেরপুরে মৎস্যজীবী গুহকের আলয়ে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সুমন্ত্র সারথি ও পৌরগণ রামকর্ত্তৃক বিসর্জ্জিত হইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে পর রাজা দশরথ বহু বিলাপ করিয়া রামচন্দ্রধ্যানে প্রাণত্যাগ করিলেন। ওদিকে রামচন্দ্র ধনুর্হস্তে মুনিবৃন্দকে রক্ষা করত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে ভরদ্বাজ মুনির আদেশক্রমে চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করিলেন। তখন অমাত্য ও বসিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজগণ রাজশূন্য রাজ্য দেখিয়া ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনাইয়া মৃত রাজার ঔর্দ্ধদেহিক-ক্রিয়া-কলাপ করাইলেন। রাম-শূন্য পুরী দেখিয়া ভরত মাতাকে ভর্ৎসনা করত মাতৃগণ, শত্রুঘ্ন ভ্রাতা, পৌর, অমাত্য ও অনুচরবর্গসহ রামকে দেখিতে বনে গমন করিলেন। তিনি বহুদেশ উত্তীর্ণ হইয়া ভরদ্বাজ মুনিকে প্রণাম পূর্ব্বক চিত্রকূট পর্ব্বতে চীরজটাধারী রামকে দেখিলেন। বসিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষি, ভরত ও পৌরবর্গ প্রত্যাগমন করিতে পুনঃপুনঃ বলিলেও রাম কোন মতে সম্মত হইলেন না। তখন ভরত অনন্যোপায় হইয়া রামের পাদুকাদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাহারই রাজ্যাভিষেক করিয়া নন্দিগ্রামে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাম সান্নিধ্য পরিহার জন্য তথা হইতে দুর্গম দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিলেন। তথায় দনুপুত্র মহাবল বিরাধ নামক রাক্ষসকে বধ করিয়া পর্ণকুটীরদ্বয় নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পঞ্চবটী বনে অবস্থিতি করিলেন। হে সত্তীশ্বর! একদা শূর্পণখা নামে কামরূপিণী রাক্ষসী তথায় আসিয়া রামকে পতি করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। লক্ষ্মণ তাহার দুরভিসন্ধি দেখিয়া শর দ্বারা রামের আজ্ঞাক্রমে তদীয় নাসা কর্ণ ছেদন করিলেন। সেই রাক্ষসী এইরূপে ছিন্ননাসা ও ছিন্নকর্ণা হইয়া রোদন করিতে করিতে খরদূষণ প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গের সমীপে উপস্থিত হইল। তাহারা তন্মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দশ সহস্র সংখ্যায় সশস্ত্র হইয়া সমাগত হইল। রাম একাকী এক বাণ দ্বারা তাহাদিগকে বধ করিলেন দেখিয়া সেই রাক্ষসী রাবণের নিকটে গমন পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। রাবণ তন্মুখে তদীয় পত্নী সীতা পরম সুন্দরী শুনিয়া হরণ করিবার নিমিত্ত তাড়কাপুত্র মারীচের সাহায্য প্রার্থনা করিল। মারীচ ঈদৃশ কার্য্য করিতে রাবণকে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিলেও সে বলবৎ-কাল-প্রণোদিত হইয়া তদীয় হিতবাক্য শ্রবণ করিল না। তখন মারীচ “রামের হস্তে মৃত্যুই ভাল” এই বোধ করিয়া তাহাই

করিল। সে সুবর্ণ মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক সীতার দর্শনপথে উপস্থিত হইল। সীতা সম্মুখে বিচিত্র মৃগ দেখিয়া রামকে ধরিতে বলিলেন। রাম তৎক্ষণাৎ ধনুঃ হস্তে লইয়া লক্ষ্মণকে রক্ষক রাখিয়া তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। রাবণের কার্য্যার্থী সেই মারীচ রাক্ষস বিচিত্র মৃগরূপে যতই দূরে যাইতে লাগিল, রামও তাহার অনুগমনে বিরত হইলেন না। অবশেষে এক বাণ নিক্ষেপে তাহাকে ভূতলশায়ী করিলেন। পতনকালে সেই রাক্ষস "হা লক্ষ্মণ" এই শব্দ করিল। সেই শব্দ সীতার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি শীঘ্র যাও, দেখিতেছ না, মায়াবী রাক্ষস তোমার ভ্রাতাকে বিনষ্ট করিতেছে! যদি একান্ত না যাও, তবে বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। এইরূপ নানাপ্রকার কটুবাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণ তথায় গমন করিলেন। ইত্যবসরে রাবণ ভিক্ষুকবেশে আসিয়া, কৌশল্যা দেবী তোমাকে দেখিতে ইচ্ছুক; এই কথা বলিয়া সীতাকে রথে তুলিয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আকাশপথে রথ চালাইল। তখন সীতা আপনাকে রাক্ষসের রথস্থ দেখিয়া ও তৎকর্ত্তৃক হৃতাবোধ করিয়া 'হা রাম, হা লক্ষ্মণ' শব্দে আর্ত্তনাদ ও ভূতলে ভূষণাদি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হে সখি! তাঁহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া দশরথের সখা পক্ষিরাজ জটায়ু রাবণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিল। দৈব বশতঃ রাবণ তাহাকে নিপাতিত করিয়া লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক জনকনন্দিনীকে অশোকবনে রাক্ষসীগণ মধ্যে রাখিয়া দিল। তিনি রাম-বিরহে সদা তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করত বহুক্লেশে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র মৈথিলীকে চরু ভোজন করাইয়াছিলেন; তজ্জন্য যাবৎ তিনি তথায় ছিলেন তাবৎ তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই ছিল না। এদিকে রাম প্রত্যাগত হইয়া প্রিয়-পত্নী সীতাকে না দেখিতে পাইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি কবন্ধ নামক ঘোর রাক্ষসকে নিহত করিয়া শ্বাসমাত্রাবশিষ্ট জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন। জটায়ু একবার মাত্র "রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে" এই কথা বলিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিল। তদনন্তর রাম শবরীকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিধন-সাধন পূর্ব্বক বানররাজ সুগ্রীবাধিষ্ঠিত ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় হনুমান্, নল, নীল ও তার নামক বানরের সহিত অবস্থিত, বালিকর্ত্তৃক হৃতভার্য্যা, সুদুঃখিত, সূর্য্যপুত্র, বানররাজ বীর সুগ্রীবের সহিত তিনি সখিত্ব করিলেন। তিনি পদাঘাতে অস্থিকূটক্ষেপ, সপ্ততালভেদ ও রাবণবিজয়ী বালীকে বধ করিয়া কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যে সুগ্রীবকে স্থাপন করিলেন। শ্রাবণ মাসে এইরূপ কর্ম্ম করিয়া তিনি বনে অবস্থিতি করিলেন। সুগ্রীবও সীতার উদ্ধার বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া পুরে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর কার্ত্তিকী-পূর্ণিমায় সুগ্রীব রামসমীপে আসিয়া দূত দ্বারা কপিগণকে আনাইয়া রঘুনন্দনকে বলিলেন, হে প্রভো! এই জাম্ববান্ ও অঙ্গদপ্রমুখ ঋক্ষ ও বানরগণ আপনার কর্ম্মের জন্য উপস্থিত হইয়াছে। ইহারা সংখ্যায় দশলক্ষ এগার হাজার এক শতকোটি

সাতচল্লিশ লক্ষ দশ হাজার। তন্মধ্যে জাম্ববান্ লক্ষ ঋক্ষের অধিনেতা। সুমেরু ও মলয়াদি পর্ব্বতবাসী অপরাপর অনেক বানরই এস্থানে উপস্থিত আছে। ইহারা সকলেই মহাবলশালী; ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র সীতার অন্বেষণ করত একমাস মধ্যে সংবাদ আনায়ন করুক। এই বলিয়া বানরগণকে তিনি প্রেরণ করিলেন। জাম্ববান্ ও অঙ্গদ প্রভৃতি দক্ষিণদিকে গমন করিল ও অপরাপর বানরেরা সুগ্রীবের আদেশ মত নানাদিকে প্রস্থান করিল। অনন্তর হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণ সীতাকে না পাইয়া সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় মরণে কৃতসঙ্কল্প হইল। ইত্যবসরে পক্ষিশ্রেষ্ঠ দগ্ধপক্ষ সম্পাতি তাহাদিগের মুখে রামনাম শ্রবণে পক্ষ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া বলিল,—সীতা লঙ্কায় আছেন, রাবণ তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। দেবী বলিলেন,—তাহারা পক্ষিশ্রেষ্ঠ সম্পাতির মুখে এই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে আনন্দিত হইয়া সমুদ্রতীরে গমন করিল; কিন্তু দুস্তর সমুদ্র দেখিয়া তাহারা সকলেই চমকিত হইল। তন্মধ্যে হনুমান্ সমুদ্র-উত্তরণেচ্ছায় আকাশমার্গে উত্থিত হইল।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

হনুমান্ পথে সিংহিকা রাক্ষসীকে বিনাশ এবং মৈনাক পর্ব্বত স্পর্শ করিয়া সায়ংকালে লঙ্কায় প্রবেশ করেন, তৎপরে রাত্রিতে নগরী বিচরণ করিতে লাগিলেন। পবননন্দন সপ্তরাত্র নগরী অনুসন্ধান করত অনেক রহস্য অতিরহস্য স্থান দেখিতে পাইলেন, কিন্তু জানকীর দর্শন পাইলেন না। জানকীকে না দেখিতে পাইয়া অনুমানজ্ঞ হনুমান্ অনুমান করিলেন, জানকী মরিয়াছেন। কপিশ্রেষ্ঠ, অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতে করিতে রক্তপুষ্পিত অশোকবন দেখিতে পাইলেন। তথায় গিয়া, রাক্ষসীমধ্যে অবস্থিতা এক পরমা সুন্দরী রমণীকে দেখিয়া সুবুদ্ধি হনুমান্ সাধ্বীচিহ্ন দ্বারা স্থির করিলেন, ইনিই সীতা। রাবণ আসিয়া ভয়বিহ্বলা সীতাকে প্রলোভন দেখাইল, সীতা তাহাকে বারংবার ভর্ৎসনা করিলেন। বৃক্ষারূঢ় হনুমান্ এই সব দেখিয়া নিঃসন্দেহ হইলেন। হে সখীদ্বয়! অনন্তর, হনুমান্ বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক "আমি রামের দাস" এই কথা বলিয়া বৈদেহীকে প্রণাম করিলেন। সীতা সেই অদ্ভুত জীব অবলোকন এবং মধুরাক্ষর শ্রবণ করিয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। হনুমান্, সীতার বিশ্বাসজনক উত্তর দিলেন। অনন্তর, হনুমান্ রামের হস্তাঙ্গুরীয় অভিজ্ঞান প্রদান করিলেন। সীতা সেই সুপ্রভ অঙ্গুরীয় পাইয়া বক্ষে রাখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সীতা বলিলেন, কপিবর! তুমি নাথবৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়া উপস্থিত এই শ্রাবণমাসকে* আমার পক্ষে উত্তম অর্থযুক্ত

---

* শ্রবণ শব্দ হইতে শ্রাবণের উৎপত্তি।

করিলে। বৎস! চিরজীবী হও, সুখে থাক। অনন্তর, বীর হনুমান্, সীতাকে প্রণাম করিয়া, সেই ঘোর নিশীথে, পুনরায় নগরী দর্শন করিবার জন্ত উঠিলেন। তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, ঈশানকোণে তিন্তিড়ীবন-মধ্যস্থিত বিস্তৃত স্বর্ণবেদিকার উপর এক প্রফুল্ল অশোকবৃক্ষ; দেখিলেন, অত্যুত্তম তদীয় মূলদেশে, মণিমুক্তাদি-নির্ম্মিত পর্ব্বত-শৃঙ্গাকার, বৃহৎ-দ্বার কপাট-সম্পন্ন মনোরম মন্দির। মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত ছিল। দেখিলেন, মন্দিরাভ্যন্তরে, চারুচতুর্ভুজা ত্রিলোচনা, রুধিরবদনা শ্যামা; মুণ্ডমালা এবং মন্দার-কুসুমমালা তিনি ধারণ করিয়া আছেন; দেখিলেন, কল্যাণী, অট্টহাসা, দিগ্‌বসনা এবং যৌবনাভরণে উজ্জ্বলা; তাঁহার কটাক্ষে অসীম কামের বাসস্থল; দেখিলেন, সেই নূপুরশিঞ্জিনী দেবী, নৃত্য করিতেছেন ও শঙ্খ ঘণ্টাদি শুভবাদ্য বাজাইতেছেন। শ্বেত-পীতাদি অষ্টপ্রকার বর্ণশালিনী তদনুরূপা দিগম্বরা অষ্ট যোগিনী তাঁহার চতুর্দ্দিকে; তিনি রাবণের জয়কীর্ত্তন করিতেছেন। পবন-নন্দন তাহা দেখিয়া, দারুণ হুঙ্কার করত সদর্পে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক তথায় আপতিত হইলেন এবং ভয়ঙ্কররবে তাঁহাকে বলিলেন 'কে তুমি?' সেই দেবী চকিতনয়নে তাঁহাকে দর্শন ও নিজ যোগিনীগণকে সমাশ্বাস করিয়া হনুমান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, এবংবিধ বানররূপধারী কে তুমি? হনুমান্ বলিলেন, আমার নাম হনুমান্, আমি পবনদেবের বীরপুত্র। এক্ষণে শ্রীরামের দাস্য লাভ করিয়া তাঁহার সীতা-অন্বেষণ করিতে আসিয়াছি। আমি বন-শৈল-সাগরশালিনী সমগ্র ধরণীকে একগ্রাসে দন্তে দন্তে চিবাইতে পারি। এখন, রাবণের জয়াভিলাষিণী তুমি কে, তাহা বল। চণ্ডিকা বলিলেন, আমি মহাভুজা চণ্ডরূপা হিমালয়দুহিতা। মহাত্মা রাবণ ভক্তি দ্বারা আমাকে বশ করিয়াছে। আমার নাম চণ্ডিকা; কালী পার্ব্বতী ইত্যাদি অনেক নামও আমার আছে। এক্ষণে হে বানর! তোমার সেই (ধরণীগ্রাসী) ভীম রূপ আমায় প্রদর্শন করাও। দেবী বলিলেন, চণ্ডিকা এই কথা বলিলে, কামরূপী বীর পবননন্দন, ভীষণাকার হইলেন। নয়ন যেন বাহির হইয়া আসিতে লাগিল, মুখমণ্ডল অতি বৃহৎ হইল; চণ্ডিকা দেখিলেন, হনুমানের শরীরে, নখদন্তাগ্র-বিলগ্ন কোটি কোটি রাক্ষসদেহ। দেখিলেন, হনুমানের রোমসন্ধিতে তথাবিধ ভীমাকৃতি লক্ষকোটি বানর; আর মস্তকে অবস্থিত মহাবলসম্পন্ন, মহাসত্ত্ব, নবদূর্ব্বাদলশ্যামল কমল-লোচন রাম শরবিদ্ধ রাবণের প্রাণ হরণ করিতেছেন, আর বাম হস্তে কুম্ভকর্ণকে শরাসন-মুষ্টিতে ধারণ করিয়া আছেন। চণ্ডিকা দেখিলেন, হনুমানের ললাটদেশে রোচনা তিলকবৎ জাজ্বল্যমানরূপে লক্ষ্মণ অবস্থিত। হে সখি! রণভূমিতে অতিকায় ইন্দ্রজিৎকে তিনি শরাসন-মুষ্টিতে ধারণ করিয়াছেন। চণ্ডিকা দেখিলেন, লক্ষ্মণ-কিরীটে অবস্থিতা জানকী, শ্রীরামের চরণ-যুগলে নিহিত-দৃষ্টি। দেখিলেন, সেই জানকীকে রাবণ-অবলোকন করিতেছে। হে সখি! আর হনুমানের জ্রমধ্যে দেখিলেন, লঙ্কা নগরটী রাক্ষসগণের সহিত প্রজ্বলিত হইতেছে ও মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ

বিভীষণ লঙ্কেশ্বররূপে হনূমানের হৃদয়ে দীপ্তি পাইতেছেন। শিবা এইরূপে হনূমানের অঙ্গে সকল তত্ত্ব দর্শন করিলেন। তখন মহেশ্বরী বিস্ময়সহকারে বলিলেন, আমি জানি, তুমি সাক্ষাৎ রুদ্র, রাবণবধের জন্য বানর-মূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক রামের অধীন হইয়াছ। আমার এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, তাহা বল এবং সৌম্যভাব অবলম্বন কর। দেবী বলিলেন, চণ্ডী দেবী এই কথা বলিলে, বানর-পুঙ্গব তাঁহাকে বলিলেন, রাবণ-পালিতা লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যান্; যে ব্যক্তি সীতার অবমাননা করিয়াছে, তাহার—সেই রাবণের—জয়াকাঙ্ক্ষা আপনি করিবেন কেন? তুমি এই লঙ্কায় থাকিতে রাম রাবণ বধ করিবেন না। রাবণ বধ না হইলে, জগৎ সমূলে বিনষ্ট হইবে। আর আপনি যদি এই শক্তিরূপা লঙ্কাকে পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে, আমার যে শক্তি দেখিলেন, তাহাও কুণ্ঠিত হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি সীতার অবমাননা করিয়াছে, সে আমারই অবমাননা করিয়াছে; এই জন্য এই স্থান ত্যাগ করিতে আমি ইচ্ছাই করিয়াছিলাম; এক্ষণে হে কপে! তুমিও এ স্থান ত্যাগ করিতে বলিতেছ, অতএব আমি এই নগরী ত্যাগ করিতেছি। হনূমান্ বলিলেন, হে পর্ব্বতনন্দিনি! দেবি! মহেশ্বরি! হে বিন্ধ্য-বাসিনি! কালরূপে! সৈন্ধবি! লঙ্কেশ্বরি! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবারাধ্যা, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী, ভক্তবৎসলা, সনাতনী আদ্যা শক্তি। আপনি দেবতা এবং ব্রহ্ম-বিষ্ণু প্রভৃতি দেবাদি-দেবগণেরও পালনকারিণী এবং শত্রুনাশিনী। আপনি শ্রীরামকে বর দিন, যাহাতে তিনি রাবণকে জয় করিতে পারেন। আর শ্রীরামের সাহায্যও করিতে হইবে, যাহাতে তিনি রাবণকে জয় করিতে সক্ষম হন। চণ্ডিকা বলিলেন, শ্রীরামকে আমি বর দিতেছি, রাবণকে তিনি জয় করিবেন, সীতা প্রাপ্ত হইবেন, অসীমকীর্ত্তি এবং ইক্ষ্বাকু-পালিত রাজ্যলাভ করিবেন। কিন্তু আমি সাহায্য করিতে পারিব না, কেন না, তাহা হইলে কাল-বিরোধ হয়। দেবগণ বেদবিহিত-বিধানে বোধিত এবং পূজিত হইয়া সুরাসুর মানবগণের কর্ম্মসাধক হন। পৌষ মাসের ত্রয়োদশ দিনের পর আর মুখ্যচান্দ্র শ্রাবণ মাসের শুক্লদশমী পর্য্যন্ত অথবা কৃষ্ণদশমী পর্য্যন্ত দেবপূজাকাল। সীতার সহিত রামকেও সকল দেবতারা পূর্ব্বে যথাকালে পূজা করিয়াছেন। এখন দক্ষিণায়ন পূজার অকাল; এ সময়ে পূজা করিলে আমি বোধিত হইব কেন? হে কপিবর! যদি এখন বেদোক্ত পূজাবিধির সময় হইত, তাহা হইলে, আমার পক্ষে লঙ্কাত্যাগ করা কঠিন হইত, রাবণ-বিজয়ও রামের পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। কেমনা, রাবণ, এমন পূজা আমায় করিত যে, আমি রাবণের মঙ্গল সম্পাদন না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। এখন পূজার অকাল বলিয়াই বর দিয়াছি, শ্রীরাম, রাবণকে জয় করিবেন। হনূমান্ বলিলেন, আপনি দেবগণ-প্রীতিদায়িনী স্বাহা এবং আপনিই পিতৃগণ-প্রীতিদায়িনী স্বধা। আপনি, সাহায্যার্থ স্বধারূপেই শ্রীরাম কর্ত্তৃক পূজিতা হউন। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা পিতৃলোক-সৃষ্টি

করেন,—অমাবস্যা দিনে। এইজন্য পিতৃগণকে সকল অমাবস্যাতেই কব্যভোজন করাই-বেন। আপনি রামদত্ত কব্যভোজন করিয়া রামকার্য্য করুন। চন্দ্রের অমাকলা, অণুস্বরূপা; তিনি তৎকালে সূর্য্যে অধিষ্ঠিতা হন। তিনি নিস্প্রপঞ্চা, দোষবর্জ্জিতা এবং পরম অমৃত-স্বরূপিণী; চন্দ্ররূপ দ্বার অবলম্বনে সেই নির্ব্বাণমুক্তিরূপা অমাকলা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আপনি সেই পিতৃগণের কব্যস্বরূপা পরমা কলা। পিতৃগণ, দক্ষিণায়নে অরণ্যে সেই কলাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চণ্ডিকা বলিলেন, "তথাস্তু" রাম, যখন এই নগরীতে আসিবেন, তদ্দিনাবধি অমাবস্যা পর্য্যন্ত আমি 'পিতৃ-স্বরূপা' হইব। সেই সব দিন অমাবস্যা না হইলেও পিতৃকর্ম্মে অমাবস্যাবৎ হইবে। অতএব, সেই সকল দিনেই পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু হে বানরেন্দ্র! শুক্লপক্ষে হইলে, এইরূপ হইবে না; কেননা, তাহা হওয়া অসম্ভব (পিতৃগণের পক্ষে শুক্লপক্ষ অপ্রশস্ত)। যুদ্ধকালে রাবণ বধ হইতে যদি কৃষ্ণপক্ষ অতিক্রান্ত হয়, তখন, রক্ষঃকুলে প্রাণনাশিনী দৃষ্টি আমার পতিত হইবে না। যথাক্রমে পঞ্চদশ চন্দ্রকলা আমাতে মিলিত হইবে, আর চন্দ্রকলাপ্রার্থী পঞ্চদশ দেবতাই আমাতে মিলিত হইবেন, কেবল তুমি—সাক্ষাৎ শিব—চতুর্দ্দশ কলা ভোজন করিয়া পূর্ণপরাক্রমে সেই যুদ্ধ করিবে, আমার নিকটে আসিবে না। অতএব চতুর্দ্দশী তিথিতে শ্রাদ্ধ বিহিত হয় নাই। হে কপিবর! সেই যুদ্ধে, আমি অমৃত দৃষ্টি দ্বারা যথাযথ উপকার করিয়া সমগ্র আহত বানরদিগকে প্রীত করিব। হনুমান্ বলিলেন, আপনি, ইহাই নিঃসন্দেহে করিবেন; আমরাও ত্বরা সহকারে যত্নপূর্ব্বক যুদ্ধ করিব। সম্প্রতি এই লঙ্কাতেই আমি আপনাকে পূজা করিব; হে দেবি! আমি যাবৎ এইখানে থাকি, তাবৎ আপনি স্থানান্তরে থাকুন। দেবী বলিলেন, এইরূপ কথা কহিতে কহিতে রাত্রি গতপ্রায় হইল। চণ্ডী, সেই পীঠত্যাগ করিলেন। তার পর কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্, দুর্গম প্রমোদকানন ভগ্ন করিলেন। রাবণ, তৎশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া বহুতর রাক্ষসকে সেইস্থানে প্রেরণ করিলেন, হনুমান্ তাহাদিগের রক্ত দ্বারা চণ্ডীকে পাদ্য অর্ঘ্য এবং আচমনীয় প্রদান করিলেন। পুষ্পশোভিত বৃক্ষসমূহ ক্ষেপণ করত পুষ্প দ্বারাও তাঁহার পূজা হনুমান্ করিলেন। আর অক্ষ প্রভৃতি রাজপুত্রগণকে নিহত করত চণ্ডী-উদ্দেশে বলিপ্রদান করিলেন। হে জয়ে! বিজয়ে! তার পর রাত্রিকালে ইন্দ্রজিতের সহিত হনুমানের মহাযুদ্ধ হয়। তৎপরে, হনুমান্ পাশবদ্ধ হইয়া প্রাতঃকালে লঙ্কাপতি রাবণকে দেখিতে গেলেন। নাগপাশবদ্ধ হনুমান্, রাবণের সহিত কথাবার্ত্তা অনেক কহিলেন। তার পর রাবণ, হনুমানের বিরূপতা সম্পাদনের জন্য, তাহার লাঙ্গুলে অগ্নি জ্বালিত করিয়া দিলেন। "দেবি! চণ্ডি! আমার নিকট ধূপ এবং বিবিধ দীপ গ্রহণ কর," এইরূপ চিন্তা করত দীর্ঘ লাঙ্গুলধারী হনুমান্ লঙ্কাদাহন করিতে লাগিলেন। চণ্ডীদেবী কামরূপে গমন করিলেন। হনুমান্ জানকীকে গিয়া দেখিলেন। সতী জানকী প্রীতা হইয়া সেই রামপ্রিয় বানরকে বলিলেন, শ্রীমন্! বৎস! পবন-নন্দন! এ স্থান

হইতে গিয়া যে দিন শ্রীরামকে দেখিতে পাইবে, সেই দিনেই আমার কথা বলিবে। "আপনি স্বয়ং আসিয়া রাক্ষস-রাজ রাবণকে বধ করিয়া যেন আমার উদ্ধার সাধন অবিলম্বে করেন। আমি আপনার আগমন আকাঙ্ক্ষা করত এই দুই মাস প্রাণ রক্ষা করিব; দুই মাস গত হইলে প্রাণত্যাগ করিব।" এই কথা তাঁহাকে বলিবে; তুমিও এতদনুসারে কার্য্য করিবে। বানরশ্রেষ্ঠ, তাহা স্বীকার করিয়া সাগরলঙ্ঘনে গমন করিলেন। তার পর সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া সমগ্র জ্ঞাতিবর্গকে পরিতোষিত করিলেন। তুমি পিতৃরূপত্ব প্রভৃতি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ—তাহা এই বলিলাম, কালতীর্থের কথা বলিলাম, কালতীর্থের সংখ্যা পঞ্চদশ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

দেবী বলিলেন, হনুমান্ ছয় দিবসে * লঙ্কা হইতে আসিয়া অঙ্গদাদির সহিত মিলিত হইয়া রঘুনন্দনকে দর্শন করিলেন এবং প্রণাম পূর্ব্বক প্রফুল্লমুখে সকল বৃত্তান্ত শ্রীরামকে বলিলেন। শ্রীরামও শ্রাবণ মাসের শুক্লদশমী স্থির করিয়া তদ্দিনে সর্ব্ব সেনা সমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে যাত্রা করিলেন। সখি! তাঁহারা অহোরাত্র ষোড়শ প্রহর চলিয়া দ্বাদশী-অপরাহ্নে সমুদ্র দেখিতে পাইলেন। সমুদ্র পার হইবার জন্য তাঁহারা চিন্তাযুক্ত আছেন, ইত্যবসরে ত্রয়োদশী তিথিতে শরণার্থী বিভীষণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে আর চার জন রাক্ষস ছিল, রাম, বিশেষ বিবেচনা করিয়া, তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন পূর্ব্বক, তাঁহাকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। শ্রীরাম, বিভীষণের মন্ত্রণানুসারে ত্রিরাত্র নিয়ম অবলম্বন করত সমুদ্র পতিকে প্রসন্ন করিয়া সেতুবন্ধনে সম্মত করিলেন। সমুদ্র, এক শত বিংশতি যোজন স্বীয় জল স্তম্ভিত করিলেন; তখন, তাঁহারা সেই সব জলে সেতুবন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন। ময়-পুত্র (অথবা বিশ্বকর্ম্মার পুত্র) নল, পর্ব্বত, পর্ব্বতশৃঙ্গ এবং শাল পিয়ালাদি বৃক্ষ দ্বারা সমুদ্রে সুদুষ্কর সেতু প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। শ্রাবণী পূর্ণিমা শেষ প্রহরদ্বয় অবশিষ্ট, এমন সময়ে নল, সাগরে চতুর্দ্দশ যোজন সেতু নির্ম্মাণ করেন। দ্বিতীয় দিনে নল, আট যোজন পরিত্যাগ করিয়া ষড়্বিংশতি যোজন সেতু বন্ধন করিলেন। তৃতীয় দিনে সাত যোজন ছাড়িয়া একেবারে পঞ্চাশৎ যোজন সেতু নির্ম্মাণ করিলেন, চতুর্থ দিনে

* ছয় দিন এবং সাতরাত্রি হনুমান্ লঙ্কায় ছিলেন।

পাঁচ যোজন ত্যাগ করিয়া দশ যোজন সেতু বন্ধন করিলেন।* সেতু বন্ধন হইলে, ত্রিভুবনে জয় জয় ধ্বনি হইল। কেননা, সমুদ্রে সেতু কেহ কখন চক্ষে দেখে নাই, শুনে নাই, বেদেও দেখে নাই। "যে প্রভুর অপ্রতিহত আজ্ঞা বা প্রার্থনা সমুদ্রের সেতু, সেই বিখ্যাত রাম জয়ী হউন।" পঞ্চাশৎ সহস্র কোটী বানর সমভিব্যাহারে মহাবাহু শ্রীরাম বিভীষণের সহিত শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ ত্রয়োদশী পুষ্যানক্ষত্রে সমুদ্রের দক্ষিণ পারে আসিয়া উপস্থিত হন। দশানন, তাহা শুনিয়া, ভয়, শোক, দিগ্‌ভ্রম, প্রলাপ, বুদ্ধিমোহ, কম্প, নিরন্তর চিন্তা, নিরন্তর পরমার্শ, সুহৃদ্‌ বাক্য শ্রবণ না করা এবং কটুভাষিতা এই দশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তার পর চরপ্রস্থাপনাদি করিলেন। রামপ্রেরিত দূত প্রতাপবান্‌ বালিপুত্র অঙ্গদ, রাবণের মস্তক হইতে মুকুট গ্রহণ করিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাবণ, যুদ্ধ নিশ্চয় করিয়া পুররক্ষা করিতে লাগিলেন। রাম আপনার সমগ্র সৈন্য সমুদ্র পার* হইয়াছে—অবশিষ্ট একেবারেই নাই দেখিয়া—ভাদ্র পূর্ণিমার পর দিন প্রাতঃকালে লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিলেন। লঙ্কানগরী বানরগণ কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্তা হইল। তথায় জল, স্থল, বৃক্ষ, প্রাচীর, গৃহের উপর, গৃহ মধ্যে, গৃহের প্রকোষ্ঠে পর্য্যন্ত বানর সকল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর বিশুদ্ধ সঙ্কল্পযুক্ত মহাবাহু রাম,—লক্ষ্মণ, হনুমান্‌, বিভীষণ, সুগ্রীব, জাম্ববান্‌ এবং অঙ্গদকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে মহাভাগগণ! অদ্য আমার মন বড়ই প্রসন্ন বোধ হইতেছে। পর্ব্ব না হইলেও পিতৃপূজা করিতে আমার বুদ্ধি ত্বরাযুক্ত হইতেছে। বিবেচনা করি, অদ্য আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রথম তিথি। আজ হইতে এক পক্ষকাল, অমানাম্নী পর্ব্বরূপিণী দেবীচণ্ডী সকল তিথিকেই ব্যাপিয়া থাকিবেন। হে প্রধানতম ব্যক্তিগণ! অদ্য হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত আমি পার্ব্বণ-বিধিক্রমে পিতৃপূজা করিব। হনুমান্‌ বলিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনার মঙ্গল হউক, এই কার্য্য করুন, আপনার যুদ্ধজয় নিশ্চয় হইবে এবং পিতৃকার্য্য সম্বন্ধে অক্ষয় কীর্ত্তি থাকিবে। সকলেই এই সময়ে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে, শ্রাদ্ধ করিলে জ্ঞাতিপ্রাধান্য, শুভবুদ্ধি, বিপন্নাশ, বহুধন, যুদ্ধজয় বিপুল ধর্ম্ম এবং অপর নানাবিধ অভিলষিত বস্তু লাভ হয়। পিতৃগণের নাম অপর। এই আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষে, অপরগণের শুভ পূজা হয় বলিয়া ইহার নামান্তর 'অপরপক্ষ'। এই পক্ষে শ্রাদ্ধ এবং সতিল গঙ্গাজল দ্বারা তর্পণ করিলে বহু অশ্বমেধের অপেক্ষা ফল হয়। দেবী বলিলেন, পবন-নন্দন এই কথা বলিলে, রাম,

---

* সর্ব্বশুদ্ধ একশ বিশ যোজন জল; তন্মধ্যে একশ যোজন সেতু হইল; আর মধ্যে মধ্যে বাদ থাকিল, তাহাতে বিশ যোজন সেতু শূন্য হইল। যাহারা এতটুকু দূর পার হইতে অসমর্থ, সে সব বানর সঙ্গে না যায়, এই অভিপ্রায়ে বিশ যোজন সেতু বন্ধন করিলেন না।

পরম প্রীতিসহকারে তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া শ্রাদ্ধ করিবার জন্ম দক্ষিণাস্য হইয়া বসিলেন। রাম, প্রতিপদের শ্রাদ্ধ করিয়া যখন অবস্থিত আছেন, তখন দেখিলেন, বলবান্ রাবণ, চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারী ঘোরতর রাক্ষসগণকে যুদ্ধার্থ পাঠাইয়াছে। সেই সেনাগণের নায়ক, অক্ষৌহিণীপতি মহাবল পরাক্রম অকম্পন নামক রাক্ষসকে পবন-নন্দন নিহত করিলেন। দশরথাত্মজ রাম তাঁহার প্রতি পরমপ্রীত ও আনন্দিত হইলেন। শ্রীরাম, প্রতিদিনই এইরূপ শ্রাদ্ধ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে সখীদ্বয়! অকম্পনবধের পর, ধূম্রাক্ষ নিহত হইল। তৎপরে বজ্রদংষ্ট্রবধ হইল। বীর বজ্রদংষ্ট্র নিহত হইলে, শক্র রাবণ, চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া মাতুল প্রহস্তকে সজ্জিত করিয়া যুদ্ধে পাঠাইলেন। প্রহস্তের যুদ্ধে রাত্রি হইয়াছিল; সেই যুদ্ধ দেব-দৈত্য-দানব-মানব-ত্রাসকর এবং বিশেষ তুমুল হইয়াছিল। প্রাতে প্রহস্ত নিহত হইলে, রাবণ চিন্তিত হইলেন। তখন তদীয় পুত্র মেঘনাদ পিতৃপ্রীতিসম্পাদনের জন্ম যুদ্ধে আসিলেন। যুদ্ধে মায়াবী ইন্দ্রজিৎ নাগপাশ দ্বারা বীর রাম লক্ষ্মণকে বন্ধন করেন। পরে গরুড় তাহাদিগকে বন্ধন-মুক্ত করেন। অনন্তর স্বয়ং রাবণ যুদ্ধে উপস্থিত হন। রাম-রাবণের মহাযুদ্ধ অতীব বিস্ময়াবহ। সে যুদ্ধে দশসহস্র কোটি বীর নিপতিত হন। মুণ্ডমালা-সঙ্কুলা বহুতর রক্তনদী সেই রণক্ষেত্রে প্রবাহিত হইল। বহুতর কবন্ধ নৃত্য করিতে ও ছিন্নমুণ্ড-সমূহ হাস্য করিতে লাগিল। এক অক্ষৌহিণী বীর নিহত হইলে, ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় এক কবন্ধ (মুণ্ডহীন দেহ) উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে। দশ কবন্ধ নৃত্য করিলে, এক ছিন্নমুণ্ড হাস্য করিতে থাকে। অনন্তর রাক্ষসরাজ, দুই দিন দুই রাত্রি যুদ্ধ করিয়া ভগ্নরথ এবং হতাশ্বাদি হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। সখি! তৎপরে নিখিল বানরী-সেনা চর্ব্বণে সমর্থ মহাবল কুম্ভকর্ণ, বহুযত্নে জাগরিত হইলেন। মহাবল কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলে, দেবতারা চিন্তিত হইয়া, ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলেন, প্রভো! এই কুম্ভকর্ণ, সুদুর্দ্ধর্ষ পঞ্চলক্ষ কোটি রাক্ষসবীরে পরিবৃত হইয়া, শ্রীরামের সহিত যুদ্ধ করিবে, অতএব, আমরা শ্রীরামের জন্ম স্বস্ত্যয়ন করিব; হে ব্রহ্মন্! আপনি মত প্রদান করুন। দেবতারা ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলে, তিনি দেখিলেন, কৃষ্ণপক্ষের অল্পই অবশিষ্ট, অতএব শুক্লপক্ষ-প্রবৃত্তির পূর্ব্বে রাবণ বধ হইবে না। আর, দেবীর আদেশ বা দৃষ্টি ব্যতীতও রাবণবধ হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু রাবণ, শুক্লপক্ষ পাইলে কোন দিন যদি দেবীপূজা করে, তাহা হইলে রাবণ বধ হইবে না; অতএব, দেবীকে প্রবোধিত করা উচিত; "ইহা মনে মনে করিয়া ব্রহ্মা দেবগণকে বলিলেন, হে বিবিজ্ঞ দেবগণ! শ্রীরামের রাবণ-জয়ের জন্ম আমাদিগের সকলেরই স্বস্ত্যয়ন করা আবশ্যক; তোমরাও স্বস্ত্যয়ন কর, আমিও নিশ্চয় তাহা করিব। কিন্তু ভগবতীর বোধন ব্যতীত কার্য্যসিদ্ধি হওয়া দুর্ঘট। ব্রহ্মা দেবগণকে এই কথা বলিলে, রাবণ-পীড়িত সেই দেবতারা ব্রহ্মার সহযোগে ভক্তি পূর্ব্বক দেবী আদ্যা শক্তিকে স্তব করিতে লাগিলেন;—

পরম দেবতা কমল-নয়না
শাম্ভবী শঙ্করী দেবী ত্রিলোচনা
বরদা কালিকা শিবা।

ভক্তিপ্রিয়া ভক্তিস্বরূপা ভবানী
ভবপ্রিয়া ভীমা তুমি ভীমাননী
ভৈরবী ভীমাস্বা শুভা।

বিষ্ণুরূপা তুমি বিষ্ণুকার্য্যকরী
বৈষ্ণবী, সৃজন-স্থিতি-লয়করী
করালাক্ষী কপর্দ্দিনী।

তব মৌলিভূমি শশি-সুশোভিতা,
তুমি শ্যামা, গৌরী, বিচিত্রা ও শ্বেতা,
বিচিত্র সুন্দরী তথা।

দেবশক্তিরূপা শকতি-ধারিণী,
দ্বিভুজা ষড়্ভুজা কৌমারী-রূপিণী,
চতুর্ভুজা অষ্টভুজা।

কালরূপা তুমি দেবী দশভুজা,
লক্ষ-সুলোচনা অষ্টাদশ ভুজা
কালিকা ষোড়শভুজা।

সহস্র-চরণা কোটিরশ্মিমালা,
নিষ্কল-রূপিণী সূক্ষ্মা শুদ্ধা স্থূলা,
খর্ব্বা তথা মহত্তমা।

দীর্ঘ-জীহ্বা বৃহৎ-শিলা অপ্রমেয়া,
কামরূপা যন্ত্র-রূপা স্তবনীয়া,
জগন্ময়ী কামগমা।

নভস্থিতা সর্ব্বা পর্ব্বতনন্দিনী,
বিন্ধ্যাদ্রিনিলয়া ত্রিলোকপাবনী,
জঠরে ব্রহ্মাণ্ড-কোটি।

শ্রীদুর্গা দুর্গতি-হরা শান্তিযুতা,
শিববক্ষঃস্থল বিল্বদল তথা,
তব বাস গিরিতটী।

কমল-লোচনা শাস্তজন-প্রিয়া,
কমল-বাসিনী তুমি পদ্মালয়া,
প্রত্যেকে তোমারে নমি।

তুমি স্বাহা, তুমি লজ্জা, তুমি স্বধা,
(সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী)—ত্রিবিধা,
মতি তুমি মাতা তুমি।

দেবী বলিলেন, তখন দেবতারা এইরূপ স্তব করিলে, সত্ত্বরূপা সনাতনী দেবি শক্তি, কুমারীরূপে দেবগণকে দর্শন দিলেন। দেবতারা বলিলেন,—

"তোমারে প্রণমি, দেবী দয়ার্দ্রহৃদয়া শিবা!
স্ত্রীরূপা পরমানন্দরূপা ব্রহ্মসনাতনী!
সুভক্তিতে করি বহু তোমায় প্রণতি নতি,
সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বশক্তিযুতা সর্ব্বস্বরূপিণী!
(আবার) আমরা দেবি! করি তোমা নমস্কার।
অম্বিকে! মো'সবে তুমি ভয় হ'তে কর পার।"

কুমারী বলিলেন, হে ব্রহ্মাদি দেবগণ! আমি তোমাদিগের প্রতি গাঢ় সন্তুষ্ট হইয়াছি, দুর্গা আমাকে পাঠাইয়াছেন, যাহা তোমাদিগকে বলি, তাহা শুন। আগামী কল্য বিল্ববৃক্ষে তাঁহার বোধন করিবে, তোমাদিগের উপরোধে, এ সময়ও তিনি বোধিতা হইবেন। বোধন, স্তব এবং প্রণাম করিয়া সেই শিবাকে পূজা করিবে, তোমাদের এবং মহাত্মা রামের কার্য্যসিদ্ধি হইবে। এই বলিয়া দেবী তথায় অন্তর্হিতা হইলেন, ব্রহ্মা দেবগণ-সমভিব্যাহারে ভূতলে বিল্ববৃক্ষ-সমীপে আসিলেন।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

দেবী বলিলেন, ব্রহ্মা দেবগণের সহিত ভূতলে আসিয়া কোন সুদুর্গম নির্জ্জন স্থানে বিল্ববৃক্ষ দেখিলেন। আর দেখিলেন, সেই বিল্ববৃক্ষের একটী মনোহর পত্রে, তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা, সুচারু-নবমাল্য-ভূষিতা, বিম্বোষ্ঠী, ক্ষীণমধ্যা, সুরুচিরা এক অচিরপ্রসূতা বালিকা নিদ্রিতা। বালিকা নিদ্রায় নিশ্চেষ্টা, শরীরে আবরণ নাই। অনন্তর দেবীর চরিত্রজ্ঞ ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পুনরায় সকল দেবগণের সহিত প্রণত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন,—আমি জানিতে পারিয়াছি তোমাকে মহেশ্বরী, তুমি এই ভূতলে ক্রীড়াস্থানে এইরূপে শুভাগমন করিয়াছ। দুর্গে! তুমি শক্ররূপাও

বটে, মিত্ররূপাও বটে; তুমি যোগিগণের অন্তরেও দুর্লভা। তুমি একা, তুমি অনেকা, তুমি সূক্ষ্মরূপা অবিকারা; তুমি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড-*-প্রসবিনী। আমি কে, বিষ্ণু কে, শিব কে, অন্যান্য দেবগণই বা কে—আপনার স্তবে কেহই সমর্থ নহে। আপনি স্বাহা, স্বধা, বৌষট্; আপনি প্রণব এবং হ্রীঁ প্রভৃতি বীজ। আপনি স্ত্রী, আপনি পুরুষ, (অধিক কি) আপনি সর্ব্বস্বরূপা; আপনাকে প্রণাম করিয়া বোধিত করিতেছি, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে মাতঃ! আপনিই কালরূপা দেবতা, আপনিই বর্ষ, মাস, অয়নদ্বয়; হে দেবি! আপনি স্বধারূপে যেমন কব্যভোজন করেন, আবার স্বাহারূপে তদ্রূপ হব্যভোজনও করিয়া থাকেন। আপনিই শুক্লপক্ষে পূজ্য দেবগণ, আবার আপনিই কৃষ্ণপক্ষে পূজনীয় পিতৃগণ। আপনিই নিষ্প্রপঞ্চ সত্যস্বরূপ; আপনাকে প্রণাম করিয়া বোধিত করিতেছি, আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার চরণারবিন্দধ্যানযোগী জনগণ, উত্তরায়ণে সূর্য্য দ্বারা মুক্তিরূপিণী আপনাকে প্রাপ্ত হ'ন। আর দক্ষিণায়নে সূক্ষ্মা মুক্তিস্বরূপা আপনাকে চন্দ্র দ্বারা লাভ করেন। উচ্চকে নীচ করিতে এবং নীচকে উচ্চ করিতে, চন্দ্রকে সূর্য্য করিতে আর সূর্য্যকে চন্দ্র করিতে আপনিই সমর্থা, এখন অকালে শক্তিরূপা হউন; আপনাকে নমস্কার করিয়া বোধিত করি, অতএব প্রসন্ন হউন। রাম, রাবণ, রুদ্র, ইন্দ্র এবং অস্মদাদি ব্যক্তিতে যে যে শক্তি বর্ত্তমান, সে সবই আপনি। সেই সর্ব্বশক্তিরূপিণী আপনি সমষ্টিরূপে একমাত্র রামেতেই প্রবৃত্ত হউন; হে দেবি। সেই জন্যই আপনাকে বোধিত করিতেছি, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। দেবী বলিলেন, সেই মহেশ্বরী ব্রহ্মকৃত এই সব স্তবে প্রবুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ বাল্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যুবতীরূপ ধারণ করিলেন। তিনি নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দেবগণের দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হইলেন, তাঁহার নাম হইল উগ্রচণ্ডা। উগ্রচণ্ডা—চণ্ডী বলিলেন, তোমাদের প্রতি আমি তুষ্টা হইয়াছি, অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা কর। দেবতারা তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা হৃষ্টচিত্ত হইয়া দেবগণের সাক্ষাতেই শ্রীমতী চণ্ডীকে স্বীয় অভীষ্ট বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, রাবণ-বধের জন্য এবং রামের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য—হে দেবি! শিবে! অকালে আমি তোমার বোধন করিয়াছি। অতএব অদ্য শুভ আশ্বিন মাসের আর্দ্রাযুক্ত কৃষ্ণনবমীতিথি, আজ হইতে যাবৎ রাবণ-বধ না হয়, তাবৎ আপনাকে আমরা পূজা করিব; তার পর আমরা বিসর্জ্জন করিলে যথাস্থানে যাইবেন। যাবৎ সৃষ্টি থাকিবে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে সুর-নরাদি তাবৎ এইরূপে—সবিশেষে আপনাকে পূজা করিবে। হে জগদম্বিকে! মহেশ্বরি! আর্দ্রা-নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণপক্ষীয় নবমীতিথিতে আপনার বোধন মহাপূজার জন্য লোকে করিবে।

---

* মূলে "ব্রহ্মাণ্ডানি কোটি কোটীঃ" আছে; সে পাঠ ভাল নহে। "ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটিকোটীঃ" এই পাঠ হইবে। সম্পাদক।

দেবী বলিলেন, ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, লোকের ঐহিক পারত্রিক অনুগ্রহ করিবার জন্ত দয়াময়ী দেবী চণ্ডিকা বলিলেন, হে মহামতে ব্রহ্মন্! তথাস্তু, তোমার বাক্য সত্য হউক; তুমি আমার বোধন করিলে, অতএব তোমার কামনানুযায়ী কার্য্য আমি করিব। মহাবল রাক্ষস কুম্ভকর্ণ আজ মরিবে, অষ্টিকায় ত্রয়োদশী তিথিতে লক্ষ্মণাস্ত্রে মরিবে। রাবণ চতুর্দ্দশীতে যুদ্ধযাত্রা করিবে। লক্ষ্মণ অমাবস্যা-নিশীথে ইন্দ্রজিৎকে নিহত করিবেন। প্রতিপদে মকরাক্ষ, আর দ্বিতীয়াতে দেবান্তকাদি রাক্ষসেরা নিহত হইবে। অনন্তর সুমেরুবৎ-সারসম্পন্ন দিব্য অদ্ভুত শ্রীরাম-শরাসনে আমি সপ্তমীতিথিতে প্রবিষ্ট হইব। তার পর অষ্টমীতে রামরাবণে যুদ্ধ হইবে। রাম-রাবণের তুমুল যুদ্ধ ত্রৈলোক্য-বাসীরা দেখিবে। অষ্টমী-নবমী-সন্ধিক্ষণে রাবণের মস্তকসমূহ ছিন্ন হইয়া পতিত হইবে। রাবণের শিরঃসমূহ পুনঃপুনঃ উত্থিত ও নিপতিত হইবে। শুক্লা নবমী তিথি অপরাহ্নে, রাবণ-বধ হইবে। জয়যুক্ত রাম দশমীতে পরমানন্দযুক্ত হইবেন। অদ্য যেমন আমার পূজা করিবে, এইরূপ পঞ্চদশ দিন আমার পূজা-মহোৎসব হইবে। অদ্য হইতে শুক্লষষ্ঠী পর্য্যন্ত তের দিন, বিচক্ষণ ব্যক্তি, বিল্ববৃক্ষে আমার পূজা করিবে। সপ্তমীতে গৃহে আনিয়া পূজা করিবে। তৎপরে দুই দিন, নানাবিধ বলি, পূজা ও জাগরণাদি দ্বারা আমার পূজা করিবে। (বিশেষতঃ) মহা-অষ্টমীতে উপবাস-অবলম্বনপূর্ব্বক এবং নবমীতে বলিদান দ্বারা মহাভক্তিসহকারে আমার পূজা করিবে। কোটিযোগিনীর পূজাও ঐ দুই দিন কর্ত্তব্য। অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণ—মদীয় পূজার বৎসর তুল্য কাল, তন্মধ্যে আবার নবমীক্ষণ কল্প স্বরূপ কাল—অর্থাৎ অষ্টমীক্ষণে একবার পূজা করিলে, দেবীর বৎসর ব্যাপিনী পূজার ফল হয়; নবমীক্ষণে পূজা করিলে কল্পব্যাপিনী পূজার ফল হয়। অষ্টমী নবমী এই দুই দিন কাল পূজা সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সকলেই বিষয়কার্য্য, হিংসা, কলহ এবং মাৎসর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তি-সহকারে, পূজা করিবে, ব্যয়ে অপ্রসন্নচিত্ত হইবে না, সতত লাভ-বুদ্ধি-যুক্ত থাকিবে। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যুদ্ধ, ক্রয়, বিক্রয়, মূল্যস্থিরীকরণ বা কর্ষণাদি, সে সময়ে এসব কিছুই কর্ত্তব্য নহে। ভগলিঙ্গ-নামযুক্ত শৃঙ্গারবচন দ্বারা গান করা কর্ত্তব্য। আর ব্রাহ্মণ ভোজন এবং স্ত্রীলোকের সন্তোষ সাধন করিতে হয়। তৎকালে ঘৃতাক্ত বিল্বপত্র দ্বারা পরমাদরে হোম করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ পূজা করিবে, সে সর্ব্ব কার্য্যে সমর্থ হইবে। শরৎকালে এই মদীয় পর্য্যাপ্ত পূজা না করিলে পাপী হয়, আপনি বহুকাল নরক ভোগ করে এবং পিতৃ-গণকে ও দেবগণকে পীড়িত করে। মহাবিপদ্ হইতে পার করেন বলিয়া সেই অষ্টমীর নাম মহাষ্টমী। আর মহাসম্পদ্ প্রদান করেন বলিয়া সেই নবমীর নাম মহানবমী। যে কোন কর্ম্মের আরম্ভ বিজয়া দশমীতে প্রশস্ত। হে ব্রহ্মন্! সপ্তমী হইতে দশমী পর্য্যন্ত তিথিচ-তুষ্টয়ে, যথাক্রমে, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া এবং শ্রবণা নক্ষত্র হইলে, তৎকালে পূজার বহুতর ফল হয়। এই মহাপূজা করিলে আমার যেরূপ প্রীতি জন্মিবে এবং রাবণকে

বধ করিলে যেরূপ রামের কীর্ত্তি প্রচুর, তদ্রূপ আমার এই পূজা সংস্থাপন করাতে তোমারও মহতী কীর্ত্তি হইবে। হে মহাভাগ! আমার এই শারদী পূজা প্রথমে তুমি কর, আর স্বর্গ ভূমণ্ডল প্রভৃতি স্থানে দেবতাদি দ্বারাও এই পূজা করাও। এই বলিয়া মহাদেবী তথায় অন্তর্হিত হইলেন। দেবতারা দেবীকে স্বর্গে পূজা করিলেন। মনুষ্যরূপী হইয়া দেবতারা ভূতলে মহাপূজা প্রবর্ত্তিত করিলেন। এদিকে রামও নবমীদিনে রাবণা-নুজ কুম্ভকর্ণকে বধ করিলেন। তার পর অতিকায়ের মৃত্যু হইল। রাবণের যুদ্ধযাত্রা, ইন্দ্রজিৎবধ, মকরাক্ষবধ, দেবান্তকাদিবধ শুক্লদ্বিতীয়া পর্য্যন্ত হইল। এইরূপ নয় দিন দিবারাত্র মহাযুদ্ধে রাক্ষসগণের হস্তে বহুকোটি বানর বিনষ্ট হয়। অশ্ব, হস্তী, রথ, পদাতির সহিত পঞ্চ লক্ষ কোটি ষোড়শ সহস্র রাক্ষসবীর নিপতিত হয়। হে সখি! সে সঙ্গে বহুতর কবন্ধ নৃত্য করিয়াছিল, ছিন্নমুণ্ডগণ হাস্য করিয়াছিল। মুণ্ডমালাসঙ্কুল, ঘোরতর লক্ষ লক্ষ সাগরগামিনী রক্তনদী সেই ভয়ানক মহাযুদ্ধে বেগে বহিয়াছিল। কাকেরা পরমাদরে ঊর্দ্ধমুখে রক্ত পান করিতে লাগিল। তার পর তৃতীয়া হইতে রাম-রাবণের মহাভয়ানক দারুণ মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ পূর্ব্বকার নয় দিন যুদ্ধের দ্বিগুণ এবং তদপেক্ষা তুমুল হইল। রাম, রাবণের প্রতি বহু শর বর্ষণ করিলেন। অনন্তর মহৎ বাক্যযুদ্ধ করিয়া রাম সুদীপ্ত ধনু গ্রহণ করিলেন। তখন রাম দুর্দ্দর্শনীয় এবং অতি ভয়ঙ্কর হইলেন। রাম, সেই সুমেরুতুল্য গুরু শরাসনে দশ বাণ সন্ধান করিলেন এবং অষ্টমী-নবমী-সন্ধিক্ষণে রাবণের দশ মুণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রঘুবর রাম, এইরূপ এক-শ আটবার রাবণের দশ মস্তক ছেদন করিলেন। পরিশেষে নবমীর অপরাহ্নে, রাবণকে নিপাতিত করিলেন। জগতের আর্ত্তনাদ-সম্পাদক, লোক-কণ্টক দশাস্য বিংশতি-ভুজসম্পন্ন মহাবীর রাবণ নিপতিত হইলে, সমগ্র পৃথিবী পর্ব্বত-রাজি এবং সমুদ্র সকল বিকম্পিত হইল। স্ত্রীগণ আসিয়া রোদন করিতে লাগিল। বিভীষণ রাবণের 'সৎকার' করিলেন। হে জয়ে! হে বিজয়ে! অনন্তর রঘুনন্দন, দশমীর নির্ম্মল প্রাতঃকালে সীতাকে আনাইয়া দেখিলেন, তিনি অতীব কৃশা হইয়াছেন। বানরগণ সীতাকে দেখিল, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। অনন্তর তাহারা পরম ভক্তিসহকারে জননীর ন্যায় জানকীকে প্রণাম করিল। তাহারা বলিতে লাগিল, "আমরা যাঁহার জন্য বার বার ভূমণ্ডল অন্বেষণ করিয়াছি, যাঁহার জন্য সুগ্রীব রামের সখা, যাঁহার জন্য বালী নষ্ট হইয়াছে, যাঁহার জন্য লঙ্কা দগ্ধ হইয়াছে এবং যাঁহারই জন্য সমুদ্রবন্ধন, ইনিই সেই রাজস্নুষা, জনক-রাজনন্দিনী রামভার্য্যা সীতা।" দেবী বলিলেন, অনন্তর সীতা রামের কথায় অগ্নি-প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি দেবতা সকলে আসিয়া সীতাকে পরিত্যাগ করিতে শ্রীরামকে নিষেধ করিলেন। শ্রীরাম, অগ্নিপ্রবিষ্টা নিষ্পাপা সীতাকে প্রাপ্ত হইলেন। ইন্দ্র, মৃত বানর-ভল্লুকগণকে অমৃত-বর্ষণে বাঁচাইয়া দিলেন। লঙ্কায় বিভীষণকে রাজা করিয়া, বিভীষণ ও নিখিল বানর-ভল্লুক সমভিব্যাহারে লঙ্কা

হইতে গমন করিলেন। প্রভু রাম, সেতুবন্ধে শিবস্থাপনা ও পিতৃসত্য পালন করিয়া পুরবাসিগণের অতীব আনন্দবিধান করত অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলেন। দশসহস্র বৎসর এবং দশশত বৎসর অর্থাৎ একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়া রাম, ব্রহ্মরূপতা অর্থাৎ স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এই তোমাদিগকে কালতীর্থসমূহের কথা একবারে বলিলাম, আশ্বিন মাসের শেষ তীর্থ হইল আশ্বিনী-পূর্ণিমা।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

দেবী কহিলেন, আশ্বিনমাসের পৌর্ণমাসী রাত্রিতে কমল-সম্ভবা ভগবতী লক্ষ্মী, কৃপা-পরবশ হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করত বলিয়া থাকেন, এই মহীমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া প্রদোষ সময়ে আমার অর্চ্চনাপূর্ব্বক নারিকেলোদক পান করিয়া রাত্রি-জাগরণ করিতেছে? আমি তাহাকে চতুর্ব্বর্গদানে অনুগৃহীত করিব। হে সহচরীদ্বয়! এই নিমিত্ত পরমৈশ্বর্য্য-প্রার্থী মানব, ঐ দিবস প্রদোষকালে ভক্তিভাবে লক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিবে, তাহার পর শুভদীপান্বিতা নামে অমাবস্যা, ঐ দিন সকলেরই পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য এবং সায়ংকালে পিতৃগণকে বিসর্জ্জন করিবে। পূর্ব্বে দিগম্বরী ভগবতী কালী, অসুর-দিগের সংহার ও সুরগণের মঙ্গলের জন্য ঐ অমাবস্যার নিশীথকালে ভূতলে অবতীর্ণ হইলে, যখন পৃথিবী তদীয় ভারে কম্পিতা হইতে লাগিলেন, তখন শঙ্কর শবরূপ অবলম্বন পূর্ব্বক সেই ত্রিলোচনাকে ধারণ করিলে কূর্ম্ম, অনন্ত ও বসুন্ধরাদি সমুদয় স্থিরতা প্রাপ্ত হইলেন। এইজন্য জিতেন্দ্রিয় জিতাহার জিতনিদ্র মহাশয় দ্বিজাতিগণ, ঐ দিবসে পশু, পুষ্প, বস্ত্র, অলঙ্কার, বিবিধ খাদ্যদ্রব্য এবং দীপমালা দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়া নৃত্য ও গীত ও ভগ-লিঙ্গাদি শব্দ উচ্চারণ করিবে। সেই দেবদেবী মহাকালীর মনোহর বাম বাহু-দ্বয়ে বর ও অভয়মুদ্রা এবং দক্ষিণ করদ্বয়ে অসি ও নরমুণ্ড শোভা পাইতেছে। তিনি শবরূপ মহাদেবের হৃদয়রূপ আসনে অধিষ্ঠিতা এবং বিবিধ ভূষণে ভূষিতা। সেই নিষ্কলা শিবা চতুর্ভুজা মহাকালীর প্রলয়কালীন নিবিড় অন্ধকারবৎ সমুজ্জ্বল দেহকান্তি নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয় যেন কোটি কোটি পাপান্ধকার সংহার করিতেছেন। তাঁহার কেশপাশ আলুলায়িত, কটিদেশ বসন-বিহীন, স্তনদ্বয় স্থূল ও উন্নত এবং ওষ্ঠের উভয় প্রান্ত হইতে নিরন্তর রক্তধারা গলিত হইয়া অসুরগণকে ভয়প্রদান করিতেছে। সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণের বন্দনীয় কালরূপিণী কালিকার চতুর্দ্দিকে যোগিনীগণ, পরস্পর শোণিত ও আসবমধু দান ও পান করত নৃত্য করিতেছে। মানবগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া পরমানন্দে সমুদয় সুরগণ ও পরমাত্মা বিষ্ণুর প্রীতির জন্য নানাবিধ বাদ্যোদ্যমের সহিত মহাষ্টমী-বিধানে কিংবা তন্ত্রোক্তবিধানে প্রহরে প্রহরে সেই জগন্ময়ীকে পূজা করিয়া ব্রাহ্ম-

মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণগণকে বিপুল দক্ষিণা দান ও বিসর্জ্জনান্তে পরদিন ভক্তিসহকারে বহুল ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। অনন্তর সর্ব্বজনবিদিত কার্ত্তিকী-পূর্ণিমা, ঐ দিবসে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, গোপিকাগণের সহিত রাসলীলা করিয়াছিলেন। এজন্য মানবগণ, নিশাকর সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে ঐ তিথিতে সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া সায়ংকাল অতিক্রম পূর্ব্বক মৃণ্ময়াদি প্রতিমার উপর সানন্দে গোপিকাগণের সহিত নবঘনশ্যাম, বনমালা-সুশোভিত, হার-কেয়ূরালঙ্কৃত, সুবর্ণসম সমুজ্জ্বল পীতাম্বরধারী; কর্ণে কুণ্ডল, ললাটে গোরোচনা-নির্ম্মিত তিলক ও চরণদ্বয়ে সুমধুর শব্দায়মান মণিময় নূপুরযুগলে বিরাজমান; পরমরসিকা কনককান্তি লোহিতনয়না কামবশে স্খলিতবসনা এবং যাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ নিকটে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণরূপ ও অন্যত্র প্রতিবিম্বময়ী মূর্ত্তি বিবেচনা করিতেছেন, ঈদৃশ যুবতীগণে বিমণ্ডিত; বহুল গোপিকাগণের মনস্তুষ্টির জন্য সর্ব্বসমীপে মনোহর মূর্ত্তিতে শোভমান; মদভ্রান্তলোচন; পার্শ্বস্থ যুবতীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী; প্রেমভাবপূর্ণ; যুগল-কৈশোর; ব্রহ্মবন্দিত, জ্যোৎস্না-পুষ্প-সুশোভিত মনোহর বৃন্দাবনবিহারী নন্দ-নন্দনকে ধ্যান করিয়া স্বাগতপ্রশ্ন, আসন, পাদ্য, বস্ত্র, অলঙ্কার ও বিবিধ নৈবেদ্য দানে অর্চ্চনা পুরঃসর নৃত্যগীত ও বাদ্যসহকারে গোপিকোৎসব করিবে। অতঃপর পর-দিন সমাদর পূর্ব্বক দক্ষিণাদানে ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিয়া মহাসমারোহে প্রতিমা সকল বিসর্জ্জন করত বিপ্রগণকে বিবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করাইবে। তাহা হইলে মানব অনায়াসে সমুদয় পাপপুঞ্জ অতিক্রম করিয়া পুত্র-পৌত্র ও স্বজনগণের সহিত অন্তে বৈকুণ্ঠনাথের চরণ-যুগল লাভ করিতে পারিবে। অনন্তর অগ্রহায়ণ-মাসীয় পৌর্ণ-মাসী মৃগশিরানক্ষত্রযুক্ত হইলে পরম পুণ্যজনক কালতীর্থ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। মুখ্যচান্দ্র পৌষ এবং গৌণচান্দ্র মাঘ মাসে দিবসে অমাবস্যা যদি শ্রবণানক্ষত্র রবিবার ও ব্যতিপাতযোগযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহার নাম অর্দ্ধোদয় যোগ; ঐ কাল কোটিসূর্য্য-গ্রহণের তুল্য। ঐ সময় স্নান-দানাদি সৎকর্ম্ম এবং উত্তম তীর্থস্থলে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। উহা অপেক্ষা পুণ্যজনক কালতীর্থ আর কিছুই নাই। পুণ্যপ্রার্থী মানবগণের উহাকে অতি সুদুর্লভ জ্ঞান করা উচিত। তৎপরে ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বাদশী গোবিন্দদ্বাদশী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মানব পূর্ব্বদিন গোবিন্দ নাম স্মরণ করত সংযত থাকিয়া পূর্ব্বাহ্নব্যাপী ঐ দ্বাদশীতে দ্বাদশবিধ পুষ্প ও তুলসী চয়ন করিয়া তদ্দ্বারা এবং চন্দনাদি উপকরণ ও দ্বাদশ নৈবেদ্য দ্বারা ভগবান্ গোবিন্দকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক সমাহিত-চিত্তে ইন্দ্র, সুরভি, গোবর্দ্ধন-গিরি, গো ও গোপ-গোপীগণকে পূজা করিবে, পরে দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং ফলমূল ভক্ষণ করিবে। সখীদ্বয় কহিলেন, হে মাতঃ! হে দেবি শঙ্করি! কি জন্য ভাদ্র মাসে না হইয়া ফাল্গুন মাসে এরূপ বিধান হইল? তখন দেবী কহিলেন, পূর্ব্বে ভাদ্র মাসে দ্বাদশীতিথিতে দেবদেবেশ্বর ভগবান্ হরি ইন্দ্রকর্ত্তৃক সুরভির দুগ্ধ দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তৎশ্রবণে সাগর

মনে মনে চিন্তা করেন, কিরূপে আমি ঐ তিথিতে জগৎপতি গোবিন্দকে স্বীয় সলিলে অভিষিক্ত করিব? ইন্দ্র সুরভির দুগ্ধ সার্থক করিয়াছেন। যাহাই হউক, আমিও ঐ দিনে পরমাত্মা গোবিন্দকে অভিষেক করিব। ভাল, ঐ দ্বাদশীই বা আমার জল ব্যতীত মহাত্মা গোবিন্দের অভিষেকার্থ কি প্রকারে উপস্থিত হইল? সরিৎপতি এইরূপ চিন্তা করিয়া ঐ ভাদ্র-দ্বাদশীর অন্বেষণার্থ বিপ্ররূপে ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা ভাদ্র মাস হইতে সপ্তম ফাল্গুন মাসে দ্বাদশীকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি কোপাবিষ্ট হইলে গৌরাঙ্গী পীতবসনা দ্বিভুজা-শ্যামপৃষ্ঠিকা দেবী দ্বাদশী স্বমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক জলধিনিকটে উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে কহিলেন, হে সরিৎপতে! আমি ভাদ্র ও ফাল্গুন মাসে একরূপেই উপস্থিত হইয়া থাকি, অতএব আপনি এই ফাল্গুনী দ্বাদশীতেই অভীষ্টব্রতই সমাধা করুন। তখন দ্বাদশীর তাদৃশ সবিনয় বাক্য শ্রবণ করিয়া রত্নাকর কহিলেন, হে দ্বাদশি! তুমি কি জন্য ভীতা হইতেছ? আমি জানি, তুমি ভাদ্র ও ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে একরূপেই আগমন কর; পূর্ব্বে এই ফাল্গুন-দ্বাদশীতে কশ্যপাদিতি-সম্ভূত শ্রীপতি দেবরাজ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া যজ্ঞসূত্র ধারণপূর্ব্বক বামনরূপে বলিরাজকে ছলনা করিয়া পুনরায় ইন্দ্রকে ত্রৈলোক্য-রাজ্য দান করিয়াছিলেন; অতএব আমিও আজ তোমাতে যদুনন্দনের পূজা করিব। আজ হইতে সকলে ভাদ্র-দ্বাদশীকে অতিক্রম করিয়া, ফাল্গুন-দ্বাদশীতে গোবিন্দকে অর্চ্চনা করিবে এবং ত্রয়োদশীতে এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া বিপ্রগণকে ভোজন করাইবে ও স্বয়ংও ভোজন করিবে। দ্বাদশী দেবী জলেশ্বর কর্ত্তৃক এইরূপ কথিতা হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন, ইত্যবসরে অভীষ্টপ্রদ অদ্ভুতাকার দেব দেবকীনন্দন হরিকে তথায় প্রাদুর্ভূত দেখিয়া সরিৎপতি রোমাঞ্চিত-কলেবরে তাঁহার অভিষেক করিলেন। তখন সর্ব্বদিকে শঙ্খনিনাদ ও জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। ভগবান্ কৃষ্ণ এইরূপে অভিষিক্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত প্রস্থান করিলে সুরপূজিত সরিৎপতিও আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া নিজালয়ে গমন করিলেন। হে সখীদ্বয়! এই আমি তোমাদিগের নিকট কালতীর্থ-দ্বাদশীর বিষয় বর্ণন করিলাম। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই প্রতিবর্ষ এই দ্বাদশী-ব্রত কর্ত্তব্য। নরনারীগণ শুদ্ধকালে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ বৎসর কাল প্রতিবর্ষ ফাল্গুন মাসের শুক্ল দ্বাদশীতে ভক্তিসহকারে ভগবান্‌কে পূজা করিবে এবং পূর্ণ দ্বাদশবর্ষে শুদ্ধ সময়ে উহা প্রতিষ্ঠা করিবে। ঐ সময়ে দ্বাদশ-সংখ্যক আহুতি দানান্তে দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণকে দ্বাদশবিধ মিষ্ট দ্রব্য ভোজন করাইবে এবং দ্বাদশ বার দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া বক্ষ্যমাণ দ্বাদশ মন্ত্রাত্মক স্তব পাঠ করিবে। যথা,—হে গদাধর! তুমি অনন্ত জগতের আধার এবং প্রণব ও আদিব্রহ্মস্বরূপ; অতএব তোমাকে নমস্কার। হে পদ্ম-পলাশলোচন! হে নবঘনশ্যাম! হে নরোত্তম! হে নারায়ণ! তুমি লক্ষ্মীকান্ত ও অবিনাশী; তোমাকে প্রণিপাত করি। হে প্রভো! তুমি ভক্তগণের নিখিল অজ্ঞানান্ধকার

র করিয়া থাক এবং ব্রহ্মময় আনন্দে বিভোর, মোক্ষলক্ষ্মী নিরন্তর তোমার চরণ-
মল সেবা করিতেছেন, অতএব তোমাকে নমস্কার। হে মঙ্গলময়! হে মঙ্গলপ্রিয়!
মি সতত মঙ্গলময় উদধিতে শয়ন করিতেছ; যাহারা তোমাকে ভজনা করে, তুমি
াহাদিগের সমুদয় ভয় নিবারণ করিয়া থাক; অতএব তোমাকে প্রণাম করি। হে দেব!
মি সকলের শ্রেষ্ঠ ও দুর্জ্জেয়, তুমি সমস্ত আকাশ-ব্যাপক, অথচ আকাশ তোমাকে
ক্ষা করিতে পারে না, আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে বরহস্ত! তুমি সকলের
রেণ্য ও বরনাথ এবং জগতের বরবীজস্বরূপ; সকলে তোমার চরণযুগল বন্দনা করিয়া
াকে, অতএব তোমাকে নমস্কার। হে তেজোময়! ত্বদীয় তেজে ত্রিভুবন প্রদীপ্ত
ইতেছে, তুমি তেজঃ ও প্রসাদস্বরূপ, আমি তোমাকে প্রণিপাত করি। তুমি সর্ব্বপ্রাণীর
ন্ধু, ত্বদীয় বাহুবলের পরিসীমা নাই। তুমি নবকিশোর-মূর্ত্তি এবং বাণীকান্ত। তুমি
ায়ুরূপে সতত প্রবাহিত হইতেছ, তোমাকে নমস্কার। হে মহাত্মন্! তুমি সুখময়,
খেগম্য সুখপ্রদ ও পরমসুন্দর, সপ্তসাগর তোমার অংশলেশমাত্র; তোমাকে নমস্কার করি।
ুমিই বেদ্য এবং তুমিই বেদক। তুমি দেবগণের দেহস্বরূপ এবং ত্রিকোটি দেবগণের
দবতা, তোমাকে নমস্কার। তুমি বামদেবস্বরূপ এবং জগতের মঙ্গলার্থ বামন ও বরাহ
ূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ, তোমার কলেবর বালকের ন্যায় কমনীয়; আমি তোমাকে বারংবার
মস্কার করি। তুমিই যজ্ঞ, তুমিই যজমান ও তুমিই যজুরাদি চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ।
াজ্ঞিকগণ যজ্ঞস্থলে তোমাকেই পূজা করিয়া থাকে, অতএব আমি তোমাকে পুনঃপুনঃ
মস্কার করি। এই দ্বাদশমন্ত্রাত্মক স্তব সমুদয় স্তবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহা জপ ও পাঠ
রা সকলেরই কর্ত্তব্য, ইহা সমুদয় বেদার্থসার বলিয়া ব্রহ্মলোকে ও স্বরসংযোগে পঠিত
ইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, প্রতিদিন বিশেষতঃ ফাল্গুনী দ্বাদশীতে এই স্তুতিবাদ দ্বারা
গবান্ বাসুদেবকে স্তব করিয়া প্রণাম করে, সে নিখিল পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হইয়া
ৈকুণ্ঠপদ প্রাপ্ত হয়। মানব, এইরূপে উক্ত দ্বাদশীব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া গুরুকে প্রণাম
ূর্ব্বক বিপুল দক্ষিণা দান করিলে সমুদয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। অনন্তর ফাল্গুনী পৌর্ণ-
াসী মন্বন্তরা। অতঃপর, চৈত্রমাসীয় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী শতভিষা নক্ষত্রযুক্ত হইলে বারুণী
ামে অভিহিতা হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ উহাতে শনিবারযোগ হইলে মহাবারুণী
বং অধিকন্ত শুভযোগ পাইলে মহামহাবারুণীরূপে ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছেন। হে
াবি! ত্রিবিধা বারুণীই দুর্ল্লভ। বারুণীতে স্নানাদি করিলে সহস্র, মহাবারুণীতে লক্ষ
। মহামহাবারুণীতে কোটিসূর্য্য-গ্রহণকালীন স্নানাদির ফললাভ হইয়া থাকে। তৎপরে
ুক্লতৃতীয়া মন্বন্তরা। হে সতীবর! আমি দ্বাদশমাসীয় বিশেষ বিশেষ কালতীর্থের
িষয় বর্ণন করিলাম, এক্ষণে পুনরায় মানবগণের হিতজনক আত্মোপযুক্ত তীর্থের উল্লেখ
করিতেছি, শ্রবণ কর।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

দেব কহিলেন, নিজ জন্মদিবস, পিতামাতার মৃত্যুদিবস এবং যে দিবসে গুরুদর্শন হ যে দিবসে পুত্রাদির উপনয়নাদি সংস্কার হয়, যে দিবসে অতিথি ও সাধুজনের সমাগম হ যে সময়ে পুরাণ অধ্যয়ন বা আরম্ভ কিংবা আরম্ভের সমাপ্তি হয় ও যে দিবসে পুণ্যকর্ম্মে অভিলাষ হয়, তৎসমুদয় সম্বন্ধীয় কালতীর্থ বলিয়া কথিত আছে; আর যে দেশে ভগবতী ভাগীরথী বিদ্যমান, তথায় সর্ব্ব সময়ই তীর্থরূপে গণ্য। হে সখি! সোমবারে অমাবস্যা রবিবারে সপ্তমী, মঙ্গলবারে চতুর্থী, ও বৃহস্পতিবারে অষ্টমী সূর্য্যগ্রহণের সদৃশ ফলদায় এই নিমিত্ত সাধুগণ সতত ঐ সকল কালতীর্থের কামনা করিয়া থাকেন। মঙ্গলবার-যু অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী শত-চন্দ্রগ্রহণতুল্য কালতীর্থ। বৃহস্পতিবার পুষ্যানক্ষত্র-যুক্ত হইলে সেই দিনে গঙ্গায় স্নানাদি করিলে ত্রিকোটিকুল উদ্ধার হইয়া থাকে। সৎকার্য্যারম্ভ বিষয়ে অমাবস্যা, ব্যতিপাত যোগ, রবিবার ও রবিসংক্রান্তি অতীব প্রশস্ত। অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী তিথিতে ভগবান্ হরি, ত্রিলোকের সন্তোষার্থ বরাহনামক অসুরকে সংহার করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ তিথির নাম বরাহদ্বাদশী হইয়াছে, উহা বরাহদেবের পরম প্রীতিপদ ও সৎকার্য্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। মাঘমাসে বুধবার শুক্লাষ্টমী, বুধগ্রহের জন্মদিন ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে অনন্তদেবের এবং কৃত্তিকা যোগ হেতু কার্ত্তিক মাসে ভগবান্ কার্ত্তিকেয়ের পূজা হইয়া থাকে, এজন্য ঐ সকল দিন ও যে দিনে সৎব্রতের অনুষ্ঠান হয় সেই সমস্ত দিন তীর্থ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এক্ষণে অপর বিষয় আর কি কহিব প্রকাশ কর।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ঋষ্যা বিজয়া কহিলেন, হে মাতঃ দুর্গে! হে মহেশানি! আপনি যে পুরাণের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, ঐ সমুদয় পুরাণের কি প্রকার মত এবং কি প্রকারেই বা উহা সমুদ্ভূত হইল তাহা প্রকাশ করুন। দেবী কহিলেন, হে সখীদ্বয়! তোমাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষ যাহা পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা, প্রণয়ন করিয়া হৃদয় মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, যদি তাহা অতি গোপনীয় হইলেও, তোমরা যখন আমার প্রতি পরম ভক্তিমতী ও নিতা শ্রবণেচ্ছু হইয়াছ, তখন তাহা তোমাদিগের নিকট প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা জগৎসৃজন করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমে নবসংখ্যক প্রজাপতির সৃ করিলেন। পরে ব্রহ্মা সমুদয় বিশ্ব অন্ধকারময় দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ে, মরীচি প্রজাপতিগণের সহিত কিংকর্ত্তব্য-বিষয়ে চিন্তাকুল হইলে, সহসা গগনমণ্ডল হই

"তপ" অর্থাৎ তপোনুষ্ঠান কর, এই বর্ণদ্বয় সমুদ্ভূত হইল। হে সখি! তখন সূর্য্য-কিরণের ন্যায় সেই শব্দে সমুদয় দিক্ বিদিক্ পরিব্যাপ্ত ও আলোকিত হইল দর্শনে ব্রহ্মা পরম নির্বৃতি লাভ করিয়া চতুর্দ্দিক্-নিরীক্ষণার্থ সহসা চতুর্দ্দিকে স্বীয় বদনচতুষ্টয় বিস্তার করিলেন। অনন্তর তিনি, অগ্রে সুনির্ম্মল বাক্য এবং পরে চতুর্ব্বেদ ও বিবিধ সংহিতা সৃজন করিলেন। কারণ, বাক্যই পরম পবিত্র দ্রব্য, বাক্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বাক্যই সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু, বাক্যই অমৃত ও বাক্যই বিষস্বরূপ এবং বাক্যই সকলকে পবিত্র করিয়া থাকে। কি বেদ, কি সংহিতা, কি মন্ত্র, কি কাব্য, কি পুরাণ, সমুদয়ই বাক্যময়। ধৈর্য্য বল, গাম্ভীর্য্য বল, শৌর্য্যাদি বল, জয় বল, অজয় বল, সমস্তই বাক্য হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মরূপী বাক্য সৃজন করিয়া অকারাদি স্বর ও ককারাদি হলবর্ণ এবং স্বরবর্ণ ও হলবর্ণে পরস্পর সম্মিলিত বর্ণ সকল সৃজনান্তে ষটপঞ্চাশৎসংখ্যক ভাষা এবং বালকদিগের ভাষাজ্ঞানের জন্য নানাবিধ ব্যাকরণ শাস্ত্রের সৃষ্টি করিলেন। ঐ ব্যাকরণ হইতে পদজ্ঞান, দর্শন শাস্ত্র হইতে অর্থজ্ঞান, পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে ধর্ম্মজ্ঞান ও মন্ত্র হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। হে সখি! বাক্যই ব্রহ্মস্বরূপ। যে ব্যক্তি, সেই বাক্যব্রহ্মকে মিথ্যারূপে ব্যবহার করে, তাহাকে ঘোর নারকী ও মিথ্যাবাদী জানিবে। যদি মস্তক ছেদন বা জীবন বিসর্জ্জন করিতে হয়, তথাপি বাক্যরূপী ব্রহ্মকে মিথ্যা ব্যবহার করিবে না। স্বয়ং বসুমতী বলিয়াছেন, অসত্য অপেক্ষা অধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি সতত সত্যবাক্য প্রয়োগ ও গুরুসেবা করে, তাহার আর অন্য কোনরূপ কঠোর তপোনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। হে সখীগণ! পূর্ব্বোক্ত পুরাণ দ্বিবিধ,—মহাপুরাণ ও উপপুরাণ এবং সমস্ত পুরাণই সত্যবাক্যময়। ঐ উভয়বিধ পুরাণই প্রত্যেকে অষ্টাদশসংখ্যক। সম্প্রতি, তাহাদিগের নাম উল্লেখ করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ, বরাহ-পুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত, এই অষ্টাদশ মহাপুরাণ এবং আদিপুরাণ, আদিত্যপুরাণ; বৃহন্নারদীয়পুরাণ, নারদপুরাণ, নন্দিকেশ্বরপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ, সাম্বপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, কালিকা-পুরাণ, ধর্ম্মপুরাণ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, শিবধর্ম্মপুরাণ, বিষ্ণুধর্ম্মপুরাণ, বামনপুরাণ, বারুণপুরাণ, নরসিংহপুরাণ, ভার্গবপুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ; এই অষ্টাদশসংখ্যক উপপুরাণ। এতদ্ভিন্ন মারীচ ও কাপিলাদি বহুতর সংহিতা আছে। উক্ত সমুদয় গ্রন্থেই ধর্ম্মের বিষয় সম্যক্ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষি বাল্মীকি, রামায়ণ নামে যে মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহাই নিখিলকাব্য, ইতিহাস, পুরাণ ও সংহিতার মূলস্বরূপ। মহর্ষি বেদব্যাস, ঐ রামায়ণকেই আদর্শ করিয়া হরিগুণালঙ্কৃত মহাভারত নামক পুরাতন ইতিহাস, নিখিল পুরাণ ও সংহিতা এবং অন্যান্য মহর্ষিগণও ঐরূপ নানা

পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। সমস্ত পুস্তকেই ধর্ম্মের গুণকীর্ত্তন ও অধর্ম্মের নিন্দাবাদ বর্ণিত হইয়াছে। যাহাদিগের বুদ্ধি ঐ সকল শাস্ত্রে প্রবর্ত্তিত হয়, তাঁহারা কখন মোহাভিভূত হন না এবং তাঁহারাই বহুদর্শী বলিয়া গণ্য। হে সখি! যে ব্যক্তি, সর্ব্বদা রামায়ণ, পুরাণ, মহাভারত এবং ধর্ম্মজনক মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ, অভ্যাস ও পাঠনা করেন এবং তদুক্ত আচরণে প্রবৃত্ত হন, সেই ব্যক্তিই সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মসংহিতা স্মৃতিশাস্ত্রে ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণীত হইয়াছে এবং ইতিহাসাদিবাক্য তাহার নিদর্শন স্বরূপ। পূর্ব্বকালে ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা পৃথগ্বিধ বর্ণ ও ভাষার সৃষ্টি করিয়া বর্ণাশ্রম-বিভাগানুসারে বহুবিধ ধর্ম্মসৃজনান্তে জনগণের মঙ্গলসাধনার্থ মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, শাস্ত্র ব্যতীত কি প্রকারে প্রাণি-গণের ধর্ম্মজ্ঞান হইবে? এইরূপ চিন্তার পর অগ্রে পদজ্ঞানের জন্য নানাবিধ ব্যাকরণ ও পরে জগতী ও অনুষ্টুভ্ আদি ছন্দঃ সৃজন করিলেন। অনন্তর বর্ণাত্মিকা শুক্লবর্ণা দেবী সরস্বতী সমুদ্ভূতা হইলেন, তাঁহার মস্তকে চন্দ্রকলা, সর্ব্বাঙ্গে বিবিধ অলঙ্কার, ললাটদেশে তৃতীয় নেত্র এবং ভুজচতুষ্টয়ে সুধা, বিদ্যা, মুদ্রা ও অক্ষমালা বিরাজ করিতেছে। সেই চারুলোচনা সরস্বতীকে দেখিয়া প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুলোচনে! তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার প্রার্থনা কি? আমাকে তোমার জন্য কি করিতে হইবে? তোমার পিতাই বা কে? এবং পতিই বা কোন ব্যক্তি? তৎশ্রবণে সরস্বতী কহিলেন, যিনি আকাশ হইতে সমুদ্ভূত, যাঁহাকে বর্ণ-ব্রহ্ম বলে, আমি তাঁহা হইতেই জন্ম লাভ করিয়াছি, আমার নাম সরস্বতী। তুমি আমার অগ্রজ ভ্রাতা, অতএব যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে বিধে! এক্ষণে আমার বাসস্থান ও পতির বিষয় স্থির কর, আমি নির্ম্মলরূপিণী; তোমারই কীর্ত্তির জন্য আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। বিধাতা কহিলেন, হে সুলোচনে! ভাল হইল, আমারও এইরূপ অভিপ্রায়। এক্ষণে আমার বদনচতুষ্টয়ই তোমার মনোনীত বাসস্থান হইবে এবং মদীয় হৃদয় মধ্যে যে ভগবান্ হরি বিরাজমান আছেন, তিনিই তোমার পতি হইবেন। সম্প্রতি তুমি কবিত্বশক্তিরূপে কবিগণের বদনে বাস কর। তাঁহারা বিবিধ শাস্ত্র রচনা করুন। ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হউক। বিশ্বাত্মা বিশ্বভাবন তদীয় পতি ভগবান্ নারায়ণ, সমুদয় শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইবেন। সরস্বতী কহিলেন হে ব্রহ্মন্! আমি একাকিনী কিরূপে নিখিল কবিগণের কবিত্বশক্তিতে বাস করিব? ইহা আমার অসঙ্গত বোধ হইতেছে, অতএব যাহা সঙ্গত হয়, প্রকাশ কর। ব্রহ্মা বলিলেন, হে দেবি! তুমি স্বয়ং ত্রিলোক পরিভ্রমণ করত উপযুক্ত ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়া দেখ, যাহার মুখ-মণ্ডলে তুমি কবিত্বশক্তিরূপে বাস করিবে। আর আমিও সমুদয় বর্ণনীয় বিষয়ের অগ্রগণ্য নিখিল ধর্ম্মের নিদর্শন স্বরূপ অনুপম ভবিষৎ বিষ্ণুচরিত্র যে সময় কল্পনা করিব, সেই সময় তুমিও তাহা প্রকাশ করিবে। আর, তুমি যাহাকে আশ্রয় করিবে, সেই আদি কবির কৃপাবলেই অন্যান্য অনেকে কবি মধ্যে গণ্য হইবে। দেবী কহিলেন, ব্রহ্মবাক্য-শ্রবণে ব্রহ্মমুখ-বাসিনী দেবী সরস্বতী, স্বীয় ঈপ্সিত

পাত্র অন্বেষণ করত সমুদয় বিশ্ব-মণ্ডল পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। হে সখি! তিনি সপ্ত সুরলোকে সুরগণ এবং সপ্ত পাতালপুরে সর্পগণমধ্যে অন্বেষণ করিতে লাগিলে সম্পূর্ণ সত্যযুগ অতিক্রান্ত হইল। অনন্তর ত্রেতা যুগের আদিতে পৃথিবীর ভারতবর্ষে বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, তপঃপ্রদীপ্ত-তেজাঃ মহর্ষি বাল্মীকি, শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তমসানদীতে অবগাহনান্তে দেবতর্পণ সমাপন করিয়া বনশোভাদর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বিবিধ পাদপরাজি-রঞ্জিত তমসাতীরবর্ত্তী কাননমধ্যে বিচরণ করিতেছেন। তদীয় মস্তকে স্বর্ণপ্রভ জটাজাল, হস্তে কুশ এবং কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। তাঁহার শরীরকান্তি তাম্রের ন্যায়, বদনমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত, বক্ষঃস্থল উন্নত ও প্রশস্ত, নাভিদেশ গভীর, বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত এবং গতি পুষ্পদন্ত নামক মাতঙ্গের ন্যায়। যে সকল মুনিগণ তথায় গমন ও আগমন করিতেছেন, সকলেই তাঁহাকে নমস্কার করিয়া যাইতেছেন। রাগ-শোকাদি-বর্জ্জিত ওঁ পরমতত্ত্ববিৎ বাল্মীকি এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা এক বিহঙ্গমকে ব্যাধশরে নিহত ও তদীয় পত্নীকে উচ্চ করুণস্বরে বিলাপ করিতে দেখিয়া নিতান্ত শোকাভিভূত হইলেন; কিন্তু তাদৃশ ঋষিপ্রবরের অন্তঃকরণে তাদৃশ শোকসঞ্চার হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত। যে মহর্ষির হৃদয়ে কখনই শোকাবেগ স্থান পায় নাই, আজ তিনি কি জন্য সহসা ঈদৃশ শোকাক্রান্ত হইলেন? এইরূপ বিবেচনা করিয়া তদীয় শিষ্যগণ অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তখন, আকাশ-প্রভবা দেবী সরস্বতী, সেই শোক-মোহাদির অযোগ্য তপোনিধিকে তাদৃশাবস্থাপন্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার শোকশান্তির জন্য কবিত্বশক্তিরূপে আস্য মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র মুনিবর দয়াপরবশ হইয়া, ব্যাধকে কহিলেন,—রে নিষাদ; তুই যখন কামমোহিত বিহঙ্গম-মিথুনের একটীকে হত্যা করিলি, তখন অনন্তকাল তোর গতি হইবে না। মহর্ষি বাল্মীকির মুখনির্গত এই বাক্য চারিপাদে পূর্ণ এবং শোকসমুৎপন্ন বলিয়া উহার নাম শ্লোক হইল। সেই সময়, ত্রিভুবন মধ্যে চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল এবং বিপ্রগণ, সযত্নে ঐ শ্লোক উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। মুনিবর বাল্মীকি, পক্ষি-শোক পরিত্যাগ করিয়া, ঐ চতুষ্চরণ শ্লোক উচ্চারণ করিবা মাত্র ভগবান্ ব্রহ্মা তথায় সমাগত হইয়া কহিলেন, হে মহর্ষে বাল্মীকে! অদ্য কবিত্বশক্তি-স্বরূপিণী দেবী বাণী স্বয়ং তোমার কণ্ঠে অধিষ্ঠান করিয়াছেন। তুমি এক্ষণে কাব্যরূপে বেদার্থ প্রকাশ করিবে। আমি পূর্ব্বে এই নিমিত্তই তোমাকে ভূতলে প্রেরণ করিয়াছি। হে মুনে! আমি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, ভগবান্ হরি আমার সৃষ্টিমধ্যে লীলা করিয়া থাকেন, অতএব তুমি সেই নারায়ণ-লীলা বর্ণন করিয়া মদীয় সৃষ্টির রক্ষা বিধান কর। ভগবান্ হরির লীলা লোকদিগের ধর্ম্ম-স্বরূপিণী ও সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী, অতএব তুমি সেই লীলাময়ের লীলা বর্ণন করিলে, প্রাণিগণের পরম ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইবে। হে বাল্মীকে! তুমি চিন্তা করিও না, কারণ কবিতা-ব্রহ্মরূপিণী ভগবতী বাণী, তদীয় মুখমণ্ডলে শ্লোক-

রূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন। দেখ, একমাত্র কাব্যই চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রাপ্তির নিদানভূত। মহাত্মা মানবগণের পূর্ব্বসংস্কার বশতই কবিত্বশক্তি জন্মিয়া থাকে। কবিতা, নীচ-মুখে প্রকাশ পাইলেও কদাচ অবমাননা করা কর্ত্তব্য নহে। কাব্য, অসদর্থ হইলেও পুণ্যপ্রদ, সুতরাং সদর্থপূর্ণ হইলে তাহার কথা আর কি কহিব? একমাত্র শ্লোকই, কাব্য মধ্যে পরিগণিত, আর তুমি যে বিপুল শ্লোকপূর্ণ বিষ্ণুলীলা বর্ণন করিবে, তাহা মহাকাব্য হইবে। তুমি ঐ কাব্যে নাতি বিস্তৃত পৃথক্ পৃথক্ সর্গ রচনা করিবে। দেবর্ষি নারদের মুখে তুমি যে হরিলীলার বিষয় অবগত হইয়াছ, হে মহাভাগ! তাহাই বর্ণনা করিবে, তাহাতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে। তুমি, ভাবি-রামলীলাময় মহাকাব্য প্রণয়ন করিলে, জগতে অপরাপর কবিগণ, তাহারই অনুবর্ত্তী হইবে। তুমি, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল বিষয়ই অবগত আছ এবং সত্যবাদী ও প্রতিষ্ঠাপন্ন। আমি তোমা হইতে কিছুমাত্র পৃথগ্‌ভূত নহি; কারণ, কবিই অপর প্রজাপতি, কবিই ব্রহ্মা, কবিই বিষ্ণু এবং কবিই স্বয়ং শিবস্বরূপ। জগতে কবিই ধর্ম্মরক্ষা ও সর্ব্ব-রসাভিজ্ঞ। কবিবর্ণিত বিষয় কখন মিথ্যা হইবার নহে, কারণ কবিই অপর সৃষ্টিকর্ত্তা। কবিগণ যেমন সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম দর্শন করিতে পারেন, এমত আর কেহই পারে না। অধিক কি, ইন্দ্র উপেন্দ্র ও যম প্রভৃতি সমুদয় সুরগণ ও সমস্তই বর্ণই কবিগণের বশতাপন্ন এবং কবিগণ নিখিল দেবগণকে অবলোকন করিয়া থাকেন। হে মুনে! তুমি যে ভাবী রামচরিত বর্ণন করিবে, উহা রামায়ণ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। ঐ রামায়ণ-কাব্যে রামলীলা যেরূপ বর্ণিত হইবে, ভগবান্ বিষ্ণুও সেই প্রকার কার্য্য করিবেন। গগন-মণ্ডলে যাবৎকাল নিশাকর ও তারকাগণ দেদীপ্যমান থাকিবে, তাবৎকাল ত্বৎপ্রণীত রামায়ণ হইতে বিশ্বমণ্ডলে রামরূপী বিষ্ণুর গুণাবলী ঘোষিত হইবে। ত্বৎপ্রণীত রামায়ণ-কাব্য ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের দিব্যমূর্ত্তিস্বরূপ হইবে। এক্ষণে যাহার প্রভাবে রামায়ণ প্রণয়ন করিতে সক্ষম হইবে, সেই রামকবচ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। অষ্টাদশ তত্ত্ব-স্বরূপ মহামন্ত্রময় রামায়ণকে নমস্কার করি। রে নিষাদ! অনন্তকাল তোর গতি হইবে না, এই মূল আমার শিরোদেশে রক্ষা করুন এবং অনুক্রমণিকা বীজ মুখমণ্ডল, ঋষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানরূপ ঋষি রসনা, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ গলদেশ, কৈকেয়ীর আদেশরূপ দেবতা হৃদয়, সীতা ও লক্ষ্মণের অনুগমন এবং শ্রীরামচন্দ্রের হর্ষরূপ প্রমাণ জঠর-দেশ, ভক্তিবলেই শক্তি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে, এই মন্ত্র মধ্যদেশ, মুনিগণের পালনই শক্তিমান্ ধর্ম এই মন্ত্র উরুদ্বয়, মারীচরাক্ষা-প্রতিপালন চরণযুগল, সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা স্তনদ্বয়, হনুমৎকার্য্য ভুজযুগল, সম্পাতির পক্ষোদ্গমবার্ত্তা স্কন্ধদেশ, বিভীষণকে রাজ্যপ্রদানরূপ প্রয়োজন গ্রীবা, রাবণবধবিবরণ কর্ণদ্বয়, সীতাদেবীর উদ্ধার নাসিকা, সমকাল লক্ষণ-সংবাদ নাভিদেশ এবং শ্রীরামাদি ধর্ম্ম আমার সর্ব্ব শরীর রক্ষা করুন, যাহারা রামায়ণ পাঠ করিবে, অগ্রে এই রামায়ণ কবচ পাঠ করা তাহাদিগের কর্ত্তব্য।

তুমিও এই কবচ জপ করিয়া সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হও। ভগবান্ ব্রহ্মা, বাল্মীকিকে এবংবিধ কহিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, এদিকে মহর্ষি বাল্মীকিও কবিত্বশক্তিলাভে পরম সুখী হইলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

দেবী কহিলেন, মুনিবর বাল্মীকি, স্বয়ং রামায়ণ মহাকাব্যের রচয়িতা। ঐ কাব্যে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র-বর্ণনচ্ছলে নিখিল বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে মহর্ষি বাল্মীকি, ইতিহাসরূপে স্ত্রীধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, ব্রাহ্মণধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, বৈশ্যধর্ম্ম, শূদ্রধর্ম্ম ও গৃহিধর্ম্ম প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্ম এবং নানা দেবচরিত্র ও শত্রুমিত্রকথন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। কুশলাভিলাষী মানবগণের ঐ গ্রন্থ পাঠ, শ্রবণ ও উহার অর্থজ্ঞান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। হে সখি! যাহার গৃহে সম্পূর্ণ রামায়ণ লিখিত হইয়া স্থাপিত হয়, তথায় কোনরূপ বিপদ্ বা অধর্ম্ম উপস্থিত হয় না। হে সখীবর! যে গৃহে কল্যাণপ্রদ রামায়ণ না থাকে, সেই গৃহে, পিতৃগণ ও সুরগণের পরিত্যাজ্য ও শ্মশানভূমি-তুল্য; যে ব্যক্তি, অভাবপক্ষে সমস্ত দিবারাত্রের মধ্যে উক্ত রামায়ণের এক সর্গ, কিংবা সর্গার্দ্ধ, অথবা একটীমাত্র শ্লোক বা অভাবপক্ষে শ্লোকার্দ্ধও স্মরণ না করে, সে নিতান্ত নরাধম। পঞ্চম বর্ষীয় বালক, যদি "মা নিষাদ!" এই শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কবি হয়। মানবগণ অনাবৃষ্টি, সঙ্কট পীড়া কিংবা গ্রহপীড়ায় প্রপীড়িত হইলে আদিকাণ্ড পাঠ করিবে, তাহা হইলে নিশ্চয় অনাবৃষ্ট্যাদিভয় বিদূরিত হইবে। পুত্রজন্ম, বিবাহ এবং গুরুদর্শন দিবসে মঙ্গলার্থ অযোধ্যাকাণ্ড পাঠ বা শ্রবণ করিবে। অরণ্যমধ্যে, রাজদ্বারে এবং অনল বা সলিলভয় উপস্থিত হইলে কিংবা রোগগ্রস্ত হইলে অরণ্যকাণ্ড পাঠ বা শ্রবণ করিবে। মিত্রলাভার্থ কিংবা নষ্টদ্রব্যপ্রাপ্তি-বাসনায় কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড পাঠ বা শ্রবণ করিলে অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে। মানব, শ্রাদ্ধ বা দেবকার্য্য দিনে পিতৃগণ ও দেবগণের প্রীত্যর্থ সুন্দরকাণ্ড পাঠ করিবে। উৎসাহজনক-কার্য্য এবং লোকনিন্দা উপস্থিত হইলে কিংবা শত্রুজয়-সময়ে লঙ্কাকাণ্ড পাঠ বা শ্রবণ করিলে মানব সুখী হইয়া থাকে। আনন্দজনক কার্য্য এবং যাত্রা সময়ে যে ব্যক্তি, উত্তরকাণ্ড পাঠ বা শ্রবণ করে, সে ইহকালে ও পরকালে জয়ী হইয়া থাকে। মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত সম্পূর্ণ রামায়ণ পাঠ কিংবা শ্রবণ করিলে মোক্ষার্থী হইলে মোক্ষ, ভক্তিপ্রার্থী হইলে ভক্তি এবং জ্ঞানার্থী হইলে পরমজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। হে জয়া-বিজয়ে! যে ব্যক্তি, শুদ্ধকালে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে মাঘমাসে আদিকাণ্ড,

ফাল্গুনমাসে অযোধ্যাকাণ্ড, চৈত্রমাসে আরণ্যকাণ্ড, বৈশাখমাসে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, জ্যৈষ্ঠমাসে সুন্দরকাণ্ড এবং আষাঢ়মাসে লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরাকাণ্ড; ঈদৃশক্রমে সমুদয় রামায়ণ পাঠ বা শ্রবণ করে, সে স্ত্রী-হন্তা, রাজহন্তা, গোহন্তা, পিতৃহন্তা, ব্রহ্মহন্তা, সুবর্ণচোর, মদ্যপায়ী, গুরুপত্নীগামী, বেদবেষক এবং অন্যান্য নানাপাপে পাপী হইলেও তৎক্ষণাৎ সমুদয় পাপ-রাশি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে; অধিক কি, তাহা দ্বারা ত্রিভুবন পবিত্র হয় ও দেব-গণও তাহাকে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। হে সখি! যে স্থানে রামায়ণ-পাঠের প্রস্তাব হয়, সে স্থানে সমুদয় তীর্থ পিতৃগণ ও সুরগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি রামায়ণ-পাঠের প্রস্তাব সময়ে অপর কোন বিষয়প্রস্তাব উত্থাপন করে, একমাত্র মৎস্য ভোজন করিলে, মানব যেমন সর্ব্বপ্রাণিভোজনের পাতকী হয়, সেইরূপ সেই পাপিষ্ঠও সমুদয় পাপের আশ্রয় হইয়া থাকে। রামায়ণ-পাঠের প্রস্তাবমাত্রে যাহার সমুদয় শোক, দুঃখ ও পরিতাপ বিদূরিত না হয়, সে পরমেশ্বরের নিকট বঞ্চিত। আশ্বিনমাসে শারদীয় মহা-পূজার দিবসত্রয়ে যে ব্যক্তি, বাল্মীকি-প্রণীত মনোহর রামচরিত পাঠ করে, ব্রহ্মাদি-সুরগণ-বন্দিতা সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদা, মুক্তিদায়িনী দেবী ভগবতী তাহার প্রতি পরম প্রসন্না হন। ঐ রামায়ণকাব্য শ্রবণ বা পাঠান্তে বিত্তশাঠ্য না করিয়া বিপুল ধন ও স্ত্রীপুত্রাদি দক্ষিণা দান করিবে। হে সখীদ্বয়! এই আমি তোমাদিগের নিকট যৎকিঞ্চিৎ রামায়ণ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, উহা সম্পূর্ণ বর্ণন করা আমার দুঃসাধ্য। যে মানব, উক্ত রামায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ করে, পরম দুর্লভভক্তি তাহার দাসী হইয়া থাকে।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

দেবী বলিলেন, যখন বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়া বিরত হইলেন, তখন ব্রহ্মা আসিয়া বাল্মীকিকে এই কথা বলিলেন, হে মহর্ষি বাল্মীকে! তুমি রামায়ণ রচনা করিয়াছ, অতএব তোমার কর্ত্তব্যাবশেষ কিছুই নাই। তুমি ধর্ম্মরূপিণী অক্ষয়া-পরমা-কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছ। কিন্তু গগনসম্ভবা দেবী সরস্বতী তোমার বদনরূপ প্রফুল্ল পদ্মে নিত্য ক্রীড়া করিতে অভিলাষিণী। তুমি তাহা চিরস্থায়ী কর। আমি দেবীর উদ্যম বুঝিয়া মহাভারত নামক সনাতন মহাপবিত্র পুরাতন ইতিহাস, তোমার জন্য সম্যক্‌রূপে স্থির করিয়া রাখিয়াছি, হে মুনে! তুমি তাহা শ্লোক-বদ্ধ কর। বাল্মীকি বলিলেন, প্রভো ব্রহ্মন্! আপনি সকলই জানিতেছেন, তথাপি নিজের মনোবৃত্তি নিবেদন করি, যাহা উচিত হয়, তাহা বলুন। ব্রহ্মন্! আমি রামায়ণ-রচনা করিয়াছি, রামায়ণ

স্পষ্টই মোক্ষের সাধন। আমি ক্ষোভ-মোহ-বর্জ্জিত এবং সংসার-শূন্য হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্! আমি আর কি জন্য উদ্যম করিব? আমার পক্ষে সকল উদ্যমই এখন বৃথা। হে দেব! যদি সরস্বতী সতত কাহারও মুখ-কমলে বিরাজমান হইতে ইচ্ছা করেন ত, সে জন্য দ্বাপরে বেদব্যাস জন্মিবেন। তিনিই বহু বিচিত্রার্থসম্পন্ন মহাভারত রচনা করিবেন। তিনিই পুরাণ উপপুরাণ-সমূহ রচনা করিবেন। অল্প চেষ্টায় মানুষের ধর্ম্ম-বুদ্ধি হয় না। বেদব্যাস লোকের ধর্ম্ম-বুদ্ধি-সম্পাদনের জন্য বহু গ্রন্থ রচনা করিবেন, তিনি বিষ্ণুর অংশে জন্মিবেন, বেদ-বিভাগ করিবেন। হে ঈশ্বর! আমি রামায়ণ রচনা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি (আমার আর প্রয়োজন নাই); আমি সেই ব্যাসকে সনাতন কাব্যবীজ উপদেশ দিব। তৎপ্রভাবে তিনি বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়া মঙ্গল প্রাপ্ত হইবেন। দেবী বলিলেন, হে সখি! বাল্মীকি এই কথা বলিলে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা 'এইরূপই হউক' বলিয়া হংসারোহণে নিজলোকে গমন করিলেন। অনন্তর দীর্ঘকাল গত হইলে, দ্বাপরের আদিতে, সত্যবতীর গর্ভে পরাশরের ঔরসে বিষ্ণু-অংশে বেদব্যাস উৎপন্ন হন। লোকের মেধা অল্প হইয়াছে দেখিয়া তিনি বেদস্বরূপ মহাবৃক্ষের শাখা বিভাগ করিলেন। একদা কশ্যপ, কপিল, অত্রি, ভার্গব, পরাশর, পরমোদার বেদব্যাস, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, হারীত, বৃহস্পতি, বিশ্বামিত্র, বামদেব, শঙ্খ, লিখিত, জৈগীষব্য, বশিষ্ঠ, একত, দ্বিত, ত্রিত, বালখিল্য ঋষিগণ গোতম, গালব, ভৃগু, কাত্যায়ন, অঙ্গিরাঃ, দক্ষ এবং স্বয়ং প্রজাপতি মনু—এই সকল মহর্ষি এবং অন্যান্য বহুতর মুনিগণ সুমেরু পর্ব্বতে ব্রহ্মসভায় সমাগত হইলেন। ইহাঁরা সকলে সুখাসীন হইলে, পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে যথাবিধি আদর-অভ্যর্থনা করিয়া পরম প্রীতিসহকারে চিরদিনের মনোগত কথা বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, আমি পূর্ব্বে ভবিষ্যতের রামায়ণ-ঘটনা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম, তা'র পর বাল্মীকি আমার উপদেশে ও সরস্বতীর অনুগ্রহে তাহাই কাব্যাকারে রচনা করিয়াছেন। রামায়ণ পঞ্চবিংশতি-সহস্র-শ্লোকাত্মিকা সংহিতা, তাহাতে সপ্ত কাণ্ড এবং বহুতর সর্গ (পরিচ্ছেদ) আছে। সেই সংহিতা নিত্যা এবং বহু পুণ্যদায়িনী। তার পরেই মহাভারত নামক অন্য এক গ্রন্থ, আর অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু তাহা শ্লোকে নিবদ্ধ হয় নাই এবং সংক্ষিপ্ত। এই সব ঋষিমধ্যে কে সমর্থ আছেন? তিনি পুরাণ ও মহাভারত রচনা করুন। এই জন্য আমি পূর্ব্বে মুনিপ্রবর বাল্মীকিকে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি রামায়ণ রচনা করিয়া অন্য বিষয় নিরপেক্ষ হইয়াছেন। দেবী বলিলেন, ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, মুনিমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কিছু বলিলেন না। তখন নারদ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া এই কথা বলিলেন, আমি নারদ, প্রণাম করিতেছি, আমার নিবেদন শুনুন। আদিকাব্যকর্ত্তা বাল্মীকি, পূর্ব্বে আপনাকে যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহাই নিবেদন করিতেছি।—সে জন্য দ্বাপরে বেদব্যাস জন্মিবেন, তিনিই বহু বিচিত্রার্থসম্পন্ন মহাভারত রচনা করিবেন। তিনিই

পুরাণ উপপুরাণ-সমূহ রচনা করিবেন। অল্প চেষ্টায় মানুষের ধর্ম্ম-বুদ্ধি হয় না, বেদব্যাস, লোকের ধর্ম্ম-বুদ্ধি-সম্পাদনের জন্ত বহু গ্রন্থ রচনা করিবেন। তিনি বিষ্ণুর অংশে জন্মিবেন, বেদ-বিভাগ করিবেন। আমি রামায়ণ-রচনা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি (আমার আর প্রয়োজন নাই); আমি সেই ব্যাসকে সনাতন কাব্যবীজ উপদেশ দিব। তৎপ্রভাবে তিনি বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়া মঙ্গল প্রাপ্ত হইবেন। অতএব এই ব্যাসই আপনার আজ্ঞা পালন করিবেন। যদি অন্তে এ বিষয়ে সমর্থ থাকেন, তবে তিনিও এই স্থানে বলুন। মুনিগণ বলিলেন, প্রভো! আমরা সকলেই পুরাণ-রচনায় সমর্থ, যিনি যে পুরাণ করিবেন, তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিযুক্ত করুন, এক ব্যাসই আপনার আজ্ঞাবাহী হইবে। দেবী বলিলেন, ব্রহ্মা আত্মধ্যাননিষ্ঠ ঋষিগণের এই কথা শুনিয়া মনে মনে এই বিরোধ-বিষয়ে চিন্তা করত তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে সমস্ত মুনিবৃন্দ! আমি যাহা তোমাদিগকে বলিতেছি, তাহা শুন। নারদ আমাকে যে বাল্মীকি-বচন বলিয়াছেন, তাহা তোমাদিগকে বলি, হে দ্বিজগণ! তোমরা সকলেই পুরাণ-রচনায় সমর্থ। তবে ধর্ম্মদর্শী রাজা জনকের নিকট যাও, জনক মধ্যস্থ হইয়া তোমাদিগের বিবাদ ভঙ্গ করিয়া দিবেন। দেবী বলিলেন, ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, সর্ব্বার্থদর্শী মুনিগণ তথায় গমন করিলেন, যথায় ধর্ম্মার্থদর্শী রাজা জনক অবস্থিত।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

দেবী বলিলেন, জনক রাজা, সেই সমস্ত মুনিদিগকে সমাগত দেখিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সাদরে তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। রাজা বলিলেন, আপনারা সকলেই সূর্য্য-সদৃশ তেজঃসম্পন্ন, সকলেই সর্ব্ব-বিষয়াভিজ্ঞ, সকলেই সর্ব্বার্থ-দর্শী এবং আপনারা সকলেই সর্ব্বকার্য্যে কুশল; কি জন্ত এ স্থলে আপনাদের শুভা-গমন? আপনারা লোকের পরম গুরু; গৃহস্থ আমরা সতত আপনাদের কৃপা ভিক্ষা করি। সেই কৃপা ফলবতী হয় সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়। আপনারা বৈষ্ণব, সাধু, শান্ত, লোকানুগ্রহকারক এবং স্বয়ং কৃত-কৃত্য; আপনাদিগকে আমি দর্শন করিতেছি (আমার পরম ভাগ্য); এই সাধু সমাগম ভিন্ন গৃহস্থদিগের অপর লাভ আর কি আছে? মুনিগণ বলিলেন, আপনি সত্যস্বরূপ রাজর্ষি; আপনাকে দেখিতে আমাদের সতত ইচ্ছা হয়। আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার। আর আমরা ধর্ম্মাভিকাঙ্ক্ষী। ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি। হে ভূপতে! আমরা জিজ্ঞাসা

আমাদিগের মধ্যে কে করিবেন? তাহা নির্দ্দেশ করুন। এই পরাশর আমাদের কথা বলিবেন; ইনি যাহা বলিবেন, তাহাই আমাদের মত। আমরা সকলে শ্রোতা আর আপনি এ বিষয়ে স্থির করিবেন। রাজা বলিলেন, হে শক্তিপুত্র! মহাভাগ! পরাশর! আপনাকে নমস্কার। ব্রহ্মা কি বলিয়াছেন? আর বিবাদে সংশয়াপন্ন কাহারা? পরাশর বলিলেন, রাজন্! ব্রহ্মা, তাঁহার সমীপস্থ সমবেত মুনিগণকে বলেন, ভগবান্ বাল্মীকি, পরম কাব্য রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে তোমাদিগের মধ্যে ভারত-পুরাণের রচয়িতা কে হইবে? তখন, নারদ বলেন, আমাদের মধ্যে ব্যাস ভারতাদি করিবেন। কিন্তু আমরাও সে কার্য্যে সমর্থ, এই জন্য বিবাদ করিতেছি। রাজা বলিলেন, ব্রহ্মা এবং নারদ উভয়েই ব্যাস-পক্ষ, আপনারা কাহার অনুমতিক্রমে পুরাণাদি করিবেন? দেব-দেব ব্রহ্মাই স্বয়ং সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বশাস্ত্রের রচয়িতা; ব্যাস তাঁহার অনুমত; কিন্তু আপনারা ব্যাস-পক্ষ হইতেছেন না।—ভাল, ব্যাস এবং আপনারা সকলেই সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থ-দর্শী। আপনারা ভগবানের নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন, আমি শ্রবণ করিতেছি। পরাশর বলিলেন, হে মিথিলাধিপতে! ভগবানের নাম-মাহাত্ম্য কি বলিব? তবে আপনি বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাই কিঞ্চিন্মাত্র বলিতেছি। যাহার বাক্যে "কৃষ্ণ" এই মঙ্গলময় নাম উচ্চারিত হয়, হে রাজেন্দ্র! তাহার কোটি কোটি মহাপাতক ভস্ম হইয়া যায়। ব্যাস বলিলেন, পাপবিনাশনে হরিনামের যতদূর শক্তি আছে, পাতকী লোক ততদূর পাপ করিতে পারে না; (ইহার তাৎপর্য্য হইল, পাপ যেরূপই কেন হউক না, হরিনামে তাহা বিনষ্ট হইবেই), মহারাজ জনক, উভয় পক্ষের কথা শ্রবণ করিয়া পরাশর প্রভৃতি মুনিগণকে এবং ব্যাসকে বলিতে লাগিলেন, মহাভারত রচনা বেদব্যাসই করিবেন, আর কেহ নহেন; ষট্‌ত্রিংশৎ পুরাণ রচনা ব্যাস এবং অন্য মুনিরাও করিবেন। যাহা হউক, কিন্তু এক্ষণে আপনারা, চিরজীবী মহর্ষি বাল্মীকির নিকট গমন করুন, সেই আদিকাব্যকর্ত্তা তত্ত্বজ্ঞ মুনি, আপনাদের মঙ্গল বিধান করিবেন। এক পক্ষী আকাশে উড়িয়া যাইতেছিল, বাল্মীকিপ্রোক্ত যে কথা তাহার নিকট শুনিতে পাইয়াছি—হে মুনিগণ! তাহা শ্রবণ করুন। "সেজন্য দ্বাপরে বেদব্যাস জন্মিবেন। বহুবিচিত্রার্থ-সম্পন্ন মহাভারত-রচনা তিনিই করিবেন। পুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতি রচনাও তিনি করিবেন। মানুষের ধর্ম্ম-বুদ্ধি অল্পচেষ্টাতে হয় না। লোক সকলের ধর্ম্ম-বুদ্ধি-সম্পাদনের জন্য তিনি বহু গ্রন্থ করিবেন। তিনি বিষ্ণুর অংশে জন্মিবেন। বেদ-বিভাগ করিবেন। হে ঈশ্বর! আমি রামায়ণ রচনা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। বেদব্যাসকে সনাতন কাব্যবীজ উপদেশ দিব। তৎপ্রভাবে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া মঙ্গল প্রাপ্ত হইবেন।' এই উপাখ্যান ও বিধি বাল্মীকি-প্রকীর্ত্তিত। হে মহারাজ! চিন্তা করিবেন না, জগতে ব্যাস উৎপন্ন হইবেন।" হে বিপ্রগণ! আমি পক্ষীর মুখে এই কথা শুনিয়াছি; অতএব যথায় কাব্যসৃষ্টি

বিষয়ে অদ্বিতীয় স্বয়ং ব্রহ্মতুল্য মুনিবর বাল্মীকি অবস্থিত, তথায় আপনারা গমন করুন। আপনারা তাঁহার অনুগ্রহে কবিও হইবেন। এই পরম রামায়ণ জপ করত বাল্মীকি তমসাতীরে আছেন। দেবী বলিলেন, মহাত্মাজনক, এই কথা বলিলেন, মুনিরা যথায় আদিকবি বাল্মীকি অবস্থিত, তথায় পরমানন্দে উপস্থিত হইলেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

দেবী বলিলেন, সেই ঋষিগণ তমসাতীরে গিয়া দেখিলেন, শিষ্য-সমন্বিত তপোনিধি বাল্মীকি ভূতলে ভাস্করের ন্যায় অবস্থিত। দেবতারা ব্রহ্মাকে যেমন পরম ভক্তি সহকারে প্রণাম করেন; তাঁহারাও বাল্মীকিকে তদ্রূপ পরম ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলেন। মহর্ষি বাল্মীকিও পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণেকে দেখিয়া স্বাগত সম্ভাষণাদি দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা আসনে উপবিষ্ট হইলে বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পরাশর-ব্যাস-প্রমুখ সূর্য্যসমপ্রভ মমপ্রভ মুনিগণ! কিজন্য এস্থানে আপনাদিগের আগমন? মুনিগণ বলিলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে সত্তম ব্রহ্মা আমাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করেন, হে প্রধানতম ঋষিগণ! ভারত এবং পুরাণ রচনা তোমাদিগের মধ্যে কে করিতে সমর্থ? তন্মধ্য হইতে নারদ বলিলেন, মহাকবি মহামতি বেদব্যাসই ভারত পুরাণ রচনা করিবেন। হে প্রভো! তখন পুরাণরচনায় আমাদেরও মন হয়। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আমাদিগকে বিবদমান দেখিয়া আমাদিকে বলিলেন, রাজা জনক, তোমাদিগের বিবাদভঞ্জন করিয়া দিবেন। হে মুনীশ্বর! ব্রহ্মার আদেশে আমরা সকলে জনকের নিকট উপস্থিত হইলাম, জনক আমাদিগকে পূজা করিয়া জিজ্ঞাসাও করিলেন। তখন আমাদের মধ্যে শক্তিপুত্র পুণ্যবান্ পরাশর, বক্তা হইলেন। আমরা শ্রোতা হইলাম। আমাদের বিবাদ-ভঙ্গের জন্য, আমাদের সমক্ষেই রাজা জনক বলিতে লাগিলেন, "সর্ব্বশাস্ত্রের মূলকর্ত্তা মহাত্মা ব্রহ্মা ও নারদের অনুমতি-প্রাপ্ত বেদব্যাস মহাভারতকর্ত্তা হইবেন। অন্য পুরাণ সকল রচনা করিবেন, ব্যাস এবং অপরা-পর মহর্ষি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার মধ্যস্থতা করা উচিত নহে; কেননা, মহর্ষি বাল্মীকি, বেদব্যাসকে পুরাণ-কর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন, অতএব এ বিষয়ে কোথাও আপনাদের বিবাদ থাকিতে পারে না। অতএব আপনারা, যথায় বাল্মীকি অবস্থিত, তথায় গমন করুন, তাঁহার অনুগ্রহে যিনি কবি হইবেন, সে-ই কৃতীই মহাভারতাদি-রচয়িতা হইবেন। বাল্মীকিই কাব্যবীজ অবগত আছেন, তথায় আপনারা গমন করুন। অনন্তর আমরা সকল মহর্ষিই, আপনার নিকট আসিয়াছি, হে প্রভো! আদিকবে! মুনিবর! এখন

আমাদের সকলকে কবি করিয়া দিন। বাল্মীকি বলিলেন, এক নারায়ণ দেবই সত্যরূপী এবং সনাতন। তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়াই জীবগণ কর্ম্ম করিয়া থাকে। জীবগণ, তাঁহাতেই বিলীন হয়, তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হয়। তাঁহার আদেশেই ব্রহ্মা আদি করিয়া আমরা পর্য্যন্ত সকলেই যথানিয়মে যথাতথ কর্ম্ম করিতেছি। আমি তাঁহারই নিয়োগে রামায়ণকাব্য রচনা করিয়াছি; তিনিই ব্যাসকে আমার দ্বিতীয় কবি করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইনি মহাভারত-রচয়িতা হইয়াই বিধাতা-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন। ইহাঁর সৃষ্টির পূর্ব্বে, এ বিষয় স্থির ছিল। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ইনি বিবিধ পুরাণ (মহাপুরাণ ও উপপুরাণ) রচনা করিবেন। আপনারাও কতিপয় পুরাণ বেদব্যাসেরই প্রসাদে রচনা করিবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি সনাতন কাব্যবীজ ব্যাসকে উপদেশ দিব, তাহাতেই আপনাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। বেদব্যাস প্রথমে মহাভারত করিবেন, তৎপরে পরাশর বিষ্ণুপুরাণ করিবেন। অন্য সকল মহাপুরাণ, একা ব্যাসই রচনা করিবেন। উপপুরাণ-রচনা ব্যাস ও অপর কোন কোন ঋষি করিবেন। যত মহাপুরাণ যত উপপুরাণ আছে, তৎসমস্তেরই শ্লোক-রচনা কিন্তু বেদব্যাসই সম্পূর্ণরূপে করিবেন। আপনাদের কেহ লেখক, কেহ বক্তা, কেহ অর্থ-নিরূপয়িতা হইবেন। মনু অঙ্গিরা প্রভৃতি মুনিগণ, সংহিতা রচনা করিবেন। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরাঃ, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ এবং বসিষ্ঠ; ইহাঁরা সংহিতা বা ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক হইবেন। ইহাঁ-দিগের মধ্যেও কেহ কেহ বক্তা, কেহ কেহ বা শ্লোকার্থ-নির্ম্মাতা। অন্য ঋষিরাও স্বয়ং শাস্ত্রকর্ত্তা হউন। সকলেই স্ব স্ব মতানুসারে পবিত্র গ্রন্থ সকল প্রস্তুত করুন। হে দ্বিজগণ! আপনারা সকলে নিবৃত্ত হউন, স্ব স্ব গৃহে গমন করুন। আমি মহাত্মা ব্যাসকে কাব্য-বীজ উপদেশ দিব। ব্যাসের অনুগ্রহে আপনারাও কবি হইবেন। দেবী বলিলেন, হে সখি! বাল্মীকি এই কথা বলিলে, সেই সব মুনি হৃষ্টচিত্তে আদি-কবি শ্রীল শ্রীযুক্ত বাল্মীকিকে প্রণাম করিয়া গমন করিলেন। হে সখীবর! ব্যাস, বাল্মীকির আশ্রমে থাকিলেন, বাল্মীকি বেদব্যাসকে সনাতন কাব্য-বীজ সাদরে উপদেশ দিলেন।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

বাল্মীকি বলিলেন, বেদব্যাস! এক্ষণে সর্ব্বপ্রথমে তুমি কি শুনিতে ইচ্ছা কর বল; তৎপরে, আমি ভারতাদির বীজ তোমাকে উপদেশ দিব। ব্যাস বলিলেন, ভারত কিরূপ? তাহার ফল কিরূপ? কিরূপে আমি ভারত রচনা করিব? সে শক্তি আমার

কিরূপে হইবে? বাল্মীকি বলিলেন, যেমই মহাভারতরূপে পরিণত হয়। তপস্বিজাতি ব্রাহ্মণ বিষ্ণুর মুখ হইতে উদ্ভূত। পৃথিবী জন পালকজাতি ক্ষত্রিয় বাহু হইতে উৎপন্ন। হে মুনে! উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি। এই চতুর্ব্বর্ণ। এই চতুর্ব্বর্ণের কর্ত্তব্য-নিরূপণ মহাভারতরূপে পরিণত বেদে আছে। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান এবং প্রতিগ্রহ—ব্রাহ্মণের এই ছয়টী কর্ম্ম। ব্রাহ্মণপূজা, প্রজারক্ষা, দান, যুদ্ধ এবং করগ্রহণ—ক্ষত্রিয়ের এই পঞ্চ কর্ম্ম। বৈশ্যকর্ম্ম বলিতেছি, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সেবা, ধনসঞ্চয়, বাণিজ্য এবং দান, বৈশ্যের এই চয় কর্ম্ম। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের সেবা এবং কৃষিকার্য্য শূদ্রের পক্ষে বিহিত। চতুর্ব্বর্ণের এই সব কর্ম্ম তোমাকে বলিলাম। তন্মধ্যে প্রথম তিন বর্ণ বেদে অধিকারী। স্ত্রী শূদ্রের বেদে অধিকার নাই। আর উক্ত তিন বর্ণের মধ্যেও অপকৃষ্ট ব্যক্তিগণের * বেদশ্রবণেও অধিকার নাই। স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুগণের বেদার্থজ্ঞানের জন্য, দেব নারায়ণ স্বয়ং ভারত রচনা করেন। সেই ভারতেরই পরাৎপরতর বীজ হইল রামায়ণ। দেব নারায়ণ, প্রথমে ব্রহ্মাকে রামায়ণ প্রদান করেন, ব্রহ্মা আমাকে তাহা দেন; আমি তাহা শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছি। আর বেদার্থসারসম্মতরূপে ও মনোজ্ঞরূপে তাহা বিস্তার করিয়াছি। ভারত রচনা করিবার জন্য ব্রহ্মা পুনরায় আমাকে আদেশ করেন, কিন্তু ভারতরচনা করিতে আমি স্বীকার করি নাই। ভারত রচনা করিবার জন্য তোমাকেই নারায়ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি রামায়ণ অপেক্ষা বিস্তীর্ণ মহাভারত রচনা কর। আর রামায়ণের পরিপাটি ক্রমেই মহাভারত রচনা কর। হে মুনে! রামায়ণকাব্য ও মহাভারতের যে বিশেষ বা পার্থক্য নারায়ণ কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে, তাহা আমি বলিতেছি, শুন। আত্মারাম পরমাত্মা একই, তিনিই প্রভুত্বসম্পন্ন এবং সর্ব্বেশ্বর। তিনিই কালাকাশ স্বরূপ এবং সুখদুঃখ-বর্জ্জিত। সেই কমলাপতি পরমাত্মাই মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষসবধ-চ্ছলে জগতী মধ্যে ক্রীড়া করিয়াছেন; বর্ণ এবং আশ্রমানুসারে যথাবিভাগে ধর্ম্ম প্রদর্শন তিনি করিয়াছেন। সেই পরমাত্মস্বরূপী একরূপ সীতানাথের চেষ্টা রামায়ণকাব্যে বর্ণনা করিয়াছি; রামায়ণ তাঁহার শরীরবিশেষবৎ হইয়াছে। সেই পরমাত্মা দেবই কমল-লোচন ভগবান্ কৃষ্ণ; তিনি ভূভার-হরণের চ্ছলে জীবাত্মার সহিত ক্রীড়া করিবেন। নর নারায়ণ দুই জনে জীবাত্মা ও পরমাত্মা, স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ নর-নারায়ণই অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ। পঞ্চ পাণ্ডুপুত্রের মধ্যে যিনি তৃতীয়, সেই অর্জ্জুনই নর। আর দেবকীনন্দন কৃষ্ণই নিখিলবাধা-প্রশমনকারী বাসুদেব। বাসুদেবই নারায়ণ, অর্জ্জুনেরই নাম নর। যাহা নর-নারায়ণ-ময় অর্থাৎ নর-নারায়ণ-চরিত্রে পূর্ণ, তাহাকেই মহাভারত বলিয়া পণ্ডিতেরা জানেন। আর আমি এক নারায়ণময় কাব্য রামায়ণ রচনা করিয়াছি, রামায়ণ

---

* ইহাদিগের নাম 'দ্বিজ-বন্ধু'।

এবং মহাভারতে বিশেষ এইটুকু। এ তত্ত্ব অতি গোপনীয়, কাহারও নিকট বক্তব্য নহে। ভারত এইরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। নর-নারায়ণ-ময় ভারত পরম পবিত্র, ভারত বেদের তুল্য। ভারত যাহার গৃহে থাকে, জয় তাহার করতলস্থ। ভারত সমুদ্র, সুমেরু এবং নারায়ণের পুণ্য, জল, গুহা এবং গুণ যথাক্রমে এই চারিটী অপরিমেয়।* ভারত, গঙ্গা, শিব এবং হরি—ইহাদিগের প্রত্যেকেরই নাম, পুণ্যজনকতা, অর্থসাধকতা এবং সামর্থ্য চারিটীই অপ্রমেয়। স্বর্গে ভারতশ্রবণ হয়, পৃথিবীতে ভারতশ্রবণ হয়, পাতালেও ভারতশ্রবণ হয়। সর্ব্বত্রই ভারতের পরমাদর। বিবিধ অর্থ ভারতে, বিবিধ কথা ভারতে, ষড়্দর্শন ভারতে এবং ধর্ম্মসমূহ ভারতে বর্ত্তমান। যেমন আহার-অবলম্বন ব্যতীত শরীরধারণ হয় না, তদ্রূপ ভারত আশ্রয় না করিয়া কোন কথার প্রবৃত্তিই হয় না। ব্রাহ্মণ, ইন্দ্রিয় দ্বারা বিচরণ করত রাত্রিতে যে পাপসঞ্চয় করে, প্রাতঃকালে মহাভারত নাম উচ্চারণ করিলে সে পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রাহ্মণ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিচরণ করত দিবসে যে পাপ করে, সায়ংকালে মহাভারত নাম উচ্চারণ করিলে, তাহা হইতে মুক্ত হয়। গৃহে ভারতপূজা করিবে, ভারত ঘরে রাখিবে, পণ্ডিতদিগকে ভারত দান করিবে, ভারত শ্রবণ করিবে এবং ভারত পাঠ করিবে। যে এইরূপ করিবে, সেই উৎকৃষ্ট, সে-ই শ্রীমান্ এবং তাহারই জন্ম সার্থক। শত বৃষোৎসর্গ, শত গয়াশ্রাদ্ধ, প্রচুর দক্ষিণাসম্পন্ন রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, আর দক্ষিণা-সমেত ভারতশ্রবণ এবং ভারতপাঠ, এই সকল কর্ম্ম তুল্য এবং পরস্পর প্রতিনিধি। ভারতের দক্ষিণা আত্মা এবং সর্ব্বস্ব। ভারত পাঠ বা শ্রবণের পর সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দান করিবে, পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধেও সর্ব্বস্ব ব্যয় করিবে। গুরুকেও সর্ব্বস্ব দান করিবে। এই সব কর্ম্মের জন্যই সর্ব্বস্ব। ভারতের ফল সংক্ষেপে এই তোমাকে বলিলাম। ভারতের কবচ এক্ষণে বলিতেছি, হে বিপ্র! তাহা শ্রবণ কর। প্রণব-বাচ্য পরমেশ্বর পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেব এবং জীবকে ধ্যান করি। মূল আদিপর্ব্ব রক্ষাকর্ত্তা হউন। বীজ সভাপর্ব্ব, রক্ষক হউন। ইহার ঋষি নারায়ণ, রক্ষা করুন। শক্তি রামায়ণ, রক্ষক হউন। বিরাটপর্ব্ব হৃদ্ আর আর্য্যাস্তব দৈবতা, ইঁহারাও রক্ষা করুন। প্রমাণ ভগবদ্গীতা এবং শক্তিমান্ ভীষ্ম রক্ষা করুন। দ্রোণপর্ব্ব প্রতিপাদ্য, কর্ণপর্ব্ব অর্থ, তাঁহারাও রক্ষক হউন। শল্যপর্ব্ব সিদ্ধান্ত, সেই শল্যপর্ব্ব আর কর্ত্তা গদাদি রক্ষক হউন। প্রয়োজন শান্তিপর্ব্ব, স্বরূপ অশ্বমেধ পর্ব্ব, জ্ঞেয় লক্ষণ ও লয় স্মরণ অন্য পর্ব্ব সকল আমাকে রক্ষা করুন। আচরণীয় অদ্ভুত শেষপর্ব্ব আমাকে রক্ষা করুন। এই কবচ ধারণ করিয়া উত্তম ভারত রচনা কর। এই কবচ হইতেও

---

* অর্থাৎ ভারতের পুণ্য অপরিমেয়; "ভারতের" কি না ভারত-পাঠের। সমুদ্রের জল অপরিমেয়। সুমেরুর গুহা অপরিমেয় এবং বিষ্ণুর গুণ অপরিমেয়।

ভারতের ফল হয়। হে ব্যাস! সনাতন-কাব্য-বীজ রামায়ণ পাঠ কর। সকল পুরাণের ক্রম এইরূপ জানিবে। অষ্টাদশ পুরাণ অষ্টাদশ তত্ত্ব। আর অষ্টাদশ উপ-পুরাণও অষ্টাদশ তত্ত্ব। হে মুনে! মহাপুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত যেমন উত্তম, উপ-পুরাণের মধ্যে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণও সেইরূপ। হে মুনে! এই দুইটীই বিবিধ পুরাণ প্রধানে সার। অন্য সকল পুরাণ, মূল ইত্যাদি। তুমি সকল পুরাণ এবং মহাভারত রচনা কর। সেই সব পুরাণে ও মহাভারতে রামচরিত্র যেখানে থাকিবে, সেখানে আমার কবিত্বশক্তি থাকিবে। হে ব্যাস! এইরূপ, ব্রহ্মার কথা আমি প্রতিপালন করিব। অন্য মুনিগণের মধ্যে, যিনি (শ্লোক দ্বারা গ্রন্থনিবন্ধ করিতে না পারিলেও) গ্রন্থ-সংগ্রহ অর্থাৎ গ্রন্থের ভাব সঙ্কলন করিবেন, তিনিই কৃতী। দেবী কহিলেন, ব্যাস, তখন আদিকবি গুরু বাল্মীকির এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া, তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। ব্যাস বলিলেন, মহর্ষে! আমার পক্ষে রামায়ণ অধ্যয়ন স্থির করাতেই আমি মহামতি কবি হইলাম এবং কৃতার্থ হইলাম, আপনি আমার অন্তঃকরণ প্রসন্ন করিলেন। হে মহামুনে! আপনার প্রসাদে আমি মহাভারত ও পুরাণ রচনা করিব এবং ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিব। দেবী বলিলেন, ব্যাস, যখনই রামায়ণ পড়িয়া সুব্যবস্থিত হইলেন, তখনই তিনি ভারতাদির মূর্ত্তি সম্যক্‌রূপে দেখিতে পাইলেন। হে সখি! মুনি তখন, ষট্‌-ত্রিংশৎ পুরাণ, ভারত ও সর্ব্ব প্রকার সংহিতার মূর্ত্তি সম্যক্‌রূপে দেখিলেন। ভারত পুরাণ সমস্তই মূর্ত্তিমান্ হইয়া সেই মুনিশ্রেষ্ঠদ্বয়কে প্রণাম পূর্ব্বক তথায় অন্তর্হিত হইলেন। ব্যাস, মুনিগণ-সমভিব্যাহারে বদরিকাশ্রমে গেলেন। হে সখীদ্বয়! তোমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা তোমাদিগকে এই বলিলাম, এক্ষণে এস, মহেশ্বর ঘরে আছেন, আমরাও তথায় যাই। ব্যাস বলিলেন, হে জাবালে! পার্ব্বতী দেবীর কথাশ্রবণে জয়া বিজয়ার মন অতি প্রফুল্ল, বদন প্রফুল্ল এবং শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া-ছিল; দেবী, গঙ্গার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে, আপনার সহিত তাঁহাদিগকে গিরিবর কৈলাসে লইয়া গেলেন। এ সব আমি সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়াছি। ইহার পর কি বলিব?

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

পূর্ব্বখণ্ড সমাপ্ত।

মধ্যখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

জাবালি কহিলেন, হে গুরো! আপনি যে রুদ্রাণী ও তদীয় সখীদ্বয়ের পরস্পর কথোপকথন বর্ণন করিলেন, তন্মধ্যে যে সমুদয় জলাশয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যতম গঙ্গার নামোল্লেখ করিয়াছেন, তিনি কে? তাঁহার প্রভাব কি প্রকার? কোথা হইতে তাঁহার উৎপত্তি? কি প্রকারে তিনি হিমালয়ের কন্যারূপে উৎপন্ন হন এবং কি জন্যই বা জলরূপিণী হইয়া ভূতলে অবতরণ করিয়াছিলেন? তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ব্যাসদেব কহিলেন, হে জাবালে! তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ে শুক-জৈমিনিসংবাদ নামক পুরাতন এক ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে একদা শুকনামক কোন মুনি, আত্মশিষ্য জৈমিনিকে নিখিলশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া গঙ্গাতীরে গমনার্থ আদেশ করিলে, তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, ভগবান্ জৈমিনিও আত্মগুরুকে সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করায় মুনিবর শুকও কৃপান্বিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে জৈমিনে! পূর্ব্বে এই জগৎ কেবল শূন্যময় ও অন্ধকারপূর্ণ ছিল। চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহগণ ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক কোন পদার্থই ছিল না, তৎকালে কেবলমাত্র প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ই বিদ্যমান ছিলেন, তৃতীয় বস্তু কিছুই ছিল না। অনন্তর কৈবল্যসংস্থিত পুরুষের সৃষ্টিবাসনা হইবামাত্র প্রকৃতিযোগে এক ব্রহ্মই ত্রিধা বিভক্ত হন। প্রকৃতিসম্ভব সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় হইতেই পুরুষত্রয় উৎপন্ন হইলেন, তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ কর। প্রথম সাত্ত্বিক, দ্বিতীয় রাজস ও তৃতীয় তামস। পরে দেবী প্রকৃতি, পুরুষকে গুণত্রয়ে ত্রিধা বিভক্ত দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহাঁদিগের মধ্যে কে আমাকে গ্রহণ করিবেন? সেই পুরুষত্রয়ের উপকারিণী দেবী প্রকৃতি এইরূপ চিন্তা করিয়া অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মরূপ ধারণ পূর্ব্বক অগ্রে জলের সৃষ্টি করত তাহাতে রস যোজনা করিলেন। যাহারা সৃষ্টিবিষয়ে অনভিজ্ঞ, উক্ত প্রকৃতিই তাহাদিগের অভিজ্ঞাস্বরূপিণী। অতঃপর প্রকৃতি, পুরুষকলেবর ধারণপূর্ব্বক সেই জলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন বলিয়া, নারায়ণ নামে সেই মূর্ত্তি প্রসিদ্ধ হইল, কারণ, নারশব্দে জল ও অয়ন শব্দে স্থান, সুতরাং জলই তাঁহার আবাসস্থান হইল বলিয়া, নারায়ণ নাম হইল। অনন্তর দেবী প্রকৃতি, সেই সাত্ত্বিকাদি পুরুষত্রয়কে শরীরী করিলে তাঁহারা বাসস্থান না পাইয়া সলিল মধ্যে ভ্রমণ করত চিন্তান্বিত হইলেন। পরে "তোমরা সকলে তপস্যা কর" এইরূপ আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন। সেই সময় জলরাশি শুষ্কীভূত হইল। অতঃপর তাহারা আত্মসন্নিবেশ করত তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে ভগবতী প্রকৃতি, তাঁহাদিগকে তপোনিবিষ্ট দেখিয়া পরীক্ষ

উপায়োদ্ভাবন পূর্ব্বক শবরূপ ধারণ করিয়া সেই জলরাশিতে ভাসমান হইতে থাকিলেন। তাঁহার অঙ্গ সকল বিকৃত, ছিন্নভিন্ন এবং কৃমিগণে পরিব্যাপ্ত। তদীয় দেহ হইতে কেশজাল ও মাংসবসাদি গলিত হইতেছে। সেই বীভৎসরূপিণী শবরূপা প্রকৃতি এইরূপে ভাসমান হইয়া প্রথমে সাত্ত্বিকপুরুষের নিকট গমন করিলে সাত্ত্বিক বিমুখ হইয়া পূর্ব্বদিকে মুখপরিবর্ত্তন করিলেন। অনন্তর, শবরূপা প্রকৃতি তাঁহার পূর্ব্বদিকে গমন করিলে সাত্ত্বিক উত্তরাস্য হইলেন, পরে প্রকৃতি উত্তরদিকে যাইলে তিনি পশ্চিমাস্য হইলেন। তৎপরে প্রকৃতি পুনরায় পশ্চিমদিগ্বর্ত্তিনী হইলে তিনি দক্ষিণদিকে মুখ ফিরাইলেন। সাত্ত্বিক এইরূপে চতুর্মুখ হইয়াও নিবৃত্তি লাভ করিতে না পারায়, পলায়ন করিতে বাসনা করিলে প্রকৃতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। প্রকৃতিকে দেখিয়া সাত্ত্বিকের মুখত্রয় বৃদ্ধি পাইল বলিয়া তিনি তদবধি ব্রহ্মা নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। অনন্তর ভগবতী প্রকৃতি তাঁহাকে সাত্ত্বিক ভাবের অভিভাবক রাজসভাব দান করিয়া এবং রক্তবর্ণ ও সৃষ্টিকর্ত্তা করিয়া সেই স্থান হইতে নির্গত হইলেন। পরে শবরূপা-প্রকৃতি রাজসপুরুষের সমীপবর্ত্তিনী হইলে, তিনি মনোবিকার বশতঃ সহস্রশীর্ষ সহস্রচক্ষুঃ ও সহস্রপাদ হইয়া দশ দিক্ পরিব্যাপ্ত করিলেন বলিয়া তিনি বিষ্ণু নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন এবং নেত্র নিমীলন করিয়া জলমধ্যে শয়ন করিতে লাগিলেন, তখন প্রকৃতি তাহার তাদৃশ ভাব-দর্শনে তাঁহাকে রাজসভাবের অভিভাবক সাত্ত্বিকভাব প্রদানপূর্ব্বক শুক্লবর্ণ ও পালক করিয়া সেই স্থান হইতে নির্গত হইলেন। পরে সেই শবরূপিণী প্রকৃতি তামস-পুরুষের নিকটবর্ত্তিনী হইলেন, কিন্তু তাঁহার সমাধি-ভঙ্গ করিতে অসমর্থা হইয়া গন্ধবাহ বায়ুর সৃষ্টি করিলেন। হে জৈমিনে! তৎক্ষণাৎ সেই বায়ু তাঁহার শরীর হইতে পূতিগন্ধি পরমাণু সকল সঞ্চালিত করত তামস-পুরুষের নাসারন্ধ্রে সংযোজন করিতে আরম্ভ করিলে দুর্গন্ধে তাঁহার সমাধি-ভঙ্গ হইল। অনন্তর তামস জানু-সংস্পৃষ্ট বিকৃতাকার শব-দর্শনে কর দ্বারা তাহা ধারণ করিয়া তদীয় বক্ষঃস্থলে উপবেশনপূর্ব্বক সমাধি অবলম্বন করিলেন। তখন আদ্যা শক্তি দেবী পরমা-প্রকৃতি সেই তামস-পুরুষকে পরম শিবময় এজন্য শিব-নামের যোগ্য জানিয়া মনে মনে তাহাকে আশ্রয় করিলেন। এদিকে ভগবান্ শিবও শবোপরি আরোহণপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া তাহাকে মূলপ্রকৃতি বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত লিঙ্গরূপ ধারণ করিলেন। তখন শবরূপিণী দেবী প্রকৃতি মহেশ্বরকে লিঙ্গরূপী দেখিয়া স্বয়ং যোনিরূপ ধারণপূর্ব্বক স্বীয় ত্রিকোণ মণ্ডলাকারে লিঙ্গ স্থাপন করত মাহেশ্বরী প্রজাসৃষ্টির জন্য জলমধ্যে নিমগ্না হইলেন। হে দ্বিজ! যাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকৃতি ও পুরুষের ঐ লিঙ্গ জলমধ্যে থাকিবে, তাবৎকালই মাহেশ্বরী সৃষ্টি, উহাদের বিয়োগ হইলেই প্রলয় উপস্থিত হইবে জানিও। এই নিমিত্তই যোনি সাক্ষাৎ ভগবতী ও লিঙ্গ সাক্ষাৎ মহেশ্বর স্বরূপ। উহাঁদের পূজা করিলেই সমুদয় সুরগণের পূজা করা হয়। যোনি ও লিঙ্গপূজার অভাব ঘটিলে নিঃসন্দেহ

সৃষ্টিলোপ হইবে। যে ব্যক্তি উক্ত লিঙ্গপূজা না করিয়া ভোজন করে, তাহার নিখিল অভীষ্ট বিলুপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে লিঙ্গ জলমগ্ন হইলে দেবী প্রকৃতি শবরূপতা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বার্দ্ধ-সাধমার্দ্ধ ভগবান্ শিবকে ত্রিগুণময় স্থূলমূর্ত্তি ধারণ করাইলেন। এক গুণে সৃষ্টি ও এক গুণে পালনকার্য্য হইয়া থাকে; কিন্তু হে জৈমিনে! গুণত্রয় ব্যতীত কখন সংহারসাধন হইতে পারে না। এই জন্যই নীললোহিত, ত্রিনেত্র, শুক্লবর্ণ, সর্ব্বোপকারক. ভগবান্ শিব ত্রিগুণময়রূপে বিরাজ করিতেছেন। এদিকে পূর্ব্বজাত ব্রহ্ম-বিষ্ণু দেবী-প্রকৃতির অদর্শনে ব্যাকুল-চিত্তে নিরালম্ব হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে প্রকৃতি তাঁহাদিগের ব্যাকুলতা দেখিয়া আপনাকে দর্শন দিলেন। তখন ব্রহ্ম-বিষ্ণু নিরাকারা জ্যোতিঃস্বরূপিণী ভগবতী প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করত স্তব করিতে লাগিলেন। কহিলেন, হে দেবি! তুমি নিরাকারা, সনাতনী মূল-প্রকৃতি, মহদাদি ষোড়শ-তত্ত্ব তোমারই বিকার। আমরা তোমারই অধীন, অতএব কি জন্য আমাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল শঙ্করকেই আশ্রয় করিলেন? শুক কহিলেন, নিরাকারা প্রকৃতি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর তাদৃশ বাক্য শ্রবণে শঙ্করকে সমীপবর্ত্তী করিয়া সকলকেই কহিলেন, সত্ত্ব রজঃ তমঃ মদীয় এই গুণত্রয়ই জগতের ঈশ্বর, অর্থাৎ উহা হইতেই সৃষ্টি স্থিতি লয় হইয়া থাকে; তোমরা ঐ তিন গুণ হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছ; সুতরাং এরূপ বোধ করিও না যে, আমি তোমাদিগের উভয়কে পরিত্যাগ করিলাম। তোমরা যেমন গুণত্রয়ভেদে মূর্ত্তিত্রয় ধারণ করিয়াছ, আমাকেও সেইরূপ বিবিধ মূর্ত্তি জানিবে। আমিও পঞ্চভাগে বিভক্ত হইব। এক্ষণে চতুরানন ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হউন এবং সত্ত্বমূর্ত্তি সনাতন ভগবান্ নারায়ণ পালন কার্য্যে নিযুক্ত থাকুন, পরে ত্রিগুণময় শিব, প্রলয় করিবেন। ব্রহ্মা স্থাবর ও জঙ্গম উভয়বিধ প্রজাসৃজন করুন এবং প্রজাবৃদ্ধির জন্য মানসী সৃষ্টি করিতেও প্রবৃত্ত হউন। আর আমরাও স্ত্রী-পুরুষভেদে বিবিধ জঙ্গমের সৃষ্টি করিব, তাহা হইলেই প্রজায় পরিপূর্ণ হইবে। আমি স্ত্রীরূপ এবং শঙ্কর পুরুষরূপে উৎপন্ন হইবেন, এজন্য মাহেশ্বরী প্রজা লিঙ্গাঙ্কা ও ভগাকাররূপে দ্বিবিধা হইবে। এই প্রজাবৃদ্ধির নিমিত্তই ভগবিদ্ধ লিঙ্গ জল মধ্যে বিরাজমান হইল। ঐ ভগলিঙ্গ হইতেই জগৎ প্রজাপুঞ্জে পরিব্যাপ্ত হইবে। আমি গঙ্গা, দুর্গা, সাবিত্রী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী; এই পঞ্চ প্রকার স্ত্রীমূর্ত্তিতে তোমাদিগের সকলকেই প্রাপ্ত হইব। দেবতাদিগের মধ্যে প্রধান উক্ত পঞ্চ প্রকার প্রকৃতিরূপে উৎপন্ন হইয়া পুনরায় আমরা সকলেই ব্রহ্মসৃষ্টিতে নানারূপে প্রাদুর্ভূত হইব। এক্ষণে তোমরা সত্ত্বাদি-গুণকার্য্যে যত্নবান্ হও। নিরাকারা নিরঞ্জনা দেবী প্রকৃতি, এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও নিজ নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শুক কহিলেন, অনন্তর ভূতভাবন পূর্ণপুরুষ বিষ্ণু, সত্বগুণ আশ্রয় পূর্ব্বক সলিলোপরি শয়ন করিলে তদীয় নাভিদেশ হইতে এক পদ্ম সমুদ্ভূত হইল। হে দ্বিজোত্তম। পরে ভগবান্ ব্রহ্মা সৃষ্টিবাসনায় সলিলোপরি বহুধা ভ্রমণ করিতে করিতে সেই পদ্মকে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং সেই মহাপদ্মে অবস্থানপূর্ব্বক সৃষ্টি করিতে সমুদ্যত হইয়া অগ্রে দণ্ড, ক্ষণ ও লবাদি কাল সৃজন করিলেন। অতঃপর কাল হইতে মহত্তত্ব, মহত্তত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুত ও ব্যোম এই পঞ্চভূত ও পঞ্চভূত হইতে পঞ্চ-ভূততন্মাত্র সৃজন করিয়া উৎপাদন-ক্রমে ক্ষিতিকে গন্ধের, জলকে রসের, তেজকে রূপের, বায়ুকে স্পর্শের ও আকাশকে শব্দের আশ্রয় করিলেন। অতঃপর পঞ্চভূত দ্বারা দেহ ও পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল সৃষ্ট হইলে, পরম পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু জীবরূপে দেহের অধিষ্ঠাতা হইলেন এবং প্রকৃতি কর্ত্তৃক অবলোকিত হইয়া অহং মম ইত্যাদি নানাকারে বিরাজ করিতে লাগিলেন। প্রকৃতি তিন প্রকার, বিদ্যা ও অবিদ্যাদ্বয়; উক্ত বিদ্যাই গন্ধাদি পঞ্চমূর্ত্তিতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। আর যে অবিদ্যাদ্বয়ের কথা বলিলাম, তাহার একের নাম মায়া ও অপর একের নাম পরমা। মায়া, পরমা ও জীবের আবরিকা শক্তি। জীব, সাক্ষাৎ পরমপুরুষ নারায়ণ বিষ্ণু হইলেও মায়ায় আবৃত বলিয়া পরমাকে সন্দর্শন করিতে সমর্থ নহেন। তপস্যাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলেই তাঁহার প্রসাদে জীব তাঁহাকে সন্দর্শন পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনন্তর ব্রহ্মা বসিষ্ঠ, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, দক্ষ, নারদ ও কর্দ্দম এই দশ মানস পুত্র উৎপাদন করিলে তাঁহারা স্বীয় পিতা ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কি নিমিত্ত আমাদিগকে সৃজন করিলেন? তখন ব্রহ্মা বলিলেন, পুত্রগণ! তোমরা প্রজা উৎপাদন কর। তাঁহারা ব্রহ্মার তদ্বাক্য শ্রবণে আমরা এ বিষয়ে অক্ষম বলিয়া সকলেই তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। হে দ্বিজোত্তম! পরে ব্রহ্মা, প্রজাবৃদ্ধির জন্য স্বীয় শরীর দ্বিধা বিভক্ত করিলে বামার্দ্ধ হইতে শতরূপা নামে চারুরূপিণী এক রমণী ও দক্ষিণার্দ্ধ হইতে সায়ম্ভুব মনু নামে এক পুরুষ সমুৎপন্ন হইল। তৎপরে ব্রহ্মা সৃষ্টির নিমিত্ত, হৃদয় হইতে কন্দর্পের সৃষ্টি করিলেন। তখন মৈথুনধর্ম্মে বহুল প্রজা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। উক্ত সায়ম্ভুব মনুর ঔরসে শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তান পাদনামে দুই পুত্র এবং আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নামে তিন কন্যা উৎপন্ন হয়। হে দ্বিজবর! ঐ সময় ভগবান্ বিষ্ণু, প্রজাগণের অবস্থানার্থ শূকররূপ ধারণ করিয়া রসাতল হইতে প্রজাধারণকারিণী ধরিত্রীকে উদ্ধার করিলেন। অনন্তর সায়ম্ভুব মনু, রুচির হস্তে আকূতি, কর্দ্দমের করে দেবহূতি ও দক্ষের করে প্রসূতিকে সমর্পণ

করিলেন। পরে কর্দ্দম, দেবহূতির গর্ভে বহুল পুত্র এবং রুচি আকূতির গর্ভে বসিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী প্রভৃতি সুলক্ষণাক্রান্ত কন্যাগণকে উৎপাদন করেন। এক্ষণে দক্ষের সন্তানের কথা শ্রবণ কর। তিনিও প্রসূতির গর্ভে অনেকগুলি কন্যা উৎপাদন করিয়া স্বাহানাম্নী কন্যাকে অগ্নির হস্তে, সতীকে শঙ্করের করে এবং কশ্যপহস্তে অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্টা, সুরসা, তিমি, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, বিনতা, কদ্রু ও ভানুমতী এই ত্রয়োদশটী কন্যা দান করেন। হে দ্বিজোত্তম জৈমিনে! এক্ষণে উহাদের অপত্যগণের বিবরণ শ্রবণ কর। অদিতির গর্ভে সূর্য্য উৎপন্ন হন এবং সূর্য্য হইতে মনু ও মনু হইতে পবিত্র মহান্ সূর্য্যবংশের উদ্ভব হইয়াছে। দিতির গর্ভে দৈত্যগণ, দনুর গর্ভে দানবনিচয়, কাষ্ঠার গর্ভে অশ্বাদি পশু, অরিষ্টার গর্ভে মহীরুহজাতি, সুরসার গর্ভে পঞ্চনখ পশু, তিমির গর্ভে কুম্ভীর মৎস্যাদি জলচর এবং মুনির গর্ভে গো-মহিষাদি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অত্রি-পত্নী কর্দ্দমীর গর্ভে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক দত্ত, দুর্ব্বাসা ও চন্দ্র নামে তিন পুত্র হয়। পরে চন্দ্র হইতে বুধ ও বুধ হইতে পুরূরবা এবং পুরূরবা হইতে ক্রমে পরম পবিত্র চন্দ্রবংশের উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত মানবী সৃষ্টিতে সুর, অসুর, নর, পশু, পক্ষী, দ্রুম ও লতাদি নিখিল পদার্থই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রভেদে চারি জাতি। অনন্তর সন্ধ্যা নামে ব্রহ্মার এক মানসী কন্যা হয়, পরে ব্রহ্মা তাঁহার রূপ-লাবণ্য দর্শনে কাম-পীড়িত হইয়া তাঁহার সহিত সহবাস বাসনা করেন। অতঃপর প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন ভেদে তাঁহাকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করায় তাহা হইতে নীহারের উৎপত্তি হয়। অনন্তর ব্রহ্মা পুনর্ব্বার দেহধারণ পূর্ব্বক কামের প্রতি সাতিশয় ক্রোধ করায় সেই ক্রোধ হইতে কামবিনাশার্থ কোটিসূর্য্যসমপ্রভ ভীমমূর্ত্তি মহারুদ্র জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নীললোহিত, ত্রিনেত্র, জটিল এবং যেন সমুদয় জগৎকে গ্রাস করিতে ইচ্ছুক। ব্রহ্মা দেখিলেন, তিনি কখন পঞ্চবক্ত্র, কখন ত্রিবক্ত্র, কখন দ্বিবক্ত্র, কখন একবক্ত্র ও কখন বা চতুর্ব্বক্ত্র হইতেছেন। তৎকালে তিনি নয়ন ঘূর্ণিত করত ঘন ঘন প্রবল নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীষণ ক্রোধের সহিত ভীমরবে কেবল মারয় মারয় ইত্যাদি বাক্য উদ্গীরণ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছেন। তখন ব্রহ্মা সেই বিকটদন্ত মহারুদ্রের তাদৃশ ভাব দর্শনে ভীত হইয়া তাঁহাকে একাদশ খণ্ডে বিভক্ত করিলেন, তাহাতেই একাদশ রুদ্রের উৎপত্তি। অনন্তর তাহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায়ই সৃষ্টিলোপকর উগ্ররূপ দর্শন করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা, ভয়বিহ্বলহৃদয়ে দক্ষকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে বৎস! হে মহাভাগ! আমার কথা শ্রবণ কর, ইহারা তোমার ভ্রাতা, অতএব ইহাদিগকে স্বীয় বশে আনায়ন কর, দেখিও যেন আমাকে গ্রাস না করে। তখন পিতৃহিতাকাঙ্ক্ষী দক্ষ, ব্রহ্মার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামন্ত্রবলে উগ্রবিষধর সর্পগণকে যেরূপ বশীভূত করা যায় স্বয়ং নিজযোগবলে তাহাদিগকে সেইরূপ বশবর্ত্তী করিলেন। বিধাতা, এই প্রকারে রুদ্রগণকে উৎপাদন করিয়া ক্রোধ পরিত্যাগ

করিলেন। ফল কথা, ক্রোধ নিজ আশ্রয়েরই অহিতকারী, এজন্য কুশলার্থী ব্যক্তিগণে ক্রোধ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। রজভয়ে ব্রহ্মার শরীরে যে বিকৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই সহস্র সহস্র যক্ষ, রাক্ষস ও ক্রমে গন্ধর্ব্বগণের উৎপত্তি হয়। সৃষ্টিকর্ত্তা সনাতন ব্রহ্মা এইরূপে সৃজন করিলে ভগবান্ বিষ্ণুও স্বেচ্ছানুসারে পালন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

শুক কহিলেন, পূর্ব্বে যে প্রকৃতির বিদ্যাদি-অংশত্রয়ের মধ্যে বিদ্যার পঞ্চভাগে বিভক্ত হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে বিদ্যার অর্দ্ধাংশে দাক্ষায়ণী, তৃতীয় অংশে সাবিত্রী এবং চতুর্থাংশে লক্ষ্মী ও রসস্বতী প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। হে দ্বিজ! ঐ দেবী দাক্ষায়ণী সতী, পিতৃযজ্ঞে শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া দেহত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গা ও উমারূপে হিমালয় হইতে জন্মগ্রহণ করেন। জৈমিনি কহিলেন, হে গুরো! কি জন্য দক্ষ, মহেশ্বরকে নিন্দা করেন ও কি প্রকারে দাক্ষায়ণী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং কি প্রকারেই বা হিমালয় হইতে দ্বিধা হইয়া জন্মলাভ করিয়াছিলেন? আমি যদি আপনার প্রিয় শিষ্য হই, তাহা হইলে যথাক্রমে তৎসমুদয় বিবরণ কৃপা করিয়া আমার নিকট বর্ণন করুন। শুক কহিলেন, প্রজাপতি দক্ষ, অনুপম রূপলাবণ্যবতী সত্যরূপিণী কনিষ্ঠকন্যা সতীকে বিবাহের যোগ্যা দেখিয়া চিন্তা করিলেন, ইহার উপযুক্ত পাত্র কে হইতে পারে? আমার বিবেচনায় সতী, স্বয়ংবর-সভায় স্বয়ং যোগ্য পতি লাভ করুন। দক্ষ, মনে মনে ঈদৃশ বিবেচনা করিয়া পরম রমণীয় স্বয়ংবর-সভা প্রস্তুত করাইলেন। সেই সভায় শঙ্কর ব্যতীত অপর সকলকেই নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু সতী যে শঙ্করকেই পতিরূপে লাভ করিতে বাসনা করিয়া সতত সযত্নে তাঁহার আরাধনা করিতেন, তাহা কেহই জানিতেন না। অনন্তর শুভ সময় উপস্থিত হইলে প্রজাপতি দক্ষ, সেই পরমসুন্দরী সতীকে সভাস্থলে আনায়ন করাইলেন। তৎকালে তাঁহার রূপদর্শনে ত্রিলোক মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি উজ্জ্বল-কনকবৎ গৌরবর্ণা, তদীয় পরিধেয় বসন কোটিচন্দ্রের ন্যায় মনোহর, কেশপাশ সুগন্ধ কুসুমমালায়-জড়িত এবং ললাটে সিন্দূরতিলক বিরাজমান। সেই চারুলোচনা কৃশোদরী সতী, যখন মাল্যহস্তে রত্নময় পীঠোপরি অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সকলেই জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল এবং মনে মনে বিবেচনা করিয়াছিল, যেন, রূপরূপ রত্নাকরে রূপলক্ষ্মী সমুত্থিতা হইয়াছেন। বস্তুতঃ সতীর রূপ-বর্ণনায় বাক্‌শক্তিও পরাভব স্বীকার করিয়া থাকেন। দক্ষ

হিলেন, বৎসে! সতি! এক্ষণে তুমি স্বয়ং দেখিয়া স্বীয় পতি বরণ কর। দেব, দানব, মুনি প্রভৃতি সকলেই এই স্থলে সমাগত হইয়াছেন, ইহাদের মধ্যে যাহাকে আপনার অনুরূপ বিবেচনা হয়, তাহাকেই বরণ কর। বৎসে তুমি ত্রিনয়না, আপনার নয়নত্রয় উন্মীলন করিয়া (তুমি স্বয়ং যেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী) সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পতি বরণ কর। পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া, সতী সভার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, তথায় মহেশ্বরকে দেখিতে পাইলেন না। সেই শিবশূন্য সভাস্থল তাঁহার নয়নে শূন্যবোধ হইল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "পিতা আমার শিবদ্বেষী হইয়া শিবশূন্য সভা করিয়াছেন। কিন্তু সেই ত্রিলোচন ব্যতীত আর কে আমার পতি হইবে? হে প্রভো! দেব মহেশ্বর! আপনি সনাতন, বুদ্ধিস্বরূপ; যখন এই সভাস্থলে আগমন করেন নাই, তখন নিশ্চয়ই আমাকে উপেক্ষা করিতেছেন; কিন্তু নাথ! আপনি ত্রিজগতের পতি, আপনি ভিন্ন আমি আর কাহাকেও বরণ করিব না। আপনার প্রতি কেহ দ্বেষ করুক বা আপনার শত শত নিন্দা করুক, অধিক কি, এ বিষয়ের জন্য যদি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়, তথাপি আপনিই আমার পতি। আপনার নিন্দাবাক্য কখনও যেন আমার কর্ণপথে পতিত না হয়। যখনই আপনার নিন্দাবাক্য আমার কর্ণগোচর হইবে, তখনই এই দেহ পরিত্যাগ করিব; তবে এইমাত্র প্রার্থনা করিতেছি, যেন জন্মান্তরে পুনর্ব্বার আপনাকেই প্রাপ্ত হই। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! দেবী দাক্ষায়ণী মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া "নমঃ শিবায়" বলিয়া ভূমিতলে মাল্য নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, দেব মহেশ্বর! আপনি সনাতন, ভক্তিলভ্য এই ভূমিনিক্ষিপ্ত মাল্য দ্বারা আপনাকে বরণ করিলাম, আপনি আমার পতি হউন। এইরূপ বলিতে বলিতে দেবী দাক্ষায়ণী দেখিতে পাইলেন যে, ভগবান্ মহাদেব, কোটিচন্দ্রপ্রভ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই ভূতলক্ষিপ্ত মাল্য ধারণ করিয়া, ভূমি হইতে উত্থিত হইলেন, তদীয় গলদেশে নিহিত হইয়া মাল্য অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। তখন দেবী সেই বৃষারূঢ় মহেশ্বরকে প্রণাম করিলেন। ভগবান্ ত্রিলোচন দাক্ষায়ণীকে আত্ম-পরিদর্শন করাইয়া যজ্ঞের অদৃশ্যভাবেই অন্তর্হিত হইলেন। ভূমিদেশে মাল্যপ্রদান করিতে দেখিয়া দক্ষ প্রভৃতি সকলেই সতীর নিমিত্ত হাহাকার করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, মূর্খে! তুমি শিবকে পতি পাইয়া কি কৃতকৃত্য হইলে? দক্ষ বলিলেন, সতি! তুই আমার কন্যা হইয়া ইন্দ্র, বহ্নি, পিতৃপতি, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশ প্রভৃতি সকলকে ত্যাগ করিয়া, শ্মশানের ধূলি-ভস্ম যাহার বক্ষঃস্থলের ভূষণ, এতাদৃশ পতিকে আলিঙ্গন করিবার অভিলাষ করিয়াছিস্? ধিক্ রে দুরাত্মঃ! তুই কিনা এই দুর্ম্মতি সতীকে রূপরাশি প্রদান করিয়াছিস্! শ্মশানভূমিতে লুণ্ঠিত করিবার জন্যই কি এই মনোহর কুসুমফুলের মালা গাঁথিয়াছিলি! ব্রহ্মার সৃষ্টির মধ্যে অদ্বিতীয় রূপবান্, এই সভামধ্যে সমাহূত হইয়াছিলেন; সতি! তুই আমার সমস্ত উদ্যম কি কারণে ভস্মসাৎ করিলি? তুই আমার কন্যা না হইলে আমার পক্ষে শুভ হইত;

এক্ষণে আমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার কুলকে দূষিত করিলি। বোধ হয়, আমি তোর নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকিব, সেই জন্যই আমাকে ঈদৃশ মনঃকষ্ট প্রদান করিলি। তুই শিবের যোগ্যতার বিষয় কিছুই জ্ঞাত নহিস্ এবং আপনার ও আমার সম্মানাদির বিষয়ও জ্ঞাত নহিস্, তজ্জন্যই শিবকে পতিত্বে বরণ করিয়া আমাদের সকলকেই শিবতুল্য করিলি। তুই কি আমার গৃহে একাদশ রুদ্রগণকে দেখিস্ নাই? সেই প্রকার অপর কোন রুদ্রকে তুই পতিত্বে বরণ করিয়াছিস্। আমার বোধ হয়, তোর কোন দোষ নাই। সেই দুষ্টই কুমন্ত্রণাবলে গোপনে আসিয়া তো'কে বশীভূত করিয়াছে, ইহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। শুকদেব কহিলেন, এই প্রকার শিবনিন্দাসূচক দক্ষবাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ দধীচি সভামধ্যে দক্ষকে বলিতে লাগিলেন, হে প্রজাপতে! আপনি কি জন্য সেই রাজীবলোচন শিবের নিন্দা করিতেছেন? তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইহাঁরা সকলেই একাত্মা ও সনাতন। আপনি আপনার ভাগ্য বুঝিতে পারিতেছেন না। আপনার কন্যা সাক্ষাৎপ্রকৃতি এবং শিব সাক্ষাৎ পরমপুরুষ; আপনার দুরদৃষ্টবশতঃ কে শিব এবং কে সতী ইহা জানিতে না পারিয়া কি জন্য শিবনিন্দা-বিষয়ে আপনার বুদ্ধি ধাবিত হইয়াছে? দক্ষ বলিলেন, আমি সেই শ্মশানবাসী ভিক্ষুক, ভূত-প্রেতাধিপতি শিবকে জানি। তাহার পরিধেয় বস্ত্র বায়ু; উন্মত্তের ন্যায় তাহার বাক্য, সে গুণহীন, বুদ্ধিহীন, রূপহীন বলিয়া (কেবল আমার নিকটে নহে) সমস্ত চরাচরে খ্যাত; সে ব্যক্তি কিরূপে আমার কন্যার পাণি-গ্রহণের যোগ্য? ব্রহ্মা ভূত সকল সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু তাহাদের পালন করেন, এ উভয়েরই ঐশ্বর্য্য আছে; কিন্তু বল দেখি, তাহার ঐশ্বর্য্য কিরূপে স্বীকার করিব? তবে এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, ভিক্ষাদি বিষয়ে তাহার ঐশ্বর্য্য আছে। দধীচি বলিলেন, আপনি বলিলেন যে, শিব ভিক্ষুক এবং শ্মশানপ্রিয়; কিন্তু ভিক্ষার্থিরূপে তাঁহাকে কি কুত্রাপি দেখিয়াছেন? কেবল লোকপরম্পরায় এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনিও সর্ব্বেশ্বর শিবের নিন্দা করিতেছেন। জগতে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ লোক দৃষ্ট হয়, ইহারা আপার ন্যায় দেবগণকেও মনে করে; এইরূপ দেবগণও গর্হিত ব্যক্তির নিকট আপনার গর্হিত ভাব প্রকাশ করেন মাত্র, কিন্তু আপনি জানিবেন যে, বাস্তবিব তাহা নহে। আমি সত্য বলিতেছি, এই শিব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অতএব ইঁহার নিন্দা করিবেন না। যখন গুণশালিনী আপনার কন্যা ইঁহাকে বরণ করিয়াছে তখনই বুঝিতে হইবে যে, শিব-সর্ব্বেশ্বর। দক্ষ বলিলেন, আমি যখন শিবকে তাদৃশ দেব-দেবেশ্বররূপে দেখিব কিংবা নিশ্চয় জানিতে পারিব, তখন আমার প্রত্যয় হইবে। কেবল গুণমাত্র কীর্ত্তন করিলে কাহারও গুণ দোষ বুঝিতে পারা যায় না। দধীচি বলিলেন, তিনি যে প্রকারই হউন না কেন, যাঁহাকে সতী বরণ করিয়াছে, আপনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পূজাপূর্ব্বক সতীকে সংপ্রদান করুন। দক্ষ বলিলেন, সতী

আমার বিনষ্ট হইয়াছে, কিংবা আমার কন্যা নহে, সংপ্রতি ইহাই স্থির; এই বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলেও স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সতী শিবলাভে আনন্দিত হইয়া সর্ব্বদা হর্ষচিত্তে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, অন্যের নিকট অপমান কিংবা সম্মান এ উভয়ই তাঁহার পক্ষে সমান বোধ হইতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, একদা মহেশ্বর সতীদর্শন-মানসে ভিক্ষুরূপী হইয়া দক্ষালয়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার স্কন্ধদেশে একটী জীর্ণ কন্থা, বায়ুভরে তাহা হইতে ধূলিরাশি নির্গত হইতেছিল। বামহস্তে একটী মৃণ্ময় ভাণ্ড, তন্মধ্যে কতকগুলি ধূলিমিশ্রিত তণ্ডুল-কণা, দক্ষিণহস্তে একটী জীর্ণ দণ্ড, যাহা তদীয় জীর্ণ দেহভরেও কম্পিত হইতেছিল, তদীয় সর্ব্বাঙ্গ বলীপলিত এবং মস্তক সর্ব্বদা কম্পমান। ভগবান্ সর্ব্বস্বরূপ, তাঁহার পক্ষে এতাদৃশ আকার ধারণ করা বিচিত্র নহে। মহাদেব এতদ্ভূত আকার ধারণ করিয়া সেইস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে সপ্তসখী-পরিবেষ্টিতা সতীকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি সখীদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? এবং সম্মুখে যাহাকে প্রজ্বলিত-সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় দেখিতেছি, এই সুন্দরীই বা কে? কি জন্যই বা ইনি পুরদেবীর ন্যায় যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতেছেন? সখীগণ কহিলেন, বৃদ্ধ! কি বলিব, ইনি প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, ইহাঁর নাম সতী; মহাবুদ্ধি প্রজাপতি কন্যার ঈদৃশ রূপলাবণ্য দেখিয়া স্বয়ংবরের নিমিত্ত সভা করিয়া সমস্ত দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু ইনি সমাগত দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া বরমাল্য দ্বারা শম্ভুকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। অযোগ্য পতি বরণ করিয়াছে বলিয়া পিতা ইহাঁর প্রতি বিরক্ত ও দুঃখিত হইয়াছেন, আদরের কন্যা হইলেও এখন ইনি পিতার স্নেহদৃষ্টির বহির্ভূতা হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি ক্ষণমাত্রও ইহাঁকে দুঃখিত দেখিতে পাই না; আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া সর্ব্বদা আপনার সুখে আপনিই মগ্ন থাকেন। ইহাঁর এইরূপ ব্যবহারে পিতা মাতা বন্ধুবর্গ সকলেই দুঃখিত। যাহা হউক, ইনি শিবকে বরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন নাই। বৃদ্ধ, সখীগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, সত্যই ইহা দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে ইনি পরোক্ষভাবে শিবকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন শুনিয়াও শম্ভু ইহাঁকে স্মরণ করেন না, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়; কেননা এতাদৃশ স্ত্রীরত্ন তাঁহার পক্ষে দুর্লভ। আর এই বালিকারও দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে, নতুবা যাবতীয় দেব-

গণকে পরিত্যাগ করিয়া, শম্ভুকে বরণ করিবেন কেন? যাহা হউক, এক্ষণে তোমা
যদি অনুমতি দাও, তবে আমিই শিবস্বরূপ হইয়া ইহাকে গ্রহণ করি। শ্মশানবাসী
শম্ভুই বা কোথায়, সর্ব্বজনদুর্লভ এই রাজকন্যাই বা কোথায়? ইহাদিগের পরস্প
সম্বন্ধ কাহারও বোধগম্য নহে। প্রজাপতি ভাগ্যবলে এতাদৃশ রুচিরাননা কন্যা লা
করিয়াছেন। শম্ভু স্ত্রী লইয়া কি করিবেন? আমিই ইহঁাকে গ্রহণ করিব
সখীগণ কহিলেন, হে বৃদ্ধ! তুমি মূর্খ, নতুবা এতাদৃশ অকথনীয় বাক্য বলিবে কেন
তুমি ভিক্ষুক, তোমার ইন্দ্রিয় সকল জীর্ণ এবং তোমার শরীরও জীর্ণ; যিনি সমস
দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কিনা তোমাকে আশ্রয় করিবেন! তোমা
বাক্য শ্রবণ করিয়া, তোমাকে মুমূর্ষু বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি বাঁচিবার ইচ্ছ
থাকে, তবে এখান হইতে দূর হইয়া যাও। রত্নমুখী নাম্নী সখী এইরূপ বলিলে
নীলকুন্তলা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, সখী রত্নমুখি! এই বৃদ্ধ সামান্য বৃদ্ধ
নহে, ইহঁাকে সাক্ষাৎ শিব বলিয়া আমার বোধ হইতেছে, মূর্খেরা ইহঁাকে চিনিতে
পারে না। সখি! আরও দেখ, সতী একদৃষ্টে ভিক্ষুকের মুখাবলোকন করিতেছে।
দেবগণের চরিত্র কেহ বুঝিতে পারে না, পণ্ডিত ব্যক্তিও তাঁহাদের মায়ায় মুগ্ধ হন।
রত্নমুখী বলিলেন, সতীও যেমন, তুমিও তেমনই; তোমাদের উভয়ের মতি বিভিন্ন
নহে। এব্যক্তি বৃদ্ধই হউক, আর মহেশই হউক, আমার তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই
নীলকুন্তলা কহিলেন, আমি ইহঁাকে বিশ্বেশ্বর সনাতন, শিব বলিয়া জানিতে পারিয়াছি
তুমি এ বিষয়ে মূর্খ এবং দক্ষও মূর্খশ্রেষ্ঠ, অচিরাৎ তাহাকে শিবনিন্দার প্রতিফল ভোগ
করিতে হইবে। মূর্খে! তুমি কি ইহাই মনে করিয়াছ যে, এই সর্ব্বগুণশালিনী দক্ষ-
কন্যা সতী অসৎপতির হস্তে পতিত হইবে? এ বিষয়ে যে যাহাই মনে করুক না
কিন্তু আমি স্থির জানিয়াছি যে, ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন,
অলক্ষ্যস্বরূপ ভগবান্ মহেশ্বরই ইহঁার পতি হইয়াছেন। রত্নমুখী বলিলেন, হে নী
কুন্তলে! তুমি মহামূর্খ আর অধিক বাক্যব্যয় করিবার আবশ্যক নাই, বৃষের
তোমার বুদ্ধি, আর তুমি যেরূপ শিবভক্তি দেখাইতেছ, তাহাতে তোমার
হওয়াই উচিত, তাহা হইলে মহাদেব তোমার উপর আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিবে
নীলকুন্তলা বলিলেন, তাই হউক, ইহা অপেক্ষা আর অধিক ভাগ্য কি আছে? আ
শিবের বাহন হইলাম, সর্ব্বদা শিব ও শিবাকে যথেচ্ছাক্রমে নিরীক্ষণ করিয়া কৃত
হইব। এই কথা বলিতে বলিতে সেই নীলকুন্তলা বৃষরূপ ধারণ করিলেন এবং মহা
তৎক্ষণাৎ স্বরূপ ধারণ করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন। তৎকালে আকাশে জয়ধ্ব
ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এই সময়ে দক্ষের নগর মধ্যে "সতীপতি আসিয়া
বলিয়া মহান্ কোলাহল হইতে লাগিল; কিন্তু মহেশ্বর অন্তর্হিত হইলেন। তখন সক
"শম্ভু কোথায়, শম্ভু কোথায়" বলিতে লাগিল। কেহ বলিতে লাগিল, "এইমাত্র শ

ষারূঢ় হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন," কেহ বলিতে লাগিল "শম্ভু অমুকের ভবনে হিয়াছেন।" লোকশ্রেষ্ঠ ভগবান্ মহেশ্বর এইরূপে বিচরণ করিতে লাগিলেন, সেই দেব জগৎপতিকে কেহ দেখিতে পাইল না। নন্দী নামক তার্কিকশ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তি তস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে পুরবহির্ভাগে মহাদেবকে দেখিতে পাইলেন। নন্দী খিলেন, তিনি পরম দুর্ব্বল, ক্ষুধিত এবং জীর্ণ শাস্তভাবে শয়ন করিয়া আছেন। বলি-ষ্ঠ তদীয় শুক্ল বৃষ, তৎপার্শ্বে বিচরণ করিতেছে। মহাবুদ্ধি নন্দী তাঁহাকে এতদবস্থ খিয়াও মহেশ্বর বলিয়া স্থির করিলেন এবং তাঁহাকে ভক্তিভাবে 'নমো মহেশায়' বলিয়া ণাম করিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, আমি বৃদ্ধ, কি জন্য আমাকে "নমো মহেশায়" বলিয়া ণাম করিতেছ? আমি লোকের উপদ্রব সহ্য করিতে না পারিয়া এই নির্জ্জন স্থানে হিয়াছি। নন্দী বলিলেন, আপনি ছদ্মবেশী; বৃদ্ধরূপী হইলেও আপনাকে আমি সাক্ষাৎ হেশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়াছি? আপনি কি নিমিত্ত বৃদ্ধবেশে আগমন করিয়া লোক নকে বিড়ম্বনা করিতেছেন; আমি দক্ষের অনুচর, নাম নন্দী, আমি বিপ্রর্ষি ীচির শিষ্য তাঁহার নিকটে আপনার প্রভাব জ্ঞাত আছি। বৃদ্ধ বলিলেন, বল দেখি, প্রমাণ দ্বারা আমাকে শিব বলিয়া জানিতে পারিয়াছ এবং হে মহামতে! আমার ম্বেষণের জন্য তোমার কীদৃশ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে? নন্দী বলিলেন, ভগবন্! আপনি কাত্যায়নী পতি সাক্ষাৎ শিব, বৃদ্ধরূপে এখানে আসিয়াছেন, ইহা আমি ভবৎপ্রদত্ত বলেই জানিতে পারিয়াছি। শুকদেব কহিলেন, নন্দীর এই কথা শ্রবণ করিয়া শম্ভু বেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় কোটিচন্দ্র-সদৃশ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৃষোপরি আরোহণ রিলেন। তখন নন্দী স্তব করিতে লাগিলেন, হে মহেশ্বর! আপনার চরণে প্রণাম রিতেছি। হে ত্রিলোচন! আপনি ভাস্বরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, আপনার অঙ্গ-া শতশত-চন্দ্রকান্তিকে দূরীভূত করিয়াছে। আপনি ত্রিগুণধারী, যোগিগণের ধ্য শ্রেষ্ঠ এবং সতীপতি। আপনি ধরাধরশায়ী এবং জগতের কর্ত্তা ও সংহারক, পনাকে প্রণাম করি। আপনি প্রকৃতিসম্ভূত গুণত্রয় ধারণ করিয়া, বিধি বিষ্ণু ও দ্ররূপ ধারণ করিয়াছেন। স্বয়ম্ভু, প্রকৃতি কর্তৃক বশীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু আপনি ই প্রকৃতিকেও বশীভূতা করিয়াছেন; যেহেতু প্রকৃতিরূপিণী সতী আপনারই অন্বেষণ িতেছেন। এই শরীরনামক পুরমধ্যে যে পুরুষ বাস করিতেছেন, তিনি স্বভাবতই হইলেও প্রকৃতির কর্তৃত্ব অনুসারে কৃতিমান্ যে পুরুষ আমি, আমার, আমি িতেছি, আমি ধারণ করিতেছি, ইত্যাদি ভ্রমশীল এবং যিনি নির্গুণ অথচ সুখাদি-সরহিত, লঘু, প্রকাশরূপ প্রকৃতিসম্ভূত সত্বনামক গুণ ধারণ করেন, আপনি সেই াত্মা ও পরমাত্মাস্বরূপ পুরুষবর। আপনি শেষকারক, স্বয়ম্ভু, শেষরূপী, শিব, হর, তন, মহেশ্বর এবং পুরাণ পুরুষ। আপনি বৃষপৃষ্ঠ শোভিত করিয়াছেন, আপনাকে ম করি। হে সতীপতে! আমি আপনাকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা আপনার সমীপে

থাকিব, এই বাঞ্ছা করিয়া এখানে আসিয়াছি; এক্ষণে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। মহাদেব কহিলেন, যদি তোমার ঈদৃশ মতি হইয়া থাকে, তবে আমি বর দিতেছি, মৎপ্রসাদে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। এক্ষণে আমি দক্ষকন্যার পরিণয় অভিলাষে গমন করিতেছি, তিনি আমাকে বরণ করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর ক্ষণকালও স্থির থাকিতে পারিতেছি না। শুকদেব কহিলেন। নন্দী শিবসকাশে এতাদৃশ প্রসাদ লাভ করিয়া মনে মনে "তদীয় অনুচর হইব" বলিয়া স্থির করিলেন। ভগবান্ মহাদেব নন্দীর সহিত বিপ্রবেশ ধারণ করিয়া (যে স্থানে দক্ষকন্যা সখীমধ্যে বাস করিতেছেন) তথায় গমন করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

শুক বলিলেন, অনন্তর ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেব ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া, প্রজাপতি দক্ষের পুরীর পার্শ্বস্থিত উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, উদ্যানটী অতি মনোহর এবং চারিদিকে তপস্বিগণের আশ্রম। কিয়ৎক্ষণ উদ্যান মধ্যে থাকিয়া "কি উপায়ে দাক্ষায়ণী সতীর দেখা পাইব" মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু অধিকক্ষণ তাঁহাকে এ চিন্তা করিতে হইল না; দেখিতে দেখিতে সতী সপ্তসখী-পরিবেষ্টিত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ ভূতনাথ, সতীকে সখীদিগের সহিত হাস্যালাপ করিতে দেখিয়া, আপনিও অন্যমনার ন্যায় হইয়া, বেদমন্ত্র পাঠ এবং হরিগুণ গান করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে দাক্ষায়ণীর নেত্রদ্বয় সখীদিগের নিকট হইতে অপসৃত হইয়া বিপ্ররূপী মহেশ্বরের দিকে ধাবিত হইল। তিনি দেখিলেন, সম্মুখে একজন মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ এবং তৎপার্শ্বে তাঁহার সহচর হস্তে পুষ্পাধার লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণের ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র গলদেশে শুভ্র যজ্ঞসূত্র এবং উত্তরীয়। অনন্তর সতী ইহাঁকে প্রণাম করা উচিত, এই ভাবিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। উদ্যানস্থিত মুনিগণ উভয়ের তাৎকালিক ভাব নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দাক্ষায়ণী প্রণামচ্ছলে আত্মসমর্পণ করিব বলিয়া যেন ভূমিতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন; তখন আশুতোষ নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রণতা সতীকে বাহুযুগল দ্বারা ভূমি হইতে আপন উৎসঙ্গদেশে তুলিয়া আকাশপথে গমন করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এইরূপ সতীহরণ-সংবাদ শুনিবামাত্র অন্তঃপুরে মহান্ কোলাহল হইতে লাগিল। সকলে ঊর্দ্ধদৃষ্টে দেখিতে লাগিল যে, মহাদেব আপনার বাম ঊরুদেশে দক্ষবালাকে বসাইয়া বামবাহু দ্বারা বেষ্টন

করিয়া গমন করিতেছেন। শম্ভু এবং সতীর অঙ্গপ্রভায় সমস্ত আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়াছে, এদিকে কোটিচন্দ্র-বিনিন্দিত শিবের শুভ্রকান্তি, তাহার সঙ্গে দাক্ষায়ণীর অঙ্গচ্ছবি প্রজ্বলিত স্বর্ণের ন্যায় মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। প্রজাপতি দক্ষ বিস্মিত হইয়া আকাশপথে শম্ভু এবং সতীর সেই অঙ্গপ্রভা মধ্যাহ্নকালীন কোটিসূর্য্যের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন এবং যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই সতীরূপ দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই প্রভাময়ী মূর্ত্তি লোকলোচনের বহির্গত হইয়া, আকাশপথে লীন হইয়া গেল। এই সময়ে প্রজাপতি দক্ষ মূর্চ্ছিতের ন্যায় আপনার স্বাভাবিক দিব্যজ্ঞান হারাইয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, তোমরা আমার সতীকে শিবের নিকট হইতে ফিরাইয়া আন। হায় হায়! যে সতী আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা, যার মুখ মলিন দেখিলে আমি সমস্ত জগৎ শূন্য দেখিতাম, সেই চন্দ্রমুখী সতী আমার কিনা শ্মশানবাসী শিবের ভিক্ষান্ন খাইয়া জীবনধারণ করিবে! হা বৎসে! হা পুত্রি! সতি! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ? বৎসে! তুমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলে, যাহার ফলে তোমাকে এতাদৃশ হতভাগ্য অযোগ্য পতির হস্তে পড়িতে হইল। প্রজাপতি এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে মহামুনি দধীচি তথায় উপস্থিত হইলেন এবং প্রজাপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে প্রজানাথ! আপনি পণ্ডিত হইয়াও মূর্খের ন্যায় বিলাপ করিতেছেন কেন? কি আশ্চর্য্য! আকাশ-মণ্ডল, পৃথিবী, জল, বৃক্ষ, পশু-পক্ষী কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সর্ব্বত্রই শিবময় এবং সতীময় দেখিতেছেন; তথাপি আপনার চিত্তভ্রম দূর হইল না? বুঝিলাম, যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিবনিন্দার প্রতিফল না পাইবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার এ দুর্ব্বুদ্ধি নষ্ট হইবে না এবং দেবাদিদেব মহাদেবও সতীর পরমতত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন না। হে প্রজাপতে! বিধাতা আপনাকে নিশ্চয়ই বঞ্চিত করিয়াছেন, নতুবা করতলস্থিত রত্নের ন্যায় শিবরূপী সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম বস্তুকে উপেক্ষা করিবেন কেন? এক্ষণে যদি আপনার মঙ্গল অভিলাষ করেন, তবে আমার কথা শ্রবণ করুন; সেই প্রকৃতিরূপিণী সতী-মূর্ত্তি এবং পরমপুরুষ শিবমূর্ত্তি, হৃদয়ে ধ্যান করুন এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের শরণাপন্ন হউন। এই বলিয়া মহামুনি মৌনাবলম্বন করিলে, প্রজাপতি দক্ষ, কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন; আমার কন্যা সতী যে, প্রকৃতিরূপিণী এবং শিব যে, পুরাণ পুরুষ; ইহা সত্য এবং আপনাকেও আমি সত্যবাদী বলিয়া জানি; কিন্তু তথাপি মহেশকে পরদেবতা বলিয়া আমার জ্ঞান হয় না। আর আমি যে, শিবের প্রতি এরূপ অসূয়া প্রদর্শন করিতেছি, তাহার কারণ শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে একাদশ রুদ্রের সৃষ্টি হয়, তাহারা ব্রহ্মার সৃষ্টিলোপ করিবার জন্য স্বয়ং প্রজাসৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা, আজ্ঞাবশে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া আমাকে আদেশ করিলেন, দক্ষ!

তুমি আমার আদেশক্রমে এই রুদ্রগণকে আপনার বশে রক্ষা কর, যেন ইহারা প্রশ্রয় পাইয়া যথেচ্ছাচারী না হয়। এইরূপ ব্রহ্মার আদেশক্রমে এ পর্য্যন্ত এই মহত্তর একাদশ রুদ্র আমার বশবর্ত্তী রহিয়াছে। যাহার অংশে অবতীর্ণ এই একাদশ রুদ্র ভৃত্যের ন্যায় আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে, হে মহামুনে! তাহার হস্তে কেমন করিয়া কন্যা প্রদান করা যাইতে পারে? সৎপাত্রে কন্যা সংপ্রদান করিলে কুলকীর্ত্তি লাভ হয়; অতএব কৃতব্যক্তির সৎকুল-সম্ভূত পাত্রে কন্যাদানে যত্নবান হওয়া উচিত। এই সকল কারণে আমি সতীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াও সতীর স্বয়ংবরে রুদ্রেশ্বর শিবকে আহ্বান করি নাই। আরও এক্ষণে আমার অভিপ্রায় শ্রবণ করুন, যে পর্য্যন্ত এই মহারুদ্রগণ আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিবে, সে পর্য্যন্ত শিবের প্রতি আমার দ্বেষ থাকিবে, আর যখন ইহারা আমাকে অতিক্রম করিয়া, সেই মহেশ্বরের সাহত মিলিত হইবে, তখন মহাদেবও আমার পূজ্য হইবেন। শুকদেব কহিলেন, এই বলিয়া প্রজাপতি দধীচিকে প্রণাম করিয়া গৃহে গমন করিলেন; মহামুনি দধীচিও আপনার আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর দেবর্ষি নারদ একদিন দক্ষালয়ে উপস্থিত হইলেন। সাধুগণ কেবল লোকোপকার-সাধনের নিমিত্তই বিচরণ করিয়া থাকেন। তিনি প্রজাপতিকে বলিলেন, হে প্রজাপতে! আপনি সর্ব্বদা শিবনিন্দা করিয়া থাকেন বলিয়া, মহেশ্বর তাহার প্রতিফল দিবার নিমিত্ত যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করুন। মহেশ্বর স্বীয় ভূতসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনার পুরমধ্যে আসিয়া অস্থি ভস্মাদি নিক্ষেপ করিবেন; আপনি কোনরূপে নিবারণ করিতে সক্ষম হইবেন না। এই বলিয়া দেবর্ষি শূন্যমার্গে গমন করিলেন। এখানে প্রজাপতি দক্ষ মন্ত্রিগণের সহিত কর্ত্তব্য স্থির করিলেন যে, প্রেতভূমিপ্রিয় শম্ভু আমার পুরমধ্যে আগমন করিবে; কিন্তু আমি দেবগণের সহিত পুরমধ্যে পুণ্যক্রিয়া আরম্ভ করিব, তাহা হইলে, মহাদেব এই পুণ্যকর্ম্ম-বিশোধিত পুরমধ্যে কখনই আসিতে পারিবে না। হে জৈমিনে! সেই প্রজাপতি এইরূপ স্থির-নিশ্চয় করিয়া, শিবদ্বেষী হইয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তিনি সেই যজ্ঞে দেবতা, রাক্ষস, কিন্নর, সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, পিতৃলোক, চারণ, মুনিগণ, দৈত্য, নরলোক এবং সর্পলোক প্রভৃতি সকলকে আহ্বান করিলেন, কেবল স্বীয় কন্যা সতী এবং জামাতা শিবের নিমন্ত্রণ করিলেন না আর এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আমি শিব ও শিবপ্রিয়া সতীকে আহ্বান করি নাই; যাঁহারা এই যজ্ঞে না

আসিবেন, তাঁহারা অদ্যাবধি যজ্ঞভাগ হইতে বহিস্কৃত হইলেন। এইরূপ দক্ষবাক্য শ্রবণ করিয়া সুরাসুর সকলেই ভীত হইয়া সেই শিবশূন্য যজ্ঞে সমাগত হইলেন। প্রজাপতি বিন্ধ্যাচলের স্থায় বস্ত্র এবং অন্নাদি দ্রব্যের পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিলেন; দুগ্ধ ঘৃতাদির সরোবর নির্ম্মাণ করিলেন। এইরূপ মহাসমারোহে যজ্ঞকার্য্য হইতে লাগিল। এখানে দাক্ষায়ণী সতী কৈলাস পর্ব্বতে থাকিয়া পিতার এইরূপ যজ্ঞবার্ত্তা লোকমুখে শ্রবণ করিয়া পিত্রালয়ে যাইবার জন্য সমুৎসুক হইয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত স্তব করিতে লাগিলেন; হে দেবদেব! মহেশ্বর! আপনি মহামতি এবং শরণাপন্ন লোকদিগের মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। আপনি ব্রহ্মারূপে সমস্ত জগৎ-সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে সমস্ত জগৎ পালন করেন এবং অব্যক্তরূপে ত্রিগুণাত্মক হইয়াও ব্যক্ততমোগুণাংশী হইয়া, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বের সংহার করিয়া, আপনার হর নামের সার্থক্য সম্পাদন করেন। প্রকৃতি দেবী আপনাকে আশ্রয় করিবার নিমিত্ত কতই যত্ন করিয়া থাকেন এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া আপনাতেই নিশ্চলা হইয়া থাকেন। হে বরদেশ্বর! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। মহাদেব কহিলেন, দেবি! তুমি কিজন্য স্তব করিতেছ? আপনার মনোভিলাষ প্রকাশ করিয়া বল। যদি কাহাও প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ করিতে হয়, তোমার প্রিয় হইলে এখনই করিতে প্রস্তুত আছি। তখন সতী কহিলেন, ভগবন্! ত্রিলোচন! আপনার শ্বশুর দক্ষ, একটী যজ্ঞ করিতেছেন, ত্রিভুবনবাসী সকলেই সেই মহাযজ্ঞে গমন করিয়াছেন; যদি আপনি অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে আমরাও উভয়ে সেই যজ্ঞে গমন করি। তথায় উপস্থিত হইলে, পিতা আমাদের কতই সম্মান করিবেন এবং মনে মনে কতই আনন্দ প্রকাশ করিবেন! মহাদেব কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে! এরূপ সঙ্কল্পকে মনেও স্থান দিও না, অনিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞাদি কার্য্যক্ষেত্রে গমন করিতে লোকে মৃত্যুতুল্য বিবেচনা করিয়া থাকে। তোমার পিতা আপনাকে ধনবান্, কুলীন ও বিদ্যাবান্ মনে করিয়া, সর্ব্বদা গর্ব্বিত হইয়া আমাকে অবহেলা করেন। বিশেষতঃ অদ্য রবিবার, পশ্চিম দিকে গমন করা কখনই যুক্তি-সঙ্গত নহে। দেবি! প্রজাপতি কেবল আমার অপমান করিবার মানসেই এই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। যদি তাই হয়, তবে তুমি কেমন করিয়া তথায় গমন করিতে অভিলাষ করিতেছ? বিবেচনা করিয়া দেখিলে, জামাতা শ্বশুরের নিকট সর্ব্বদা পরম আদর পাইবারই প্রত্যাশা করে এবং জামাতার প্রতি পিতৃতুল্য মনে করিয়া আচরণ করা শ্বশুরেরও কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যাঁহারা জামাতাকে দেখিয়া সম্বোধনাদি না করেন, তাহার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করেন, বলপূর্ব্বক ভৃত্যাদির স্থায় আদেশ করেন, কখনও কোন দ্রব্য দান করেন না এবং বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করেন না, তাঁহারা লোকসমাজে নিন্দিত হন এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমস্তই বৃথা। আর যদি কন্যা, জামাতার প্রতি অসদাচরণ করে, শ্বশুরের পক্ষে তাহাও মৃত্যুতুল্য।

এইরূপ শ্বশুরের প্রিয়কর্ম্ম করা জামতারও উচিত। শ্বশুরালয়ে জামতা অসম্মানিত হইলে, তথায় গমন করা কখনই উচিত নহে। জামাতা শ্বশুরের প্রীতিভাজন হইলে, রূপবৃদ্ধি এবং প্রজাবৃদ্ধি হয়। এইরূপ শ্বশুরের নিকট কেবল জামাতাই সম্মানার্হ এমন নহে, তাহার পিতা মাতা এবং ভ্রাতা প্রভৃতি সকলেরই সম্মান করা উচিত। জামতার প্রিয়কামনা করিতে হইলে, স্বীয় কন্যারও সম্মান করা কর্ত্তব্য; কারণ কন্যার অপমান হইলে জামাতারও অপমান হয়। আর শ্বশুরের যে সকল পুত্রাদি, তাহারও বয়োজ্যেষ্ঠ ভগিনীপতিকে দেবতার ন্যায় পূজা করিবে। প্রিয়ে! তোমার পিতা এই সমস্ত শাস্ত্রবিহিত নিয়ম অতিক্রম করিয়াছেন, নতুবা আমাদিগকে আহ্বান না করিয়া, কেমন করিয়া যজ্ঞকার্য্য করিতেছেন! হে দাক্ষায়ণি! তোমার নিকট কিছুই অবিদিত নহে, তোমার পিতা ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমাকে আমার হস্তে সংপ্রদান করেন নাই; তুমি আপন ইচ্ছায় আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছ। এক্ষণে আমার আজ্ঞা অতিক্রম করিও না; পতির আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিলে, ভার্য্যা স্বীয় সুখে বঞ্চিত হয়। সতী কহিলেন, প্রভো! আপনি যে সকল শাস্ত্রবিহিত নিয়ম নির্দ্দেশ করিলেন, সমস্তই সত্য, এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু বলুন দেখি, পিতৃগৃহে মহোৎসব শ্রবণ করিয়া, কন্যা কেমন করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিবে? যে যজ্ঞস্থলে অসম্মানার্হ ব্যক্তিগণও সম্মানলাভ করিতেছে, আমি পিতার আদরের কন্যা হইয়া, তথায় না গিয়া কেমন করিয়া স্থির থাকিব? বিশেষতঃ পিতার নিকটে গমন করিব, ইহাতে আর নিমন্ত্রণের অপেক্ষা কি এবং সেই জন্যই পিতা আমাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তিনি আমার আগমনের প্রতীক্ষা কবিতেছেন। অতএব প্রভো! অনুমতি করুন, আমি যজ্ঞস্থলে গমন করি, আমি তথায় গমন করিলে পিতা বহু সম্মান করিবেন এবং আমার সম্মান হইলে আপনারও সম্মান হইবে। আর যদিও পিতা মূর্খতা বশতঃ আপনার তত্ত্ব না বুঝিয়া এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তথাপি আপনি অভিমান করিয়া, স্বীয় যজ্ঞভাগ কি নিমিত্ত উপেক্ষা করিতেছেন? হে মহেশ্বর! আমার পিতাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করা কর্ত্তব্য, সেই জন্যই বলিতেছি, আমাদের উভয়েরই যজ্ঞস্থলে গমন করা উচিত। মহেশ্বর কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি যাহা বলিতেছ, সমস্তই আমি পূর্ব্বে স্থির করিয়া রাখিয়াছি; কিন্তু আমাদের উভয়েরই সেইস্থলে গমন করা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, সেই প্রজাপতি আমাকে অবহেলা করিয়া, দেবগণের সহিত যে যজ্ঞ আরব্ধ করিয়াছেন, তাহার প্রতিফল অচিরাৎ ভোগ করিবেন এবং তদীয় মূর্খতাও সেই সঙ্গে দূরীভূত হইবে। আমার বোধ হইতেছে, তুমি তথায় গমন করিয়া আপনারই অনর্থ সম্পাদন করিবে। তোমার পিতা সেই যজ্ঞস্থলে তোমারই সমক্ষে আমার নিন্দা করিবেন, তৎসমুদয় স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া, অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে; সুতরাং তথায় গমন করিবার আবশ্যক নাই। হে দক্ষকন্যে! তুমি সমস্তই

জান; অধিক আর কি বলিব, আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিও না। সতী কহিলেন, দেব! আপনার যুক্তিমতে তথায় উভয়েরই যাওয়া উচিত নহে, কিন্তু অন্যরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, গমন করাই উচিত বলিয়া বোধ হয়। হে ত্রিদশেশ্বর! আপনি সমস্ত দেবতার অধিপতি এবং সর্ব্বযজ্ঞের ঈশ্বর; লোকে যজ্ঞ, দান, তপ এবং হোমাদি যেরূপেই করুক না কেন, যখন আপনাতেই সমর্পিত হয়, তখন মদীয় পিতৃযজ্ঞে আপনি অনাহূত হইলেও আপনাতেই সমর্পিত হইতেছে। পিতার অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেরূপ আমি আপনারই চরণে সমর্পিত হইয়াছি, এই যজ্ঞকার্য্যও সেই-রূপই হইবে। এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি সাক্ষাৎ হইয়া স্বীয় যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন। আপনার আহ্বান কিংবা অনাহ্বান এ উভয়েই বিশেষ নাই; কেননা আপনি যোগী, পূজা কিংবা অপমান উভয়ই আপনার সমান। মহাদেব পুনর্ব্বার কহিলেন, দেবি! আহ্বান কিংবা অনাহ্বান এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ করা যোগীদিগের বিধেয় নহে, কিন্তু তথায় গমনেরই বা বিশেষ প্রয়োজন কি? কর্ম্ম ব্যতীত যোগ হয় না এবং কর্ম্ম করিতে হইলে অনুচিত কর্ম্ম করা বিধেয় নহে। মান্যলোকের পূজা করা উচিত এবং যাহাদের নিকট সম্মান পাওয়া যায় না, এইরূপ শ্রদ্ধাহীন লোকের নিকট পূজ্য ব্যক্তির গমন করা বিধেয় নহে; কেননা, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিগণ পূজা করিলেও তাহা পূজা বলিয়া গণ্য হয় না। এইরূপ পূজ্য ব্যক্তির অনাদর করিয়া, যাহারা পূজা করিয়া থাকে, তাহাদের পূজা সফল হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত বিপদের কারণ হইয়া উঠে। পূজ্য ব্যক্তির পূজার ব্যতিক্রম হইলে, অভিষ্টসিদ্ধি সম্মুখীন হইলেও প্রতিহত হয়; অতএব তোমার যাওয়া উপযুক্ত বলিয়া কোনরূপেই বোধ হইতেছে না, আর আমার বোধ হইতেছে, তুমি তথায় গমন করিলে, আমার নিন্দা শ্রবণ করিতে হইবে এবং তৎক্ষণাৎ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, তুমি প্রাণত্যাগ করিলে প্রজাপতি দক্ষকেও যজ্ঞের সহিত বিনষ্ট হইতে হইবে। আর যদি আমিও তথায় গমন করি, তাহা হইলে স্বীয় নিন্দা শ্রবণ করিয়া হয় ত তৎক্ষণাৎ যজ্ঞের সহিত প্রজাপতি দক্ষকে বিনাশ করিব, তাহা হইলে তুমিও পিতৃবধহেতু আমার প্রতি বিরক্তা হইবে; তাহা হইলে আমাদের উভয়ের পক্ষে অপ্রীতি এবং মৃত্যু এ উভয়ই তুল্য হইবে; ইহা বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। সতী কহিলেন, দেব! আপনি বলিলেন যে, আমি স্বকর্ণে আপনার নিন্দা শ্রবণ করিব তাহা কখনই হইবে না, পূর্ব্বে স্বয়ংবরস্থলে আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম, "দেব কখনও যেন আপনার নিন্দা শ্রবণ করিতে হয় না। যদি কখনও আপনার নিন্দা শ্রবণপথে পতিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়া জন্মান্তরে যেন আপনার চরণ প্রাপ্ত হই" এই প্রার্থনা আপনি তখন শ্রবণ করিয়াছেন, এক্ষণে আপনি অন্য প্রকার ভাবিবেন না; আপনি

পরিত্যাগ করিলে, নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। মহাদেব কহিলেন, স্বয়ংবরস্থলে তোমার প্রার্থনা আমি পূর্ণ করিয়াছি, কিন্তু অধুনা তুমি স্বয়ং আমার নিন্দা শ্রবণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ, নতুবা মন্নিন্দক-দক্ষযজ্ঞে যাইবার জন্য অভিলাষ করিবে কেন? এক্ষণে যাহা তোমার অভিরুচি হয় করিতে পার আমি কোনবিষয়ে প্রতিষেধ করিব না, দুষ্টবুদ্ধিগণ নিন্দিতকর্ম্ম আপনি করিয়া পরের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকে। মহাদেবের বাক্য শেষ হইলে, দেবী দাক্ষায়ণী স্তব্ধাক্ষী হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং এক একবার সাসূয়-নয়নে শিবের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ভূতনাথ চারুরূপিণী সতীর ভয়ানক লোচনত্রয় দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে পুনর্ব্বার দেখিলেন, তাঁহার নেত্রদ্বয় ক্রোধোদ্দীপ্ত এবং তৃতীয় নয়ন হইতে অগ্নিরাশি নির্গত হইতেছে, ঊর্দ্ধ দন্তপংক্তি অট্টহাস মিশ্রিত, রক্তবর্ণ অধর, দন্তাবলী মধুর মৃদুহাস্যে ভূষিত, সর্ব্বাঙ্গ স্বেদার্দ্র এবং শরীর কামভরে অলস; দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রজ্বলিত স্বর্ণের ন্যায় অঙ্গকান্তি লুক্কায়িত হইল। তিনি গাঢ় অন্ধকাররাশির ন্যায় প্রভা ধারণ করিলেন। সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত, পয়োধরযুগল পীনোন্নত, কেশকলাপ উন্মুক্ত এবং বিবস্ত্রা হইয়া, চারিটী হস্ত ধারণ করিলেন এবং বীরপুরুষের ন্যায় দেহভরে সেই পর্ব্বতকে কম্পিত করিতে লাগিলেন। অধিক কি তৎকালে তীব্রযৌবনমদে মত্ত হইয়া সাক্ষাৎ মহেশ্বরকেও অগণ্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। কমলনয়না সতী, এইরূপ শ্যামা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সহসা উত্থিত হইলেন, চরণ-যুগল প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহেশ্বর তাদৃশ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া অধৈর্য্য হইলেন এবং অন্য উপায় না দেখিয়া তথা হইতে পলায়ন করাই উচিত বিবেচনা করিয়া একবারে বিমুগ্ধ হইয়া দৌড়িতে লাগিলেন। দাক্ষায়ণী তাঁহাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া "মাভৈঃ, মাভৈঃ," শব্দ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপি ভূতনাথ পলায়নে ক্ষান্ত হইলেন না দেখিয়া, দেবী দশদিকে দশমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ভয়দ্রুত ভূতনাথ যে দিকে অবলোকন করেন, সেই দিকেই দাক্ষায়ণীর সেই সেই মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। অনন্তর শম্ভু যখন কোনদিকে পলায়ন করিতে অশক্ত হইলেন, তখন সেই স্থানেই দণ্ডায়মান হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সেই মুক্তকেশী শ্যামাঙ্গী দক্ষিণাভিমুখী হইয়া হাস্য করিতেছেন, তখন মহেশ্বর ভয়কম্পিত হৃদয়ে কহিলেন, দেবি! তুমি কি জন্য এই ভয়াবহ শ্যামমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ? তুমি কে এবং এই দেবীমূর্ত্তিসকলই বা কাহার? পরিচয় দাও। দেবী কহিলেন, আমি সূক্ষ্ম প্রকৃতিস্বরূপা, আপনি পুরুষোত্তম; আপনাকে লাভ করিবার জন্যই দক্ষ-ঔরসে প্রসূতির গর্ভে গৌরাঙ্গী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যে সময়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং আপনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে শবরূপে আমি আপনাদের নিকটে গমন করিয়াছিলাম, আমাকে বিকৃতাকার দেখিয়া ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু উভয়েই উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, সেই অবধি আপনার

বশবর্ত্তিনী হইয়াছি। আপনি আমার প্রাণ, সুহৃৎ, ভর্ত্তা এবং প্রকৃতিপ্রিয় পুরুষ; আপনাকে পাইবার জন্যই দক্ষক্ষেত্রে জন্মিয়াছি এবং ত্বদীয়-নিন্দা-শ্রবণকালে দেহত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। আপনি যে আমাকে ত্যাগ করিবেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই নিরূপণ করিয়াছি। এক্ষণে যদি আপনার নিন্দা শ্রবণ করিতে হয়, তাহা হইলেও প্রাণত্যাগে সঙ্কল্প করিয়াছি এবং আপনিও বলিলেন, যেস্থানে আমার নিন্দা শ্রবণ করিতে হইবে, তথায় গমন করা বিধেয় নহে; সুতরাং আপনারও প্রীতিভাজন হইতে পারিলাম না, অতএব মৃত্যুই শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইতেছে। দক্ষ হইতে যে শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, আপনার নিকটে সেই শরীর ধারণ করিতে আমার লজ্জাবোধ হইতেছে। আর এই দেবীমূর্ত্তি সকল আমারই ঐশ্বর্য্য হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন, দক্ষযজ্ঞবিনাশে সামর্থ্যপ্রদর্শন হেতুই এই সকল মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছি, এক্ষণে অনুমতি হইলে যজ্ঞের সহিত দক্ষকে বিনষ্ট করি। মহাদেব কহিলেন, দেবি! যদি আপনি সূক্ষ্মপ্রকৃতিরূপা এবং আমি সাক্ষাৎ পরমপুরুষ, তাহা হইলে স্বতন্ত্রা এবং শক্তিরূপিণী হইয়াও কি নিমিত্ত আমার বশবর্ত্তিনী হইয়াছেন? সতী কহিলেন, ভগবন্! শ্রবণ করুন, যেরূপে প্রথম সৃষ্টি হয়; এই উপাখ্যান গুহ্যতর, অধিক কি ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুও ইহা জ্ঞাত নহেন। যে মূলপ্রকৃতি সূক্ষ্মরূপা এবং উপাধিশূন্য; যিনি অনন্তব্রহ্মাণ্ডের মূলকারণ; যাহার আদিও নাই, অন্তও নাই এবং যিনি সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের আধার, প্রথমে তিনি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে, তদীয় গুণত্রয়-একত্রিত হইয়া, চেতনারহিত এক পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর মূলপ্রকৃতির ইচ্ছানুসারে সেই গুণত্রয়শালী পুরুষেরও সৃষ্টিবিষয়ক ইচ্ছা হইল। তখন তিনি শক্তিমান্ হইলেন এবং গুণত্রয়ভেদে ত্রিবিধ রূপ ধারণ করিলেন। তাঁহা-দিগের মধ্যে, প্রথম ব্রহ্মা সত্ত্বগুণাবলম্বী, দ্বিতীয়, বিষ্ণু রজোগুণাবলম্বী এবং তৃতীয়, শিব তমোগুণাবলম্বী হইলেন। যখন সেই পরমা প্রকৃতি পুরুষত্রয়ের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন, তখন তাঁহারা পরমোপাধিযুক্ত হইলেন; কিন্তু তথাপি সৃষ্টি হইল না দেখিয়া, মহেশ্বরী সেই পুরুষত্রয়কে জীব এবং পরমোপাধিরূপে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। কিন্তু পরম-পুরুষের প্রতি জীবের সর্ব্বদা দৃষ্টিপাত হওয়াতে তত্ত্বজ্ঞান হইতে লাগিল বলিয়া, তখনও সৃষ্টি হইল না দেখিয়া, সেই মূলপ্রকৃতি মায়া ও বিদ্যারূপে আপনি দ্বিধা বিভক্ত হইলেন। তন্মধ্যে মায়া পরমপুরুষের বশবর্ত্তিনী হইলেন এবং তৎকালে মায়াবৃত পরমপুরুষের প্রতি জীবের অবলোকন হইল না, এইরূপে মহামায়া কর্ত্তৃক মোহময়ী সৃষ্টির সূত্রপাত হইল। অনন্তর বিদ্যারূপা প্রকৃতি আকাশে গুপ্তভাবে থাকিয়া পরমপুরুষত্রয়কে আদেশ করিলেন যে, "হে ব্রহ্মন্! তুমি সৃষ্টিকর। হে বিষ্ণো! তুমি পালন কর, হে মহেশ্বর! তুমি সংহার কর এবং তজ্জন্য তোমাদিগকে তপস্যা করিতে হইবে" এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা, প্রথমে জল সৃষ্টি করিলেন এবং তন্মধ্যে সকলে তপস্যা

করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগকে তপস্যানিরত দেখিয়া প্রকৃতি দেবী "কে আমাকে গ্রহণ করিবে" বলিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা চারিদিকে মুখ ফিরাইয়া চতুর্ম্মুখ হইলেন, বিষ্ণু নিমীলিতাক্ষ হইয়া অচেতনভাবে জলমগ্ন হইলেন, কিন্তু মহেশ্বর তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন; হে দেবাদিদেব! আপনি সেই শিবরূপী পরমপুরুষ এবং আমিও সেই মূলপ্রকৃতি; তৎকালে আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়া আমি আপনার বশবর্ত্তিনী হইয়াছি। অনন্তর আমারই আদেশক্রমে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াছেন, তৎকালীন জলমগ্ন বিষ্ণু পালনকর্ত্তা হইয়াছেন এবং পরমপুরুষ আপনি সংহারকর্ত্তা হইয়াছেন। মদীয় সত্ত্বদৃষ্টিতে বিষ্ণু সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন এবং সর্ব্বভূতের নিয়ন্তা হইয়াছেন; তিনি প্রথমে জলমধ্যে সাত্ত্বিক স্বইচ্ছানুসারে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া ভূরাদি ও অতলাদিরূপে সেই ব্রহ্মাণ্ড দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। তদীয় অর্দ্ধভাগ জলপূর্ণ এবং মধ্যস্থল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর বিষ্ণুর নাভিদেশ হইতে এক পদ্ম নির্গত হইলে ব্রহ্মা তন্মধ্যে থাকিয়া সৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং ষোড়শকলাসংযুক্ত পুরুষকে জল হইতে উত্থিত করিয়া সর্ব্বতোভাবে সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যে সমস্ত সৃষ্টি হইতে লাগিল, ইহাই রাজসী সৃষ্টি; সাত্ত্বিকী সৃষ্টি অতি সংক্ষিপ্ত; কিন্তু রাজসী সৃষ্টি বহু বিস্তৃত; আর সংহারকারিণী সৃষ্টি, তামসী সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত; সনাতন বিষ্ণু সত্ত্বিকসৃষ্টিকর্ত্তা; রাজসী এবং তামসী সৃষ্টিদ্বয়ের মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মা রাজস পুরুষ এবং সংহারকার্য্যের জন্য আপনি ত্রিগুণাত্মক শিবরূপ ধারণ করিয়াছেন। সত্ত্ব, রজঃ এবং তম; এই গুণত্রয় পরস্পর সুসম্বদ্ধ, একমাত্র কোন গুণ একাধারে থাকে না, তবে যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বলিয়া কথিত হয়, তত্তৎ গুণের প্রাধান্যই তাহার কারণ মাত্র। আমি নির্গুণ হইলেও সগুণের সহিত মিলিত হইয়া থাকি, আপনি ত্রিগুণাত্মক, তজ্জন্যই আপনাকে আশ্রয় করিয়াছি। হে ত্রিলোচন! এইরূপে আমি ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকেও আশ্রয় করিয়া থাকি; কিন্তু সর্ব্বতোভাবে আপনাকে আশ্রয় করিয়াছি। এক্ষণে ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য্যে আমরাও সকলে স্বেচ্ছানুসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি এবং সেই জন্যই প্রসূতিগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি এবং লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী প্রভৃতি আমারই অংশমাত্র জানিবেন। আর যে মূলপ্রকৃতি আমা হইতেও অধিক শ্রেষ্ঠা এবং সূক্ষ্মরূপা, সম্মুখস্থিত দশবিধ মূর্ত্তিসম্পন্ন দেবীগণ তাঁহারই অংশমাত্র; ইঁহারা সকলে মহাবিদ্যা। ইঁহাদের প্রত্যেকের নাম কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, সুন্দরী, বগলামুখী, ধূমাবতী ও মাতঙ্গী। মহাদেব কহিলেন, দেবি! এই যে সমস্ত মহাবিদ্যাগণের নাম উল্লেখ করিলেন, তন্মধ্যে কাহার কি নাম এবং উপাসনা কি প্রকার? তাহা বিস্তৃত করিয়া বলুন। সতী কহিলেন, আপনি যাঁহাকে সম্মুখে দিগম্বরীরূপা দেখিতেছেন, তাঁহার নাম কালী, আর অন্তরীক্ষদেশে যাঁহাকে কালরূপিণী শ্যামবর্ণা দেখিতেছেন,

উঁহার নাম তারা, আপনার দক্ষিণভাগে ছিন্নমস্তা, বামভাগে ভুবনেশ্বরী, পশ্চাদ্দেশে বগলামুখী, অগ্নিকোণে ধূমাবতী, নৈঋতকোণে সুন্দরী, বায়ুকোণে মাতঙ্গী, ঈশানকোণে ষোড়শী এবং ভৈরবীরূপে আমি আপনার শরীর মধ্যে বিরাজ করিতেছি। এক্ষণে আপনার অনুমতি হইলে এই সকল মহাবিদ্যার সহিত আমি ভবদ্বেষী প্রজাপতি দক্ষকে যজ্ঞের সহিত বিনষ্ট করি। আর এই সকল মহাবিদ্যা ভক্তদিগের মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন এবং মারণ, উচ্চাটন, ক্ষোভন, মোহন, দ্রাবণ, জৃম্ভণ, স্তম্ভন এবং সংহার প্রভৃতি বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করেন। হে মহেশ্বর! আপনার জিজ্ঞাসিত সমস্ত তত্ত্ব বিবৃত করিলাম, ইহা অতি গোপনীয় এবং সকলের নিকট অপ্রকাশ্য। ভগবন্! আপনি দিব্যজ্ঞাননেত্রে অবলোকন করুন, আমি সেই জগদম্বিকা; মদীয় আরাধন-শাস্ত্র আপনি প্রণয়ন করিবেন এবং কালী, তারা প্রভৃতি মহাবিদ্যাগণের মন্ত্র, স্তব ও কবচাদি আপনি সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করিবেন, আমি সর্ব্ব দেবতা মধ্যে নির্ম্মলা এবং অতি গোপনীয়া; মদীয় সুরহস্য মন্ত্রতন্ত্র সকল আপনি ব্যক্ত করিবেন। আপনি আগমকর্ত্তা এবং স্বয়ং বিষ্ণু, বেদকর্ত্তা। আপনি অগ্রে আগমকর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে বিনিযুক্ত হইয়াছেন, তৎপরে বেদকর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে বিষ্ণু নিয়োজিত হইয়াছেন। আগম ও বেদ এই দুইটী আমার প্রধান বাহু, এই উভয় দ্বারা ভূর্লোক, ভুবর্লোকাদি সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া থাকে। হে ধূর্জ্জটে! যে ব্যক্তি আগম এবং বেদের উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি মদীয় হস্ত হইতে গলিত হইয়া চিরকালের নিমিত্ত অধঃপতিত হয়। যে ব্যক্তি আগম কিংবা বেদ, এতদন্যতরের উল্লঙ্ঘন করিয়া একের আশ্রয় গ্রহণ করে, আমি বিকলাঙ্গী হইয়া কখনও তাহার উদ্ধার করিতে পারি না। এই উভয়বিধ পন্থা মঙ্গলদায়ক, দুরূহ, দুর্ঘট, দুর্জ্ঞেয় এবং দুরতিক্রমণীয়; ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন জ্ঞান করা কদাচ উচিত নয়। আপনি সমস্ত দেবতার মন্ত্র-তন্ত্রাদি ব্যক্ত করিয়াছেন; বৈষ্ণবাচারশালী লোকের পক্ষেও মদীয় তন্ত্র-মন্ত্র দুরক্ষণীয়, অতএব মন্মন্ত্র-দীক্ষিত লোক সকলের পক্ষে শাক্ত ও বৈষ্ণব ভিন্ন নহে। শক্তি এবং বিষ্ণুর প্রতি যাহার অচলা ভক্তি, সেইই শাক্ত; এতদ্ভিন্ন কখনও শাক্ত হইতে পারে না। যাহারা বিষ্ণুভক্তি আশ্রয় না করে, তাহারা শক্তি-সম্বন্ধীয় বিধি, কি করিয়া আচরণ করিবে? বৈষ্ণব-মন্ত্র সকলেরও আমি দেবতা, অতএব মদুপাসক ব্যক্তি বিষ্ণুদীক্ষা-বিষয়ে গুরু হইতে পারে; কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি শক্তি-দীক্ষিত না হইয়া শক্তি-দীক্ষায় প্রবর্ত্তক হয়, তাহা হইলে মন্ত্রদাতা এবং মন্ত্র-গ্রহীতা উভয়কেই অন্ধকূপে বাস করিতে হয়; এই সকল বাক্য আপনার যেন স্মরণ থাকে, এক্ষণে আমি দক্ষযজ্ঞে গমন করিব। শুকদেব কহিলেন, এই বলিয়া সেই গগনবাসিনী মহাকালী, তারা প্রভৃতি মহাবিদ্যাগণের সহিত মিলিত হইয়া একরূপ ধারণ করিলেন। মহাদেব কহিলেন, দেবি! আপনি সূক্ষ্মমূল-প্রকৃতি, লোক-কার্য্যার্থে শরীর ধারণ করিয়া পতিভাবে আমাকে আশ্রয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোথায় আপনি তাদৃশ সূক্ষ্মরূপ

মূল-প্রকৃতি এবং কোথায় বা মাদৃশ জড়রূপী পুরুষ, যদি আপনি স্বয়ং দক্ষালয়ে গমন করেন, তাহা হইলে মাদৃশ ব্যক্তির নিষেধ করিবার কি শক্তি আছে? হে মহেশানি! আপনার যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই করুন। পরন্তু প্রভুত্বাভিমানী হইয়া আপনাকে যে সমস্ত কথা বলিয়াছি, এক্ষণে তাহা ক্ষমা করিবেন। শুকদেব কহিলেন, এইরূপ শিববাক্য শ্রবণ করিয়া, দক্ষকন্যা সেই মুক্তকেশী নীলাম্বুদ-বিনিন্দিত চতুর্ভুজা কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াই আকাশপথে গমন করিতে লাগিলেন; কটিতটস্থিত ব্যাঘ্রচর্ম্ম পবনবেগে বিচলিত হইতে লাগিল, তদীয় পীনস্তনদ্বয় অতিবেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল এবং প্রদীপ্ত লোচনত্রয়ে তাঁহার মুখমণ্ডল অতীব ভয়ঙ্কর হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, অনন্তর সতী দক্ষালয়ে উপস্থিত হইলে, সতী আসিয়াছে বলিয়া সকলে কোলাহল করিয়া উঠিল এবং পুরবাসী আবাল-বৃদ্ধ সকলেই শ্যামবর্ণা সতীকে দেখিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে দেবী অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় জননী প্রসূতির নিকট উপস্থিত হইলেন; প্রসূতিও বহুকালের পর সমাগতা সতীকে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন; তাঁহার নয়নজলে সতীর সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রসূতি কহিলেন, বৎসে! তুমি সর্ব্বদেবের অধীশ্বর মহেশ্বরকে পতি প্রাপ্ত হইয়াছ এবং তাঁহার হৃদয়বল্লভা হইয়া আমাদিগকে একবারে বিস্মৃত হইয়াছ। হে শুচিস্মিতে! আমরা তোমার জন্য সর্ব্বদা শোকসাগরে মগ্ন হইয়া থাকি; অদ্য বহুদিনের পর সেই শোক দূরীভূত হইল। বৎসে! তোমার পিতার দুর্ব্বুদ্ধির কথা কি কহিব? তিনি সর্ব্বদা শিবদ্বেষী এবং তজ্জন্যই তোমাদিগকে আহ্বান না করিয়া এই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। বৎসে! অদ্য আমি যে প্রকার স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর; যেন প্রজাপতি, স্কন্ধহীন হইয়া মূত্রকুণ্ডতটে পড়িয়া আছেন এবং বিকৃতাকারা রাক্ষসী সকল তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত সমুদ্যত হইয়া কেহ বা নৃত্য করিতেছে, কেহ বা হাস্য করিতেছে, কেহ বা শোণিতবর্ষণ করিতেছে, কেহ বা দক্ষের মস্তক লইয়া কন্দুকক্রীড়া করিতেছে। এইরূপ যাবতীয় ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড এবং কটপূতনা প্রভৃতি সকলে দক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া সহাস্যে নৃত্য করিতেছে; নগরস্থিত প্রজাগণ এবং আমরা সকলে এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম এবং তৎকালে কি কর্ত্তব্য, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। তদনন্তর দেখিলাম, মহামেঘপ্রভার ন্যায় শ্যামবর্ণা দিগম্বরী, ত্রিনেত্রা, চতু-

ভুঙ্গা কোন মহেশ্বরী মূর্ত্তি কোটিসূর্য্যের ন্যায় প্রভাবতী হইয়া অট্টহাস্য করিতেছেন এবং মহারবে দিগন্তরাল ব্যাপ্ত করিতেছেন। যে প্রকার গরুড়ের ভয়ে সর্প সকল পলায়ন করে, সেই প্রকার তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাক্ষসাদি সকলে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল; তাহা দেখিয়া মৎপুরস্থিত একাদশ রুদ্র তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে এবং কাহার কন্যা, কি নিমিত্তই বা এই যজ্ঞস্থলে আসিয়াছেন? তখন সেই দিগম্বরী কহিলেন, আমি দক্ষকন্যা আমার নাম সতী; মদীয় পিতৃযজ্ঞ রাক্ষসেরা ধ্বংস করিতেছে এবং পিতা আমার ছিন্নমস্তক হইয়াছেন দেখিয়া, আমি ব্যাকুলা হইয়া সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশ করিবার জন্য এস্থলে উপস্থিত হইয়াছি; এক্ষণে ভীমরূপধারী আপনি কে পরিচয় প্রদান করুন? রুদ্র কহিলেন, আমি রুদ্র, এই দক্ষভবনে আরও দশ রুদ্রের সহিত বাস করি; এক্ষণে সত্যই যদি আপনি দক্ষকন্যা, তাহা হইলে স্বীয় পিতার জীবন প্রদান করুন। এইরূপ রুদ্রবাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দেবী, স্বীয় পতি মহাদেবকে তৎক্ষণাৎ যজ্ঞস্থলে আনাইয়া দক্ষের জীবন প্রদান করিলেন। তখন ছাগমুখ, দক্ষ হর্ষান্বিত হইয়া শিবের স্তব করিতে লাগিলেন, তাঁহার কুবুদ্ধি দূরীভূত হইল। অনন্তর ইন্দ্র, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া সেই যজ্ঞ পরিপূর্ণ করিলেন। বৎসে! গত রাত্রিতে আমি এই প্রকার স্বপ্ন দেখিয়াছি, এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, তুমিই সেই কালরূপিণী মহেশ্বরী হইবে, নতুবা শ্যামাঙ্গী হইয়া আমার নিকটে আগমন করিবে কেন? আর শিব-নিন্দাকারী দক্ষ শিবনিন্দার প্রতিফল পাইয়া তোমাদিগকে চিনিতে পারিবেন; কারণ আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, ইহা মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে না। বৎসে! তুমি চিরজীবিনী হও এবং আমি তোমার জননী, আমাকে কখনও পরিত্যাগ করিও না; আমি তোমার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া সকল শোক বিস্মৃত হইব। সতী কহিলেন, মাতঃ! আপনি যাহা কহিলেন, সমস্তই সত্য; এক্ষণে আজ্ঞা প্রদান করুন, আমি যজ্ঞশালাস্থিত পিতার সহিত সাক্ষাৎ করি; এই বলিয়া জননীকে প্রণাম করিলেন এবং তদীয় সম্মান লাভ করিয়া সহোদরাগণের সহিত যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতৃ এবং হোতৃগণ কেহ বা স্বাহা, কেহ বা স্বধা, কেহ বা বৌষট্ ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন এবং প্রজাপতি তাঁহাদের সহিত শিবনিন্দাসম্ভূত হর্ষপ্রকাশ করিতেছেন। অনন্তর দক্ষ, তারাগণের মধ্যস্থিতা রোহিণীর ন্যায় ভগিনীগণের মধ্যে কমললোচনা সতীকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, তুমি কে? কাহার কন্যা? তুমি শ্যামবর্ণা হইলেও মদীয় সতীর ন্যায় বোধ হইতেছে, অথবা তুমি আমারই কন্যা সতী এই যজ্ঞস্থলে স্বয়ং আগমন করিয়াছ? সতী কহিলেন, পিতঃ! আমি আপনার আদরের কন্যা সেই সতী, আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না? আপনি প্রজাপতি এবং আমার জনক; অতএব আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। তখন প্রজাপতি সতীকে চিনিতে পারিয়া কহিলেন, হা বৎসে!

হা প্রাণপ্রতিমে! তুমি ভূতাধিপতি শিবের হস্তে পতিত হইয়া ঈদৃশাবস্থাপন্না হইয়াছ
এবং সেই জন্যই তোমার শরীরকান্তি ঈদৃশ শ্যামীভূত হইয়াছে? বৎসে! তুমি
যাহার নিকটে থাকিয়া প্রদীপ্ত সুবর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গী হইয়াও শ্যামরূপধারণ করিয়াছ,
সেই দুষ্টস্বভাব রুদ্রের চরিত্র আমি সমস্তই জানি এবং তজ্জন্যই (কন্যা হইলেও)
তোমাকে যজ্ঞক্ষেত্রে আহ্বান করি নাই। যাহা হউক, অতঃপর আর শিবের নিকটে
গমন করিবার আবশ্যক নাই, কারণ কন্যা পতিসুখে বঞ্চিত হইলে পিতৃগৃহেই তাহার
বাস করা উচিত; অতএব তুমি আমার নিকটে থাক, দুরাচার শিবের নিকটে যাইবার
আর প্রয়োজন নাই। শুকদেব কহিলেন, সতী এই প্রকার পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া
ক্রোধপ্রস্ফুরিতাক্ষী হইয়া কহিলেন, হে দক্ষ! যদি কল্যাণ ইচ্ছা কর, তাহা হইলে
আর অধিক বাক্যব্যয়ের আবশ্যক নাই। যদি তোমার ধর্ম্মলিপ্সা থাকে, তবে শিব-
নিন্দাকারী স্বীয় জিহ্বা ছেদন কর। মহাদেব সর্ব্বভূতের আত্মা এবং আমাদেরও প্রভু;
বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিন্দা সকলের পক্ষেই মৃত্যুতুল্য, অতএব সর্ব্বভূতাত্মস্বরূপ
শিবনিন্দা করিয়া আত্মঘাতী হইবার প্রয়োজন কি? আর এই সভাস্থিত সকলেই
মহামূর্খ এবং শিবনিন্দাকারী বলিয়া দণ্ডার্হ; অতএব শিবনিন্দার প্রতিফল সকলকেই
অচিরাৎ ভোগ করিতে হইবে, এবিষয়ে আর সন্দেহ নাই। দক্ষ কহিলেন,
বালিকে! তুমি নিজ বুদ্ধির অল্পতা প্রযুক্ত শিবকে পতিরূপে বরণ করিয়াছ এবং
অগত্যা তোমাকে তৎসুখে সুখী হইতে হয়; কিন্তু তদীয় সম্মানাদি আমরা সমস্তই
জানি, এস্থলে তাহার প্রশংসা করিবার আবশ্যক নাই। আমি প্রজাপতি দক্ষ, সমস্ত
দেব-দেবীগণের নিকট পরিচিত, মৎসকাশে তদীয় প্রশংসাবাক্য দুঃসহ বলিয়া
বোধ হইতেছে। তুমি নিশ্চয় জানিও, মহেশ্বর তোমারই মনোনীত, অন্যের নিকট
কদাচ হইতে পারে না। সতী কহিলেন, দক্ষ! ক্ষান্ত হও, নিয়ন্তা না থাকিলে
কেহই ধর্ম্মাচরণ করিতে পারে না বলিয়া আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি, ক্ষান্ত হও, পাপমতি
ত্যাগ করিয়া মদীয় হিতবাক্য শ্রবণ কর। দেব মহারুদ্রের চরণে প্রণাম কর, আমি
তোমার কন্যা, কন্যার বাক্য অবহেলা করিও না। সাধুগণ কনিষ্ঠেরও সদ্বাক্য
গ্রহণ করেন এবং যাহাদের সদসৎ জ্ঞান আছে, তাহারাই সাধু; তুমি পাপমতি এবং
সাধুত্ববিরহিত, নতুবা জন্মাবধি শিবদ্বেষী হইয়া দণ্ডার্হ হইবে কেন? এক্ষণে মহেশ্বরের
নিন্দা করিয়া আর বৃথা কালক্ষেপ করিও না। কি আশ্চর্য্য! যে শম্ভু সকলের আনন্দ-
ভাজন এবং পূজ্য, তোমার নিকটে তিনি নিন্দিত এবং অপূজিত হইলেন। অনন্তর
প্রজাপতি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, হে সভ্যগণ! আমি প্রজাপতি এবং পিতা, আমার নিকটে
সতীর ঈদৃশ বাক্য তোমরা কি শুনিতেছ না? এক্ষণে ইহাকে সান্ত্বনা কর অথবা
এস্থান হইতে দূর করিয়া দাও। অদ্য শিবের ন্যায় সতীও আমার নিকটে সুদুঃসহা
হইয়াছে। রে দুশ্চরিত্রে! শিবপ্রিয়ে! তুমি আমার নেত্রপথের বহির্ভূত হইয়া

যাও; যে দিবসে তুমি স্ব-ইচ্ছায় শিবকে পতি প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই দিবসাবধি আমি তোমাকে মৃতকন্যার ন্যায় মনে করি। তুমি আমার কন্যা হইয়াও ইহা জানিতে পার নাই যে, তুমি রুদ্রহস্তে সমর্পিত হইয়াছ, ইহা দেখিয়া প্রজাপতি জীবন্মৃত হইয়া আছে নতুবা নিজপতি রুদ্রকে পুনঃপুনঃ স্মরণ করাইয়া তুষানলের ন্যায় অন্তর্হিত ক্রোধ-বহ্নিকে বর্দ্ধিত করিবে কেন? মদীয় ভবনে জটাজূটধারী শূলহস্ত একাদশরুদ্র সর্ব্বদা বাস করিতেছে, সেই একাদশ রুদ্র ব্যতীত আমি অন্য কোন ব্যক্তিকে মহেশ্বর বলিয়া বিবেচনা করি না। হে দুর্ম্মতে! শিবনামধারী অন্য কোন মহারুদ্র আছে, যাঁহাকে তুমি পতিরূপে বরণ করিয়াছ। সতী কহিলেন, পিতা, মাতা, গুরু, বন্ধু, পিতামহ, পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতি সকলেই ধর্ম্মস্বরূপ, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তুমি অধর্ম্মমতি হইয়া কি করিয়া আমার পিতা হইতে ইচ্ছা করিতেছ এবং ধর্ম্মমতি হইয়া আমিই বা কি করিয়া তোমার কন্যা হইব? যাহারা তোমার কন্যা, তুমি তাহাদিগকে রক্ষা কর; অদ্য হইতে আমি তোমার কন্যা নহি; আমি ভগবান্ ত্রিলোচনের শরণাপন্ন হইয়াছি, সেই শান্ত, বন্ধু, কৃপাকর মহাদেবই আমার ভর্ত্তা; তিনি অদ্বেষী, সর্ব্ব-ভূতাত্মা, কূটস্থ এবং জগদীশ্বর; কিন্তু তুমি স্বীয় মূর্খতা প্রযুক্ত সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি দ্বেষ কর। যাঁহার (শিব) এই দ্ব্যক্ষর নাম অমঙ্গলনাশক কেবল স্মরণ করিলেই সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয় এবং যাঁহার নামে ত্রিভুবনের এতাদৃশ উপকার হয়, তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভজনা করিলে উপকারের কথা আর কি বলিব? আর তোমারই বা দোষ কি, বিধাতা তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, নতুবা শিবভক্তিসুখ তোমাকে প্রদান করিবেন না কেন? আর শিবদ্বেষের প্রতিফল তুমি কি হৃদয়ে অনুভব করিতেছ না? শিবদ্বেষী ব্যক্তি নিষ্কল্যাণ এবং মঙ্গলশূন্য; অতএব হে প্রজাপতে! আমি এখনও তোমার উপকারের নিমিত্ত বলিতেছি, যত্নসহকারে মহেশ্বর রুদ্রের উপাসনা কর এবং স্তবাদি দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট কর। আমার বাক্য অন্যথা করিও না। দক্ষ, ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, তুই যে 'স্তব' শব্দ করিলি, এই শব্দ আমি বিপরীত করিয়া পাঠ করিলেই শিববোধক হইবে। (স্তব—বিপরীত পাঠ করিলে হয় 'বস্ত' বস্ত শব্দের অর্থ ছাগল। দক্ষ, শিবের স্তব করার পরিবর্ত্তে শিবকে ছাগল বলিয়া গালি দিলেন)। তুই পুনঃ পুনঃ কিজন্য আমাকে বলিতেছিস্? সকলের রুচি সমান নহে, আমার যাহা ইচ্ছা করিব। তুই এখনই আমার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া যা, তোকে দর্শন করিলে আমার মনোদুঃখ দাবাগ্নির ন্যায় বর্দ্ধিত হইতেছে। সতী আর সহ্য করিতে না পারিয়া কহিলেন, রে মূর্খ! অধমাচার! এক্ষণে শিবনিন্দার প্রতিফল প্রাপ্ত হও। তুমি যেমন (স্তবশব্দোহন্যথা মুখে) অর্থাৎ 'স্তবশব্দ আমি বিপরীত করিয়া পাঠ করিলে' এই কথা বলিলে তদনুসারে তাহাই হউক, তুমি বস্তমুখ হও অর্থাৎ ছাগলের ন্যায় তোমার মুখ হউক এবং তোমার শব্দ ছাগলশব্দের

ন্যায় হউক, আর যেন কেহ কখনও শিবনিন্দা শ্রবণ না করে। আর আমি যে কেবল তোমার চক্ষুর বহির্ভূত হইব, তাহা নহে ; যে দেহ তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অচিরাৎ সেই দেহেরও বহির্ভূত হইতেছি। এইরূপ সতীবাক্য অবসান হইবামাত্র প্রজাপতি ছাগমুখ হইয়া, ছাগবৎ শব্দ করিতে লাগিলেন। হে জৈমিনে! তৎকালে যাবতীয় দেবতা ও মুনিগণ অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। অনন্তর সতী যখন সেই সভাস্থল হইতে নির্গত হইলেন, তখন ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত সভাস্থল কম্পিত হইতে লাগিল। তদীয় পদভরে সমগ্র পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল, সভায় সকলেরই বাক্য স্তম্ভিত হইল, সকলে হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে কেহই সক্ষম হইল না, অধিক কি, তাঁহার ভ্রুকুটী-ভীষণ-মুখের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে কেহ সাহস করিল না। সতী অদৃশ্য হইলে, চারিদিকে হাহাকারধ্বনি সমুত্থিত হইতে লাগিল। দক্ষ সমুত্থিত হইয়া (সতী) এই কথা বলিতে গিয়া, ছাগলের ন্যায় অব্যক্ত শব্দ করিতে লাগিলেন। কি ধরণীমণ্ডল, কি গগনমণ্ডল সর্ব্বত্রই (সতী) এই বাক্য ভিন্ন আর কিছুই শুনা যায় না এবং সকল লোকই 'সতী কোথায়' 'সতী কোথায়' বলিতে বলিতে দশদিকে ধাবিত হইতে লাগিল। হে মুনিবর! শিবপ্রিয়া সতী তথা হইতে প্রস্থান করিয়া হিমালয়ের নিকটস্থিত কোন সুদুর্গম অরণ্যামধ্যে উপস্থিত হইয়া, তথায় দক্ষসম্ভূত দেহ ত্যাগ করিয়া হিমালয়ে গমন করিলেন। এদিকে দক্ষালয়ে কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে সুস্থ হইয়া ছাগমুখ দক্ষের সহিত পুনর্ব্বার যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু তৎকালে কেহই সুখী হইলেন না। কেননা, স্বয়ং যজ্ঞাধিকারী দক্ষ, যখন ছাগমুখ হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ কালে ছাগশব্দ বিস্তার করিতেছেন, তখন ইহা অপেক্ষা অসুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া কেহবা হাস্য করিতে লাগিলেন, কেহবা অনুতাপ করিতে লাগিলেন, কেহবা রোদন করিতে লাগিলেন, কেহবা বলিতে লাগিলেন, "দক্ষকন্যার কি অদ্ভুত শক্তি"। কেহ বলিতে লাগিলেন "কি আশ্চর্য্য! শিব-নিন্দার প্রতিফল অচিরাৎ প্রতিফলিত হইল" ; কেহ বলিতে লাগিলেন, "সতী কোথায় গমন করিলেন"? কেহ বলিতে লাগিলেন, "সতী শম্ভুসকাশে গমন করিয়াছেন" ; অন্তঃপুরস্থিতা সতীজননী প্রসূতি এই সকল ব্যাপার শ্রবণ করিয়াও দুঃখিতা হইলেন না ; কারণ তৎকালে তাঁহার মোহ দূর হইয়াছিল এবং তিনি জানিয়াছিলেন যে, সতী সাক্ষাৎ পরমা-প্রকৃতি এবং তাঁহার প্রতি আমরা যে কন্যাবুদ্ধি করিয়া থাকি, ইহা ভ্রমমাত্র।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥
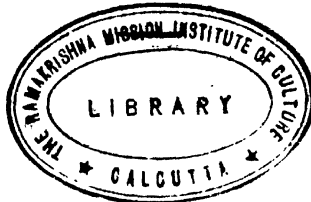
অষ্টম অধ্যায়।

শুক বলিলেন, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া দেবর্ষি নারদ, সতীর দেহপরিত্যাগের কথা জানাইবার জন্য মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে দেবদেব! ত্রিলোচন! আপনাকে নমস্কার করিতেছি। দেবী সতী দক্ষালয়ে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন; প্রজাপতি দক্ষ সতীসমক্ষে আপনার বহুবিধ নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া, ক্রোধাবিষ্টা হইয়া, দক্ষকে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক তিনি দক্ষসম্ভূত স্বীয় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। দক্ষ ছাগমুখ হইয়া ছাগশব্দে 'সতী' 'সতী' বলিয়া, কিয়ৎক্ষণ মাত্র বিলাপ করিয়া পুনর্ব্বার আরব্ধ যজ্ঞে মন দিয়াছেন। মহাদেব, নারদের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, শোকে বিহ্বল হইয়া, বহুক্ষণ রোদন করিলেন। পরে নারদের প্রতি কহিলেন, বৎস নারদ! সতী দেহপরিত্যাগ এবং ব্যাকুলচিত্ত আমাকেও পরিত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে যাহা উপযুক্ত হয়, বল, আমি সেই কার্য্য করিতেছি। নারদ কহিলেন, দেব মহেশ্বর! চিন্তা করিবেন না, পুনর্ব্বার সতীকে প্রাপ্ত হইবেন; সতী আপনার ভিন্ন অন্য কাহারও নহেন; ত্রিজগতে আপনিই তাঁহার প্রিয়তম। এক্ষণে, যেস্থানে সতী, দেহত্যাগ করিয়াছেন, সেই প্রজাপতির ভবনে আপনি গমন করিয়া, প্রজাপতির চরিত্রের বিষয় সমস্ত জ্ঞাত হউন। সম্প্রতি তিনি ছাগমুখ হইয়াই বা কিরূপ কার্য্য করিতেছেন এবং সতীর দেহত্যাগ, সত্য কিনা ইহাও জানা আবশ্যক। আর যদি দক্ষ তাদৃশ ছাগমুখ হইয়াও পুনর্ব্বার আপনার নিন্দা করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ যজ্ঞের সহিত তাঁহাকে বিনষ্ট করিবেন। অতএব তদীয় ভবনে যে একাদশ রুদ্র বাস করেন, আপনি তাঁহাদেরই অন্যতমরূপে তথায় গমন করুন। মহাদেব কহিলেন, আমি এখনই তথায় গমন করিতেছি, তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর। শুকদেব কহিলেন, দেব মহেশ্বর মনে মনে এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া, ভীষণাকার মহারুদ্ররূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার দেহ তৎকালে অতি বৃহৎ হইল এবং ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মূর্ত্তিবৈলক্ষণ্য হইতে লাগিল। তৎকালে তিনি, তাম্রবর্ণজটাজুট, দীর্ঘললাটফলক, অঙ্গে ভস্মলেপ, নেত্রত্রয়াভ্যন্তরে চন্দ্রখণ্ড, মুখমণ্ডলে মুহুর্মুহুঃ হাস ও অট্টহাস, গলদেশে মুণ্ডমালা ও নাগযজ্ঞোপবীত, স্কন্ধদেশে কালদণ্ড, হস্তে কপাল ও ভিক্ষাপাত্র, কটিতটে গজাজিন ও নাগবন্ধ ধারণ করিলেন এবং সুদীর্ঘ জানু, সুদীর্ঘ জঙ্ঘা, মহাগুল্ফ ও মহাপদ ধারণ করিয়া পদভরে মেদিনীমণ্ডল প্রকম্পিত করিতে করিতে দক্ষালয়ে গমন করিলেন। তাঁহার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তিনি দক্ষশালার বহির্দ্দেশে থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, অহে দক্ষ! আমি

ভিক্ষুক, আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর। গৃহাভ্যন্তরস্থিত সকলেরই এই মহাঘোরশব্দে হৃদয়-দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইল এবং সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মে শিথিল হইয়া পড়িলেন। দক্ষ ছাগশব্দ করিয়া সঙ্কেতে অবরোধ করিয়া, ভিক্ষুকের বিষয় জানিবার জন্য কোন দেবতাকে পাঠাইলেন। দক্ষপ্রেরিত সেই দেবতা বহির্ভাগে আসিয়া সেই ভীষণাকার মহারুদ্রকে সভয়দর্পে জিজ্ঞাসা করিলেন; তুমি কে এবং কি প্রার্থনা করিতেছ? তোমাকে দেখিয়া দর্পিষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতেছে; ভিক্ষুকের আকার এরূপ নহে, তাহাদের বিনয়ান্বিত হওয়া উচিত। রুদ্র কহিলেন, আমি নিশ্চয়ই ভিক্ষার্থী, আমার নাম রুদ্র, আমি স্বভাবতই এতাদৃশ ভীমাকার, এই স্থলে সতীভিক্ষা করিবার জন্য সমাগত হইয়াছি; এক্ষণে সুলোচনা সতীকে প্রদান করিতে তুমি সক্ষম হইবে কি না? যদি না হও, তবে শীঘ্র বল, কে সক্ষম হইবে? মহারুদ্র ঘূর্ণিতনেত্রে এই কথা বলিলে, সেই দেব "যজ্ঞশালাস্থিত দক্ষের নিকট সতী ভিক্ষা করুন" এই বলিয়া তথায় তাঁহাকে রাখিয়া প্রতিগমন করিলেন; এদিকে অকুতোভয় মহারুদ্রও যজ্ঞশালাতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, দক্ষ ক্রোধস্ফুরিত-মুখে কহিতে লাগিলেন; এই রুদ্র আমার সতীকে হরণ করিয়াছে এবং আমার নির্ম্মল কুলকে কলঙ্কিত করিয়াছে, দুরাত্মাকে এখান হইতে দূর করিয়া দাও। দক্ষ পুনঃপুনঃ এইরূপ বলিতে লাগিলেন; রুদ্র কহিলেন, রে ছাগমুখ! তুই অস্ফুটশব্দে কি বলিতেছিস্? এক্ষণে আমার শ্যামবর্ণা পরমসুন্দরী সতীকে প্রদান কর্, নচেৎ সকলের সমক্ষে এখনই যজ্ঞের সহিত তোকে বিনষ্ট করিব; এই বলিয়া একবারে তিনটী চক্ষু ঘুরাইতে লাগিলেন; তাহা দেখিয়া দেবর্ষি, নর এবং কিন্নর প্রভৃতি সকলেই ভীত হইয়া ইতস্ততঃ দৌড়িতে লাগিলেন; কিন্তু শম্ভু অবলীলাক্রমে সকলকে হস্তদ্বয় দ্বারা আক্রমণ করিয়া কেশাকর্ষণ করিলেন এবং দক্ষের প্রতি ভীষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দক্ষ তাঁহাদের এই প্রকার কেশাকর্ষণ দেখিয়া ছাগশব্দে একাদশ রুদ্রগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহারুদ্র দক্ষ প্রভৃতির সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তখন সকলে অভিন্নমতি হইয়া সেই একাদশরুদ্র রুদ্রেশ্বরের সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর মহারুদ্র প্রজাপতিকে কহিলেন, দক্ষ! তুই কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছিস্? সম্প্রতি সতীকে প্রদান করিবি কিনা এবং মৃত্যু বা জীবন ইচ্ছা করিতেছিস্? এই সময়ে মানুষের ন্যায় দক্ষের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া মহারুদ্র মহেশ্বরের প্রতি বলিতে লাগিলেন, রে শিবাধম! পূর্ব্বেই আমি স্বেচ্ছাক্রমে তোকে স্বীয় কন্যা সতীকে প্রদান করি নাই, এখনই বা কিরূপে দিব? সতী ইচ্ছা করিয়া তোকে পতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমিও সেই দিবসাবধি "সতী মরিয়াছে" বলিয়া মনে করি; অধুনা এখানে আসিয়া সতী মৃতশরীরই পুনর্ব্বার ত্যাগ করিয়া প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তুমি প্রেতস্থানপ্রিয়,

া পাও, তাহার অন্বেষণ কর; এই স্থান প্রেতভূমি নহে এবং আমিও প্রেতাধিপ
আমি তোমাকে আহ্বান করি নাই, তবে কিজন্য মরিবার অভিলাষে এখানে
াছ? এখান হইতে সরিয়া যাও, বৃথা যজ্ঞবিঘ্ন করিবার আবশ্যক নাই। শুকদেব
ন, দক্ষ এইরূপ কহিলে, সেই একাদশ রুদ্র মুহুর্ম্মুহুঃ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।
দর নিশ্বাস হইতে রুদ্রসম আরও বহু রুদ্র উৎপন্ন হইল; রুদ্রেশ্বর তাঁহাদের মধ্যে
া নামে খ্যাত হইলেন। রুদ্রগণ বীরভদ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া "আমাদিগকে
রিতে হইবে" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যজ্ঞধ্বংস করিতে আদেশ করিলেন।
তৎক্ষণাৎ যজ্ঞকুণ্ডকে মূত্রপূর্ণ করিয়া দক্ষের কেশাকর্ষণ করিয়া নানাপ্রকারে
করিতে লাগিলেন। দেবগণ বিভিন্নাঙ্গ হইয়া প্রাণমাত্র অবশিষ্ট লইয়া ক্ষণে
প্রাণনাশভয়ে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। সমাগত লোক সকল
া সেই ঘোরশব্দ শ্রবণ করিতেছিল, কেহ বা এই প্রকার মহাঘোর যজ্ঞধ্বংস
ণ করিতেছিল, কাহারও চক্ষু, কাহারও কর্ণ ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল ক্ষত-বিক্ষত
লাগিল। রুদ্রগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণ ম্লানমুখে "আমরা ব্রাহ্মণ"
কথা বলিতে বলিতে পলায়ন করিতে লাগিল। বীরভদ্ররূপী দেব মহারুদ্র স্বয়ং
শৃঙ্গের ন্যায় দক্ষের মস্তক উৎপাটিত করিলেন, পূষার দন্ত ভগ্ন করিলেন এবং
অন্ধ করিয়া দিলেন। রুদ্রগণ এইরূপে যজ্ঞধ্বংস করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ
। নারীগণকেও বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রসূতি কাতরনেত্রে নিরীক্ষণ
ত লাগিলেন, দেখিয়া শম্ভু কিয়ৎপরিমাণে শান্তপ্রায় হইলেন। তাঁহাকে শান্তপ্রায়
া প্রসূতি দিব্যজ্ঞানবলে পরমপুরুষ বলিয়া এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন।
হেশ্বর! আপনার পাদপঙ্কজে প্রণাম করিতেছি, কারণ আপনার পাদপদ্ম
নে অদ্বিতীয়, ভয়হর এবং ইষ্টসাধক। সুর-নর-কিন্নরাদি সকলেই আপনার চরণ
করিয়া নিখিল-ভয় হইতে মুক্ত হয়। আপনি শিব, কন্দর্পের বিনাশকর্তা বলিয়া
ার নাম স্মরহর, এইরূপ হর, ঈশ, উত্তম, মহেশ্বর, প্রভৃতি নামের আপনিই
াদ্য; আপনি ভবভয় হইতে মুক্ত করেন এবং আপনার স্মরণে শত্রু সকল নষ্ট
চন্দ্র, সূর্য্য, বহ্নি ইহারা আপনার লোচনত্রয় মধ্যে বিরাজমান; আপনি মহামনা
মাদৃশ লোক সকলের মনোমধ্যে বিরাজমান; শত শত চন্দ্র এবং শত শত সূর্য্যের
আপনার প্রভা। আপনার প্রভাবের কথা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। কেন-
দৃশ কোটিব্রহ্মাণ্ড আপনার শরীর মধ্যে লক্ষিত হইতেছে। এক্ষণে এই উত্তম
আপনাতেই সমর্পিত হইল; কেননা, সমস্ত যজ্ঞেই সেবকেরা আপনারই পূজা
া থাকে, তবে কিজন্য পশুতুল্য দক্ষের বাক্য গণ্য করিতেছেন! আপনার প্রিয়তমা
রূপিণী প্রকৃতি-দেবী যে আমার গর্ভে সতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা
। অনুগ্রহ প্রকাশ মাত্র বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। আর এই যে যজ্ঞধ্বংস হইল,

ইহাও আমি আপনার অনুগ্রহ মনে করিতেছি। কেননা, যে ঈশ্বরের অপাঙ্গমাত্র অবলোকন মহাফলদায়ক বলিয়া লোকে বাঞ্ছা করে, সেই ঈশ্বর আপনিই ঐ যজ্ঞে নিগ্রহাত্মক সম্পূর্ণ দৃষ্টি করিয়াছেন। এই প্রজাপতি আজন্ম আপনার প্রতি অতি কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি অনুগ্রহ করিয়া বহ্নিশোধিত সুবর্ণের ন্যায় তাঁহাকে নিগ্রহাগ্নি দ্বারা শোধিত করিলেন; তাঁহার জন্ম সার্থক হইল, এক্ষণে তাঁহাকে সুমতি প্রদান করিলে তিনি উত্তম ভক্তিসহকারে আপনার চরণে প্রণত হইবেন এবং আদ্যাবধি আপনার পাদপদ্মসেবা করিবেন। প্রভো! আপনার শশিপ্রভ সুকোমল-মূর্ত্তি গোপন করিয়া কিজন্য এই ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন? শুকদেব কহিলেন, ভগবান্ মহেশ্বর প্রসূতির স্তবে প্রসন্ন হইলেন এবং স্বীয় বৃষবাহনে অধিষ্ঠিত হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মা হংসারূঢ় হইয়া এবং বিষ্ণু গরুড়ারূঢ় হইয়া, তথায় উপস্থিত হইয়া, বৃষধ্বজের প্রতি বলিতে লাগিলেন, হে দেবেশ! আপনি যে দক্ষকে এইরূপে বিমর্দ্দিত করিয়াছেন, ইহা তাহার অপরাধের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদত্ত হইয়াছে; এক্ষণে শান্ত হউন, ভগ্নাঙ্গ দেবগণকে প্রকৃতিস্থ করুন এবং দক্ষের জীবন প্রদান করুন; ইহারা আপনার স্তব করিতে ইচ্ছা করিতেছে। রুদ্রদেব কহিলেন, তথাস্তু, দেবতা সকল প্রকৃতিস্থ হউক, কিন্তু আমার অপমানস্থলে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া আর যেন কদাচ এরূপ কার্য্য না করে। আর অন্য একটী পশুর মস্তক আনিয়া দক্ষকে প্রদান কর, এক্ষণে মদীয় নিন্দার প্রতিফল ভোগ করিয়া সে কলুষশূন্য হইয়াছে। শুকদেব কহিলেন, এইরূপ রুদ্রবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে নন্দী অন্য এক ছাগমস্তক আনিয়া দক্ষস্কন্ধে সংযুক্ত করিলেন; প্রজাপতি তৎক্ষণাৎ জীবিত হইয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই পুরুষত্রয়কে নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাঁহাদের অপূর্ব্ব শোভা অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন। দক্ষ পুনর্ব্বার সম্মার্জ্জিত দর্পণের ন্যায় বিমলচিত্তে মহেশ্বরের কোটিচন্দ্রসদৃশ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, মহেশ্বরের মুখমণ্ডলে লোচনত্রয় অপূর্ব্বশোভা ধারণ করিয়াছে, করদ্বয়ে ত্রিশূল এবং ডমরু, সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণাভরণে ভূষিত, অণিমাদি সিদ্ধিগণ মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছে এবং তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যস্থলে বিরাজ করিতেছেন। মহাদেবের ঐরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া দক্ষ স্তব করিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু কথা কহিতে পারিলেন না। তাহা দেখিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা এবং সনাতন বিষ্ণু প্রজাপতিকে বলিলেন, হে প্রজাপতে! আপনি মহাভাগ্যবান্, যেহেতু সাক্ষাৎ মহাদেব আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান; আপনি পূর্ব্বকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করুন, ভক্তিভাবে পরমানন্দে ইহাঁর স্তব করিয়া প্রণাম করুন। ইনি স্বভাবতই আশুতোষ এবং শিবনামধারী, ইহাঁর হৃদয়ে তোমার প্রতি কোন বৈষম্য বুদ্ধি নাই। ইনি দণ্ডার্হ হইলে দণ্ড দিয়া থাকেন, কিন্তু

অপরাধের প্রতীক্ষা করেন না। শুকদেব কহিলেন, তাঁহাদের বাক্যশ্রবণান্তে প্রজাপতি আনন্দসহকারে দেব মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

দক্ষ বলিলেন, হে দেবদেবেশ্বর! আপনি সুরাসুরের বন্দিত, আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি বিশ্বভাবন এবং বিশ্বেশ্বর, আপনাকে প্রণাম করি। আপনি আদি এবং আদিকর্ত্তা; এই নিখিল বিশ্ব আপনিই রক্ষা করেন। আমি যে, পশু অপেক্ষাও অধিক, ইহা পশুগণও জ্ঞাত আছে। আমি আপনার তত্ত্ব না জানিয়া স্বীয় জন্ম বিফল করিয়াছি। আপনি সর্ব্বভূতাত্মা এবং পরমগতি।

অনাদি অনন্ত ভব মুক্তিদাতা ভগবান্।
তুমি শিব মহাভাগ পরমেশ পুরাতন ॥
হর সনাতন দেব পরমাত্মা অগোচর।
ক্ষমাশীল আশুতোষ সন্তোষ সন্তোষকর ॥
করুণাসাগর শান্ত কমনীয় প্রজাপতি।
বিশ্বেশ্বর বিশ্ববন্ধু পূর্ণানন্দ সমমতি ॥
পরম ঈশ্বর তুমি কেবল আনন্দ-চিতি।
বিরূপ ও বিশ্বরূপ, কাল, কালীপতি, পতি ॥
সতীবন্ধু নিজবন্ধু বন্ধুরূপী সতীপতি।
ভগবান্ ভগদ্ধ্যানন্দী মহানন্দ মহামতি ॥
বিশ্বোদ্ভব প্রসন্নাত্মা কামরূপ পরতাপী।
কালানল কালকর্ত্তা কলানিধি কালরূপী ॥
কামিনীনায়ক কামী কৌতুকী কামলাপন।
কাম কাল অগ্নি রুদ্র কৌবেরবসনভূষ ॥
কপর্দ্দী কূটকঙ্কাল কূটস্থ কৈবল্যাত্মক।
কোটর কোটরীকার কোষ্ক বেস্কটবাসক ॥
ক্রীড়াত্রয় পরিশ্রান্ত ক্রীড়াকারী কলীকল।
কারী কেরী কের কেরী কেকরী শোকনির্ম্মূল ॥
কপালী কালীনিরত করপালী বিভূষণ।
কপালভূষণ ভব যোগবিয়োগ-শোভন॥

যজ্ঞরূপ যজ্ঞকর্ত্তা যজনীয় স্বয়ং যম।
যক্ষার-শোষক যাতা যন্ত যন্তক যন্তন॥
যোনিদেব যোনিমালী যশস্বী যত্নবান্ পর।
যক্ষনাথ যক্ষপর জয়ী যক্ষরাজেশ্বর॥
পরমানন্দবিগ্রহ পবিত্ররূপী পাবন।
পূর্ণ পুরয়িতা পাতা পুণ্য-শ্রবণ-কীর্ত্তন॥
পদ্মগন্ধ পদ্মমুদ্রা পদাম্বুজ পদ্মকর।
পবন পণ্ডিত পটু পরমার্থপটুতর॥
গোপনীয় গোপনাথ গোপাল গো-পুরবাসী।
গৌরাঙ্গ গৌরমস্তক গুরু ও গগনবাসী॥
গোলোকস্থ গতিমান্ গেয় গুণী গানকৃতী।
গয়রিপু পিতামাতা পিতামহ গণপতি॥
সদ্‌বুদ্ধি সদ্‌বুদ্ধিদাতা সাত্ত্বিক সত্ত্বশোভিত।
সাক্ষী ত্র্যক্ষ দয়াসার দিব্যভাবী দিবিস্থিত॥
বিভূতিভূষণ তুমি, তুমি প্রেতভূমি-প্রিয়।
তুমি মৃত ও জীবিত, তুমি নিন্দ্য, পূজনীয়॥

হে মহেশ্বর! আপনি এই সকল নামের প্রতিপাদ্য এবং পূর্ব্বে আমি আপনার প্রতি যে সকল নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তাহাতে আপনারই স্বরূপ কীর্ত্তন করা হইয়াছে। আপনি বেদের অগম্য এবং বেদকর্ত্তা অথচ বেদপ্রতিপাদ্য; আপনা অপেক্ষা বিদ্বান্ আর কেহ নাই। দক্ষ, কশ্যপ, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি আপনারই রূপভেদ-মাত্র। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু ইঁহারাও আপনা হইতে ভিন্ন নহেন; সুমতি ও কুমতি আপনা হইতেই প্রবর্ত্তিত হয়। আপনি শাস্ত্রকর্ত্তা এবং সর্ব্বভূতের প্রকর্ষক; স্তম্ভণ, মোহন, বিদ্রাবণ, ক্ষোভণ প্রভৃতি আপনারই ঐশ্বর্য্য এবং একাদশরুদ্ররূপে আপনিই জগৎকে ত্রাসিত করেন। যাঁহার উদরমধ্যে স্থাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত জগৎ বাস করে, আমি পশু অপেক্ষাও অধিক মূর্খ হইয়া কিরূপে তাঁহার তত্ত্ব বুঝিতে পারিব? হে নাথ! আপনাকে আর যুদ্ধোদ্যোগী দেখিতেছি কেন? আমি আপনাকে স্মরণ না করিয়া যে বৃথা-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলাম, উহা বিনষ্ট করিয়া উপযুক্ত প্রতিফল দিয়াছেন; কেননা, যে কার্য্যে শম্ভু পূজিত হন না, সে কার্য্য কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। শুক বলিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ জৈমিনে! প্রজাপতি স্বকৃত অপরাধে ভীত হইয়া মহেশ্বরের চরণে পতিত হইলেন। তখন সমস্ত দেবগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। দক্ষ এইরূপে পুনঃপুনঃ তাঁহার চরণে পতিত হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং পুনর্ব্বার এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন। হে দেব! আপনার চরণদ্বয় ভাবনা করিলে মৃত্যুভয় নষ্ট হয়, অতএব আপনার চরণে প্রণাম করি।

আপনার নাম ভিন্ন ভবরোগের আর দ্বিতীয় ঔষধ নাই, এ বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ। হে দীনবন্ধো! আপনি মন, চক্ষু ও আত্মার অধিষ্ঠাতা এবং সর্ব্বান্তর্যামী, আপনার চরণে প্রণাম করিতেছি, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে এই শরীরাত্মক বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছি, সেই বন্ধনমোচন করিবার জন্য আপনার চরণে প্রণত হইলাম, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। হে মহাদেব! আমি, আমার, ইত্যাদি মোহে মোহিত হইয়া রহিয়াছি, যাহাতে ঈদৃশ মোহ বিনষ্ট হয়, তাহারই জন্য আপনার চরণে প্রণাম করিতেছি, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। মদীয় বাক্য, চক্ষু, হস্ত, জিহ্বা, পদ, ত্বক্, কর্ণ প্রভৃতি সমস্তই আপনার ভিন্ন আমার নহে; অতএব আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনি মহাত্মা, দিক্ আকাশ এবং কালস্বরূপ, এমন কোন বস্তু নাই, যাহাতে আপনি বিরাজিত নহেন; অতএব আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। হে শম্ভো! শরীর ধারণ করিতে হইলে, সর্ব্বদাই আপনার নিকট অপরাধী হইতে হয়, আপনি প্রভু হইয়া যদি সে অপরাধ ক্ষমা না করেন, তবে আর কাহার নিকট হইতে সে অপরাধে মুক্তিলাভ করিব? হে মহাদেব! আপনি অপরাধ ক্ষমা করুন আর নাই করুন, এই আমি আপনার চরণ ধারণ করিলাম। কারণ জীবনকালেই হউক, আর মরণকালেই হউক, আপনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় গতি নাই। শুকদেব কহিলেন, এইরূপে চরণে পতিত, ভক্তিমান্, প্রজাপতিকে, দয়ানিধি মহেশ্বর হস্ত দ্বারা উঠাইলেন, প্রজাপতি শিবদেহামৃতস্পর্শে পরম নির্বৃতিলাভ করিয়া আপনাকে পূর্ণমনোরথ মনে করিলেন এবং সেই ক্ষণমাত্র সময়কে কোটিকল্পের ন্যায় মনে করিলেন। তৎকালে দক্ষ এইরূপ মনে মনে বিবেচনা করিলেন, যেন আমি ঘোর নরক হইতে বিমুক্ত হইয়াছি। বৎস! ত্রৈলোক্যনাথ শিব পরম পুরুষ, তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ হইলে সংসার হইতে উদ্ধার হওয়া যায়; অতএব তাঁহার প্রতি আত্মসমর্পণ করা বিধেয়। আরও ইঁহার দয়ালুতার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখ, যে দক্ষ, আজন্ম তাঁহার নিন্দা করিয়াছে; সেই কি না একবার মাত্র স্তব করিয়া মুক্তি লাভ করিল। অতএব সর্ব্বতোভাবে ইঁহার সেবা করা কর্ত্তব্য; কেননা, একমাত্র মহেশ্বরই সংসারের মোচনকর্ত্তা। বৎস! তুমি স্বীয় কর্ম্ম, ভোজন, হোম, দানাদি সমস্তই শিবের প্রতি সমর্পণ কর, প্রাণান্তেও ভগবান্ ত্রিলোচনের পূজা না করিয়া ভোজন করিও না। অনন্তর ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু, দক্ষকে ভক্তিযুক্ত দেখিয়া পরম প্রীত হইয়া বলিলেন, হে প্রজাপতে! আপনি মহাভাগ, এক্ষণে দেবতাগণের প্রীতি হেতু আরব্ধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করুন। আপনি সকল দেবতাগণেরই যজ্ঞভাগ কল্পিত করিয়াছেন, কেবল মাত্র সতী ও মহাদেবের যজ্ঞভাগ কল্পিত হয় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে তাহা কল্পিত করুন; শেষ পূজা ইঁহাদের সম্মানহানিকর নহে; কেননা, ইঁহারা সর্ব্বদেবময়; বরং ইঁহাদের পূজান্তে অন্যপূজা নিষিদ্ধ। এই জন্যই সর্ব্বদেব-পূজান্তে ইঁহাদের পূজা করা

কর্ত্তব্য। যদি সর্ব্বদেবের পূজা করিয়াও শিব ও সতীর পূজা না করে, তবে সমস্তই বৃথা হয়, এবিষয়ে আপনার যজ্ঞই দৃষ্টান্তস্থল; কেননা, এই যজ্ঞে অন্য সমস্ত দেবগণেরই পূজা হইয়াছিল। অন্য পূজা না করিয়াও শিব পূজা দ্বারাই কৃতার্থতা লাভ করিতে পারা যায় বলিয়া শিবপূজা-তৎপর ব্যক্তি অন্যের পূজা করিবে না। এক্ষণে আপনি শম্ভুর পূজা করুন, দেবী না থাকিলেও ইনি স্বয়ংই উভয়ভাগ গ্রহণ করিবেন; কেননা, ইহাঁদের উভয়ের পূজার কোন বিশেষ নাই; একের পূজা হইলে উভয়েরই পূজা হয়, অতএব শেষ পূজা আপনি মহাদেবকে সমর্পণ করুন। শুকদেব কহিলেন, বিধিজ্ঞ প্রজাপতি উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিধানজ্ঞ মহর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া দেব ত্রিলোচনের যথাবিধি পূজা করিয়া যজ্ঞকার্য্য সম্পূর্ণ করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন এবং মহর্ষি, অপ্সর, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব স্থলে গমন করিলেন। এক্ষণে পূর্ব্বকথিত দক্ষযজ্ঞ-বিনাশ বর্ণিত হইল এবং সতীর দেহত্যাগ, দক্ষোক্ত শম্ভুস্তব, পুনর্ব্বার যজ্ঞ-সিদ্ধি, দেবগণের পরিতোষ প্রভৃতি সমস্তই বর্ণন করিলাম; যে ব্যক্তি এই সমস্ত নিত্য শ্রবণ করে বা পাঠ করে, সে ব্যক্তি পাপরাশি হইতে মুক্ত হয় এবং পরলোকে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। শ্রাদ্ধকালে এই সমস্ত স্তবাদি পাঠ করিলে পিতৃলোক সকল অযুতাযুত বৎসর পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। যাত্রাকালে, বিবাহাদি সংস্কার কার্য্যে, এবং নিত্য-সন্ধ্যা-সময়ে ভক্তিযুক্ত হইয়া ইহা পাঠ করা উচিত। গঙ্গাতটে, সাধু-সমীপে, শিবলিঙ্গসকাশে এবং শ্রবণেচ্ছু সজ্জনগণ মধ্যে ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে সাক্ষাৎ শম্ভুস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

জৈমিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ কি করিলেন এবং কিরূপে কোন্ স্থানে গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি হইল? তাহা বর্ণন করুন। শুকদেব বলিলেন, অনন্তর দেবর্ষি-মনুষ্যাদি সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে, প্রজাপতি ভার্য্যা প্রসূতির সহিত শোকমুগ্ধ হইলেন। হে মুনিপুঙ্গব! ভার্য্যা না থাকিলে শ্বশুরালয়ে জামতা শোভা পায় না, সুতরাং তৎকালে মহাদেবও অত্যন্ত মুগ্ধ ও বিষণ্ণ হইলেন। দক্ষ মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে অনুতাপ করিতে লাগিলেন; হা বৎসে সতি! হা সুলোচনে! আমরা জন্মাবধি মোহান্ধ; এক্ষণে আমাদিগকে দুঃখসাগরে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে? বৎসে! তুমি মহাভাগ্যবতী

আপনার দিব্যজ্ঞানবলে শিবকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলে এবং তজ্জন্যই অন্যদেবতা সকলকে পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়াছিলে। বৎসে! তুমি দেবতাগণের বন্দিতা এবং মহাদেবও দেবতাগণের বন্দিত বলিয়াই পরস্পর উপযুক্ত দাম্পত্য-প্রণয় লাভ করিয়াছিলে; কিন্তু কুবুদ্ধি আমি বুঝিতে পারি নাই। বৎসে! জগতের মধ্যে আমার ন্যায় দুষ্কৃতী আর নাই, যার দোষে এতাদৃশ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে পরলোকে গমন করিতে হইল! কিন্তু বৎসে! জন্মান্তরে তুমি পুনর্ব্বার মহাদেবকে পতি প্রাপ্ত হইবে, কেবল মাত্র আমরা উভয়ের মনোহর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না। হায়! হায়! আমি জীবিত থাকিয়াও মৃত হইলাম। আমার ন্যায় ব্যক্তির জীবনধারণ বৃথা, ত্রৈলোক্য-দুর্লভ রত্ন হস্তে পাইয়া গভীর জলে নিক্ষেপ করিলাম! আমি পরমপুরুষ রাজীবলোচন শিবকে জামাতা বলিয়াও যত্ন করিলাম না! বুঝিলাম, বিধাতা আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। শুকদেব কহিলেন, প্রজাপতি এইরূপে অনুতাপ করিতে লাগিলেন। এখানে মহেশ্বর "আমার সতী কই" "আমার সতী কই" এইকথা প্রজাপতিকে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মূর্চ্ছের ন্যায় তথা হইতে উঠিয়া "সতী সতী" "কালী কালী" বলিয়া ভয়ানক শব্দ করিতে করিতে উত্তর মুখে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার দিকে নেত্রপাত করা কাহার সাধ্য, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও দুর্দ্দর্শ হইয়াছিলেন। দক্ষ প্রভৃতি সকলে দূরে দণ্ডায়মান রহিলেন, মহাদেব ক্রমে ক্রমে যে স্থানে দাক্ষায়ণী দেহত্যাগ করিয়াছেন, সেই দুর্গম স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দাক্ষায়ণীর মৃত দেহ পড়িয়া আছে; অনাবৃত ও অধোমুখে সতীর দেহলতা লুণ্ঠিত হইতেছে। দেহে প্রাণ নাই, তথাপি অদ্ভুত তেজোরাশি সেই শবদেহ প্রদীপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, কেবল মাত্র লোচনত্রয় উলটিয়া পড়িয়াছে বলিয়াই মৃত্যুচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। অনন্তর মহেশ্বর বলিতে লাগিলেন, অয়ি সাধ্বি! গাত্রোত্থান কর, এই দেখ, হতভাগ্য ত্রিলোচন তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে সতি! তুমি আমাদিগকে অকৃতার্থ রাখিয়া স্বয়ং পরলোক গমন করিয়া কৃতার্থ হইলে? আমি ও তোমার পিতা দক্ষ তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছিলাম বলিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে। তোমার পিতা মুগ্ধতা প্রযুক্ত তোমাকে চিনিতে পারেন নাই; কিন্তু আমি তোমাকে কখনই ত্যাগ করিব না। ভগবান্ ত্রিলোচন প্রাকৃত লোকের ন্যায় এই প্রকার বহুবিধ বিলাপ করিলেন, অবশেষে দেবী দাক্ষায়ণীর সেই মৃতদেহ ভুজদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া, আপনার মস্তকে গ্রহণ করিলেন। জগদাত্মা মহেশ্বর দেবীর শবদেহ মস্তকে করিয়া, পরমানন্দিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, সতি! আমি ভার্য্যা বলিয়া, লোকলজ্জাভয়ে কখনও তোমার আরাধনা করি নাই, এক্ষণে আজ আমার কি সৌভাগ্য, যেহেতু তোমাকে মস্তকে বহন করিতেছি। এই বলিয়া পরমানন্দে বিহ্বল হইয়া ভগবান্ ত্রিলোচন নৃত্য করিতে উদ্যত হইলেন। ব্রহ্মাদি

দেবগণ দর্শনমানসে আকাশপথে উপস্থিত হইলেন। তখন মহাতাণ্ডবপণ্ডিত, মহেশ্বর দেবী দাক্ষায়ণীর শবদেহ কখন মস্তকে, কখন বাম হস্তে, কখন দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া সমগ্র ধরণীমণ্ডলে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তদীয় হস্তবিক্ষেপে তাড়িত হইয়া দিক্‌পালগণ ইতস্ততঃ গমন করিলেন; মস্তকস্থিত জটা সকল বিক্ষিপ্ত হইয়া, তারাগণকে প্রতিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল; ধরণী অচলা হইয়াও তৎকালে স্বাভাবিক ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিয়া চালিত হইতে লাগিলেন; কূর্ম্ম ও অনন্তদেব ধরাধারণে ব্যথিত হইতে লাগিলেন; পাদপ্রক্ষেপে সংভূত বায়ুরাশি দ্বারা পরিপীড়িত হইয়া, কৈলাস মেরু প্রভৃতি অচল শৈলগণ ইতস্ততঃ বিচলিত হইতে লাগিল; সমুদ্রগণ স্বাভাবিক ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিয়া, উত্তাল-তরঙ্গমালায় পূর্ণ হইতে লাগিল; অধিক কি, পশু-পক্ষ্যাদি সকলেই মৃতপ্রায় হইয়া নীরবে অবস্থান করিতে লাগিল (যাহারা দেবীর আকস্মিক দেহত্যাগে পূর্ব্বে মৃতকল্প হইয়াছিল)। দেব মহেশ্বর আনন্দে বিহ্বল হইয়া লোক সকলের বিপদ্ বিবেচনা না করিয়া, ঘূর্ণিতনেত্রে বহু প্রকার নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেব মহেশ্বর কি উপায়ে শান্ত হইবেন, তখন এই চিন্তা, দেব নর প্রভৃতি সকলেরই হইতে লাগিল। যিনি সমস্ত জগতের পালনকার্য্যে তৎপর সেই ভগবান্ বিষ্ণু এ বিষয়ে উপায় স্থির করিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া, সুদর্শন চক্র দ্বারা মহাদেবের মস্তকস্থিত সতীদেহ ক্রমে ক্রমে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিতে লাগিলেন। যৎকালে মহেশ্বর ভূমিতলে চরণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, ভগবান্ বিষ্ণুও তৎক্ষণাৎ চক্র নিক্ষেপ করিয়া ছেদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সুদর্শন কর্ত্তৃক বিচ্ছিন্ন হইয়া, দেবীর অবয়ব সকল যে যে স্থানে পড়িতে লাগিল, সেই সেই স্থান পুণ্যভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। ত্রিলোচনের মস্তক হইতে সতীদেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া, কোথাও পদ, কোথাও জঙ্ঘা, কোথাও জিহ্বা, কোথাও মুখ, কোথাও স্তন, কোথাও বক্ষঃ, কোথাও বাহু, কোথাও হস্ত, কোথাও পার্শ্বদ্বয় এবং কোথাও যোনি, এইরূপে পড়িতে লাগিল। পৃথিবীর যে সকল স্থানে এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পতিত হইয়াছিল, সেই সকল স্থান জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং পুণ্যতম; দেবী সেই সকল স্থানে নিত্য অধিষ্ঠিত বলিয়া তাহাদের নাম সিদ্ধপীঠ। এই সকল স্থান দেবতাগণের পক্ষেও দুর্লভ; ঐ সকল স্থান মহাতীর্থ এবং ভূমিতলে মুক্তিক্ষেত্র। দেবীর অবয়ব সকল ভূমিতলে পতিত হইবামাত্র লোকানুগ্রহহেতু পাষাণরূপে পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দিক্‌পাল, সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতি সকলে তথায় উপস্থিত হইয়া অহরহঃ ভগবতী সতীর আরাধনা করিয়া থাকেন। যে স্থানে দেবীর যোনি পতিত হইয়াছিল, সেই স্থান তীর্থচূড়ামণি, এই স্থান ব্রহ্মনদের তীরে, মহাযোগস্থল বলিয়া জগতের হিতকর। কালীপুরাণে ইহার বিবরণ বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, ঐ স্থানের মাহাত্ম্য বিষ্ণু ভিন্ন আর কেহই জানেন না। এইরূপে সতীদেহ বিচ্ছিন্ন হইলে, দেব মহেশ্বর নৃত্য করিতে করিতে দিক্ সকল লঘু বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎপরিমাণে শান্তি লাভ

।। দেবগণ এই সময়ে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ অবস্থান করিতেছিলেন। অনন্তর নারদ তাঁহার নিকটে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া, স্তব করিতে করিতে মন্দ মন্দ থায় উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। হে জৈমিনে! গুলি নারদকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? দাক্ষায়ণী সতীকে হ কি? নারদ কহিতে লাগিলেন, দেব! মহেশ্বর! সতীকে পুনর্ব্বার নিশ্চয়ই ইবেন; কিন্তু এই আকালিক প্রলয় কিজন্য করিতেছেন? আপনি লোক সকলের র্ত্তা এবং রক্ষিতা হইয়া কি নিমিত্ত নৃত্যচ্ছলে স্বয়ং জগৎ ধ্বংস করিতেছেন? গণের বিনাশ করা প্রভুর উপযুক্ত কর্ম্ম নহে। মহাদেব কহিলেন, নারদ! এক্ষণে ান্ত হইয়াছি, আর কোন ভয় নাই; দেব নর প্রভৃতি সকলে এক্ষণে শান্তিলাভ কিন্তু বল, আমার মস্তকস্থিত সতীদেহ কোথায় এবং কোথায় গমন করিলেই বা সতীকে প্রাপ্ত হইব? নারদ কহিলেন, ভগবন্! ভূতভবেশ! ত্রিলোচন! কর এই বিপদ্ দেখিয়া, উপায়জ্ঞ বিষ্ণু, চক্রের দ্বারা সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ক কথঞ্চিৎ লঘু করিয়াছেন। ঐ দেখুন, দেবীর অঙ্গসমূহ যে যে স্থানে পতিত ;, সেই সেই স্থান মহাপীঠস্থানরূপে কামরূপাদি নামে অভিহিত হইবে। শুকদেব ।, নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেব সেই যোনিমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে ন। দেখিতে দেখিতে তদীয় সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। মহাদেব নিরীক্ষণ াত্র সেই যোনিমণ্ডল ধরা ভেদ করিয়া, যেন পাতালমধ্যে প্রবিষ্ট হইল; তখন ব্যগ্র দেখিয়া, মহেশ্বর স্বয়ং পর্ব্বতরূপে সেই যোনিমণ্ডল ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা ষ্ণু তাঁহার সাহায্যার্থ আগত হইলেন এবং সকলেই ভগাত্মিকা দেবীকে ধারণ জন্য তথায় উপস্থিত হইল। মহেশ্বর পর্ব্বতরূপে যোনিমণ্ডল ধারণ করিয়া রিতোষ লাভ করিলেন এবং যে সকল স্থানে সতীর দেহভাগ পতিত হইয়াছিল, দেবীর আরাধনা হেতু পাষাণ-লিঙ্গরূপে অধিষ্ঠিত হইলেন। অনন্তর পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, বল, আমার সতী কোথায়? নারদ বলিলেন, আপনি

মরূপে যোগাবলম্বী হইয়া বিশ্রাম করুন, আমি দেবী সতীর অন্বেষণ করিবার মন করিতেছি। আপনি চঞ্চল হইবেন না এবং অন্যভাব আশ্রয় করিবেন তী আপনাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও আশ্রয় করিবেন না। প্রভো! আমি ! শপথ করিতেছি, আপনার নিকট সতীকে পুনর্ব্বার আনিয়া দিব। শুকদেব ন, দেবর্ষি এই বলিয়া মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া, আকাশপথে প্রস্থান ।, শম্ভুও তথায় শান্তভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেব নর প্রভৃতি সকলে াত করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, "যদি অদ্য বিষ্ণু না থাকিতেন তবে নিশ্চয়ই পস্থিত হইত। দেবর্ষি নারদ ধন্য!" যিনি এতাদৃশ অবস্থায় শম্ভুসকাশে গমন ছেন। অদ্য বিষ্ণু ত্রিলোকের মধ্যে দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছেন নতুবা যিনি সংহারকর্ত্তা,

তাঁহার মুখ হইতে ত্রিজগৎ রক্ষা করা আর কার সাধ্য? সত্য সত্যই ভগবান্ বিষ্ণু ত্রিজগৎ সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন। যদি তিনি অদ্য এই কার্য্য না করিতেন, তবে এতক্ষণ ত্রিলোকবাসীর কি হইত। ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া, ভগবান্ নারায়ণের স্তব করিবার অভিলাষে বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সকলে স্তব করিতে লাগিলেন, হে প্রভো! আপনি বিষ্ণু, পুরাণ পুরুষ; আমরা আপনাকে নমস্কার করিতেছি। আপনি ত্রিযুগ ও বিকল্পস্বরূপ, হে নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার। আপনি সত্যব্রত, সত্য, সত্যযোনি, সত্যবিধান ও সত্যাত্মক আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি ইজ্য, যজমান এবং জ্ঞানদেবতাস্বরূপ; আপনি দেবাধিপতি, বিষ্ণুরূপী হইয়া ত্রিলোক রক্ষা করুন; আপনি নিখিলবিশ্বের কারণ, আপনার কারণ কেহ নাই; আপনি পুরুষ এবং সুখদুঃখাত্মক জীব। আপনি পদ্মপাদ, পদ্মহস্ত, পদ্মনেত্র, পরমাত্মা বিষ্ণু, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি যজ্ঞেশ্বর এবং যজ্ঞস্বরূপ; আপনি দৈত্য এবং দানবগণের বিনাশকারী। আপনি শিব, শিবরূপী, শিবদাতা। আপনি সদা পালনকর্ত্তা, সত্ত্বগুণাশ্রয়, গুণাতীত এবং পরমেষ্ঠী; গুণবান্ ব্যক্তিই আপনাকে দেখিতে পায়। আপনি বেদজ্ঞ, বেদকর্ত্তা ও বেদাচরণকর্ত্তা। আপনি স্থূল, সূক্ষ্ম এবং শাস্ত্রকর্ত্তা। আপনি নিষ্কল, বিশেষ, প্রসন্ন, প্রসাদকর্ত্তা! আপনি কর্ত্তা, হর্ত্তা, প্রবক্তা; আপনাকে নমস্কার। এই সমুদয় সৃষ্টি প্রায় বিনষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু আপনি পুনর্ব্বার রক্ষা করিয়াছেন। সংহারকারক শম্ভু অপেক্ষা আর ভয়ানক কে আছে? শম্ভু সংহারকর্ত্তা এবং আপনি পালনকর্ত্তা, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। শুকদেব কহিলেন, দেবগণ এইরূপে স্তব করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সকলে মিলিত হইয়া দেব-মহেশ্বরকে দেখিবার নিমিত্ত কামরূপে সমাগত হইলেন।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, অনন্তর ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু (যেখানে ভগবান্ মহেশ্বর তপস্যা করিতেছিলেন) তথায় উপস্থিত হইয়া নির্জ্জনে মহাপ্রভু ত্রিলোচনের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। পরে মহেশ্বর তাঁহাদের যথাবিধি সম্মান করিলে উভয়ে বলিতে লাগিলেন; হে দেবদেব মহাদেব! আপনার ভার্য্যা মনস্বিনী সতী দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অবশ্যম্ভাবি-বিষয়ে শোক করা বৃথা; যাহা হইবার তাহা হইবেই। ভার্য্যা, পুত্র, ভৃত্য, ধন, বান্ধব প্রভৃতি কেহ কাহারও নহে; অধিক কি, আপনার শরীরও আপনার নহে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া পণ্ডিত

ব্যক্তি মুগ্ধ হন না। বিশেষতঃ জন্মগ্রহণ করিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; অতএব অপরিহার্য্য বিষয়ে আপনার শোক করা বিধেয় নহে। আপনি জ্ঞানী, মহাযোগী, শিব, আপনি ত্রিলোক-বিশ্রুত; যদিও আপনার মোহাদি কিছুই নাই, তথাপি আমরা সৌহার্দ্দ্যপ্রযুক্ত এইরূপ বলিতেছি। আপনি বিনা যত্নে সতীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে আপনাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সতী স্বয়ংই যত্নবতী হইবেন। আরও সতী যে কেবল আপনারই ভার্য্যা এমন নহে, তিনি মূলপ্রকৃতি; স্বইচ্ছায় দেহধারণ করিয়া থাকেন। আমি বিষ্ণু এবং আপনি, আমরা সনাতন, পরমাত্মা; আমাদের প্রতি সেই পরমা প্রকৃতি অবলোকন করেন বলিয়াই পরস্পর সহায়ীভূত তদীয় গুণত্রয় বহন করিয়া থাকি। সেই প্রকৃতিদেবী সতীরূপে আমাদের সকলকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন, তবে আপনাকে পূর্ণভাবে আশ্রয় করেন এবং আমাদিগকে অংশভাবে আশ্রয় করেন, এইমাত্র প্রভেদ। হে মহেশ্বর! আপনার ভার্য্যা দাক্ষায়ণীর এই কামরূপাখ্য মহাপীঠস্থান প্রকল্পিত হইল; এক্ষণে যদি আপনার অনুমতি হয়, তবে এইস্থানেই সেই পরমপ্রকৃতির স্তব করিয়া সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আপনার সহিত মিলন করাইয়া আমরা যথাস্থানে প্রস্থান করি। মহেশ্বর বলিলেন, নারদ আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া সতীর অন্বেষণের নিমিত্ত গমন করিয়াছেন; আপনারা অদ্যই আমাকে কিরূপে দেখাইবেন? আমি যে পর্য্যন্ত সতীর দর্শন না পাই, সে পর্য্যন্ত এই স্থানেই তপস্যায় নিযুক্ত থাকিব। আমার সতী বোধ হয় কোথাও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অবশ্যই পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব। ব্রহ্মা বলিলেন, দেব! নারদের প্রত্যাগমনে বহু বিলম্ব হইবে, যদি শীঘ্রই তাঁহার দর্শনলাভ হয়, তবে এ বিষয়ে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? তখন মহেশ্বর বলিলেন, যাহা হউক, আপনাদের বাক্য স্বীকার করিতেছি, তাঁহার দর্শন পাই আর নাই পাই, চলুন সকলে ভক্তিভাবে তাঁহার স্তব করিব। অনন্তর সকলে মিলিত হইয়া দেবীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে দেবি মূলরূপে চিদ্রূপিণি! আপনি সূক্ষ্মরূপা পরমা প্রকৃতি, আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন। আপনাকে কেহ শ্রবণ বা দর্শন করিতে পারে না এবং পরমাণুস্বরূপ মন দ্বারাও কেহ আপনার ধ্যান করিতে পারে না। নিদ্রাগত পুরুষের রোমাবলীমধ্যে পিপীলিকাগতিবোধের ন্যায় যোগবিবিক্ত-চিত্ত-ব্যক্তির হৃদয়ে আপনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বুদ্ধিস্বরূপা, আপনাকে নমস্কার করিতেছি। হে মহেশ্বরি! কি দেবলোক, কি মনুষ্যলোক, এতাদৃশ পরমতত্ত্বজ্ঞান কাহারও সম্ভব নহে যে, আপনার তত্ত্ব বুঝিতে পারে। আপনি সেই বুদ্ধিরূপা আপনাকে প্রণাম করিতেছি। হে অতিসূক্ষ্মে! আপনি পরমসূক্ষ্ম-কলাত্মিকা, আপনার স্তব, প্রণাম, মনন প্রভৃতি কিছুই সম্ভাবিত নহে; তথাপি আপনাকে লাভ করিতে কামনা করিয়াছি, আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া প্রসন্ন হউন। আপনি স্বেচ্ছাক্রমে ত্রিগুণাত্মক আমাদিগকে সৃষ্ট করিয়া প্রতিপালন করেন এবং অবশেষে আমাদিগকেও সংহার করিয়া থাকেন, তখন জগতের কথা আর কি বলিব! আপনি

স্থূলা, সূক্ষ্মা, পরমা, মহাত্মিকা এবং নিষেধরূপা; আপনাকে কেহ বুঝিতে পারে না। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শরীর ধারণ করিয়া ভক্তকে জগৎকে পবিত্র করেন, তজ্জন্য আমরা আপনার স্তবন, প্রণাম, মননাদি কার্য্য করিয়া থাকি। দেবি! আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন। আপনি মহেশ্বরেরও দুর্লভা, তবে একমাত্র নিঃস্বার্থ ভক্তি দ্বারা আপনাকে পাওয়া যায়, কিন্তু দেবি! নিঃস্বার্থভক্তি লোকমধ্যে অসম্ভাবিত; অতএব শরীরী হইয়াও যে ব্যক্তি শরীরবন্ধমুক্ত হইয়া আপনার স্মরণ করে, সেই ব্যক্তিই আপনাকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়। আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির দেহধারণের কারণ, কিন্তু স্বয়ং আকাশ এবং কালের ন্যায় অতীন্দ্রিয়। মাতঃ! আপনার লোমকূপে কোটিব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান, আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইয়া কি বুঝিব? আপনি দাক্ষায়ণী সতী, আপনার সুন্দর কান্তি এবং কোটিসূর্য্যসদৃশ তেজোরাশি সর্ব্বতোভাবে স্মরণ করিতেছি। আপনি শ্যামবর্ণা, চন্দ্রসদৃশ শুক্লবর্ণা, স্বর্ণবৎ গৌরবর্ণা, আপনার অনুরূপ তনু আমরা ভাবনা করিতেছি। দেবি! আপনি সর্ব্ব আত্মায় বর্ত্তমান থাকিয়া লোক সকলকে যেরূপে নিযুক্ত করেন, সকলে সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে; (আমি, আমার,) ইত্যাদি যে সমস্ত বুদ্ধি, উহা আপনারই মায়া মাত্র। মাতঃ! নবীনমেঘমালা-বিনিন্দিত আপনার শ্যামমূর্ত্তি, অথচ পরার্দ্ধচন্দ্রসদৃশ দীপ্তিমতী এবং বিমলা; চরণদ্বয় বিকশিত-পদ্মপ্রভার পরাভূত করিয়াছে। হে অম্বিকে! আপনি সদয়া হইয়া প্রসন্না হউন। এই শিবাখ্য পরমপুরুষ, উগ্ররূপ হইলেও সত্ত্বগুণাশ্রয়; এই ত্রিলোচনকে পরিত্যাগ করিয়া, আপনার বিভব-সংহার করিয়া কি নিমিত্ত অবস্থান করিতেছেন? দেবি! কৃপা করিয়া এই ত্রিলোচনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন এবং আমাদিগকে জীবন প্রদান করুন। শুকদেব কহিলেন, তাঁহারা এইরূপে স্তব করিতেছেন, এমন সময়ে কমললোচনা দেবী সহস্র নারীরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের দর্শনপথে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই যুবতী, সকলেরই সর্ব্বাঙ্গ অতি মনোহর, সকলেই নানাভরণে ভূষিতা এবং সকলেরই মুখপদ্ম স্মেরোৎফুল্ল, সকলেই দিব্যবস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া নানারূপ ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা তখনি শ্যামবর্ণা, তখনই শুক্লবর্ণা, তখনই রক্তবর্ণা হইতেছেন এবং কখন বিবস্ত্রা, কখন স্বর্ণবস্ত্রা, কখন যুবতী, কখন বৃদ্ধা হইতেছেন। কখন নৃত্য, কখন হাস্য, কখন গান, কখন বাদ্য করিতেছেন; কখন সম্মুখে, কখন পৃষ্ঠে, কখন পার্শ্বে, কখন ঊর্দ্ধে, কখন বা অধোদেশে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের তাদৃশভাব অবলোকন করিয়া মহাত্মা ব্রহ্মা প্রভৃতি সকলেরই চিত্ত চঞ্চল হইল এবং সকলেই বিমর্ষচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমরা ইহাঁদিগকে কি বলিব? কোন্ দিকে অবলোকন করিব এবং কোন্ দিকেই বা স্তব করিব? বোধ হয় দেবী আমাদিগকে এইরূপে আপনার স্বরূপ প্রদর্শন করাইতেছেন। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! দেবী তাঁহাদিগকে বিমুগ্ধ দেখিয়া কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক একীভূত মূর্ত্তিধারণ করিলেন; যেন সতী ভিন্নপ্রকারে নির্ম্মিত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

তখন ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু বলিলেন, দেবি! আপনি সেই সতী, এই শম্ভু আপনারই, এক্ষণে দয়া করিয়া পূর্ব্বভাব অবলম্বন করুন। দেবী বলিলেন, আপনাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া আমি দর্শন দিলাম, কিন্তু আমি দেহত্যাগ করিয়াছি, সুতরাং অশরীরিণী হইয়া কিরূপে শম্ভুকে আশ্রয় করিব? আর যদি আপনাদের এতাদৃশ অভিলাষ ছিল, তবে ত্রিলোকের উপায় হেতু আমার দেহ কি জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন? যদি আমার সেই শরীর সুরক্ষিত থাকিত, তবে আমি পুনর্ব্বার সেই শরীর ধারণ করিয়া, শম্ভুকে আশ্রয় করিতাম; কিন্তু হে দেবশ্রেষ্ঠ! আমার সেই দেহ আপনারা বিনষ্ট করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমি স্থির করিয়াছি, যাবৎ প্রজাপতি দক্ষের কুবুদ্ধি বিনষ্ট না হয়, তাবৎ আমি এই অশরীরিণী হইয়াই অন্যত্র কালযাপন করিব। পরে দক্ষ সুমতি প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার শরীর গ্রহণ করিয়া শম্ভুকেই আশ্রয় করিব। শম্ভু যখন পরমানন্দে আমাকে মস্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনই আমার মৃতদেহ প্রসন্নপ্রাণ হইয়াছিল, কিন্তু তোমাদের দ্বারা পুনর্ব্বার প্রতিহত হইয়াছে। আর তৎকালে শম্ভুর মস্তকে আমার বাস হইয়াছিল, এজন্য পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ সময়ে সেই স্থানেই আমার বাস হইবে। আর দেবগণ! তোমরা আমার অভিলষিত বিষয়ে প্রতিকূলাচরণ করিয়াছ, তজ্জন্য ব্রহ্মাকে পুনঃপুনঃ পুত্রাবশ হইতে হইবে, বিষ্ণু বার্ষিক চারিমাস নিদ্রাভিভূত থাকিবেন, সেই প্রকার চতুর্যুগ-দিন গত হইলে ব্রহ্মাও নিদ্রাভিভূত হইবেন; পরে প্রলয়ানন্তর পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিবেন। আর অন্যান্য দেবগণ সম্পত্তিকামনা করিলেও বিপন্ন হইবেন। এইরূপ দেবীবাক্য শ্রবণ করিয়া অমিততেজস্বী দেবগণ বিমনা হইলেন। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, দেবি! আমরা অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য অভিশাপ প্রদান করিলেন, কিন্তু শম্ভু আমাদের হইতে কোন অংশে ভিন্ন নহেন, তবে তিনি কি জন্য অবশিষ্ট থাকিবেন, আপনার নিকটে আমরা সকলেই সমান। শুকদেব বলিলেন, তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী চারুবাক্যে মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন, সত্য, শম্ভুকেও শাপ দেওয়া উচিত, তজ্জন্য তিনি প্রেতভূমিপ্রিয় এবং ধনবান্ হইয়াও দরিদ্র হইলেন। হে ব্রহ্মন্! আপনা-দের স্তবে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তজ্জন্য বরপ্রদান করিতেছি, আপনি বর্ণ সকল সৃষ্টি করি-বার জন্য প্রজাপতি হইবেন। আপনি যে সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করিবেন, তাহারা সর্ব্বদা পবিত্র, ক্ষমাশীল, শাস্ত্রজ্ঞানী এবং পৃথিবীর রক্ষাকারক হইবে; তাহারা মহাপ্রভাবশালী, ধর্ম্মপূর্ণ এবং দেবগণেরও সমারাধ্য হইবে, তাহারা সর্ব্বদেবতার মুখস্বরূপ এবং তাহাদের চরণে সমস্ত তীর্থ বাস করিবে। হে বিষ্ণো! আপনি শ্রীমান্ এবং সর্ব্বদেববন্দিত হইবেন, আপনি সর্ব্বভূতের সমানসুহৃৎ, সহস্ররূপী ভগবান্ এবং সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণু; সর্ব্বমহাশক্তি আপনার আশ্রিত হইবে, আপনি সনাতন, অজর, অমর, সত্য, সদৃযশস্বী, বিষ্ণুরূপধারী; আপনি নানা অবতার করিয়া প্রজাপালন করিবেন। সকল মন্বন্তরে আপনি অবতার গ্রহণ করিবেন, যখনই ধর্ম্মের হানি এবং পাপের বৃদ্ধি হইবে, তখনই আপনি অধর্ম্মের

বিনাশ এবং ধর্ম্মের বৃদ্ধিহেতু অবতীর্ণ হইবেন। আপনি বহুবিধবর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিবেন। আমি লক্ষ্মীরূপে অংশে অবতীর্ণ হইয়া পত্নীভাবে আপনাকে আশ্রয় করিব; আপনি যে যে অবতার গ্রহণ করিবেন, সর্ব্বত্রই আমিও লক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণা হইব। দেব! প্রথমতঃ কৃতযুগে আপনি ব্রহ্মচারী হইবেন, দ্বিতীয় অবতারে নারদরূপে বহুতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিবেন। পরে বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবলীলাক্রমে পৃথিবীর উদ্ধার করিয়া হিরণ্যাক্ষকে বিনষ্ট করিবেন। অনন্তর পুনর্ব্বার নরনারায়ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া তপস্যা করিবেন, পরে কপিলরূপে জগতে সাংখ্যযোগ বিস্তার করিবেন। তদনন্তর দত্তাত্রেয়নামক ষষ্ঠাবতার গ্রহণ করিবেন। পরে রুচির ঔরসে দুর্ভিগর্ভে যজ্ঞাবতার গ্রহণ করিবেন। তৎপরে প্রিয়ব্রতবংশে ঋষভদেবরূপে অবতীর্ণ হইবেন। অনন্তর মহারাজ পৃথুরূপ ধারণ করিয়া গ্রাম নগরাদি কল্পনা করিবেন। পরে দশমাবতারে শকরীরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণকে রক্ষা করিবেন। অনন্তর কূর্ম্মরূপী হইয়া মন্থানদণ্ডস্বরূপ মন্দরশৈল পৃষ্ঠে ধারণ করিবেন, তাহাতে দেবগণ সমুদ্রমথন করিয়া, অমৃত আহরণ করিবেন। তদনন্তর ধন্বন্তরিরূপে আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশিত করিবেন। তৎপরে নরসিংহরূপে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বিনষ্ট করিবেন। পরে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া রাবণ ও কুম্ভকর্ণকে নষ্ট করিবেন। অনন্তর বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া ছলক্রমে বলিরাজ্য হরণ করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান করিবেন। অনন্তর ভৃগুরাম-রূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিবেন। তদনন্তর বাল্মীকিরূপে মহাকাব্য বিস্তার করিবেন। তদনন্তর পরাশরপুত্র ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পুরাণাদি প্রবর্ত্তিত করিবেন। পরে বুদ্ধাবতারে লোক সকলকে বিমোহিত করিবেন। তৎপরে সকলধর্ম্মদ্বেষিমণ্ডলে পৃথিবী পরিপূর্ণ দেখিয়া, বসুদেবের ঔরসে দৈবকীর সপ্তম ও অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া, গোকুলে গোপবৃন্দের অধীশ্বর হইবেন। তখন কংসকে বিনষ্ট করিবার জন্য প্রথমতঃ পূতনাদি তদীয় অনুচরগণকে ধ্বংস করিয়া, মথুরাপুরে গমন পূর্ব্বক দুষ্ট শত্রু কংসকে বিনষ্ট করিবেন; তৎকালে ইন্দ্রযাগ রহিত করিয়া, গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া, গোপবর্গ ও গোপীগণের রক্ষা করিবেন; কামাভিলাষিণী গোপরমণীগণের মনোরথ পূর্ণ করিবেন। ঐ সময়ে আপনার প্রতি আমার অধিক প্রীতি উৎপন্ন হইবে। পরে জরাসন্ধের সমস্ত বল নষ্ট করিয়া, যবনের ভয়ে সমুদ্রমধ্যে দ্বারকা নাম্নী পুণ্যতরা পুরী নির্ম্মাণ করিয়া, ছলক্রমে যবনের বিনাশ সাধন করিয়া মুচুকুন্দ নৃপতিকে বর প্রদান করিবেন। আপনি এই অবতারে সাষ্টশতাধিক ষোড়শসহস্র রমণীবৃন্দের পতি হইয়া, আপনিও সাষ্টশতাধিক ষোড়শসহস্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সুখে কালযাপন করিবেন। পুত্র পৌত্রাদি গোষ্ঠী-সহকারে গৃহী হইয়া গৃহস্থদিগকে আশ্রমধর্ম্ম উপদেশ দিবেন। জরাসন্ধ, শিশুপাল, সৌভ, শাল্ব, দন্তবক্র প্রভৃতির বিনাশ করিয়া, পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের সারথি হইয়া দুর্য্যোধনাদি ধর্ম্মদ্বেষিগণের ধ্বংস করিবেন। আপনারা সাক্ষাৎ নর-নারায়ণ, কৃষ্ণার্জ্জুনরূপে পৃথিবীর ভূরি ভার হরণ

করিয়া পৃথিবীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধিত করিবেন এবং সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মসিংহাসনে স্থাপিত করিয়া পুরী-প্রত্যাগমন করিবেন। তদনন্তর ব্রহ্ম-শাপচ্ছলে ধরাভার হরণ করিয়া বৈকুণ্ঠপুরে গমন করিবেন। ঐ দেখুন বৈকুণ্ঠনামক স্থান আপনার জন্য কল্পিত হইয়াছে। আর আপনার পরম পুণ্যনাম সকল লোকে এইরূপে গান করিবে।

মধুকৈটভবিনাশি নারায়ণাচ্যুত হরি।
গোবিন্দ কেশব ভয়াপহ পুতনার অরি॥
গোপীজনগণপ্রিয় নন্দসুত বকান্তক।
চাণূর-মুষ্টিকনাশী দুষ্ট-কংস-বিনাশক॥
দেবকী-তনয় গোপ-কুলপতি মুর-অরি।
গোপালগণ-পালক ধরাধররাজধারী॥
শ্রীনাথ অনাথ-নাথ গজ-বিপত্তিনাশক।
কংসালয়ে কুবলয়হস্তি-শিরোবিদারক॥
ত্রিপদ লঙ্ঘিত সূর্য্য-চন্দ্রাদি গ্রহনিকর।
অখণ্ড সুযশঃ তব প্রসন্ন হও দামোদর॥
নবাম্বুদশান্তমূর্ত্তি অবনী-ভার-হারক।
ভূদেব দেবতাধার বসুন্ধরা-উদ্ধারক॥
লোকনাথ গো-ব্রাহ্মণ ক্ষিতি দুঃখ হরিবারে।
অর্জ্জুন-সারথি তুমি হ'লে কৃষ্ণ-অবতারে॥
বিনাশ করিলে দেব তুমি বক-প্রলম্বেরে।
অরিষ্ট-ধেনু'কে' মারি নিঃশঙ্ক করিলে সুরে॥
মুকুন্দ পুরুষোত্তম তুমি বিষ্ণু পদ্মনাভ।
বৈকুণ্ঠ বামন জনার্দ্দন তুমি বাসুদেব॥
মথুরানগরেশ্বর তুমি নাথ রামানুজ।
রৌহিণেয় বিমোহন সুচারু নয়নাম্বুজ॥
গোপীপতি ব্রজপতি যমুনাপুলিনচারী।
তুমি বৃন্দাবনেশ্বর যাদবেন্দ্র গদাধারী॥
সত্যভামা-সূর্য্যাত্মজাধর সুধাকর তুমি।
বৃষ্ণিবংশসম্ভব সাত্বতগণের স্বামী॥
মাধব রুক্মিণীধব কৌস্তুভ শোভিতবক্ষঃ।
শার্ঙ্গধনুসুশোভিকতকর কামকমলাদক্ষ॥
তুমি হরি যজ্ঞভোক্তা নাগেন্দ্রশয়নমর্দ্দন।
শ্রীনৃসিংহ ভক্তভয়হরণ ভক্তরঞ্জন॥

মহার্ণবমনোরঞ্জন তুমি দশরথাত্মজ।
জয় জয় রামকৃষ্ণ জয় হে রাজাধিরাজ॥
সাষ্টশতাধিক ভার্য্যা ষোড়শ সহস্র তব।
পুত্র পৌত্র সমন্বিত তুমি হে গৃহী কেশব॥
প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ তুমি সঙ্কর্ষণরূপধর।
হও নাথ সুপ্রসন্ন অভয়দ শান্তিকর॥

আপনি শেষ-শয্যায় পাতালপুরে শয়ন করিবেন, লক্ষ্মী আপনার চরণসেবা করিবে শিব, ব্রহ্মা এবং আপনি আপনাদের পরস্পর কিছুই ভেদ নাই; কেননা, সকলেই আমা স্বরূপমাত্র; অতএব আপনাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ভেদবুদ্ধি করিবে, সে ব্যক্তি পর নারকী। আপনাদের সকল কার্য্যে আমাকে স্মরণ করিলে নিশ্চয়ই আমি অভীষ্ট করিব। আমি নারীগণের মধ্যে যোগরূপিণী, আপনাদের নিকট গোপনীয়া। সম নারীগণমধ্যে আমার অধিষ্ঠান, বিশেষতঃ কুমারী এবং যুবতীগণের হৃদয়ে আমি সর্ব্বা বাস করি। ইহাদের যোনি কিংবা স্তন, দৃষ্ট হইলে, আমাকে স্মরণ করিয়া প্রণাম ক কর্ত্তব্য। কি শাক্ত, কি শৈব, কি বৈষ্ণব, কেহই নারীগণের প্রতি কটুবাক্য প্রয়ো অথবা কোনপ্রকার কষ্ট প্রদান করিবে না, অধিক কি পুষ্প দ্বারাও তাড়িত করিবে যে ব্যক্তি স্ত্রীগণের প্রতি পীড়া দান করে, দেবগণ তাহার প্রতি বিমুখ হইবেন; কেন সর্ব্বজগন্মাতা আমি স্ত্রীগণের হৃদয়ে বাস করি। আমার জন্মমন্ত্রাদি জগতে মা প্রকাশ করিবেন। আমি এক্ষণে শরীর ত্যাগ করিয়াছি, পরে কোনস্থানে দ্বিধাভূত হ জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক মহাদেবকে আশ্রয় করিব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আপ পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়া, কার্য্যাদি সমাধান করুন, মদীয় কৃপাদৃষ্টে সব শান্তিলাভ করিবেন, এ বিষয়ে অন্যথা হইবে না। শুকদেব কহিলেন, দেবী বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। মহে নারদের অপেক্ষা করিয়া সেই কামরূপে তপস্যায় নিরত হইলেন। অন ত্যক্তদেহা সতী দ্বিধাভূত হইয়া হিমালয়ে মেনকাগর্ভে কন্যাদ্বয়রূপে জন্মগ্র করিলেন। যে সময়ে সতীর শবদেহ শম্ভু মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই স সতী তদীয় মস্তকে বাসস্থান কল্পিত করিয়াছিলেন; এক্ষণে শিবমস্তকে অব করিবার জন্য মেনকাগর্ভে গঙ্গারূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন এবং তদীয় কনিষ্ঠা ভগি উমারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। এক্ষণে গঙ্গার জন্ম-কর্ম্মাদি সমস্ত ব করিতেছি, শ্রবণ কর।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

শুক কহিলেন, সুমেরুর কন্যা মেনকার গর্ভে গঙ্গাদেবী জন্মগ্রহণ করেন, পরে তিনি ব্রহ্মার কমণ্ডলুমধ্যে অদৃশ্যভাবে অবস্থিত থাকিয়া, সুরগণকর্তৃক স্বর্গে নীতা হন। অনন্তর সাক্ষাৎ নারায়ণমূর্ত্তি শঙ্করের পত্নী হইয়া কিয়ৎকাল পরে ভগীরথের তপস্যা হেতু দ্রবময়ীরূপে ভগবান্ বিষ্ণুর চরণপ্রান্ত হইতে ভূতলে অবতীর্ণা হন। হে মহামুনে। পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞে সতী দেহ বিসর্জ্জন করিয়া সুমেরুর কন্যা হিমালয়পত্নী ভাগ্যবতী মেনকার গর্ভে বৈশাখ মাসীয় শুক্লতৃতীয়া তিথিতে মধ্যাহ্ন সময়ে সাক্ষাৎ সত্যযুগের মূর্ত্তিস্বরূপা শুক্লবর্ণা গঙ্গারূপে প্রাদুর্ভূতা হইলেন। তখন শৈলরাজ পরম আনন্দিত হইয়া, নানাবিধ উৎসব করিতে লাগিলেন। অনন্তর ত্রিনেত্রা শুক্লবর্ণা চতুর্ভুজা সুলোচনা গঙ্গাদেবী দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলে, সমুদয় দ্বিজগণ তদ্দর্শনে পরম আনন্দিত হইলেন এবং সেই কোটিচন্দ্রসমপ্রভাসম্পন্ন পরম লাবণ্যবতী তনয়া গঙ্গার প্রতি দিন দিন শৈলরাজের বাৎসল্যভাব পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অতঃপর মাসচতুষ্টয় অতীত হইলে গঙ্গাদেবীর বাক্‌শক্তি স্ফূর্ত্তি পাইল। পরে একদা দেবর্ষি নারদ, সুরপুরে সুরগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মাদি দেবগণ। আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। ভগবতী সতী, দেহ ত্যাগ করিয়া সম্প্রতি হিমালয়ভবনে অর্দ্ধাংশে গঙ্গারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং অপর অর্দ্ধাংশে সেই স্থানেই উমারূপে আবির্ভূতা হইবেন। এক্ষণে চলুন, আমরা সকলে ধরাতলে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করি। তৎশ্রবণে দেবগণ কহিলেন, হে নারদ। বড় আনন্দের বিষয়, বল, সতী সত্য সত্যই কি পুনরায় দেহধারণ করিয়াছেন? অতএব ত্বরায় গমন করিয়া সতীবিরহবিধুর ভগবান্ শঙ্করকে এই সমাচার নিবেদন কর। নারদ কহিলেন, হে দেবগণ। আপনারা ভাল বিবেচনা করিতেছেন না, আমি যাহা বলিতেছি, বিচার করিয়া দেখুন। যে সময় ভগবান্ শম্ভু, সতীদেহ মস্তকে ধারণ করিয়া প্রমত্তভাবে নৃত্য করেন, তখন আপনারাই তাঁহাকে সেই মহানৃত্যসুখে বঞ্চিত করায় তিনি অদ্যাপি আপনাদিগের উপর নিরতিশয় দুঃখিত আছেন। এজন্য আমার বিবেচনায় আমরাই গিরিজা সতীকে স্বর্গপুরে আনয়ন করিয়া শঙ্করের সন্তোষার্থ তাঁহাকে সমর্পণ করি। অতএব হে অমরগণ। অগ্রে আপনারা গিরিনন্দিনী গঙ্গাকে আনয়ন করুন, পরে মহেশ্বরকে নিবেদন করিব যে, আমরা পুনরায় দাক্ষায়ণীকে প্রাপ্ত হইয়াছি। দেবগণ বলিলেন, ভাল, কিন্তু মহাভাগ শৈলরাজ দেবী গঙ্গাকে আমাদের নিকট প্রেরণ করিবে কেন? আর দেবীই বা কি প্রকারে শৈলরাজকে পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিবেন? দেখ, সেই দেবী ভক্তির অধীন এবং হিমালয়ও তাঁহার প্রতি পরম ভক্তিমান্; সুতরাং তিনি কি হিমালয়ের আলয় পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদিগের আলয়ে আগমন করিবেন? নারদ কহিলেন, হে সুরগণ। তোমরা সকলেই মহাত্মা এবং গিরিবর হিমালয়ও পরম

দাতা, অতএব তোমরা হিমালয়ের নিকট প্রার্থনা করিলে অবশ্যই তিনি গঙ্গাদেবীকে দান করিবেন, আর তোমরাও ভগবতী গঙ্গার স্তুতিবাদ করিলে নিঃসন্দেহ তিনিও তোমাদিগের সহিত সুরপুরে আগমন করিবেন। শুকদেব কহিলেন, নারদের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মাদি নিখিল দেবগণ ইহাই কর্ত্তব্য বোধ করিয়া তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ ও যম এই পঞ্চদেবতা ত্বরায় হিমালয়ভবনে গমন করিতে অভিলাষ করিলেন। এদিকে দেবী গঙ্গাও স্বপ্নযোগে হিমালয়কে স্বীয় রূপ সন্দর্শন করাইলেন। হিমালয় দেখিলেন, স্বীয় তনয়া গঙ্গাদেবীর চারি হস্তে বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা এবং পদ্ম ও অমৃত বিরাজমান রহিয়াছে। তিনি শুভ্রবর্ণা, ত্রিনয়না ও মকরোপরি অধিষ্ঠিতা। তাঁহার সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতিশয় মনোহর ও মুখমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত। তিনি নানাভরণে বিভূষিতা এবং দেখিতে যুবতী। সমস্ত সুরগণ তাঁহাকে প্রণিপাত করিতেছেন এবং তিনি নিজ শরীরকান্তিতে সমুদয় দিগ্‌বিদিক্ এরূপ উদ্ভাসিত করিতেছেন, যেন পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে দাবানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। ভগবতী গঙ্গা, হিমালয়কে এবংবিধ নিজমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া, দেবগণের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশার্থ স্বপ্নযোগেই কহিলেন, হে মহাত্মন্ শৈলাধিরাজ! আমি তোমার প্রিয়কন্যা; তুমি শুনিয়া থাকিবে, দক্ষযজ্ঞে দাক্ষায়ণী সতী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; আমি সেই সতী অর্দ্ধাংশে গঙ্গারূপে তোমা হইতে জন্মলাভ করিয়াছি এবং অপর অর্দ্ধাংশে উমারূপে জন্মলাভ করিব। অমরগণ আমাকে স্বর্গধামে লইয়া যাইবার জন্য, আগমনপূর্ব্বক তোমার নিকট প্রার্থনা করিলে, তাঁহাদিগের সহিত আমাকে প্রেরণ করিও, কারণ আমি সুরপুরে ভগবান্ শঙ্করকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইব। কিছুকাল পরে তুমিও অপর তনয়াকে স্বয়ং আহ্বানপূর্ব্বক শঙ্করকে সমর্পণ করিবে। দেবকার্য্যানুরোধে আমি সুরপুরে গমন করিলে আমার বিয়োগহেতু শোক করিও না। আমি এইজন্যই অগ্রে তোমাকে শোকশান্তির বাক্য কহিলাম। দেবী গঙ্গা এই কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলে, শৈলরাজ শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বপ্নাবস্থায় যাহা অদ্ভুত দর্শন ও শ্রবণ করিলেন, তদ্বিষয়ই চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় দুহিতার প্রকৃত-তত্ত্ব অবগত হইয়া পূর্ব্বে যে তাঁহাকে আমার কন্যা বলিয়া বিবেচনা করিতেন, অন্তঃকরণ হইতে সেই মোহ এককালে দূর করিলেন। গিরিবর সেই অবধি কি শয়ন, কি ভোজন, কি স্নান, সকল অবস্থাতেই সেই দেবদেবীগণের অর্চ্চনীয় পরমা দেবী গঙ্গার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মাদি পঞ্চদেবতা গগনমণ্ডল হইতে অবতরণপূর্ব্বক মহাভাগ হিমালয়ের নেত্রপথে পতিত হইলেন। তখন গিরিরাজ, নিজতেজে দেদীপ্যমান ব্রহ্মাদিকে অবলোকন করিয়া যথাবিধি অর্চ্চনাপূর্ব্বক আসনে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, হে মহাভাগগণ! আপনারা কে? কি জন্যই বা আগমন করিয়াছেন? আমাকে আপনাদিগের কি প্রিয়কার্য্য করিতে হইবে? বলুন। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহাভাগ! আমরা দেবগণ, আমরা যে বিষয় তোমার নিকট প্রার্থনা করিতে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা শ্রবণ

কর। আমি ব্রহ্মা, ইনি ইন্দ্র, ইনি যম, ইনি বরুণ ও ইনি কুবের। নানাবিধ ফলসমন্বিত কোন একটী বৃক্ষ আছে, সেই বৃক্ষের একটী ফলের জন্য আমরা তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে যাহাতে সেই ফল আমরা লাভ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে তুমি সহায় হও। শুক কহিলেন, গিরিবর হিমালয়, তাহাদিগের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে স্বপ্নাবস্থায় গঙ্গার বাক্য স্মরণ করিয়া এবং তাঁহাদিগের ভাব গতিক দেখিয়া, তাঁহারা যে গঙ্গাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু গঙ্গাকে ত্যাগ করা দুঃসাধ্য বোধ করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ। আপনারা যে পরম ঐশ্বর্য্যশালী দেবতাধিপ ব্রহ্মাদি দেবতা এবং মহাসৌভাগ্যফলেই যে আপনাদিগের শুভাগমন হইয়াছে, তাহাও জানিতেছি; তথাপি কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে শ্রবণ করুন। বিধাতা আমাকে চলৎশক্তি-বিহীন করিয়াছেন, অতএব আমি কিরূপে কোথায় গমন করিব এবং সেই বৃক্ষই বা কি? ও তাহার ফলই বা কি প্রকার তাহা ত কিছুই জানি না। দেবগণ কহিলেন, সেই মহাবৃক্ষ ও তাহার ফল নিঃসন্দেহ তোমারই অধীন। তুমি যদি সরলান্তঃকরণে বল তাহা দান করিব, তাহা হইলেই আমরা তাহা প্রাপ্ত হইতে পারি। জগতে সকল ব্যক্তিই স্বার্থপর, কেহই অন্যের বিপৎচিন্তা করে না, যদি করিত এবং দাতাও যদি প্রার্থিত বিষয় দান করিতে পারিব না বলিতে পারিত, তাহা হইলে কেহ কাহার নিকট কোন বিষয় যাচ্ঞা করিত না। হিমালয় কহিলেন, হাঁ এক মহাবৃক্ষ ও তাহার ফলও আছে সত্য, কিন্তু সেই ফল অপরিপক্ব, সুতরাং তাহার বিচ্ছেদদুঃখ দুঃসহনীয়। দেবগণ কহিলেন, বৃক্ষ যে ফল ধারণ করে, সে কেবল পরের জন্য, এজন্য উপস্থিত পাত্রে দান করিলেই তাহা সার্থক হয়। বিশেষতঃ আমরা দেবগণ, সেই ফলপ্রার্থী হইয়া তোমার নিকট সমাগত হইয়াছি। তুমি যদি সেই ধনে ধনী না হইতে তাহা হইলে কখনই আমাদিগের সাক্ষাৎ পাইতে না। দেবগণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ধরাধর হিমালয়কে কাতর দেখিয়া গঙ্গাদেবী কহিলেন, হে পিতঃ শৈলরাজ! আপনি দেবগণের সহিত কি প্রকার কথোপকথন করিতেছেন? উহাঁরা যেরূপ বলিতেছেন, তাহাই উত্তম। আমি ত সতত তোমার নিকটেই আছি, অতএব কিজন্য সাধারণ লোকের ন্যায় শোকাকুল হইতেছ? যাহারা সর্ব্বদা অন্যকার্য্যে চিত্ত নিবিষ্ট রাখে, আমি অদূরস্থা হইলেও তাহাদের নিকট দূরস্থা; আর যাহারা সতত আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ, আমি দূরবর্ত্তিনী হইলেও তাহাদিগের হৃদয়মধ্যেই অবস্থান করিয়া থাকি। প্রাণিগণ, কেবলমাত্র এক ভক্তিবলেই আমাকে গ্রহণ করিতে পারে, নতুবা ধ্যানাদি অন্য কোন উপায়েই আমার উদ্দেশ পায় না; অতএব আমি যে স্থানেই থাকি, তুমি আমাকে নিকটস্থা জানিবে, কখনই দূরবর্ত্তিনী বিবেচনা করিও না। তনয়ার বাক্য শ্রবণে হিমালয় কহিলেন, যদি দেবী স্বয়ংই আপনাদিগের আলয়ে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি আর কিপ্রকারে প্রতিরোধ করিব। কিন্তু আমার মুখ হইতে "যাও" এ বাক্য কোনক্রমেই নির্গত হইবে না।

আপনারা দেবগণ, দেবীর অভিপ্রায় বুঝিয়া যেরূপ উচিত হয় করুন। হিমালয় এইরূপ কহিলে দেবগণ প্রফুল্লবদনে গগনমার্গে অধিষ্ঠান করিয়া পরমভক্তিসহকারে দেবীকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, হে দেবি! তোমার প্রভাব অসীম, তুমি নিখিল সুরগণের ঈশ্বরী এবং নিত্য আকাশবাসিনী। সাধুগণ নিরন্তর তোমার সেবা করিয়া থাকেন। তুমি অনাদি ও অনন্তপ্রকৃতি পরমেশ্বরী। তুমি সুগম অথচ দুর্গম। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তোমার অধিষ্ঠান রহিয়াছে। তুমি আদ্যাশক্তি ও মহাশক্তি, তুমি পরমরূপলাবণ্যসম্পন্ন ও তরুণী। তোমার কলেবর শুভ্রবর্ণ ও সত্যস্বরূপ এবং তোমার নাম পরম পবিত্র ও পুণ্যজনক। তুমি সকলের আরাধ্যা ও গণেশ্বরী। নিখিল প্রাণিগণ তোমাকে বন্দনা করিয়া থাকে। তুমি ত্রিগুণাত্মিকা অথচ সর্ব্ব গুণাতীতা। তুমি জীবগণের পাপরাশি দূর করিয়া থাক। সমুদয় ত্রিভুবন তোমারই মূর্ত্তিস্বরূপ। তুমি কলাবতী, ত্রিলোচনা, পরমা, অনাময়া, অব্যয়া, বামা, বামাক্ষী, বীররূপিণী ও বরপ্রদা, অতএব আমরা তোমাকে নমস্কার করি। শুক কহিলেন, গিরিজা-সতী সুরগণের ঈদৃশ স্তুতিবাদ শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া ভূমিতল পরিত্যাগপূর্ব্বক গগনমার্গস্থিত ব্রহ্মাদি সমীপে উপস্থিত হইলে তাঁহারা সেই সুদুর্লভা গঙ্গাকে লাভ করিয়া আনন্দসাগরে ভাসমান হইলেন। অনন্তর গঙ্গাদেবী, ব্রহ্মার কমণ্ডলুমধ্যে অন্তর্হিতভাবে অবস্থান করিলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাকে লইয়া সুরপুরে গমন করিলে সমুদয় সুরগণ সেই পরম আনন্দময়ী গিরি-সুতার সেবা করিয়া নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর মেনকাদি হিমালয়ের পত্নীগণ, পুত্ররূপিণী দেবীকে না দেখিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া "হায় কি সর্ব্বনাশ হইল! পুত্রি! কোথায় যাইলে?" এইরূপ নানাবিধ বাক্যে বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন। পরে শৈলরাজ, তাঁহাদিগকে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া আদ্যন্ত সমুদয় বিবরণ পরিজ্ঞাত করিলেন। তখন তাঁহারা নিরতিশয় দুঃখিতহৃদয়ে কহিলেন, "রে পুত্রি! তুমি যখন আমাদিগকে অভিনন্দন না করিয়া, স্বীয় ইচ্ছাক্রমে সুরপুরে গমন করিয়াছ, তখন নিঃসন্দেহ পুনরায় নদীরূপে স্বর্গ হইতে ভূতলে নিপতিতা হইবে এবং তুমি যে "গাং" অর্থাৎ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলে, এজন্য ত্রিলোকমধ্যে 'গঙ্গা' নামে প্রসিদ্ধা হইবে। আমরা তোমার অপরাংশ সম্ভূতা কন্যা লাভে অবশ্য সুখী হইব" এইরূপ অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে দেবর্ষি নারদ, যে স্থানে ভগবান্ মহেশ্বর, সতী-ধ্যান করত তপস্যা করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মহাদেব! আমি নারদ, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। দেব! আমরা আপনার সতীকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছি, দেখিতে ইচ্ছা করেন ত উদ্যোগ করুন। শুক কহিলেন, হে মুনে! তখন ভগবান্ ত্রিলোচন, নারদের মুখে তাদৃশ পরম বিস্ময়কর বাক্য শ্রবণ করিবা মাত্র রোমাঞ্চিত-কলেবরে সহসা আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সতী-দর্শনাভিলাষে

চকিত কুরঙ্গের ন্যায় চতুর্দ্দিকে নেত্র বিস্ফারণ করত বারংবার কহিতে লাগিলেন, কি! কি! নারদ! কি বলিলে! কোথায়? আমার সতী কোথায়? কোথায় যাইতে হইবে? নারদ! আমার সতী কোথায় আছেন? কোথায় যাইলে দর্শন পাইব? নারদ কহিলেন, হে প্রভো! হে মহেশ! স্থির হউন, কিজন্য এরূপ বলিতেছেন? ক্ষণকাল চিত্ত স্থির করিয়া আমার বাক্য শ্রবণ করুন, অধীর হইয়া কার্য্য করিবেন না; অধৈর্য্য হইলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। আমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া দেখিলাম, আপনার সতী হিমালয়-পত্নী মেনকার গর্ভে পুনরায় জন্মলাভ করিয়াছেন। তিনি শুক্ল-বর্ণা ও চতুর্ভুজা, তাঁহার মুখকমল পরম প্রফুল্ল, তিনি শুক্লবর্ণ মকরাসনে উপবিষ্টা হইয়া, নিরন্তর কেবল হে প্রভো! হে মহাদেব! হে স্বামিন্! বলিয়া আপনাকে জপ করিতে-ছেন। তিনি এক্ষণে ব্রহ্মাদি দেবগণকর্ত্তৃক বহুযত্নে হিমালয়গৃহ হইতে আনীতা হইয়া সুরপুরে অবস্থান করিতেছেন, আপনি যাইয়া নিরীক্ষণ করুন। শঙ্কর কহিলেন, হে বৎস দেবর্ষে নারদ! তুমি চিরজীবী হও, তুমি আমার এই মৃতপ্রায় দেহে পুনরায় জীবন-সঞ্চার করিলে। হে পুত্র! নিকটে এস, আমি তোমার মনোহর শুক্লবর্ণ দেহ একবার আলিঙ্গন করি। সতী যে আমার প্রাণাধিক, তাহা তুমিই মাত্র জানিয়াছ। চল, এক্ষণে আমার প্রিয়া সতী যে স্থানে আছেন, তথায় তোমার সহিত গমন করি। শুক কহিলেন, ভগবান্ শঙ্কর এই কথা বলিয়া বৃষারোহণপূর্ব্বক যে স্থানে পার্ব্বতী অবস্থান করিতে-ছিলেন, নন্দীর সহিত সুরপুরে তথায় গমন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ শঙ্করকে সমাগত শ্রবণ করিয়া, সমুদয় দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া, এক মনোহর সভা করিলেন। হে মুনে! অনন্তর সমুদয়দিক্‌পালগণ, হরপার্ব্বতীর সম্মিলন-দর্শনাভিলাষে নানাভরণে ভূষিত, অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত ও নিজ নিজ বাহনে অধিরূঢ় হইয়া, সহস্র সহস্র পরিজনের সহিত প্রফুল্লহৃদয়ে তথায় উপস্থিত হইলেন।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শুক বলিলেন, অনন্তর ক্রমে সমুদয় সুরগণ মেরুশিখরস্থিত সুরসভায় সমাগম হইলে দেবগণের মধ্যবর্ত্তিনী বহুল-শশধরের ন্যায় দেদীপ্যমানা গঙ্গাদেবী, ইন্দ্রিয়নিচয়বেষ্টিত পরমাত্মস্বরূপিণীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে সকলের নেত্র, সেই মধুরমূর্ত্তি গঙ্গাদেবীর আনন্দামৃত পানের পাত্রস্বরূপ মুখমণ্ডলে নিশ্চলভাব ধারণ করিল। হে জৈমিনে! ভগবান্ শশাঙ্কশেখর, সযত্নে নয়নত্রয় বিস্ফারণপূর্ব্বক তদীয় মুখকমল বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। অনন্তর সুরগণ, আনন্দে দেবীর

হস্তে সুনির্ম্মল চন্দ্রকৌমুদীর ন্যায় শুক্লমাল্য সমর্পণ করিলে, তিনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভগবান্ শঙ্করের মস্তকোপরি তাহা স্থাপন করিলেন। তখন সেই মাল্য শিবের গলদেশে পতিত না হইয়া শিরোপরি মনোহর সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতে লাগিল। ঐ সময় চতুর্দ্দিক্ হইতে জয়-শব্দ ও শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। পরে ভগবান্ পিনাকপাণি, দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবগণ! আমি যখন গঙ্গাপ্রদত্ত মাল্য মস্তকেই ধারণ করিলাম, তখন নিশ্চয় জানিও, এই প্রিয়তমা গঙ্গাকেই আমার মস্তকে ধারণ করা হইল। আর দেখ, আমি যে সময় সতীর মৃতদেহ মস্তকে ধারণ করিয়াছিলাম, সেই সময়েই এই দেবী আমার শিরোদেশে স্থান পাইয়াছেন। ফলকথা, আমার হৃদয়মধ্যে যোগ ও বামাঙ্গে শক্তি অবস্থান করিতেছেন এবং পুরুষের দক্ষিণাঙ্গ কন্যাপুত্রাদির অবস্থান-স্থল। সুতরাং সম্যক্ বিচারপূর্ব্বকই দেবীকে মস্তকে ধারণ করিলাম। তোমরা কারণ জানিলে, অতএব এ বিষয়ে আর অন্যরূপ সন্দেহ করিও না। দেবগণ, শঙ্করের পরমার্থপূর্ণ ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে পরমপুলকিত ও সংশয়বিহীন হইয়া মস্তকে সেই মাল্য ধারণ হেতু শঙ্করকে অদ্ভুতরূপ বর্ণন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ চতুরানন, শঙ্করকে গঙ্গা সমভিব্যাহারে গমনেচ্ছু জানিয়া সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক বিনয়বাক্যে চতুর্ম্মুখে কহিলেন, হে দেব! এই সুমুখী গঙ্গাদেবী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অনন্তর আমরা ভিক্ষা দ্বারা ইহাঁকে প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত পাত্র আপনার করে সমর্পণ করিয়াছি; অতএব কিয়ংকাল পিতৃগৃহতুল্য এই সুরপুরে অবস্থান করুন, পরে কিছুকাল অতীত হইলে ভবদীয় ভবনে গমন করিবেন। তখন মহেশ্বর কহিলেন, আপনারা যখন ইহাঁকে আমায় দান করিয়াছেন, তখন কি জন্য আর মমতা করিতেছেন? দেখুন, রমণীগণের স্বামিগৃহে বাসই সর্ব্বদা কর্ত্তব্য; অতএব অদ্যই ইহাঁর মদীয় ভবনে গমন করা উচিত। অথবা যাহা উচিত হয়, ইনিই বলুন। তখন গঙ্গা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনারা যখন শঙ্করকরে আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন, তখন শঙ্করকে পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে আর কুত্রাপি অবস্থিত করা বৈধ নহে। তোমরা আমার প্রতি পরম ভক্তিমান্ এবং ভক্তিবলেই আমাকে প্রীত করিয়াছ; অতএব হে ব্রহ্মন্! ত্বদীয় কমণ্ডলুমধ্যে আমি চিরদিন অবস্থান করিব, উহা আমি কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কার্য্যকাল উপস্থিত হইলেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমি স্বমূর্ত্তিতে সর্ব্বদা শম্ভুর নিকট অবস্থান করিব। আমি শিবা ও ইনি শিব, সুতরাং আমাদিগের উভয়ের বিচ্ছেদ কখনই সম্ভব নহে, আর আমি ভক্তিমান্‌দিগের নিকটেও সতত বাস করিয়া থাকি। তোমরা এইরূপ অবগত হইয়া সন্দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুখলাভ কর। ব্রহ্মা কহিলেন, হে গিরিজে! হে শিবসুন্দরি! আমরা তোমার ভক্ত, যেরূপ উচিত হয়, করুন। শুক কহিলেন, অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ, ভক্তিসহকারে ভূতলে মস্তক বিলুণ্ঠিত করত শিব-শিবাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর গঙ্গা, ব্রহ্মার কমণ্ডলুমধ্যে অন্তর্দ্ধানাংশ রক্ষা

করিয়া স্বমূর্ত্তিতে শঙ্করের সহিত গমন করিলেন। পরে সমুদয় দেবগণ, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে ভগবান্ ব্রহ্মাও নিজ কমণ্ডলুমধ্যে দেবী গঙ্গাকে অবস্থিতা জানিয়া পরমানন্দে তাঁহাকে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শুক কহিলেন, ভগবান্ মহেশ্বর গঙ্গাসমভিব্যাহারে কৈলাসে গমন করিলে দেবর্ষি নারদ, বৈকুণ্ঠধামে গমনপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণকে সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, হে প্রভো! আমি নারদ, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। তখন ভগবান্ নারায়ণ, জটাজালবিমণ্ডিত, শঙ্খবৎশুভ্রকায়, বিশালবক্ষঃ, আজানুলম্বিতবাহু, শ্বেতাম্বরধারী, দিব্যভাবপূর্ণ, বীণাবাদনতৎপর সেই দেবদর্শন নারদকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নারদ কহিলেন, হে প্রভো জগন্নাথ! দক্ষকন্যা সতী দেহত্যাগের পর পুনরায় হিমালয়পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ, তাঁহাকে সুরপুরে আনয়নপূর্ব্বক ভগবান্ শঙ্করের করে সমর্পণ করিলে শঙ্কর তাঁহাকে লইয়া কৈলাসপুরে গমন করিয়াছেন এবং ব্রহ্মাও অন্তর্হিতভাবে কমণ্ডলুস্থিতা গঙ্গাকে লইয়া ব্রহ্মলোকে প্রত্যাগত হইয়াছেন। হে প্রভো! আপনার দৃষ্টিপথাতীত এই অদ্ভুত বিবরণ নিবেদন করিলাম। নারদের বাক্য শ্রবণে হরি কহিলেন, নারদ! বড় আনন্দের বিষয় যে, শঙ্কর এতদিনের পর আবার সতীকে লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে বল দেখি, আমি স্বয়ং যাইয়া সতীর সহিত শঙ্করকে দর্শন করিব? না, তিনিই এখানে আগমন করিবেন? নারদ কহিলেন, হে বিভো! আপনিও সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এবং সঙ্গীতও সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ অতএব আপনাদের উভয়ের সম্মিলন একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। হরি কহিলেন, নারদ! যথাবিধি সঙ্গীত হইলে ত্রিজগৎ মোহিত হইয়া থাকে, অতএব যথাবিধি সঙ্গীত কর। সঙ্গীত করিতে হইলে সুস্বরবত্তা ও বিধিজ্ঞান উভয়ই অপেক্ষা করে। কারণ, রাগ-রাগিণী-বোধ ও সুস্বর থাকিলেই সঙ্গীতের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। সঙ্গীতমধ্যে যে সকল পদনিচয় ব্যবহৃত হয়, তাহা কেবল পদার্থের বাচক, কেহই পদার্থের জ্ঞাপক নহে; কিন্তু, সেই সকল পদাবলী স্বরসম্বলিত হইলে রস-সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে। মূলাধারে যে অগ্নি আছেন, তাঁহা হইতেই নাদ উৎপন্ন হয়। ঐ নাদ ক্রমে নাভিদেশ প্রভৃতি পঞ্চস্থান অতিক্রমপূর্ব্বক মস্তকে প্রস্ফুটতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উহা প্রথমে মূলাধারে উৎপন্ন হইয়া নাভিদেশে অতি সূক্ষ্ম, হৃদয়ে সূক্ষ্ম, কণ্ঠে অব্যক্ত এবং মুখে

কিঞ্চিৎ ব্যক্তরূপে প্রকাশ পাইয়া অবশেষে মস্তকে সম্পূর্ণ স্ফুটতাকে ধারণ করিয়া থাকে। নাভি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দয়াবতী প্রভৃতি দ্বাবিংশতি শ্রুতিমণ্ডল অবস্থিত আছে; তন্মধ্যে প্রথম চতুঃসংখ্যক শ্রুতি সমষ্টিতে ষড়্‌জ, দ্বিতীয় ত্রিসংখ্যক শ্রুতিতে ঋষভ, তৃতীয় ত্রিসংখ্যক শ্রুতিতে গান্ধার, চতুর্থ চতুঃসংখ্যক শ্রুতিতে মধ্যম, পঞ্চম ত্রিসংখ্যক শ্রুতিতে পঞ্চম, ষষ্ঠ ত্রিসংখ্যক শ্রুতিতে ধৈবত এবং সপ্তম ষট্‌সংখ্যক শ্রুতিতে নিষাদ; এইরূপে দ্বাবিংশতি শ্রুতিমণ্ডল হইতে ষড়্‌জাদি সপ্তস্বরের উৎপত্তি হয়। উক্ত সপ্তবিধ স্বরের ঘোর মন্দ্র ও উচ্চনামক স্বরবন্ধ বিশেষ ত্রিবিধ গতি এবং ঐ সপ্তস্বরজাত পঞ্চকোটি পঞ্চলক্ষ ও সহস্রসংখ্যক রাগরাগিণী সকল শঙ্করের কণ্ঠদেশে বাস করে। তন্মধ্যে কামদাদি ছয় রাগ প্রধানভূত এবং কিঙ্করী সমন্বিতা ছত্রিশ-রাগিণী উঁহাদের পত্নী। উঁহারা সকলেই সালঙ্কারা, সুরূপা ও পরম আনন্দময়মূর্ত্তি। ঐ সকল রাগের সম্যক্ প্রতিপত্তির জন্য পূর্ব্বোক্ত সপ্তস্বর কখন আরোহী ও কখন অবরোহী ও কখন সঞ্চারী হইয়া থাকে। স্বরের আরোহ, অবরোহ ও সঞ্চরণ ক্রমে রাগ সকল ত্রিবিধ হইয়াছে। কি যন্ত্র, কি কণ্ঠ উভয়ত্রই উঁহারা সমভাবে আবির্ভূত হইয়া থাকে। তখন নারদ কহিলেন, হে সুরসত্তম! কমল লোচন! কৃপা করিয়া ঐ সকল রাগ-রাগিণীগণের এবং উঁহাদের দাস ও দাসীদিগের নাম কীর্ত্তন করুন। বিষ্ণু কহিলেন, কামদ, বসন্ত, মল্লার, বিভাষ, গান্ধার ও দীপক এই ছয় রাগ। তন্মধ্যে মায়ূরী, ভোটিকা, গৌড়ী, বারাড়ী, বিলোলিকা ও ধানাশ্রী নামে ছয় রাগিণী কামদরাগের পত্নী। বাগেশ্বরী, সারদী, শ্যামা, বৃন্দাবলী, জয়ন্তী ও বৈজয়ন্তী নামে ছয় রাগিণী কামদরাগের পত্নীগণের দাসী, পরন্তু কামদরাগের কিঙ্কর। কেদারী, কল্যাণী, সিন্ধুরা, অশ্বারূঢ়া ও সুধারা নামে ছয় রাগিণী, বসন্তরাগের পত্নী। শ্যামকেলী, দেবকেলী, মালিনী, কামকেলী, সত্তাবতী ও সম্বরী নামে উঁহাদের ছয় দাসী, এবং মধুনামে বসন্তরাগের এক প্রসিদ্ধ কিঙ্কর আছে। নটী, সুরইট্টা, পাহিড়ী, চারুরূপিণী, লীলা ও জয়জয়ন্তী নামে ছয় রাগিণী মল্লারের পত্নী। উঁহাদের প্রত্যেকের দাসীর নাম চক্রবাকী, চন্দ্রমুখী, রসিকা, বিলাসিকা, যামিনী ও শ্যামঘোটিকা। বিভাষরাগের পত্নীগণের নাম রামকেলী, ললিতা, কোরড়া, কৌমুদী, ভৈরবী ও শর্ব্বরী, এবং তরঙ্গিণী, নাগিনী, কিশোরী, হেমভূষণা, কল্লোলিনী ও ভীমনেত্রা নামে বিভাষরাগের পত্নীগণের ছয় দাসী। শ্যামঘোটক ঐ রাগের কিঙ্কর। গান্ধাররাগের শ্রী, রূপবতী, গৌরী, ধামনী, মঙ্গলা ও গন্ধর্ব্বী নামে ছয় পত্নী। পঠমঞ্জরী, মঞ্জীরা, পদ্মাবতী, বেলাবতী, ভূপালী, গন্ধিনী উঁহাদের দাসী, এবং গৌড়রাজ নামে গান্ধাররাগের প্রসিদ্ধ এক কিঙ্কর আছে। দীপকরাগের পত্নীগণের নাম উত্তরী, পূর্ব্বিকা, গুর্জ্জরী, কালগুর্জ্জরী, গোণ্ডকরী ও মালা এবং দীপহস্তা, দীপবর্ণা, দীপকর্ণা, প্রদীপিকা, দীপাক্ষী ও দীপবক্ত্রা উঁহাদের দাসী উক্ত দীপকরাগের কিঙ্করের নাম প্রদীপনাভ। হে নারদ! এই আমি তোমার

নিকট রাগ-রাগিণীগণের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে সঙ্গীত করিতে প্রবৃত্ত হও। শুক কহিলেন, অনন্তর নারদ তথাস্ত বলিয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ হরি যে সকল রাগরাগিণীর বিষয় উল্লেখ করিলেন, দেবর্ষি নারদ, পরমযত্নসহকারে তাহাদিগকে অবিকলরূপে সাক্ষাৎ আনয়নার্থ ইচ্ছা করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই সমর্থ হইলেন না। উক্ত রাগরাগিণীর মধ্যে কেহ স্থানভ্রষ্ট, কেহ খঞ্জ, কেহ পথিমধ্যে রোগগ্রস্ত, কেহ কাণ, কেহ বিবর্ণ, কেহ বিহ্বল, কেহ বলবিহীন, কেহ ভূষণবিহীন, কেহ পত্নীবিহীন ও কেহ বা অধীর হইয়া পড়িল। তখন দেবী সরস্বতী, রাগ-রাগিণীদিগকে নারদকর্ত্তৃক ঈদৃশ দুরবস্থাপন্ন দেখিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে নারদ, ম্লানমুখে সঙ্গীত হইতে বিরত হইবার উপক্রম করিলে ভগবান্ হরিও কহিলেন, হে দেবর্ষে! তুমি যথেষ্ট সঙ্গীত করিয়াছ, এক্ষণে বিশ্রাম কর। তুমি নূতন শিক্ষা করিয়াছ, কিছুদিন পরে তুমি উত্তম সঙ্গীতজ্ঞ হইবে। দেখ নারদ! যে ব্যক্তি, 'সঙ্গীত কর' এইরূপ বলিবামাত্র সঙ্গীত করিতে উদ্যত হয়, সে সুবুদ্ধি নহে। আর যে ব্যক্তি পরীক্ষার্থ সঙ্গীত করিতে আদেশ করে, তাহার নিকটে সঙ্গীত করাও অবৈধ। আমি তোমাকে পরীক্ষার্থ সঙ্গীত করিতে আদেশ করিবামাত্র সঙ্গীত করিয়া এইরূপ লজ্জিত হইলে। সে যাহাই হউক, এক্ষণে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মদীয় বৈকুণ্ঠধামের সর্ব্বদিক্ নিরীক্ষণ কর। এস্থানে সমুদয় রাগ রাগিণীগণ বিদ্যমান আছে দেখিতে পাইবে। শুক কহিলেন, ভগবান্ হরি এইরূপ কহিলে মুনিপুঙ্গব নারদ তাঁহার সহিত গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠধাম সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তত্রত্য সকলেই চতুর্ভুজ ও নবযৌবনসম্পন্ন; সকলেরই মুখমণ্ডল মনোহর এবং হস্তচতুষ্টয়ে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল ও গলদেশে পুষ্করমালা বিরাজ করিতেছে; তাঁহাদিগের দেহপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে। অনন্তর নারদ এক স্থানে কতিপয় বিকলাঙ্গ প্রাণীকে দেখিয়া কহিলেন, হে দেব! হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনার এই সুখময় পুরে কি জন্য নরকবাসীর ন্যায় কতকগুলি বিকৃতাকার প্রাণী অবলোকন করিতেছি? তখন হরি কহিলেন, নারদ! ইহারা রাগরাগিণীগণ, তুমিই ইহাদিগকে বিকৃতাঙ্গ করিয়াছ, এই নিমিত্তই সরস্বতী বস্ত্রাঞ্চলে মুখাবরণপূর্ব্বক হাস্য করিয়াছিলেন। ভগবান্ শঙ্কর আগমন করিলে ইহারা পুনরায় পূর্ণকলেবরে সজ্জিত হইবে। দেবর্ষি নারদ, হরিকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া লজ্জাবনত-মুখে অপর কিছুমাত্র না বলিয়া হরির সহিত উপবেশন করিলেন। তখন ভগবান্ হরি, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যস্থলে উপবেশন করিলে মধুর সৌন্দর্য্যরাশি বিকীর্ণ হইতে লাগিল। অনন্তর বৈকুণ্ঠপুরবাসী পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ অন্যান্য ঋষিগণ সেই সভায় উপবিষ্ট হইলে, ভগবান্ নারায়ণ, মহেশ্বর গঙ্গা ও ব্রহ্মাকে স্মরণ করিলেন। পরে তাঁহারা তথায় সমাগত হইলে ইন্দ্রাদিদেবগণ

শঙ্করসঙ্গীত-শ্রবণাভিলাষে তথায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ রত্নাসনোপবিষ্ট মস্তকে শুক্লমাল্য সুশোভিত, বামভাগে গঙ্গাদেবী বিরাজিত, কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী, পিনাকপাণি ধবলকায় ভগবান্ মহেশ্বরকে অর্ঘ্যাদি দানে পূজা করিলে বৈকুণ্ঠনাথ গদাধর পরমপ্রীতিসহকারে কহিলেন, হে শম্ভো! হে চন্দ্রশেখর! জগতে কোন্ কার্য্য পরমসুখকর এবং শোকদুঃখ-বিনাশক? শঙ্কর কহিলেন, হে কৃষ্ণ! জগতে ত্বদীয়সেবাই পরমসুখকর ও শোকদুঃখনাশক। আর, যে তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে রাগরাগিণী সকল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই তোমার গুণকীর্ত্তনময় সঙ্গীত ও অপর এক তাদৃশ পরম সুখকর ও শোকদুঃখহারী কর্ম্ম। যে ব্যক্তি যথার্থরূপে সুবর্ণকে পরিজ্ঞাত হইয়াছে, সে যেমন সুবর্ণবর্ণ ভূভাগ দর্শনে প্রধাবিত হয় না, সেইরূপ অভিজ্ঞ ব্যক্তিও নানালঙ্কারশোভিত বিচিত্র বাক্যনিচয়কেও ত্বদীয় গুণকীর্ত্তিবিহীন হইলে সুধা বোধে সমাদর করিয়া থাকেন না। বস্তুতঃ ত্বদীয় নামগান ব্যতীত অপর কোন প্রকারেই পবিত্রতা লাভ করা যায় না। যাহারা প্রতিদিন হে নারায়ণ! হে অচ্যুত! হে অনন্ত! হে কৃষ্ণ! হে শ্রীমধুসূদন! এই নাম গান করে, তাহাদিগকে আর সংসারে আগমন করিতে হয় না। কিংবা যে সকল ব্যক্তি হে গোবিন্দ! হে কেশব! হে শ্রীরাম! হে পুরুষোত্তম! এবংবিধ গান করিয়া থাকে, তাহারাও আর জন্ম গ্রহণ করে না। যাহারা নিত্য হে মুকুন্দ! হে পদ্মনাভ! হে মাধব! হে পুণ্ডরীকাক্ষ! এইরূপ উচ্চারণ করে, তাহাদিকে কলি আক্রমণ করিতে পারে না। শঙ্করের বাক্য শ্রবণে ভগবান্ হরি কহিলেন, হে পুণ্যকীর্ত্তন শঙ্কর! তুমি মদীয় নামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে, এক্ষণে সঙ্গীত দ্বারা আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর; দেখ, সকলেই ত্বদীয় সঙ্গীত-শ্রবণার্থ সমুৎসুক হইয়াছেন। সঙ্গীতরূপ সুধাময় মহাবিদ্যায় তুমি ভিন্ন অপর কেহই আর দক্ষ নাই। শুক কহিলেন, হে দ্বিজ! গানশাস্ত্রবিশারদ শঙ্কর, ভগবান্ হরিকর্ত্তৃক ঈদৃশ অভিহিত হইয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিলে মহামুনি নারদও তাঁহার অনুগত হইয়া তাঁহার সহিত সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সমুদয় দেবগণ ও ঋষিগণ ভগবান্ শঙ্করের প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। ভগবান্ শঙ্কর, প্রথমে নাদ উত্থাপনপূর্ব্বক গান্ধার রাগ আলাপ করিতে লাগিলে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সকলেই সাক্ষাৎ গান্ধার রাগকে সমাগত দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, তাহার শরীর মনোহর, হৈমাভরণ, কটিদেশে পীতবসন ও করদ্বয়ে শঙ্খকম্বর দেদীপ্যমান হইতেছে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরম রমণীয় ও শরীরকান্তি নবঘনবৎ শ্যামল। পরে সেই মহাপ্রভ রাগবর গান্ধার স্বর্ণাসনে সমাসীন হইলে ভগবান্ মহেশ্বর হরিগুণগান আরম্ভ করিলেন। তখন কোন এক দূতী আসিয়া কহিল, কেশব! হে কুঞ্জনাথ! বিজনস্থিত কমলমুখীর বিমল মুখকমলের প্রতি কমলনয়নে কটাক্ষপাত করুন; (ধুয়া)। দূতী এইরূপ ধুয়া আরম্ভ করিয়া দিলে মধুরকণ্ঠ গানবিশারদ ভগবান্

মহেশ্বর "অবলম্বনবিহীনা মনোহর হেমলতাময়ী দেবী, জগতের অবলম্বন স্বরূপ; তরুণ তরুমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিতে অভিলাষিণী হইতেছেন, এইরূপ সঙ্গীত করিতে লাগিলে বৈকুণ্ঠেশ্বর কমলাপতি সেই দূতীকে স্তম্ভিত-লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় শিবসঙ্গীত-শ্রবণে সভামণ্ডলস্থ সকলেই বাহ্যজ্ঞান-বিহীন হইয়া শঙ্করের প্রতি এক দৃষ্টিতে অচলবৎ অবস্থিত হইলেন এবং ভগবান্ চতুরাননের চতুরানন বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। হে দ্বিজ! অনন্তর শঙ্কর পুনরায় সঙ্গীত করিতে লাগিলে স্বরবন্ধসম্ভবা গান্ধারপত্নী শ্রীরাগিণী গানজনিত আনন্দ-বিচ্ছেদভয়ে তথায় প্রকাশ পাইলেন। তাঁহার কলেবর সুবর্ণের ন্যায় বিমল ও উজ্জ্বল এবং বিচিত্র বসন ভূষণে বিরাজিত। তদীয় হস্তদ্বয়ে কমলযুগল ও মুখকমলে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ পাইতেছে। পূর্ব্বে যে দূতী ভগবান্ হরিকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছিল, তৎকালে সেই আবার হরির প্রিয়ারূপ ধারণ করত হরিকে বিমোহিত দর্শনে এক প্রান্তে অবস্থিত থাকিয়া মন্দ মন্দ হাস্য করিতে লাগিল। হরিও সাক্ষাৎ প্রিয়ারূপ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন প্রিয়া কহিলেন, হে রসিকেশ! হে কেশব! হে রসময়! আপনার জয় হউক, আপনি রসসরোবরতুল্য আমাকে লাভ করিয়া সতত রসমণ্ডলমধ্যে অবস্থান করুন। প্রিয়া এইরূপ ধুয়া ধরিলেন, শুক কহিলেন, দেবাধিদেব মহাদেব এইরূপে সঙ্গীত আবদ্ধ করিলে ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া রসতাদাত্ম্য-বশতঃ স্বয়ং রসরূপে পরিণত হইয়া আসন হইতে পতিত হইলেন। তখন ভগবান্ হরির তেজোময় শরীর এইরূপে দ্রবীভূত হইয়া সমুদয় বৈকুণ্ঠধাম প্লাবিত করিতে লাগিলে ব্রহ্মাদি নিখিল দেবগণ নিদ্রোত্থিতের ন্যায় চৈতন্য লাভ করিয়া সমুদয় বৈকুণ্ঠধাম জল-প্লাবিত দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, একি! কিরূপে এই জল উৎপন্ন হইল। ভগবান্ নারায়ণই বা কোথায় গমন করিলেন? সিংহাসনেও তাঁহাকে দিখিতেছি না! কিয়ৎকাল এবংবিধ চিন্তার পর স্থির করিলেন, ইহা শিবসঙ্গীতেরই পরিণাম। ব্রহ্মা ঈদৃশ নিশ্চয় করিয়া তথায় গঙ্গাধিষ্ঠিত কমণ্ডলুকে আবরণবিহীন করিয়া কহিলেন, সঙ্গীতও ব্রহ্মসম্ভূত ব্রহ্মময় এবং দেব হরিও স্বয়ং ব্রহ্ম দ্রবীভূত হইয়াছেন, অতএব ব্রহ্মময়ী গঙ্গা এই সলিলরাশি সংবরণ করুন, এই বলিয়া সেই সলিলনিচয়ে কমণ্ডলু স্পর্শ করাইবামাত্র দেখিতে দেখিতে সমুদয় সলিল গঙ্গার সহিত মিশ্রিত হইল। তখন দেবী গঙ্গা পাপনাশিনী সলিলময়ী হইলেন। যেরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া শরীর শোভা পাইয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রবময় ভগবান্ হরি গঙ্গাকে আশ্রয় করত দেদীপ্যমান হইতে থাকিলেন। অনন্তর ভগবান্ চতুরানন, ব্রহ্মদুর্লভ সেই কমণ্ডলু লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলে দেবদেব মহাদেব এবং দেবরাজ প্রভৃতি সমুদয় সুরগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে ত্রিলোকবাসী সকলেই এই কথা ঘোষণা করিল যে, ভগবান্ নারায়ণ শঙ্করের সঙ্গীতপ্রভাবে দ্রবীভূত হইয়াছেন। লক্ষ্মী সরস্বতী তাঁহার অদর্শনে

অন্তর্হিত হইয়াছেন এবং পুনরায় হরির দেহধারণ অপেক্ষা করিতেছেন। আর গঙ্গা কৈলাসে শঙ্করের সেবায় নিযুক্তা আছেন। গঙ্গা যে শঙ্করের প্রিয়তমা হইয়াছেন, ইহা দেহধারণেরই ফল। হে দ্বিজবর! লোকপাবনী হিমালয়সুতা গঙ্গাদেবী যেরূপে ব্রহ্ম-কমণ্ডলুতে অধিষ্ঠিতা হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। অনন্তর সেই গঙ্গাদেবীই আবার বিষ্ণুপদ লাভ করিয়া পুনরায় ভূপতি ভগীরথের মনোরথ-পূরণার্থ বিষ্ণুপদ হইতে প্রবাহিত হইয়া ধরাতলে আগমন করেন। পরে পাতালপুরে প্রবেশপূর্ব্বক সগরসন্তানগণকে পবিত্র করিয়া অনন্তদেবের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া জলরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। হে বিপ্র! এই আমি তোমার সমীপে সংক্ষেপে সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলাম, এক্ষণে পুনরায় কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে বাসনা কর?

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, হে ভগবন্! দেবী গঙ্গা, কি প্রকারে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন? কি প্রকারে বিষ্ণুপদ হইতে ধরাতলে প্রবাহিতা হন? ভূপতি ভগীরথ, কিরূপে তাঁহাকে আরাধনা করেন? কিরূপেই বা সেই পরমেশ্বরী সগরপুত্রদিগকে পবিত্র করেন? এবং কোন্ স্থান পর্য্যন্ত গমন করিয়াই বা তিনি নিবৃত্ত হন? আপনি এই সমুদয় বিষয় আমার নিকট প্রকাশ করুন। আপনি যে সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে কহিলেন, এক্ষণে তাহাই বিশেষ করিয়া বলুন। শুক কহিলেন, মরীচি নামে ব্রহ্মার এক পুত্র হয়, তাঁহা-হইতে কশ্যপ জন্ম গ্রহণ করেন। পরে কশ্যপপত্নী দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু নামে এক দৈত্য উৎপন্ন হয়। উক্ত দৈত্যবরের চারিপুত্র, তন্মধ্যে পরম বিষ্ণুপরায়ণ প্রহ্লাদ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন ও বিরোচনের পুত্র বলি। মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্যবর বলি, সংগ্রামে ইন্দ্রাদি নিখিল সুরগণকে পরাভব করিয়া স্বয়ং ভূর্লোকাদি সমুদয় লোক উপভোগ করিতে লাগিলে দেবমাতা অদিতি, পুত্রগণের দুঃখশান্তির নিমিত্ত পতির আজ্ঞানুসারে বিজন অরণ্যমধ্যে তপোনুষ্ঠান করত পরমারাধ্য বরদাতা ভগবান্ হরির আরাধনা করিতে লাগিলেন। একদা শঠতাপরায়ণ দৈত্যগণ, তাঁহাকে তাদৃশ তপোনুষ্ঠানে নিরত দেখিয়া দেবগণের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কহিল, হে মাতঃ! আমরা দেবগণ, আপনার চরণে প্রণিপাত করি। আপনার ঐ চরণযুগলই আমাদিগের একমাত্র মঙ্গলের নিদান; অতএব কি জন্য অনশনে দেহ শুষ্ক করত ঈদৃশ কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন? আপনি জীবিতা থাকিলেই আমাদিগের পরম মঙ্গল

সুতরাং আপনি দেহের প্রতি এরূপ উপেক্ষা করিলে কিসে আর আমাদিগের মঙ্গল হইবে? দেখুন, যাহার গৃহে জননী নাই এবং ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী, তাহার অরণ্যে গমন করাই কর্ত্তব্য, কারণ তাহার গৃহ রণভূমির তুল্য। অর্থাৎ মৃত্যুর স্থান। যে ব্যক্তির গৃহে মাতা ও ভার্য্যা না থাকে এবং পুত্র অবাধ্য হয় ও পরিবারবর্গ যাহার প্রতি সতত বিরক্ত; তাহার বন প্রস্থানই বিধেয়; অতএব, আপনি যখন এরূপ কঠোর তপোনুষ্ঠান-পূর্ব্বক স্বীয় শরীরের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছেন, তখন আমাদিগের আর রাজ্য, সুখ বা জীবনের প্রয়োজন কি? মাতঃ! আপনি দুঃখের অযোগ্য হইয়াও যখন দুঃখিতহৃদয়ে আমাদিগের জন্য তপস্যা করিতেছেন, তখন, আমাদিগকেই ধিক্! জননি! একমাত্র জগদীশ্বরই প্রাণিগণের সুখ বা দুঃখের কর্ত্তা, অপর কেহই নাই; কিন্তু তিনি আরাধিত না হইলেও সুখ দুঃখ বিধান করিয়া থাকেন। কারণ জীবগণের যে সুখ দুঃখ, তাহা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল; সুতরাং আপনি কি প্রকারে কঠোর তপস্যা দ্বারা তাহা নিবারণ করিবেন? অতএব হে মাতঃ! আপনি এই উগ্রতর তপোনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে থাকিয়া ভগবান্ হরিকে দিবারাত্র স্মরণ করুন। জননি! আপনি চিরদিন সুখে জীবন ধারণ করুন, আমাদিগের তাহাই পরম রাজ্যলাভ। মাতঃ! আপনি আত্মবিনাশ করিয়া আমাদিগের রাজ্যবিনাশকর দুরদৃষ্টকে আর পরিবর্দ্ধিত করিবেন না, কারণ তাহাতে আমাদিগের মঙ্গল নাই। দৈত্যগণের বাক্য শ্রবণে অদিতি কহিলেন, তোমরা যে সর্ব্বদা আমার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলচিন্তা করিয়া থাক, তাহা বিলক্ষণ জানি, তোমরা অচিরে দেবগণ হইতে রাজ্যবিহীন হইবে। আমি তোমাদিগের পরিহাসের অযোগ্য হইলেও যখন আমার সহিত পরিহাস করিতেছ, তখন নিঃসন্দেহ অবিলম্বে দেবগণের ন্যায় দুঃখ পাইবে। আমি সেই সুখ ও দুঃখের কর্ত্তা অনাময় প্রভু হরির আরাধনা করিতেছি, তোমরা তাহাতে উপহাস করিতে লাগিলে, অতএব তোমাদিগকে ধিক্! শুক কহিলেন, অদিতি এইরূপ কহিলে দৈত্যগণ ভগ্নমনোরথ হইয়া দন্ত দ্বারা দন্ত সকল নিষ্পীড়ন করত ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত বন দগ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে মুখমণ্ডল হইতে নিশ্বাসবায়ুর সহিত অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া সমুদয় অরণ্য প্রজ্বলিত করিল। অনন্তর তাহারা বনদাহিভয়ে দৈত্যরাজ বলির সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক সমুদয় ইতিবৃত্ত ও অদিতি দগ্ধ হইয়াছে ইহাও নিবেদন করিল। এদিকে ভগবান্ অব্যয় হরি, সেই অরণ্যমধ্যে দেবমাতা অদিতিকে সুদর্শনাস্ত্র দ্বারা অগ্নি হইতে রক্ষা করিলেন। অনন্তর অদিতি, ভগবান্ হরিকে দর্শনার্থ ধরাপৃষ্ঠে চরণের অঙ্গুষ্ঠমাত্র স্থাপন করিয়া বায়ুমাত্র আহার করত উগ্রতর তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে দেবপরিমিত সংবৎসরকাল অতীত হইলে ভগবান্ হরি পরমাদ্ভুত-কলেবরে অদিতিকে দর্শন দিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর মরকত মণির ন্যায় মনোহর শ্যামবর্ণ ও পরমসুন্দরসুদীর্ঘভুজচতুষ্টয়ে সুশোভিত। সেই পদ্মপলাশলোচন

শ্রীকৃষ্ণের কটিতটে পীতবাস, কর্ণে সমুজ্জ্বল কনককুণ্ডল, মস্তকে রত্নকিরীট এবং গলদেশে পদ্ম ও তুলসীমালা বিরাজ করিতেছে। তিনি গরুড়োপরি সমাসীন এবং তদীয় মুখকমল ঈষৎ হাস্যযুক্ত হওয়ায় মাধুরীর পরিসীমা নাই। অথন অদিতি এইরূপ ভগবান্ হরিকে দর্শন করিয়া তদীয় দর্শনজনিত আনন্দভরে মত্ত হইয়া কহিলেন, হে প্রভো! অতি দুঃখিনী দেবমাতা অদিতি আপনাকে প্রণাম করিতেছে। দেব! আমি অল্পবুদ্ধি স্ত্রীজাতি, আপনি ত্রিলোকের নিয়ন্তা, আপনাতে আমাতে অনেক প্রভেদ। আপনি স্বভাবতঃ কৃপাপরায়ণ বলিয়াই আমাকে দর্শন দিয়াছেন। আপনি ত্রিজগতের ঈশ্বর, কমলাকান্ত ও অব্যয়; অতএব আপনাকে প্রণাম করি। আপনি স্বভাবতই জনগণের অভিষ্টপূরণ করিয়া থাকেন, আমি আর আপনাকে কি কহিব? হে লোকেশ! হে জগন্নিবাস! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি স্থূল অথচ সূক্ষ্ম, আপনি ত্রিলোকের মধ্যে গুপ্ত অথচ প্রসিদ্ধ। কেহই আপনার স্বরূপ অবগত হইতে পারে না, আপনি কালরূপী ও জগতের একমাত্র বন্ধু। আপনার অন্ত নাই বলিয়া অনন্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। চন্দ্র, সূর্য্য ও অনল আপনারাই মূর্ত্তি। আপনি কূটস্থ আদ্য ও পুরাণ পুরুষ। যোগিগণ কঠোর যোগাভ্যাস করিয়া আপনার বিষ্ণুমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হন। অনল যেরূপ নানাকাষ্ঠে নানারূপে প্রকাশ পান, আপনিও সেই প্রকার এক হইলেও নিখিল-জীবশরীরে বিরাজ করিতেছেন। আপনি অখিল প্রাণিগণে জ্ঞানরূপে অবস্থান করেন, হে বিষ্ণো! বেদচতুষ্টয় আপনারই স্তব করিয়া থাকে। আপনি সকলের গুরু, আপনিই পরমাত্মা; অতএব আপনাকে বারংবার নমস্কার। তখন দেবকীনন্দন হরি, তপঃকৃশা দেবমাতা অদিতির ইত্যাদি স্তুতিবাদ-শ্রবণে মধুরবচনে কহিলেন, হে মহাভাগে! আমি তোমায় বরপ্রদানার্থ উপস্থিত হইয়াছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। হে অনঘে! আমি তোমার তপস্যা ও স্তুতিবাদে পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। অদিতি কহিলেন, হে শঙ্খচক্রগদাধর! হে নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার, সত্যই আমি বরপ্রার্থিনী এবং আপনিও বরদাতা; কিন্তু হে দেব! আপনি অন্তর্যামী হইয়া কি জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন? হে যদুনন্দন! আপনি ত স্বয়ংই আমার হৃদ্গত অভিপ্রায় জানিতেছেন, অতএব আপনিই যাহা উচিত হয় করুন। আপনি নিখিল-বরদাতাদিগেরও ঈশ্বর, মুক্তি আপনার সেবিকা, অতএব আমি আর আপনার নিকট রাজ্যলাভাদিরূপ বৃথা বরপ্রার্থনা করিব না। দেব! আপনিই জীবগণকে বিবিধবাসনার ফলস্বরূপ শরীর ধারণ করাইয়া থাকেন, তথাপি ঐ বাসনা পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য বলিয়া কেহই ত্যাগ করিতে পারে না। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আপনিই যথারুচি বর প্রদান করুন। আমার এক্ষণে অভিলাষ, আমি আপনাকে যথোচিত লাভ করি। হরি কহিলেন, হে দেবজননি! তুমি যাহা বাঞ্ছা করিতেছ, তাহাই হইবে। তোমার ইন্দ্রাদি পুত্রগণ নিঃসংশয়

পুনরায় রাজ্যলাভ করিবেন। আমি তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রকে পুনরায় বলিকর্তৃক অপহৃত রাজ্য প্রদান করিব, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শুক কহিলেন, তখন দেবমাতা অদিতি, ভগবান্ হরির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়কম্পিতহৃদয়ে কহিলেন, হে প্রভো! বিশেশ! হে বিশ্বাত্মন্! আমার এ বরে প্রয়োজন নাই; কারণ, আপনি বিশ্বমূর্ত্তি বিশ্বব্যাপী পরম পুরুষ, আপনার লোমকূপনিচয়ে অখিল ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত রহিয়াছে; অতএব আমি আপনাকে কি প্রকারে উদরে ধারণ করিব? হে জগন্নাথ! একে আমি সামান্য ক্ষুদ্র স্ত্রীজাতি, তাহাতে আবার তাপসী কৃশোদরী; সুতরাং কিরূপে আপনাকে স্বগর্ভে রক্ষা করিব? অতএব হে গোবিন্দ! হে পুরুষোত্তম! এবংবিধ বরের কথা দূরে থাক, আমি আপনাকে মনোমধ্যে চিন্তা করিতেও সক্ষম নহি। অদিতির তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ভগবান্ কহিলেন, হে মাতঃ! হে দেব-জননি! তোমার কোন ভয় নাই, তুমি অবশ্যই আমাকে গর্ভে ধারণ করিবে; কি নিমিত্ত আমাকে গর্ভে ধারণ করিতে এরূপ শঙ্কিতা হইতেছ? আমি যদি জগদীশ্বরই হই এবং তোমার জঠরে আমি যদি প্রবেশ করি, তবে তুমিও অবশ্যই আমাকে ধারণ করিতে পারিবে। দেখ, যে ব্যক্তি, সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, সকলের উপকারক এবং সত্যবাদী ও ক্ষমাশীল; সে আমাকে ধারণ করিয়া থাকে। যাহার চিত্ত দুঃখে অনুদ্বিগ্ন ও সুখে স্পৃহাবিহীন এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী; সে আমাকে সতত ধারণ করে। যে ব্যক্তি, পিতা মাতার প্রীতিকর, গুরুভক্ত, প্রিয় বদ এবং শিবপূজারত; সেই সাধুশীল সর্ব্বদাই আমাকে ধারণ করিয়া থাকে। যে জন, কি শয়ন, কি ভোজন, কি গমন, কি কথন, কি পুণ্য কর্ম্ম-নিচয় সকল অবস্থাতেই আমার প্রিয়কার্য্য করিতে পারে; সে নিরন্তর আমাকে ধারণ করে। যে ব্যক্তি পুরাণার্থ শ্রবণে লোলুপ, সাধুসহবাসী এবং তুলসী ধারণে তৎপর; সে নিত্য আমাকে ধারণ করে। ধন ও পুত্রাদিতে যাহার পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় জ্ঞান আছে, সে পরম বৈষ্ণব, সে নিয়তই আমাকে ধারণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গঙ্গাস্নানে রত, ব্রাহ্মণের প্রতি যাহার অচলা ভক্তি, সেই পরম বৈষ্ণব সর্ব্বদা আমাকে ধারণ করে। যে, রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করে এবং প্রতিদিন হরিহরের পূজায় নিরত; সে পরম বৈষ্ণব, সে সতত আমাকে ধারণ করিয়া থাকে। চণ্ডীপাঠ ও জপে যাহার আসক্তি থাকে, সেই পরমবৈষ্ণব নিয়ত আমাকে ধারণ করিতেছে। শাস্ত্রবিষয়ে যাহার জ্ঞান আছে, যে ব্যক্তি, আমাকে আশ্রয় করিয়া, সমুদয় ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করে; সে আমার পরম ভক্ত বলিয়া অভিহিত হয় এবং সর্ব্বদা সে আমাকে ধারণ করিয়া থাকে। যে জন, সর্ব্বদা মদীয় নামগানে তৎপর, সে পরমবৈষ্ণব; সে সতত আমাকে ধারণ করে। যে ব্যক্তি, সর্ব্বদা হে রাম! হে নারায়ণ! হে অনন্ত! হে মুকুন্দ! হে মধু-সূদন! এই নাম উচ্চারণ করে; সে নিয়তই আমাকে ধারণ করিয়া থাকে। যে

নিয়ত হে পদ্মনাভ। হে কৃপানাথ। হে স্তবেশ। হে শ্রীপুরুষোত্তম। এই নাম গান করে; সে আমাকে ধারণ করিতেছে। যে ব্যক্তি, সর্ব্বদা হে গরুড়ধ্বজ। হে গোবিন্দ। হে মধুসূদন। হে কেশব। এই নাম উচ্চারণ করে; সে আমাকে সতত ধারণ করিয়া থাকে। যাহার মুখে হে শঙ্কর। হে ঈশ। হে নীলকণ্ঠ। হে ত্রিলোচন। এই নাম উচ্চারিত হয়; সে আমাকে সতত ধারণ করে। যাহার মুখমণ্ডল হইতে সতত হে বৃষকেতো। হে ঈশান। হে ভব। হে পার্ব্বতীপতে। এই শব্দ বহির্গত হয়; সে নিয়তই আমাকে ধারণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি, সর্ব্বদা হে চন্দ্রমৌলে। হে বাসুদেব। হে সরিৎপতে। এই নাম গান করে, সে সতত আমাকে ধারণ করিয়া থাকে। মহাবিপদে পতিত হইলেও যে ধর্ম্মত্যাগ না করে, সে দেবগণের প্রিয় হয় এবং সে সর্ব্বদা আমাকে ধারণ করে। যে ব্যক্তি, কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া, নিয়ত ভক্তিসহকারে আমাকে ভজনা করে; সে আমাকে ধারণ করিয়া থাকে। যাহার মুখে সর্ব্বদা দুর্গা, ভদ্রকালী, বৈষ্ণবী ও চণ্ডিকা এই নাম গীত হয়; সে সতত আমাকে ধারণ করে এবং যে রমণী, সর্ব্বদাই পতিসেবায় নিরত, সাধুগণের প্রতি যাহার ভক্তি থাকে ও সকলের প্রতি দয়াবতী, যাহার স্বভাব ও অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ; সে নিয়তই আমাকে ধারণ করিতেছে। মাতঃ। আমি মহান্, আমি দীর্ঘ, আমি বামন, আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি সূক্ষ্ম এবং আমি সুরূপ অথচ কুরূপ। হে সাধ্বি অদিতে। তুমি যেরূপে আমাকে ধারণ করিতে পার, প্রার্থনা কর; আমি সেইরূপেই তোমার পুত্র হইব। তখন অদিতি কহিলেন, হে দেব। আমি যদি বরযোগ্যা বলিয়া আমাকে বর প্রদান করেন, তাহা হইলে, হে কেশব। যেরূপে আমি আপনাকে ধারণ করিতে সক্ষম; এরূপ অতি কৃশও নহে, অতি স্থূলও নহে, বামন মূর্ত্তিতে আমার পুত্র হইবেন। কেশব। আপনি স্বয়ং বামন মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া, বলিকে পরাজয়পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ইন্দ্রের রাজ্য ইন্দ্রকে সমর্পণ করুন। আপনি মদীয় গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া বলিকে পরাজয় করিলে, আপনার এই পাপনাশিনী কীর্ত্তি জগতে চিরদিন জাগরূক থাকিবে। শুক কহিলেন, দেবজননী অদিতি এইরূপ কহিলে, ভগবান্ নারায়ণ, শিবসঙ্গীতে দেহনাশ-হেতু পুনর্ব্বার দেহধারণেচ্ছায় অদিতিকে তথাস্তু বলিয়া, তৎক্ষণাৎ দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইলেন। পরে অদিতিও যথাসময়ে পতি কশ্যপের সেবার্থ তৎসন্নিধানে গমন করিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

শুক কহিলেন, অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে কশ্যপপত্নী অদিতি, পূর্ব্বদিক্‌
রূপ ভাস্করকে ধারণ করিয়া থাকে, কশ্যপ হইতে তাদৃশ গর্ভধারণ করিলেন। পরে
ব্রহ্মাদি দেবগণ অদিতি গর্ভবতী হইয়াছেন শুনিয়া, অলক্ষিতভাবে গর্ভস্থ ভগবান্‌
বিষ্ণুকে স্তব করিতে লাগিলেন। বলিলেন, হে গোবিন্দ! হে পুরুষোত্তম! হে
মধুসূদন! আপনি জগতের এক ঈশ্বর; আমরা আপনাকে নমস্কার করি। হে নিখিল
জগতের পাপহারিন্‌! আপনি সূর্য্যদেবের ন্যায় বিবিধ পাপরূপ হিমপুঞ্জকে নিধন
করিয়া থাকেন। হে দেবাধিদেব! বৈকুণ্ঠ! হে পুরুষোত্তম! আপনি সমুদয় সুরগণের
অগ্রগণ্য, আপনি নিখিল প্রাণিগণের শরীর মধ্যে মনঃ, চক্ষু, কর্ণ, রসনা ও ঘ্রাণরূপ
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থরূপ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী
দেবতারূপে বিরাজ করিতেছেন। আপনিই জীবগণের চৈতন্যস্বরূপ, আপনি
নির্ম্মল ও শ্রীপতি; অতএব আপনাকে বারংবার প্রণাম করি। সুরগণ এইরূপে জগদীশ্বর
নারায়ণকে স্তব করিয়াছিলেন। হে দ্বিজপুঙ্গব! অনন্তর ভাদ্রমাসীয় শুক্লপক্ষে শ্রবণা
নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশী তিথিতে চন্দ্রমুহূর্ত্তে ভগবান্‌ বিষ্ণু, বিপ্র ও দেবগণের মঙ্গলের জন্য
বলির দমনার্থ কশ্যপভবনে অবতীর্ণ হইলেন। তখন কশ্যপ ও অদিতি তাঁহাকে
দেখিলেন, তিনি চতুর্ভুজ এবং তাহাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম বিরাজমান রহিয়াছে।
তাঁহার বক্ষঃস্থলে কৌস্তভ মণি ও শ্রীবৎসচিহ্ন; কর্ণে রত্নময় কুণ্ডল এবং কটিদেশে
পীতবসন শোভা পাইতেছে। তাঁহার কলেবর রক্তবর্ণ। ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাকে
বন্দনা করিতেছেন। কশ্যপ, অতীব অদ্ভুতমূর্ত্তি সেই ভগবানকে সন্দর্শন করিয়া
প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, হে কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! হে হরে! আপনি পরমাত্মা ও
ভক্তগণের ক্লেশনাশক এবং কমলাকান্ত; আমি আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি।
অদিতি কহিলেন, হে কৃষ্ণ! হে হরে! হে পরমাত্মন্‌! আপনি অজ। আপনি আজ হইতে
অদিতের ও কাশ্যপের হইলেন, আমি আপনাকে নমস্কার করি। হে মোক্ষপতে!
সুরগণ সতত আপনার চরণকমল বন্দনা করিয়া থাকেন, হে দেব! পদ্মপলাশলোচন!
আপনাকে স্মরণ করিলে সর্ব্ব দুঃখ দূর হয়; অতএব আপনাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি।
নিখিলব্রহ্মাণ্ড আপনার ক্রীড়াকন্দুকস্বরূপ, আপনি প্রতি নিয়ত উহা নিক্ষেপ বিক্ষেপ
প্রতিক্ষেপ করিতেছেন; অতএব আপনাকে বারংবার নমস্কার। হে বিষ্ণো! আপনার
কৃপা হইলে জীবগণ পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে, তপস্যা আপনার হৃদয়স্বরূপ এবং
এক মাত্র ভক্তিই আপনাকে সাক্ষাৎকার করিবার উপায়; আপনি নিষ্কলা পরমা
আত্ম মূর্ত্তিতে প্রাণিগণের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছেন, আমি আপনাকে ভূয়োভূয়ঃ
নমস্কার করি। প্রাণায়ামাদি দ্বারা যাহাদিগের সমুদয় পাপরাশি নির্দ্ধূত হইয়াছে,

তাদৃশ যোগিগণই আপনাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। চন্দ্র, সূর্য্য আপনার চক্ষুর্দ্বয়, ব্রাহ্মণগণ ও অগ্নি আপনার মুখ; দশদিক্ কর্ণ; স্বয়ং বায়ুদেব শ্বাস প্রশ্বাস; পৃথিবী আসন; গগনদেশ মুকুট; দক্ষিণ ও উত্তর দিক্ মহাবল বাহুযুগল এবং পূর্ব্বদিক্ নাসাগ্র ও পশ্চিম দিক্ আপনার পৃষ্ঠস্বরূপ; আমি আপনাকে অসংখ্যবার প্রণাম করি। হে দেব! চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি আপনার আজ্ঞাকারী; আপনার উদরমধ্যে ভূর্ভুবাদি সপ্তম লোক অবস্থিতি করিতেছে। ভবদীয় মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং মনঃ, চক্ষুঃ, কর্ণ ও ত্বক্ হইতে আশ্রম-চতুষ্টয় সমুৎপন্ন হইয়াছে। আপনার মস্তক অনন্ত, চক্ষুঃ অনন্ত ও চরণ অনন্ত। আপনি কোটি কোটি আদিত্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর এবং সর্ব্বদা সমভাবাপন্ন। আপনাকে নেত্রগোচর করিলে, নিখিল অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়। মহাপ্রলয়কালে একমাত্র আপনিই বিরাজ করিয়া থাকেন। আপনার শক্তি অপার। আপনি যেরূপে দৃষ্ট হইতেছেন, কেবল এরূপ নহে। আপনি গুণত্রয়ভেদে পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তিতে সৃষ্টি স্থিতি লয় করিয়া থাকেন। আপনি কেবল ভক্তের মনোবাঞ্ছা-পূরণার্থই মদীয় গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন, এজন্য আপনাকে সংখ্যাতীত নমস্কার করি। আপনি গর্ভ-দুঃখ-বিবর্জ্জিত এবং ভক্তগণের গর্ভদুঃখ-বিনাশক, অতএব হে দেব! আপনাতে আমার যেন পুত্রবুদ্ধি না হয়। হে প্রভো! আপনিই পৃথক্ পৃথক্‌রূপে জীবগণের পিতা, মাতা, পুত্র, গুরু, ইষ্টদেবতা, ভার্য্যা, পতি ও শিষ্য, ফলতঃ আপনিই সর্ব্বরূপী। শুক কহিলেন, সেই সর্ব্বদুঃখহারী ভগবান্ হরি, অদিতিকে এবংবিধ স্তব করিতে শুনিয়া কহিলেন, হে মাতঃ! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য, ইহার কিছুমাত্র অন্যথা নাই। জননি! আপনি আশ্বস্ত হউন, এই আমি আপনার কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত বামনমূর্ত্তি ধারণ করিলাম। ভগবান্ এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ বামন মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। হে মুনে! অনন্তর কশ্যপ, তদর্থে বহুবিধ মঙ্গলোৎসব করিলে, পর্ব্বদিবসে সমুদ্রের ন্যায় সর্ব্বমঙ্গলপূর্ণ, জবা-কুসুম সঙ্কাশ, মহাদ্যুতি সেই কশ্যপনন্দন শিশু বামন দেব পরমশোভা পাইতে লাগিলেন। পরে কশ্যপ, তাঁহার নামকরণ করিলেন। ইন্দ্রের অনুজ বলিয়া তাঁহার নাম উপেন্দ্র, খর্ব্বকায় হেতু বামন, রক্তবর্ণ বলিয়া রক্ত এবং কশ্যপ ও অদিতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া কাশ্যপেয় ও আদিতেয় নাম হইল। উক্ত বামনদেব ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ হইয়া অবতীর্ণ হন। অতঃপর, কিয়ৎকাল অতীত হইলে কশ্যপ, পুত্রকে উপনয়নযোগ্য জানিয়া, দেবগণ ও ঋষিগণকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক বিশুদ্ধ বহ্নিতে যথাবিধি আহুতি দান করিলে, বৃহস্পতি মুঞ্জান্বিত যজ্ঞসূত্র এবং স্বয়ং সূর্য্য-দেব আগমন করিয়া গায়ত্রী প্রদান করিলেন। অনন্তর শিবসুন্দরী পার্ব্বতী আগমন-পূর্ব্বক ভিক্ষাদানার্থ বামনদেবকে কহিলেন, হে বিপ্র! আমি তোমাকে প্রথম ভিক্ষা দান করিতেছি, তুমি এই জরামরণ-হারিণী ভিক্ষা গ্রহণ কর। বামন কহিলেন,

হে মাতঃ পার্ব্বতি! আপনার ভিক্ষা পরম প্রার্থনীয়, অতএব প্রদান করুন। এই বলিয়া ভগবান্ বামনদেব, স্বস্তি এই বাক্য উচ্চারণ করত অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা তাহার কিয়দংশ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। হে জৈমিনে! পরে গগন, তাঁহাকে ছত্র, ধরাদেবী পাদুকাদ্বয়, শঙ্কর ভিক্ষাপাত্র ও মনোহর কৌপীন, যম দণ্ড, ব্রহ্মর্ষিগণ দর্ভনিচয়, ব্রহ্মা কমণ্ডলু এবং শৈলগণ শুক্লতিলক ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দান করিলেন। বামনদেব এইরূপে পরম তেজস্বী হইয়া ভূমণ্ডলে অপর রাজাধিরাজের তুল্য দেদীপ্যমান হইতে লাগিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু বামন পরিসমূহনান্তে যথাক্রমে পরম গুরু মাতা ও পিতাকে প্রণাম করিয়া, ব্রহ্মাদি দেবগণ, সমুদয় ঋষিগণ এবং ব্রাহ্মণেভ্যঃ নমঃ বলিয়া, একদা নিখিল ব্রাহ্মণগণকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, আমি এক্ষণে গুরুকুলে গমন করিব, আপনারা সকলে অনুমোদন করুন, পুনরায় সমাবর্ত্তনান্তে আগমনপূর্ব্বক আপনাদিগকে দর্শন করিব। শুক কহিলেন, বামনদেব এইরূপ বলিয়া গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অদিতি এবং কশ্যপাদি অন্যান্য সকলে যথাযোগ্য চিন্তা করিতে লাগিলেন; অদিতি ভাবিলেন, এই অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণু কশ্যপ হইতে মদীয় গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, এক্ষণে মহাপ্রভাব সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইয়া গুরুকুলে বাসার্থ গমন করিতেছেন। ইনি, কীদৃশ উপায়ে বলিকে পরাজয় করিবেন জানি না এবং সকলেই ভাবিতে লাগিলেন, এই ভূমণ্ডলে বালক বামনরূপী ভগবান্ ব্রাহ্মণ হইয়া কি প্রকারে বলিকর্ত্তৃক অপহৃত রাজ্য পুনরায় ইন্দ্রকে দান করিবেন? সমুদয় দেবগণ যাহা হইতে শঙ্কিত, ধর্ম্মাত্মা বামন কিরূপেই বা তাদৃশ দৈত্যপতি বলিরাজকে পরাভূত করিবেন? আমাদিগের বিবেচনা হয়, বিরোচনপুত্র বলি, বামনদেবের প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া নিঃসন্দেহ উঁহাকে সমুদয় রাজ্য সমর্পণ করিবে, পরে উনিও দানবলব্ধ নিখিল রাজ্য ইন্দ্রকে দান করিবেন। বলিরাজ, দাতা ও ধর্ম্মাত্মা, তাহাকে কোনরূপ দণ্ড করা কর্ত্তব্য নয়, এই বিবেচনাতে ইন্দ্রের জন্য বিপ্ররূপে ভিক্ষা করিবেন। তাহারা ঈদৃশ চিন্তা করিতে লাগিলে বিপ্রকুমার বামন কতিপয় ব্রাহ্মণের সহিত গুরুগৃহে গমন করিলেন। অনন্তর বৃহস্পতির নিকট ব্যাকরণ, বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায়, পাতঞ্জল, সাংখ্য ও বৈশেষিক এই ষড়্দর্শন এবং সমস্ত স্মৃতি শাস্ত্র, আগম, নিগম ও শিক্ষাকল্পাদি সমুদয় বেদাঙ্গ অল্পকালমধ্যে অধ্যয়ন করিয়া, গুরুদক্ষিণার্থ বৃহস্পতিকে কহিলেন, হে মহাভাগ! হে গুরো! আপনি আমাকে নিখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন, এক্ষণে কি দক্ষিণা দিয়া আপনার ঋণ হইতে মুক্ত হই? গুরু, যদি শিষ্যকে একটী মাত্র বর্ণ শিক্ষা দেন, ত্রিভুবনে এমত কোন বস্তু নাই, যাহা দান করিয়া শিষ্য সেই গুরুর ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে। কেবল, গুরু যদি স্বয়ং প্রসন্ন হন, তবে সামান্য বস্তুও গুরু দক্ষিণার যোগ্য হইতে পারে। আপনি ত আমার সমুদয় শাস্ত্র বিষয়ে জ্ঞানদাতা,

আপনাকে আর আমি কি দিব? আপনি স্বয়ংই আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে বৃহস্পতে! আমার কিঞ্চিৎ ভক্তিমাত্রই সম্বল। তখন বৃহস্পতি কহিলেন, আপনি অখিল জগতের ঈশ্বর হইয়াও বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া, লোকশিক্ষার্থ সমুদয় বিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন, নতুবা আপনিই সর্ব্বশাস্ত্রের কর্ত্তা, সর্ব্বলোকের পতি ও সর্ব্বলোক হইতে অতীত। আমি যে আপনাকে শিষ্যরূপে লাভ করিয়াছি, ইঁহাপেক্ষা দক্ষিণা কি হইতে পারে যে, তাহা ইচ্ছা করিব? আপনি যে জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাই আমার পরম দক্ষিণা। দেবরাজ বলিকর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়াছেন, এক্ষণে আপনার প্রসাদে পুনরায় রাজ্য লাভ করিবেন, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় কি আছে? আমি পরম প্রসন্ন হইলাম, যথাপ্রয়োজন গমন করুন। শুক কহিলেন, অদিতিনন্দন বামন দেব বৃহস্পতিকর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া, তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কতিপয় ব্রাহ্মণের সহিত গমন করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, হে বিপ্র! তখন ভগবান্ অদিতিনন্দন বামন সর্ব্বদর্শী হইলেও লোকযাত্রা-অনুষ্ঠানের ছলে সেই ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! সম্প্রতি তপস্যাচরণের জন্য আমি ভূমি-ভিক্ষার্থী; যথায় তপস্বী হইয়া তপস্যা করিব? এইরূপ ভূমি আমায় কোন্ ব্যক্তি প্রদান করিবে, ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, এক্ষণে এই সমস্ত ভূমি বিরোচনপুত্র বলি রাজার অধিকৃত; সেই যাগশীল দাতা ব্রাহ্মণ-ভক্ত রাজা সম্প্রতি নর্ম্মদা নদীর উত্তরতীরে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকটে গমন-পূর্ব্বক নিজ প্রয়োজনসাধিকা ভূমি প্রার্থনা কর। শুকদেব কহিলেন, তখন সেই বালক বামন "তথাস্তু" বলিয়া বলির নিকটে গমন করিতে মানস করিলেন। তদীয় গমনকালে পদে পদে ধরণী কম্পমানা হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ঋষিমণ্ডল-বেষ্টিত যজ্ঞাসনে আসীন বলিরাজ দূর হইতে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া, মনে মনে বিবিধ তর্ক করিতে লাগিলেন; সাক্ষাৎ সূর্য্যদেব কি আসিতেছেন! চন্দ্র ত দিবসে উদিত হয় না; তবে কি অগ্নি? না সনৎকুমার? সত্ত্বগুণের লক্ষণ থাকায় ভগবান্ রুদ্র ত নহেনই। তিনি এইরূপ বহু তর্ক করিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখিতে দেখিতে মেদিনী কম্পিত করিয়া বামনদেব উপস্থিত হইলেন। তখন তদীয় তেজে আকৃষ্টচিত্ত বলিরাজ অধৈর্য্য হইয়া নিবারিত হইলেও আসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে জলদগ্নিনিভ সুবর্ণাসন প্রদান করিলে তিনি তাহাতে উপবেশন করিলেন। রাজা স্বহস্তে তদীয় পাদদ্বয় প্রক্ষালিত করিয়া সেই

পাদোদক মস্তকে ধারণ করত যজ্ঞকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎপূজায় মনোনিবেশ করিলেন। বলিরাজ নির্ম্মল অন্তঃকরণে তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে বলিতে লাগিলেন। হে মহাবাহো! আপনার কুশল ত? হে মহামুনে! আপনাকে প্রণাম; অদ্য ব্রহ্মর্ষিগণের সাক্ষাৎ তপস্যা আমার নয়নগোচর হইল। আপনাকে কিঞ্চিৎ দান করিতে আমার বাসনা হইতেছে, আপনিও বোধ হয় কোন বিষয়ের প্রার্থী হইয়া আসিয়া থাকিবেন; আপনার মত যাচক পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। বামন বলিলেন, হে ধার্ম্মিকবর প্রহ্লাদপৌত্র! তোমার এই বাক্য অনুরূপই বটে; তুমি যজ্ঞ করিতেছ শুনিয়া আমি তোমার নিকট যাচকভাবে উপস্থিত হইয়াছি। প্রার্থনা করিলে তুমি যে আমাকে কিঞ্চিৎ প্রদান করিবে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা ব্রাহ্মণ বহনিস্পৃহ, স্বল্পই যাচ্ঞা করিয়া থাকি। বলি কহিলেন, আপনাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব দেখিতেছি; আর আমি যখন ধনাঢ্য; তখন আপনি বহুতর ত্যাগ করিয়া স্বল্প যাচ্ঞা করিবেন কেন? আমার কাছেই সর্ব্বপ্রার্থনা প্রাপ্ত হইবেন; আপনি কেন স্বল্প অর্থ লইয়া পুনরায় অন্যের নিকট যাচ্ঞা করিবেন? অতএব আপনি সাগর, শৈল, দ্বীপ, নগর, গ্রাম, বন বা কোটি কোটি হস্তী, অশ্ব, রথ, অথবা লক্ষ কোটি মণি, মুক্তা, স্বর্ণ ও রৌপ্য যাহা ইচ্ছা হয়, আমার নিকট যাচ্ঞা করুন। আমি প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী, ভবাদৃশ মহাত্ম-ব্যক্তিকে স্বল্প অর্থ কিরূপে দিব? হে ব্রাহ্মণবর! আপনার প্রসাদে যখন আমার এই বিপুল রাজ্যসম্পত্তি; তখন আপনাকে দিতে আমার কৃপণতা নাই। অতএব হে বামন! যাদৃশ দাতা ও যাচক তদনুরূপ যাচ্ঞা করুন। বামন বলিলেন, হে দয়ালো বদান্যবর! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য বটে; কিন্তু যে পরিমাণে দাতা, আমি সে পরিমাণে অর্থী নহি। তোমার প্রচুর ঐশ্বর্য্য আছে বটে, কিন্তু আমি তাপসবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার সামান্য অর্থের প্রয়োজন হইয়া থাকে। হে বলিরাজ! অল্প ও বিস্তর, অপেক্ষা-বুদ্ধিতেই অপর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং আমি যে স্বল্প বস্তু প্রার্থনা করিতেছি, তাহা অন্যাপেক্ষায় বহু হইবে সন্দেহ কি? দেখ এই ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যও দশটী ব্রহ্মাণ্ডের কথা চিন্তা করিলে অতি অল্পই বোধ হইয়া থাকে অতএব হে ভূপতে! তুমি, স্বল্প কি বহু কিরূপে জানিলে? যাচকজনের যেরূপ দ্রব্য প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহাই তাহাকে দেয়; এ বিষয়ে অল্প কি বহু ভাবনা করা উচিত নহে! স্বল্পদান ও অদান এই উভয়ই সমান এ অভিমান ত্যাগ কর। কারণ যে ব্যক্তি, সে অল্পই হউক, আর বহুতরই হউক, অবশ্য দান করিয়া থাকে। হে বলে! আমি যাহা যাচ্ঞা করিতেছি, তাহাই প্রদান কর। বলি কহিলেন, হে দ্বিজবর! আপনার অভীষ্ট কি বলুন, শ্রবণ করি। কারণ অভিপ্রায় না জানিলে কিছুই হয় না। এ বৃথা বাক্যেও প্রয়োজন নাই। বামন বলিলেন, আমি ব্রাহ্মণ-বালক তপস্যা করিব; তন্নিমিত্ত তোমার নিকট ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করি; তাহা দিলেই আমি কৃতার্থ হইব, তোমারও সমস্ত প্রদান করা হইবে; একে ত ব্রাহ্মণ নিস্পৃহ,

তাহাতে আবার আমি তোমার যাচক। হে বলিরাজ! পুনরপি আমার উচিত বাক্য শ্রবণ কর। আমার যাচ্ঞাস্বরূপ ত্রিপাদ-পরিমিত স্থান প্রদান কর; আর তুমি যে প্রত্যেক বস্তু দিবার ইচ্ছায় সাগর-শৈলাদি কীর্ত্তন করিলে এই ত্রিপাদ ভূমি দিলে, তৎসমস্তই দান করা হইবে। হে মহাভাগ! এ যাচ্ঞা দানযোগ্য বিবেচনা করিও না, এক্ষণে আমার এই তিন পাদ-পরিমিত ভূমি দান কর। বলি কহিলেন, হে বামন! আশ্চর্য্য! তোমার বাক্য চঞ্চল হইবার নহে; হে দ্বিজবর! এইরূপ যাচ্ঞায় তোমার মতি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? সর্ব্বতোভাবে তুমি বামনই বটে। হে সভ্যগণ! তোমরা কি বল? তবে ইহাঁকে এই অভীষ্ট অর্থই প্রদান করা যাউক। সভ্যগণ বলিল, হাঁ, এই ব্রাহ্মণ-কুমার যাহা যাচ্ঞা করিতেছেন, তাহাই প্রদত্ত হউক; কারণ যে ব্যক্তি অল্পপ্রার্থী, তাহাকে তাহা দিলে কীর্ত্তি ব্যতীত অকীর্ত্তি নাই। শুকদেব কহিলেন, তখন বলিরাজ এইরূপে বামনদেবের নিশ্চিত বাক্য জানিয়া, হে বামন! আপনার অভীষ্ট মত বস্তু দান করিতেছি, গ্রহণ কর। এই কথা বলিয়া যেমন তাম্রপাত্রে তিল, জল ও কুশ লইয়া "ওঁ তৎসৎ" উচ্চারণ করিবেন, অমনি শুক্রাচার্য্য কহিলেন, হে রাজন্! বিরত হও, যদি সত্যই প্রদান করিবে, তবে তাম্রপাত্র ত্যাগ করিয়া আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে সত্তম! দাতা ব্যক্তি দান ও পাত্র বিচারপূর্ব্বক দান করিয়া থাকে। তুমি এই গ্রহীতা ব্যক্তিকে অবগত আছ? তোমার অভিপ্রেত দানই বা কি? তুমি রাজা এ সমস্ত বিচার না করিয়া, কেন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ? বলি কহিলেন, হে আচার্য্য! আপনাকে প্রণাম, হে ভার্গব! ইহাঁর ব্রহ্মতেজে আমি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছি যে, কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই; ব্রাহ্মণ জানিয়াই দানে উদ্যত হইয়াছি। আপনি যদি এই দ্বিজবরকে জ্ঞাত থাকেন, তবে ইহাঁর নাম, গোত্র ও অভীষ্ট কর্ম্ম অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন। শুক্রাচার্য্য কহিলেন, হে মহাভাগ বলিরাজ! ইনি সাক্ষাৎ সনাতন বিষ্ণু, মায়াবলে কশ্যপের ঔরসে ও অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তোমার অপকারার্থে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বলি কহিলেন, ইনিই কি সেই বিষ্ণু, হরি, প্রভু-নারায়ণ! দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধ্যর্থে অবতীর্ণ হইয়াছেন? তবে আমার অপকারী কিসে? শুক্রাচার্য্য কহিলেন, হে নৃপতে! আপনি ইন্দ্রের নিখিল রাজ্য ভোগ করিতেছেন, তাই ত্রিপাদচ্ছলে আপনার কাছে তাহাই ইনি প্রার্থনা করিতেছেন। এক পদে মর্ত্ত্য, দ্বিতীয় পদে স্বর্গ ও দেহ দ্বারা সমগ্র নভঃস্থল ইনি আক্রমণ করিবেন; তৃতীয় পদের কার্য্যার্থ কিছুই নাই যে তুমি প্রদান করিবে। বলি কহিলেন, ইহাঁর দুইটী মাত্র পদ দৃষ্টিগোচর হইতেছে; তৃতীয় পদ ত দেখিতে পাইতেছি না, তবে কেন ইনি তিন পদে ত্রিপাদ ভূমি চাহিতেছেন? সকলেরই দুইটী মাত্র পদ আছে, ইনি আবার কোথা হইতে তৃতীয় পাদ-পদ্ম প্রাপ্ত হইলেন? শুক্র কহিলেন, ইন্দ্রের রাজ্যগ্রহণ করায় তোমার দমনের নিমিত্ত মেদিনী-

প্রকম্পক রজস্তমঃস্বরূপ মহৎ পদদ্বয় ধারণ করিয়া বিষ্ণু বামনরূপে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনার সাত্ত্বিক বাক্যে সত্ত্বরূপ লঘু-প্রকাশক অপর একটী তৃতীয় পদ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব হে ভূপতে! ইহাঁর তিন পদ হইয়াছে; এই তিন পদের সামগ্রী দান করিয়া আপনার স্থান রহিবে না, যথায় যাইবেন। বলি কহিলেন, হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! ইনি ত্রিপাদচ্ছলে আমায় দণ্ড করিতে হয় করুন, ইহাঁর তৃতীয় পদের স্থান নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে স্থল থাকিবে। ইনি কখনই সেই অখিলাত্মা বিষ্ণু নহেন; তাহা যদি হইবে, তবে এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন কেন? অথবা ইহা অপেক্ষা আমার আর পরম সৌভাগ্য কি আছে যে, বামনরূপী সনাতন বিষ্ণু আমার নিকট যাচ্ঞা করিতেছেন? ইহা তো সামান্য, ইনি যাহাই প্রার্থনা করুন না আমি সমস্ত দিতে প্রস্তুত আছি। ফলতঃ এই প্রার্থনায় আমার প্রতি পরম অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে। আমার দানশক্তি ও ব্রাহ্মণভক্তি জানিতে পারিয়া সেই দেব ব্রাহ্মণ হইয়া আমার নিকট যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা পরম সৌভাগ্য কি আছে? জাতি ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞরূপী বিষ্ণু স্বয়ং যখন যাচক; তখন ইহাঁকে যে অভীষ্ট দান করিব, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। আমি যখন দান করিব বলিয়াছি, তখন আমার বাক্য যে মিথ্যা হইবে? শুক্রাচার্য্য কহিলেন, হে মহামতে! স্থল-বিশেষে মিথ্যাও ধর্ম্ম; সত্যও অধর্ম্ম হইয়া থাকে। এবিষয়ে আদি কবি যাহা বলিয়াছেন, শ্রবণ কর। স্ত্রীলোকের নিকট, পরিহাসস্থলে, বিবাহ বিষয়ে, জীবিকার্থে, প্রাণসংশয়ে, গো-ব্রাহ্মণার্থে ও প্রাণিবধ বিষয়ে মিথ্যা দূষণীয় নহে। অতএব আপনি যখন সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন, তখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করুন; নতুবা সর্ব্বস্বরক্ষা ও প্রাণরক্ষা হইবে না। বলি কহিলেন, যদি আপনি ইহাই জানেন, তবে পূর্ব্বে বলেন নাই কেন? যখন দান করিব, এই কথা বলা হইয়া গিয়াছে, তখন ইহা বলিলেন: ইহাতে জানিলাম, আপনার বুদ্ধি ভগবান্ বিষ্ণুরই কার্য্যের অনুকূল ও এইরূপ ব্রাহ্মণ কপটভাবে ভূতলে বিচরণ করিয়া থাকেন। যাহা ভবিতব্য, তাহা হইবেই—ভগবান্ বিষ্ণুকে আমি সর্ব্বস্ব দান করিব। এক্ষণে আমার পতিব্রতা প্রিয়তমা ভার্য্যা বিন্ধ্যাকে আহ্বান করুন; আমি সস্ত্রীক হইয়া সনাতন বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিব। দেখুন, বিষ্ণুভক্তগণের অশুভ কখনই হয় না। এই সনাতন নারায়ণ বিষ্ণু আমাদিগের কুলদেবতা, ইনিই প্রহ্লাদের প্রাণরক্ষার জন্য নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। এই কথা বলিয়া বলিরাজ জলপাত্র গ্রহণ করিলেন। তিনি সস্ত্রীক হইয়া তাম্রপাত্রে কুশ তিল জল লইয়া "ওঁতৎসৎ" উচ্চারণ করত মাস পক্ষাদি উল্লেখপূর্ব্বক নিষ্কামভাবে দান করিলেন। তৎক্ষণাৎ বামনের বামনমূর্ত্তি তিরোহিত হইল। ভগবান্ বিষ্ণুর সাত্ত্বিক পদ দ্যুলোকের দিকে উৎপতিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিল। তখন ব্রহ্মা পূর্ব্বসঞ্চিত নিজ কমণ্ডলুস্থ গঙ্গাজল সেই পদে প্রদান করিলে অমনি তাহা স্থগিত হইল। তাঁহার রাজস-পদে ভূতল ও দেহ দ্বারা নভোমণ্ডল

পরিব্যাপ্ত হইল ; কেবল তামস-পদ বাকী রহিল। তখন ভগবান্ "তৃতীয় পদের স্থান প্রদান কর" বলিয়া বলিকে বন্ধন করিলেন। তাহা দেখিয়া তদীয় পত্নী বিন্ধ্যা বলিল, হে প্রভো দেব জগন্নাথ। বিরোচনপুত্র এই বলিরাজ অসুর হইয়াও কপটভাবে আপনারই সেবা, আপনারই নাম কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিয়াছেন ; তবে কেন ইনি বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইলেন? ইনি ত আপনাকে চরণদ্বয়ের যোগ্য স্থান দিয়াছেন, তবে একটী চরণের যোগ্য স্থান দেওয়া বাকী আছে বটে, কিন্তু ইঁহার ত মস্তক রহিয়াছে ; অতএব শ্রীচরণার্পণে তাহা গ্রহণ করুন ; তাহা হইলে ইনি অসুর হইয়াও মুক্তিপ্রাপ্ত হউন ও আপনার সেবক বলিয়া বিখ্যাত হউন। শুকদেব কহিলেন, ভগবান্ হরি বিন্ধ্যার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তৃতীয় চরণ তদীয় পতিমস্তকে অর্পণ করিলেন; অমনি চতুর্দ্দিকে জয় জয় ধ্বনি নিনাদিত হইল। তখন এইরূপে বলিরাজকে মুক্ত করিয়া তিনি মধুরাক্ষরে বলিতে লাগিলেন, এক্ষণে ইন্দ্রকে নিখিল রাজ্য অর্পণ করিলাম ; হে রাজন্! তুমিও তোমার পিতামহ প্রহ্লাদের সহিত চল পাতালে চল। অষ্টম মন্বন্তর আগত হইলে তুমি ত্রৈলোক্যাধিপতি ইন্দ্র হইবে। হে মহামতে! আমি গদাপাণি হইয়া তোমার ক্রীত দৌবারিকরূপে সেই পাতালে অবস্থিতি করিব। সর্ব্বস্বদানজনিত তোমার এই নির্ম্মল কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইবে। তোমার তুল্য ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠও হয় নাই ও হইবে না ; কারণ আমি বিপক্ষ হইলেও আমায় স্বয়ং সর্ব্বস্ব দান করিলে। আমি পূর্ব্বে যেমন প্রহ্লাদার্থ অদ্ভুত নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলাম ; অদ্য তোমার জন্য তদ্রূপ বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে আরব্ধ কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া পাতালে প্রবেশ কর। শুকদেব কহিলেন, তখন মহাত্মা বামনরূপী কৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর বলি রাজা অবশিষ্ট কর্ম্ম সমাধা করিয়া পিতামহ প্রহ্লাদের সহিত পাতালে গমন করিলেন, ভগবান্ বিষ্ণুও অন্তর্হিত হইয়া পাতালে গদাধর মূর্ত্তিতে অংশরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে সাধো জৈমিনে! বামন দেবের এই পুণ্য-চরিত্র আমি তোমায় যথামতি বলিলাম, ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে নরগণ সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া থাকে, ধনার্থী ব্যক্তি ধর্ম্ম ও যশের নিদান স্বরূপ ধন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ অনুভব করে। রাজ্যার্থী রাজ্য পায়। পুত্রার্থী পুত্র লাভ করে। বন্ধ্যার বন্ধ্যাত্ব যায় ও কুরূপের সুরূপ হইয়া থাকে। ধর্ম্ম, বিদ্যা, আরোগ্য ও অক্ষয় ফল ইহা প্রদান করে। পুণ্য তিথিতে এই বামনচরিত একাগ্রচিত্তে পাঠ করিবে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ও দেবপূজা সময়ে পাঠ বা শ্রবণ করায়, সে বিষ্ণু-ভক্তিবলে পরম মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, যখন ভগবানের সত্ত্বরূপ চরণ ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধভাগ ভেদ করিল, তখন ব্রহ্মা কমণ্ডলুজল প্রদান করিলেন; অমনি সত্ত্বগুণাশ্রয় হরি নিজ চরণ স্থগিত করিলেন। প্রফুল্ল রাজীব তুল্য উজ্জ্বল শ্রীকৃষ্ণের সেই চরণ তথায় গঙ্গা যে ভাবে ছিল, সেই ভাবে অবস্থান করিল; স্বয়ং হরি অন্তর্হিত হইলেন, তদীয় চরণ গঙ্গাশ্রয় হইয়া রহিল। তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া গঙ্গা যেরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হন, তাহা বর্ণন করিতেছি; একতান মনে শ্রবণ কর। বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে চতুর্মুখ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র সূর্য্য। সূর্য্যের পুত্র শ্রাদ্ধদেব নামে প্রসিদ্ধ মনু জন্মগ্রহণ করেন। পটুনামে তাঁহার পুত্র জন্মায়; তিনি ইক্ষাকু বলিয়া বিখ্যাত হন। তাঁহার পুত্র বিকুক্ষি; বিকুক্ষির পুত্র পুরঞ্জয়, তৎপুত্র অনেনা, তাঁহার পুত্র পৃথু। পৃথু হইতে বিশ্বগন্ধি, তাঁহা হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে যুবনাশ্ব, তৎপুত্র শ্রাবস্ত, শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব, তদাত্মজ দৃঢ়াশ্ব, তদীয় সুত হর্য্যশ্ব উৎপন্ন হন। তাঁহা হইতে নিকুম্ভ, নিকুম্ভ হইতে হরিণাশ্ব, তৎপুত্র কৃশাশ্ব, কৃশাশ্ব হইতে সেনজিৎ, তাঁহার পুত্র যুবনাশ্ব, তৎপুত্র মান্ধাতা, তদীয় পুত্র পুরুকুৎস, তাহার পুত্র অনরণ্য, তথা হইতে হর্য্যশ্ব জন্মিয়াছিলেন। তাহার পুত্র ত্র্যরুণ, তাহা হইতে ত্রিবন্ধন, ত্রিবন্ধন হইতে ত্রিশঙ্কু, তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র। তস্য পুত্র রোহিত, তদীয় পুত্র হারীত, তদাত্মজ চম্প, তৎসূনু বসুদেব, বসুদেবাত্মজ বিজয়, বিজয়ের পুত্র ভরুক, তদীয় নন্দন বৃক। বৃকের পুত্র বাহুক, তাঁহার পুত্র সগরনামে প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হন। সুমতি ও কেশিনী নামে উক্ত সগররাজের দুই ভার্য্যা ছিল। প্রথম ভার্য্যা ঔর্ব্বমুনির বরে ষষ্টিসহস্র পুত্র প্রসব করেন; দ্বিতীয় ভার্য্যা কেশিনীর অসমঞ্জস নামে একটী মাত্র পুত্র হয়। কালক্রমে রাজা সগর আপন পুত্রদিগকে সুপুত্র বলবান্ ও পৃথিবী ধারণক্ষম দেখিয়া ঋষি ও দেবগণকে আহ্বান করিয়া স্বয়ং যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞীয় অশ্ব উন্মুক্ত হইল। ইতিমধ্যে হে বিপ্র! নাগগণ অসূয়া-পরবশ হইয়া তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্ব হরণপূর্ব্বক মহাতলবাসী সদা সমাধিমগ্ন কপিল মুনির নিকট রাখিয়া দিল। এদিকে রাজা ঘোটক অপ্রাপ্ত হইয়া অশ্বান্বেষণের নিমিত্ত ষষ্টিসহস্রসংখ্যক পুত্রকে নিযুক্ত করিলেন। তাহারা সপ্তদ্বীপ, বর্ষ ও সপ্তস্বর্গে অন্বেষণ করিয়া সেই অশ্ব প্রাপ্ত হইল না। তখন তাহারা কুদ্দাল দ্বারা পৃথিবী খনন করত বিবরে প্রবেশ করিল। এইরূপে অতল, বিতল, সুতল, তল ও রসাতল ভ্রমণ করিল বটে, কিন্তু অশ্ব দেখিতে পাইল না। তৎপরে তাহারা মহাতলে প্রবেশ করিবামাত্র নাগগণ অন্তর্হিত হইল। তখন তাহারা দেখিল একজন মুনির সমীপে সেই অশ্বটী বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহারা পিতার অশ্ব দেখিয়া ও সেই মুনিকে অশ্বচোর ভাবিয়া নির্জ্জনে পাইয়া বিবিধরূপে তাড়না করিল। প্রথমে তাহারা

মহাশব্দ করিয়া ঢক্কাদি বাদ্য বাজাইতে লাগিল; তৎপরে প্রহারের অযোগ্য সেই মুনিকে সবলে পাদপ্রহার করিল। অনন্তর তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল। তখন সেই কপিল মুনি নয়ন উন্মীলিত করিয়া তমঃপ্রকৃতি সেই দুরাত্মাদিগের প্রতি হুঙ্কার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারা ভস্মসাৎ হইল। ওদিকে রাজা সগর স্বীয় পুত্রগণের বিলম্ব দেখিয়া চিন্তিত আছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ আসিয়া তাহাদিগের মৃত্যুবার্ত্তা তাঁহাকে শুনাইলেন। তদনন্তর তিনি ব্রহ্মকোপানলে এই অনর্থ ঘটিয়াছে জানিয়া পৌত্র অংশুমানকে নিযুক্ত করিলেন। তখন অসমঞ্জসের পুত্র অংশুমান্ পিতামহের আদেশক্রমে পিতৃব্যগণের গতি অনুসারে মহাতলে গমনপূর্ব্বক তথায় মহাপুরুষ ভগবান্ কপিল মুনিকে দর্শন করিলেন। তিনি তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করত কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, হে সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তক দেবগণের পূজ্য, বিশ্বকারণ, বিশ্বপতে, বিশ্বাত্মন্, ভগবন্ নারায়ণস্বরূপ প্রভো কপিলমুনে! আমার পিতামহ মহাযশস্বী সগরনামক রাজাধিরাজ মর্ত্ত্যলোকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছেন; এমন সময়ে মহাবলশালী নাগগণ তাঁহার এই যজ্ঞীয় অশ্ব হরণপূর্ব্বক আপনার নিকটে বন্ধন করিয়া রাখিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল। হে প্রভো! এই অশ্বের নিমিত্ত তমঃস্বভাব আমার পিতৃব্যগণ এই-স্থানে আসিয়া আপনার উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিয়াছিল; তাহাতেই নষ্ট হইল। হায়! ব্রহ্মদণ্ডে নিহত হইয়া তাঁহাদিগের কিনা দুর্গতি হইয়াছে। হে প্রভো! এক্ষণে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে উদ্ধার করুন ও আমার পিতামহের এই অশ্বটীকে প্রদান করুন। কপিল কহিলেন, হে অংশুমন্! তোমার মঙ্গল হউক, এই যজ্ঞিয় অশ্ব লইয়া যাও, দেখ মহাত্মা সাগরের পিণ্ড ও ধারা তোমা হইতেই রক্ষা হইবে—ইহারা পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়াছে, রাজ্ঞী সুমতির পুত্র হওয়া না হওয়া সমান;—ইহাদিগের তমঃস্বভাব বশতঃ কোন মতে শ্রেয়ঃ নাই। হে তাত! তবে আমার দর্শন কদাচ নিষ্ফল হইবার নহে; যদি পুণ্যজলা গঙ্গাদেবী ব্রহ্মাণ্ডমস্তক ভেদ করিয়া বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে এইস্থানে আগমন করেন, তবে এই মোহগ্রস্ত তোমার পিতৃব্যগণের সদ্গতি হইবে। সেই দুরারাধ্যা শিববল্লভা দেবী যদি আরাধিতা হইয়া এই লোকে আগমন করেন, তবেই ইহাদিগের গতি হইবে, অন্যথা নহে; অতএব হে বৎস! তাঁহারই আনয়নে যত্ন কর। কারণ তিনিই পাপিগণের একমাত্র উদ্ধারের উপায়। তোমার পিতামহ সগর তদর্থে যত্নবান্ হউন, তুমিও যত্নবান্ হও, তথাপি যদি কার্য্য-সিদ্ধি না হয়, তবে তোমার পুত্রাদি কেহ না কেহ গঙ্গাকে আরাধনা করিলে আনয়ন করিতে পারিবে। তুমি এক্ষণে অশ্ব লইয়া প্রস্থান কর। শুকদেব কহিলেন, হে জৈমিনে! অংশুমান্ কপিলমুনিকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া অশ্ব লইয়া প্রতিগমনপূর্ব্বক সগররাজকে পিতৃব্যগণের মরণদুর্গতি ও মহর্ষি কপিলকর্ত্তৃক আদিষ্ট উদ্ধারের উপায় সমস্ত নিবেদন করিলেন। এইরূপে রাজা সগর সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া আরব্ধ যজ্ঞ

সমাপনপূর্ব্বক পুত্রগণের উদ্ধারার্থ অংশুমানের হস্তে রাজ্যভার দিয়া গঙ্গাদেবীর আরাধনা করিলেন, তথাপি সেই দুরারাধ্যা দেবী প্রসন্ন হইলেন না। কালক্রমে তাঁহার মৃত্যু হইল। তদনন্তর অংশুমান্ গঙ্গাকে আনায়ন করিবার ইচ্ছায় বহুকাল তপস্যা করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আনায়ন করিতে পারিলেন না। তাঁহার পুত্র দিলীপ নামে অতি ধার্ম্মিক মহারাজ ছিলেন। তিনি সেই পুত্রের উপর নিষ্কণ্টক ভাবে সমস্ত রাজ্য অর্পণ করিয়া পুত্রকে গঙ্গার কথা শ্রবণ করাইয়া কালবশে মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ দিলীপ বহুকাল তপস্যা করিলেন, তথাপি হে দ্বিজ! বিষ্ণুপদ হইতে গঙ্গা আনায়ন করিতে পারিলেন না। তিনি পুত্র ভগীরথের উপর সপ্তদ্বীপের আধিপত্য সমর্পণ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। রাজা ভগীরথ সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইয়া আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের ব্রহ্মদণ্ড জন্য দুর্গতি শ্রবণ করিলেন এবং এক মনে তাঁহাদের উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগীরথ গঙ্গাদেবীর আরাধনা করিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, হে মহাভাগ! পূর্ব্বে রাজা ভগীরথ, কি প্রকার তপোনুষ্ঠান করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের সাধ্যাতীত ভগবতী গঙ্গাকে ধরণীতলে আনয়ন করিয়াছিলেন? আপনি তদ্বিষয় কীর্ত্তন করুন, আমার শ্রবণ করিতে নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে। ব্যাসদেব কহিলেন, হে জাবালে! জৈমিনি এইরূপ কহিলে, শুকদেব পরম আনন্দিত হইয়া তৎসন্নিধানে ধরণীতলে গঙ্গার অবতরণ বিষয় বর্ণন করিলেন। শুকদেব বলিলেন, পূর্ব্বে একদা দিলীপনন্দন রাজা ভগীরথ, সন্দিগ্ধচিত্তে বসিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মর্ষে বসিষ্ঠ! মদীয় পূর্ব্বপিতামহগণ পরমপুণ্যশীল হইয়াও কিজন্য ভগবতী গঙ্গাকে আনয়ন করিতে পারেন নাই? এক্ষণে আমিই বা কিরূপে তাঁহাদিগের সাধ্যাতীত গঙ্গাকে আনয়ন করিয়া, পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধার সাধন করিব? হে মহাভাগ! আপনি তাহার উপায় বলুন। বসিষ্ঠ কহিলেন, হে নৃপবর! গঙ্গাদেবী দুরারাধ্যা, সুতরাং সামান্য তপস্যা দ্বারা কিরূপে তাঁহাকে ধরণীতলে আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে? তোমার পূর্ব্বতন পুরুষগণ তাঁহাকে আনয়নার্থ উগ্রতর তপোনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তুমিও তপোনুষ্ঠান করিলে, ক্রমিক পূর্ব্বপুরুষচতুষ্টয়কর্ত্তৃক আরাধিতা ভগবতী গঙ্গা নিঃসন্দেহ আগমন করিবেন। ত্বদীয় পূর্ব্বতন পুরুষগণের তপশ্চরণ সার্থক করিবার জন্যই তোমার জন্ম হইয়াছে; অতএব গঙ্গার আরাধনায়

প্রবৃত্ত হও, অবশ্যই আনয়ন করিতে পারিবে। ভগীরথ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! দেবী গঙ্গা কি প্রকার? কোথায় তাঁহার অবস্থিতি? তাঁহাকে আনয়নার্থ কি প্রকারই বা তপস্যা করিব? আপনি তদ্বিষয় প্রকাশ করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্! সেই কলিকলুষনাশিনী সুখপ্রদা গঙ্গা, ত্রিনেত্রা ও শ্বেতাঙ্গী; তাঁহার চারিহস্তে ক্রমে বর ও অভয় মুদ্রা এবং পদ্ম ও সুধাকলস শোভা পাইতেছে। তিনি দিব্য মূর্ত্তি, শ্বেত মকরোপরি সমাসীনা এবং নানা অলঙ্কার ভূষিতা। তদীয় মুখকমলে ঈষৎ হাস্য এবং ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে প্রদীপ্ত হেমবর্ণ বসনযুগ্ম বিরাজমান। সেই মহাপ্রভা দেবীর দেহপ্রভায় দশদিক্ উদ্ভাসিত হইতেছে। তিনি ব্রহ্মকমণ্ডলু পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডোপরি বিরাজমান বিষ্ণুপদে অবস্থিতি করিতেছেন এবং স্বীয় শক্তি শঙ্কর-সন্নিধানে স্বমূর্ত্তিতে বিরাজমান আছেন। তুমি এইরূপে তাঁহাকে চিন্তা করিবে এবং মনে মনে প্রার্থনা করিবে, সেই নগনন্দিনী আমাদিগকে রক্ষা করুন। যতদিন না সেই দেবদেবীগণের বন্দিতা গঙ্গার সাক্ষাৎ পাইবে, তাবৎকাল হিমালয়-নিকটে তপস্যায় নিরত থাক। তুমি কুল-প্রদীপ, অবশ্যই সেই পরম-পাবনী দুরারাধ্যা মহাপুণ্যা ভগবতী গঙ্গাকে ভূতলে আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে। তোমা হইতে যখন ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা অবতীর্ণা হইবেন, তখন ত্রিলোকমধ্যে তোমা অপেক্ষা অধিক বা তোমার তুল্য পুণ্যবান্ কেহ হয় নাই ও হইবেও না। রাজন্! তুমি তোমার পূর্ব্বপুরুষ-সঞ্চিত পিণ্ডীভূত তপস্যাস্বরূপ; কারণ, যাহা কেহ কখন পারে নাই, তুমি সেই গঙ্গাকে ভূতলে অবতীর্ণা করিবে। তদীয় এই পবিত্র কীর্ত্তি জগতে চিরদিন অচলভাবে দেদীপ্যমান থাকিবে। তুমি, স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধারার্থ ভগবতী গঙ্গাকে আনয়ন করিলে, যে পরম ব্রহ্ম পরম সূক্ষ্ম অর্থাৎ কেহই দর্শন করিতে সমর্থ হন না, মানবগণ তাঁহাকে অনায়াসে দৃষ্টিগোচর করিবে এবং ত্রিলোক-বাসী অক্লেশে ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারিবে। দেবী গঙ্গা, তোমা কর্ত্তৃক আনীতা হইলে তোমারই নামানুসারে ভাগীরথী নামে প্রসিদ্ধা হইবেন। অহো! বৎস সাধো! চিরজীবী হও, কি অপূর্ব্ব কার্য্যই তোমা দ্বারা সাধিত হইবে! তুমি ত্রিলোকদুর্লভ গঙ্গাকে মানবগণের সুলভ করিবে; অতএব রাজন্! গঙ্গাপূজার পর মানবগণ তোমারও পূজা করিবে। শুক কহিলেন, ধীমান্ ধরাপতি ভগীরথ, বশিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া গঙ্গানয়নার্থ তপস্যা করিতে গমন করিলেন। অনন্তর আহার পরিহারপূর্ব্বক একপাদে অবস্থিত ও ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া নিরালম্বভাবে দেবপরিমাণে দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপশ্চরণ করিলে, সুরগণ তদীয় তপঃপ্রভাবে ক্লিষ্ট হইয়া শিব-সন্নিধানে গমনপুরঃসর নিবেদন করিলেন, হে দেবদেব! হে চন্দ্রমৌলে, হে মহেশ্বর মহাদেব! হে ত্রিলোচন! হে পঞ্চানন! আপনাকে বারংবার নমস্কার। হে বৃষধ্বজ! আপনি নীলকণ্ঠ এবং ভৈরব, আপনাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। হে শাশ্বত! আপনি

সর্ব্ব এবং আপনি ক্ষিতিমূর্ত্তিতে সমুদয় ধারণ করিতেছেন; অতএব ভূয়োভূয়ঃ আপনাকে নমস্কার। দেব! আপনি জীবনের অমৃতস্বরূপ জলমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগতের মঙ্গলবিধান করিতেছেন। আপনি রুদ্র অগ্নিমূর্ত্তিতে নিখিল সুরগণের মুখস্বরূপ। আপনি উগ্র বায়ু মূর্ত্তিতে জীবগণের প্রাণাপানাদিরূপে বিচরণ করিতেছেন। হে আকাশমূর্ত্তে! আপনি ভীম ও বিভুরূপী। হে যজমানমূর্ত্তে! আপনিই সাধ্য ও আপনিই সাধক এবং আপনি পশুপতি। হে সোমমূর্ত্তে! আপনি মহাদেব ও সুখস্বরূপ। হে সূর্য্যমূর্ত্তে! আপনি স্বীয় তেজ দ্বারা নিখিল জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছেন এবং আপনিই কালস্বরূপ; অতএব হে অষ্টমূর্ত্তে আমরা আপনাকে বারংবার নমস্কার করি। হে প্রভো! আমরা আপনার শরণাগত, আমাদিগকে রক্ষা করুন। দেব! ভগীরথ যে প্রকার তপস্যা করিতেছে, জানি না, কি করিবে? আমরা কিন্তু তাহার উগ্রতর তপোনুষ্ঠানে শঙ্কিত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম; এক্ষণে যেরূপ উচিত হয়, বিধান করুন। ভগবান্ শঙ্কর, দেবগণের বাক্য শ্রবণে কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা ভাবিত হইও না, মহামতি নৃপতি ভগীরথ তোমাদিগের অপকারার্থ তপস্যা করিতেছে না। সে যাহা ইচ্ছা করিতেছে, আমি তাহা অচিরে পূর্ণ করিব, তোমরা নিঃশঙ্ক হইয়া সানন্দে স্ব স্ব স্থানে গমন কর। শুকদেব কহিলেন, দেবগণ মহেশ্বরের তাদৃশ বাক্যশ্রবণে পরম আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিলে ভগবান্ শঙ্কর গঙ্গাকে স্মরণ করিলেন। অনন্তর ভগবতী গঙ্গা, শিবসন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলে, শঙ্কর কহিলেন, হে বরারোহে গঙ্গে! হে সুন্দরি! হে পার্ব্বতি! আমি যে জন্য তোমাকে স্মরণ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবি! সূর্য্যবংশীয় পরম ধার্ম্মিক রাজা ভগীরথ তোমার জন্য তপস্যা করিতেছে; কিন্তু তুমি কি জন্য তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছ না? দয়াই পরম ধর্ম্ম, তোমাকে দয়াহীনা বলিয়া আমার বিবেচনা হয়। হে পার্ব্বতি! দেখ, সগর অংশুমান্ প্রভৃতি তোমাকে সম্যক্ আরাধনা করিয়াছিল, কিন্তু তুমি তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতও কর নাই। তাহারা সকলেই পরমার্থজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, শুচি, পুণ্যকর্ম্মা, যাগশীল ও দানপরায়ণ। সেই নৃপচতুষ্টয়ের প্রত্যেকেই তপস্যা দ্বারা তোমাকে সাক্ষাৎকার করিতে যোগ্য, কিন্তু তাহারা সকলেই কঠোর তপঃ-ক্লেশ সহ্য করিয়াও তোমার দর্শন পায় নাই। হে দেবি! যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে ভগীরথকে দর্শন দাও। সেই ধর্ম্মাত্মা তোমার জন্য জীবন-নিরপেক্ষ হইয়া তপোনুষ্ঠান করিতেছে, তুমি তাহার চিরাধঃপতিত প্রপিতামহগণকে উদ্ধার কর। শুকদেব কহিলেন, ভগবান্ মহেশ্বর এইরূপ কহিলে, দেবী গঙ্গা, বিষণ্ণহৃদয়ে ম্লানমনে শঙ্করকে কহিলেন, হে প্রভো শঙ্কর! হে দেবেশ! আমাকে কি কারণে পরিত্যাগ করিতেছেন? আমি আপনার পত্নী, আমি আপনা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া কোথায় অবস্থিতি করিব?

হে প্রভো! আমি বহুযত্নে আপনাকে পতিত্বে লাভ করিয়াছি, অতএব হে দেব! আমাকে কি কারণে পরিত্যাগ করিতেছেন? বোধ হয়, আপনার নিকট কোনরূপ অপরাধিনী হইয়াছি। হে প্রভো! রাজা ভগীরথ, আমাকে পাতালতলে লইয়া যাইবার জন্ত আমার আরাধনা করিতেছে, অতএব কি নিমিত্ত আপনি ঈদৃশ কার্য্যে আমাকে অনুমতি করিতেছেন? হে মহেশ্বর! অন্য কোন উপায়ে তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধার-সাধন করুন, পাতালতলে গমনার্থ অনুরোধ করিবেন না। হে মহাদেব! কলিকালে মানবগণ আমার অবমাননা করিবে; অতএব কি প্রকারে সেই পাপক্লেশ সহ্য করিব? পশুধর্ম্মাবলম্বি-মনুষ্যগণের অবমাননাভয়েই আমি সগরাদি নৃপগণকে দর্শন দিই নাই; অতএব হে দেব! আমায় ক্ষমা করুন, আমাকে পাতিত করা আপনার উচিত হয় না। আপনিই বিবেচনা করুন, আমি কিরূপে তাদৃশ দুর্দ্দশা ভোগ করিব! আমি ভার্য্যা হইয়া যে, আপানার মস্তকে অধিষ্ঠান করিয়াছি, বোধ হয় তাহারই প্রতিফল দান করিতেছেন। বস্তুতঃ যে রমণী, পতি-মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করে, তাহাকে নিঃসন্দেহ পতিত হইতে হয়। অতএব হে শঙ্কর! আমি যখন পতি লোকনাথের মস্তকে অধিরোহণ করিয়াছি, তখন কি জন্ত না পাতালতলগামিনী হইব? কিন্তু হে দেব! আমি ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বাস করিয়া কি প্রকারে এক্ষণে পাতালতলে গমন করিব? যে আমি, শৈলসুতা হইয়া ধরাতল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুরগণের সহিত সুরপুরে গমন করিয়াছিলাম; যে আমাকে দুর্লভ বিবেচনা করিয়া সুরপুরে সুরগণ পূজা করিয়াছিলেন; যে আমি, দিব্যশরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে পাইবার জন্ত পুনরায় দেহ ধারণ করিয়াছি। যে আমি ব্রহ্মকমণ্ডলু আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলাম এবং যে আমি, আপনার সহিত বৈকুণ্ঠগামিনী হইয়াছি; সেই আমি, আজ কিরূপে পাতালতলে গমন করিব? হে দেব। এইরূপে যে আমার উত্তরোত্তর উচ্চোচ্চ গতি লাভ হইয়াছে; যে আমি, নিরাকারা হইয়াও হরিতনুস্বরূপ আকার প্রাপ্ত হইয়াছি। যে আমি, সুমেরুর দৌহিত্রী ও হিমালয়ের কন্যা এবং যে আমি, ব্রহ্মভাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া সত্ত্বময়-হরিপদ প্রাপ্ত হইয়াছি; সেই আমি, আজ কি প্রকারে পাতালতলগামিনী হইব? আমি সাকার হইয়াও যখন নিরাকার ও জলাকার ধারণ করিয়াছি, তখন নিঃসন্দেহ আমাকে নদীরূপে পতিত হইতে হইবে। দেব! ইহা যে, আমার ভবদীয় মস্তকারোহণের ফল, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। জীবগণ যে, এইরূপ অত্যুচ্চে আরোহণ করিলে পতিত হয়, এ বিষয়ে আপনি আমাকেই নিদর্শনরূপে উল্লেখ করিবেন। হে প্রভো! আমি ধরাতলে গমন, কিংবা অধঃপতন, অথবা অপর প্রিয়বস্তুর পরিত্যাগ সহ্য করিতে পারি, কিন্তু আপনার পরিত্যাগ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। আমি যদি ধরাতলে গিয়া আপনার মস্তকে অবস্থান করিতে পারি, তাহা হইলে ধরাতলে বা পাতালগমনেও আমার কিছুমাত্র ক্লেশ নাই। হে প্রভো! আমি তোমা ব্যতীত বৈকুণ্ঠধামও প্রার্থনা করি না, কিন্তু তোমাকে পাইলে সর্ব্বত্রই সমভাবে অবস্থিতা

থাকিতে পারি। শুকদেব কহিলেন, ভগবান্ মহেশ্বর, গঙ্গার ঈদৃশ কাতরবাক্যে দুঃখিত হইয়া মধুর-স্নিগ্ধ-গম্ভীর-বচনে গঙ্গাকে কহিলেন, হে দেবি! গঙ্গে! তুমি নিতান্ত মৎপরায়ণা, তাহা আমি বিদিত আছি। হে মহাভাগে! আমি, মর্ত্ত্যলোকেও নদীভূতা তোমাকে মস্তকে ধারণ করিব। যে সময়, ভূপতি ভগীরথ, তোমাকে পাতালতলে গমন করিতে কহিবে, তুমি সেই সময় তাহাকে কহিও যে, যদি শঙ্কর আমাকে মস্তকে ধারণ করেন, তবে আমি পৃথিবীপথে পাতালতলে গমন করিতে পারি; কারণ, আমার নিরবলম্বভাবে পতনসময় পৃথিবী আমাকে ধারণ করিতে পারিবেন না; সে সময় পৃথিবীর ও আমার উভয়েরই ক্লেশ হইবে। তুমি এইরূপ কহিলে, শিবভক্ত রাজা ভগীরথ অবশ্যই আমার আরাধনা করিবে, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তোমাকে মস্তকে ধারণ করিব। কলিকালে পাপরূপ বনরাজির তুমিই দাবানলস্বরূপ হইবে; তোমার কোনরূপ পাপভয় থাকিবে না, পাপরাশিই তোমা হইতে ভীত হইবে। পাপপূর্ণ-কলিযুগে ত্বদীয় গুণকীর্ত্তনে, ত্রিলোকের পাপ বিনষ্ট হইবে। তুমি এক্ষণে অসঙ্কুচিত-ভাবে ধরাতলে অবস্থান কর। মেনকাদিও তোমাকে যে অব্যর্থ অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন যে, পুত্রি! তুমি যখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছ, তখন অবশ্যই নদীরূপে তোমাকে ধরাতলে পতিত হইতে হইবে; অতএব হে গঙ্গে! নদীরূপে পতিত হওয়া তোমার অবশ্যম্ভাবী ফল; সুতরাং যাহা কিছুতেই খণ্ডিত হইবার নহে, সে বিষয়ে শোক করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তোমার সমুদয় প্রবাহস্থল আমার মস্তক হইবে এবং তুমি সর্ব্বত্র সমুদয় সুরগণকে সন্দর্শন করিতে পারিবে। নিশ্চয় বলিতেছি, যে সকল পুণ্যাত্মা ত্বদীয় জলে প্রাণত্যাগ করিবে, তাহারা আমাতেই লীন হইবে। হে শিবে! তুমি চিন্তিত হইও না; কি ঊর্দ্ধ, কি অধঃ এবং ভূমণ্ডল, ত্বৎকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত সমুদয় স্থানেরই তুল্যপ্রভাব হইবে, জানিও। শুকদেব কহিলেন, গিরিনন্দিনী ভগবতী গঙ্গা, শঙ্করকর্ত্তৃক এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া সানন্দচিত্তে তথাস্তু বলিয়া ভূপতি ভগীরথকে দর্শন দান করিতে ইচ্ছা করিলেন।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, অনন্তর দেবী গঙ্গা, তপোনিরত ভগীরথকে চতুর্ভুজ শ্বেত মূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন। তখন ভূপতি ভগীরথ, যাঁহাকে ধ্যানযোগে দর্শন করিতে-ছিলেন, চর্ম্মচক্ষে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া আপনাকে পরমভাগ্যশালী মনে করিলেন এবং সাতিশয় আনন্দিত হইয়া, রোমাঞ্চিত-কলেবরে গদ্গদস্বরে সেই পরমদেবতা

শক্তিরূপিণী গঙ্গাকে দিব্য সহস্র নাম দ্বারা স্তুতি করিতে উপক্রম করিলেন। কহিলেন, হে শিবে! আমি দিলীপ-নন্দন, আমার নাম ভগীরথ, আমি পৃথিবীর রাজা; আপনার অতি দুর্লভ চরণ-কমলে প্রণিপাত করি। মদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের পরম পুণ্য ও তপস্যাবলে আপনি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। হে মহেশ্বরি! আপনি পরমকরুণাময়ী, আজ আপনার দর্শনে নিঃসন্দেহ কৃতকৃতার্থ হইলাম। সূর্য্যবংশে আমার জন্ম সার্থক হইল। হে রাজীবলোচনে গঙ্গে! আপনাকে বারংবার নমস্কার করি। আমার এই দেহ আজ সার্থক হউক, আমি আপনাকে সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা প্রণাম করি এবং সহস্র নাম দ্বারা আপনার স্তুতি করিয়া, স্বীয় বাক্‌শক্তিকে সফল করিব। শুক কহিলেন, হে বিপ্র! ভগীরথকৃত গঙ্গার সহস্রনামরূপ পরমপবিত্র স্তব-রাজের ঋষি ব্যাস, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, মূলপ্রকৃতি দেবী গঙ্গা দেবতা এবং ইহা পাঠ করিলে সহস্র অশ্বমেধ, শত রাজসূয় ও শত-বাজপেয় যজ্ঞ এবং শত গয়াশ্রাদ্ধের ফল লাভ হইয়া থাকে। দুষ্কর ব্রহ্মহত্যাদি পাতক বিনষ্ট হয় ও পরিণামে নির্ব্বাণ মোক্ষপদ লাভ করা যায়। ভগীরথ কহিলেন, হে দেবি! তুমি ওঁকাররূপিণী, শ্বেতা, সত্যস্বরূপিণী, শান্তি, শান্তা, ক্ষমা, শক্তি, পরা, পরমদেবতা, বিষ্ণু, নারায়ণী, কাম্যা, কমনীয়া, মহাকলা, দুর্গা, দুর্গতিসংহন্ত্রী, গঙ্গা, গগনবাসিনী, শৈলেন্দ্রবাসিনী, দুর্গবাসিনী, দুর্গমপ্রিয়া, নিরঞ্জনা, নির্লেশা, নিষ্কলা, নিরহংক্রিয়া, প্রসন্না, শুক্লদশনা, পরমার্থা, পুরাতনী, নিরাকারা, শুদ্ধা, ব্রহ্মাণী, ব্রহ্মরূপিণী, দয়া, দয়াবতী, দীর্ঘা, দীর্ঘবক্ত্রা, দুরোদরী, শৈলকন্যা, শৈলরাজ-বাসিনী, শৈলনন্দিনী, শিবা, শৈবী, শাম্ভবী, শঙ্করী, শঙ্করপ্রিয়া, মন্দাকিনী, মহানন্দা, স্বর্ধুনী, স্বর্গবাসিনী, মোক্ষাখ্যা, মোক্ষসরণি, মুক্তি, মুক্তিপ্রদায়িনী, জলরূপা, জলময়ী, জলেশী, জলবাসিনী, দীর্ঘজিহ্বা, করালাক্ষী, বিশাখ্যা, বিশ্বতোমুখী, বিশ্বকর্ণা, বিশ্বদৃষ্টি, বিশ্বেশী, বিশ্ববন্দিতা, বৈষ্ণবী, বিষ্ণুপাদাম্বুজসম্ভবা, বিষ্ণুবাসিনী, বিষ্ণুস্বরূপিণী, বন্দ্যা, বালা, বৃহত্তরা, পীযূষপূর্ণা, পীযূষবাসিনী, মধুরদ্রবা, সরস্বতী, যমুনা, গোদা, গোদাবরী, বরেণ্যা, বরদা, বীরা, বরকন্যা, বরেশ্বরী, বল্লবী, বল্লবশ্রেষ্ঠা, বাগীরা, বারিরূপিণী, বারাহী বনসংস্থা, বৃক্ষস্থা, বৃক্ষসুন্দরী, বারুণী, বরুণজ্যেষ্ঠা, বরা, বরুণবল্লভা, বরুণপ্রণতা, দিব্যা, বরুণানন্দকারিণী, বৃন্দা, বৃন্দাবনী, বৃন্দারকেড্যা, বৃষবাহিণী, দাক্ষায়ণী, দক্ষকন্যা, শ্যামা, পরমসুন্দরী, শিবপ্রিয়া, শিবারাধ্যা, শিবমস্তকবাসিনী, শিবমস্তকসংস্থা, বিষ্ণুপাদপদ্মা, বিপত্তিনাশিনী, দুর্গতারিণী, তারিণী, ঈশ্বরী, গীতা, পুণ্যচরিত্রা, পুণ্যনাম্নী, শুচিশ্রবা, শ্রীরামা, রামরূপা, রামচন্দ্রেকচন্দ্রিকা, রাঘবী, রঘুবংশেশী, সূর্য্যবংশপ্রতিষ্ঠিতা, সূর্য্যা, সূর্য্যপ্রিয়া, গৌরী, সূর্য্যমণ্ডলভেদিনী, তপিনী, ভাগ্যদা, ভব্যা, ভাগ্যপ্রাপ্যা, ভগেশ্বরী, ভবোচ্ছেদোপলব্ধা, কোটিজন্মতপঃফলা, তপস্বিনী, তাপসী, তপন্তী, তাপনাশিনী, তন্ত্ররূপা, তন্ত্রময়ী, তন্ত্রগোপ্যা মহেশ্বরী, বিষ্ণুদেহদ্রবাকারা, শিবগানামৃতোদ্ভবা, আনন্দদ্রবরূপা, পূর্ণানন্দময়ী, শুভা, কোটীসূর্য্যপ্রভা, পাপধ্বান্তসংহারকারিণী, পবিত্রা, পরমা, পুণ্যা,

তেজোধরা, শশিপ্রভা, শশিকোটিপ্রকাশা, ত্রিজগদ্দীপ্তিকারিণী, সত্যা, সত্যস্বরূপা, সত্যজ্ঞা, সত্যসম্ভবা, সত্যাশ্রয়া, সতী, শ্যামা, নবীনা, নবকান্তিকা, সহস্রশীর্ষা, দেবেশী, সহস্রাক্ষী, সহস্রপাৎ, লক্ষবক্ত্রা, লক্ষপাদা, লক্ষহস্তা, বিলক্ষণা, সদানুভবরূপা, দুর্লভা, সুলভা, রক্তবর্ণা, রক্তাক্ষী, ত্রিনেত্রা, শিবসুন্দরী, ভদ্রকালী, মহাকালী, গগনবাসিনীলক্ষ্মী, মহাবিদ্যা, শুদ্ধবিদ্যা, সুমন্ত্রিতা, রাজসিংহাসনতটা, রাজরাজেশ্বরী, রমা, রাজকন্যা, রাজপূজ্যা, মন্দমারুতচামরা, বেদবন্দিপ্রগীতা, বেদবন্দিপ্রবন্দিতা, বেদবন্দিস্তুতা, দিব্যা, বেদবন্দিসুবর্ণিতা, সুবর্ণা, বর্ণনীয়া, সুবর্ণগাননন্দিতা, সুবর্ণদানলভ্যা, গানানন্দপ্রিয়া, অমলা, মালা, মালাবতী, মাল্যা, মালতীকুসুমপ্রিয়া, দিগম্বরী, দুষ্টহন্ত্রী, সদাদুর্গমবাসিনী, অভয়া, পদ্মহস্তা, পীযূষকরশোভিতা, খড়্গহস্তা, ভীমরূপা, শ্যেনী, মকরবাহিণী, শুদ্ধস্রোতা, বেগবতী, মহাপাষাণভেদিনী, পাপালীরোদনকরী, পাপসংহারকারিণী, যাতনাচয়বৈধব্য-দায়িনী, পুণ্যবর্দ্ধিনী, গভীরা, অলকনন্দা, মেরুশৃঙ্গবিভেদিনী, স্বর্গলোককৃতাবাসা, স্বর্গ-সোপানরূপিণী, আনন্দজলসম্পূর্ণা, শ্বেতবারিপ্রপূরিকা, অনায়াসসদামুক্তি, যোগ্যাযোগ্য-বিচারিণী, তেজোরূপজলাপূর্ণা, তৈজসী, দীপ্তিরূপিণী, প্রদীপকলিকাকারা, প্রাণায়াম-স্বরূপিণী, প্রাণদা, প্রাণনীরা, মহৌষধস্বরূপিণী, মহৌষধজলা, পাপরোগচিকিৎসিকা, কোটিজন্মতপোলক্ষ্যা, প্রাণত্যাগোত্তরামৃতা, নিঃসন্দেহা, নির্ম্মহিমা, নির্ম্মলা, মলনাশিনী, শবারূঢ়া, শবস্থানবাসিনী, শবষষ্ঠী, শ্মশানবাসিনী, কেশকীকসাচিতভারিণী, ভৈরবী, ভৈরবশ্রেষ্ঠসেবিতা, ভৈরবপ্রিয়া, ভৈরবপ্রাণরূপা, বীরসাধনবাসিনী, বীরপ্রিয়া, বীরপত্নী, কুলীনা, কুলপণ্ডিতা, কুলবৃক্ষস্থিতা, কৌলী, কুলকোমলবাসিনী, কুলভক্তপ্রিয়া, কুল্যা, কুল্যমালাজপপ্রিয়া, কৌলদা, কুলরক্ষিত্রী, কুলবারিস্বরূপিণী, রণশ্রী, রণভূ, রম্যা, রণোৎসাহপ্রিয়া, নৃমুণ্ডমালাধরণা, নৃমুণ্ডকরধারিণী, বিবস্ত্রা, সবস্ত্রা, সূক্ষ্মবস্ত্রা, যোগিনী, রসিকা, রসরূপা, জিতাহারা, জিতেন্দ্রিয়া, যামিনী, অর্দ্ধরাত্রস্থা, কূর্চ্চবীজস্বরূপিণী, লজ্জাশক্তি, বাগ্‌রূপা, নারী, নরকহারিণী, তারা, তারস্বরাঢ্যা, তারিণী, তাররূপিণী, অনন্তা, আদিরহিতা, মধ্যশূন্যা, খরূপিণী, নক্ষত্রমালিনী, ক্ষীণা, নক্ষত্রস্থলবাসিনী, তরুণাদিত্যসঙ্কাশা, মাতঙ্গী, মৃত্যুবর্জ্জিতা, অমরামরসংসেব্যা, উপাস্যা, শক্তিরূপিণী, ধূম্রাকারা, ধূম্রা, ধূমাবতী এবং রতি। হে জননি! তুমি কামাখ্যা, কামরূপা, কাশী-পুরস্থিতা, কাশী, বারাণসীবারযোষিৎ, কাশীনাথশিরঃস্থিতা, অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা, দ্বারকা, জলদগ্নি, কেবলা, কেবলত্বদা, করবীরপুরস্থা, কাবেরী, কবরী, শিবা, রুক্মিণী, ক্রূরাক্ষী, কঙ্কালা, শঙ্করপ্রিয়া, জ্বালামুখী, ক্ষীরগ্রামবাসিনী, ক্ষীরিণী, রক্ষাকরী, দীর্ঘকর্ণা, সুদন্তা, দন্তবর্জ্জিতা, দুষ্টদানবসংহন্ত্রী, দুষ্টহন্ত্রী, বলপ্রিয়া, বলিমাংসপ্রিয়া, শ্যামা, ব্যাঘ্রচর্ম্মপিধায়িনী, জবাকুসুমসঙ্কাশা, সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী, তরুণী, যুবতী, বৃদ্ধা, বালিকা, যক্ষরাজসুতা, জম্বুমালিনী, জম্বুবাসিনী, জম্বুনদবিভূষা, জ্বলজ্জাম্বুনদপ্রভা, রুদ্রাণী, রুদ্রদেহস্থা, রুদ্রা, রুদ্রাক্ষধারিণী, অণু, পরমাণু, হ্রস্বা,

দীর্ঘা, চকোরিণী, রামগীতা, বিষ্ণুগীতা, মহাকাব্যস্বরূপিণী, আদিকাব্য-স্বরূপা, মহাভারতরূপিণী, অষ্টাদশপুরাণস্থা, ধর্ম্মমাতা, ধর্ম্মিণী, মাতা, মান্যা, স্বসা, শ্বশ্রূ, পিতামহী, গুরু, গুরুপত্নী, কালসর্প-ভয়প্রদা, পিতামহসুতা, সীতা, শিবসীমন্তিনী, শিবা, রুক্মিণী, রুক্মবর্ণা, ভৈষ্মী, ভৈমী, সুরূপিণী, সত্যভামা, মহালক্ষ্মী, ভদ্রা, জাম্ববতী, মহী, নন্দা, ভদ্রমুখী, রিক্তা, জয়া, বিজয়দা, জয়িত্রী, পূর্ণিমা, পূর্ণা, পূর্ণচন্দ্রনিভাননা, গুরুপূর্ণা, সৌম্যভদ্রা, বিষ্টি, সংবেশকারিণী, শনিরিক্তা, কুজজয়া, সিদ্ধিদা, সিদ্ধিদায়িনী, অমৃতা, অমৃতরূপা, শ্রীমতী, জলামৃতা, নিরাতঙ্কা, নিরালম্বা, নিষ্প্রপঞ্চা, বিশেষিণী, নিষেধ-শেষরূপা, বরিষ্ঠা, যোষিতাম্বরা, যশস্বিনী, কীর্ত্তিমতী, মহাশৈলাগ্রবাসিনী, ধরা, ধরিত্রী, ধরণী, সিন্ধু, বন্ধু, সবান্ধবা, সম্পত্তি, সম্পদীশা বিপত্তিপরিমোচিনী, জন্মপ্রবাহহরণী, জন্মশূন্যা, নিরঞ্জনী, নাগালয়ালয়া, লীলা, জটামণ্ডলধারিণী, সুতরঙ্গজটাজূটা, জটাধর-শিরঃস্থিতা, পট্টাম্বরধরা, ধীরা, কবি, কাব্যরসক্রিয়া, পুণ্যক্ষেত্রা, পাপহরা, হরিণী, হারিণী, হরি, হরিরামনগরস্থা, বৈদ্যনাথ-প্রিয়া, বলি, বক্রেশ্বরী, বক্রধারা, বক্রেশ্বরপুরঃস্থিতা, শ্বেতগঙ্গা, শীতলা, উন্মাদকময়ী, রুচি, চোলরাজপ্রিয়করী, চন্দ্রমণ্ডলবর্ত্তিনী, আদিত্যা, আদিত্যমণ্ডলগতা, কাশ্যপী, দহনাক্ষী, ভয়হরা, বিষজ্বালা-নিবারিণী, হরা, দশহরা, স্নেহদায়িনী, কলুষাশনি, কপাল-মালিনী, কালী, কলা, কালস্বরূপিণী, ইন্দ্রাণী, বারুণী, বাণী, বলাকা, কালশঙ্করী, গোগী, হ্রী, ধর্ম্মরূপা, ধী, শ্রী, ধন্যা, ধনপ্রদা, বিৎ, সংবিৎ, কু, কুবেরী, ভূ, ভূতি ভূমিধরা, ধরা, ঈশ্বরী, হ্রীমতী, ক্রীড়া, ক্রীড়াগারা, জয়প্রদা, জীবন্তী, জীবনী, জীবা, জয়কারা, জয়েশ্বরী, সর্ব্বোপদ্রবসংশূন্যা, সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতা, সাবিত্রী, গায়ত্রী, গণেশী, গণবন্দিতা, দুষ্প্রেক্ষা, দুষ্প্রবেশা, দুর্দ্দশা, সুযোগিনী, দুঃখহন্ত্রী, দুঃখহরা, দুর্দ্দান্তা, যমদেবতা, গৃহদেবী, ভূমিদেবী, বনেশী, বনদেবতা, গুহালয়া, ঘোররূপা, মহাঘোর-নিতম্বিনী, স্ত্রী-চঞ্চলা, চারুমুখী, চারুনেত্রা, লয়াত্মিকা, কান্তি, কাম্যা, নির্গুণা, রজঃসত্ত্বতমোময়ী, কালরাত্রি, মহারাত্রি, জীবরূপা, সনাতনী, সুখদুঃখাদি-ভোক্ত্রী, সুখদুঃখাদি-বর্জ্জিতা, মহাবৃজিনসংহারা, বৃজিনধ্বান্তমোচনী, হ্লদিনী, খলহর্ত্রী, বারুণীপানকারিণী, নিদ্রাযোগ্যা, মহানিদ্রা, যোগনিদ্রা, যুগেশ্বরী, উদ্ধারয়িত্রী, স্বর্গস্থা, উদ্ধারণপুরস্থিতা, উদ্ধৃতা, উদ্ধৃতাহারা, লোকোদ্ধারণকারিণী, শঙ্খিনী, শঙ্খধাত্রী, শঙ্খবাদনকারিণী, শঙ্খেশ্বরী, শঙ্খহস্তা, শঙ্খরাজবিদারিণী, পশ্চিমাস্যা, মহাস্রোতা, পূর্ব্বদক্ষিণবাহিনী, সার্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণা, পাবনী, উত্তরবাহিণী, পতিতোদ্ধারিণী, দোষক্ষমিণী, দোষবর্জ্জিতা, শরণ্যা, শরণা, শ্রেষ্ঠা, শ্রীযুতা, শ্রাদ্ধদেবতা, স্বাহা, স্বধা, স্বরূপাক্ষী, সুরূপাক্ষী, শুভাননা, কৌমুদী, কুমুদাকারা, কুমুদাম্বরভূষণা, সৌম্যা, ভবানী, ভূতিদা, ভীমরূপা, বরাননা, বরাহকর্ণা, বর্হিষ্ঠা, বৃহচ্ছ্রোণী, বলাহকা, কেশিনী, কেশপাশাঢ্যা, নভোমণ্ডলবাসিনী, মল্লিকা, মল্লিকাপুষ্পবর্ণা, লাঙ্গলধারিণী, তুলসীদলগন্ধাঢ্যা, তুলসীদামভূষণা, তুলসীতরুসংস্থা, তুলসীরসলেহিনী, তুলসীরসস্বাদুসলিলা,

বিল্ববাসিনী, বিল্ববৃক্ষনিবাসা, বিল্বপত্ররসদ্রবা, মালূরপত্রমালাঢ্যা, বৈল্বী, শৈবার্দ্ধদেহিনী, অশোকা, শোকরহিতা, শোকদাবাগ্নিহৃজ্জলা অশোকবৃক্ষনিলয়া, রম্ভা, শিবকরহিতা, দাড়িমী, দাড়িমীবর্ণা, দাড়িমস্তনশোভিতা, রক্তাক্ষী, বীরবৃক্ষস্থা, রক্তিনী, রক্তদন্তিকা, রাগিণী, রাগভার্য্যা, রাগবিবর্জ্জিতা, বিরাগা, রাগসম্মোদা, সর্ব্বরাগস্বরূপিণী, তালস্বরূপিণী, তালরূপিণী, তারকেশ্বরী, বাল্মীকিশ্লোকিতাষ্টৈড্যা, অনন্তমহিমা, আদিমা, মাতা, উমাসপত্নী, ধারাহারাবলি, স্বর্গারোহপতাকা, ইষ্টা, ভাগীরথী, ইলা, স্বর্গভীরামৃতজলা, চারুবীচি, তরঙ্গিণী, ব্রহ্মভীরা, ব্রহ্মজলা, গিরিদারণকারিণী, গুহাবিদারিণী, দীর্ঘা, দরীদারণকারিণী, ব্রহ্মাণ্ডভেদিনী, ঘোরনাদিনী, ঘোরবেগিণী, ব্রহ্মাণ্ডবাসিনী, স্থিরবায়ুপ্রভেদিনী, শুভধারাময়ী, দিব্যশঙ্খবাদ্যানুসারিণী,* ঋষিস্তুতা, শিবস্তুত্যা, গ্রহবর্গপ্রপূজিতা, সুমেরুশীর্ষনিলয়া, ভদ্রা, সীতা, মহেশ্বরী, বঙ্ক্ষু, অলকনন্দা, শৈলসোপানচারিণী, লোকাশাপূরণকরী, সর্ব্বমানসমোহনী, ত্রৈলোক্যপাবনী, পৃথ্বীরক্ষণকারিণী, ধরণী, পার্থিবী, পৃথ্বী, পৃথুকীর্ত্তি, নিরাময়া, ব্রহ্মপুত্রী, ব্রহ্মকন্যা, ব্রহ্মমান্যা, বনাশ্রয়া, ব্রহ্মরূপা, বিষ্ণুরূপা, শিবরূপা, হিরণ্ময়ী, ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বাঢ্যা, ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বদা, মজ্জজ্জনোদ্ধারিণী স্মরণার্ত্তিবিনাশিনী, স্বর্গদাত্রী, সুখস্পর্শা, মোক্ষদর্শনদর্পণা, আরোগ্যদায়িনী, নীরুক্, নানাতাপবিনাশিনী, তাপোৎসারণশীলা, তপোধামা, শ্রমাপহা, সর্ব্বদুঃখপ্রশমনী, সর্ব্বশোক-বিমোচনী, সর্ব্বশ্রমহরা, সর্ব্বসুখদা, সুখসেবিতা, সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তময়ী, বাসমাত্রমহাতপাঃ, তন্বী, সতনু, নিস্তনু, তনুধারণবারিণী, মহাপাতকদাবাগ্নি শীতলা, শশধারিণী, গেয়া, জপ্যা, চিন্তনীয়া, ধ্যেয়া, স্মরণলক্ষিতা, চিদানন্দস্বরূপা, জ্ঞানরূপা, আগমেশ্বরী, অগম্যা, আগমস্থা, সর্ব্বাগমনিরূপিতা, ইষ্টদেবী, মহাদেবী, দেবনীয়া, দিবিস্থিতা, দত্তাবলগৃহস্থাত্রী, শঙ্করাচার্য্যরূপিণী, শঙ্করাচার্য্যপ্রণতা, শঙ্করাচার্য্যসংস্তুতা, শঙ্করাভরণোপেতা, সদাশঙ্করভূষণা, শঙ্করাচারশীলা, শঙ্ক্যা, শঙ্করেশ্বরী, শিবস্রোতাঃ, শম্ভুমুখী, গৌরী, গগনভেদিনী, দুর্গমা, সুগমা, গোপ্যা, গোপনী, গোপবল্লভা, গোমতী, গোপকন্যা, যশোদা, নন্দনন্দিনী, কৃষ্ণানুজা, কংসহন্ত্রী, ব্রহ্মরাক্ষসমোচনী, শাপসংমোচনী, লঙ্কা, লঙ্কেশী, বিভীষণা, বিভীষাভরণী, ভূষা, হারাবলি, অনুত্তমা, তীর্থস্তুতা, তীর্থবন্দ্যা, মহাতীর্থ এবং তীর্থসূ। হে মাতর্গঙ্গে। তুমি কন্যা, কল্পলতা, কল্যাণী, কল্পবাসিনী, কলিকল্মষসংহন্ত্রী, কালকাননবাসিনী, কালসেব্যা, কালময়ী, কালিকা, কামুকোত্তমা, কামদা, কারণাখ্যা, কামিনী, কীর্ত্তিধারিণী, কোকামুখী, কোরকাক্ষী, কুরঙ্গনয়নী, করি, কজ্জলাক্ষী, কান্তিরূপা, কামাখ্যা, কেশরিস্থিতা, খগা, খলপ্রাণহরা, খলদূরকরা, খলা, খেলন্তী, খরবেগা, খকারবর্ণবাসিনী, গঙ্গা, গগনরূপা, গগনাধ্বপ্রসারিণী, গরিষ্ঠা, গণনীয়া, গোপালী, গোগণস্থিতা, গোপৃষ্ঠবাসিনী, গম্যা, গভীরা, গুরুপুষ্করা, গোবিন্দা, গোস্বরূপা, গোনাম্নী, গতিদায়িনী, ঘূর্ণনামা, ঘর্ম্মহরা, ঘূর্ণৎস্রোতা, ঘনোপমা, ঘূর্ণাখ্যদোষহরণী, জগত্রয়ঘূর্ণয়ন্তী, ঘোরা, ঘৃতোপমজলা, ঘর্ঘরারাবঘোষিণী, ঘোরাম্ভোঘাতিনী, ঘুষ্যা,

ঘোষা, ঘোরাঘহারিণী, ঘোষরাজ্ঞী, ঘোষকন্যা, ঘোষণীয়া, ঘনালয়া, ঘণ্টাটঙ্কারঘটিতা, ঘাস্কারী, ঘন্মচারিণী, ঙান্তা, ঙকারিণী, ঙেশী, ঙকারবর্ণসংশ্রয়া, চকোরনয়নী, চারুমুখী, চামরধারিণী, চন্দ্রিকা, চন্দ্রমণ্ডলবাসিনী, চোকারবাসিনী, চমরী, চর্চ্চ্যা, চর্ম্মবাসিনী, চর্ম্মহস্তা, চন্দ্রমুখী, চূচুকদ্বয়শোভিনী, ছত্রিণী, ছত্রিভাষারি, ছত্রচামরশোভিতা, ছত্রিতা, ছদ্মসংহন্ত্রী, ছরিতব্রহ্মরূপিণী, ছয়া, ছলশূন্যা, ছলয়ন্তী, ছলান্বিতা, ছিন্নমস্তা, ছলধরা, অচ্ছবর্ণা, ছুরিতা, ছবি, জীমূতবাসিনী, জিহ্বা, জবাকুসুমসুন্দরী, জরাশূরজয়াজ্বালা, জবিনী, জগদেশ্বরী, জ্যোতীরূপা, জন্মহরা, জনার্দ্দনমনোহরা, ঝঙ্কারকারিণী, ঝঝ্ঝা, ঝঝ্ঝরীবাদ্য-রূপিণী, ঝনঝনূপুরসংশব্দা, ঝরা, ব্রহ্মঝরা, অঝরা, ঞকারেশী, ঞকারস্থা, ঞবর্ণমধ্যনামিকা, টঙ্কারকারিণী, টঙ্কধারিণী, টঙ্কটুঙ্কনা, ঠকুরাণী, ঠদ্বয়েশী, ঠঙ্কারী, ঠক্কুরপ্রিয়া, ডামরী, ডমরাধীশা, ডামরেশীশিরঃস্থিতা, ডমরুধ্বনিনৃত্যান্তী, ডাকিনীভয়হারিণী, ডীনা, ডয়িনী, ডিণ্ডী, ডিণ্ডাধ্বনিনদাপ্রিয়া, ঢক্কারবা, ঢক্কারী, ঢক্কাবাদনভূষণা, ণকারবর্ণধরণী, ণকারীযান-ভাবিনী, তৃতীয়া, তীব্রপাপঘ্নী, তীব্রা, তরণিমণ্ডলা, তুষারকরতুল্যাস্যা, তুষারকরবাসিনী, থকারাক্ষী, থবর্ণস্থা, দন্তশূকবিভূষণা, দূরদৃষ্টি, দূরগমা, দ্রুতগন্ত্রী, দ্রবদ্রবা, দীর্ঘচক্ষুঃ, দীর্ঘধরা, ধনরূপা, ধনেশ্বরী, নীরজাক্ষী, নীরূরূপা, নিষ্কলা, নিরহংক্রিয়া, পরাপরা, পরাপেক্ষা, পারায়ণপরায়ণা, পারকর্ত্রী, পণ্ডিতা, পণ্ডা, পণ্ডিতসেবিতা, পরা, পবিত্রা, পুণ্যাখ্যা, পালিকা, পীতবাসিনী, ফুৎকারদূরদুরিতা, ফাণয়ন্তী, ফণাশ্রয়া, ফেনিলা, ফেনদশনা, ফেনা, ফেনবতী, ফণা, ফেৎকারিণী, ফণিধরা, ফণিলোকনিবাসিনী, ফাণ্টাকৃতালয়া, ফুল্লা, ফুল্লারবিন্দলোচনা, বেণীধরা, বলবতী, বেগবাদিধরাবহা, বন্দারবন্দ্যা, বৃন্দেশী, বনবাসা, ভীমরাজ্ঞী, ভীমপত্নী, ভবনীর্ষকৃতালয়া, ভাস্বরা, ভাস্করধরা, ভাস্কারবাদিনী, ভয়ঙ্করী, ভয়করা, ভূষণা, ভূমিভেদিনী, ভগভাগ্যবতী, ভব্যা, ভবদুঃখনিবারিণী, ভেরুণ্ডা, ভেরমুগমা, ভদ্রকালী, ভবস্থিতা, মনোরমা, মনোজ্ঞা, মৃতমোক্ষমহামতি, মতিদাত্রী, মতিহরা, মঠস্থা, মোক্ষরূপিণী, যমপূজ্যা, যজ্ঞরূপা, যজমানী, যমস্বসা, যমদণ্ডস্বরূপা, যমদণ্ডহরা, যন্তি, রক্ষিকা, রাত্রিরূপা, রমণীয়া, রমা, রতি, লবঙ্গলেশরূপা, লেশনীয়া, লয়প্রদা, বিমুগ্ধা, বৃষহন্ত্রী, বিশিষ্টা, বেশধারিণী, শ্যামরূপা, শরৎকন্যা, শারদী, শরণস্রুতা, শ্রুতিগম্যা, শ্রুতিস্তুত্যা, শ্রীমুখী, শরণপ্রদা, ষষ্ঠী, ষট্‌কোণনিলয়া, ষট্‌কর্ম্মপরিসেবিতা, সাত্ত্বিকী, সত্যবসতি, সানন্দা, সুখরূপিণী, হরিকন্যা, হরিস্রুতা, হরিবর্ণা হরীশ্বরী, ক্ষেমঙ্করী, ক্ষেমরূপা এবং ক্ষুরধারাম্বুশোষিণী। হে মাতঃ! তুমিই অনন্ত, ইন্দিরা, ঈশা, উমা, উষা, ঋবর্ণিকা, ঌকারস্থা ৡকারী এবং তুমিই এসিতা, ঐশ্বর্য্যদায়িনী, ওককারিণী, ঔমকারিণী, অঙ্কশূন্যা, অথচ অঙ্কধরা, অঃস্পর্শা, অস্ত্রধারিণী, অধিক আর কি কহিব, তুমি সর্ব্ববর্ণময়ী, বর্ণব্রহ্মরূপা ও অখিলাত্মিকা। তুমি প্রসন্না, শুক্লদশনা, পরমার্থা এবং পুরাতনী। শুক কহিলেন, হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি ভগীরথকৃত ভগবতী ভাগীরথীর মহাপুণ্যজয়প্রদ সহস্রনামাখ্য এই স্তুতিবাদ পরমভক্তিসহকারে পাঠ করেন

কিংবা পাঠ করান, তাঁহার সমুদয় বাঞ্ছিত ফল সিদ্ধ হয় এবং তিনি অনায়াসে সর্ব্বার্থ-দায়িনী বরদা গঙ্গাকে লাভ করিয়া থাকেন। জ্যৈষ্ঠমাসীয় দশহরাতিথিতে দুর্গোৎসব-বিধানে কিংবা আগমোক্ত বিধি অনুসারে ভগবতী গঙ্গাকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক সহস্রনামাত্মা এই স্তব পাঠ করিলে, দেবী গঙ্গা সংবৎসরকাল তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যে ব্যক্তি পুত্রের উৎসবদিনে, বিবাহাদি-শুভকার্য্যে, শ্রাদ্ধ-বাসরে এবং জন্মদিবসে এই স্তব পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার তত্তৎ কার্য্য অক্ষয় হইয়া থাকে। ইহা পাঠ করিলে, ধনার্থী ধন, ভার্য্যাহীন ভার্য্যা এবং অপুত্রক হইলে চতুর্ব্বর্গসাধক পুত্র-নিচয় লাভ করিয়া থাকে। যুগাদ্যা, পূর্ণিমা, রবিসংক্রান্তি, অমাবস্যা, ব্যতীপাত, পুষ্যানক্ষত্র, একাদশী, দিনক্ষয় ও পুণ্যতিথিতে এবং কোন শুশ্রূষু ব্যক্তি সমাগত হইলে, গোষ্ঠ কিংবা ব্রাহ্মণ-গৃহে পাঠ বা শ্রবণ করিবে। ভগবতী গঙ্গা, মহারাজ ভগীরথের প্রতি পূর্ব্বকৃত কঠোর তপোনিচয়ে যেরূপ প্রসন্ন হইয়াছিলেন, তাহার এই সহস্র নামাত্মক স্তবেও সেইরূপ প্রীতা হইবেন; অতএব যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে এই সহস্র নাম দ্বারা গঙ্গাকে স্তব করে, সগরাদিকৃত তপস্যায় তিনি যেরূপ তাঁহাদিগের প্রতি প্রীতা হইয়াছিলেন, তাহার প্রতিও তাদৃশ প্রীতা হন। অনন্তর দেবী, পরমপরিতুষ্টা হইয়া বরদান-বাসনায় কহিলেন, হে ভূপাল! আমি তোমায় বরদান করিতে সমাগত হইয়াছি, অতএব বর প্রার্থনা কর। আমি যদি চ তোমার হৃদ্গত ভাব পরিজ্ঞাত আছি, তথাপি একবার নিজমুখে প্রকাশ কর। তখন রাজা ভগীরথ কহিলেন, হে দেবি! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে বিষ্ণুপদ পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথিবীমার্গে পাতালপুরীপ্রবেশ করিয়া মদীয় পূর্ব্বপুরুষ-গণকে উদ্ধার করুন। আর দ্বিতীয় বর এই, আমি আপনাকে যে স্তুতিবাদ করিলাম, যে কোন মানব, ইহা দ্বারা আপনাকে স্তব করিবে, তাহাকে আপনি পরিত্যাগ করিবেন না। গঙ্গা কহিলেন, হে মহারাজ! আমি তোমাকে অধিক আরও এক বর দান করিতেছি, আমি ভাগীরথী নামে ত্বদীয় কন্যা বলিয়া প্রসিদ্ধা হইব। হে নৃপ! যে ব্যক্তি ত্বৎকৃত স্তুতিদ্বারা আমায় স্তব করিবে, আমি তাহার বশীভূতা থাকিব এবং পরিণামে তাহাকে নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান করিব। হে রাজন্! এক্ষণে ভগবান্ শিবকে আরাধনা কর, কারণ তিনি আমাকে মস্তকে ধারণ করিবেন; তাহা না হইলে, আমি যদি নিরবলম্বন হইয়া পতিত হই, তাহা হইলে ধরাতল বিদারণপূর্ব্বক অন্যত্র জলস্রোত গমনের সম্ভাবনা। পৃথিবী, আমার বেগ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। তুমি সুমেরুশিখরে আরোহণ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিও, আমি তদনুসারে ব্রহ্মাণ্ডকোটিভেদ করিয়া তোমার অনুসরণ করিব। শুক কহিলেন, দেবী গঙ্গা এইরূপ কহিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

শুক কহিলেন, হে বিপ্র! এক্ষণে ভূমণ্ডলে পরমাশ্চর্য্য গঙ্গাবতরণবৃত্তান্ত শ্রবণ কর, উহা শ্রবণে ও কীর্ত্তনে মহাপাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে। অনন্তর রাজা ভগীরথ, শঙ্কর-সন্নিধানে বরলাভ করিয়া অশ্বচতুষ্টয়সমন্বিত মহাবেগশালী পরম মনোহর দিব্য কাঞ্চনময় রথে আরোহণপূর্ব্বক পরমশোভা পাইতে লাগিলেন। সেই দীর্ঘবাহু, দীর্ঘলোচন, দীর্ঘদর্শী মহাতপা ভগীরথের সর্ব্বাঙ্গ প্রদীপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং নানাভরণে ভূষিত। তাঁহার মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট, সুদীর্ঘ ললাটদেশে দীর্ঘ তিলক এবং হস্তে শুক্লবর্ণ শুভশঙ্খ বিরাজমান। তদীয় পরিধেয় বসন পীতবর্ণ, লোচনদ্বয় আরক্ত এবং বক্ষঃস্থল অতিশয় উন্নত। তিনি এইরূপে বিপুল সুমেরুশৃঙ্গোপরি পূর্ণ শশধরের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলে, ঋষিগণ জয়শব্দে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর রাজা ভগীরথ বিজয়নামক সারথিকে আদেশ করিবামাত্র সারথি নিশ্বন, পবন, মানস ও তারক নামক অশ্বচতুষ্টয়কে চালনা করিল। পরে নৃপতি, মেরুমস্তকে আরূঢ় হইলে দেবগণ, সেই দুষ্করকর্ম্মা মহাসত্ত্ব মহাত্মা ভগীরথকে দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগীরথ মেরুমস্তকে থাকিয়া যথোচিত অতি মধুর বিপুল শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলে, সেই শব্দ ভগবান্ হরির চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইল। তখন সেই মধুর শব্দে ভগবান্ হরির চরণকমল ক্ষরিত হইতে লাগিল। অনন্তর ভগবতী গঙ্গা, নিজেচ্ছায় মহাবেগবতী হইয়া মহাশব্দে ব্রহ্মাণ্ডোপরিস্থিত জলের সহিত ব্রহ্মাণ্ড-ভেদ করত সুনির্ম্মলসলিলময়ী নদীরূপে মধুক্ষরণ করিতে করিতে পতিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে সেই হিরাণ্ডমধ্যভেদিনী, গভীরচারুনাদিনী, সহস্রশঙ্খবাদিনী, গগনবিরাজিনী চারুরূপিণী মহেশ্বরী গঙ্গা, দশদিক্ উদ্ভাসনপূর্ব্বক আকাশমার্গে গমন করত সপ্তবিংশতি লক্ষযোজন ভেদ করত সুমেরুর উপরিভাগে আগত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন এবং রাজা ভগীরথও শঙ্খবাদনে বিরত হইলেন। তৎকালে বিবিধ-ভূষণ-ভূষিত সমুদয় দেবদেবীগণ সাক্ষাৎ মুক্তিস্বরূপ গঙ্গাদেবীকে পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অর্চ্চনাকালে জয়ধ্বনি, শঙ্খনিনাদ এবং পুষ্প-চন্দন-সৌরভে দশদিক্ পরিব্যাপ্ত হইল। অনন্তর দিক্‌পালগণ, ভগীরথকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, ভো ভো ক্ষত্রিয়শার্দ্দুল! তুমি যখন গঙ্গাকে আনয়ন করিলে, তখন চতুর্দ্দিক্‌স্থিত জনগণকে কৃতার্থ কর। হে ভূপতে! তাহা হইলে চতুর্দ্দিকেই তোমার বিমলকীর্ত্তি চিরস্থায়ী থাকিবে এবং সমুদয় ধরামণ্ডল কৃতার্থ হইবে। শুক কহিলেন, রাজা ভগীরথ দিক্‌পালগণের তাদৃশ হিতকর বাক্য শ্রবণে সবিনয়ে প্রণামপূর্ব্বক গঙ্গাকে কহিলেন, হে মাতর্গঙ্গে! আপনাকে নমস্কার করি, কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার নিকট কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে দেবি! আপনি ধারাচতুষ্টয়

বিস্তার করিয়া, চতুর্দ্দিকে গমন করুন। গঙ্গা কহিলেন, হে ভূপ! যদি তুমি ও শঙ্কর সকলেই চতুর্ভাগে বিভক্ত হও, তাহা হইলে আমিও চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে গমন করিতে পারি। গঙ্গার বাক্যশ্রবণে ভগীরথ কহিলেন, হে দেবি! আপনি সর্ব্ব-লোকের ঈশ্বরী ও হিতকারিণী। আমি সামান্য মনুষ্য, সামান্য তপস্যায় আমার এরূপ শক্তি কিরূপে হইবে? হে মাতঃ! আপনার নিকট ভগবান্ শম্ভুও হীনবল; কারণ, আপনি সমুদয় মানবগণকে শম্ভুসদৃশ করিবেন, অতএব হে দেবি! আপনিই উপায়জ্ঞা, আপনিই উপায় বিবেচনা করিয়া চতুর্দ্দিকে গমন করুন। শুক কহিলেন, দেবেন্দ্রপরিবেষ্টিতা ভগবতী গঙ্গা, নরেন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিতা হইয়া, স্বয়ং শঙ্খপদ্মহস্ত চারিভাগে বিভক্ত হইলেন। অনন্তর গঙ্গা, ত্রিমূর্ত্তিতে অগ্রে অগ্রে শঙ্খ-বাদনপূর্ব্বক অল্পবেগবিশিষ্ট উজ্জ্বল ধারাত্রয়ে গমন করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজ! তাঁহার সীতানামক ধারা পূর্ব্বদিকে, ভদ্রানামক ধারা উত্তরদিকে এবং বংক্ষুনামক ধারা পর্ব্বতপরম্পরা অতিক্রমপূর্ব্বক পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইল। পরে সীতা-ধারা ভদ্রাশ্বে, ভদ্রাধারা কেতুমালে ও বংক্ষুধারা কুরুবর্ষে উপস্থিত হইলে, গঙ্গাদেবীর মূর্ত্তিত্রয় শঙ্খ পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবেগে ধারাত্রয়ে পৃথক্ পৃথক্ জলধিত্রয়ে প্রবেশ করিলেন এবং যে ধারা মেরুমস্তকে মন্দাকিনী নামে প্রসিদ্ধ, অলকানন্দানামক সেই মহাবেগা মহাবলা চারুরূপিণী বিপুলধারা দক্ষিণাভিমুখী হইয়া ভগীরথরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগীরথ, মেরুর দক্ষিণ শৃঙ্গে ভয়ঙ্কর এক গুহা দেখিয়া শঙ্খবাদন পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাকে কহিলেন, হে দেবি! গঙ্গে! সম্মুখে এক দুষ্প্রবেশ-বিনির্গমা তমোময়ী মহাঘোরা গুহা দেখিতেছি, কি প্রকারে ইহা উত্তীর্ণ হইব? তখন দেবী কহিলেন, হে মহাভাগ! তুমি যেরূপ বলিলে, সত্যই এই গুহা সেই প্রকার; অতএব তুমি যদি আমাকে লইয়া গমন করিতে চাহ, তাহা হইলে ইন্দ্রহস্তী ঐরাবতকে আনায়ন কর; সে এই গুহা বিদীর্ণ করিয়া দিবে। রাজা ভগীরথ গঙ্গার বাক্য শ্রবণ করিয়া, ঐরাবত-সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে শুক্লভাস্বর! হে মহাভাগ ঐরাবত! তোমাকে নমস্কার। ভগীরথের বাক্যে ঐবারত কহিল, হে রাজন্! কিজন্য আমাকে নমস্কার করিতেছ? আমাকে তোমার কান্ কার্য্য করিতে হইবে? আমা ভিন্ন নিষ্পন্ন না হয়, তোমার এরূপ কোন্ কার্য্য আমি করিব? ভূপতি কহিলেন, আমি দিলীপ-নন্দন রাজা ভগীরথ, আমি পিতামহ-গণের উদ্ধারার্থ গঙ্গা লইয়া গমন করিতে করিতে মেরুর দক্ষিণশৃঙ্গে এক মহাভীষণ গহ্বর দেখিয়া তোমার নিকট আসিলাম। হে গজরাজ! তুমি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই গুহা বিদীর্ণ করিয়া দাও, তাহা হইলে গঙ্গা নির্গত হইতে পারেন, তোমা ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা তাহা হইতে নির্গত হইবার সম্ভব নাই। ঐরাবত কহিল, যদি গঙ্গা, পত্নী ভাবে আমার সহিত এক রাত্রি অবস্থান করেন, তাহা হইলে আমি সেই গুহামধ্যে

প্রবেশ করিয়া তাহা বিদারণ করি। ভূপতি কহিলেন, আচ্ছা, তুমি যদি তাঁহার বেগ সহ্য করিতে পার, তবে তিনি তোমার সহিত যামিনী যাপন করিবেন। সুরগজ এই কথা শুনিয়া ভগীরথকে কহিল, ভগীরথ! যদি আমি তাঁহার বেগ সহ্য করিতে না পারিব, তবে বল, কিরূপে তাঁহার অসাধ্যকার্য্য আমা দ্বারা সাধিত হইতে পারে? ভগীরথ কহিলেন, যদি তুমি তাঁহার বেগ সহ্য করিতে পার, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তিনি তোমার সহিত মিলিত হইবেন। তিনি যে সেই সামান্য গুহা বিদারণ করিতে সমর্থ নন, এরূপ বোধ করিও না; তিনি ইচ্ছা করিলে মেরুকেও বিদীর্ণ করিয়া গমন করিতে পারেন; তবে কেবল দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মানবর্দ্ধনার্থই সেই কার্য্যে তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন, এক্ষণে যেরূপ উচিত হয়, কর। ঐরাবত কহিল, ভাল, আমি তাঁহার বেগ সহ্য করিব। চল, গুহায় প্রবেশ করিগে। তিনিত নিঃসন্দেহ এক রাত্রি আমার সহিত বাস করিবেন। ঐরাবত এই কথা বলিয়া আগমনপূর্ব্বক গুহামধ্যে প্রবেশ করিলে ভূপতি ভগীরথ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তৎশ্রবণে ভগবতী ভাগীরথীও পরম বেগবতী হইয়া উঠিলেন। গঙ্গাকে বেগবতী দেখিয়া এবং ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া ভয়ে গজরাজের নয়নদ্বয় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন প্রতিগমনে সমর্থ না হইয়া দ্বারদেশে অবস্থানপূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে মেরুশৃঙ্গ বিদারণ করত গম্ভীর চীৎকার করিয়া বেগে পলায়ন করিল। ভগবতী শঙ্করী গঙ্গা, এই উপায়ে নির্গত হইয়া ভগীরথের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহেশ্বরী গঙ্গা, তরঙ্গমালায় শোভমান হইয়া ইতস্ততঃ যেন নৃত্য করিতে করিতে কোথাও আবর্ত্ত এবং কোন কোন স্থানে খরস্রোতঃ প্রকাশ করত দেবদেবীগণের করবিক্ষিপ্ত পুষ্পরাশি বহন করিয়া দুর্গম গিরিনিকর এবং নিষধ ও হেমকূট অতিক্রম-পূর্ব্বক ভগবান্ শঙ্কর মস্তকে কি প্রকারে আমার বেগ সহ্য করিবেন, মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া শঙ্করের মস্তকোদ্দেশে মহাবেগে ভগীরথের শঙ্খশব্দানুসারে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে করী কেশরী প্রভৃতি জন্তুগণে পরিপূর্ণ পর্ব্বতবাসী প্রাণী সকল তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। এদিকে ভগবান্ ধূর্জ্জটিও দেখিব, গঙ্গার কি প্রকার বেগ, মনে মনে এইরূপ ঈর্ষাপরবশ হইয়া হিমালয়ের চতুর্ভাগে আরোহণপূর্ব্বক গঙ্গাকে ধারণার্থ মস্তক বিস্তার করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুরনদী গঙ্গা, যথাবিলম্বিত বেগবতী ও ফেনপুঞ্জে পরিবৃতা হইয়া ত্রিপঞ্চাশৎ যোজন লঙ্ঘনপূর্ব্বক হিমালয় হইতে সহস্র গুণ অধিক বহুজটাজটিল শম্ভুশিরে পতিত হইয়া নির্গমনমার্গ অন্বেষণ করত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি শঙ্করের মস্তকস্থিত জটাময় অরণ্য মধ্যে যে যে স্থানে গমন করেন, সেই সেই স্থান নূতন দেখিতে লাগিলেন। ভগবতী গঙ্গা, অনন্তশক্তিমান্ শঙ্করের মস্তকে এইরূপে ভ্রমণ করত পরিশ্রান্তা হইয়া পড়িলেন এবং এদিকে ভগীরথের শঙ্খধ্বনিতে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এইরূপ একবৎসর কাল অতীত হইলে গঙ্গাদেবী শিবসম্মুখে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে অনন্তশক্তে!

হে ভগবন্! ভূপতি ভগীরথ, শঙ্খধ্বনিরূপ অঙ্কুশ দ্বারা আমাকে আকর্ষণ করিতেছে, অতএব আমার নির্গমনের পথ দান করুন। আমি আপনার জটাবনে ভ্রমণ করিয়া শ্রমযুক্তা ও ভগীরথের শঙ্খশব্দে পীড়িতা হইতেছি। হে মহেশ্বর! আমি আপনার অনন্ত জটারণ্যে দ্বার না পাইয়া বেগশূন্যা হইয়া আপনার শরণাপন্না হইলাম, আপনি দ্বার দান করুন, সগরসন্তানগণ ব্রহ্মদণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করুক। হে পরমেশ্বর! আমি আপনার নিকট অপরাধিনী হইয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। ভগবান্ কহিলেন, হে গঙ্গে! তুমি যে নিজ প্রভূত প্রবাহবেগে আমাকেও রসাতলে লইয়া যাইতে বাসনা করিয়াছিলে, তোমার সে বেগ এক্ষণে কোথায় যাইল? কি জন্য এরূপ বিনয়বাক্য বলিতেছ? যাহাই হউক, তুমি যখন আমার শরণাপন্না হইয়াছ, তখন যথেচ্ছ গমন কর। ভগবান্ মহেশ্বর এইরূপ কহিয়া সহাস্যবদনে বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণভাগের একগাছী জটা বিদারণ করিলেন। অনন্তর পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষিণী যেরূপ পিঞ্জরদ্বার মুক্ত পাইলে তাহা হইতে নির্গত হয়, সুরধুনী গঙ্গাও সেইরূপ জটাদ্বার লাভে তাহা হইতে পরমানন্দে নির্গত হইলেন। হে মহামুনে! অনন্তর ভগবতী গঙ্গা জ্যৈষ্ঠমাসীয় শুক্লপক্ষে হস্তানক্ষত্র ও মঙ্গলবারযুক্ত দশমীতিথিতে হিমালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক ধরণীতলে পতিত হইলেন। তিনি ভূতলে অবতীর্ণা হইয়া পরমনির্বৃতি লাভ করিলেন এবং নিজতেজে প্রজ্বলিত কোটি অগ্নিশিখার ন্যায় দেদীপ্যমান হইতে লাগিলেন। তাঁহার বেগে ধরাতল ক্ষুব্ধা হইয়াও গঙ্গালাভজন্য আনন্দভরে ক্ষোভ বোধ করিলেন না। তৎকালে চতুর্দ্দিকে জয় জয় শব্দ হইতে লাগিল এবং পাপ সকল ভীত হইয়া ধরাতল পরিত্যাগ করিল। সুরগণ ও ঋষিগণের বন্দনীয়া, সহস্র শশধরের ন্যায় শুভ্রবর্ণা, শত সহস্র সূর্য্যসম দীপ্তিশালিনী মহেশ্বরী ভগবতী ভাগীরথী এইরূপে ভূতলে অবতীর্ণা হইয়া পাপপুঞ্জ বিনাশ করত পরমশোভমান হইতে লাগিলেন।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

শুক কহিলেন, অনন্তর গঙ্গাদেবী, ভূতলে পরমানন্দসহকারে বিপুল ধারারূপে দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। তৎকালে ভূতলগতা গঙ্গা যেন সাক্ষাৎ মুক্তিলতিকার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। মনোহর তরঙ্গমালা তাঁহার পত্রাবলী ও শুভ্রফেন-রাজি কুসুমনিকরের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। শুভ্রকান্তি ধারাসুন্দরী—সিংহ, হস্তী, মহানাগ ও মহাপক্ষিগণে আকীর্ণ হওয়ায় পরমশোভা প্রাপ্ত হইল। রাজা ভগীরথ অগ্রে অগ্রে রথোপরি শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে বায়ুবেগে যাইতে

লাগিলেন, ভগবতী গঙ্গা সেই শঙ্খ-শব্দানুসারিণী হইয়া উচ্চপর্ব্বত, বন, গ্রাম, নাগর ও সুরম্য সরোবর সকল প্লাবিত করিয়া দেবর্ষিগণের স্তুতিবাদসহ মহাবেগে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। গঙ্গা যথায় যথায় যাইতে লাগিলেন; তথায় তথায় মহেশ্বর অষ্টহস্তাধিক তটদেশে ভূমিভাগকে মস্তক করিলেন। মহেশ্বরী গঙ্গাধারা সার্দ্ধযোজন বিস্তীর্ণ মৌলি, অষ্টহস্তাধিক ও মস্তক সার্দ্ধযোজন পরিমিত করিলেন। হে দ্বিজবর! ভগবান্ শম্ভু সমুদ্রপর্য্যন্ত মস্তক কিঞ্চিন্ন্যূন বিশতযোজন দীর্ঘ করিয়াছিলেন। ভগবতী গঙ্গা মহাবেগে চতুর্দ্দশযোজন অতিক্রম করিয়া হিমালয় নিকটে সপ্তর্ষি-মণ্ডলকে দর্শন করিলেন। তাঁহারা সাত জনে সাতটী শঙ্খ বাজাইতেছিলেন। তন্নিমিত্ত গঙ্গা সেই স্থানে সপ্তর্ষিগণের প্রীতিকরী সপ্তধারা হইলেন। তৎপরে তিনি ধারা-সঙ্কুচিত করিয়া হরিদ্বারে আসিয়া মহা-পাষাণ ভেদপূর্ব্বক সর্ব্বতোমুখী হইলেন। অনন্তর তিনি সখীতুল্য বিশুদ্ধ নদী সকলের সহিত মিলিত হইয়া কৌতুকে স্ফীত হইলেন। তৎপরে অগ্নিকোণমুখী হইয়া যাইতে যাইতে যমুনা ও অন্তঃসলিলা সরস্বতীর সহিত যে স্থানে মিলিত হইলেন, তাহা প্রয়াগ নামে অতি পুণ্যতম ক্ষেত্র হইল। পরে গঙ্গার স্রোত পূর্ব্বদিকে বিরাজিত হইল। তৎপরে ভগবতী গঙ্গা বামাশক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া কাশীকে বামা করিলেন; তথায় শিবদর্শন-কৌতুকে উত্তর-স্রোতা হইলেন। সপাদৈকযোজনপরিমিত কাশীধাম পৃথিবীর বহির্ভূত হইয়া রহিল। পরে তিনি পূর্ব্বমুখী হইলেন; তখন রাজা ভগীরথ স্বয়ং পরিশ্রান্তবোধ হওয়াতে এবং অশ্ব ও সারথিকে পরিশ্রান্ত দেখিয়া শঙ্খবাদন হইতে বিরত হইলেন। ইত্যবসরে মহামুনি জহ্নু শ্রুতি-মধুর শঙ্খ-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া গঙ্গাদেবী গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ওদিকে ভগীরথ রাজা বিশ্রামপূর্ব্বক পুনরায় শঙ্খ-নিনাদ করিতে লাগিলেন। গঙ্গাদেবী কিয়দ্দূর গমন করিয়া অন্য শঙ্খশব্দ-শ্রবণে বিস্মিত হইয়া প্রথম শঙ্খধ্বনি জহ্নুমুনির কর্ম্ম ভাবিয়া রোষে অধীর হইয়া ভগীরথকে বলিলেন, হে মহাভাগ! আমাকে যখন নিজ আশ্রমে লইবার জন্য এই জহ্নুমুনি অন্য শঙ্খধ্বনি করিয়াছেন, তখন তাঁহার আশ্রমমণ্ডল প্লাবিত করিব, তুমি তদীয় আশ্রম দিকে চল। শুকদেব কহিলেন, ভগবতী গঙ্গা এই কথা বলিলে, রাজা অগ্রসর হইলেন; দেবীও বেগে তাঁহার অনুগমন করিলেন। এদিকে জহ্নুমুনি তাহা জানিতে পারিয়া ব্রহ্মতেজ স্মরণপূর্ব্বক ভূতলে দক্ষিণকর স্থাপন করিলেন। তথায় অলক্ষিত গঙ্গানালা হইল; তখন মহামুনি জহ্নু ব্রহ্মকরোপম দক্ষিণপাণিতলে প্রায় সমস্ত গঙ্গাজল গণ্ডূষ করিয়া পান করিলেন। তৎকালে ভূর্লোকে, আকাশে ও চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। তখন গঙ্গাদেবী নিজমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক মুনি-পুঙ্গবের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। দেবী বলিলেন, হে ব্রহ্মন্ মহাভাগ! আমি আপনাকে ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন বলিয়া জানি; আমি লোকহিতাকাঙ্ক্ষিণী, আমার অপরাধ

মার্জ্জনা করুন; আমি আপনার কন্যা হইলাম, আপন জঠর হইতে আমাকে এক্ষণে মুক্ত করুন। তাহা হইলে সগররাজের পুত্রগণ সদ্গতি প্রাপ্ত হইবে, ভগীরথের তপস্যা সার্থক হইবে। লোকে আমার জাহ্নবী এই পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিবে ও আপনার পরমবিমলকীর্ত্তি জাজ্বল্যমান রহিবে। হে মুনে! মহাত্মা ব্রাহ্মণ দেবগণেরও দুর্লভ, ইহা আমি জানি; অতএব কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আমাকে ত্যাগ করিয়া ক্ষমা করুন। শুকদেব কহিলেন, তখন মহাতপা জহ্নু তদীয় কাতরোক্তি শ্রবণে নিজ জানুদেশ বিদীর্ণ করিলে, গঙ্গাদেবী নির্গত হইলেন,—অমনি "জয় জাহ্নবী" "জয় জাহ্নবী" এই পুণ্যতর ধ্বনি চারিদিকে উত্থিত হইল। অনন্তর রাজা ভগীরথ কিছু দূর গমন করিয়া তদীয় বাহনের বিশ্রামার্থ গমনে নিবৃত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে মহাত্মা জহ্নুমুনির কন্যা পদ্মাবতী ভগিনীকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় সময় বুঝিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। তাহা শুনিবামাত্র পর্ব্বতনন্দিনী গঙ্গা অগ্নিকোণের দিকে কিছু দূর গমন করিলেন। রাজা ভগীরথ তাঁহাকে অন্যদিকে যাইতে দেখিয়া "চল সারথে! দেখিতেছ না, দেবী অন্যদিকে যাইতেছেন" এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন। সেই শঙ্খধ্বনি শুনিয়া বিস্মিত হইয়া, দেবী গঙ্গা জল হইতে উত্থিত হইয়া, রাজাকে দূরে শঙ্খশব্দ করিতে দেখিলেন ও পদ্মাবতীর প্রতি কুপিত হইলেন। সেই কোপে পদ্মাবতী বিস্তীর্ণ নদীমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া, পূর্ব্বদিকে গমনপূর্ব্বক সমুদ্রে সঙ্গত হইল। দেবীও তীরদেশ সংক্ষিপ্ত করিয়া গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নিকটে সমুদ্র বুঝিয়া দক্ষিণস্রোতা হইয়া, যমুনাসঙ্গ ত্যাগ করিয়া, রাজাকে দক্ষিণভাগে রাখিয়া সমুদ্র-ভেদ করিলেন। তখন সাক্ষাৎ সমুদ্রদেব ভার্য্যা বেলার সহিত উঠিয়া পুষ্প ও চন্দন দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর দেবী সাগর-ভেদ করিয়া সুতলাদি অতিক্রমপূর্ব্বক মহাতলে যাইয়া, মহা-প্রভাবিত কপিল মুনিকে দর্শন করিলেন। তথায় হে দ্বিজ! রাজা ভগীরথ ধূপ দীপাদি বিবিধ উপচারে ভাগীরথী গঙ্গার পূজা করিলেন। কপিল কহিলেন, অয়ি মহেশানি! মহেশ্বরি! মাতর্গঙ্গে! আপনার শুভাগমন ত? বহুদেশ অতিক্রম করিয়া মহাতলে আসিয়াছেন, এই মহাবল ষষ্টিসহস্র সগর-সন্তানগণ আমার ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া পরম-দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। হে মাতঃ! আপনিই জীবের একমাত্র গতি, ইহাদিগকে পবিত্র করুন। হে দেবি! ইহারা অদ্য দুর্গতি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দিব্যগতি লাভ করুক, আমিও আপনাকে স্পর্শ করিয়া নিঃসংশয়ে কৃতার্থ হই। শুকদেব কহিলেন, হে দ্বিজনন্দন! কপিল মুনি এই কথা বলিলে, দেবী গঙ্গা নাগগণকর্ত্তৃক-সেবিত হইয়া সগর-পুত্রগণের ভস্মরাশি প্লাবিত করিলেন। তদীয় জলস্পর্শ-মাত্র সগর-সন্তানেরা যমলোকে অমিতকান্তি সুন্দরদেহ হইল। যমদূতদিগের সমক্ষে তাহারা দিব্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বিমানারোহণে মুক্তবন্ধন বিহঙ্গগণের ন্যায় যুগপৎ

আকাশপথে উত্থিত হইল। তাহাদিগের স্বর্গগতি হইলে, অপ্সরোগণ সেবা করিল ও দেবগণ তাহাদিগের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাজা ভগীরথও স্বীয় নগরে মহামহোৎসব করিলেন। তৎপরে দেবী নাগলোকে ভোগবতী নামে বিখ্যাত হইলেন। তিনি ভূতল অতিক্রম করিয়া পাতালে গিয়া, সহস্রশীর্ষা অনন্তদেবকে দেখিয়া, যাঁহার উপরে ব্রহ্মাণ্ড ভাসমান সেই কারণসলিলে লীন হইলেন। হে দ্বিজ! পবিত্র দেবনদী গঙ্গা যেরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া পাতালে গমন করিলেন, তাহা এই তোমায় প্রশ্নানুরূপ বলিলাম। হে বিপ্র! গঙ্গার এই অবতরণকথা শোকনাশক, দুঃখসাগরের শোষক, বংশবর্দ্ধন, যশস্কর, আয়ুর্বর্দ্ধক, ধন্য ও পরমমঙ্গলস্বরূপ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই উপাখ্যান শ্রবণ ও পাঠ করিলে পরমগতি লাভ করিবেক। স্ত্রী ও শূদ্রগণও শ্রবণ করিলে, তাদৃশ গতিলাভে সমর্থ হইবে। কূপ, তড়াগ, উপবন, বৃক্ষ ও মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠাকালে, অপরাপর শুভকর্ম্মে, বৃষোৎসর্গসময়ে, গ্রহবৈগুণ্যে এবং বৃষ্টি, অগ্নির উৎপাতে এই উপাখ্যান পাঠ ও শ্রবণ করিবেক। অগঙ্গদেশবাসী যে জন মৃত্যু আসন্ন জানিয়া এই একাদশ অধ্যায় অথবা দ্বাবিংশ অধ্যায় স্থিত এই উত্তম আখ্যান পাঠ বা শ্রবণ করে, সে মহাপাতক বা সমস্ত পাতক যুক্ত হইলেও আজন্ম-গঙ্গাস্নান ও গঙ্গামৃত্যুর ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মুনে! স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে সুরাসুরগণের অপূর্ব্ব উত্তম সুরনদীচরিত স্বীয় মতি অনুসারে তোমায় বলিলাম, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিলে। এক্ষণে জানিও সত্যযুগে তপস্যায় যে ফল, ত্রেতায় যাগে যে ফল, দ্বাপরে চন্দন কুসুম দ্বারা অর্চ্চনে যে ফল, তৎসমস্তই কলিযুগে গঙ্গার জলকণাস্পর্শে লব্ধ হইয়া থাকে। যখন এই গঙ্গাকে গিরিরাজকন্যা কহে, তখন ইঁহার স্বামী ভগবান্ শিব। যখন ইনি স্বর্গে দেবনন্দিনী, তখন ইঁহাকে অগ্নির ভার্য্যা ও স্কন্দের মাতা কহে। যখন ইনি বিষ্ণুপাদোদ্ভবা, তখনই স্বীয় পতিকে লাভ করিয়াছিলেন। ইনি জহ্নুমুনির কন্যা হইলে রাজপত্নী ও ভীষ্মজননী হন এবং ভাগীরথী হইলে সমুদ্ররূপ সৎপতি লাভ করেন। এইরূপে অনিয়তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, বহুমূর্ত্তিধর ভগবান্ শিবকেই পতিলাভ করিয়াছিলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি বলিলেন, হে মহামতে! ব্রহ্মন্! সতীর অর্দ্ধরূপিণী গঙ্গা যেরূপে শিব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলিলেন; এক্ষণে উমার শিবপ্রাপ্তিকথা বলুন। ঋষি কহিলেন, সতীদেবী ত্রিদিবধামে গমন করিলে, মেনকা পুনরায় চারুগুণশীল-সমান্বিতা,

তপ্তকাঞ্চন-বর্ণা, চারুলোচনা, দ্বিভুজা অপর এক কন্যা প্রসব করিলেন। এই কন্যার জন্ম হইলে, মেনকা প্রভৃতি সকলেই গঙ্গাশোক বিস্মৃত হইলেন। হে জৈমিনে! ক্রমে সেই কন্যা হিমালয়ের গৃহে শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। একদা দেবর্ষি নারদ তদীয় অন্তঃপুরে আগমনপূর্ব্বক নির্জ্জনে মেনকাকে আমূলতঃ সতীর বৃত্তান্ত বলিলেন। মুনির কথা শুনিয়া, মেনকাদেবী কন্যাকে অনাদি প্রকৃতিরূপা ভবানী বোধ করিলেন। তৎপরে নারদ, শৈলরাজের নিকট গমনপূর্ব্বক বলিলেন, হে শৈলরাজেন্দ্র! তোমার কমল-লোচনা কন্যা জন্মিয়াছে। ইনি এক্ষণে দান-যোগ্যা, তবে কোন্ বরে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা কর, বল? হিমালয় বলিলেন, আমার এই কন্যা গুণবান্ অনুরূপ পতিলাভের জন্য নিজেই বনমধ্যে তপস্যা করিতেছে, পূর্ব্ব-জন্মে লব্ধপতিই ইহার ইহজন্মে পতি হইবে, সুতরাং কন্যাবরের মিলনবিষয়ে আমাদিগের চেষ্টা বৃথা। নারদ কহিলেন, হে শৈলেন্দ্র! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু পুরুষের চেষ্টা করা উচিত; কারণ উদ্যমশূন্য পুরুষকে কার্য্যরাক্ষস গ্রাস করিয়া বসে; অতএব তুমি যখন তাহার পিতা, তখন তোমার কর্ত্তব্য এই যে, কিসে সে পতিলাভ করে ও তুমি কন্যাদান ফলপ্রাপ্ত হও, এই বিষয়ে চেষ্টা কর। যে ব্যক্তির "যাহা লভ্য, তাহা লাভ হইবে" ইহার উপর নির্ভর করিয়া চেষ্টায় বিরত হয়, গৃহস্থদিগের মধ্যে সে দুর্ম্মতি, তাহার কিছুই কর্ত্তব্য নাই, তাহাকে নাস্তিক বলে। অতএব তুমি নিজে কন্যার বরের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ কর। হিমালয় কহিলেন, হে প্রভো! আপনি একমাত্র তত্ত্বজ্ঞ, মদীয় কন্যার উপযুক্ত পাত্র বলুন, কাহাকে দান করিলে আমার কন্যা সুখিনী হইবে? নারদ বলিলেন, হে শৈলরাজ! তোমার কন্যার যোগ্য পতি যিনি আছেন, আমি তাঁহাকে জানি। ত্বদীয় দুহিতাও উহাঁকে পাইবার জন্য যত্নবতী আছেন। তাঁহার বসতি কৈলাসে, তিনি তোমাতেও আছেন, তিনি স্বয়ং আত্মা; কুবের তাঁহার কিঙ্কর; সেই দেবপূজ্য বরে কন্যা সম্প্রদান কর। হিমালয় কহিলেন, হে মহাসাধো! তাঁহাকেই আমি কন্যা দান করিব, এক্ষণে তনয়ার ঈপ্সিত সেই শিবকে আনয়ন করুন। শুকদেব কহিলেন, দেবর্ষি নারদ তথাস্তু বলিয়া ভগবান্ মহেশ্বরের নিকটে গমনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া তাঁহাকে এই বাক্য কহিলেন, হে শম্ভো! আপনার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। যথায় দেবগণ গঙ্গাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথায় সতী দেবী উপস্থিত। সেই হেম-গৌরাঙ্গী তোমাকে পাইবার আশায় নিবিড় অরণ্যে তপস্যা করিতেছেন। হে মহাদেব! তোমার বৃত্তান্ত হিমালয় ও মেনকাকে নিবেদন করিয়াছি; তুমি পর্ব্বতরাজ হিমালয়ে বাস কর; গৌরী তোমার সেবা করিবে, তুমি তাহাকে নিঃসংশয় লাভ করিবে। শিব কহিলেন, হে নারদ! আমি যাহাকে মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য, সেই গঙ্গারূপিণী সতীকে লাভ করিয়াছি, তবে আর কাহার কথা বলিতেছ? নারদ কহিলেন, সতী দেবী

গঙ্গা ও উমা নামে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছেন। একজনকে তুমি মস্তকে ধারণ করিয়াছ, অপরকে বামাঙ্গে ধারণ করিবে। পূর্ব্বে ইনিই তোমার বামাঙ্গে ছিলেন, অদ্যও বামাঙ্গে তাঁহাকে স্থাপন কর। শুকদেব বলিলেন, হে জৈমিনে! দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া গমন করিলে পর, ভগবান্ শম্ভু তপস্যার্থ হিমালয়ে গমনপূর্ব্বক একদা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশধারী হইয়া তপস্যাকারিণী সতীকে বলিলেন, অয়ি রম্ভোরু! তুমি কে? তুমি কাহার? কি নিমিত্তই বা তপস্যা করিতেছ? তোমায় যেরূপ সুকুমারাঙ্গী দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে, ইহা তোমার তপস্যার উপযুক্ত কাল নহে। দেবী বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমি হিমালয়ের দুহিতা, ভগবান্ শিবের প্রাপ্তি-আশায় তপস্যা করিতেছি; আমি পূর্ব্বে দক্ষ-প্রজাপতির কন্যা ছিলাম, শিব-নিন্দায় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলাম। শিব কহিলেন, অয়ি গুণ-সম্পৎ সমন্বিতে! ইন্দ্রাদি দেবগণ ত্যাগ করিয়া শ্মশানবাসী কুরূপ শিবকে পতি পাইবার জন্য কেন যত্ন করিতেছ? কঠোর তপস্যাই বা কেন করিতেছ? তোমার রূপ ও স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া শিব ত তোমার পদানত হইবেনই। দেবী কহিলেন, হে ব্রহ্মচারিন্! আমি এই শিবনিন্দায় পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলাম, অতএব আমার কাছে শিবনিন্দা করিবেন না; এক্ষণে মহেশ্বর শিবের স্তব করুন। উহাই আমাদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক, আমিও শিবনিন্দা-শ্রবণে দেহত্যাগ হইতে বিমুক্ত হই। তখন শিবরূপী ব্রাহ্মণ স্তব করিতে লাগিলেন, হে ত্রিলোচন! তুমি ত্রিভুবনপালক। হে শিব! হে বিশ্বেশ্বর! তুমি প্রমথগণ-বিহারী, তুমি সর্ব্বদা আনন্দস্বরূপ, তুমি কালরূপী, তুমি পাপহারী। হে দেবদেব! গিরিশ! ঈশ! হর! প্রসন্ন হউন। তাহা শুনিয়া দেবী হর্ষভরে বলিলেন, হে ব্রহ্মচারিন্! আপনাকেই আমি ভগবান্ শিব বলিয়া বোধ করিয়াছি; আপনি শিবজ্ঞ ও সাক্ষাৎ শিব—আপনাকে প্রণাম। হে দেবদেবেশ্বর! আমি ভক্তিসহকারে নমস্কার করি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। শুকদেব কহিলেন, এইরূপে ভগবতী উমা প্রণাম করিলে, সেই মহেশ্বর তৎক্ষণাৎ স্বরূপ ধারণপূর্ব্বক বৃষরাজে বিরাজিত হইয়া বলিলেন, অয়ি সুন্দরি! তুমি আমায় প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। এই কথা বলিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইলেন, উমাও পিত্রালয়ে গমন করিলেন। অনন্তর মহাযোগী শিব গঙ্গাকে মস্তকে ধারণপূর্ব্বক ভার্য্যার্থে নিঃস্পৃহ হইয়াও তথায় পর্ব্বতশৃঙ্গে অবস্থান করিলেন। তৎকালে শৈলেশ্বর হিমালয় নারদের বাক্যানুসারে শিবের শুশ্রূষার জন্য পুত্রী উমাকে নিযুক্ত করিলেন। তিনিও পিতার আদেশে যত্নপূর্ব্বক অভীষ্ট পতিসেবা করিতে লাগিলেন, তথাপি সেই মহাযোগী তাঁহাকে পত্নীত্বে কামনা করিলেন না। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা সন্ধ্যা-নাম্নী স্বীয় কন্যাতে উপগত হইতে প্রবৃত্ত হইলে শিব হাসিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি সেই বৈরানুক্রমে তদীয় সমাধিভঙ্গ জন্য কন্দর্পকে প্রেরণ করিলেন। হে জৈমিনে! পুষ্পধনুর্দ্ধারী সেই কন্দর্প পত্নী রতির সহিত আগমনপূর্ব্বক ধনুতে সম্মোহন প্রভৃতি

শর সন্ধান করিলেন। তৎকালে কুসুমরাজি-বিরাজিত মূর্ত্তিমান্ বসন্ত আবির্ভূত হইল। তখন মহাদেবের চঞ্চলভাব হইল। তিনি তাহা দেখিয়া তৎকারণ-অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া পার্শ্বে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কন্দর্পকে কার্ম্মুকে জ্যা আরোপ করত অবস্থান করিতে দেখিয়া দৃক্‌পাতে ভস্ম করিলেন। এইরূপে মদন ভস্ম হইয়া দেবীর অঙ্গে গমন করিলে তাহার নাম অনঙ্গ হইল। মহেশ্বর সেই কামদেবের ভস্ম অঙ্গে লেপন করিলেন। তখন তাঁহাকে দেবী কামভাবে দর্শন করিলে তাঁহারও কামভাব উদ্রিক্ত হইল। ব্রহ্মাদি দেবগণ শম্ভুকে সকাম দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হিমালয়ও তাঁহাকে কন্যাদানে উদ্যত হইলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের সমক্ষে সেই মহেশ্বর যথাবিধি উমাদেবীকে বিবাহ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর দেবগণ তারকাসুরকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া মহেশ্বরের নিকট গিয়া তদীয় বীর্য্যোৎপন্ন সেনাপতি প্রার্থনা করিলেন। তিনিও তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত সুমেরু-পর্ব্বতের মূলদেশে ইলাবৃত বর্ষে পার্ব্বতীর সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে দিব্যপরিমাণে শতবর্ষ অতীত হইল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ ভীত হইয়া অমর্ষ চিন্তায় আকুল হইয়া ভাবিলেন, দিব্যপরিমাণে শতবর্ষব্যাপী উমা ও মহেশ্বরের বিহারে যে পুত্র জন্মাইবে, তাহা কোথায় ধারণ করা হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা কতিপয় দ্বিজ প্রদর্শনে তাঁহাদিগের বিহার প্রতিবন্ধ করিলেন। দেবী বিপ্রদর্শনে লজ্জিত হইয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন। তদবধি হে দ্বিজ! সেই স্থানটী দেবীপ্রীত্যর্থে শিবকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া পুরুষের অগম্য ও স্ত্রীত্ব-কর হইল। তখন ভগবান্ শিব, স্থানভ্রষ্ট শুক্র ধরাতলে নিক্ষেপ করিলেন। অগ্নি স্বয়ং সেই সর্ব্বব্যাপী তেজ ধারণ করিলেন ও সকল দেবতার সম্মতিক্রমে তাহার কিয়দংশ গঙ্গাকে ধারণ করিতে বলিলেন। কিন্তু গঙ্গা তাহা ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া কৈলাস পর্ব্বতে শিব-কাননে নিক্ষেপ করিলেন। তাহা হইতে বিশাললোচন, মহাবল, মহাবাহু, মহাসত্ত্ব শিবকুমার সেনানীর উৎপত্তি হইল। দেবতাগণ তপ্তচামীকরবর্ণ নানালঙ্কারে শোভিত সেই কুমারকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি কৃত্তিকাদি ছয় মাতার স্তন্যপান করিয়াছিলেন বলিয়া কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি নামে, নিগূহন বশতঃ গুহ নামে ও ষট্‌মুখে দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন বলিয়া ষড়ানন নামে অভিহিত হন। শিব প্রভৃতি দেবগণ তাঁহাকে অস্ত্র শস্ত্র ও বাহনাদি প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহাদিগের শত্রু তারকাসুরকে নিপাত করিলেন। দেবদেব উমার সহিত কৈলাস-শিখরে বাস করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজবর! পার্ব্বতী শিববিচ্ছেদ অসহ্য হওয়ায়, তথায় তদীয় অর্দ্ধাঙ্গ হরণ করিলেন। তথায় মহেশ্বর প্রশ্নকারিণী পার্ব্বতীকে সর্ব্বদেবতার মন্ত্র ও তন্ত্র বলিয়াছিলেন। হে দ্বিজ! কিরূপে শিব পূর্ব্বপ্রিয়া সতীদেবীকে লাভ করিলেন, তাহা এই বলিলাম। এই পুণ্য আখ্যান পাঠ, শ্রবণ ও জপে অভীষ্টদায়ক; এক্ষণে আর কি বলিতে হইবে, বল?

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, হে গুরো! আপনি মহাপুণ্য-ত্রিপথগামিনী গঙ্গার অবতরণকথা বলিলেন। এক্ষণে তাহাতে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য কি তৎসমস্ত বলুন; আপনার মুখনিঃসৃত বাক্যসুধাপানে বিতৃষ্ণা উপলব্ধি হয় না, কারণ আপনার বাক্য অক্ষয় অর্থের প্রস্রবণ-স্বরূপ। ব্যাস কহিলেন, জৈমিনি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ভাগবতপ্রধান মহর্ষি সানন্দচিত্তে নিজশিষ্য জৈমিনিকে বলিতে লাগিলেন। শুকদেব বলিলেন, মহাপুণ্যকর মনোরম গঙ্গাধর্ম্ম শ্রবণ কর, শ্রবণেই গঙ্গাস্নানের ফলপ্রাপ্তি হয়। হিমালয় হইতে গঙ্গাসাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত যে দেশ, উহা অপেক্ষা পরম পবিত্র স্থান নাই। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী ও দ্বারাবতী-এই সাতটী মুক্তিক্ষেত্র। তন্মধ্যে অযোধ্যা শ্রীরামচন্দ্রের নগরী, মথুরা কৃষ্ণপালিত নগরী, মায়া কামরূপ, কাশী শিবপুরী, কাঞ্চী দ্বিবিধ—শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী, অবন্তী সমুদ্রের তীরে শ্রীপুরুষোত্তম এবং দ্বারাবতী সমুদ্র-মধ্যস্থিত কৃষ্ণনির্ম্মিত পুরী,—এই সাতটী পৃথিবীমধ্যে গণ্য নহে। অযোধ্যা মহাপুরী শ্রীরামচন্দ্রের ধনুকের অগ্রভাগে স্থিত, কেশবের প্রিয়নগরী মথুরা সুদর্শনচক্রে ধৃত, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণে সেবিত মায়ানগরী শিবলিঙ্গের উপরিস্থিত, কাশী শিবের ত্রিশূলে-স্থিত এবং শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী বাম ও দক্ষিণ হস্তে ধৃত, দিব্যপুরী অবন্তী হরির পদ্মো-পরি স্থিত ও দ্বারাবতী বিষ্ণুর পাঞ্চজন্য শঙ্খোপরিস্থিত। এই সকল নগরীকে মোক্ষদায়িনী বলিয়া দেবগণ যেমন গণনা করিয়াছেন, শিবমস্তকোপরিস্থিত সুরধুনী গঙ্গাও তদ্রূপ। ইহাঁকে ধারণ করিতে স্বয়ং মহাদেব নিজ মস্তককে অষ্টহস্তাধিক সার্দ্ধযোজন বিস্তৃত ও কিঞ্চিদূন যোজনশত দীর্ঘ করিয়াছিলেন। অতএব গঙ্গাশ্রিত দেশ কদাচ পৃথিবীমধ্যে গণ্য নহে; প্রত্যুত বিশ্বমূর্ত্তি মহেশ্বরের মস্তক বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। অলকনন্দানাম্নী এই গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী, নতুবা গঙ্গা কোনস্থানে পূর্ব্ববাহিণী, কোনস্থানে পশ্চিমবাহিনী, কোথায় বা উত্তরবাহিণী, কোনস্থানে বা দক্ষিণবাহিনী। দক্ষিণবাহিনীর শতগুণ পূর্ব্ব-বাহিনী, তাহার শতগুণ পশ্চিমবাহিনী, তাহার সহস্রগুণ উত্তরবাহিণী। হে বিপ্র! সর্ব্বতোমুক্তিদায়িনী গঙ্গা ভারতের সর্ব্বস্থানের বিধানে সাক্ষিস্বরূপ আছেন। এই গঙ্গা-সদৃশ তীর্থ নাই; গঙ্গা পরমদেবতা, ইনিই বসতিস্থান; ইনিই পরমগতি। দেবী গঙ্গা আকাশে, পর্ব্বতে, ধরায় ও পাতালে সর্ব্বত্র আছেন। এই গঙ্গার জলে স্নানাদি পুণ্য-কার্য্যে দেশাদেশ, কালাকাল ও পাত্রাপাত্র বিচার নাই। কীটপতঙ্গাদি ক্ষুদ্র জীবগণও গঙ্গাজলে মৃত হইলে কীটাদি দেহ ত্যাগ করিয়া সুদুর্লভ স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। সগরপুত্রগণ তমোভাবে পরিপূর্ণ, পাপাচারী, ব্রহ্মশাপে ভস্মীভূত হইলেও যাহার জলস্পর্শে বহুকালের পর স্বর্গতিলাভ করিল; তখন যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক সেই পাপনাশিনী গঙ্গার সেবা করে, তাহাদিগের ত কথাই নাই। যে ব্যক্তি শত শত যোজন অন্তরে থাকিয়াও "গঙ্গা গঙ্গা"

এই নাম মুখে বলে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। যে দুর্ম্মতি জন্মাবধি নিরবচ্ছিন্ন পাপকর্ম্ম করিয়া গঙ্গামৃত্যু লাভ করে, মোক্ষ তাহার কিঙ্কর হইয়া থাকে। অতএব হে জৈমিনে! গঙ্গার রক্ষা সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য; পরিত্যাগ কর্ত্তব্য নহে, তাহা হইলে কাহারও পরিত্রাণ নাই। জৈমিনি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! গঙ্গার রক্ষা ও পরিত্যাগ কিরূপ? এ বিষয়ে আমার সংশয় নিরাস করুন। শুকদেব বলিলেন, প্রবাহ হইতে চারি হস্ত পর্য্যন্ত যে স্থান, তথাকার স্বামী সাক্ষাৎ নারায়ণ; তদ্ভিন্ন অন্য কেহ কদাচ নহে। এইস্থানে পুণ্যবান্ ব্যক্তি প্রাণাত্যয়েও কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিবে না অথবা সৎপাত্র প্রাপ্ত হইলেও দান করিবে না। যেহেতু প্রতিগ্রহের অভাবেই দানাভাব বুঝায়, গঙ্গায় পরক্ষতিকর কার্য্য সঙ্গত নহে। হে বিপ্র! গঙ্গায় প্রতিগ্রহ করিলে তাঁহাকে বিক্রয় করা হয়। গঙ্গাকে বিক্রয় করিলে জনার্দ্দনও বিক্রীত হন। জনার্দ্দনকে বিক্রয় করা হইলে ত্রিভুবনও বিক্রীত হয়; সুতরাং নিঃসম্বন্ধ বশত তাহার ত্রাণকর্ত্তা কেহ থাকে না। হে জৈমিনে! মিথ্যা কটু বা অপারমার্থিক বাক্য, দান, প্রতিগ্রহ, ক্রয়, বিক্রয়, পরপীড়াকর-কার্য্য, শস্ত্রপাত, বস্ত্রক্ষালন, নিজ গাত্রের মলকর্ষণ, পরদ্রব্যে পূজা, মৈথুন, ভোজন, অশাস্ত্র বা অজ্ঞাত-বিষয়ের কথন, পাদ-প্রক্ষালন, নিষ্ঠীবন, অপান-বায়ু-নিঃসারণ, উচ্ছিষ্ট-ক্ষেপণ, দণ্ডতাড়ন, অভ্যক্ত ভাবে স্নান ও অন্য তীর্থ বা অন্য জলের প্রশংসা; এই সমস্ত গঙ্গায় পরিত্যাগ করিবে। অভ্যঙ্গ দ্বিবিধ,—মস্তকাবধি বারি-মার্জ্জন ও মস্তকে নিক্ষিপ্ত তৈলের পাদ পর্য্যন্ত ধারায় পতন; এই উভয় প্রকারই ত্যাগ করিবে। গঙ্গায় প্রাণান্তেও শপথ, স্বচ্ছন্দ-বিচরণ, স্থানাস্থান-কল্পনা এবং এক বস্ত্রে বা অনেক বস্ত্রে, স্বর্ণ ও রৌপ্য অঙ্গে ধারণ না করিয়া স্নান করিবে না। আলস্য, শোক, মোহ, দুঃখচিন্তা, নাস্তিকতা, বিবাদলিপ্সা ও পাপচিন্তা গঙ্গাতীরে পরিহার করিবে। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতিথিতে যে পর্য্যন্ত জল উঠে, ততদূর গঙ্গার গর্ভ বলিয়া জানিবে; তাহার ঊর্দ্ধ তীর নামে খ্যাত। এই তীর দেড় শত হাত বিস্তৃত; তীর হইতে চতুর্দ্দিকে দুই ক্রোশ পরিমিত স্থান ক্ষেত্র-সংজ্ঞিত, এইরূপে তীর ও ক্ষেত্র সর্ব্বপাপ-শূন্য জানিবে। প্রবাহ হইতে শত হস্ত পর্য্যন্ত গর্ভক্ষেত্র কহে। তথায় কি কি কার্য্য বর্জ্জনীয়, তাহা অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। এই গর্ভক্ষেত্রে হিংসা, দ্বেষ, কলহ, মিথ্যাবাক্য, প্রতিগ্রহ, স্থানাস্থান-কল্পনা, অশাস্ত্র-বচন, পরান্নভোজন, পরদ্রব্যোপভোগ, শোক, মোহ, দুঃখচিন্তা, নাস্তিকতা, পাপভাবনা, ভিক্ষা, লিপ্সা, চাঞ্চল্য ও পরিহাস বর্জ্জন করিবে। হে দ্বিজ-পুঙ্গব! গঙ্গাতীরে যাহা পরিত্যাজ্য; এক্ষণে তাহা বলিতেছি। মিথ্যাকথন, শোকপ্রকাশ, মোহ, নাস্তিক্যভাব, পাপবুদ্ধি, কটুবাক্য, পরের পীড়াদায়ক কার্য্য, শাস্ত্র-বিগর্হিত বাক্য, কোন বিষয় না জানিয়া বলা, অন্য তীর্থের প্রশংসা, অন্য জলের প্রশংসা এবং স্থানাস্থানের বিচার; এই সকল গঙ্গাতীরে বর্জ্জন করিবে। উদ্ধৃত গঙ্গাজল দ্বারা জলসাধ্য কার্য্য সকল করিবে। যিনি গঙ্গার তীরস্থ

হইয়া অন্ত জল স্পর্শ না করেন, তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হউন। এই মহাতীর্থ গঙ্গাতে যাবতীয় দৈব ও পৈত্র কার্য্যে অশৌচ হয় না। গঙ্গাতীর ও যেদিকে গঙ্গা প্রবাহিতা আছেন, সেই দিক্‌কে মল-মূত্রাদি ত্যাগ করিবার কারণ পরিহার করিবে, গঙ্গার সন্নিহিত যাবতীয় স্থানই পরমপবিত্র; সুতরাং তথা হইতে কদাচ অন্যত্র যাইবে না। ঐ সকল স্থানে পুণ্যকার্য্যের যাদৃশ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, পাপকার্য্যেরও তাদৃশ জানিবে। মন্ত্রগ্রহণ, মন্ত্রজপ ও দেবার্চ্চনা গঙ্গাতটে বিশেষ ফলদায়ক হয়। এক্ষণে নারায়ণ-ক্ষেত্রে যে কিছু কর্ত্তব্য, তাহা নিরূপণ করিতেছি। শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া সাবিত্রীজপ, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, পরোপকারক র্ম, দানার্থবৃষোৎসর্গ, ইষ্টদেবের প্রীতিকর কার্য্য এবং পূর্ব্বে যে দ্রব্য দান করিবে বলিয়া সংকল্প রহিয়াছে, পাত্রহস্তে তাহার দান, স্তবপাঠ ও মৌনভাব করিবে এবং ঐ স্থানে নীচ ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ করিবে না। কেবল ব্রহ্মভাবমায় জলমাত্র পান করিবে, এই সকল কার্য্য নারায়ণ-ক্ষেত্রে আচরণ করিবে।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ঋষি বলিলেন, যেকালে মানবের মন গঙ্গাদর্শনার্থে ব্যাকুল হইবে, তখনই তথায় গমন করিবে এবং স্নাত হইয়া দেবতা, ঋষিগণ ও পিতৃলোকের অর্চ্চনা করিবে। তথায় শুক্লবস্ত্র পরিধান করত প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। গঙ্গায় গমন কালে মৈথুন, কলহ ও হিংসা পরিহার করিবে এবং মলিন বসন গ্রহণপূর্ব্বক ইষ্টদেব, গণেশ, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, গো, ব্রাহ্মণ ও পতিব্রতা সকলকে বক্ষ্যমাণ বাক্য দ্বারা প্রণাম করিবে। গুরুগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, দিক্‌পালগণ, গ্রহগণ, ঋষিগণ, চারণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ এবং দেবদেবীগণ আপনাদের সকলকে আমি এক্ষণে প্রণাম করিতেছি; আপনারা আমার এই গঙ্গাস্নান-যাত্রায় সিদ্ধিদায়ক হউন। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গঙ্গায় প্রস্থান করিবে। বিল্ব ও তুলসীতরুকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া বিল্বপত্র আঘ্রাণ করত গঙ্গায় যাত্রা করিবে। গঙ্গাযাত্রী মানব পথিমধ্যে দিবারাত্র শয়ন, ভোজন ও দানাদি সকল কার্য্যেই গঙ্গানাম স্মরণ করিয়া কালযাপন করিবে। গঙ্গাযাত্রী ব্যক্তির পথে যদি মৃত্যু হয়, তবে তাহার গঙ্গামৃত্যুর ফল হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। দেবতারা জীবের গঙ্গাদর্শনের বিরোধী হইয়া থাকেন, তাহার উদ্দেশ্য, যাহাতে সে ব্যক্তি গঙ্গায় অবগাহন করিয়া তাঁহাদের সমান না হইতে পারে। যেমন রাত্রি-অবসানে অন্ধকার সকল নিষ্প্রভ হয়, তদ্রূপ জীবদেহের পাপরাশি গঙ্গাযাত্রায় উদ্যোগ করিবামাত্র সামর্থ্যহীন হইয়া

থাকে; তথাপি তখন তাহারা পদে পদে গমনবিঘ্ন করিয়া থাকে। কিন্তু গঙ্গার বায়ুস্পর্শমাত্রে সেই সকল পাপ বিনষ্ট হয়। তখন দেবতারা সকলে তাহার বিঘ্নকারী হন; সুতরাং গঙ্গাবায়ুস্পর্শ হইলে বক্ষ্যমাণস্তব পাঠ করিবে,—যাহাতে সর্ব্বদেবদেব ভগবান্ বিষ্ণু পরিতুষ্ট হন। যে বিষ্ণু নিজ মহিমায় অবস্থিত হইয়া নিজের অপ্রমেয়তা প্রকাশ করিতেছেন, সেই শোকমোহ-বহির্ভূত সনাতন বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে। আলনাদিতে অসংস্পৃষ্ট যে গুণাতীত ঈশ্বরকে যোগিগণ সর্ব্বদা সেবা করিয়া থাকেন, সেই শান্তিময় বিশ্বরূপ সনাতন বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে। যাঁহারা সনাতন ব্যোমদেহ সুখ ও ধর্ম্মের একমাত্র আশ্রয়, সেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের আলয় সনাতন বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে। যিনি ক্ষর ও অক্ষর হইতে অতীত, যাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই, সত্যই যাঁহার সঙ্কল্প, সেই অভয়দাতা সনাতন বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে। পণ্ডিতেরা যাঁহাকে নিত্যকারণ ও কার্য্যরূপে অবলোকন করেন, সেই জ্ঞেয়রূপী পরমাত্মা বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে। ব্যাসাদি যোগপরায়ণ ঋষিগণ ধ্যানমগ্ন হইয়া যাঁহাকে ভাবরূপ পুষ্পরাশি দ্বারা অর্চ্চনা করেন, সেই সনাতন বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে। এই যোগিজনাহ্লাদক পবিত্র বিষ্ণ্বষ্টক যে ব্যক্তি পরম ভক্তিসহকারে পাঠ করেন, তিনি বিষ্ণুর সদৃশ হন। এই স্তবপাঠে বিষ্ণুসদৃশ মানব গঙ্গাকে অবলোকন করিবে এবং পরমপবিত্রা গঙ্গাকে দর্শনের পর হে দেবি। জগজ্জননি! শিব মস্তকবাসিনি! মাতর্গঙ্গে! আজি আমার জন্ম সফল হউক, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সেই ভগবতীকে প্রণাম করিবে এবং হে গঙ্গে! তোমাকে স্মরণ করিতাম, আজি দর্শন করিলাম, এক্ষণে স্পর্শ করিতেছি। হে জগজ্জননি! তুমি বিষ্ণুদেহ-দ্রবময়ী, আমার প্রতি প্রসন্না হও। অতঃপর উত্তর ও অধর বাস পরীধানপূর্ব্বক ইষ্টদেবপ্রীতিকামনায় স্নান করিবে। যাহারা এই জলপ্রবাহে মজ্জন করে, আর তাহাদিগকে ভবসমুদ্রে মগ্ন হইতে হয় না; আজি আমার সম্মুখে সেই জলরাশি, দেবতারা যাঁহার গঙ্গা নামে গান করিয়া থাকেন। গঙ্গাসলিলে তীর্থাবাহন নাই এবং ইহাতে সঙ্কল্প না করিয়া স্নান করিলেও নিষ্পাপ হইয়া থাকে। এই স্নানে যথাবিধানে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণেরই তর্পণ করিবে এবং অন্যচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া নিজ ইষ্টদেবতার পূজা করিবে। গঙ্গাতীরে ত্রিরাত্রকাল বাস করিবে; কারণ ঐ স্থানে যেটুকু সময় থাকিবে ঐ সময়ই সার্থক হইল, জানিবে। গঙ্গা হইতে প্রত্যাগমন কালে পুনরায় তাঁহার দর্শনবাসনায় প্রার্থনা করিবে। জীবের পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা বা ধনরাশির বিয়োগে তাদৃশ দুঃখ হয় না, যেরূপ দুঃখ গঙ্গার বিয়োগে হইয়া থাকে। হে বিপ্র! অগঙ্গদেশ উৎসবময় হইলে উৎসবহীন জানিবে, আর যে দেশে গঙ্গা নাই সে দেশ গমনের অযোগ্য। যে ব্যক্তি একপাদে অবস্থিত হইয়া অযুতবর্ষ তপস্যা করেন, তাঁহা অপেক্ষা দণ্ডমাত্রকাল গঙ্গায় বাসকারী পুরুষই শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি এক পক্ষ বা এক মাস গঙ্গায় বাস করে, সেই ব্যক্তিকে ভগবতী

গঙ্গা দশুসম সংখ্যায় ফল বিতরণ করিয়া থাকেন। মানব যাবৎকাল গঙ্গায় বাস করে সেই কালে তদীয় পিতৃগণ ও দেবতারা তাহার প্রতি পরম সন্তুষ্ট থাকেন। ঐ সময়ে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবে এবং ভিক্ষালব্ধ বা পরপ্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করিবে না, পরের নিন্দা করিবে না। যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে অবস্থান করিয়া পরনিন্দা করে, সর্ব্বভূতময় বিষ্ণু তাহার প্রতি কুপিত হইয়া পরাঙ্মুখ হন। গৃহস্থ গঙ্গায় স্নানার্থ আসিয়া যদি তণ্ডুল সুবর্ণ বা বস্ত্রাদি যে কিছু দ্রব্য গ্রহণ করে, তবে তাহার গঙ্গায় আগমনের সম্যক্ ফলসিদ্ধি হয় না এবং যে ব্যক্তি গঙ্গায় উপস্থিত হইয়া স্নান উপেক্ষা করে, সেই পাপাত্মা সর্ব্বদা পঙ্গু হইয়া থাকে। তীরবাসীরা প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে গঙ্গাকে দর্শন করিবে। যে ব্যক্তি স্নান না করিয়া তীর পরিত্যাগ করত দূরে গমন করে, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপ তাহাকে আশ্রয় করে। নিত্য গঙ্গাস্নায়ী গঙ্গাতীর-বাসী ব্যক্তিকে যথাবিধানে পূজা করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ গঙ্গাহীনদেশে বাস করে, যদি তার বাসভবন ভগ্ন হয় এবং তখন যদি সে দেবী গঙ্গাকে আশ্রয় না করে, তবে বিধাতাই তাহাকে বঞ্চনা করিলেন, জানিবে। সেই সকল গ্রাম, জনপদ, পর্ব্বত ও আশ্রম পবিত্রতম বলিয়া জানিও,—যাহাদিগের মধ্য দিয়া নদীশ্রেষ্ঠা ভাগীরথী প্রবাহিতা হইয়া থাকেন। বিদ্যুৎবিকাশের মত ক্ষণস্থায়ী দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া যে ব্যক্তি গঙ্গার সেবা করে, সেই ব্যক্তিই বুদ্ধির পরপারে যাইয়াছে অর্থাৎ পরম বুদ্ধিমান্ বলিয়া তাহাকে জানিবে। যে মহাত্মারা বহুপুণ্যপ্রভাবে দেবলোকেও পূজিত হইয়া থাকেন, তাঁহারাই পৃথিবীতে গঙ্গাকে সহস্র সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালিনী দেখিয়া থাকেন আর নাস্তিকেরা ঐ দেবীকে সাধারণ জলপূর্ণ ও সামান্য নদীর মত দেখিয়া থাকে। কারণ কৃত পাপ তাহাদিগের দর্শনের ব্যাঘাত করে। যে ব্যক্তি গঙ্গাহীনদেশ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীর আশ্রয় করে, সেই দেবদুর্লভ মনুষ্যই বুদ্ধিমান্-দিগের শ্রেষ্ঠ। হে দ্বিজবর! যাহার পিতৃপিতামহক্রমে গঙ্গাতীরে বাস আছে, সে ব্যক্তি মানবচর্ম্মে আচ্ছাদিত ভগবান্ শিব, ইহাতে সন্দেহ নাই। গঙ্গাতীরবাসী ব্যক্তিকে যিনি সুলক্ষণা কন্যা সংপ্রদান করেন, তাঁহার পিতৃগণ প্রত্যহ গয়াশ্রাদ্ধ ভোগ করেন এবং যিনি গঙ্গাতীরবাসীকে ভূমিদান করেন, তিনি চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অবস্থানকাল ব্যাপিয়া স্বর্গরাজ্য ভোগ করেন। গঙ্গাতীরবাসী ব্যক্তি অপরাধী হইলেও যিনি তাহাকে পরুষবাক্যে তাড়না করেন, তাহার পাপফল শ্রবণ কর,—দেবতারা ও পিতৃলোক তৎসেবিত হইলেও বিমুখ হন, গঙ্গা তাহাকে পরিত্যাগ করেন; সে চিরকাল নরকে অবস্থান করে। যিনি গঙ্গাতীরবাসী ব্যক্তিকে সূর্য্যের ন্যায় দর্শন করেন, তাহারই নির্ম্মল নয়ন দেবদর্শনে সক্ষম হয়। হে দ্বিজবর! যিনি গঙ্গাতীরবাসী ব্যক্তিদিগকে গঙ্গালোক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, গঙ্গাদেবী তাঁহাকেই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। হে জৈমিনে! মন্দচেতা ব্যক্তিরাই, দেবতারও পূজনীয়, গঙ্গাতীরবাসী মানব-

দিগকে পাপজনক মনুষ্য জ্ঞানে অবমাননা করিয়া থাকে; কিন্তু সে অবগত নহে যে, দেবতারাই মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া গঙ্গাতীরে বিচরণ করেন; সুতরাং শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কদাচ তাঁহাদিগকে অবমাননা করিবে না। হে মুনে! অসংখ্য পিশাচগণ শিবের আদেশে বায়ুরূপ ধারণ পূর্ব্বক গঙ্গার উভয় তীরে অবস্থান করিতেছে। তাহাদের যে কার্য্য ও যে কারণে তাহারা ঐরূপে নিযোজিত আছে, তাহা শ্রবণ কর। হে বিপ্রবর! ঐ গঙ্গাতীরে যে পাপাত্মারা বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা, কেশ, নখাদি পরিত্যাগ করে, পিশাচেরা সেই কদর্য্য বস্তু তাহাদিগকেই ভোজন করায়। যাহারা মিথ্যাবাদী, দুষ্ট, গুরুসেবা-পরাঙ্মুখ, বৃথা হিংসাকারী, খল ও বিশ্বাসঘাতক; তাহাদিগকে মরণ সময়ে গঙ্গাপিশাচেরা গঙ্গাতট হইতে হরণ করিয়া, আকাশপথে লইয়া স্থাপন করে। পরে তাহারা সেই শূন্যমার্গেই প্রাণত্যাগ করিয়া পরম দুর্গতি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু পাপিষ্ঠেরা ইহা দেখিতে পায় না। এই সকল ব্যাপার জ্ঞানীদিগেরই নয়নগোচর হয়; হে জৈমিনে! ইহার লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা গঙ্গায় বিষ্ঠা বা মূত্র ত্যাগ করে, তাহারা চিররোগী হইয়া থাকে, বহুকাল উন্মত্ত হইয়া সর্ব্বদা দীর্ঘ শ্বাসবহন করে তাহাদের দেহ মলিন হয়, ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া যায়; এইরূপ অবস্থায় তাহারা মরে, তাহাকেই উক্ত পিশাচেরা শূন্যমার্গে লইয়া যায়। গঙ্গাভৈরব নামে অপর কতকগুলিন শিবের কিঙ্কর আছে, তাহারা সর্ব্বদা নানারূপে বিচরণ করত গঙ্গাকে রক্ষা করিতেছে। তাহাদের যে কর্ম্ম, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মহাভাগ! যে সকল পুষ্প বা নৈবেদ্যাদি বস্তু অদত্ত হইয়া, গঙ্গাপ্রবাহে ভাসমান হয়, তাহারা সেই সমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক গঙ্গাদেবীকে ও শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণকে পূজা করিয়া থাকে এবং বস্ত্রনিষ্পীড়িত জল ও পরিধানের পরত্যক্ত বস্ত্র গঙ্গাজলের সন্নিহিত হইবা মাত্র গঙ্গায় পতন আশঙ্কা করিয়া, তাহারা নিজ মস্তকে গ্রহণ করে। যাহারা মদ, মাৎসর্য্য ও হিংসারসে আক্রান্ত, সেই সকল দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিকে দেবতারা গঙ্গা হইতে দূর করিয়া দেন; সুতরাং তাহারা অন্যত্র প্রাণত্যাগ করে। সে কারণ সর্ব্বতোভাবে হিংসাদি পরিবর্জ্জন করিবে। হে বিপ্র! এই তোমাকে নিজ বোধানুযায়ী গঙ্গামাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম, এক্ষণে গঙ্গায় মরণের ফল কহিতেছি, শ্রবণ কর।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৫॥

ষড়বিংশ অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন, হে জৈমিনে! যে ব্যক্তি কোটিজন্ম নিষ্পাপ হইয়া আসিতেছে, তাহারই গঙ্গায় মরণ হয়। গঙ্গার প্রবাহ হইতে চতুর্হস্ত পরিমিত যে স্থান, তাহাতে যে দেহীর

প্রাণত্যাগ হয়, তাহাকে আর দেহ আশ্রয় করিতে হয় না এবং তাহাতেই তাহার কোটিজন্ম সঞ্চিত পুণ্যের প্রকাশ পায়। হে দ্বিজবর! জীবের জন্মের সহিতই মরণ উৎপন্ন হইয়া থাকে; যদি সেই মরণ গঙ্গাজলে হয়, তবে তাহার চিরদিনের মত জন্মও বিনষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ গঙ্গামৃত ব্যক্তিকে আর দেহধারণের কষ্ট পাইতে হয় না। হে জৈমিনে! শত অকার্য্যকারী ব্যক্তিরও গঙ্গায় মৃত্যু হইলে, তদীয় পাপরাশি গুরুত্বপ্রযুক্ত অধোগত হয় এবং বলবৎ পুণ্য লঘুতাপ্রযুক্ত উর্দ্ধগত হয়; দেহী সেই পুণ্য-অবলম্বনে উর্দ্ধে গমন করে। সামান্য পক্ষী হইতে পরম যোগী পর্য্যন্ত যে কোন জীব, জ্ঞান বা অজ্ঞানপূর্ব্বক গঙ্গায় প্রাণত্যাগ করিবামাত্র মুক্তিলাভ করে। জৈমিনি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি বলিলেন যে, মিথ্যাকথনাদি পাপে দূষিত ব্যক্তিদিগকে মৃত্যুসময়ে গঙ্গাপিশাচেরা এই বিষ্ণুক্ষেত্র হইতে উর্দ্ধে লইয়া যায়। কিন্তু প্রভো! পক্ষী বা কীটদিগের কিরূপে গঙ্গামৃত্যু হয়? কেমনেই বা গঙ্গাতে ব্রহ্মহত্যাদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়? তাহা বলিয়া আমার মনের সংশয় শীঘ্র দূর করুন, যেহেতু ইন্দ্রিয়ের অগোচর অতিসূক্ষ্ম বিষয়ও ভবাদৃশ যোগিগণ জানিতে পারেন। ঋষি কহিলেন, হে জৈমিনে! যাহারা মিথ্যাবাদী, দুষ্ট ও গুরুসেবায় বিমুখ এবং যাহারা বৃথাহিংসা করে, খলতায় পরিপূর্ণ বা বিশ্বাস-ঘাতক; তাহারা যাবৎকাল জীবিত থাকে, তাহাদিগের সেই সকল পাপরাশি গঙ্গাদর্শন-কর্ম্মের ব্যাঘাত করিয়া থাকে; সুতরাং সেই পাপিষ্ঠেরা শূন্যমার্গেই প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। পরে সেই পাপিষ্ঠেরা শূন্যমরণহেতুক ভূরিপাপে আক্রান্ত হইয়া অনন্ত নরক ভোগ করত পাপাবসানে সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করে ও সেই জন্মেই গঙ্গায় প্রাণত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ করে। তির্য্যগ্‌যোনিজাতদিগের পাপের ফলভোগ ঐ দেহেই হইতেছে, সুতরাং তাহাদের গঙ্গামরণে পিশাচেরা ব্যাঘাত করে না। পরে তাহারা স্বর্গভোগের পর নির্ব্বাণ মোক্ষের অধিকারী হয়। ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা, স্ত্রী-হত্যা প্রভৃতি পাপ সকলও একমাত্র সত্যপালনরূপ পুণ্যে বিনষ্ট হয়; সুতরাং ঐ মহাপাত-কীরাও সত্যকথনরূপ পুণ্যে মুক্তিদায়িনী গঙ্গাকে প্রাপ্ত হয়। হে মহামুনে! এক্ষণে আর কি সংশয় আছে? তাহা জিজ্ঞাসা কর। জৈমিনি কহিলেন, হে মহাভাগ! এইরূপ গঙ্গায় মৃত্যু কোথায় কাহার হইয়াছে? তাহা শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, তাহা আমাকে বলুন। ঋষি কহিলেন, হে দ্বিজবর! সগরসন্তানগণের অতি দুর্লভ সদ্গতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক্ষণে অন্য এক ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কীকট-নামক দেশে প্রজালোকের হিতার্থী কাককর্ণনামা রাজা ছিলেন। তিনি নিত্যই ব্রহ্মের দ্বেষ করিতেন। সেই রাজা নিয়ত রজঃ ও তমোগুণে আক্রান্ত ছিলেন বলিয়া ধর্ম্মকথা তদীয় কর্ণে বজ্রের ন্যায় বোধ হইত। সেই দেশে গয়া নামে একটী পুণ্য প্রদেশ ও পিতৃ-গণের স্বর্গপ্রদায়িনী ফল্গু নাম্নী এক নদী ছিল, কিন্তু ঐ উভয় স্থানে রাজা স্বয়ং যাইতেন না বলিয়া কেহই গমন করিত না। কিছুকাল পরে রাজা এক নিত্যগঙ্গাস্নায়ী গঙ্গা-

পরায়ণ সাধু বণিক্‌কে দেখিতে পান। সেই বণিক্ রাজাকে বহুল অর্থ প্রদান করিলেন, তাহাতে রাজা অত্যন্ত প্রীত হইলেন, বণিক্‌ও রাজার অনুরোধে তথায় বাস করিলেন। সেই বৎসরের মধ্যেই কাককর্ণ রাজার প্রবল দাহজ্বর পীড়ায় মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। তখন সেই পরম নাস্তিক রাজা বন্ধুবর বণিক্‌কে অবলোকন করিয়া তদীয় বিচ্ছেদ-দুঃখ অনুভব করিয়াই রোদন করিতে লাগিলেন। কাককর্ণ কহিলেন, হে সখে! হে মহাভাগ! আমি মরিতেছি, ইহাতে সন্দেহ নাই। তুমি আমার সকল কর্ম্মেই বিশ্বাস্য, সুহৃদ্, সখা ও বন্ধু। হে বণিক্‌বর। আমার এই শিশু সন্তান-দিগকে ও এই সমৃদ্ধ রাজ্যটীকে তুমি রক্ষা করিও। বণিক্ কহিলেন, হে মহারাজ! দেহী মাত্রেরই মরণ নিশ্চয় এবং একমাত্র ঈশ্বরকেই সুখ ও দুঃখের কর্ত্তা বলিয়া জানিবে। আত্মাই সকলের শোকস্থান, অন্য কেহ নাই; কারণ সকলে আত্মসঞ্চিত কর্ম্মফলই ভোগ করে, কখন পরোপার্জ্জিত ফল ভোগ করে না। হে মহারাজ! যখন দেহই আপনার নহে, তখন অন্য পুত্রাদির কথায় কি প্রয়োজন? এ সময়ে বিষ্ণু শিব ও গঙ্গাকে স্মরণ কর। উঁহাদিগকে স্মরণ করিলে চিরদিনের মত দেহবন্ধন ছিন্ন হইবে, তুমি সদ্গতি লাভ করিবে এবং তোমার পুত্রাদি স্বজনেরাও কল্যাণলাভ করিবে। কাককর্ণ কহিলেন, হে সখে! আমার এই বিপদ্‌কালে এরূপ বাক্য বন্ধুচিত নহে। আমার বালক পুত্রকে আনয়ন কর, আমি তাহাকে তোমার হস্তে অর্পণ করি; কারণ অন্য বলবান্ রাজারা আমার পুত্রকে যাহাতে পীড়ন না করে, আর তুমি যে কথা বলিলে, তাহা কি আমি জন্মাবধি শুনি নাই। বণিক্ কহিলেন, হে মহারাজ! শোক করিও না, স্ত্রী পুত্রকে প্রতিপালন কর; আর আমিও ত মরিব, তবে কেমনে তোমার পুত্রকে রক্ষা করিব? কাককর্ণ কহিলেন, হে সখে! আমি সম্মুখে ভীমাকৃতি আরক্ত-নয়ন দুইটী বীর পুরুষকে দেখিতেছি, এক্ষণে তোমার বাক্য আর শুনিবার জন্য থাকিতে পারিতেছি না; তুমি আমার স্বজনদিগকে রক্ষা করিও। শুক কহিলেন, ধার্ম্মিক রাজা কাককর্ণ এই কথা বলিয়াই যমপুরীস্থিত নদীর তটদ্বয় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তদীয় সকল ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান বিলুপ্ত হইল; বহুক্ষণে বহুকষ্টে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। হে দ্বিজবর! যমদূতদ্বয় তাঁহাকে লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় অন্য এক ভৈরবনামক গঙ্গাতীরবাসী দূত আসিয়া বলপূর্ব্বক নিবারণ করিল। তাহার তিনটী চক্ষু, চারিটী হাত; তদীয় জটা-মণ্ডল শোভিত মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট শোভা পাইতেছে। তাহার পরিধান পীতবস্ত্র, চরণে নূপুর বাজিতেছে, হস্তদ্বয়ে শূল ও অক্ষমালা শোভা পাইতেছে এবং তদীয় তেজে দিক্ সকল দীপিত হইতে লাগিল। সেই পরমাদ্ভুত অতিতেজস্বী সুন্দর সাধু হাসিতে হাসিতে কাককর্ণকে অভয়প্রদান করত তথায় আসিয়া বলিল, হে দূতদ্বয়! ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি দেখিতে পাইতেছি কোথায় যাইতেছ; তোমরা কে? তোমাদের মস্তকেই বা কি? এ সকল আমাকে না বলিয়া কেন যাইতেছ?

ঋষি কহিলেন, সেই যমদূতদ্বয় গঙ্গাভৈরবের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ ও তৎকালে তাঁহার অত্যদ্ভুত রূপ অবলোকন করিয়া কহিল, আমরা ধর্ম্মরাজের দূত, তদীয় আদেশে বিচরণ করিয়া থাকি; এক্ষণে আমরা এই রাজা কাককর্ণকে লইয়া যমালয়ে যাইতেছি। ভৈরব কহিল, কিরূপে তোমরা আপনাকে যমানুচর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ? আমি তোমাদিগকে যমদূত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না, যেহেতু তোমরা এই নিষ্পাপ রাজাকে যাতনাময় স্থানে লইয়া যাইতেছ। স্বয়ং যম ও তাঁহার দূতেরা, কেহই ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করে না। দূতদ্বয় কহিল, আমরা যমের দূত, ইহাতে সন্দেহ করিবেন না; আর এই রাজাও অতিপাপী এবং গঙ্গাহীন; অতএব পাপভূমি কীকট-দেশে ইহার মৃত্যু হইয়াছে, ইহাতেও সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই যমদণ্ডের উপযুক্ত পাপীকে আপনি নিবারণ করিবেন না; আর এতাদৃশ অদ্ভুতরূপ ধারণ করিয়াছেন, আপনি কে? ভৈরব কহিলেন, আমাকে গঙ্গাভৈরব নামক গঙ্গাদূত বলিয়া জানিও। গঙ্গাবাসী ব্যক্তিকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট এই রাজাকে ত্যাগ কর; কারণ বণিকের সহিত সংসর্গ-কারী এই রাজাতে যমের প্রভুতা নাই। তোমরা কি সেই গঙ্গাস্নায়ী বণিক্‌কে দেখিয়াছ? গঙ্গাবাসী ব্যক্তির সহিত ধর্ম্মবন্ধন করিলে মানবের আর কোন ক্লেশই ভুগিতে হয় না; কারণ গঙ্গা ও গঙ্গাবাসীতে কিছুই প্রভেদ নাই। যদি তোমাদের বাঁচিবার আশা থাকে, তবে শীঘ্র এই রাজাকে ত্যাগ করিয়া গমন কর। নচেৎ শিবের আজ্ঞায় আমি তোমাদিগকে যমের অধিকার হইতে ভ্রংশিত করিব। ঋষি কহিলেন, এই কথা বলিবামাত্র সেই মহাপাশ ও মহাদণ্ডনামক যমদূতদ্বয় ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত যমসন্নিধানে প্রস্থান করিল, গঙ্গাভৈরবও অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে রাজা কাককর্ণ দিব্যবিমানে আরোহণ করত দেবকন্যাগণ-বীজিত হইয়া মোক্ষধামে গমন করিলেন। হে দ্বিজ! গঙ্গাবাসীর সহিত সংসর্গকারী ব্যক্তির যাদৃশ ফল কহিলাম, এক্ষণে সাক্ষাৎ গঙ্গাবাসীর কীদৃশ ফল, তাহা তুমি নিজ বুদ্ধিতেই জানিতে পারিতেছ। অনন্তর বণিক্‌ও সেই রাজপুত্রকে লইয়া গঙ্গাতীর আশ্রয় করিল। হে দ্বিজবর! এই কারণে গঙ্গায় মৃত্যু পূর্ব্বভাগ্যানুসারেই হইয়া থাকে। গঙ্গা ত্যাগ করিয়া একপদমাত্রও অন্যত্র গমন উচিত নহে; যদি সর্ব্বস্ব যায়, তথাপি গঙ্গা পরিত্যাগ করিবে না। কারণ এই ভূমণ্ডলে গঙ্গাত্যাগ অপেক্ষা অধিক বিপত্তি আর কিছুই নাই। যদি মানব এই নারায়ণ-ক্ষেত্র গঙ্গাতে গঙ্গাজল পান করিয়া রাম-নারায়ণ প্রভৃতি তারক-ব্রহ্ম নাম পাঠ করত এবং গঙ্গা এই নাম বারংবার স্মরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তবে তাহার সকলই সিদ্ধ হয়। হে রাম নারায়ণ! অনন্ত মুকুন্দ মধুসূদন! হে কৃষ্ণ কেশব! হে কংসারে! হে হরে! হে বৈকুণ্ঠ! হে বামন! গোবিন্দ বাসুদেব! ঈশ বিষ্ণো শ্রীপুরুষোত্তম! হে ভগবন্ পুণ্ডরীকাক্ষ! পদ্মনাভ অচ্যুত হে শম্ভু! এই সকল নাম শ্রবণ বা পাঠ করিতে করিতে মানব

প্রাণত্যাগ করিয়া সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করে। হে শিব। শঙ্কর। পশুপতি। মহারুদ্র। ত্রিলোচন, হর, ঈশান, ঈশ, দেবীশ, নীলকণ্ঠ, পদ্মলোচন, পার্ব্বতীনাথ, গঙ্গানাথ, গঙ্গাধর। হে সতীপতে, মৃড়, ভীম। হে গুরো। হে নাথ। হে শম্ভো। ভূতনাথ। এই সকল নাম শ্রবণ বা পাঠ করিতে করিতে যাহার মৃত্যু হয়, তাহার সকল সিদ্ধিই করগতা হয়। হে মাতস্তারিণি গঙ্গে। মুক্তি তোমার পাদপদ্মকে নিরত সেবা করিতেছেন। হে নারায়ণি। এক্ষণে এই সংসারবন্ধন হইতে আমাকে মুক্ত কর, এই কথা শ্রবণ বা পাঠ করিতে করিতে যাহার মৃত্যু হয়, সে সকলই সম্পন্ন করিতে পারে। হে দ্বিজবর। অন্ত্যজ চণ্ডালও যদি কাহারও মুখে গঙ্গাজল নিক্ষেপ করে, সে মানবও মুক্তিলাভ করে। তদীয় পুত্রাদি-স্বজন-প্রদত্ত জলের কথা অধিক কি বলিব? কারণ গঙ্গাজলে উচ্চ, নীচ, কাল, অকাল ও স্থানাস্থানের বিচার করিবে না। গঙ্গাজল পাইবামাত্র প্রথমে প্রণামে, পরে সংগ্রহ; তৎপরে পান করিবে। নারায়ণক্ষেত্র গঙ্গায় ব্রাহ্মণ-সন্নিধানে হরিগুণ গান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ, মুক্তির নিদর্শন জানিবে এবং যে পুরুষের গঙ্গামৃত্তিকায় সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত থাকে এবং তাহাতে রুদ্রাক্ষ, তুলসী ও বিল্বদল থাকিয়া মৃত্যু হয়, তাহার ঐ মৃত্যু মুক্তির পরিচায়ক বলিয়া জানিবে। গঙ্গায় মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকটে স্বয়ং মহাদেব উপস্থিত হন এবং তাহার কর্ণে মুক্তিপ্রাপক বিমল জ্ঞান উপদেশ দিয়া থাকেন; সুতরাং গঙ্গায় মরণে যে মুক্তি, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে দ্বিজবর। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অয়ন, রাত্রিকাল, দিবস, প্রাতঃ, সায়ং ও মধ্যাহ্ন; যে কোন সময়ে মানব গঙ্গা নারায়ণ এই নামদ্বয় উচ্চারণপূর্ব্বক গঙ্গাজলে প্রাণত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ মোক্ষের অধিকারী হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে জৈমিনে। স্বয়ং বিধাতা শতবর্ষেও গঙ্গামরণের মাহাত্ম্য বলিতে সমর্থ নহেন, সামান্য মানবের কথা কি বলিব? পুরাকালে দক্ষতনয়া সতী দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করিয়া জন্ম ও মৃত্যুর যাতনা জানিতে পারিয়া শরণাগত ব্যক্তিদিগের মুক্তির নিমিত্ত গঙ্গারূপে প্রবাহিতা হইয়াছেন। হে ব্রহ্মন্। তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি সে বিষয় যতদূর জানি, তাহা এই বলিলাম; এক্ষণে গঙ্গায় দেবপূজাদি কার্য্যের মাহাত্ম্য বলিতেছি, শ্রবণ কর।

॥ ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন, হে মুনে! গঙ্গা হইতে এক যোজনের মধ্যে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারাও নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ত্রিবিধ কার্য্যই গঙ্গাতীরে আসিয়া করিবেন, আর মলমাসাদি অশুদ্ধকালে যাহা নিষিদ্ধ আছে, সে সকল কার্য্যও গঙ্গাতীরে

আনিয়া করিতে পারিবেন। কারণ গঙ্গাতীরে কাল বা পাত্রের বিচার নাই। আর যেখানে গঙ্গা নাই, সেই স্থানেই প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। হে বিপ্রবর! গঙ্গা-প্রবাহে ও শালগ্রাম-শিলায় যে কোন দেবতার পূজা করিলে আবাহন ও বিসর্জ্জন করিতে হয় না। হে জৈমিনে! পরমপবিত্র গঙ্গাজলে বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ষষ্ঠী, মনসা, দিক্‌পাল ও গ্রহগণ, ভূতনাথ শিব, মুনিগণ, ভূত, প্রেত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণ ও সকল পিতৃগণের পূজা করিবে। মানব গঙ্গাতীরে শুক্ল ও শুচি বস্ত্র পরিধান করত পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া, আসনে উপবেশন করিয়া, আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, অলঙ্কার, মধুপর্ক, মাল্য, বিবিধ নৈবেদ্য, তাম্বূল ও পুনরাচমনীয়; এই সকল উপাচার দ্বারা সকল দেবতাকে পূজা করিবে। পূর্ব্বোক্ত উপচারের অন্তর্গত যে আসন আছে, তাহা সুবর্ণ বা রৌপ্য কিংবা কুশ কি কাশ নির্ম্মিত করিবে। দেবতাকে প্রশ্নবচনই স্বাগত-নামে অভিহিত হয়। পাদপ্রক্ষালনীয় জলকে পাদ্য বলে। হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে অর্ঘ্যের বিষয় কহিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। নিজ বামভাগে প্রথমতঃ ত্রিকোণ, পরে বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া শঙ্খাধার রাখিবে. তদুপরি শঙ্খ রাখিবে; তাহার তিনভাগ জলে পরিপূর্ণ করিবে, পরে শুক্ল পুষ্প তণ্ডুল ও দূর্ব্বা প্রভৃতি প্রদান করিবে এবং ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা তীর্থের আবাহন করিবে; কিন্তু গঙ্গাজল হইলে, তাহা করিতে হইবে না। হে বিপ্রবর! সেই অঙ্কিত ত্রিকোণ, পাত্র ও শঙ্খ এই তিনটীতে অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রের নাম উদ্দেশ করিয়া, যথাক্রমে পুষ্প নিক্ষেপ করিবে। তাহাতে অষ্টবার মূলমন্ত্র জপ করিবে, এই মন্ত্রাত্মক সলিলকেই পণ্ডিতেরা অর্ঘ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কর্ত্তা সেই মন্ত্রাত্মক জল স্পর্শ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে এবং আচমনার্থ জলই প্রশস্ত হইয়া থাকে। চন্দন, অগুরু, কস্তুরী প্রভৃতি গন্ধের নানাপ্রকার ভেদ আছে। পুরুষ দেবতাকে গৌর ও শুক্লবস্ত্র প্রদান করিবে ও স্ত্রীদেবতাকে রক্ত ও গৌর বস্ত্র দিবে। সূর্য্যকে প্রদান করিতে হইলে রক্ত বস্ত্রই প্রশস্ত আছে। মনসাদেবীকে নীলবস্ত্র দিবে। যে দেবতার যাদৃশ বর্ণ, তাঁহার তদ্বর্ণের বস্ত্রই সন্তোষজনক হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে নীলবস্ত্র দিবে না। স্বর্ণ বা রৌপ্যের অলঙ্কার প্রদান করিবে। মধু, শর্করা ও দধি ঘৃতের সহিত একত্র করিয়া কাংস্যপাত্রে প্রদান করিবে। ইহাই সকল দেবতার তুষ্টিকর মধুপর্ক নামে খ্যাত আছে। ষোড়শাঙ্গ অর্থাৎ ষোড়শটী দ্রব্যে নির্ম্মিত ধূপই প্রশস্ত। তবে কদাচিৎ দশাঙ্গ ধূপও প্রদান করিতে পারিবে। দীপ দিতে হইলে ঘৃতেরই দিবে; অভাব হইলে, তৈলদীপও প্রশস্ত হইয়া থাকে। সূত্রে গ্রথিত নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা মাল্য প্রদান করিবে। ফল, দুগ্ধ প্রভৃতি নৈবেদ্য ঘৃতসংযুক্ত করিয়া প্রদান করিবে। এই নৈবেদ্যদানের পর

পুনরাচমনীয় প্রদান করিতে হইলে, সেই পূর্ব্বোক্ত শঙ্খস্থিত মস্ত্রিত অর্ঘ্য-সলিল প্রদান করিবে। হে দ্বিজবর! তাম্বূলের বিষয় কহিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ কর। গুবাক্ অর্থাৎ (সুপারী) মিশ্রিত চূর্ণক অর্থাৎ (চুণ) লবঙ্গ প্রভৃতি উত্তম দ্রব্য সকল তাম্বূলে রাখিয়া প্রদান করিবে। ইহাতে দেবতাদের তুষ্টি হয় ও মুখের উত্তম গন্ধ প্রকাশ পায়। এই সকল উপচার দ্বারা গঙ্গাজলে দেবতাদের পূজা করিবে। যে পর্য্যন্ত পূজা সমাপ্ত না হয়, তাবৎ পরের ভাষা, নীচের সহিত আলাপ বা অপবিত্রস্পর্শ করিবে না এবং যে আসনে বসিয়া পূজা করিবে, তাহা পরিত্যাগ করিবে না আর সেই সময় পূজক ব্যক্তি ক্রোধ-প্রকাশ, হিংসা, খলতা বা চিত্তের চাঞ্চল্য, অহঙ্কার, মমতাবুদ্ধি, শোক বা ভয় প্রকাশ করিবে না। পূজা করিবার সময় যদি গুরু আসিয়া উপস্থিত হন, তবে পূজামাত্র পরিত্যাগ করিবে, আসন ত্যাগ করিবে না এবং গুরুর পুত্র বা পৌত্র আসিলেও ঐরূপ আচরণ করিবে, পরে তথায় তাঁহাদিগকে পূজা করিবে; তাহাতেই সমধিক ফললাভ হইবে। এইপ্রকারেই ইষ্টদেবকেও পূজা করিবে। নৈবেদ্যাদি যে কিছু দ্রব্য, সকলই দেব-নিবেদনের পর ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিবে। হে বিপ্র! এক্ষণে শিবপূজার বিধান কহিতেছি, স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর। সুবর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তর কিংবা মৃত্তিকা দ্বারা দুর্গাপ্রতিমার সহিত অঙ্গুষ্ঠপরিমিত শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবে। ঐ লিঙ্গটী সোমসূত্রসমন্বিত প্রশস্ত-বেদিকার উপর রাখিবে। সেই বেদীটীও বৃষরূপী আসনের উপর স্থাপন করিবে। দেবীর প্রতিমা যোনির আকারে গঠিত হইবে, তাঁহাকেই দেবী বলিয়া জানিবে। আর সেই দণ্ডাকৃতি লিঙ্গই সাক্ষাৎ মহাদেব, ইহাতে সন্দেহ নাই। লিঙ্গের পরিমাণ যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা ন্যূনপরিমাণ বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ তদপেক্ষায় ন্যূন না হয়; লিঙ্গ যত অধিক পরিমাণে হইবেন, ততই বিশিষ্ট ফল দান করিবেন। অধিক কি, পরিমাণে পর্ব্বতের সমানও রচনা করিবে, ঐ লিঙ্গের কোন স্থান ভগ্ন বা বিদীর্ণ না হয়। যে পর্য্যন্ত উহার পূজা না করিবে, তাবৎ সেই লিঙ্গ তণ্ডুল ও দূর্ব্বাদি প্রদান করিয়া অশূন্য রাখিবে। লিঙ্গনির্ম্মাণার্থ মৃত্তিকা আহরণ করিতে হইলে, শিবনাম উচ্চারণপূর্ব্বক করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ উপচার প্রদানে তাঁহার পূজা করিবে। ঐ কার্য্যের মৃত্তিকা, খনন করিয়া আহরণ করিবে এবং ঐ কার্য্যে গঙ্গার গর্ত্ত খনন করিলে কোন দোষ নাই। বিল্বপত্র মহাদেবের অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ কিংবা কেবল গঙ্গাজল দিয়াও তাঁহার পূজা করিলে, তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হন। হে বিপ্র! যে ব্যক্তি গঙ্গার তটদেশে শিবপূজা করিবার মানস করে, স্বয়ং দেবতারাও তাহার ফল কহিতে পরাজিত হন। যে ব্যক্তি মহাদেবকে বিল্বপত্র ও গঙ্গাজল কিংবা কেবল গঙ্গাজল, কি কেবল বিল্বপত্র প্রদান করে, তাহার সকল বস্তুই তাঁহাকে প্রদান করা হয়। শিবকে নৈবেদ্য-প্রদান-কালে লিঙ্গের উপরিভাগে তাহা প্রদান করিবে। মহাদেব অগ্নিরূপ ষষ্ঠবদন দ্বারা তাহা গ্রহণ করেন বলিয়া সেইক্ষণেই তাহা ভস্মসাৎ হয়, সুতরাং কদাচ তাহা ভক্ষণ করিবে

না। পত্র পুষ্প, ফলাদি, যে কিছু সকলই অগ্রাহ্য ; অতএব তাহা গ্রহণ করিলে শিবের দ্বেষভাজন হইয়া নরকগামী হইতে হয়। সাধক তন্ত্রোক্তবিধানে শিবপূজা করিয়া যে নৈবেদ্য লিঙ্গের উপরিভাগে না দেওয়া হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ ভক্ষণ করিতে পারেন, কিন্তু যদি তাহা মহাদেব অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন, তবে তাহা ভক্ষণ করিবে না। সে সকল নৈবেদ্য ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে, ব্রাহ্মণও তাহা গ্রহণ করিবেন। মহাদেবকে সিদ্ধান্ন প্রদান করিলে তিনি তাহা পঞ্চমুখে ভক্ষণ করিয়া থাকেন এবং শিবোদ্দেশে প্রদত্ত পুষ্প-চন্দনাদি কদাচ গ্রহণ করিবে না। পুরাকালে চতুর্মুখ ব্রহ্মা শিবপূজা করিবেন সঙ্কল্প করিয়া, নানাবিধ মিষ্ট ফল দ্বারা নৈবেদ্য প্রস্তুত করিলেন এবং তিনি মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া পূজা করিতে বসিলেন যে, যদি আজি মহাদেব আসিয়া এই নিবেদিত বস্তু সকল ভক্ষণ করেন, তবেই আমার পূজা সফল হয়। এমত সময় মহাদেব ব্রহ্মার জ্ঞানের বিষয় জানিবার জন্য কুক্কুররূপ ধারণপূর্ব্বক তথায় আসিয়া নৈবেদ্য ভক্ষণ করিলেন। হে দ্বিজ! তখন ব্রহ্মা শিবের কার্য্য জানিতে না পারিয়া কুকুরে নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতেছে দেখিয়া, হায় হায় এই কথা ত্বরা বশত বারংবার কহিতে কহিতে সেই কুক্কুরকে তাড়না করিলেন। অনন্তর মহাদেব নিজরূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে বিধাতঃ! কেন তুমি আমার প্রতি কুক্কুর বিবেচনায় তাড়না করিতেছ? ত্বদীয় অভিলাষ পূরণ করিব বলিয়াই কুক্কুররূপ ধারণ করিয়াছিলাম ; তুমি যেহেতু কুক্কুররূপী আমাকে তাড়না করিলে, সুতরাং তুমি কলঙ্কী হইলে। ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহাদেব! তুমি যে নিজরূপ পরিত্যাগ করিয়া কৃত্রিমরূপ ধারণপূর্ব্বক এখানে আসিয়া আমার পরীহাস করিলে, এই অপরাধে, যে তোমার নৈবেদ্য ভক্ষণ করিবে ; সেই ব্যক্তিই কুক্কুর হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। ঋষি কহিলেন, হে জৈমিনে! মহাদেব এইরূপে বিধাতা কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া গমন করিলেন এবং দেবতাদিগকেও নিজ নৈবেদ্য ভোজন করিতে বারণ করিলেন। হে দ্বিজবর! এই কারণেই শিবনৈবেদ্য অগ্রাহ্য জানিবে। এইরূপ বিধানে শিবপূজা করিবে, পরে তদীয় অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিয়া, ক্ষমস্ব এই কথা বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। শিবলিঙ্গেতেও সকল দেবতার পূজা হইবে। কারণ শিব ও শক্তি উভয়ই সর্ব্বলোকময় ও প্রভুর প্রভু। যদি ঐ কার্য্যে প্রাণ যায় কিংবা মস্তকচ্ছিন্ন হয়, তাহাও ভাল ; তথাপি ভগবান্ শিবের পূজা না করিয়া আহার করিবে না। প্রতিদিনই শিবলিঙ্গের পূজা করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী কিংবা অন্য কোন অন্ত্যজও যদি শিবপূজায় বিমুখ হইয়া অন্য দেবতার পূজা করে, তাহার সকলই অবজ্ঞপুষ্ট ঔষধের ন্যায় বিফল হয় জানিবে। শিবপূজা না করিয়া যে ব্যক্তি জল পর্য্যন্তও পান করে, তাহার অন্ন বিষ্ঠাতুল্য, জল মূত্রতুল্য হইয়া থাকে ও তাহার মুখ দর্শন করিতে নাই। শিব সাক্ষাৎ গুরুদেব ও পার্ব্বতী গুরুপত্নী ; অতএব ঐ উভয়কে পূজা না করিয়া যে ভক্ষণ করে, তাহার মুখ দেখিতে নাই। শিব সাক্ষাৎ পিতৃদেব ও পার্ব্বতী জননী, তাঁহাদের

পূজা না করিয়া যে ভোজন করে, তাহার মুখ দর্শন করিতে নাই। শিবপূজা না করিয়া যাহার উভয় কালের ভোজনক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়, তাহাকে মনুষ্যরূপে আবরিত শূকর অথবা কুক্কুর বলিয়া জানিবে। শুভাশৌচ বা মৃতাশৌচে শিবপূজা ত্যাগ করিবে না, কিন্তু মহা-গুরুর নিপাত হইলে দশদিনমাত্র বর্জ্জন করিবে। হে দ্বিজবর! পূর্ব্বদিকে মহাদেবের ক্ষিতিমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। দক্ষিণদিকে অগ্নিময়ীমূর্ত্তি, পশ্চিমে ব্যোমমূর্ত্তি, উত্তরদিকে সোমসূত্র ও সোমমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। আর অগ্নি ও নৈঋ'ত, বায়ু ও ঈশানকোণে যথাক্রমে জল, অগ্নি, যজমান ও সূর্য্যমূর্ত্তি রহিয়াছেন। পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে দক্ষিণাবর্ত্তে যথাক্রমে সর্ব্ব, ভব, রুদ্র, উগ্র, ভীম, পশুপতি, মহাদেব ও ঈশান নাম উল্লেখ করিয়া পূজা করিবে; কারণ ঐ সকল মূর্ত্তি ঐ নামেই বিখ্যাত আছেন 'এবং মধ্যে শিবনামেই তাঁহার পূজা হইবে ও বেদীতে শক্তিপূজা করিবে। পূজাসমাধা হইলে, জপ করিয়া নৃত্য গীত বাদ্য দ্বারা স্তব করত সেই সর্ব্বদেবময় শম্ভুকে প্রণাম করিয়া যথেচ্ছ বিহার করিবে। মহাদেব প্রদক্ষিণ ও নমস্কার অর্দ্ধচন্দ্রাকারে করিবে। তৎপরে উত্তরদিকে যাইয়া সোমসূত্র লঙ্ঘন করিবে না। এই শিবপূজা অপেক্ষা ত্রিভুবনে অন্য কিছুই কর্ম্ম নাই। গঙ্গাতে শিবপূজার বিষয় তোমাকে অন্যত্র বলিয়াছি, ঐস্থানে শিবপূজা করিলে কি ফল হয়, তাহা বলিতে শিবও বাক্‌শক্তিহীন হন।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন, গঙ্গাতীরে পার্ব্বণ-বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ করিতে হয়; ইহাকেই তীর্থশ্রাদ্ধ কহে, এই শ্রাদ্ধে পিতৃলোকগণ পরিতুষ্ট হন। যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে সাংবৎ-সরিক শ্রাদ্ধ করে, গয়াশ্রাদ্ধ না করিলেও সে ব্যক্তি পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়। গঙ্গা এবং গয়া, উভয়েই পিণ্ডদানে সমান ফল; বিশেষতঃ কলিযুগে গঙ্গায় পিণ্ডদানই প্রশস্ত। যাহার অপমৃত্যু হইয়াছে, গঙ্গায় পিণ্ডদান করিলে, সে ব্যক্তি দুর্গতি ত্যাগ করিয়া ক্রিয়ার্হ পরমগতি লাভ, করে। অমাবস্থায় দিন তিল, তুলসীপত্র এবং পুষ্পাদি দ্বারা গঙ্গায় শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিবে। হে জৈমিনে! রবিবার এবং সোমবারে তিল-তর্পণ নিষিদ্ধ, কিন্তু গঙ্গায় নিষিদ্ধ নহে। শ্রাদ্ধপূর্ব্বদিনে যাহা বর্জ্জনীয়, তাহা শ্রবণ কর। তৈল, আমিষ, মাংস, মসূর, দ্বিভোজন, ত্যক্তদ্রব্য, মৈথুন, রোষ, শোক, পৈশুন্য, কলহ, হিংসা, রোদন, রক্তপাত, শস্ত্রধারণ, অস্ত্রধারণ এবং পরান্ন-ভোজন প্রভৃতি শ্রাদ্ধপূর্ব্বদিবসে পরিত্যাজ্য। ক্রোশোর্দ্ধগমন, নদীপারে গমন, ব্যায়াম, ক্রয়, বিক্রয়, অধ্যাপন, অধ্যয়ন, সায়ংসন্ধ্যা, দাস্য, মুদ্গ ও মসূরাদির আঘ্রাণ, তন্ত্রনির্ম্মাণ, অস্বাস্থ্য

এবং পরগৃহে যাত্রা; এই সমস্ত শ্রাদ্ধদিবসে পরিত্যাজ্য। যে ব্যক্তি স্নান-দানাদি না করিয়া গঙ্গাকে লঙ্ঘন করে, তাহার অভিলষিত কর্ম্ম নষ্ট হয় এবং পূর্ব্বকর্ম্মও নষ্ট হয়, অতএব গৃহী ব্যক্তি স্নানাদি করিয়াই গঙ্গাপারে গমন করিবে। বৃথা কখনও গঙ্গাকে লঙ্ঘন করিবে না। গঙ্গার তটদ্বয় মধ্যে কোন ব্রাহ্মণ, দৃষ্ট হইলে, তাঁহাকে সমাগত ব্রহ্মার ন্যায় মনে করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিবে। গঙ্গাতটে গোদর্শনে মহাফল হয়। গঙ্গাতটে শুক্লবস্ত্র, যজ্ঞপুষ্প, সুন্দরী, তুলসী-তরু দেখিলে, পরমাদরে প্রণাম করিবে। হংস, কারণ্ডব, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, সারস, রাজা, হস্তী, পদ্ম, খঞ্জন, শুক এবং শঙ্খচিহ্ন প্রভৃতি গঙ্গাতটে দৃষ্ট হইলে, ভক্তিপূর্ব্বক মনে মনে প্রণাম করিবে। গঙ্গাতটে ব্রাহ্মণস্থাপন, শিবস্থাপন, দুর্গামন্দির দান এবং বিষ্ণুমন্দির দান করিলে, পুনর্জ্জন্ম হয় না। পাষাণ, ইষ্টক, কিংবা মৃত্তিকা দ্বারা বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে বাস করে, তাহাকে আর পুনর্জ্জন্ম ভোগ করিতে হয় না। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে যে ব্যক্তি গঙ্গার তটভূমি মার্জ্জন করে, গঙ্গাদেবী তাহার কোটিজন্মকৃত পাপরাশি নষ্ট করেন। গঙ্গাতটে সমাগত হইয়া যাহার মন প্রসন্ন হয় না, সমস্ত দেবগণকর্ত্তৃক সে নিগৃহীত হয়, জগতের মধ্যে সেই ব্যক্তি পরম ক্রূর। গঙ্গাতীরে থাকিয়া যে ব্যক্তি অশ্রুপাত করে, ব্রহ্মার সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে অগ্নিসাগরে বাস করিতে হয়। সুরঙ্গ-গঙ্গাতরঙ্গের ন্যায় যাহার মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল, তদীয় পিতৃলোক সদানন্দ হইয়া, তাহার প্রতি অনুরক্ত হন। যে ব্যক্তি গঙ্গাবাস পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিতে ইচ্ছা করে, গঙ্গাদেবী তাহাকে পরিত্যাগ করেন। সেই নরাধম কীকটাদি দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া তথায় বিষ্ঠাশূকরকর্ত্তৃক হত হইয়া, আকাশপথে রোদন করিতে করিতে ভ্রমণ করে এবং চিচীকূচী শব্দে লোক সকলকে উদ্বেজিত করে। এইরূপে কল্পকোটিসহস্র ভোগ করিয়া শূকরাদি-যোনি প্রাপ্ত হয় এবং তৈল যন্ত্রস্থিত বৃষের ন্যায় পুনঃপুনঃ এই অবস্থা ভোগ করিয়া, গুরুদ্বেষী এবং ব্রহ্মদ্বেষী হইয়া থাকে। আর যে সদ্বুদ্ধি ব্যক্তি সুখস্থান ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে বাস করে, সে ব্যক্তি জীবন্মুক্ত, তাহার কথা আর কি বলিব? হে বিপ্র! যথাবুদ্ধি বর্ণন করিলাম। সমস্ত গঙ্গাধর্ম্ম বর্ণন করিতে ব্রহ্মারও পাণ্ডিত্য লুপ্ত হয়, বিষ্ণুও মূকত্ব প্রাপ্ত হন, মহেশ্বর নির্ব্বাক্ হন, সুতরাং মনুষ্য হইয়া কিরূপে, সমর্থ হইতে পারা যায়? হে জৈমিনে! এ বিষয়ে একটী পুরাতন পরমাদ্ভুত ইতিহাস শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ আনন্দিত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; হে ব্রহ্মন্! হে মহাবাহো! আমাদিগকে গঙ্গামাহাত্ম্য বর্ণন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন, গঙ্গামাহাত্ম্য-স্বরূপ-কথনে আমি অসমর্থ; মহেশ্বর এবং বিষ্ণু কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞাত আছেন, তাঁহাদের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করুন। ঋষিগণ কহিলেন, তবে আপনিই সেখানে গিয়া জানিয়া আসুন, আমরা আপনার মুখে শ্রবণ করিব, আমরা শিব এবং বিষ্ণুর নিকটে গমন করিতে সমর্থ নহি।

ঋষি কহিলেন, এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা গমন করিতে লাগিলেন। প্রথমে কৈলাসে গমন করিয়া দেখিলেন, মহাদেব ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া কোটিচন্দ্রসদৃশ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গঙ্গাদেবীর আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন। চতুর্ম্মুখ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং প্রশ্নের সময় না দেখিয়া, বৈকুণ্ঠ-গমনে উদ্যত হইলেন। পথিমধ্যে প্রবল বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া, ব্রহ্মা অন্য ব্রহ্মাণ্ডে নীত হইলেন। তথায় অষ্টমুখধারী, অপর ব্রহ্মাকে দেখিয়া তাঁহাকে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? কাহার অধিকারে নিযুক্ত? আপনাকে অষ্টমুখ দেখিতেছি? আপনার নাম কি? আমি চতুর্ম্মুখ বিধাতা, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। অষ্টমুখব্রহ্মা বলিলেন, পূর্ব্বে মর্ত্ত্যলোকে কোন গৃহস্থের ভবনে আমি উন্দূর ছিলাম, মার্জ্জারের ভয়ে গঙ্গাজলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলাম, তজ্জন্যই অষ্টমুখ ব্রহ্মা হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে অধিষ্ঠিত আছি। আপনি গঙ্গামাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছেন, অতএব শীঘ্র বৈকুণ্ঠধামে গমন করুন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বলিলেন, আমি প্রবলবায়ুকর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হইয়া এখানে আসিয়াছি, জানি না, বৈকুণ্ঠ কোথায়? আপনি আমাকে পথ দেখাইয়া দিন, যাহাতে আমি বৈকুণ্ঠধামে যাইতে পারি। শুকদেব কহিলেন, অনন্তর অষ্টমুখব্রহ্মা, চতুর্ম্মুখব্রহ্মার যথোপযুক্ত সম্মানাদি করিয়া, পথ দেখাইয়া দিলেন। তিনি পুনর্ব্বার গমন করিতেছেন, এমন সময়ে পুনর্ব্বার প্রবল বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডান্তরে নীত হইলেন। তথায় ষোড়শমুখ-ধারী, অপর এক ব্রহ্মাকে দেখিয়া, বিস্মিতচিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, পূর্ব্বে আমি কোন নরমাংসাশী কুক্কুর ছিলাম, গলায় হাড় ফুটিয়া গঙ্গাতীরে আমার মৃত্যু হয়। তদনন্তর আমি ষোড়শমুখ হইয়া এখানে বাস করিতেছি। শুকদেব বলিলেন, এই প্রকার অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া, চতুর্ম্মুখব্রহ্মা, তৎপ্রদর্শিত পথে বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইলেন। তথায় চারিজন বিষ্ণুরূপধারী চতুর্ভুজ পুরুষকে অবলোকন করিলেন। তাঁহাদের পরিধান পীতবস্ত্র এবং তাঁহারা সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের সকলকেই বিষ্ণুর ন্যায় দেখিতেছি, আপনারা কে? আমি জানিতাম, বিষ্ণু এক, এক্ষণে এই বৈকুণ্ঠধামে কি অন্য বিষ্ণু আছেন? বৈষ্ণবগণ বলিলেন, আমরা বিষ্ণু নহি, তাঁহার কিঙ্কর; হে চতুর্ম্মুখ! আমাদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ কর। গঙ্গাজলে একটী শবমধ্যে কতকগুলি ক্রিমি ছিল, তন্মধ্যে স্রোতোবেগে চারিটী ক্রিমির মৃত্যু হয়; আমরাই সেই ক্রিমি; এক্ষণে ঈদৃশাবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছি। ঋষি কহিলেন, চতুরানন তাঁহাদের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবীর অনন্তমহিমা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর ঋষিগণকে বলিলেন, হে মুনি-শ্রেষ্ঠগণ! আমি দুইজন ব্রহ্মা দেখিলাম, একজন অষ্টমুখ এবং অপর জন ষোড়শমুখ। পূর্ব্বজন্মে উভয়ে উন্দূর এবং কুক্কুর ছিলেন, গঙ্গাজলে দেহত্যাগ করিয়া তাদৃশ বিধাতৃরূপ-ধারী ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি হইয়াছেন। অনন্তর বৈকুণ্ঠধামে চারিজন শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্মধারী,

পীতবস্ত্র, বিষ্ণুরূপধারী পুরুষ দেখিলাম। তাঁহাদের রূপ অতি মনোহর, গলদেশে বনমালা সুশোভিত। তাহাদের সমুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, নবীন নীরদাবলীকে পরাভূত করিয়াছে। তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে শবদেহমধ্যে ক্রিমি ছিলেন, গঙ্গাজলে দেহত্যাগ করিয়া ঈদৃশ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া, "গঙ্গার অনন্ত মহিমা" বুঝিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছি। আর ইহাও বুঝিয়াছি যে, যাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়া, মহেশ্বর অন্যজ্ঞানশূন্য; সেই গঙ্গাদেবীর নিকট, ইন্দ্রাদি দেবগণ বা মনুষ্যগণ কি তুচ্ছ! আমিও মশকাদির ন্যায়; অতএব যাঁহা হইতে ব্রহ্মাদির উৎপত্তি হয়, সেই গঙ্গাদেবীই ত্রিলোকের পরমারাধ্যা। শুকদেব কহিলেন, মুনিগণ ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া গঙ্গানামপরায়ণ হইয়া, কেহ বা গঙ্গানাম উচ্চারণ, কেহ বা গঙ্গানাম গান, কেহ বা তদীয় নাম শ্রবণ করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই ত গঙ্গামাহাত্ম্য যথাবুদ্ধি কিয়ৎপরিমাণে বর্ণন করিলাম। এক্ষণে বল, আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা আছে?

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি বলিলেন, ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে আপনি যে মন্বন্তরের কথা বলিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাদের নাম এবং সমস্ত রাজবংশ বর্ণন করুন। ঋষি বলিলেন, মনুষ্যগণের এক বৎসরে দেবতাগণের এক অহোরাত্র, তিনশত ষাটি বৎসরে এক দিব্য বৎসর, এইরূপ দ্বাদশ সহস্র বৎসরে চতুর্যুগ হয়। এই চতুর্যুগসহস্রে ব্রহ্মার এক দিনও এক রাত্রি। ইহার মধ্যে অষ্টাবিংশতিযুগ, সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ রূপে কল্পিত হয়। একাত্তর দিব্যযুগে এক মন্বন্তর, ইহাই এক জন ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্যাধিকারের কাল। এই প্রকার ব্রহ্মার দিবস মধ্যে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের নিপাত হয়। এক্ষণে আমি ব্যাসমুখে যেরূপে শুনিয়াছি, তদনুসারে তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু, ব্রহ্মার শরীর হইতে উৎপন্ন। দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনু, তৃতীয় উত্তমাখ্য মনু, চতুর্থ তামস মনু, পঞ্চম রৈবত মনু, ষষ্ঠ চাক্ষুষ মনু, সপ্তম শ্রাদ্ধদেব মনু, অষ্টম সাবর্ণি মনু, নবম ব্রহ্মসাবর্ণি, দশম বিষ্ণুসাবর্ণি, একাদশ রুদ্রসাবর্ণি, দ্বাদশ ধর্ম্মসাবর্ণি, ত্রয়োদশ দেবসাবর্ণি, এবং চতুর্দ্দশ ইন্দ্রসাবর্ণি, এই সকল মিলিত হইয়া চতুর্দ্দশ। হে বিপ্র! সপ্তমন্বন্তর গত হইয়াছে, অপর সপ্ত, ইহার পর হইবে। হে বিপ্রেন্দ্র! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি, এই চারি যুগ; ইহাদেরই একাত্তর যুগে মন্বন্তর হয়। এক্ষণে যুগপরিমাণ বলিতেছি শ্রবণ কর। সহস্র দিব্যবৎসরে কলির পরিমাণ নিরূপিত আছে এবং শত বৎসর সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশরূপে কল্পিত আছে। কলিপরিমাণের দ্বিগুণ, দ্বাপরের

পরিমাণ এবং কলির পরিমাণের তিনগুণ ত্রেতাপরিমাণ, এইরূপ অবশিষ্ট সত্যযুগ-পরিমাণ নিরূপিত আছে। দেব জনার্দন, প্রতি মন্বন্তরে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম পালন এবং দেবগণকে রক্ষা করেন। এক্ষণে পুণ্যকর্ম্মা নৃপতি-গণের বংশ বর্ণন করিতেছি। সূর্য্যবংশ এবং চন্দ্রবংশ, এই দুই বংশ পৃথিবীতে বিখ্যাত এবং স্বায়ম্ভুববংশও বিখ্যাত। হে দ্বিজপুঙ্গব! প্রথমে সূর্য্যবংশ বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব হয়। ব্রহ্মা হইতে মরীচি এবং মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মগ্রহণ করেন, দেবতাগণের সহোদর স্বয়ং সূর্য্যদেব তাঁহার পুত্র। সূর্য্যের পুত্র শ্রাদ্ধদেব; ইক্ষ্বাকু; নৃগ প্রভৃতি শ্রাদ্ধদেবের পুত্র। ইক্ষ্বাকুর পুত্র শশাদ নামে বিখ্যাত, তৎপুত্র পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয়ের পুত্র পৃথু। পৃথুর পুত্র বিশ্বগন্ধি, তৎপুত্র চন্দ্র, চন্দ্র হইতে যুবনাশ্ব উৎপন্ন হন। যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত এবং তৎপুত্র বৃহদশ্ব। বৃহদশ্বের পুত্র কুবলয়াশ্ব, তৎপুত্র দৃঢ়াশ্ব, দৃঢ়াশ্বের পুত্র হর্য্যশ্ব, তৎপুত্র নিকুম্ভ, নিকুম্ভ হইতে বহুলাশ্বের জন্ম হয়। বহুলাশ্বের পুত্র কৃশাশ্ব, তৎপুত্র সেনজিৎ, সেনজিতের পুত্র যুবনাশ্ব, তৎপুত্র মান্ধাতা। মান্ধাতার পুত্র অম্বরীষ, তিনি নিঃসন্তান। মান্ধাতার পিতা যে যুবনাশ্ব, তৎপুত্র নিষেধ, নিষেধ হইতে বাহুকের জন্ম হয়। বাহুক হইতে সগর, সগর হইতে অসমঞ্জা, অসমঞ্জা হইতে অংশুমান এবং অংশুমান্ হইতে দিলীপের জন্ম হয়। দিলীপের পুত্র ভগীরথ, তৎপুত্র ভীম। ভীম হইতে সত্য, সত্য হইতে দিলীপ, দিলীপ হইতে রঘু, রঘু হইতে অজ, অজ হইতে দশরথের জন্ম হয়। স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এই চারি অংশে দশরথের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। ভগবান্ এই অবতারে রাবণাদি বিনাশ করিয়া পুণ্যকীর্ত্তি রাখিয়াছেন। এইত সংক্ষেপে প্রথম সূর্য্যবংশ ব্যাখ্যা করিলাম। এক্ষণে চন্দ্রবংশ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রি হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়। চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধ হইতে শ্রাদ্ধদেবের উৎপত্তি হয়। পুরূরবা শ্রাদ্ধদেবের দৌহিত্র। পুরূরবার পুত্র আয়ু, তৎপুত্র রন্তিনার, রন্তিনার হইতে বিম্নতি, বিম্নতি হইতে কৃতি, কৃতি হইতে নহুষ উৎপন্ন হন। নহুষের পুত্র যযাতি, যদু, পুরু প্রভৃতি যযাতির পঞ্চপুত্র। তন্মধ্যে পুরুপুত্র জনমেজয়, তৎপুত্র প্রচিন্বান্। প্রচিন্বানের পুত্র মনস্যু, তৎপুত্র চারুপদ, চারুপদ হইতে সুহ্য, সুহ্য হইতে বহুগব, বহুগব হইতে সংযাতির উৎপত্তি হয়। সংযাতির পুত্র অহংযাতি, তৎপুত্র রৌদ্রাশ্ব, রৌদ্রাশ্বের পুত্র ঋতেযু, তৎপুত্র রন্তিনার, রন্তিনারের পুত্র সুমতি। সুমতি হইতে মেধাতিথি, মেধাতিথি হইতে দুষ্মন্ত, দুষ্মন্ত হইতে ভরত, ভরত হইতে বিতথ উৎপন্ন হয়। বিতথের পুত্র মন্যু, তৎপুত্র বৃহৎক্ষত্র, বৃহৎক্ষত্রের পুত্র হস্তী, তৎপুত্র অজমীঢ়, অজমীঢ়পুত্র নীল, তৎপুত্র শান্তি, শান্তির পুত্র সুশান্তি, তৎপুত্র পুরুজ। পুরুজ হইতে অর্ক জন্মগ্রহণ করেন। অর্ক হইতে ভর্ম্ম্যাশ্ব, ভর্ম্ম্যাশ্ব হইতে মুদ্গল, মুদ্গল হইতে দিবোদাস উৎপন্ন হন।

দিবোদাসের কন্যা অহল্যা, গৌতম হইতে অহল্যার গর্ভে শতানন্দের জন্ম হয়। দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু, মিত্রয়ুপুত্র চ্যবন, চ্যবনের পুত্র সুদাস, সুদাসের পুত্র সৌদাস, সৌদাসের পুত্র সহদেব, সহদেবের পুত্র সোমক, সোমকের শতপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে পৃষতই জ্যেষ্ঠপুত্র। পৃষতের পুত্র দ্রুপদ, তাঁহার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ধৃষ্টকেতু। উক্ত পৃষদাদি রাজগণ পঞ্চালদেশের অধিপতি বলিয়া পঞ্চাল নামে বিখ্যাত ছিলেন। অজমীঢ়ের ঋক্ষ নামে অপর যে পুত্র ছিলেন, তাহা হইতে সংবরণের জন্ম হয়, সেই সংবরণ হইতে কুরু উৎপন্ন হন। কুরু হইতে জহ্নু, জহ্নু হইতে সুরথ, সুরথ হইতে বিদূরথ, বিদূরথ হইতে সার্ব্বভৌম নামক পুত্র ধরাধিপ হইয়াছিলেন। উক্ত সার্ব্বভৌমের পুত্র জয়ৎসেন, জয়ৎসেনের পুত্র অরাধী, তাঁহার পুত্র অযুতায়ু, অযুতায়ু হইতে অক্রোধন উৎপন্ন হইয়াছিলেন। উক্ত অক্রোধনের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষ হইতে দিলীপ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দিলীপের পুত্র প্রতীপ, প্রতীপের দেবাপি, শান্তনু, বাহ্লীক নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে দেবাপি পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করিয়াছিলেন। অপর বাহ্লীক নামে যে পুত্র, তাঁহা হইতে সোমদত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহা হইতে ভূরি, ভূরি হইতে ভূরিশ্রবা জন্মগ্রহণ করেন। অপর শান্তনু নামক যে তাঁহার পুত্র ছিলেন। তাঁহা হইতে গঙ্গাদেবীতে জিতেন্দ্রিয় ভীষ্মদেব উৎপন্ন হইয়াছিলেন। উক্ত শান্তনুর ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামক দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে বিচিত্রবীর্য্যের ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অপর ধৃতরাষ্ট্র হইতে দুর্য্যোধন প্রভৃতি শতপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডুর পঞ্চপুত্র উৎপন্ন হন, তন্মধ্যে কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্মরাজ, বায়ু ও ইন্দ্র ইহাঁদের ঔরসে পুণ্যশীল যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, ইহাঁরা যথাক্রমে উৎপন্ন হন এবং মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনী-কুমারের ঔরসে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করেন। এই পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে অর্জ্জুনের অভিমন্যু নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহা হইতে পরীক্ষিৎ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিতের জনমেজয় নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র পূর্ব্বোক্ত যদুর বংশে ভগবান্ শ্রীহরি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ যযাতি-তনয় যদুর, নল নামে এক পুত্র হন। তাঁহা হইতে কৃতবীর্য্য উৎপন্ন হন। ঐ কৃতবীর্য্য হইতে সহস্র বাহুশালী অর্জ্জুননামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহার স্মরণমাত্র নরগণ অপহৃত দ্রব্য সকল পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং অপহৃত দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত সদ্ব্রাহ্মণকে লবণ দান করিয়া থাকেন। ঐ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন হইতে বৃষ্ণি, বৃষ্ণি হইতে শশবিন্দু, শশবিন্দু হইতে জ্যামঘ জ্যামঘ হইতে [illegible] বক্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ বক্র হইতে ভোজ, ভোজ হইতে সুমিত্র, সুমিত্র হইতে শিনি, শিনি হইতে [illegible] পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ

মিত্রের সত্রাজিৎ ও প্রসেন নামক দুইটী পুত্র হইয়াছিল, তাঁহারই বংশে শূরনামক নরপতি উৎপন্ন হন। ঐ শূর হইতে বসুদেব জন্মগ্রহণ করেন। হে দ্বিজবর! ঐ বসুদেবের ঔরসে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরান্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই চন্দ্রবংশ বর্ণন করিলাম, পশ্চাৎ মানববংশ বর্ণন করিব। এই সকল তোমাকে বংশের বিষয় বর্ণন করিলাম, পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা বল?

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৯

ত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মবংশ ও বিষ্ণুবংশে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত; এক্ষণে শিববংশ বলুন। ঋষি বলিলেন, শিব পুরুষ ও পার্ব্বতী স্ত্রী—ইহাঁরা উভয়ে সৃষ্টিকর্ত্তা; অতএব পুরুষ সকল শিবস্বরূপ ও স্ত্রীগণ পার্ব্বতীস্বরূপ। শিব পুংলিঙ্গ-রূপী ও দেবী স্ত্রীলিঙ্গরূপিণী; অতএব এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ শিবলিঙ্গ ও দেবী-লিঙ্গস্বরূপ। হে জৈমিনে! এই অখিল জগৎই শিববংশ ও শিবস্বরূপ; তোমার শ্রষ্টব্য শিববংশ অন্য কিছু নাই। শিবশক্তিহীন কোন বস্তুই কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। শিবশক্তিযুক্ত হইলেই সমস্ত সত্ত্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। ভগবান্ বিষ্ণু বা বিধি, দেবগণ বা সমস্ত জগৎ সকলেই শিবশক্তিযুক্ত। পূর্ব্বকালে দেবী গিরিজা অপত্য-কামনায় লোককল্যাণকারী শঙ্করকে বলেন, হে ভগবন্! অপত্যবানেরই সমস্ত কার্য্যে অধিকার, নিঃসন্তানের একেবারে ক্রিয়া নাই; অতএব আপনি সাত্ত্বিকভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সদাই আমাতে সঙ্গত হইয়া ঔরস পুত্র উৎপাদন করুন। ঋষি বলিলেন, তখন ভগবান্ শঙ্কর পার্ব্বতীর এই কথা শুনিয়া মধুর-বচনে তাঁহাকে বলিলেন, অয়ি গিরিজে! আমি গৃহস্থ নহি, আমার পুত্রের প্রয়োজন কি? দেবগণের কুচক্রেই তুমি আমার ভার্য্যারূপে প্রতিপাদিত হইয়াছ। অয়ি ভদ্রে! বিরাগী পুরুষের ভার্য্যা পরমবন্ধু বটে, কিন্তু পুত্র তদীয় পাশ-শৃঙ্খলরূপে নিরূপিত হইয়া থাকে। হে দেবি! আমার মৃত্যু নাই, আমার পুত্রপ্রয়োজনও নাই; তবে বল দেখি, যাহার ব্যাধি নাই, তাহার ঔষধে প্রয়োজন কি? হে দেবি! তুমি ও আমি স্ত্রী ও পুরুষরূপে জগতের স্ত্রী ও পুরুষে সদা রত হইয়া আনন্দ অনুভব করি, তাহাতেই আমরা পুত্রোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকি। আমরা স্বয়ং অনপত্য বটে, কিন্তু সর্ব্বদা আত্মারাম হইয়া রমণ করি। পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেব ভগবন্ নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন! আপনি যথার্থই বলিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি পুত্র ইচ্ছা করি; অতএব হে মহেশ্বর! পুত্র উৎপাদন করিয়া আপনি যোগ-অনুষ্ঠান করুন। আমি তাহাকে পালন করিব,

আপনার যোগের কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না। আমার পুত্র-মুখ-চুম্বনে বলবতী স্পৃহা জন্মিয়াছে, আপনি যখন আমায় ভার্য্যা স্বীকার করিয়াছেন, তখন পুত্র উৎপাদন করুন। ইহা শুনিয়া শিব কহিলেন, আমি পুত্র উৎপাদন করিব বটে, কিন্তু সেই পুত্র বিবাহে বিমুখ হইবে; তাহা হইলে, তোমার বংশ পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে থাকিবে না। ঋষি বলিলেন, এই কথা বলিয়া ভগবান্ কুপিতভাবে আসন হইতে উঠিয়া গমন করিলেন। দেবীও বিমনা হইয়া দুঃখে বহুক্ষণ চিন্তান্বিত হইলেন। তখন তদীয় পার্শ্বসহচরী জয়া ও বিজয়া ভগবানের নিকট গমনপূর্ব্বক রোষভঙ্গের নিমিত্ত তাঁহাকে অনুনয় করিলে, ভগবান্ শঙ্কর দেবীকে বিমনা দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, অয়ি সুন্দরি! পুত্রের অভাবে কেন তুমি বিমনা হইয়াছ? যদি পুত্রের মুখ-চুম্বনে তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তোমার পুত্রকল্পনা করিয়া দিতেছি, "এই পুত্র গ্রহণ কর ও যথাসুসারে তদীয় মুখ-চুম্বন কর" বলিয়া তিনি গিরিনন্দিনীর বসন আকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে দিলেন। পার্ব্বতী কহিলেন, হে মহেশ্বর! ইহা আমার রক্তবর্ণ বস্ত্র, ইহাতে কিরূপে পুত্রের কার্য্য করিবে? হে শিব! পরিহাস ত্যাগ করুন, আমি পশুপতি নহি; বস্ত্র দ্বারা কেমনে আমার পুত্রলাভের আনন্দ হইবে? ঋষি বলিলেন, এই কথা বলিয়া দেবী গিরিজা প্রভুর পরিহাস-বাক্য ভাবিয়া সেই বস্ত্রখানি পুত্রের ন্যায় করিয়া ক্রোড়ে করিলেন। হে দ্বিজ! তখন দেবীর ক্রোড়গত সেই বস্ত্র জীবন প্রাপ্ত হইয়া ক্রোড় হইতে পতিত হইল ও পুনঃপুনঃ স্পন্দিত হইতে লাগিল। পার্ব্বতী তাহাকে স্পন্দিত হইতে দেখিয়া শিবের নিকটে কর-কমলে গ্রহণপূর্ব্বক "জীব" "জীব" এই কথা বলিলেন। তখন সেই বালক জীবিত হইয়া প্রাণ লাভপূর্ব্বক "মা মা" বলিয়া রোদন করত পার্ব্বতীর হর্ষ-সম্পাদন করিল। স্নেহময়ী দেবী সেই বালককে পাইয়া ক্রোড়ে করিয়া স্তন্যপান করাইলেন। তখন তদীয় স্তন-যুগল হইতে দুগ্ধ নিঃসৃত হইতে লাগিল। সেই বালকও স্তন্যপান করিয়া সস্মিত-বদনে মাতার মুখ-পানে চাহিয়া রহিল, অমনি মাতা তদীয় মুখ-চুম্বন করিলেন। তখন সুন্দরী গিরিনন্দিনী মুহূর্ত্তকাল বালককে আলিঙ্গন করিয়া, "হে প্রভো! পুত্র গ্রহণ করুন, আপনি সদয় হইয়া ইহা দিয়াছেন, এক্ষণে পুত্রলাভে কীদৃশ সুখ উপলব্ধি করুন" ইহা বলিয়া স্বীয় পতি মহেশ্বরের ক্রোড়ে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। হে দ্বিজপুঙ্গব! তাহা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন, হে দেবি! আমি পরিহাস করত তোমার বস্ত্রকৃত পুত্র প্রদান করিয়াছিলাম, তাহা তোমার ভাগ্যবলেই পুত্র হইয়াছে, ইহাতে বৈচিত্র্য কি? দেবি! প্রদান কর দেখি, সত্য কিনা, বস্ত্র-নির্ম্মিত দেহ কিরূপে জীব প্রাপ্ত হইল? ঋষি বলিলেন, এই কথা বলিয়া শম্ভু পুত্রকে গ্রহণ করিয়া পাণিতলে রাখিয়া অতিযত্নে দর্শন করিলেন। তিনি সেই বালকের সমস্ত অঙ্গ নিপুণভাবে দর্শন করিয়া জন্মদোষ স্মরণ করত দেবী পার্ব্বতীকে কহিলেন, হে দেবি! তোমার এই উৎপন্ন পুত্রের গ্রহরিষ্টি আছে; অতএব দেখিতেছি, এই পুত্র বহুকাল

জীবিত থাকিবে না। পুত্র অল্পায়ু হইলে অল্পদিন মধ্যেই তাহার মৃত্যু শ্রেয়স্কর, নচেৎ গুণবান্ হইয়া মরিলে, অত্যন্ত কষ্টপ্রদান করিয়া থাকে। ঋষি বলিলেন, শম্ভু এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে উত্তরাগ্রে স্থিত সেই শিশুর মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তাহা দেখিয়া পার্ব্বতী শোকে আকুল হইয়া সেই ছিন্নমস্তক পুত্রকে লইয়া, "হা বৎস, হা বৎস" বলিয়া বহুধা রোদন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শিবও বিস্মিত হইয়া পুত্রের ভ্রস্ত মস্তক করে লইয়া মধুরবাক্যে পার্ব্বতীকে বলিলেন, হে কল্যাণি! পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াও রোদন করিও না; কারণ পুত্রশোক অপেক্ষা এমন আর আত্মশোষক নাই; অতএব পুত্রশোক ত্যাগ কর, আমি তোমার পুত্রের জীবন দান করিতেছি, এই ছিন্ন মস্তকটী স্কন্ধে যোজনা কর। ঋষি কহিলেন, ভগবান্ এই কথা বলিলে দেবী পার্ব্বতী মস্তকযোজনা করিতে গেলেন কিন্তু তাহা সংযুক্ত হইল না। তাহা দেখিয়া শিব চিন্তান্বিত হইলেন। ইত্যবসরে দৈববাণী হইল যে, "হে শম্ভো! তোমার এই পুত্রের মস্তকে রিষ্টি দৃষ্ট হইয়াছে, অতএব এই মস্তকসংযোগে জীবিত হইবে না, অন্যের মস্তক আনিয়া স্কন্ধে যোজনা করিয়া জীবন দান কর। আর যেহেতু তোমার পাণিতলে বালক উত্তরশিরা হইয়া অবস্থিত ছিল, এই নিমিত্ত উত্তরশিরে স্থিত কোন জীবের মস্তক আনিয়া যোজনা করিতে হইবে।" এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া, শম্ভু দেবীকে আশ্বস্ত করিলেন ও নন্দীকে ডাকিয়া তৎকার্য্যে প্রেরণ করিলেন। তখন নন্দী ত্রিজগৎ ভ্রমণ করিয়া, অমরাবতীতে গিয়া, উত্তর-শিরে শয়ান ইন্দ্রের ঐরাবত হস্তীকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই তদীয় মস্তক ছেদনে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে হস্তী গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সেই গর্জ্জনে ইন্দ্রাদি দেবগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র কহিলেন, কে তুমি অদ্ভুত আকৃতি-মান্ আমার হস্তীকে বধ করিতে আসিয়াছ? তোমায় প্রেরণ করিয়াছে কে? তোমার হস্তে খড়্গাই বা বিদ্যমান কেন? নন্দী বলিলেন, আমি শিবকিঙ্কর নন্দী, প্রভুর আজ্ঞায় আসিয়াছি, ঐরাবতের মস্তক লইয়া আমার প্রভুকে দিতে হইবে। তদীয় কুমার পাণিতলে উত্তর শিরে ছিল, এমন সময়ে তাহার মস্তক রিষ্টিদৃষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হয়। তখনই আকাশবাণী হইয়া উঠে যে, "উত্তরশিরে শয়ান কোন জীবের মস্তক যোজনা করিলে পুত্র জীবিত হইবে", তাই প্রভুকুমারের মস্তকযোজনায় আমার জীবন দান করিতে হইবে। এই নিমিত্ত তদীয় গজরাজের মস্তক আমি নিশ্চয় ছেদন করিব। তোমার যদি বাঁচিতে সাধ থাকে, তবে ঐরাবতের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও, প্রভুর কুমারের প্রাণদানের নিমিত্ত তোমার হস্তিবধ জানিও। ঋষি কহিলেন, তখন ইন্দ্র নন্দীর এইরূপ বাক্য শ্রবণে কুপিত হইয়া, সকল দেব-গণকে ডাকিয়া নন্দীকে বলিলেন, হে বনচর! আমি দেবরাজ, আমার জীবন থাকিতে

তুমি কাননবাসী শম্ভুর কিঙ্কর হইয়া, কখনই হস্তী বধ করিতে পারিবে না। ঋষি বলিলেন, এই কথা বলিয়া দেবরাজ নন্দীকে বধ করিবার ইচ্ছায় শূলহস্তে ধাবিত হইলেন; নন্দী হুঙ্কারে সেই শূল ভস্ম করিল। পুনরায় তিনি গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সবলে নিক্ষেপ করিলেন, নন্দী তাহা অবলীলাক্রমে বাম হস্তে ধারণ করিয়া "হে ইন্দ্র! এই লও, তোমার গদা লও" বলিয়া তাঁহার দিকে নিক্ষেপ করিল। তখন সেই গদা ইন্দ্রের বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া আঘাত করিল। ইন্দ্র তদীয় আঘাতে কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইয়া অন্য শূল গ্রহণ পূর্ব্বক নন্দীর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, নন্দী তাহা খড়্গ দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড করিল। পুনরায় ইন্দ্র বজ্র উদ্যত করিয়া, বায়ুবেগে ধাবিত হইলেন, নন্দী তখন অতিভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। ইত্যবসরে হস্তিপক ইন্দ্রের নিমিত্ত মত্ত ঐরাবত হস্তী উপস্থিত করিল। মহাবল ইন্দ্র তাহাতে আরূঢ় হইয়া, দেবগণ-সাহায্যে বজ্রহস্তে নন্দীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সকল দেবগণ ধনুর্হস্তে মিলিত হইয়া ঘোর বর্ষাকালে মহাপর্ব্বতের উপর মেঘের ন্যায় সেই ভীষণমূর্ত্তি নন্দীর উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন অদ্ভুতদর্শন মহাভীমতনু নন্দী পাষাণের ন্যায় কঠিনাকার হইয়া, তাহাদিগের শরবৃষ্টি সহ্য করত বামহস্ত-আমর্ষে, নিশিতখড়্গে, হুঙ্কারে ও নিশ্বাসপবনে সেই শরবৃষ্টি নিবারণপূর্ব্বক ঐরাবতের মস্তক ছেদন করিলেন। ঐরাবত হস্তী ছিন্ন-মস্তক হইয়া ঘোরনাদে ঘোষিত করিয়া, দেবগণের সমক্ষে ভূতলে পতিত হইল। সেই অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে মুগ্ধ দেবগণ হাহাকার করত নিস্পন্দভাবে রহিলেন। এদিকে শিব নন্দীর সাধুবিক্রম শ্রবণ করিয়া আনন্দে নন্দীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কুমারের স্কন্ধে গজমস্তক যোজনা করিলেন। মস্তকযোজনা করিবামাত্র সেই বালক অতি সুন্দর, খর্ব্ব, স্থূলতর, গাজেন্দ্রবদনাম্বুজ, জবাকুসুমসঙ্কাশ, মৃগাঙ্কধবলানন, চতুর্ব্বাহু, প্রস্যন্দমদগন্ধলুব্ধ-মধুপ-শোভিত ও বহ্যদ্ভুতলোচনরূপে শিবের সমীপে বিরাজমান হইল। তখন সকল দেবগণ আসিয়া ভগবান্ শম্ভুর ক্রোড়স্থিত গজেন্দ্রানন বালক শিবনন্দনকে দর্শন করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবতা তথায় গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে গাণপত্যে অভিষিক্ত করিলেন। ব্রহ্মা তাহার লম্বোদর নাম রাখিলেন। সেই বালক সর্ব্বদেবগণমধ্যে সর্ব্বাগ্রে পূজ্য অত্যদ্ভুত দেবরাজ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। বর্ণলোচনা সরস্বতী তাহাকে লেখনী, ব্রহ্মা জপমালা, ইন্দ্র গজদন্ত, লক্ষ্মী পদ্ম, শিব ব্যাঘ্রচর্ম্ম, বৃহস্পতি যজ্ঞসূত্র ও পৃথিবী মূষিকবাহন প্রদান করিলেন। মুনিগণ সেই রক্তবর্ণ শিবনন্দনকে স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে শম্ভো! তোমার এই পুত্র তোমা হইতে অভিন্ন; হে মহেশ্বর! সকল দেবতার অগ্রে ইহাঁর পূজা হইবে, পরে তুমি পূজ্য হইবে; ইনি সকল দেবগণের ও তদীয় প্রমথগণের অধিপতি হইবেন। গজাস্য বলিয়া ইহাঁর গজানন নাম হইবে। নন্দী ইন্দ্রকে জয় করিয়া ঐরাবতবধপূর্ব্বক মস্তক আনিয়া দেওয়ায়

ইহার নাম একদন্ত হইবে। হে শঙ্কর! ইহাঁর বীজরূপ নাম হেরম্ব থাকিল, নিন্দনীয়-ভাবে লম্বোদর নামও থাকিল। ইহাঁর স্মরণ মাত্রে বিঘ্নরাশি নষ্ট হয় বলিয়া, হে শিব! তোমার পুত্রের নাম বিঘ্নেশ রহিল। যে ব্যক্তি যাত্রাকালে অথবা পুণ্য-কার্য্যারম্ভে এই গণপতিকে স্মরণ করিবে, তাহার যাত্রা ও কার্য্য সফল হইবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যে এই গণাধিপের পূজা করিবে, তাহা হইলেই সকল দেবতা পূজিত হইয়া কার্য্যসাধক হইবেন। ঋষি বলিলেন, হে দ্বিজবর! তখন ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, ঐরাবতের অভাবে দুঃখিত ইন্দ্র শিবকে কহিলেন, হে দেবোত্তম ত্রিভুবনপতে পার্ব্বতীপ্রিয় ত্রিলোচন প্রভো মহাদেব! আপনাকে প্রণাম, আপনার পরাক্রান্ত কিঙ্কর নন্দী আমার হস্তীকে বধ করিয়াছে। আমি তখন অজ্ঞানপূর্ব্বক তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। হে মহেশ্বর! না প্রার্থনা করিলেও যাঁহাকে নিজ মস্তক দেওয়া কর্ত্তব্য, তাঁহাকে গজমস্তক দিতে ইচ্ছা করি নাই; অতএব তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করুন। তাহা শুনিয়া ভগবান্ কহিলেন, হে ইন্দ্র! ছিন্নমস্তক ঐরাবতকে তুমি সাগরজলে নিক্ষেপ কর; তাহা হইলে সমুদ্রমথনোৎপন্ন নাগরাজকে পুনরায় প্রাপ্ত হইবে। তুমি যেমন আমার পুত্রের জন্য ঐরাবতমস্তক দিয়াছ, তদ্রূপ আমিও তোমাকে অক্ষয় বিষয় প্রদান করিব। ঋষি কহিলেন, হে দ্বিজ! ভগবান্ এই কথা বলিলে পর, কশ্যপনন্দন ইন্দ্র স্বর্গে গমন করিলেন; ব্রহ্মাদি দেবগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। দেবী পার্ব্বতী সানন্দে গণেশকে পালন করিতে লাগিলেন। এদিকে গণেশ সংসার-বিমুখ পরম যোগী হইলেন। ঋষিগণ সর্ব্বদা আগমন করত তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ কহিলেন, গণেশ, গণনাথ, হেরম্ব, গিরিশাত্মজ, পার্ব্বতীনন্দন, বীর, দেবরাজ, গজাস্য, লম্বোদর, বিঘ্নরাজ, যোগী, সদ্‌যোগলক্ষণ, অগ্রপূজ্য, চতুর্ব্বাহু, একদন্ত, লিপীশ্বর, ব্যাঘ্র-চর্ম্মাম্বর, ধীর, মঙ্গলরূপবান্, শঙ্কাঙ্গ, মষিকারোহী, মোক্ষদায়ক, দন্তকর, দন্তী, বৈষ্ণব, পরমার্থদৃক্, পদ্মপাণি, পঞ্চবক্ত্র, শিব, শঙ্কর, ঈশ্বর, হাস্যগত, নৃত্যকারী, শিবপুত্র, ত্রযম্বক, আনন্দানন্দ, অতিমনা, শৈব, ধর্ম্ম, ধনেশ্বর, অনন্ত, জগদাধার, শশিসূর্য্যলোচন, সদ্রূপাত্তা, সামুদ্র, সমুদ্রজঠর, জয়, দিব্যরূপ, বারিনাথ ও বিজয়; গণেশের এই পঞ্চাশৎ নাম যে ব্যক্তি যাত্রা, পূজা ও দানকালে, শ্রাদ্ধে, গঙ্গাস্নানে অথবা পুত্রাদির মঙ্গলকার্য্যে কিংবা প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করে বা ভক্তিমান্ হইয়া শ্রবণ করে, তাহার বিঘ্ন দূর হয়, ধনপুত্রাদির মঙ্গল হয়, ইষ্টদেবে ভক্তি ও বাঞ্ছিত অর্থলাভ হইয়া থাকে। শুকদেব কহিলেন, ঋষিগণ এইরূপ স্তব করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। হে জৈমিনে! পুণ্যজনক এই গণেশের জন্মকথা তোমায় বলিলাম। সংহাররূপী শম্ভুর বংশ বর্ত্তমান নাই। শম্ভুর অন্য পুত্র কুমার কার্ত্তিকেয়ের কথা বলিয়াছি, তিনি কৌমারব্রতচারী ছিলেন বলিয়া বিবাহ করেন নাই। হে জৈমিনে! যে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা বলিলাম; তুমি তপশ্চরণে গমন কর; আমিও যথাস্থানে যাই। ব্যাস কহিলেন, হে জাবালে! তখন

জৈমিনি নিজ গুরুদেবকে প্রণামপূর্ব্বক তপস্যার্থ গমন করিলেন, শিবের অংশাবতার মহাভাগ মহাযোগী শুকদেবও অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। হে জাবালে। এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণেচ্ছা আছে? বল, আমি বলিতেছি।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

মধ্যখণ্ড সমাপ্ত।

উত্তরখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে প্রভো সূত! মুনিবর জাবালি, দেবী-প্রমুখাৎ মধ্যমখণ্ড শ্রবণানন্তর গুরু বেদব্যাসকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন? তাহা প্রকাশ করুন। সূত কহিলেন, হে শৌনক! তিনি মধ্যমখণ্ডের পুণ্যজনক কথা সকল শ্রবণ করিয়া গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার মুখে দিব্য কথা সকল শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-শ্রবণে নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব কৃপা করিয়া তদ্বিষয় কীর্ত্তন করুন। ব্যাসদেব কহিলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর মূলপ্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত, তন্মধ্যে সত্ত্বদেহ সনাতন বিষ্ণু মধ্যম। তাঁহার মুখ হইতে সর্ব্ববেদের আশ্রয়, বিপ্রগণ প্রজাপালনার্থ বাহু হইতে ক্ষত্রিয়গণ, ধনরক্ষার্থ উরুদেশ হইতে বৈশ্যগণ ও পূর্ব্বোক্ত বর্ণত্রয়ের সেবার্থ পাদদ্বয় হইতে শূদ্রগণ উৎপন্ন হইয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপে বর্ণচতুষ্টয় সৃজন করিয়া তাহা-দিগের ধর্ম্মের উৎপাদন করেন। আগম ও নিগম এই উভয় ধর্ম্মের পথ। ঐ দুই পথ দ্বারাই সচরাচর সমুদয় জগৎ রক্ষিত হইতেছে। তন্মধ্যে নিগম বেদমার্গ ও আগম তত্ত্বমার্গ। বেদমার্গ কর্ম্মস্বরূপ ও তত্ত্বমার্গ যোগস্বরূপ জানিবে। কর্ম্মবিশেষের নামই যোগ, ঐ যোগবলেই তত্ত্বলাভ হইয়া থাকে এবং কর্ম্মস্বরূপ বেদমার্গ হইতে যোগলাভ হয়। কোন ব্যক্তিই কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না। যাবৎ পর্য্যন্ত তত্ত্বলাভ না হয়, তাবৎ জীবমাত্রেই কর্ম্মাধীন; অতএব হে বিপ্র! তত্ত্বপ্রার্থী ব্যক্তির বৈধকর্ম্ম ত্যাগ করা কোনক্রমেই উচিত নহে। তত্ত্বলাভের পূর্ব্বে যে ব্যক্তি কর্ম্মবিহীন হয়, সে নিঃসন্দেহ অধঃপতিত হইয়া থাকে। তত্ত্বশব্দের অর্থ অদ্বৈতভাব, তাহা কেবল বাক্য দ্বারা লাভ হয় না। হে বিপ্র! প্রাণিগণ, কর্ম্মদ্বারাই দেহ ধারণ করিয়া থাকে এবং কর্ম্ম হইতেই স্বর্গ বা নরক প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণই স্বধর্ম্মনিরত হইলে বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং ব্রাহ্মণ হইয়া যদি যথো-চিত ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম প্রতিপালন করে, তাহা হইলেই তত্ত্বলাভে সক্ষম হয়। শূদ্র যথাবিধি শূদ্রধর্ম্ম পালন করিলে বৈশ্যত্ব, বৈশ্য বৈধ-বৈশ্যধর্ম্ম-পালনে ক্ষত্রিয়ত্ব, ক্ষত্রিয় শাস্ত্রোক্ত-ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-পালনে বিপ্রত্ব এবং বিপ্র সদাচার-সম্পন্ন হইলে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। সমুদয় বর্ণই স্বধর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক উচ্চবর্ণের ধর্ম্ম আচরণ করিলে ঘোর নরকে পতিত হইয়া থাকে, এজন্য নিজ নিজ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই সকল বর্ণের কর্ত্তব্য। হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের যে ধর্ম্ম শুভপ্রদ, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণেরই অনসূয়া, দয়া, ক্ষমা, শৌর্য্য, সরলতা, অলোভ, অকার্পণ্য, আলস্য-বিহীনতা এবং এবংবিধ অন্যান্য সদ্গুণ থাকা উচিত, ঐ অষ্টপ্রকার সদ্গুণ থাকিলে কি ইহকাল কি পরকাল উভয়েই মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। এক্ষণে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান স্বধর্ম্ম; ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের, বৈশ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের এবং শূদ্র, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সেবা করিবে এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শূদ্রকে ভরণ করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের নামের অন্তে দেব ও শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের রায় ও বর্ম্মা, বৈশ্যের ধন ও শূদ্রের নামশেষে দাস শব্দ ব্যবহার হইবে। হে দ্বিজপুঙ্গব! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় স্ত্রীর নামশেষে দেবী এবং বৈশ্য ও শূদ্রস্ত্রীর দাসীপদ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণকে সম্মুখাগত দেখিলে প্রণাম করিবে, যদি তাহা না করে, তবে ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হয়। উক্ত বর্ণত্রয় প্রণাম করিলে ব্রাহ্মণ সন্তুষ্টমনে সংস্কৃতবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিবে। ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর পরস্পরকে প্রণাম করিবে, ইহাতে পিতাও পুত্রকে প্রণাম করিলে কোনরূপ দোষ হয় না। জলহস্ত, বহ্নিহস্ত, অধ্যয়নপর ভোজনাসক্ত, জপনিরত, অন্নাদিপাকে নিযুক্ত, পুষ্পহস্ত, ধ্যানপরায়ণ, নিদ্রাযুক্ত বেগে ধাবমান, ক্রোধান্বিত, বদ্ধ, আর্দ্রবস্ত্রধারী, শস্ত্রপাণি, পতিত, উন্মাদগ্রস্ত, নীচস্থানস্থিত, অন্যমনস্ক, স্নানাসক্ত এবং অন্যকর্ত্তৃক পীড্যমান ব্যক্তিকে কদাচ প্রণাম করিবে না। কাহারও পশ্চাদ্ভাগে প্রণাম করাও নিষিদ্ধ। আর স্বয়ং পবিত্র হইয়া অপবিত্র ব্যক্তিকে, কিংবা জলপান করিতে করিতে, কিংবা উচ্চস্থানে অবস্থিত থাকিয়া কিংবা স্বয়ং অপবিত্র, বিবস্ত্র বা আর্দ্রবস্ত্র হইয়া কাহাকেও কদাপি প্রণাম করিতে নাই। হে দ্বিজ! যে কোন স্থানে কেহ নমস্কার করিলে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবে, কিন্তু প্রণামের পূর্ব্বে কদাচ আশীর্ব্বাদ করা কর্ত্তব্য নহে। তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয়েই নরকগামী হয়। ব্রাহ্মণ যদি বয়ঃকনিষ্ঠ হইয়াও গুণজ্যেষ্ঠ হন, তবে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণেরও নমস্য। গুরুজন অসৎ-গুণান্বিত হইলেও তাহাদিগকে প্রণাম করা কর্ত্তব্য। ক্রমে উচ্চ উচ্চ বর্ণ যে অধম বর্ণের গুরু, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। গুরুজনের নামগ্রহণ, নিন্দা, পরোক্ষে দোষকথন এবং তাঁহাদিগকে নাম ধরিয়া আহ্বান করা ও তাঁহাদিগের নিকট ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করিবে। মাতুলাদি বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও তাঁহাদিগকে প্রণাম করা কর্ত্তব্য এবং অন্যান্য সম্বন্ধবিশিষ্ট স্বজনকে পাদগ্রহণ না করিয়া প্রণাম করিবে, কনিষ্ঠকে পাদগ্রহণ পূর্ব্বক প্রণাম করা নিষিদ্ধ। কনিষ্ঠবংশীয় শিক্ষাদানাদি দ্বারা গুরু হইলে জ্যেষ্ঠবংশীয় শিষ্যকে প্রণাম করিবে না এবং কনিষ্ঠবংশীয়েরা জ্যেষ্ঠবংশীয়কে পাদগ্রহণ না করিয়া প্রণাম করিবে। গুরুতর সম্বন্ধ বিশিষ্ট বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও তাহার নমস্কারের অগ্রে তাহাকে নমস্কার করিবে। গুরুপুত্রাদি ও মাতুলাদি ভিন্ন অপর গুরুপত্নীদিগকে ব্রাহ্মণগণের নমস্কার করা কর্ত্তব্য নহে! গুরুপত্নী যুবতী হইলে তাঁহার পাদস্পর্শ না করিয়া প্রণাম করিবে। কনিষ্ঠ-ভ্রাতৃপত্নী, পুত্রবধূ, শিষ্যপত্নী ও বন্ধুর সম্মুখ-

বর্ত্তী হওয়া কদাচ উচিত নহে। বিশেষতঃ তাঁহাদিগকে সমাদর, তাঁহাদিগের অঙ্গস্পর্শ, তাঁহাদিগকে বহিঃসন্দর্শনার্থ অবস্থিতি ও উচ্ছিষ্টদান কদাচ করিতে নাই। বিমাতা, গুরুপত্নী, শ্বশ্রূ, জ্যেষ্ঠসহোদরা, মাতৃস্বসা, মাতুলানী ও পিতৃস্বসা; ইহাঁরা মাতৃস্থানীয় ও উত্তরোত্তর লঘু এবং পরম মাননীয়া, পূজনীয়া ও সর্ব্বথা অগম্যা। পত্নীর মাতুলাদিকে সাদরে প্রণাম করা কর্ত্তব্য। ভার্য্যার ভ্রাতা বয়োজ্যেষ্ঠ হইলে তাহাকে প্রণাম করিবে; কিন্তু তাহার পাদগ্রহণ করিবে না। ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের গুরু, ক্ষত্রিয়াদি অপর বর্ণত্রয় তাঁহার শিষ্য স্বরূপ। হে জাবালে! এই আমি তোমার নিকট প্রণামের বিধান বলিলাম, যে ব্যক্তি ইহার অন্যথাচরণ করে, সে পণ্ডিতগণের নিকট দণ্ডার্হ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্যাসদেব কহিলেন, এক্ষণে যথাজ্ঞান ব্রাহ্মণগণের সনাতন ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে উহা ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণগণও আচরণ করিয়া আসিতেছেন। সত্য; শান্তি, ক্ষমা, অহিংসা, বৈধহিংসা, অল্পে সন্তোষ, দয়া, দান, যাহাতে অপরের ক্লেশ না হয় এরূপ ভিক্ষা, সৌজন্য, বিনয়, যজন, যাজন, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, পরিমিত আহার, নিরামিষ ভোজন, উপবাসাদি ব্রত, সূর্য্যের আরাধনা, অগ্নিসেবা, গুরুসেবা ও গোসেবা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ, নীচের নিকট প্রার্থনা, অশুচিস্পর্শ, অপবিত্র স্থানে বাস, নীচ ব্যক্তির সহিত আলাপ, নীচগৃহে গমন, নীচবাসনা, স্নান ও জপে আলস্য, চিত্তক্ষোভ এবং শূদ্রকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন, পরিত্যাগ করিবে। ধর্ম্মজ্ঞান, ধর্ম্মবিষয়ে কথোপকথন এবং শাস্ত্রালাপ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ব্রাহ্মণগণ শস্ত্রধারণ, বাণিজ্য, গোপৃষ্ঠে ভার-বাহন, গোচারণ ও গোবিক্রয় কদাপি করিবে না, যে ব্যক্তি ইহার অন্যথা করিবে সে গোবধের পাতকী হইবে। কোন প্রকার প্রাণী, তৈজসপাত্র, বসা ও বস্ত্র বিক্রয় এবং চর্ম্মবাদ্য, নৃত্য, চর্ম্মবাদ্য-উপজীবিকা ও চর্ম্মচ্ছেদাদি কার্য্য কদাচ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণগণ, প্রতিদিন শুচি হইয়া ত্রিসন্ধ্যোপাসনা, গায়ত্রীজপ এবং দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে। উক্ত গায়ত্রী, প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকাল ভেদে ত্রিবিধা। প্রাতঃকালে রক্তবর্ণা ব্রহ্মস্বরূপা, মধ্যাহ্নে শ্যামবর্ণা বিষ্ণুস্বরূপা ও সায়ংকালে শুক্লবর্ণা শিবস্বরূপা স্মরণ করিবে। উক্ত সন্ধ্যাত্রয়েই ব্রাহ্মণ্য অধিষ্ঠিত আছেন। যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা না করে, সে ব্রাহ্মণপদবাচ্য নহে। যে পাপাত্মা ত্রিসন্ধ্যাবিমুখ, সে সূর্য্যদেবকে হত্যা করিয়া থাকে। অস্নায়ী ব্যক্তি—মল

ও জপবিহীন ব্যক্তি—পূয় শোণিত ভোজন করে। প্রতিদিন পিতৃতর্পণ না করিলে পিতৃহত্যার পাতকী হয়। সূর্য্যদেব উদিত হইলে মন্দেহনামক মহাবিকটানন রাক্ষসগণ, প্রত্যহ তাঁহাকে গ্রাস করিতে ধাবমান হয়, পরে তাহারা প্রাতঃসন্ধ্যাকারী দ্বিজগণের জলাঞ্জলি দ্বারা তাড়িত হইয়া দূরদেশে পলায়ন করিয়া থাকে। যে সকল ব্রাহ্মণগণ, এইরূপ আচরণ না করে, তাহারা আত্মহত্যাপাপে লিপ্ত হয়। রক্তপাত, পূয়নিঃসরণ, ক্ষারোদ্গার, জ্বররোগ এবং জনন বা মরণাশৌচে বৈদিক কার্য্য করা নিষিদ্ধ। প্রাতঃসন্ধ্যা না করিলে ব্রাহ্মণ সেই দিবস অশুচি থাকে, এজন্য সমুদয় বৈদিক কার্য্যে অনধিকারী হয়। ব্রাহ্মণ, রাজদ্বারগত, বন্ধনস্থ, কিংবা দূরপথ গমনে ত্বরান্বিত হইয়া মানসিক সন্ধ্যা করিলেও দোষাবহ হইবে না। মানব, প্রমাদাদিগ্রস্ত কিংবা শোকমোহাদিতে আক্রান্ত হইলে অশুচি হইয়া থাকে; এজন্য ঐ সময় তাহার মানসিক সন্ধ্যা করাই উচিত। দ্বাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি ও শ্রাদ্ধদিবসে সায়ংসন্ধ্যা করিবে না, করিলে পিতৃহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! ব্রাহ্মণগণের, প্রতিদিন সহস্রবার এবং অশক্ত হইলে শতবার গায়ত্রী জপ করা কর্ত্তব্য। অঙ্গুলি-নিচয় পরস্পর সংলগ্ন রাখিয়া মধ্যমাঙ্গুলির অধঃপর্ব্বদ্বয় পরিহার-পূর্ব্বক দক্ষিণহস্তের অপর দশপর্ব্ব দ্বারা গায়ত্রী জপ করিবে। বিপ্রগণ, প্রাতঃ-কাল ও মধ্যাহ্নকালে উত্থিত হইয়া এবং সায়ংকালে উপবেশন করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। প্রজ্বলিত অনলে পতঙ্গ যেরূপ ভস্মীভূত হইয়া থাকে, তদ্রূপ গায়ত্রী-জপপরায়ণ ব্রাহ্মণের দৈবাৎ ব্রহ্মহত্যাদি পাতক হইলেও বিনষ্ট হয়। শতবার গায়ত্রী জপ করিলে দিনগত পাপ এবং সহস্রবার জপ করিলে নিখিল পাপপুঞ্জ ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিজগণ, গায়ত্রী জপ করিয়া "হে দেবি! তুমি মহেশ্বরের মুখ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে অবস্থিতি করিতেছ। এক্ষণে ব্রহ্মকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া যথেচ্ছ গমন কর" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভগবান্ ভাস্করেই জপ সমর্পণ করিবে। আদিত্যপুরাণে গায়ত্রীর বর্ণ ও রূপাদি বর্ণিত হইয়াছে জানিও। সুকৃতিশালী মানব ঐ পুরাণ হইতে উহার সম্যক্ অর্থ অবগত হইয়া জপ করিবে। যে ব্যক্তি গায়ত্রী গান অর্থাৎ জপ করে, তাহাকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন বলিয়া উহাঁর নাম গায়ত্রী হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণের প্রতিদিন ফেনবিহীন নির্ম্মল সলিল জল দ্বারা পিতৃ-তর্পণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দ্বিজগণ দক্ষিণাস্য হইয়া দক্ষিণাগ্র দর্ভ দ্বারা জল গ্রহণ-পূর্ব্বক বামদিক্ হইতে গাত্রলোম দ্বারা অস্পৃষ্ট ন্যূনকল্পে দশটী তিল গ্রহণ করিয়া স্বধা এই মন্ত্র উচ্চারণ করত তাহা তর্পণার্থ জলে মিশাইয়া তদ্দ্বারা তর্পণ করিবে। বামহস্তে বা পশ্চিমাগ্র দর্ভ দ্বারা কদাচ জল গ্রহণ করিতে নাই। এইরূপে তর্পণাদি-কার্য্য-সমাপনান্তে ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা লইয়া এবং কোন ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত না থাকিলে জলপাত্রে কিঞ্চিৎ জল লইয়া গৃহে গমন করিবে। ব্রাহ্মণ, স্নানান্তে লৌহ

বা রাত্রিবাস স্পর্শ করিবে না এবং তদ্বিবসীয় ধৌত বস্ত্র পরিধান করিবে। বস্ত্র পরিত্যক্ত এবং রাত্রিবস্ত্র অপরিত্যক্ত হইলেও অপবিত্র হইয়া থাকে, বিশেষ রতিবস্ত্র শতবার ধৌত না করিলে পবিত্র হয় না। পবিত্রাত্মা দ্বিজগণ সর্ব্বদা শুক্লবর্ণ তিলক, শুক্লবর্ণ যজ্ঞোপবীত ও শুক্লবর্ণ বস্ত্রযুগ্ম ধারণ, করিবে এবং দন্ত মার্জ্জিত রাখিবে। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের সতত উপবীত ধারণ শিখাবন্ধন ও তিলক ধারণ করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, মলমূত্র-পরিত্যাগ-সময়ে উপবীতী থাকিবে না; বস্ত্র দ্বারা মস্তক আবরণপূর্ব্বক কর্ণে স্কন্ধে কিংবা মস্তকে যজ্ঞোপবীত রক্ষা করত মুক্তকচ্ছ হইয়া মূত্র ত্যাগ করিবে। দ্বিজগণ পরিমিত তৈলমর্দ্দন ব্যতীত তৈলাভ্যঙ্গ করিবে না এবং গাত্রে তৈলমর্দ্দন করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করা ব্রাহ্মণের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। মলমূত্রত্যাগ, মৈথুন, স্নান, ভোজন এবং দন্তধাবন সময়ে মৌনী হইবে। ব্রাহ্মণের দেহ কথনই সুখের নিমিত্ত নহে, উহা কেবল তপঃক্লেশ, ধর্ম্ম ও পরিণামে মুক্তির জন্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেরূপ অন্ধকারনাশক সূর্য্যে অন্ধকার অবস্থিতি করিতে পারে না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি ত্রিকালীন সন্ধ্যাবন্দনা করিয়া থাকে, তাহার দেহেও কোন প্রকার পাতক অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণগণই পৃথিবীর দেবতা, ব্রাহ্মণগণই ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন; সুতরাং সূর্য্যের যেরূপ প্রভাহীনতা সম্ভব নহে, সেই প্রকার ব্রাহ্মণেরও ক্রূরতা উচিত নহে। জীবগণ মহৎ পুণ্যবল না থাকিলে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিতে পারে না, এজন্য যে ব্রাহ্মণ কুকার্য্যে রত, তাহা অপেক্ষা আত্মঘাতী আর কে আছে? ব্রাহ্মণগণ আপনারই সমগ্র বস্তু ভোজন ও অন্যকে দান করিয়া থাকে। তাহা-দিগেরই অনুগ্রহে ক্ষত্রিয়াদি ভোজন করিতে পায়। কারণ সমগ্র বসুন্ধরা এবং নিখিল ধর্ম্মই ব্রাহ্মণের। ক্ষত্রিয়াদি সকলেই ব্রাহ্মণের শেষ গ্রহণ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ সকলের পিতা ও ব্রাহ্মণীগণ সকলের মাতাস্বরূপ। নিখিল-তীর্থই ব্রাহ্মণের চরণ-সম্ভূত। রাজগণের আদি ভগবান্ মনু ব্রাহ্মণ, সতী ও গোগণের রক্ষার জন্য নিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ, সতী ও গোগণকে পুষ্প দ্বারাও আঘাত করিবে না এবং কেশমুণ্ডন, সর্ব্বস্বগ্রহণ ও দেশান্তরে নির্ব্বাসন ভিন্ন কুকর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণের অন্য দৈহিক দণ্ড নাই। যাবৎকাল পর্য্যন্ত গো ও ব্রাহ্মণ অবস্থিত আছে, তাবৎ পর্য্যন্তই বসুমতী স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে পারিবেন। এজন্য পৃথিবী-রক্ষার্থে দ্বিজ, গো ও সতী-স্ত্রীকে পূজা করা কর্ত্তব্য। সতী স্ত্রী, গো ব্রাহ্মণ, এই তিনই পৃথিবীর মঙ্গলস্বরূপ। যে ব্যক্তি ইহাঁদিগের দ্বেষ করিবে, সে মঙ্গল হইতে বিচ্যুত হইবে। ব্রাহ্মণের গায়ত্রী, সতী স্ত্রীর আর্ত্তব ও গোগণের স্বভাব মহৎ পাপের বিনাশক। বিপ্রগণের চরণদ্বয়, গোগণের পৃষ্ঠ এবং স্ত্রীগণের সমুদয় অঙ্গকে জ্ঞানিগণ তীর্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি ইত্যাদি অঙ্গ-মর্য্যাদা অতিক্রম করে, সে ঘোর নরকগামী হইয়া থাকে এবং তাহাকে জীবন্মৃত বলা যায়। ব্রাহ্মণ প্রাণায়ামবলে

প্রভূত পাপরাশি দগ্ধ করিয়া থাকে, বস্তুতঃ প্রাণায়াম ব্যতীত নিখিল-পাপকলাপের অন্য আর ঈদৃশ উপায় নাই। হে দ্বিজসত্তম! ব্রাহ্মণের ইত্যাদি ধর্ম্ম কথিত আছে, এক্ষণে ক্ষত্রিয়গণের পরম পবিত্র ধর্ম্ম শ্রবণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে মুনিবর! প্রজাপালন-নিরত ক্ষত্রিয়ই রাজপদবাচ্য। সত্য, দান, বিষ্ণুভক্তি, বিপ্রসেবা, দর্প, বিরোধ, নিয়ত যুদ্ধসামগ্রীসংগ্রহ, পরিধাবনম, গূঢ় চর দ্বারা রাজ্যের অবস্থাপরিদর্শন, মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা, সত্যতা, বহু লোকের বা একজনের সহিত মন্ত্রণা না করা, সাবধানে দণ্ডবিধান, দণ্ডিতদিগের রক্ষা, শাস্ত্রাদর, বিপ্রভক্তি এবং ব্রাহ্মণ জাতি ভিন্ন অপর জাতির নিকট করগ্রহণ করা রাজার ধর্ম্ম। রাজগণ শোক, বিষাদ, মোহ, বাসনকা ও মূর্খতা পরিত্যাগ করিবে এবং প্রজাগণের প্রতি সুপ্রসন্ন থাকিবে। অমিততেজা রাজগণ অগ্নি, ঈশ, চন্দ্র, যম ও বরুণদেবের মূর্ত্তিস্বরূপ, এজন্য রাজগণের প্রতি হিংসা, আক্রোশ বা তিরস্কারবাক্য ব্যবহার করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। দেবগণই ভূপতিরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন। বিধাতা, ইন্দ্র হইতে প্রভুত্ব, বহ্নি হইতে প্রতাপ, যম হইতে ক্রোধ, চন্দ্র হইতে সৌন্দর্য্য, কুবের হইতে ধন এবং ভগবান্ বিষ্ণু হইতে মধুর সত্বগুণ লইয়া, নৃপতিগণের শরীর সৃজন করিয়া থাকেন। ভূমণ্ডলে রাজগণকে ইন্দ্র বলিয়া জানিবে, বস্তুত ভূপতিগণ ইন্দ্র হইতে ভিন্ন নহে। যে নৃপতি যথানিয়মে প্রজাপালন করেন, তিনি সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলভাগী হন। ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালক নৃপগণ স্বীয় অধিকারস্থিত জনগণের পুণ্যকর্ম্মের ষষ্ঠভাগ লাভ করিয়া থাকেন। রাজা দণ্ডার্হদিগের দণ্ড করিবেন, তাহা হইলে প্রজাগণের মধ্যে কেহই সেই দণ্ডভয়ে উৎপথগামী হইবে না। রাজাই প্রজাগণের চক্ষু, রাজাই ইন্দ্র এবং রাজাই রুদ্র, কুবের, যম, বরুণ, বসু, আদিত্য, জলদ, অগ্নি ও বৃহস্পতি স্বরূপ। হে দ্বিজসত্তম! যে রাজা, দণ্ডবিধানে শঙ্কিত, তাঁহার কি ইহলোক কি পরলোক কুত্রাপি মঙ্গল নাই; বস্তুতঃ জগদ্বাসী জীব মাত্রেই দণ্ডান্বিত হইলেই বশীভূত হইয়া থাকে। জলচর ও স্থলচরের মধ্যে এমত কোন প্রাণী দেখি না, যে কাহাকেও কোনরূপ হিংসা না করিয়া জীবিত থাকিতে পারে। ভূপতি ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধানাদি দ্বারা প্রজাগণকে পালন করিলে অধঃপতিত হন না। দণ্ডবিধান না থাকিলে নিখিল মানবগণ দুরাচারী হইত। মনুষ্যগণ যাবতীয় পশুকে বিনাশ করিত এবং কাকাদি পক্ষী ও কুক্কুর সকল যজ্ঞীয়

হবিঃ ও পুরোডাশ উচ্ছিষ্ট করিত। কেবল সমতা কুত্রাপি সম্ভবে না, তাহা হইলে ধরাতলে বিপ্লব ঘটিয়া উঠে। চাতুর্ব্বর্ণ্যবিভাগ ও দুর্বিনীতদিগকে শঙ্কিত রাখিবার জন্ম ভূপতিগণ ধর্ম্মাধিকরণ স্থাপন করিবে। জগতে প্রকৃত পবিত্রাত্মা লোক অতি বিরল, সকলেই দণ্ডভয়ে ভীত হইয়া, রাজশাসনের অনুবর্ত্তী হয় এবং কুকার্য্য হইতে বিরত হইয়া থাকে; এই জন্যই রাজদণ্ডে প্রায়শ্চিত্তের ফল বলিয়াছেন। হে দ্বিজ! শিষ্য গুরুকে, পুত্র পিতাকে এবং রমণী পতিকে অবজ্ঞা করিলে, রাজা দণ্ডপ্রদান করিবেন; কিন্তু কোন ব্রাহ্মণকে কুকর্ম্মান্বিত জানিয়া তাহার দৈহিক দণ্ড করিবেন না কারণ, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বালক ইহারা বধ্য নহে। হে বিপ্র! যে ব্যক্তি শুভকর্ম্ম কি এবং বিগর্হিত পাপকর্ম্মই বা কি, তাহা পরিজ্ঞাত নহে; সে কেবল রাজদণ্ডভয়েই পাপকার্য্য হইতে বিরত হয়। ব্রাহ্মণ বধার্হ হইলে, তাহার মস্তক মুণ্ডন করাইয়া সর্ব্বাঙ্গে গোময়লেপনপূর্ব্বক গর্দ্দভারোহণে সমুদয় নগর পরিভ্রমণ করাইবে, ইহাই ব্রাহ্মণের দণ্ড। ব্রহ্মনির্দ্দিষ্ট ঐরূপ দণ্ডের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এক্ষণে আনু-পূর্ব্বিক ক্ষত্রিয়দণ্ড নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয় যদি পরদ্রব্যাহরণ বা পরস্ত্রীগমন করে, তাহা হইলে, তাহার হস্ত পাদ এবং নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া, সর্ব্বস্বগ্রহণপূর্ব্বক অপর রাজ্যে তাহাকে নির্ব্বাসিত করিবে। কোন রাজা বা রাজমহিষী রাজ্যের বিপ্লবকারী হইলে, ভূপতি তাহাকে শরজালে বিদ্ধ এবং শক্তি, চক্র ও গদাদি দ্বারা তাড়িত করিবে। দুষ্ট ক্ষত্রিয়ের এইরূপ দণ্ড বিহিত আছে, এক্ষণে বৈশ্যের দণ্ড বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে বৈশ্য, পরস্ত্রী ও পরদ্রব্যাহরণ প্রভৃতি ঘোরতর পাপকার্য্যে আসক্ত হয়, শূল দ্বারা তাহার কলেবর বিভিন্ন, কিংবা তাহাকে বৃক্ষশাখায় লম্বিত করিয়া বধ করিবে, ইহাই বৈশ্যের দণ্ড। সম্প্রতি শূদ্রের দণ্ড শ্রবণ কর। শূদ্রকুলে কেহ পাপাচারী হইলে, তাহাকে হস্তিপদতলে দলিত কিংবা লৌহকটাহাদিতে ভর্জ্জিত করিয়া হত্যা করাই শাস্ত্রসম্মত। কারণ, এক ব্যক্তির জন্য সমুদয় কুল কিংবা গ্রাম অথবা রাজ্য নষ্ট করা বৈধ নহে। নরপতি এইরূপে সমুদয় রাজ্য সুশাসিত করিয়া অবশিষ্ট অর্থ কোষাগারে রক্ষা করিবে। যে নৃপতি এই ধর্ম্ম বিদিত থাকেন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মবিৎ। স্বীয় কুশলাভিলাষী ভূপতি কদাচ ব্রহ্মবৃত্তি হরণ করিবে না। যিনি, স্বদত্তাই হউক আর পরদত্তাই হউক, ব্রহ্মবৃত্তি অপহরণ করেন, ষষ্টিসহস্র বর্ষ তাঁহাকে বিষ্ঠামধ্যে ক্রিমিরূপে অবস্থান করিতে হয়। অধিক কি, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের তুষ পর্য্যন্ত হরণ করে, সে নিঃসন্দেহ অধঃপতিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-স্থাপন অপেক্ষা নৃপতির যেমন পুণ্যজনক কার্য্য অপর কিছুই নাই, সেইরূপ আবার ব্রহ্মস্বহরণ অপেক্ষা পাপকর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণের দ্রব্য অগ্নি ও বিষতুল্য; সুতরাং ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণেরই তাহা অপহরণ করা ঘোর পাপজনক। বিষ ও অগ্নি যেরূপ দেহের এক

স্থানে সংলগ্ন হইলে সমুদয় দেহব্যাপক হইয়া উঠে, সেইরূপ এক ব্যক্তি ব্রহ্মস্বহরণ করিলে সমুদয় কুল দগ্ধ হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলে তাহার সর্ব্বস্বহরণরূপ যে দণ্ডবিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতেও এইরূপ করিতে হইবে, সেই ধন লইয়া অপরাপর ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করিবে। সর্ব্বদা পণ্ডিতগণের সহবাস এবং বেদজ্ঞ, আগমজ্ঞ, পুরাণজ্ঞ, জ্যোতির্বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ও ভিষক্‌গণকে পরিত্যাগ করা রাজার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। কারণ, যে রাজা বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণাদি-বিহীন হয়, তাহার পদে পদে বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে। ভূপতির সর্ব্বদা যুদ্ধসামগ্রী সজ্জিত রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। নৃপতি ধান্য, তণ্ডুল ও বস্ত্রাদির পৃথক্ পৃথক্ কোষাগার এবং প্রতি কোষাগারের এক একটী কোষাধ্যক্ষ বেতন দিয়া স্থাপন করিবেন। সৈন্যদিগের ভরণ করা রাজগণের নিতান্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম। সৈন্য চারি প্রকার; রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি। হে দ্বিজোত্তম! এক রথ, এক হস্তী, তিনটী অশ্ব ও পঞ্চজন পদাতি, ইহার নাম পত্তি। তিন পত্তিতে সেনামুখ, তিন সেনামুখে যুগ্ম, তিন যুগ্মে এক গণ, তিন গণে এক বাহিনী, তিন বাহিনীতে এক পৃতনা, তিন পৃতনায় এক চমূ, তিন চমূতে এক অনীকিনী ও দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী সংজ্ঞা হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! এইরূপে এক অক্ষৌহিণী মধ্যে একবিংশতি সহস্র, অষ্ট শত ও সপ্ততিসংখ্যক রথ; ঐ সংখ্যক হস্তী এবং রথের ত্রিগুণ অশ্ব ও পঞ্চগুণ পদাতি হইবে। রাজগণের এইরূপ এক অক্ষৌহিণী সৈন্য সর্ব্বদা সঞ্চিত রাখা এবং ব্যয়শঙ্কা ও যুদ্ধশঙ্কা পরিত্যাগ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। কারণ, রাজগণের সমরে মৃত্যু হইলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। নৃপতিগণ ধর্ম্মার্থ, গৃহার্থ ও বিপত্ত্রাণার্থ অর্থকে তিনভাগে বিভক্ত করিবে; তাহা হইলে কোন প্রকার দোষে লিপ্ত হইতে হয় না। যাহার কুলশীল পরিজ্ঞাত আছে, এরূপ সাধুচরিত্র ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রিত্বপদ প্রদান করা উচিত; কারণ শত্রুপক্ষীয় বহুল নরপতি বহুচ্ছলে বিচরণ করিয়া থাকে। এক ব্যক্তিকে বহুকাল মন্ত্রিপদে নিযুক্ত রাখা কর্ত্তব্য নহে, তাহা হইলে মনোগ্লানি হইবার সম্ভব; কারণ, এক ব্যক্তি বহুকাল মন্ত্রিত্ব পাইলে রাজাকেও অতিক্রম করিয়া থাকে। বহুলোকের সহিত বাস ও অস্ত্রবিহীন হওয়া ভূপতির উচিত কার্য্য নহে। অল্পনিদ্রা ও পরিমিত ভোজন করা কর্ত্তব্য। নৃপতিগণ, বহুধা স্ত্রীসঙ্গ ও পরস্ত্রীদর্শন পরিত্যাগ করিবে। স্বীয় বুদ্ধিতে, বিশেষতঃ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে কার্য্য করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। নৃপতিগণ সর্ব্বদা স্বস্ত্যয়ন ও বিপ্রপূজাপরায়ণ হইবেন। ভ্রাতৃগণ ও পুত্রবর্গকে প্রশ্রয় দেওয়া অকর্ত্তব্য। রাজগণ সাধুশীল পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অন্যান্য সকলের যথাবিধি বৃত্তিস্থাপনপূর্ব্বক বৃদ্ধাবস্থায় রাজ্য পরিত্যাগ এবং পুরুষে পুরুষে নিজ নিজ সৎকর্ম্ম দ্বারা কীর্ত্তিস্থাপন করিবেন। এই আমি তোমার নিকট সনাতন রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, ইহার পর বৈশ্য ও শূদ্রধর্ম্ম বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্যাসদেব কহিলেন, কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা, কুসীদ ও বৃদ্ধিগ্রহণ; নৃপতির তুষ্টি-সাধন; ধান্য, তণ্ডুল, বস্ত্র, মণি, মুক্তা, স্বর্ণ, ঘৃত ও তৈলাদি-সঞ্চয়, ক্রয় এবং বিক্রয় এই সকল বৈশ্যের ধর্ম। এই সমস্ত কার্য্যে আলস্য করা বৈশ্যের কর্ত্তব্য নহে। হে দ্বিজসত্তম! বৈশ্যগণ বাণিজ্যার্থ গৃহার্থ, ধর্মার্থ ও আপদুদ্ধারার্থ আত্মধন চারিভাগে বিভক্ত করিবে। ধন-রক্ষার্থ ধর্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করা বৈশ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য; তাহা না হইলে, ভূপতি, তস্কর, অগ্নি বা জল হইতে সেই ধন বিনষ্ট হইয়া থাকে। সতত স্বস্ত্যয়ন, বিপ্রপূজা, রাজার আরাধনা ও শূদ্রকে পালন করা কর্ত্তব্য। বৈশ্যগণ হস্তী, অশ্ব, স্বর্ণ, ধান্য, ভূমি, গো, মেষ, বস্ত্রাদি এবং সমুদয় গন্ধ দ্রব্যের মূল্য-অনুসন্ধান রাখিবে। যে বস্তু যে মূল্যে ক্রীত হইবে, তাহার ষোড়শাংশ লাভ করিবে, নতুবা অতিরিক্ত লাভ করিলে, ধর্মের হানি হইবে। কাহাকেও ঋণদান করিয়া প্রতি-মাসে শাস্ত্রোক্ত ষোড়শাংশ কুসীদ গ্রহণ করিবে। যে ব্যক্তি তাহার অধিক গ্রহণ করে, তাহার সে ধন ভোগ হয় না। যে ব্যক্তি ঋণ লইয়া সেই মাসের মধ্যেই তাহা পরিশোধ করে, তাহার নিকট ও ব্রাহ্মণের নিকট সুদ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু প্রয়োজন হইলে, ব্রাহ্মণকে ঋণ দেওয়া উচিত। কারণ ব্রাহ্মণ প্রত্যক্ষ-দেবতা, তাঁহাদিগের আশীর্বাদ-বাক্যই পরমধন। বুঝিবার জন্য মাষ, তোলক, দ্রোণ ও আঢ়কাদি পৃথক্ পৃথক্ পরিমাণোপায় বস্তু প্রস্তুত করিবে। ষট্‌ত্রিংশৎ তাম্রে এক সেটক পরিমাণ ও তাহার অর্দ্ধে তোলক হয়। বৈশ্যগণ ধর্মবুদ্ধিতে ঐ সকল পরিমাপক বস্তু দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় করিবে, কদাচ ইহার অন্যথাচরণ করিবে না। হে বিপ্র! ইত্যাদি পৃথক্‌বিধ বৈশ্যধর্ম অভিহিত হইয়াছে। এক্ষণে শূদ্রধর্ম শ্রবণ কর। শূদ্রগণ বিপ্র-সেবায় আলস্য করিবে না এবং কদাচ ব্রাহ্মণকে আজ্ঞা বা অবজ্ঞা করা কিংবা ব্রাহ্মণ-গণের আচরণীয় বৈদিক বা লৌকিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান, পুরাণ-পাঠ, বেদ-পাঠ ও শাস্ত্রার্থের কথন শূদ্রের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বর্ণমালা ব্যাকরণাদি শাস্ত্র, শ্লোক বা শ্লোকার্থ অধ্যয়ন করান শূদ্রের অকর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে অধ্যয়ন করান, তিনিও অধঃপতিত হন এবং ব্রাহ্মণও শূদ্রের নিকট শিক্ষিত হইলে, আত্মঘাতী হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ শূদ্রকে ঘৃত, মধু, পাদ-প্রক্ষালনার্থ জল, আসন ও ভুক্তোচ্ছিষ্ট কদাচ দান করিবেন না এবং শূদ্রকে নিমন্ত্রণ করাও ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ। শূদ্রের বেদ-শ্রবণে অধিকার নাই, পুরাণ-শ্রবণে অধিকার আছে। গুরু যে অংশ দান করেন, শূদ্র আগম-শাস্ত্রের সেই অংশ অধ্যয়ন করিতে পারে। স্বাহা ও প্রণব-সংযুক্ত মন্ত্র শূদ্রের গ্রহণ করিতে নাই, এজন্য দ্বিজগণ শূদ্রকে স্বাহা ও প্রণব-বর্জ্জিত মন্ত্র দান করিবেন। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ-মুখে পুরাণ শ্রবণ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের পুরাণ-পাঠে

যে পুণ্য নির্দ্দিষ্ট আছে, নিঃসন্দেহ তাহাই লাভ করিয়া থাকে। শূদ্রকে মন্ত্রদান এবং পুরাণ শ্রবণ করান, ব্রাহ্মণের যে আপদ্ধর্ম্ম, তাহার সংশয় নাই। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত কাহারও চতুর্ব্বর্ণকে মন্ত্র, তন্ত্র ও শুভজ্ঞানোপদেশ দান করিবার অধিকার নাই, এইরূপ বিধি আছে বলিয়াই শূদ্রকে মন্ত্রদান করা ব্রাহ্মণের অবৈধ নহে। ব্রাহ্মণ শূদ্রকে কদাচ দেব-নৈবেদ্য দান করিবেন না। প্রতিদিন বিপ্র-পাদোদক পান করা শূদ্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি ব্যতীত কি উপদেশ, কি মন্ত্র, কি স্তব, কি কবচ কিছুতেই আর শূদ্রের নিস্তার নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়েরই ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্বর্ণচৌর্য্য ও গুরুপত্নীগমন মহাপাতক; শূদ্রেরও তাহাই, কেবল সুরাপান-স্থলে ব্রাহ্মণীগমন এইমাত্র বিশেষ। ব্রাহ্মণ-মহিলা, ক্ষত্রিয়াদি-বর্ণত্রয়েরই মাতৃস্বরূপা এবং উক্ত তিন বর্ণেরই মহিলা ব্রাহ্মণের কন্যাস্বরূপা জানিবে। ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়াদি-বর্ণ-ত্রয়েরই কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন এবং তাদৃশ দ্বিজগণ হইতেই নানাবিধ সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ক্ষত্রিয়াদি-কন্যা দ্বিজপত্নী হইলে তাহাদিগের প্রতি মাত্রাদি শব্দ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। বিপ্রান্নভোজী শূদ্র জল পুষ্পাদি আহরণ করিলে দ্বিজগণ তদ্দারা পূজাদি করিতে পারেন, কিন্তু অপর শূদ্র আহরণ করিলে কর্ত্তব্য নহে। যে শূদ্র, বিপ্র-সেবায় পরাঙ্মুখ, তাহার পক্ষে বিপ্রান্ন বিষ স্বরূপ। এজন্য ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য, নতুবা কোন প্রকারেই নহে। শূদ্র ব্রাহ্মণের আসনে কিংবা ব্রাহ্মণাসন অপেক্ষা উচ্চ স্থানে কদাচ উপবেশন করিবে না এবং ব্রাহ্মণের অগ্রে পৃথক্ পূজা করা শূদ্রের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। শূদ্রের এবং সার্ব্ববর্ণিক স্ত্রীলোকের অঙ্গুলির অগ্রভাগের জলকণা দ্বারা আচমন করা বৈধ। শূদ্রের বস্ত্র, জলপাত্র ও ভোজনপাত্র ব্যবহার করিলে ব্রাহ্মণকে পাতকী হইতে হয়। শূদ্র মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া যাবৎকাল না পূতিগন্ধ অপনীত হয়, তাবৎকাল মৃত্তিকা দ্বারা, করমার্জ্জন করিবে। সর্ব্ববর্ণের স্ত্রীলোকদিগেরও এই নিয়ম জানিবে। ব্রাহ্মণগণের যেরূপে মৃত্তিকা দ্বারা শুদ্ধি বিহিত হইয়াছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণগণ, লিঙ্গে একবার, মলদ্বারে তিনবার, বাম করে দশ বার, করক্রোড়ে সাতবার, উভয় করে তিনবার এবং পাদদ্বয়ে তিন তিনবার মৃত্তিকালেপন করিবেন; পরে বারত্রয় নখশুদ্ধি করিয়া আচমন করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, প্রথমে হস্ত পাদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক জলের প্রতি দৃষ্টিপাত করত তিনবার জলপান করিবেন, অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ মূল দ্বারা ওষ্ঠাধর সম্মার্জ্জনপূর্ব্বক বারত্রয় মুখ প্রমার্জ্জন করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা নাসারন্ধ্র-দ্বয় স্পর্শ করিয়া ক্রমে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা পুনঃপুনঃ চক্ষুঃ ও কর্ণ, কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা নাভি, করতল দ্বারা হৃদয়, সর্ব্বাঙ্গুলি দ্বারা মস্তক এবং পরে অঙ্গুলি-নিচয়ের অগ্রভাগ দ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করিবে। হে জাবালে! ঈদৃশ আচমন ব্রাহ্মণেরই

কল্যাণপ্রদ, এইরূপ আচমন করিলে ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ নারায়ণতুল্য হইয়া থাকে। সর্ব্ববর্ণের স্ত্রীলোক ও শূদ্রের ঈদৃশ আচমন করা কর্ত্তব্য নহে। শূদ্র, ললাটে বিন্দুমাত্র তিলক এবং ব্রাহ্মণ শিখা পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধ তিলক সর্ব্বদা ধারণ করিবে। দ্বিজগণের সমুদয় কার্য্যে মৃত্তিকাদি দ্বারা ললাটে যেরূপ মধ্যস্থলশূন্য বিভাগ-বিভক্ত তিলক ধারণ কর্ত্তব্য, সেইরূপ বাহুদ্বয়ে, হৃদয়ে, গ্রীবাদেশে এবং উভয়পার্শ্বেও তিলকের আবশ্যকতা আছে; কিন্তু যে ব্যক্তির পিতা কিংবা জ্যেষ্ঠ সহোদর জীবিত থাকেন, তাহার বাহুদ্বয়ে তিলক-ধারণ নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্টহস্তে স্বয়ং শূদ্র কিংবা কুক্কুর স্পর্শ করিলে একাহ উপবাস করিবেন। শূদ্র, স্নান না করিয়া কদাচ ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিবে না এবং ব্রাহ্মণকে পরিহাস করা শূদ্রের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। শূদ্র ও ব্রাহ্মণ পরস্পর কদাচ পিতামহ, পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রাদি শব্দে সম্বোধনাদি করিবে না। হে দ্বিজপুঙ্গব! ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ইত্যাদি ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, এক্ষণে আশ্রমধর্ম্ম নিরূপণ করিতেছি, শ্রবণ কর।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন, হে মুনিবর! অহিংসা ও অস্তেয়াদির বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তুমিও শ্রবণ করিয়াছ; ঐ সমস্ত এবং অতিথিসেবা, দান, তীর্থ-পর্য্যটন, গুরুসেবা, শাস্ত্রজ্ঞান, আস্তিকতা, সলজ্জতা, প্রতিদিন স্নান ও তর্পণ, ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করিয়া, ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য গুরুকে সমর্পণ করিবে এবং গুরুগৃহে অবস্থিতিকালে যুবতিগণের সহিত কদাচ কথোপকথন করিবে না। কারণ প্রমদাগণ অগ্নি ও পুরুষগণ ঘৃতকুম্ভস্বরূপ; এজন্য নির্জ্জন স্থানে কন্যার সহিতও একত্র অবস্থান করিবে না, তাহা হইলেই মানবগণ পরম মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। অঙ্গসেবা, চন্দনাদিলেপন ও দুর্জ্জনসহবাস ব্রহ্মচারীর অকর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারী ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবে। প্রত্যহ বেদাভ্যাস করা ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য; তাহা হইতেই ক্রমে বেদার্থজ্ঞান হইয়া থাকে। এই জন্যই কথিত আছে, শাস্ত্রের অর্থবোধ করা অপেক্ষা আবৃত্তি শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মচারী, গুরুর দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না এবং সতত গুরুকে ভক্ষ্যদ্রব্যাদি দান করিবে। মসুর, আমিষ, তৈল, তাম্বূল, ও খট্বায় শয়ন, ব্রহ্মচারীর নিষিদ্ধ। এক্ষণে হবিষ্যদ্রব্যের নামোল্লেখ করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। অগ্নির শুক্ল হৈমন্তিকধান্য, মুগ, তিল, যব, কলায়, কঙ্গু, নীবার, বাস্তুক, হিঞ্চাশাক, কালশাক, কেমুক ভিন্ন মূল, সৈন্ধব ও সামুদ্র লবণ, গব্যদধি ও ঘৃত, যাহার সার উদ্ধৃত হয় নাই এরূপ দুগ্ধ, পনস, আম্র, হরীতকী, পিপ্পলী, জীরক, নাগরঙ্গ, তিন্তিড়ী,

কদলী, লবলী ও ধাত্রীফল, গুড় ভিন্ন ইক্ষুবিকার এবং অতৈলপক্ক দ্রব্য, মুনিগণ এই সকল বস্তুকে হবিষ্যান্ন মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী ও বিধবা রমণীগণের এই হবিষ্যান্ন ভোজন করাই কর্ত্তব্য। ভর্ত্তা মৃত হইলে বিধবা রমণীগণের সতত ঈদৃশ ব্রহ্মচর্য্যব্রতই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে জাবালে! আমি তোমার নিকট ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বী-দিগের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে গৃহস্থদিগের যাহা পরম ধর্ম্ম, তাহা শ্রবণ কর। গৃহস্থ প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গুরু ও ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিয়া শরক্ষেপ-পরিমিত স্থানের বহির্দ্দেশে গমন করত মলমূত্র ত্যাগ করিবে। জলসম্মুখে, বৃক্ষতলে, সূর্য্যাভিমুখে ও সূর্য্যকে পশ্চাৎ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করা এবং ঐ সময়ে লিঙ্গ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। প্রত্যূষে এইরূপে যথাবিধি শৌচকার্য্য সমাধা করিয়া দন্তধাবনপূর্ব্বক প্রাতঃস্নান করিবে। মানব, মুখধাবন না করিলে সমুদয় কার্য্যে অশুচি থাকে, এজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে দন্তধাবন করা কর্ত্তব্য। দক্ষিণাস্য বা পশ্চিমাস্য হইয়া দন্তধাবন করিতে নাই। পূর্ব্বদিক্ অরুণবর্ণ হইলে প্রাতঃস্নান করিবে, পরে সূর্য্য উদিত হইলে পুনরায় দিবাস্নান কর্ত্তব্য; কারণ ঐরূপ স্নান করিলে মানবগণের দুঃখ ও দুশ্চিন্তাপ্রদ অলক্ষ্মী ও কালকর্ণী শান্তি পাইয়া থাকে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপে সসঙ্কল্প স্নান করিয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক জপাদি-সমাপনান্তে পঞ্চযজ্ঞ করিবে; এক্ষণে পঞ্চযজ্ঞের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। অধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, হোম দেবযজ্ঞ, বলিদান ভূতযজ্ঞ ও অতিথিসেবা নৃযজ্ঞ অথবা শ্রাদ্ধ বা পিতৃমাতৃপূজা পিতৃযজ্ঞ বলিয়া কথিত আছে। মুনিগণ ঐ পঞ্চযজ্ঞকে স্বর্গ ও অপবর্গের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। উক্ত প্রকার পঞ্চযজ্ঞের অভাবে প্রতিদিন কেবল অতিথিসেবা কিংবা ব্রাহ্মণকে উত্তম অন্ন দান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। হে দ্বিজসত্তম! এক্ষণে বৈশ্বদেববিধি শ্রবণ কর। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, কুশণ্ডিকাবিধানে সংস্কৃত অগ্নিতে এবং নিরগ্নি ব্রাহ্মণ লৌকিকাগ্নিতে কিংবা অভাব-পক্ষে জলে বা পৃথিবীতে সংস্কার ব্যতীত অক্ষার-লবণান্বিত ঘৃতাক্ত হবিষ্যান্নের আহুতি দান করিবে, ইহাই বৈশ্বদেববিধি। পঞ্চসূনা-জনিত দোষশান্তির জন্য ব্রাহ্মণাদি সকলেরই উহা কর্ত্তব্য। অনন্তর ক্রমে নবগ্রহ, দশদিক্‌পাল, সূর্য্য ও সূর্য্যপুরুষ পূজা করিয়া সকলকে যথাক্রমে বলিপ্রদানপূর্ব্বক কীট ও পিপীলিকাদিগকেও বলিপ্রদান করত সাদরে অন্নাদি দ্বারা গোগণকে পূজা করিবে। ঈদৃশ বৈধকার্য্যের অনুষ্ঠান ও পরান্ন-পরিত্যাগ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পিতৃগণের প্রীতির জন্য অন্নাদি ও জল দ্বারা কিংবা ফলমূল ও দুগ্ধ দ্বারা ব্রাহ্মণ প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করিবে। অনন্তর "হে সৌরভেয্যঃ!" ইত্যাদি মন্ত্রে গোগ্রাসপ্রদানপূর্ব্বক যথাশক্তি অতিথিসেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহিগণ, কি স্বাধ্যায়, কি অগ্নিহোত্র, কি যজ্ঞ, কি তপস্যা, কিছুতেই অতিথিসেবার তুল্য স্বর্গাদিলোক লাভ করিতে পারে না। যাহা অতিথিকে না

দেওয়া হয়, তাহা আপনার ব্যবহার করা উচিত নহে। অধিক কি কহিব, জগতে এক অতিথিসেবা হইতে যশঃ, আয়ুঃ ও স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। গৃহস্থ অতিথিসেবা-নন্তর মৌনী হইয়া যথাবিধি স্বয়ং ভোজন করিবে। প্রথমে অন্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সানন্দচিত্তে "তেজোসি" এই মন্ত্রে করস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করা কর্ত্তব্য, পরে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি পঞ্চভাগ স্থাপন করিবে, অতঃপর চতুষ্কোণে 'ভূঃ স্বাহা, ভুবঃস্বাহা, ভুবনপতয়ে স্বাহা ও ভূতপতয়ে স্বাহা এবং পঞ্চভূতাত্মনে স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা সেই পঞ্চভাগ উৎসর্গ করিয়া "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা গণ্ডূষজল পান করিবে। পরে "প্রাণায় স্বাহা" ইত্যাদি পঞ্চমন্ত্র পাঠ করত পঞ্চগ্রাস গ্রহণ করিবে। আয়ুষ্কাম ব্যক্তি পূর্ব্বাস্য, সত্যপ্রার্থী উত্তরাস্য, শ্রীপ্রার্থী পশ্চিমাস্য এবং যশঃপ্রার্থী মানব দক্ষিণাস্য হইয়া ভোজন করিবে; কিন্তু যাহার পিতা বা মাতা জীবিত নাই, তাহার পক্ষেই ঈদৃশ নিয়ম। পীঠোপরি চরণতল এবং বামভাগে জলপাত্র সংস্থাপন করিয়া এবং পঙ্‌ক্তিমধ্যস্থিত হইয়া ভোজন করা নিষিদ্ধ; কিন্তু পঙ্‌ক্তিত্যাগ করাও উচিত নহে। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, রবিবার, রবিসংক্রান্তি, দ্বাদশী এবং অন্যান্য পুণ্য দিবসে মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ করিবে না। রবিবারে মৎস্য মাংস, মসূর, মাষকলাই নিম্বপত্র, আর্দ্রকও ব্যবহার করা নিতান্ত গর্হিত। রোহিত, শকুল ও শফর প্রভৃতি সশল্ক শুক্লবর্ণ মৎস্য ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য। সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা ভোজন করা বৈধ এবং দুই হস্তে নিষিদ্ধ। ভোজনকালে মৌনাবলম্বন করা কর্ত্তব্য এবং অঙ্গুলিপৃষ্ঠে ভোজন বিগর্হিত। অগ্রে ঘৃতান্ন পরে শাকাদি ব্যঞ্জন, তৎপরে সূপাদি এবং অবশেষে ক্ষীরান্ন ভোজন করিবে। ক্ষীরে লবণ ও অম্লে গুড় মিশ্রিত করা বৈধ নহে এবং অগ্রে আমিষ ভক্ষণ করিয়া কদাচ ক্ষীর ভোজন করিতে নাই। পাষাণময় পাত্রে বা পত্রে ভোজন করা সকলের শুভপ্রদ। গৃহী ব্যক্তি ভগ্নকাংস্যে বা তাম্রপাত্রে অন্নাদিভোজন এবং তাম্রপাত্রে জলপান কদাচ করিবে না। তাম্রপাত্রস্থ জল দ্বারা মল-মূত্রাদি শৌচকার্য্য করা নিষিদ্ধ। বহুক্ষণ ধরিয়া ভোজন করিলে পাতক এবং সত্বর ভোজনে পুণ্যলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু বিপ্রগণের অনুরোধে একবার উক্ত নিয়ম সকল পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। বহুলোকের সহিত একত্র ভোজন করিতে বসিলে, একাকী ত্বরান্বিত হইয়া ভোজন করা, বৃথা অন্নবিকিরণ এবং উচ্ছিষ্টমুখে স্থানান্তরে গমন, শ্লোকপাঠ, পুরাণার্থব্যাখ্যা, শাস্ত্রার্থকথন, মন্ত্রোচ্চারণ ও মলমূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ। দ্বিজগণ ক্ষত্রিয়াদিস্পৃষ্ট, স্ত্রীস্পৃষ্ট, কুক্কুরস্পৃষ্ট কিংবা অন্য কোন কারণে দুষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করিবে। স্বয়ং মার্জ্জারস্পর্শ নিষিদ্ধ, কিন্তু মার্জ্জারস্পৃষ্ট বস্তু পরিত্যাজ্য নহে। হস্তপাত্রে, বস্ত্রপাত্রে ও ভূমিপাত্রে ভোজন করিতে নাই। মৃৎপাত্রস্থ কিংবা পীতশেষ জল পান করা নিষিদ্ধ। উচ্ছিষ্ট পাত্রে ঘৃত গ্রহণ করিবে না এবং অনিবেদিত ঘৃতও গ্রহণ

করা অকর্ত্তব্য। আর্দ্রবস্ত্র বা একবস্ত্র পরিধান করিয়া এবং ভগ্নাসনস্থিত, শয়ান, লম্বিতপাদ হইয়া কিংবা শয্যাসংলগ্ন বস্ত্র থাকিলে ভোজন করিবে না। অঞ্জলি দ্বারা জলপান কিংবা জলে মুখ প্রদান করা অবৈধ। প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাকালে এবং সুখরাত্রি ভিন্ন সার্দ্ধ প্রহরদ্বয়াতীত রাত্রিকালে ও অনাবৃতস্থানে কদাচ ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। অর্দ্ধস্বিন্ন অন্ন প্রেতগণের ভক্ষ্য, সুস্বিন্ন অন্ন দেবগণের প্রীতিকর, দ্বিস্বিন্ন মনুষ্যভক্ষ্য এবং ত্রিস্বিন্ন অন্ন ব্রহ্মগর্হিত। একস্বিন্ন তণ্ডুল রবিকিরণে শুষ্ক করিয়া, পুনরায় স্বিন্ন করিলে মানবগণের ভক্ষ্য হয়, নতুবা তাহা অগ্রাহ্য। দগ্ধ, ক্রিমিদুষ্ট, অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দত্ত, পর্য্যুষিত এবং যাহা চক্ষুঃ ও জিহ্বার অপ্রীতিকর, তাদৃশ অন্ন ভোজন করা নিষিদ্ধ। মধুর রসে ভোজন সমাপন করিয়া গণ্ডূষ গ্রহণ করিবে। হে দ্বিজোত্তম! এই আমি তোমার নিকট ভোজনের নিয়ম নির্দ্দেশ করিলাম। মানবগণ এইরূপে ভোজনান্তে সযত্নে মৃত্তিকা দ্বারা হস্ত, মুখ ও দন্ত সকল মার্জ্জিত করিবে। অনন্তর বারম্বার আচমন ও হরিস্মরণপূর্ব্বক তাম্বূল বা তুলসী পত্রদ্বারা মুখশুদ্ধি কর্ত্তব্য।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ব্যাসদেব কহিলেন, তৎপরে গৃহস্থ ব্যক্তি ভোজনানন্তর বিশ্রাম করিয়া রাজদর্শন ও পুরাণ-শ্রবণাদি করিবে। পরে সায়ংসন্ধ্যায় তৎপর হইবে। সন্ধ্যাকালীন দীপ প্রজ্বলিত করিয়া প্রণাম করিবে, কিন্তু এককালে অগ্নি ও জল কদাচ আহরণ করিবে না। শাস্ত্রচিন্তা, ভোজন, শয়ন, ক্রীড়া, মৈথুন ও যাত্রা সায়ংকালে বর্জ্জন করিবে। অনন্তর ভোজন করিয়া পাদাদিশৌচ-বিধানান্তে কাষ্ঠরচিত সুচারু শুভ শয্যায় শয়ন করিবে। অপ্রশস্ত, ভগ্ন, বিষম, মলিন, অনাবৃত বা জন্তুময়ী শয্যায় শয়ন করিবে না। হে দ্বিজ! শয়নকালে পূর্ব্বশিরে অথবা দক্ষিণ-শিরে শয়নই প্রশস্ত, ইহার বিপরীতে রোগ জন্মিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নন্দীশ্বরকে প্রণাম করিয়া শয়ন করে, তাহার কুষ্মাণ্ডরাজ হইতে ভয় থাকে না। গৃহী ব্যক্তি পদ্মনাভ, মনসাদেবী, নাগগণ ও কুলদেবতাকে নমস্কার করিয়া শয়ন করিবে। তৈলাক্ত, আর্দ্রবস্ত্র, আর্দ্রপাদ, উত্তরশিরা অথবা নগ্ন অবস্থায় ও চর্ম্মোপরি শয়ন করিবে না। গৃহের প্রধান প্রকোষ্ঠের লম্বালম্বীভাবে শয়ন ও শয়নের পূর্ব্বে অনিষ্টচিন্তা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। ঋতুকালে সকাম হইয়া দারগমন করিবে। কিন্তু চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি; এই সমস্ত পর্ব্বদিবসে; স্ত্রী-তৈল-মাংস ভোগ করিলে দেহান্তে বিণ্মূত্রভোজন নামক নরকে পতিত হইয়া থাকে। সন্ধ্যা,

রিক্তা, জয়া, পূর্ণা ও ভদ্রা তিথিতে তৈলমর্দ্দন, ক্ষৌরকর্ম্ম, মাংস, স্ত্রীসঙ্গ ও উক্ত চতুষ্টয় যথাক্রমে ত্যাগ করিবে। রবিবারে তৈলমর্দ্দন, বুধবারে ক্ষৌরকর্ম্ম, মঙ্গলবারে মাংস ও শুক্রবারে স্ত্রীসঙ্গ পরিহার করিবে। হস্তা, চিত্রা ও শ্রবণানক্ষত্রে তৈল; বিশাখা, মূলা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও মৃগশিরা নক্ষত্রে ক্ষৌরকর্ম্ম এবং মঘা, কৃত্তিকা, উত্তরভাদ্র ও উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রে মাংস ও স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করিবে। ঋতু ভিন্ন অন্য কালেও সকামা স্ত্রীতে কামভাবে গমন করিবে। স্ত্রীলোকের ঋতুকাল ষোড়শ রাত্রি কথিত হয়। তন্মধ্যে হে দ্বিজোত্তম! যুগ্মতিথিতে পুরুষসঙ্গমে নারী পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। গৃহস্থগণের এইরূপ ধর্ম্ম তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে তাহাদিগের সাধারণ ধর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর। কল্যাণপ্রার্থী ব্যক্তিমাত্রই জল কিংবা অগ্নিতে উচ্ছিষ্ট, মল, মূত্র ও শ্লেষ্মা প্রক্ষেপ করিবে না এবং উহাদিগকে পাদতাড়না করিবে না। অধিক কি, উহাদিগের সম্মুখেও মল মূত্র পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবে না। গৃহী ব্যক্তি বস্ত্র পরিধান করিবে এবং ঐ বস্ত্রের দশা নাভিতে যোজনা করিবে। নারীধৌত, পূর্ব্বধৌত, রজকধৌত ও যে বস্ত্রের দশা দক্ষিণ পশ্চিমে এইরূপ বস্ত্র অধৌত জ্ঞান করিবে। পূজাকালে বিচিত্র সূত্ররচিত বস্ত্র পরিধান করিবে না। পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া যথাবিধি পূজা করিবে। পূজা ও শ্রাদ্ধাদিকালে মলিন, ছিন্ন ও শূদ্রব্যবহৃত বস্ত্র পত্র প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য ব্যবহারে কোন ফল হয় না; অতএব পূজা শ্রাদ্ধাদি সমস্তই বৃথা হইয়া থাকে। সন্ধ্যারাত্রে ব্রাহ্মণ অতিথি উপস্থিত হইলে গৃহী ব্যক্তি পূজা শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিলেও তাঁহাকে পূজা করিয়া পরে উহা করিবে। নিজের আসন, বসন, শয্যা, পত্নী, অপত্য ও কমণ্ডলু এই গুলি শুচি; অপরের শুচি নহে; অতএব পরকীয় আসনাদিতে দেবপূজা বিশেষ নহে। পূজাকালে গুরুকে আগত দেখিলে আনন্দে পূজাত্যাগ করিবে। মলপীড়া উপস্থিত হইলে তত্ত্যাগের জন্য পূজাকালেও বহির্দ্দেশে গমন করিবে। পরে শৌচ করিয়া আচমন ও আত্মশোধন করত অবশিষ্ট কার্য্য করিবে। অন্ত্যজ জাতি স্পর্শ করিলে, স্নান করিবে। পুণ্যলাভের আশায় গৃহস্থগণের গো সেবা করা উচিত; যে ব্যক্তি গো-সেবা-পরায়ণ, তাহার চিরকাল শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। গো, ব্রাহ্মণ, গুরু, অগ্নি ও দেবলিঙ্গধারিণী নারীর মধ্যভাগে আগমন করিবে না এবং ইহাদিগের মধ্য দিয়া গমন করিবে না; কিন্তু তৃণমধ্যে রাখিয়া গমন করিতে পারিবে। গুরু, গঙ্গা, মাতা, পিতা, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গাভী, পরিব্রাজক ও অতিথি এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে পতি প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ। যে স্থানে গাভী অবস্থান করে, তাহা সর্ব্বদা শুচি; গো-স্পর্শে সর্ব্বদ্রব্যই সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ হইয়া থাকে। গোমূত্র ও গোময় পরম পবিত্র। দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত ভোজনে অমৃত তুল্য;—এই সমস্ত বিনা ভোজন বৃথা-ভোজন মধ্যে গণ্য। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ গব্য-বিরহিতভোজন করিবে না। অন্য দ্রব্য উপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু কদাচ গব্য উপেক্ষা করিবে না।

গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত এই কয়েকটীকে পঞ্চগব্য কহে; ইহা সকল দেবতার স্নানীয় দ্রব্য। ব্রাহ্মণকে ভূদেব ও গব্যকে পার্থিব অমৃত কহে; অতএব ব্রাহ্মণমাত্রই সদা গব্য-ভোজন-পরায়ণ হইয়া অমরত্ব লাভ করিবেক। তাড়ন, "মর" এই বাক্য-প্রয়োগ, তালপত্র দ্বারা স্পর্শন, পদাঘাত ও ভক্ষ্যরোধ, এই কয়েকটী গো-বিষয়ে পরিত্যাগ করিবে। গো-গৃহে ধূম, ক্ষৌরকর্ম্ম, আমিষ-ভোজন, পীঠোপরি উপবেশন, প্রাণিদাহ, ব্যায়াম, মৈথুন, মিথ্যা-কথন, প্রাণি-হিংসা. ভ্রষ্টদ্রব্য-ভোজন ও পরান্ন-ভক্ষণ পরিহার করিবে। গাভী অপরাধ করিলে গৃহস্থ তদীয় দণ্ডবিধান করিবে না। হে দ্বিজবর! গৃহস্থ ব্যক্তি এই সমস্ত গোধর্ম্ম-পালন করিলে সুখ প্রাপ্ত হইবে। কৃষক ব্যক্তি দেড় প্রহর কাল মাত্র গোকে বহন করাইবে; তদধিক কাল বহন করাইলে গোবধের পাতকী হইবে। গৃহী ব্যক্তি কদাচ গোকে উচ্ছিষ্টান্ন প্রদান করিবে না। যাত্রাকালে সবৎসা ধেনু, দধি, শুক্লপুষ্প, সুন্দরী নারী, হস্তী, অশ্ব, দূর্ব্বা, শুক্লধান্য, জলপূর্ণ ঘট, শিবা, বিপ্র, শঙ্খচিল, খঞ্জন পক্ষী ও সজ্জন দেখিয়া সুখে গমন করিবে। বিদেশগমনেচ্ছু-ব্যক্তি পরোক্ত মঙ্গল বাক্য, বিল্ববৃক্ষ, মুক্তা ও শঙ্খ স্মরণ করিবে। একাকী অথবা তিন জনে দূরদেশে যাইবে না। ভদ্রা, বারবেলা, রিক্তা, পাপদিন এবং তিথি ও বারঘটিত দিক্‌শূল বর্জ্জন করিয়া সুখে গমন করিবে। হে দ্বিজোত্তম! আষাঢ়, কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, যুগাদ্যা, ব্যতীপাত, পুষ্যা, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ, মাঘ মাসের সপ্তমী, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী, শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী, মহাপূজার দিন, সোমবারে অমাবস্যা, মঙ্গলবারে চতুর্থী, গুরুবারে অষ্টমী, রবিবারে সপ্তমী, শ্রাদ্ধদিন, জন্মদিন, একাদশী, অর্দ্ধোদয় এবং বারুণী-যোগ—এই সকল দিনে পবিত্রমনে দান করিবে। তীর্থস্নান, সাধুসঙ্গ, দেবতারাধনা, পুরাণ-শ্রবণ ও মিষ্ট ভোজন করিবে ও অপরকে করাইবে। রাজদর্শন, কলহাদি-বর্জ্জন, মৈথুনত্যাগ, নদী-সন্তরণ-পরিহার ও আমিষ-ত্যাগ করিবে। পৃথ্বীখনন, বস্ত্র ও ক্ষার-সংযোগে দন্তধাবন করিবে না এবং গোকে দিয়া বহন করাইবে না। হে জাবালে! ইহার অন্যথা করিলে নারকী হইতে হইবে। গৃহস্থ স্বয়ং রাজা, অপরে তাহাকে অবজ্ঞা করিবে না; কারণ তিনিই গৃহস্থাশ্রমে ভৃত্যপুত্রাদির উপর দণ্ডবিধানকর্ত্তা। দ্বিজাতিরা সূর্য্যের কাল-সন্ধ্যায়-ভোজন করিবে না। গৃহস্থ ব্যক্তি বৃথাচেষ্টা ও বৃথাবাক্যব্যয় করিবে না৭ বৃদ্ধা ও যুবতী নারীকে বিবস্ত্রা দেখিবে না। অবিরক্ত পুরুষের লিঙ্গ দর্শন করিবে না। স্ত্রী-লোকেরাও লিঙ্গ দেখাইবে না ও তাহাদিগের প্রতি পশুবৎ ব্যবহার করিবে না। বেতাল-প্রতিক ও করপ্রতিক হইবে না। ধর্ম্মধ্বজী, ছদ্মহিংসী, শঠ ও দুষ্টিকর হইবে না। ব্রাহ্মণ যশের নিমিত্ত নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিবে না। চিকিৎসক, ভিক্ষুক, কুসীদজীবী, পাষণ্ড ও নাস্তিকের অন্ন ভক্ষণ করিবে না। একাকী নির্জ্জনগৃহে শয়ন ও শয়ান ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গ করিবে না। যাহার যোনি অধোদিকে আবৃত অথবা

চক্ষুরাকৃতি ও যাহার ভগ পত্রাকার তাদৃশ নারীতে উপগত হইবে না। তদীয় গর্ভে উৎপন্ন পুত্র ধর্মকামার্থ হরণ করিয়া থাকে। সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্রহেতুক পুরুষের পুণ্য প্রকাশ হইয়া থাকে। পুত্র সমুদয়ে দ্বাদশ প্রকার; যথা—(১) ঔরস, (২) ক্ষেত্রজ (৩) দত্ত (৪) কৃত্রিম (৫) গূঢ় সম্ভব (৬) অপবিদ্ধ (৭) কানীন (৮) সহোঢ় (৯) ক্রীত (১০) পৌনর্ভব (১১) স্বয়ংদত্ত (১২) শৌদ্র। এতন্মধ্যে প্রথম ছয়টী পুত্র পৈতৃক ধনের অধিকারী—ইহাদিগের লঘুত্ব পর পর জানিবে। যথাবিধি সংস্কারলব্ধ ভার্য্যায় উৎপন্ন পুত্র ঔরস, স্বক্ষেত্রে পরশুক্রে উৎপাদিত পুত্র ক্ষেত্রজ, আপৎকালে পিতা মাতা কর্তৃক সঙ্কল্পপূর্ব্বক প্রদত্ত পুত্র দত্ত, পরপুত্রকে নিজপুত্র-কল্পনা করিলে কৃত্রিম; যাহার জন্ম অজ্ঞাত, এতাদৃশ নিজগৃহে উৎপন্ন পুত্র গূঢ়জ, পিতা অথবা মাতা কর্তৃক দত্তগৃহীত পুত্র অপবিদ্ধ, পিতৃগৃহে কন্যা অবস্থায় জাত পুত্র কানীন—(এই পুত্র পুত্রার্থে পিতা কর্তৃক নিযুক্ত কন্যার হইলে কন্যার পিতার হইয়া থাকে), দৈবলব্ধা গর্ভিণীর সংস্কর্ত্তার পুত্র সহোঢ়, মূল্য দ্বারা ক্রীত পুত্র ক্রীত, অন্যপতি স্বীকার করিয়া নারীর পুত্র হইলে পৌনর্ভব, স্বয়ং যে পুত্রত্ব স্বীকার করে, তাহাকে স্বয়ং-দত্ত ও শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরস-জাত পুত্রকে শৌদ্র (পারশব) কহে। কল্পনীয় পুত্রগুলিকে পঞ্চবর্ষের অধিক বয়সে গ্রহণ করিলে, তাহারা প্রকৃত পুত্র হইবে না; কেবলমাত্র ভরণার্থ হইবে। একমাত্র সংস্কারবলে স্বয়ংদত্ত পুত্রের পুত্রত্ব হইয়া থাকে। সহোদর ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক জনের পুত্র থাকিলেই সকলে পুত্রবান্ ও বহু পত্নীর মধ্যে এক জনেরও পুত্র হইলে সকলেই পুত্রবতী হইবে। এই সমস্ত দ্বাদশ প্রকার পুত্র মধ্যে ঔরস পুত্র কেবল পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া থাকে; অবশিষ্ট পুত্রদিগের আনৃশংস্যার্থ জীবনবৃত্তি কল্পনা করিবে। শুক্রকে ব্রহ্মা কহে; ঐ শুক্র কামরূপ অনলসংযোগে গলিত হইয়া থাকে। বিবাহসংস্কারে সংস্কৃত নারীতে কামরূপ-অনলে উহা নিক্ষেপ করিবে। তদীয় ফলে পাবনী অভীষ্টদায়িনী পুত্রোৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব পরযোনি বা যোনি ব্যতীত স্থানে শুক্র নিক্ষেপ করিবে না। বৃথা শুক্রব্যয় ও বৃথা বাক্যব্যয় কদাচ করিবে না। পরগোচরে ভগলিঙ্গাদিশব্দ উচ্চারণ করিবে না; মাতা, কন্যা ও যে শিষ্যা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিতা নহে, তাহারি কাছেও উচ্চারণ করিবে না; কেবল আশ্বিন মাসে মহাপূজার দিন উহা উচ্চারণ করিবে। দেবী ভগবতী স্বয়ং ভগলিঙ্গরসের প্রিয়; অতএব তাঁহার প্রীত্যর্থে তদীয়পূজাদিনে উচ্চারণ করিতে পারিবে। জননী, গুরুপত্নী, জ্যেষ্ঠ সহোদরের ভার্য্যা, শ্বশ্রূ (শাশুড়ী), জ্যেষ্ঠ ভগিনী, পিতৃব্যপত্নী, মাতুলানী, মাতৃস্বসা ও পিতৃস্বসা এই নয়জন মাতা বলিয়া কথিত। কন্যা, কনিষ্ঠভগিনী, পুত্রবধূ, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, কনিষ্ঠভ্রাতার পত্নী, শিষ্যা, পুত্রের অসবর্ণ জাতীয় স্ত্রী ও শরণাপন্ন নারী; এই নয়জন কন্যা মধ্যে গণ্য; ইহাদিগকে

স্নেহ ও শাসন করিবে। এই নয় প্রকার মাতা ও নয় প্রকার কন্যা এবং যাঁহারা মাতা ও কন্যা শব্দে সম্ভাবিত হইয়া থাকে, এই সমস্ত নারীতে অকামতঃ উপগত হইলেও তৎক্ষণাৎ পতিত হইবে। ম্লেচ্ছনারী ও যবননারী গমনে জাতি-পাত হইয়া থাকে। এই ঘোর কলিকালেও পূর্ব্বোক্ত নারীতে সংগত হইলে, দৈব-শাপগ্রস্ত হইতে হয়। শক্তি-উপাসনা অতি দুরূহ; এমন কি, বীরগণও তদ্বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। শিববাক্য অলঙ্ঘ্য ও যোগপথ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অতএব যোগপ্রিয়া দেবীকে যে ভজনা করে, সে যদি উক্ত সমস্ত কার্য্য করে, তাহা হইলে দোষ-ভাগী হইবে না। এই সংসারে তিন প্রকার ভাব আছে, তন্মধ্যে বৈকবক্রম যে ভাব, উহাই পাপক্ষয়কারক ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট কল্পিত হয়। মধ্যমভাব আশ্রয় করিলে, অনুষ্ঠান-ভুক্তি যত্নসাধ্য ও ইষ্টাপূর্ত্তিজনক হইয়া থাকে। তৃতীয়ভাব দিব্যভাব, ইহাতে অনুষ্ঠান-ভুক্তি অযত্নসাধ্য ও দেবতালাভের কারণ হইয়া থাকে। কর্ম্মপর ও দেবপর এই সংসারে বধ্যমান হইলেও সূক্ষ্ম পরমধর্ম্মের প্রশংসা ও নিন্দা করিবে না। অধর্ম্মভাব প্রকাশ করত সৎপথ লঙ্ঘন করিবে না। যাহার যেরূপ রুচি, সেই মত দেবতা আশ্রয় করিবে; কারণ সকল দেবতাই সমান ফলদান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এক দেবতাকে আশ্রয় করিয়া, অপর দেবতাকে নিন্দা করে, সে ব্যক্তি নরকগামী হয়। শাস্ত্রনিষিদ্ধকালে বিষয়াসক্ত মানব মদ্য, মৎস্য, মাংস ও নরবলি দ্বারা শক্তির উপাসনা করিবে না। রাত্রিকালে দধি, তিক্ত, শক্তু (ছাতু) ও তিল ভক্ষণ করিবে না। আর নতি, প্রণতি, দান ও আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিবে না। কর্ণ ও নাসিকাবিবরে কণ্ডূয়ন ও কাষ্ঠসংযোগ করিবে না। উচ্চ শব্দে আহ্বান ও পরনিন্দা করিবে না। রাত্রিকালে ধীর ব্যক্তি এই সমস্ত কার্য্য ত্যাগ করিবে। দিবসে স্ত্রীজনের সহিত পরিহাস, শয়ন, মৈথুন এবং রক্তপাদে নির্গম কদাচ করিবে না। গৃহস্থ ব্যক্তি সকল দেবদেবীর উৎসব করিবে, প্রত্যহ সকল দেবতার পূজা করিবে ও ঐহিক কর্ম্মের ফল দেবতায় অর্পণ করিবে। হে দ্বিজোত্তম! এইরূপ গৃহস্থধর্ম্ম তোমাকে বলিলাম; এক্ষণে বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুকের আচার বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন, গৃহস্থ যখন আপনার বলী, পলিত ও অপত্যের অপত্য দেখিবে, তখন অরণ্য আশ্রয় করিবে। ব্রাহ্মণ যে সে আশ্রমে থাকিয়া মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সপ্তশতী

চণ্ডী, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও মহাভারত পাঠ করিবে। চণ্ডী ও গীতা পাঠ এবং হরিনাম ও গঙ্গাস্নান যে ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইয়া না করে, তাহার জন্ম বৃথা হইয়া থাকে। গ্রাম্য-আহার ও পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া বীতস্পৃহ হইয়া পুত্রহস্তে নিজ ভার্য্যার ভারার্পণপূর্ব্বক অথবা তাহার সহিত বনগমন করিবে। নানাবিধ পবিত্র মুনিজনযোগ্য আহার এবং শাকমূল ও ফল দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে এবং যথাবিধি বক্ষ্যমাণ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। প্রাতঃস্নান, জটাবল্কল, নখশ্মশ্রু ধারণ, সর্ব্বভূতে মৈত্রী, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা ও চিত্তৈকাগ্রতা সম্পাদন করত বেদাধ্যয়নে নিত্য নিরত হইবে। যথাবিধানে বৈতানিক অনলে আহুতি দিবে। দর্শপৌর্ণমাস্য যাগ করিবে। নক্ষত্রযজ্ঞ, নবশস্যেষ্টি ও চাতুর্ম্মাস্য যাগ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবে। চরু ও পুরোডাশ দেবতা-উদ্দেশে প্রদান করিয়া প্রণাম-পূর্ব্বক শেষ ও স্বয়ংকৃত লবণ ভক্ষণ করিবে। দিবসে আহরণ করিয়া রাত্রিকালে একবার মাত্র আহার করিবে। সুখপ্রয়োজনে যত্নশীল হইবে না, স্ত্রীসম্ভোগাদি করিবে না, ভূমিশায়ী হইবে, গৃহে মমতাশূন্য হইবে ও বৃক্ষমূল আশ্রয় করিবে। ফল-মূলাভাবে তাপস-ব্রাহ্মণের নিকট হইতে, তদভাবে বনবাসি-গৃহস্থ-ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। এরূপ ভিক্ষার অভাব হইলে গ্রাম হইতে ভিক্ষাহরণ করত বনে বাস করিয়া অষ্টগ্রাসমাত্র ভোজন করিবে। অসাধ্যরোগে আক্রান্ত হইলে ঈশানদিক্ আশ্রয়পূর্ব্বক সরল গমনে যোগনিষ্ঠ হইয়া যাবৎ না দেহপাত হয়, তাবৎ জল ও বায়ু মাত্র ভক্ষণ করত দেহপাত করিবে। এইরূপে পরমায়ুর তৃতীয় ভাগ বনে অতিবাহিত করিয়া চতুর্থভাগে সঙ্গত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস আশ্রমের অনুষ্ঠান করিবে। যথাক্রমে আশ্রম পালন করিয়া ইন্দ্রিয়জয় পূর্ব্বক অগ্নিহোত্র সমাধা করিবে ও ঋণত্রয়ের পরিশোধ করিয়া মোক্ষসাধন পরিব্রজ্যাশ্রমে মনোনিবেশ করিবে। বেদ সমুদায় অধ্যয়ন, পুত্রোৎপাদন ও যথাশক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করত বানপ্রস্থাশ্রমের পর চতুর্থাশ্রমে মন দিবে। দ্বিজাতি বেদাধ্যয়ন, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া মোক্ষ ইচ্ছা করিলে নরকে গমন করে। সর্ব্বস্বদক্ষিণ প্রজাপতি দেবতাকে যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা করিবে। সর্ব্বসঙ্গমুক্ত হইলে মোক্ষলাভ হয়, ইহা অবগত হইয়া মোক্ষের জন্য একাকী বিচরণ করিবে। মৃণ্ময়ভিক্ষাপাত্র, বৃক্ষমূলাশ্রয়, কৌপীনাদি বস্ত্র, সঙ্গত্যাগ ও শত্রু মিত্রে সমতা; এই সমস্ত মুক্তপুরুষের লক্ষণ। জীবন বা মৃত্যু কদাচ কামনা করিবে না। সত্যপূত-বাক্য বলিবে, সাবধানে পাদনিক্ষেপ করিবে, বস্ত্রাদি দ্বারা জল ছাঁকিয়া পান করিবে ও মনঃপূত কার্য্য করিবে। অপমান-জনক বাক্য সহ্য করিবে, কাহাকেও অবজ্ঞা করিবে না, এই নশ্বরদেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত বিরোধ করিবে না। তাহার ভিক্ষাপাত্র অচ্ছিদ্র হইবে ও তৈজস পাত্র হইবে না। অলাবু, দারু, মৃত্তিকা ও বংশনির্ম্মিত পাত্র যতিদিগের ভিক্ষাপাত্র বলিয়া স্বায়ম্ভুব মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যতি একবারমাত্র ভিক্ষা করিবে, প্রচুর

ভিক্ষা করিবে না। প্রচুর ভিক্ষা করিলে বিষয়ে আসক্তি আসিয়া পড়ে। যতি পাকধূম বিগত হইলে, উদূখল মুষলের কার্য্য শেষ হইলে, পাকাগ্নার নির্ব্বাণ হইলে, গৃহস্থ পর্য্যন্ত সমস্ত লোকের আহার হইলে ও উচ্ছিষ্টপাত্রাদি ফেলিলে, এইরূপ সময়ে নিত্য ভিক্ষা আচরণ করিবে। সমাদর, লাভ, গৌরব, নিন্দা ও ইন্দ্রিয়সুখ স্পৃহা ইচ্ছা করিলে যতি ব্যক্তি পাপগ্রস্ত হইয়া থাকে। যতি ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ভিক্ষা করিবে, অনিমন্ত্রণেও গৃহস্থেরা তাঁহাকে পূজা করিবে। প্রাণায়াম দ্বারা দোষ সকল দগ্ধ করিবে। ধারণাদি দ্বারা পাপ নষ্ট করিবে, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় আকর্ষণ দ্বারা বিষয়-সঙ্গ ত্যাগ করিবে ও "সোঽহমস্মি" এইরূপ চিন্তা দ্বারা রিপু দমন করিবে। জরাশোকে আক্রান্ত, ব্যাধিমন্দির, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, রজোগুণযুক্ত, অনিত্য এই পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিবে। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি স্বজনে সুকৃত ও শত্রুজনে দুষ্কৃত নিক্ষেপ করিয়া ধ্যানযোগে ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। যতি ব্যক্তি গোদোহন-পরিমিত কাল ব্যাপিয়া গৃহস্থের গৃহে অবস্থান করিবে ও মধুমাংস-বর্জ্জিত ইঙ্গুদী-ফলাদি-সম্ভূত স্নেহ ভোজন করিবে। অসৎকথা, ক্রীড়া ও পরনিন্দা নিয়ত ত্যাগ করিবে এবং দিবসে তীর্থসেবা ও দেবপূজা করিবে। হে জাবালে! তোমায় ভিক্ষুর এই উৎকৃষ্ট বিধি বলিলাম, আর পুত্রাদিতে মমত্ব ত্যাগ প্রভৃতি যে সমস্ত ফল বলিলাম, তাহা আত্মা ও পরমাত্মার অভেদচিন্তাতেই হইয়া থাকে, জানিবে। ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি চারি আশ্রমের দ্বার গৃহস্থাশ্রম, অতএব গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গৃহস্থ ব্যক্তি তাহাদিগের সেবায় সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন নদ-নদী সমুদয় সাগরে গিয়া অবস্থিতি করে, তদ্রূপ অন্য আশ্রমবাসীরা গৃহস্থের সাহায্যে অবস্থান করে। যেমন জল-জন্তুগণ সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ ভিক্ষুকবর্গ গৃহস্থকে অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করে। সন্তোষ, ক্ষমা, শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা, অস্তেয়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, সত্যকথন ও ক্রোধত্যাগ; এই দশবিধ ধর্ম্মের লক্ষণ জানিবে। এইরূপে যখন ভিক্ষুক ব্যক্তি কর্ম্মফল ত্যাগ করত স্বর্গাদিফললাভে নিস্পৃহ হইয়া আত্ম-সাক্ষাৎকারে রত হইবে, তখন তাহার পাপ বিনষ্ট হইয়া মোক্ষলাভ হইবে। মুহূর্ত্তকাল সন্ন্যাস করিলে যখন পরমগতিপ্রাপ্তি হয়, তখন সন্ন্যাস অপেক্ষা মুক্তির কারণ পরমধর্ম্ম আর নাই। এই সন্ন্যাস ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরও ধর্ম্ম বটে, কিন্তু কলিযুগে ইহা অতিদুর্ঘট। হে দ্বিজ-পুঙ্গব জাবালে! যতিদিগের ধর্ম্ম তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? বল।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

জাবালি বলিলেন, হে ব্রহ্মন্ জগদ্‌গুরো বেদব্যাস! এক্ষণে স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম ও তদীয় চরিত্র বিষয় আমাকে বলুন। ব্যাস কহিলেন, স্ত্রীলোকে কখনই স্বাধীন হইবে না; লজ্জাশীলা, স্মিতভাষিণী, আলস্যহীনা, শান্ত-প্রকৃতি, পরিমিতবাদিনী ও লোভশূন্য হইবে। স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র যজ্ঞ, উপবাস বা ব্রত বিহিত নহে; পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম ও স্বর্গফলদায়ক। ভর্ত্তা মৃত হইলে যে নারী ব্রহ্মচর্য্যে থাকে; পুত্র সন্তানের অসদ্ভাবেও ব্রহ্মচারীর ন্যায় তাহার স্বর্গে গতি হইয়া থাকে। যে স্ত্রী সন্তানলোভে পতিকে অতিক্রম করে; সে ইহলোকে নিন্দাস্পদ হইয়া দেহান্তে পতিলোকচ্যুত হয়। নারী-গণের একমাত্র পতিই গতি; অতএব পতি উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট হইলেও তাঁহাকে ত্যাগ করিবে না। সধবা স্ত্রীলোকের উপবাসাদি ব্রত নাই; পতির আদেশে যাহা করিবে, তাহাই পরমব্রতমধ্যে গণনীয় হয়। পতিব্রতা নারী মৃত পতির অনুমরণে গমন করিলে মহাপাতক হইতেও পতিকে উন্মুক্ত করে। হে দ্বিজ! অনুমরণ অপেক্ষা স্ত্রী-লোকের উৎকৃষ্ট কর্ম্ম নাই; যেহেতু অনুমরণে মৃত হইলে এক মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত পতির সহিত স্বর্গে আমোদে বাস করে। পতি বহুদিন মৃত হইলেও তদীয় প্রিয়বস্তু লইয়া তদ্গতচিত্ত হইয়া যে নারী অগ্নিপ্রবেশে অনুমরণ করে, তাহারও তাদৃশ গতি হইয়া থাকে। বিধবা নারীদিগের ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্বদা অবলম্বনীয়। বিধবা নারী রক্ত-বস্ত্র পরিধান, খট্টায় শয়ন ও মৈথুন ত্যাগ করিবে। যে নারী পতিপুত্রহীনা, তাহাকে অবীরা কহে। দত্তা ও অদত্তাভেদে অবীরা দ্বিবিধ। মানব কদাচ অদত্তার অন্নাদি গ্রহণ করিবে না। সম্বন্ধগৌরব থাকিলে দত্তা অবীরার অন্নাদি গ্রহণ করিতে পারে। দন্ত ও কপালের উচ্চতা, অঙ্গবৈকল্য, স্তনের বিরলতা, দৈন্য ও লজ্জার অভাব, নারী-দিগের বৈধব্যলক্ষণ এবং ঐ সমস্ত যাহাদিগের আছে, তাহারা প্রায় কুটিল ও মুখরা হইয়া থাকে। হে দ্বিজসত্তম! স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম বলা হইল; ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবতার পূজাধর্ম্ম শ্রবণ কর।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন, মানবগণ সমস্ত মঙ্গলকার্য্যে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, অম্বিকা ও শিব; এই পঞ্চ দেবতার পূজা যথাবিধানে করিবে। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋ‍ত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত; এই দশ দিক্‌পালের পূজা করিবে। সূর্য্য, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু; এই নবগ্রহের পূজা করিয়া,

প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ করিবে। সকল কার্য্যে ইহাঁরা অবশ্য পূজনীয়। যখন যে ব্রতে যে দেবতার পূজা করিতে হয়, তখন ইহাঁদিগের পূজানন্তর তাঁহার পূজা করিবে। অতঃপর অবিঘ্নব্রতের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই অবিঘ্নব্রত (গণেশব্রত) ফাল্গুনমাসের চতুর্থীতে গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে নক্তভোজন, তিলান্ন দ্বারা পারণ, তিলান্ন দ্বারা অষ্ট আহুতি ও ব্রাহ্মণকে তিলান্ন দান করিতে হয়। এই ব্রত-গ্রহণকারী ব্যক্তি চারি মাস চতুর্থীতে এইরূপ করিয়া, পঞ্চম মাসে গণেশের সুবর্ণ-প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া, তিল পায়সের পঞ্চপাত্রের সহিত ব্রাহ্মণকে দান করিবে। হে বিপ্র! যে ব্যক্তি এইরূপ ব্রত করে, তাহার বিঘ্নরাশি দূর হইয়া যায়। হে পার্ব্বতীনন্দন। তুমি দিব্যশূর, লম্বোদর, গজানন, একদন্ত, কুঠারপাণি ও শ্রেষ্ঠ, তোমায় নমস্কার; এইরূপ স্তব করিয়া পূজা করিলে মনুষ্যের বিঘ্ন থাকে না। আষাঢ় মাসের চতুর্থীতেও গণেশের পূজা বিধেয়। তিলদান ও তিলভোজনপূর্ব্বক দুই বৎসর এই ব্রত করিলে, হেরম্বদেব প্রসন্ন হইয়া অভীষ্ট ফল প্রদান করেন। ফলতঃ তিলোদক ও তিলান্নাদি ভক্ষণই এই ব্রতের প্রধান অঙ্গ জানিবে। হে দ্বিজসত্তম! অতঃপর সূর্য্যব্রত বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই সূর্য্যব্রত সপ্তমী তিথিতে মানব অনুষ্ঠান করিবে, করিলে আরোগ্য লাভ হইবে। ষষ্ঠীতে সংযত থাকিয়া, সপ্তমীতে উপবাস করত অষ্টমী তিথিতে ভোজন করিবে, এইরূপ বিধানই কথিত আছে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিধিমতে সংবৎসর সূর্য্যের অর্চ্চনা করে, তাহার এই জন্মেই আরোগ্য, ধন ও ধান্যলাভ হয় এবং দেহান্তে পবিত্র অক্ষয়পদপ্রাপ্তি হয়। এইরূপ ও অন্যবিধ ব্রতও ভগবান্ আদিত্যের তুষ্টির জন্য করিবে। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে রবিবারে সূর্য্যপূজা ও নক্তভোজন করে, সে দেবলোক প্রাপ্ত হয়। সূর্য্যের আর এক প্রকার ব্রত বলিতেছি, শ্রবণ কর। রবিবারে সংক্রান্তি হইলে, সেই দিনে সূর্য্যপূজা, নক্তভোজন ও আদিত্যহৃদয় পাঠ করিবে, অথবা অস্ত পর্য্যন্ত সূর্য্য-দেবকে হৃদয়মধ্যে চিন্তা করিবে। ব্রাহ্মণগণকে মিষ্ট ভোজন করাইবে, স্বয়ং পায়স মাত্র খাইবে। যে ব্যক্তি ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে ঐ দিনে সূর্য্য-অর্চ্চনা করে, সে আদিত্যহৃদয়ে স্থিত দিব্য কামনা সকল প্রাপ্ত হয়। আদিত্যহৃদয় নামক মন্ত্র বলিতেছি, শুন। প্রথমে ঘৃণি, তৎপরে সূর্য্য এবং অন্তে আদিত্য ও প্রণব ইহাই আদিত্যহৃদয় মন্ত্র তোমাকে বলিলাম। সূর্য্যের অন্যবিধ ব্রত বলিতেছি, শুন। মাঘ মাসের সপ্তমীতে সূর্য্যপূজা করিবে। আর যদি হে জাবালে! সেই সপ্তমীতে রবিবার পায়, তাহা হইলে তাহাকে বিজয়সপ্তমী কহে। এই বিজয়সপ্তমীতে স্নান, দান, হোম, তপ ও উপবাস সমস্তই মহাপাতক নষ্ট করে। আর শুক্লপক্ষের সপ্তমীতে যদি সংক্রান্তি হয়, তাহা হইলে তাহাকে মহাজয়া সপ্তমী কহে, এই তিথি সূর্য্যদেবের প্রীতিদায়িনী। ইহাতে স্নান দানাদি করিলে চিত্ত-সুখ লাভ হয়।

আর ঘৃত বা দুগ্ধ দ্বারা ভগবান্ সূর্য্যকে স্নান করাইলে সর্ব্বপাপমুক্তি ও সূর্য্যলোকে গতি হইয়া থাকে। এই ব্রত বর্ষব্যাপিয়া করিয়া, সূর্য্যের সাতিশয় প্রীত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল বর্ণই এই ভাস্কর-তোষণ ব্রত করিবে। হে জাবালে! সূর্য্যদেবের অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য সাদরে শ্রবণ কর। জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, ঘৃত, মধু, দধি, রক্তকরবীরপুষ্প, রক্তচন্দন ও দারুপাত্রে কি মৃৎপাত্রে, অথবা সুবর্ণাদি ধাতু-পাত্রে করিয়া ফল; ইহাই অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য। হে দ্বিজ! অতঃপর শিবব্রত বলিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। এই উত্তম ব্রত ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে আরম্ভ করিয়া সংবৎসর যাবৎ শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী-রাত্রিতে ভগবান্ শিবের অর্চ্চনা করত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে ও স্বয়ং ফল ভোজন করিবে। গ্রীষ্মকালে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতে পঞ্চতপা ও সায়ংকালে হোমধেনু প্রদান করিলে, যথাক্রমে স্বর্গ ও অক্ষয়শিবত্ব লাভ হয়। কার্ত্তিক মাসের অষ্টমীতে বৃষ উৎসর্গ করিয়া নক্তব্রত করিলে শিবত্বপদপ্রাপ্তি হয়, ইহাই শ্রেষ্ঠ শিবব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে নক্তভোজী হইয়া শিবের অর্চ্চনা করিবে। যদি ইহাতে গোমূত্রমাত্র ভোজন করিতে পারে, তাহা হইলে অতিরাত্র-যজ্ঞের অপেক্ষা অধিক ফলপ্রাপ্তি হয়। এক্ষণে অপরবিধ শিবব্রত বলিতেছি, শুন। পৌষ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে শম্ভুনামক ঈশ্বরের পূজা করিয়া, ঘৃত ভোজন করিলে বাজপেয়ফললাভ হয়। হে বিপ্র! মাঘ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে মহেশ্বরের পূজা করিয়া, রাত্রিকালে গোদুগ্ধ পান করিলে, গোমেধযজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ফাল্গুন মাসে শিবপূজা করিয়া, তিল ভক্ষণ করে, তাহার রাজসূয়যজ্ঞের অষ্টগুণ ফললাভ হয়। যে ব্যক্তি চৈত্র মাসের অষ্টমীতে স্থাণুনামক ঈশানের পূজা করিয়া ভর্জ্জিত যব প্রাশন করে, তাহার অশ্বমেধফললাভ হয়। চৈত্রমাসে কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকলেই জিতেন্দ্রিয় হইয়া ত্রিসন্ধ্যাস্নান ও রাত্রিকালে হবিষ্যভোজন; এইরূপে দেহপীড়নপূর্ব্বক নৃত্যগীত মহোৎসব সহকারে ভক্তি-পূর্ব্বক শিবোৎসব করিবে; ইহা দেবদেবের পরমপ্রীতিকর। ইহা করিলে শিবত্বলাভ ও পদে পদে অশ্বমেধের ফল হইয়া থাকে। সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবোৎসব-পরায়ণ হইয়া ভক্তিসহকারে নৃত্যামোদে রাত্রিজাগরণ বিধেয়। নানাবিধ বাদ্য, বিবিধ অঙ্গ-ভঙ্গী ও বহুবিধ নৃত্যে ভগবান্ শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ভগবান্ দেবদেব প্রসন্ন হইলে কিছুই অলভ্য থাকে না; অতএব সর্ব্বতোভাবে তাঁহার তুষ্টিবিধান কর্ত্তব্য। এই শিবোৎসবে শিবের সমীপে শঙ্খজল ও শঙ্খবাদ্য বর্জ্জনীয়। উৎসব, গ্রামের বাহিরে সামন্তে কর্ত্তব্য এবং উপবাস ও হোমপূর্ব্বক সংক্রান্তি দিবসে ব্রত উদ্‌যাপন বিধেয়। বৈশাখ মাসে যত্নপূর্ব্বক শিবপূজা করিলে ও রাত্রিকালে কুশোদক পান করিলে সমস্ত কামনাসিদ্ধি হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে পশুপতির পূজা করিয়া গোশৃঙ্গোদক পান করিলে কোটি গোদানের ফল হইয়া থাকে। আষাঢ় মাসে উগ্রনামক শিবের

অর্চ্চনা করিয়া কেবলমাত্র গোময় প্রাশন করিলে শত বর্ষ শিবলোকে অবস্থিতি হয়। শ্রাবণ মাসে মানব সর্ব্বনামক শিবের পূজা করিয়া নিশাতে দুগ্ধপান করিলে, গোমেধযজ্ঞের ফল লাভ করে। ভাদ্র মাসে কৃষ্ণাষ্টমীতে ত্র্যম্বকের পূজা করিলে ও বিল্বপত্রের রস ভক্ষণ করিলে বাজপেয়যজ্ঞের ফল লাভ হয়। আশ্বিন মাসে পরম ভক্তিপূর্ব্বক ঈশনামক শিবের অর্চ্চনা করিয়া তণ্ডুলোদক পান করিলে পৌণ্ডরীক-ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসের অষ্টমীতে ঈশানাখ্য-শিবপূজা করিয়া রাত্রিকালে গোময় ভোজন করিলে পঞ্চযজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। এইরূপ সংবৎসর ব্রত করিয়া বিপ্রগণকে মিষ্টভোজন করাইবে এবং ঘৃত, পায়স ও দুগ্ধবতী কৃষ্ণবর্ণ গাভী রুদ্রদেবকে নিবেদন করিবে। এইরূপ কৃষ্ণাষ্টমীব্রত করিয়া পর্য্যাপ্ত দক্ষিণা দিবে। সর্ব্বাভীষ্টদায়ক পবিত্র শিবব্রত তোমাকে এই বলিলাম। এক্ষণে বৈষ্ণবব্রত বলিতেছি, শ্রবণ কর।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন, শুক্লপক্ষের কিংবা কৃষ্ণপক্ষের একাদশী পুণ্যা, পাপনাশিনী, বৈষ্ণবী-তিথি। এই তিথিতে যে উপবাস করে, তাহার হরিপ্রাপ্তি হয়। একাদশীতে উপবাস ও দ্বাদশীতে পারণ, এই উভয় একাদশী-ব্রত ও দ্বাদশী-ব্রত। হে দ্বিজবর। সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু উক্ত উভয় তিথির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। উক্ত ব্রতদ্বয় অপেক্ষা ত্রিভুবনমধ্যে অন্য উৎকৃষ্ট কার্য্য নাই। একাদশীতে ভোজন অপেক্ষা পাপকর কার্য্য আর নাই; কারণ, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি সমস্ত পাপ ঐ দিনে অন্ন আশ্রয় করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি চারি আশ্রমী ও স্ত্রীলোক একাদশী-ব্রত-পরায়ণ হইলে দিব্য-গতি লাভ করে, অন্যথা, পাপভাগী হয়। সধবা নারীরা উপবাস করিয়া রাত্রিকালে জলমাত্র পান করিবে। শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে ভোজন না করাই বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম; কিন্তু গৃহস্থ ব্যক্তি উপবাস করিয়া দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যে পূজা করিবে, তাহাতেই পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। মাস ও বৎসর ব্যাপিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে স্বতন্ত্র ফল আছে। এইরূপে স্বস্ব তিথিতে সনাতন বিষ্ণুর পূজা ও নৃত্য-গীত-মহোৎসবপূর্ব্বক উৎসব কর্ত্তব্য। হে দ্বিজ! জল, অগ্নি, শালগ্রাম-শিলা অথবা প্রতিমায় কমললোচন কৃষ্ণের পূজা বিধেয়। প্রতিমাসে বিশেষ বিশেষ নৈবেদ্য দ্বারা বিষ্ণু-পূজা করিতে হয়। হে মহাভাগ! অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন দ্বারা হরিপূজা করিবে ও তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক দুগ্ধ, শর্করা, পায়স নিবেদন করিবে। পৌষ মাসে

বালার্ককিরণ দ্বারা হরিপূজা করিবে, তাঁহাকে সুগন্ধি তৈল মাখাইয়া উষ্ণজলে স্নান করাইবে এবং হিঙ্গুপত্রাদিযোগে সুরভিত উত্তম মুদ্গ-মাষ-মিশ্রিত, ঘৃতপ্রচুর মনোহর শালিধান্যের অন্ন, ঘৃতপক্ব বাস্তুকশাক (বেতোশাক) ও দধি নিবেদন করিবে। এইরূপে মাঘ মাসে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া ফাল্গুন মাসে মাষ কলায়ের পিষ্টক, নির্ম্মল গুড়, ছোলার সহিত পক্ব হিঙ্গু প্রভৃতি দ্বারা সুবাসিত শাক, গব্য ঘৃত ও শর্করামিশ্রিত দধি পরমানন্দে তাঁহাকে নিবেদন করিবে। হে দ্বিজোত্তম! ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় ব্রজসুন্দরীগণ কুঞ্জকুটীরস্থ হইয়া বনে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা করিয়াছিল। রূপলাবণ্যবতী বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা গোপরমণীগণ পুষ্পালঙ্কারে সজ্জিত ও তদ্গতচিত্ত হইয়া স্মরঘূর্ণিত-লোচনে হাস্য, নৃত্য, গীত ও বাদ্য করত মহানন্দে পরম-কৌতুকে পুষ্পরাশি নিক্ষেপপূর্ব্বক পূর্ণিমা ও প্রতিপদের সন্ধিসময়ে গোবিন্দকে দোলায়িত করিয়াছিল। চৈত্র মাসে সুন্দর সুগন্ধি পুষ্প ও চন্দন-কুঙ্কুমাদি নানাবিধ অনুলেপন দ্বারা পূজা করিয়া আর্দ্রক, নৈবেদ্য ও শর্করামিশ্রিত কচি আম্র ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিবে। বৈশাখ মাসে তুলসীমিশ্রিত নির্ম্মল শীতল জল দ্বারা গোবিন্দকে স্নান করাইবে এবং মুগের দালের নৈবেদ্য, কর্পূরবাসিত শীতল জল ও তাম্বুল দিবে, কিন্তু সঘৃত অন্ন দিবে না। জ্যৈষ্ঠ মাসে পক্ব আম্র, শর্করা, দুগ্ধ, তাম্বুল, দিব্যছত্র, পাদুকা, সূক্ষ্মবস্ত্র-বিরচিত শয্যা ও সুচারু চামর বিষ্ণুকে নিবেদন করিলে মনুষ্য অতিদুর্লভ মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে। আষাঢ় মাসে পদ্মপুষ্প ও তুলসীদল দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া দধি, নৈবেদ্য, দুগ্ধ ও ঘৃতমিশ্রিত পনসফল ভক্তবৎসল সনাতন বিষ্ণুকে নিবেদন করিবে এবং ব্রাহ্মণ-ভোজনোত্তর নৃত্যগীতাদি কৌতুকসহকারে অষ্টাহ যাবৎ শ্রীকৃষ্ণের রথোৎসব করিবে। শ্রাবণ মাসে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র ও লাজ (খই) দিবে। ভাদ্র মাসে ঘৃতযুক্ত তালফল দিবে। আশ্বিনমাসে সঘৃত শূরণান্ন (ওলভাত) বিষ্ণুকে অর্পণ করিবে এবং পরমান্ন, নানা মিষ্ট নৈবেদ্য, নারিকেলফল, নির্ম্মল পাষাণ পাত্রে করিয়া শালিধান্যের শীতল অন্ন, জম্বীর-রস-সুবাসিত শাক ও লবঙ্গাদি দ্বারা সুরসীকৃত তাম্বুল প্রদান করিবে, আর মনোজ্ঞ নীলপদ্মে পূজা করিবে। পরমাত্মা বিষ্ণুকে কখনই খদির নিবেদন করিবে না। ব্রাহ্মণও খদিরের নির্য্যাস ভক্ষণ করিবে না। কার্ত্তিক-মাসে সঘৃত শূরণান্ন, মরীচ-শর্করাযুক্ত ঘনক্ষীর ও বিচিত্র-সূত্রনির্ম্মিত চন্দ্রাতপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিবে। এইরূপে কালোচিত দ্রব্য, ভক্ষ্য ও ভূষণ দ্বারা ভগবান্ অচ্যুতের অর্চ্চনা করিলে মানব সকল কামনা লাভ করে। ভগবান্ বিষ্ণুর তুলসীপত্রই সর্ব্বদা প্রিয় ও নির্ম্মলচিত্তে বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করিবে। হে বিপ্রেন্দ্র! গঙ্গা, গীতা ও গায়ত্রী এই তিনটী হরির পরমপ্রিয় ও গুরুর মন্ত্রকালে প্রাপ্ত হইলে উত্তম। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ; এই নবলক্ষণ, ভক্তি দ্বারা নিজ ইষ্টদেবের অর্চ্চনা করিবে। হে দ্বিজোত্তম! সংক্ষেপে তোমার এই বিষ্ণুপূজা

বলিলাম; অতঃপর দুর্গাপূজা বলিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। অগ্নিহোত্র ও সদক্ষিণ যজ্ঞ এই দুর্গাপূজার কোটি অংশের একাংশেরও তুল্য নহে। যে ব্যক্তি জগদম্বিকা দুর্গাকে পূজা বা প্রণাম করে, সে যোগী, মুনি ও বুদ্ধিমানের শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হয়। হে বিপ্র! যে ব্যক্তি আশ্বিন মাসের শুক্লনবমীতে ত্রিশূলিনীর অর্চনা করে, সে অশ্বমেধাদিজনিত পুণ্য প্রাপ্ত হয়। তাহার পাপরাশি সুমেরু পর্ব্বত তুল্য হইলেও অগ্নিশিখায় পতঙ্গের ন্যায় দুর্গাপূজায় সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। হে বিপ্র! যে জন নিত্য দুর্গার্চ্চনায় রত, সে জলে পদ্মপত্রের ন্যায় মহাপাতকদোষে লিপ্ত হয় না। যে মন্দমতি বার্ষিক দুর্গাপূজা না করিয়া অন্য সমস্ত দেবতার পূজা করে, তাহার তত্তৎপূজা তৎক্ষণাৎ বিফল হয়। হে দ্বিজোত্তম! তোমায় এই দুর্গাপূজা সংক্ষেপতঃ বলিলাম; এক্ষণে নাগপূজা বলিতেছি, একমনে শ্রবণ কর। শ্রাবণ মাসে শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে যে জন নাগগণের পূজা করে, তাহার নাগভয় থাকে না। সেই দিনে মানব দধি, দুগ্ধ, কুশ, জল, নানা পুষ্পোপহার ও ব্রাহ্মণ-ভোজনসহকারে নাগপূজা করিবে। ভাদ্র মাসের পঞ্চমী তিথিতে ঘৃত, পায়স ও গুগ্গুল দ্বারা পূজা করিবে। ইহাকে নাগপঞ্চমী কহে। হে দ্বিজোত্তম! সংক্ষেপতঃ এই নাগপূজা কথিত হইল, অতঃপর আমায় কি বলিতে হইবে? বল। জাবালি কহিলেন, হে প্রভো! সূর্য্যাদি গ্রহ কোন্ কর্ম্ম করিলে সন্তুষ্ট হন ও তাঁহাদিগের মধ্যে কে কোথায় থাকেন? এই সমস্ত বলুন। ব্যাস বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম! গ্রহগণ পৃথিবী হইতে ষোড়শ সহস্র যোজন উপরে স্থির বায়ুতে অবস্থিত আছেন। এই বায়ু স্থির হইয়া সকল দেবতাকে ধারণ করিতেছে। তথায় জলদজাল অধিষ্ঠিত হইয়া, সর্ব্বত্র বারি বর্ষণ করিয়া থাকে। তথা হইতে সহস্রযোজন ঊর্দ্ধে অবস্থিত রাহু, চন্দ্র এবং সূর্য্যকে গ্রাস করিতে ধাবিত হন। নবম গ্রহ কেতু সেইরূপ স্থানে বিচরণ করেন, সূর্য্য তথা বিলক্ষযোজন উপরে বিরাজমান। সূর্য্যের লক্ষ যোজন উপরিভাগে চন্দ্র অবস্থিত। চন্দ্রের লক্ষ যোজন উপরিভাগে তারকামণ্ডল প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তাহা হইতে এক লক্ষ যোজন উপরিভাগে শুক্রাচার্য্য বিরাজমান। তথা হইতে দুইলক্ষ যোজন উপরিভাগে মঙ্গল গ্রহ প্রকাশ পাইয়া থাকেন। মঙ্গল গ্রহের দুই লক্ষ যোজন উপরে সোমনন্দন বুধ অবস্থিতি করেন। বুধের দুই লক্ষ যোজন উপরে দেবাচার্য্য বৃহস্পতি অবস্থিত। বৃহস্পতির দুই লক্ষ যোজন উপরে শনি প্রকাশ পাইয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্! এই সকল গ্রহ শুভাশুভফলপ্রদ। এই সকল গ্রহ যাহার প্রতি প্রসন্ন, তাহার কদাচ বিপদ্ হয় না। গণক গ্রহবিপ্রগণ গ্রহদিগের পূজা করিলে তাঁহাদের প্রীতি হইয়া থাকে এবং ইঁহারা যে স্তব দ্বারা পরিতুষ্ট হন, সেই স্তব শ্রবণ কর।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মহাফলজনক সূর্য্যস্তব শ্রবণ কর, ইহা শ্রবণ এবং পাঠ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। যথা—ওঁকাররূপ, ভগবান্, ভাস্কর, বিকর্ত্তন, সূর্য্য, হরি, কাশ্যপেয়, ভানু, দিনকর, প্রভু, লোকপ্রকাশক, সাক্ষী, শ্রীমান্, লোকদিগীশ্বর, গভস্তিমালী, সপ্তাশ্ব, ত্রিগুণ, কমলাসন, গ্রহেশ্বর, গুণাধার, ব্রহ্মবিষ্ণুশিবস্বরূপী, জ্যোতিষ্মান্, জ্যোতিষাংনাথ, ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ দৈবত, ত্রৈগুণ্যনায়ক, দিব্য, লোকবন্ধু, তমাপহ, তিমিরারি, রশ্মিমালী, সহস্রকিরণ, করী, সুর, কবীন্দ্র, মৈত্রেয়, কেবলাত্মা, অর্য্যমা, অমল, পদ্মপ্রকাশক, ধাতা, বিষ্ণু, উষ্ণাংশু, বেদাত্মা, বেদবেদ্য, যমকর্ত্তা, অশ্বিনীপতি, নাসত্যদস্রজনক (১), জ্ঞান-জ্যোতি, সনাতন, পূষা, বিবস্বান্, আদিত্য, দ্বাদশাত্মা, দিবাকর, অহস্কর, প্রভারাশি, রোগহা, রোগ-চিকিৎসক, মহৌষধি, স্মৃতি, পুণ্য, পরমার্থ, স্মৃতার্ত্তিহা (২), ঋষিস্তুত্য, জপ-প্রীত, গায়ত্রীজনক, অব্যয়, গায়ত্রীজপ-সুপ্রীত, ত্রিসন্ধ্যা-জপ-সুপ্রিয়, শিবপূজক-সুপ্রীত, বিষ্ণু-পূজক-সুপ্রিয়, গঙ্গাস্নান-প্রিয়-প্রীত (৩), দুর্গাপূজা-সুহৃৎ, বর, পিতৃমাতৃ-ভক্তি-ভক্ত, ধর্ম্ম, ধর্ম্মাত্ম-দত্ত-কৃৎ (৪), রক্তবর্ণ, শ্যামবর্ণ, ধবল, কালভেদকর্ত্তা, স্বয়ম্ভু, অরুণদেব, অগ্নি, প্রদাহী, অরুণসারথি, পিতা, পিতামহ, দেব, দক্ষিণাশাপতি, সুরুক্ (৫), আকাশরত্ন, তরণি, চিত্রভানু, বিরোচন, মার্ত্তণ্ড, বারিকর্ত্তা, সম্পদ্দাতা, কৃপাময়, প্রাত-মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন সন্ধ্যা-বন্দনকৃৎপ্রিয় (৬), প্রাতর্ব্রাহ্মণ-হস্তাব্জ-জলাঞ্জলিসুখী (৭), তপন, তাপন, বিশ্ব, তীর্থোদয়, উদারধী এবং ভূ-রসগ্রাহক; এই অষ্টোত্তর শত সূর্য্যনাম অতি উত্তম; ইহা সর্ব্বজ্বরের প্রশমনকারক, সর্ব্বব্যাধির মহৌষধ। ইহা পবিত্র, পুণ্যপ্রদ এবং পুণ্য; যে ব্যক্তি সুসমাহিত হইয়া ইহা পাঠ করে, তাহার মনোমত অভীষ্টসিদ্ধি হয়। অমঙ্গলসূচক উৎপাত আরম্ভ হইলে, সযত্নপূর্ব্বক এই শুভ স্তব পাঠ করিবে; তাহা হইলে

---

(১) নাসত্য-দস্র—অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

(২) যিনি স্মৃত হইবামাত্র পীড়া হরণ করেন।

(৩) গঙ্গাস্নান-প্রিয়-প্রীত—গঙ্গাস্নান যাহাদিগের প্রিয়, তাহাদিগের প্রতি প্রীতিযুক্ত।

(৪) ধর্ম্মাত্মার প্রদত্ত বস্তু যিনি গ্রহণ করেন।

(৫) উত্তম শোভাসম্পন্ন।

(৬) যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে ও সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দনা করে, তাহার প্রিয় অথবা তাহার প্রতি প্রীতিযুক্ত।

(৭) প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণের করকমলপ্রদত্ত জলাঞ্জলিলাভে সুখী।

তাহার ঐ অশুভ দূর হইবেই, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সূর্য্যের প্রিয়তর এই পবিত্র স্তব সূর্য্যপূজা করিয়া যে ব্যক্তি পাঠ করেন, সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইবেন, তাঁহার পুনরাবৃত্তি হইবে না। অনন্তর চন্দ্রের স্তব বলিতেছি, হৃষ্টচিত্তে তাহা শ্রবণ কর। চন্দ্র, অমৃতময়, শ্বেত, বিধু, বিমলরূপবান্, বিশাল-মণ্ডল, শ্রীমান্, পীযূষ-কিরণ, করী, দ্বিজরাজ, শশধর, শশী, শিব শিরো-গৃহ (১), ক্ষীরাব্ধি-তনয়, দিব্য, মহাত্মা, অমৃতবর্ষণ, রাত্রিনাথ, ধ্বান্তহর্ত্তা, নির্ম্মল, লোকলোচন, ক্ষুধাহা, মাদ-জনক, তারাপতি, অখণ্ডিত, ষোড়শাত্মা, কলানাথ, মদন, কামবল্লভ, হংসস্বামী, ক্ষীণ-বৃদ্ধ, গৌর, সতত-সুন্দর, মনোহর, দেবভোগ্য, ব্রহ্ম-কর্ম্মবিবর্দ্ধন, বেদ-প্রিয়, বেদকর্ম্মকর্ত্তা, হর্ত্তা, হর, হরি, উর্দ্ধবাসী, নিশানাথ, শৃঙ্গারভাবকর্ষণ, মুক্তিদ্বার, শিবাত্মা, তিথিকর্ত্তা, কলানিধি, ওষধীপতি, অব্জ, সোম, জৈবাতৃক, শুচি, মৃগাঙ্ক, গ্লৌ, পুণ্যনামা, চিত্রকর্ম্মা, সুরার্চ্চিত, রোহিণীশ, বুধপিতা, আত্রেয়, পুণ্যকীর্ত্তন, নিরাময়, মন্ত্ররূপ, সত্য, রাজা, ধনপ্রদ, সৌন্দর্য্যদায়ক, দাতা, রাহুগ্রাস-পরাঙ্মুখ (২), শরণ্য, পার্ব্বতী-ভাল-ভূষণ, ভগবান্, পুণ্যারণ্যপ্রিয়, পূর্ণ, পূর্ণ-মণ্ডল-মণ্ডিত, হাস্যরূপ, হাস্যকর্ত্তা, শুদ্ধ, শুদ্ধস্বরূপ, শরৎকাল-পরিপ্রীত, শারদ, কুসুম-প্রিয়, দ্যুমণি দক্ষজামাতা, সন্ধ্যারি, শাপমোচন, ইন্দু, কলঙ্কনাশী, সূর্য্যসঙ্গম-পণ্ডিত, সূর্য্যোদ্ভূত, সূর্য্যগত, সূর্য্য-প্রিয়পর (৩), পর, স্নিগ্ধরূপ, প্রসন্ন, মুক্তা-কর্পূর-সুন্দর, জগদাহ্লাদ-সন্দর্শ (৪), জ্যোতিঃশাস্ত্র-প্রমাণক, সূর্য্যভাব (সূর্য্য-তাপ), দুঃখহর্ত্তা, বনস্পতিগত, কৃতী, যজ্ঞরূপ, যজ্ঞভাগী, বৈদ্য, বিদ্যাবিশারদ, রশ্মিকোটিদীপ্তকারী (৫) এবং সৌরভানু; হে দ্বিজ! চন্দ্রের এই অষ্টোত্তর শত নাম পাপবিনাশক। যে ব্যক্তি চন্দ্রোদয়-সময়ে এই নামাবলী পাঠ করিবে, সে সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হইবে। বিশেষতঃ পূর্ণিমা তিথিতে এই দিব্যস্তব পাঠ করিবে। হে দ্বিজোত্তম! ত্রিসন্ধ্যা এই স্তব পাঠ করিলে ইহার প্রসাদে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সদা প্রসন্ন থাকিবে। এই অমৃতস্বরূপ স্তব শ্রাদ্ধকালেও পড়িবে। চন্দ্রের প্রসাদে সেই শ্রাদ্ধ অনন্তফলজনক হইবে। এই পবিত্র স্তব, দুঃখনাশক এবং দাহজ্বর-নিসূদন। ব্রাহ্মণাদি এই স্তব পাঠ করিলে, স্ত্রীশূদ্রেরা শ্রবণ করিবে, ব্রাহ্মণেরাও শ্রবণ করিতে পারে; ফল সকলেরই সমান হইবে। অন্য গ্রহদিগের নাম-স্তোত্রও আমার নিকট শ্রবণ কর। সর্ব্বমঙ্গলদায়ক মঙ্গলস্তব বলিতেছি। মঙ্গল, ভূমিপুত্র,

---

(১) শিবের মস্তক যাঁহার গৃহ অর্থাৎ বাসস্থল।

(২) রাহুগ্রাসভীত।

(৩) সূর্য্যপ্রিয়ের প্রতি অনুরক্ত।

(৪) যাঁহাকে দর্শন করিলে জগৎ আহ্লাদিত হয়।

(৫) কোটি রশ্মি দ্বারা দীপ্তিকারী।

রক্তাঙ্গ, অরুণ-লোচন, অঙ্গারক, দীপ্তঘোর, শস্ত্রপাণি, ধনাপহা, মেষরাশিপতি, রক্ত, রক্তাম্বরধর, বৃশ্চিক-রাশিপতি, দেব, যাত্রামঙ্গলবৃত্তিদ (১), মধুরশোষক, বহ্নিনেত্র, প্রতাপবান্, ধনদ, শীতবদন, প্রসন্নাত্মা এবং প্রমোদদাতা ; মঙ্গলের এই একবিংশতি নাম যে ব্যক্তি পাঠ করিবে, সে ঋণবর্জ্জিত, ধার্ম্মিক এবং ধনী হইবে। মঙ্গলবারে মঙ্গল-গ্রহকে রক্তপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া এই স্তব পাঠ করিলে, ঋণহীন এবং ধনী হইবে। অনন্তর বুদ্ধিবৃদ্ধিকর, বুধস্তব কীর্ত্তন করিতেছি। বুধ, অ-গৌর-তনু, সৌম্য, মানবীশ (ইলাপতি), শুভানন, শুভগ্রহ, পুণ্যকীর্ত্তি, তারেয়, জ্ঞ, ইলাপতি, পুরুরবঃপিতা, ধীর, কুমার, রাজবল্লভ, রাজপুত্র, রাজ্যদাতা, ব্রহ্মরাজ, উধর্ব্বুধ, মিথুনরাশি-পতি, কন্যারাশি-পতি এবং নবগ্রহপ্রিয় ; বুধের এই একবিংশতি নামস্তোত্র যে ব্যক্তি পাঠ করিবে, সে যাত্রায় সুখলাভ করিবে। গ্রহগণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হন, সে ব্যক্তি পুত্রবান্ এবং ধনবান্ হইয়া থাকে। পাণ্ডিত্য এবং ধর্ম্মজ্ঞান, তাহার সম্পূর্ণরূপে হয়। জাবালে! এক্ষণে বৃহস্পতির স্তব বলিতেছি, শ্রবণ কর ;—দেবাচার্য্য, গুরু, দেব, কমনীয়, সুরেশ্বর, বাচস্পতি, পণ্ডিত, সর্ব্বশাস্ত্রকর, সুর, বিধা, গীষ্পতি, ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ, বৃহস্পতি, শ্রীমান্, আঙ্গিরস, তারাবল্লভ, জীবনপ্রদ, জ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠগ্রহ, বিজ্ঞ, ধনুর্মীনাধিপতি (২), শুভগ্রহ, যজ্ঞকর্ত্তা, কৃতী ও চিত্রশিখণ্ডিজ ; এই সাতাইশটী বৃহস্পতির নাম। এই নামমালা পাঠ করিলে বুদ্ধিবৃদ্ধি হয়, বৃহস্পতির প্রসাদে ব্রাহ্মণের বেদজ্ঞান জন্মে। অপরাপর বর্ণের যথাযোগ্য ফল লাভ হয় এবং যাত্রাশুভ হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! শিবের অবতারস্বরূপ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। শুক্র, দৈত্যগুরু, কবি, কাব্য, ভার্গব, সিত, শুক্ল, শুচি, শঙ্করপ্রভু, উশনা, উগ্রমৌজাঃ, উদগ্নী, উজ্জ্বলৎপ্রভু, উর্জ্জস্বী, বৃষরাশীশ, তুলারাশ্যধিপ, মৃতসঞ্জীবকজ্ঞাতা, বিদ্যাবিনয়-পাণ্ডিত, সদ্‌গ্রহ, সাধুশীল ও যযাতিশ্বশুর ; "এই একবিংশতি শুক্রের নাম, হে জাবালে! পঠন, পাঠন, শ্রবণ ও শ্রাবণ কর। যে জন শুক্রবারে শ্বেতপুষ্প দ্বারা পূজাপূর্ব্বক শুক্রাচার্য্যের এই স্তব পাঠ করে, তাহার প্রতি শুক্রাচার্য্য প্রসন্ন হন। ইহার শতাবৃত্তি পাঠ করিলে নিঃসংশয় কবি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া ভক্তিভাবে প্রত্যহ এই স্তব পাঠ করে, তাহার ধর্ম্মে শুভমতি হইয়া থাকে ; ইহাতে সংশয় নাই। শুক্রাচার্য্যের এই স্তব কথিত হইল, অতঃপর সূর্য্যপুত্র শনির স্তব বলি, শ্রবণ কর। ইহাতে শনিগ্রহ তুষ্ট হইয়া শুভবর প্রদান করিয়া থাকেন। সূর্য্যপুত্র, শনি, শ্যাম, মন্দ, অমন্দ, শনৈশ্চর, ছায়াগর্ভোদ্ভব, বীর, দীর্ঘবক্ত্র, প্রমাদবান্, একাক্ষ, সর্ব্বসঞ্চারী,

(১) যাত্রায় যিনি মঙ্গল প্রদান করেন।

(২) মীন রাশির অধিপতি।

দীর্ঘবাসী ও শুভাকর; এই কয়েকটী শনির নাম, যে মানব প্রয়ত হইয়া পাঠ করে, শনি তাহার অষ্টমস্থ হইলেও একাদশস্থের ন্যায় হন অর্থাৎ অশুভ হইলেও শুভ বিধান করেন। যে ব্যক্তি শনিবারে সূর্য্যপুত্র শনির পূজা করে, তাহার গ্রহদোষশান্তি ও সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি হয়। প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া শনিস্তব পাঠ করিলে গ্রহ সমস্ত শুভদায়ক হইয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্! অশেষফলদায়ক এই শনিস্তোত্র তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে রাহুর প্রীতিকর রাহুনাম বর্ণন করিতেছি, শুন। পীযূষপায়ী, মস্তাখ্য, রাহু, ভিন্নমস্তি, তম, উপবাসগ্রহ, পুণ্যচরিত্র ও পুষ্পবন্তম; রাহুর পরম প্রীতিকর এই নামাষ্টক যে ব্যক্তি পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার রাহুদোষ থাকে না। হে জাবালে! অতঃপর কেতুগ্রহের নাম বলি, ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ কর। সৈংহিকেয়, ধূম্রনামা, দীর্ঘাঙ্গ, বহুরূপবান্, স্কন্ধরূপতনু, কেতু, মহাভীমগ্রহ, শেষগ্রহ ও নবমগ্রহ; কেতুর এই নাম, হে দ্বিজোত্তম! তোমার নিকট কথিত হইল। ইহা পাঠ করিলে, কেতুর প্রীতি ও পুত্রসম্পত্তি লাভ হয়। নবগ্রহের এই সমস্ত স্তব পুণ্যজনক ও পাপনাশক; অতএব যত্নপূর্ব্বক পাঠ ও শ্রবণ করা বিধেয়। হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া এই নবগ্রহের স্তবাধ্যায় পাঠ করে, তাহার উপর সমস্ত গ্রহ প্রসন্ন হন এবং ধন, ধান্য, ধরা, ধর্ম্ম, কীর্ত্তি, আয়ু, যশ, শ্রী, পুত্র, পৌত্র, শুভভার্য্যা, গোবিন্দে পরমভক্তি ও অন্তকালে গঙ্গায় মৃত্যুপ্রদান করিয়া থাকেন। এই নবগ্রহের মহাস্তব-পাঠে দুঃস্বপ্ন দূর হয়। নর জাতিশ্রেষ্ঠ হইতে পারে ও পিতৃপুরুষের প্রীতি জন্মায়। সর্ব্বগ্রহের অধীশ্বর সূর্য্য; দ্বাদশ মাসে দ্বাদশস্বরূপ হইয়া উদিত হন। সূর্য্য উদিত হইলে, সকল গ্রহের উদয় হয় ও তাহাদিগের বারপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। দ্বাদশ মাসে দ্বাদশটী সূর্য্য; এই নিমিত্ত দ্বাদশ মাসে এক সংবৎসর হয়, কথিত আছে। কখন কখন ত্রয়োদশ মাসে বৎসর হইয়া থাকে, তখন মলিম্লুচমাসে একটী অধিক চান্দ্রমাস হয়। শুক্ল প্রতিপদ্ আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে চান্দ্রমাস, উহা রবি-সংক্রান্তি-শূন্য হইলে, মলিম্লুচ বা মলমাস কহে। রবি উক্ত চান্দ্রমাসকে লঙ্ঘন করায়, মলিম্লুচ নাম ধারণ করে। এই মাসে বিহিত কর্ম্ম দ্বিতীয় মাসে করিবে। যে কালে মাসের আদিতে ইন্দ্রাগ্নি-দেবতাক, মধ্যে অগ্নীষোম-দেবতাক ও অন্তে পিতৃসোম-দেবতাক আহুতি প্রদত্ত হয়, সেই কাল অতিক্রম করিয়া কখন সূর্য্য গমন করিলে তাহাকে মলিম্লুচ কহে; এই মলিম্লুচ নিখিল-কর্ম্মের অযোগ্য। হে বিপ্র জাবালে! তোমার নিকট এইরূপে গ্রহ-নক্ষত্রাদি বিষয়ে বর্ণন করিলাম। এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর, বল?

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

জাবালি বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার মুখে নবগ্রহের মহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম; অধুনা হে প্রভো! পুণ্যজনক যুগধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন। বেদব্যাস কহিলেন, কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ; উহাদিগের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে চারি, তিন, দুই ও এক সহস্র দিব্যবর্ষ এবং সন্ধি ও সন্ধ্যাংশ তাবৎ শত-পরিমিত; এইরূপে দ্বাদশ সহস্র দিব্যবর্ষে চারি যুগ হইল। হে দ্বিজোত্তম! মানুষ-পরিমাণে ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র বৎসরে দিব্যশত বর্ষ হয়। ইহাতেই অঙ্কবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা বুঝিয়া লইবেন, চারি যুগের কত পরিমাণ হইবে। তন্মধ্যে কৃতযুগই আদিযুগ; উহাকে সত্যযুগ কহে। এই সত্যযুগে বৃষরূপী চতুষ্পাৎ সম্পূর্ণ ধর্ম্ম; অতএব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অখণ্ডরূপে বিরাজমান। তৎকালে সমস্তই অনুষ্ঠিত, সুতরাং অনুষ্ঠীয়মান কিছুই ছিল না। তৎকালে শোক, মোহ, জরা, ব্যাধি, সন্তাপ, উদ্বেগ, হিংসা, কলহ, দ্বেষ, দুর্ভিক্ষ, দুঃখ, ক্রয়, বিক্রয় ও পীড়ন কথনই ছিল না। অধ্যয়ন, যাগ ও দান প্রভৃতি সৎকার্য্য সম্পূর্ণ ছিল। সকল লোকই বলী-পলিতহীন দীর্ঘজীবী ছিল। শুক্লাম্বরধারী ব্রহ্মচারী শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ হংসনামক ভগবান্ নারায়ণ তৎকালে ধ্যানগম্য ছিলেন। ধ্যানই মুক্তির সাধন পরমধর্ম্ম ছিল। এই গেল, সত্যযুগের ধর্ম্ম; ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম শ্রবণ কর। হে ব্রহ্মন্! ত্রেতাযুগে ধর্ম্মের একপাদ হ্রাস হয়। নরগণ স্বধর্ম্মস্থ, ধর্ম্মপরায়ণ, তপোদানরত, রজোগুণান্বিত ও ক্রিয়াবান্ হইয়া থাকে। যজ্ঞ অশ্বমেধাদি, তন্মধ্যে রাজসূয় যজ্ঞ সর্ব্বোৎকৃষ্ট; অগ্নিষ্টোম, বাজপেয় ও অতিরাত্রাদি মখ এবং সকল তৎকালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই যুগে ভগবান্ যুগানুরূপ রক্তবর্ণাকৃতি হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তাঁহার নাম উপেন্দ্র, বামন হইয়াছিল। তৎপরে দ্বাপরযুগের প্রবৃত্তি। ইহাতে ধর্ম্ম দ্বিপাদহীন; ভগবান্ বিষ্ণু শ্যামল ও পীতবর্ণ হইয়া অবতীর্ণ হওয়াতে নানাবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন; চতুর্ব্যূহ অবতারে শ্যামবর্ণ দুই ও পীতবর্ণ দুই এই চারি অবতার হইয়াছিলেন। হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য, কলহ, পৈশুন্য, মিথ্যা, মোহ, শোক, রোষ, পাপ, ব্যাধি, আধি, জরা, লোভ, ঈর্ষ্যা, ধর্ম্মবিষয়ে আলস্য, চাতুর্য্য ও জাতিসঙ্কর; এই সমুদয়ের প্রবৃত্তি দ্বাপর যুগে হইয়াছিল। এই যুগ তামসযুগ; ভগবান হরি সেই জন্য শ্যামবর্ণ হইয়াছেন। তিনি পীতাম্বরধর; সুতরাং পীত নামে কথিত। ইহাঁর অগ্রজ শুক্লবর্ণ। ইনি ধর্ম্মের আদর্শ অর্দ্ধলক্ষণ। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-কিরীট-কুণ্ডলধারী বনমালা-বিভূষিত চতুর্ভুজ ভগবান্ হরি সুনন্দ নন্দ প্রভৃতি পারিষদবর্গে বেষ্টিত; দ্বাপর যুগে ইনিই যুগাবতার। জাবালি বলিলেন, হে প্রভো! হিংসা-দ্বেষাদি ও জরা-মৃত্যু প্রভৃতি অধর্ম্ম কোথা হইতে কিরূপেই বা জন্মায়? ধর্ম্মেরই বা হ্রাস কেন হয়? অনুগ্রহ করিয়া বলুন। ব্যাস কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বকালে জগন্নাশে উদ্যত

ঈর্ষ্যাযার্ অতিহিংসক ভীষণাকৃতি একাদশ রুদ্র ক্রোধ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অনন্তর প্রজাপতি, তৎকালের অনুচিত হিংসাদি অবলোকন করিয়া, তৎসংবরণক্ষম দক্ষকে তদ্বিষয়ে আদেশ করিলেন। কুমতি দক্ষ, পাপসঙ্গপ্রসঙ্গে, তাহাদিগের অধিকৃত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ শম্ভু স্বয়ং আসিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোধ, হিংসা, জরা প্রভৃতিকে প্রশমিত করিলেন। হে দ্বিজ! তদবধি হিংসা, ক্রোধ এবং জরা প্রভৃতি, শিবভয়ে ভীত হইয়া নিপ্রভ হইয়া রহিল। হে বিপ্র! তৎপরে রজোগুণ অভিভূত এবং তমোগুণ উদ্রিক্ত হইলে, দ্বাপর যুগে হংসাদি প্রকাশিত হয়। সেই সকল মহাভীমতর হিংসাদিগণ, শিবের প্রতি ধাবিত হইল। তখন তাহাদিগকে দর্শন করিয়া ভগবান্, সভয়ে নিজ রক্ষার জন্ত উদ্যত হইয়া শূল ধারণ করিলেন। শিবকে শূলহস্ত দেখিয়া হিংসাদিও ভীত হইল। হে দ্বিজোত্তম! তাহারা তখন শিবেরই শরণাপন্ন হইয়া এই কথা বলিতে লাগিল, হে ভূত ও ভবিষ্যৎ কালের অধীশ্বর! ভগবন্! ত্রিগুণেশ! ত্রিলোচন! আমরা সকলে ব্রহ্মার পুত্র, আপনার ভয়ে ভীত হইয়া রহিয়াছি। পূর্ব্বে আমরা একেবারেই স্থান প্রাপ্ত হই নাই। এক্ষণে স্থান লাভ যেন হইতেছে। আমাদিগের স্থান ও কর্ম্ম যথাযথ কল্পনা করিয়া দিন। আপনি এরূপ যদি না করেন তো, আপনাকেই ভোজন করিয়া ফেলিব। ব্যাস বলিলেন, বিকৃত-বদন-সম্পন্ন হিংসা প্রভৃতির এই কথা শুনিয়া পরমপুরুষ শিব বলিলেন, তোমাদিগের ন্যায্য প্রার্থনা আমি মনোযোগের সহিত শুনিলাম, তোমরা ব্রহ্মার নিকট যাও, তিনি তোমাদিগের বৃত্তি-বিধান করিয়া দিবেন। ভগবান্ চতুর্ম্মুখ দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমরাও তাঁহার সৃষ্ট, তিনিই তোমাদিগের বৃত্তি-বিধান করিবেন। ব্যাস বলিলেন, সুখস্বরূপ শম্ভু এই কথা বলিলে, শম্ভুকে পরিত্যাগ করিয়া তাহারা সকলেই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার নিকট গমন করিল। হে দ্বিজ পুঙ্গব! হিংসা প্রভৃতি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলে, সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা, তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, তোমরা কে? কি জন্ম আসিয়াছ? তোমাদিগের সকলেরই ভয়ানক নির্ঘোষ। তোমরা কাহার পুত্র? কোথায় তোমাদিগের গৃহ? শীঘ্র তাহা বল। হিংসা প্রভৃতি বলিল, হে মহাত্মন্! আমরা আপনারই পুত্র, আমাদের নাম হিংসা ইত্যাদি। আমরা গুণপ্রাবল্যে, রুদ্রভয়ে ভীত ও স্থানশূন্য হইয়াছিলাম। এক্ষণে ধর্ম্মের হ্রাস হইতেছে, আমরাও স্থান প্রাপ্ত হইতেছি; এক্ষণে সবিশেষরূপ স্থান ও কর্ম্ম প্রার্থী হইয়া শিবের আদেশানুসারে আপনার নিকটে আসিয়াছি। হে ঈশ্বর! এক্ষণে আমাদিগের স্থান এবং কর্ম্ম কল্পনা করুন। ব্রহ্মা বলিলেন, কামনামে আপনার যে পুত্র আছে, তাহার আদেশানুসারে সে ব্রতাবলম্বন করিয়াছে, তোমরা সকলে তাহার সহায় হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান কর। কাম হইতে শরীরের উৎপত্তি, অধর্ম্ম হইতে ক্রোধের উৎপত্তি, ক্রোধ হইতে সংমোহ, সংমোহ হইতে আশার উৎপত্তি, আশা হইতে ব্যামোহ, ব্যামোহ হইতে লোভ, লোভ হইতে চিন্তা এবং চিন্তা হইতে জরার উৎপত্তি। জরা হইতে ব্যাধি ও ব্যাধি হইতে মরণ

হয়। জীব মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় এরূপ দেহান্তর লাভ করে; কামাদি এরূপ চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল। যাহাদের ধর্ম্মেমতি আছে, তোমরা তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া নিবৃত্ত হইবে। ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তিগণ মৃত্যু প্রভৃতি কোন ভয়েই ভীত হন না। অধর্ম্ম নামে আমার আর এক পুত্র আছে, সে ধর্ম্মের নিবর্ত্তক; ধর্ম্ম, অধর্ম্মের ভয়ে ভীত হইলে তোমরা প্রবল হইয়া বিচরণ করিবে। যাহারা ধর্ম্মেশ্বর হরিকে ভজনা করে, তোমরা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। প্রভু নারায়ণের নিকট অধর্ম্মও ভীত হয়। ব্যাস বলিলেন, ব্রহ্মা এই কথা ব্রহ্ম-নন্দন অধর্ম্মকে অবলোকনপূর্ব্বক কামের আশ্রয় অবলম্বন করত অধিষ্ঠিত হইল। হে দ্বিজোত্তম! ভীষণস্বভাব মৃত্যু অধর্ম্মের পুত্র, মর্ত্ত্যগণের মরণের জন্য অধর্ম্ম তাহাকে আদেশ করিল। মৃত্যু লোকহিংসার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়া পিতাকে বলিলেন, হে পিতঃ! আমাকে লোকহিংসার নিমিত্ত নিযুক্ত করিতেছেন কেন? হিংসারূপ পাপ কর্ম্ম আমি কিরূপে অনুষ্ঠান করিব? অধর্ম্ম বলিবেন, লোকহিংসায় তুমি পাতকী হইবে না। জরা, রোগ এবং জ্বরাদি আমারই সৃষ্ট, তুমি এ বিষয়ে তাহাদিগের সাহায্য পাইবে। লোকেরা তৎপ্রভাবে বিনষ্ট হইবে, তুমি তন্মধ্যে মারাত্মক থাকিবে। অতএব তুমি সকল দেহেই সুখে অধিষ্ঠান কর। মৃত ব্যক্তির অনুগমন করিবে এবং উৎপন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে তুমিও উৎপন্ন হইবে; আমি যথায় বাস করিব, তুমিও তথায় বাস করিবে। আমি নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তিকে অবলোকন করিয়া পরাঙ্মুখ হই। ব্যাস বলিলেন, অধর্ম্ম এই কথা বলিলে লোকভয়ঙ্কর মৃত্যু হিংসা, কলহ, এবং গর্ব্ব প্রভৃতি সেনাগণকে সঙ্গে লইয়া, জন্ম-মরণশীল লোকগণের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। তন্মধ্যে অধর্ম্মসম্ভূত বিবিধ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইল। সকল ব্যাধির মধ্যে জ্বর জ্যেষ্ঠ। জ্বরের তিন মস্তক, নয় চক্ষু, ছয় হস্ত, আট্‌টী দন্ত, বর্ণ ভস্মের ন্যায়, বস্ত্র কুৎসিত। চক্ষু আরক্ত, চঞ্চল এবং বক্র নাসিকায় শ্বাস ঊর্দ্ধদিকে প্রবাহিত। এরূপ প্রবাহিকা, শোথ, শূল, গুল্ম, উদরী, বাতশ্লেষ্মা এবং কেবল শ্লেষ্মা প্রভৃতির বিকার-জনিত নানা রোগ উৎপন্ন হইল। অনন্তর জরা নামে অধর্ম্মের এক কন্যা হইল। জরা অপত্যকামনায় পতিংবরা হইয়া ভ্রাতা মৃত্যুকে বলিল, তুমি আমার স্বামী হও, মৃত্যু বলিল হে জরে! আমি তোমার স্বামী নহি, তোমার বিধি-কল্পিত স্বামী প্রজ্বার। প্রজ্বার ব্যাধিরাজ এবং প্রবল পরাক্রান্ত। প্রজ্বার আমার ভ্রাতা, বন্ধু এবং সুহৃদ্; তুমি তাহার ভার্য্যা হইবে। তুমি আমার কনিষ্ঠভ্রাতার পত্নী; অতএব আমার সর্ব্বতোভাবে ভগিনীস্বরূপ হইলে। জরা বলিল, আমি লোকের অপ্রিয়, বাহির হইলেই লোকে আমাকে বিড়ম্বনা করিতে পারে, অতএব হে বীর! আমার সহিত সৈন্য দাও, আমি প্রজ্বারের নিকট গমন করিব। ব্যাস বলিলেন, জরা এই কথা বলিলে মৃত্যু জরার সহিত বিচিত্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন, জরা সেই সৈন্য সমভিব্যাহারে পতি প্রজ্বারের নিকট গমন করিল। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! প্রজ্বার প্রিয়পত্নী জরাকে প্রাপ্ত হইয়া এবং অদ্ভুত সৈন্য লাভ করিয়া সহর্ষে, সবিস্ময়ে,

জরাকে বলিল, জরে! আমার সহিত সসৈন্যে ও কলহাদি সমভিব্যাহারে আগমন কর এবং লোকসমূহকে বিমর্দ্দিত কর, ইহা ব্রহ্মারও মত। এই সকল ব্যাধি মহা-বল পরাক্রান্ত সৈন্য, লোভ, হিংসা, ঈর্ষা, ক্রোধ, মোহ, প্রভৃতি তোমারও প্রধান প্রধান সৈন্য; আমরা ইহাদিগের সাহায্যে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ বিনষ্ট করিব। ব্যাস বলিলেন, প্রজ্বার এবং জরা এই নবদম্পতী, এইরূপ স্থির করিয়া লোকমর্দ্দনের জন্য সৈন্যসমভি-ব্যাহারে গমন করিল। তখন বলবান্ ও মহাতেজা সকল লোক এবং স্থাবরগণ, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মহাবল পরাক্রান্ত সর্ব্বলোক কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া প্রজ্বার শিবের শরণাপন্ন হইল, শিব তাহাকে রক্ষা করিলেন। তখন সকল লোকে, দুর্মতি জরার কেশ গ্রহণ করিল। কেশাকর্ষণে অবমানিতা জরা, লোক কর্ত্তৃক পরাজিতা হইয়া পরম সুন্দরীরূপে সকল লোককে বলিলেন, হে মানব তরু প্রভৃতি লোকগণ। আমি তোমাদিগের শরণাপন্না হইলাম। আমাকে তোমরা রক্ষা কর; আমি তোমাদিগের ভার্য্যা। আমার পতি প্রজ্বার তোমাদিগের হস্তে পীড়িত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে; অতএব আমি এক্ষণে বিধবা। তোমরা বিধবার স্বামী হও। ব্যাস বলিলেন, জরা এই কথা বলিলে, লোকে মুগ্ধবুদ্ধি হইয়া, কামভাবে উপস্থিতা জরাকে অঙ্গীকার করিল। জরা, তখন তাহাদিগকে পাইয়া হিংসা ঈর্ষ্যাদির সাহায্যে সকলকে জীর্ণ করিয়া পুনরায় প্রজ্বারের নিকট উপস্থিত হইল। প্রজ্বার তখন শৈব এবং উত্তম ভক্ত। প্রজ্বার স্ত্রীসৈন্য সমভিব্যাহারে সকলে-রই দেহ নামক পুর জীর্ণ করিয়া ফেলিল। দেহ পুর উৎপাদন করেন, বলিয়া জীবের নাম পুরঞ্জন। কামজা বুদ্ধি, সেই পুরের অন্তম হেতু। এই জন্য বুদ্ধির নাম পুরঞ্জনী। নবদ্বার-সম্পন্ন দেহপুরে পুরঞ্জন এবং পুরঞ্জনীই অধিষ্ঠাতা। পঞ্চ প্রাণ বন্ধু, পুর পালক। প্রজ্বার এবং জরা এই পুর মর্দ্দিত করিলে, পুরঞ্জন ও পুরঞ্জনী ইহা ফেলিয়া পলায়ন করে। পুরঞ্জন দেহে থাকিয়া যদি হরিভক্তি করে, তবে মৃত্যুর বশবর্ত্তী হয় না, নতুবা সেই মূঢ়বুদ্ধি অধঃ পতিত হয়। অতএব পুরঞ্জনীকে বিশুদ্ধা করিলে অমর-পতি হওয়া যায়। জরা প্রজ্বার ব্যাধি প্রভৃতি তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। হে বিপ্র! এই আমি তোমাকে, তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় হিংসাদির জন্ম কর্ম্ম ধর্ম্ম হ্রাসাদির কথা বলিলাম।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জাবালি কহিলেন, আপনি পূর্ব্বে অদ্ভুত কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমিও অদ্ভুত বিষয় শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে সঙ্কর-জাতি কিরূপ? এবং কেমন করিয়াই বা সঙ্কর-জাতির বৃদ্ধি হইল? তাহা কীর্ত্তন করুন। ব্যাস কহিলেন, পুরাকালে বেণ রাজা ধর্ম্ম-

পথ পরিত্যাগ করিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন। উঁহার অধিকারকালে সঙ্কর-জাতি হয়। জাবালি কহিলেন, এই বেণ রাজা কে? কাহার পুত্র? ইনি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন? এবং কোন্ বংশেই বা ইঁহার উৎপত্তি? তাহার ধর্ম্মপরিত্যাগ কিরূপ? তাহাও বলুন, ব্যাস কহিলেন, পূর্ব্বকালে ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব নামে মনু উৎপন্ন হন, তাহার দুই পুত্র, তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রিয়ব্রত, কনিষ্ঠ উত্তানপাদ। উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব, ত্রৈলোক্য-মধ্যে ধ্রুবের কীর্ত্তি অতি আশ্চর্য্য, সুনীতিগর্ভসম্ভূত এই ধ্রুব পঞ্চ বর্ষ বয়সে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনারূপ তপস্যা করিয়া স্বচক্ষে তাঁহাকে অবলোকনপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হন এবং সর্ব্বোপরি সুবিখ্যাত বিমল পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার ঔরসে ভূমি নাম্নী তদীয় পত্নীর গর্ভে বৎসরের উৎপত্তি, বৎসরের পুত্র পুষ্পার্ণ, পুষ্পার্ণের মাতার নামও সুনীতি। প্রভার গর্ভে পুষ্পার্ণের ঔরসে ব্যুষ্ট নামে পুত্র উৎপন্ন হয়, ব্যুষ্টের ঔরসে পুষ্করিণীর গর্ভে সর্ব্বতেজার উৎপত্তি. আকৃতির গর্ভে সর্ব্বতেজার মনু নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। মনুর পুত্র উলূক, উলূকের গর্ভধারিণী নড়্‌লা; উলূকের পুত্র অঙ্গ; অঙ্গের মাতার নামও পুষ্করিণী, অঙ্গের পুত্র বেণ। সুনীথার গর্ভে বেণের উৎপত্তি। সেই অধর্ম্মশালী বেণ রাজার চরিত্র শ্রবণ কর। সুনীথা সুন্দরী মৃত্যুর কন্যা এবং অঙ্গরাজের পত্নী। অঙ্গরাজা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া বেণ রাজাকে উৎপাদন করেন। বেণ উৎপন্ন হইলে নৃপশ্রেষ্ঠ অঙ্গ সুস্থচিত্ত হইয়াছিলেন। রাজকুমার বেণ সর্ব্বদা দর্পযুক্ত হইয়া সকল প্রাণীদিগকে স্বভাবতঃ প্রাণপীড়া প্রদান করিত এবং গৃহে গৃহে গৃহস্থদিগের বালকদিগকে বেগে আকর্ষণ করিয়া রজ্জু দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক অগাধ জলে নিক্ষেপ করিত; ইত্যাদি দুঃখপ্রদ বিবিধ কর্ম্ম নিত্য অনুষ্ঠান করিত। প্রজা সকল পুত্রশোকাদিতে সন্তপ্ত হইয়া রাজাকে এই সকল কথা বলিয়া দিল। সেই পুত্রের জন্য অনুতপ্ত হইয়া রাজা অঙ্গ বনগামী হইলেন। রাজ্য অরাজক হইল, তখন মুনিগণ ধর্ম্মবুদ্ধিবিবর্জ্জিত অত্যুগ্র বেণকে রাজ্যে স্থাপন করিলেন। স্বভাবপীড়ক বেণ রাজা সিংহাসন প্রাপ্ত হওয়াতে বর্ণ, আশ্রম এবং বংশোচিত ধর্ম্ম নিবারণ্ করিতে লাগিল। হে দ্বিজগণ! যাগ, দান বা হোম কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বেণ রাজা ভেরীনির্ঘোষ দ্বারা ধর্ম্মনিবারণের আজ্ঞা প্রচার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মলোপভয়ে নাস্তিকোত্তম রাজত্বের অযোগ্য বেণ রাজার নিকট গিয়া সভয়ে এই কথা বলিলেন, হে ধ্রুববংশসমুদ্ভূত মহাভাগ রাজন্ বেণ! আপনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাজা হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন কেন? সর্ব্ববর্ণ সর্ব্বাশ্রমদিগের ধর্ম্ম হইতে পরম বন্ধু আর কিছুই নাই। ধর্ম্মত্যাগ করিলে লোক অল্পায়ু হয়, ইহার অন্যথা হয় না। ধর্ম্মত্যাগী রাজার নিকট কেহ কখনই ভয় পায় না, রাজা ধর্ম্মত্যাগী হইলে প্রজারাও ধর্ম্মত্যাগ করে; জন সাধারণ ধর্ম্মত্যাগ করিলে যাহার ধন তাহার থাকে না, যাহার স্ত্রী তাহার থাকে না এবং যাহার গৃহ তাহার থাকে না। দেশে অধর্ম্মের রাজত্ব হইলে বা অরাজকতা হইলে বড়ই ভয়ের বিষয় হয়। যে দেশে

বিষ্ণুপূজা হয় না সে দেশ অরাজক। অরাজক দেশে পরপুরুষ পরস্ত্রীর সহিত বলপূর্ব্বক সংসর্গ করে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ায় উপগত হয় এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীর প্রতি আসক্ত হয়, এইরূপে কুলে সঙ্কর দোষ হয়। সঙ্কর দোষ সঙ্করকারী কুলঘাতীদিগের এবং যে বংশে সঙ্কর হয়, সেই বংশের নরকের হেতু হুষ্ট রাজ্যে ধর্ম্মের অধঃপাত হয়। বেণ বলিল, শুনিলাম, সঙ্করদোষ নরকের হেতু, ইহা নিশ্চয়। অতএব আমি সর্ব্বতোভাবে সঙ্করদোষ প্রবর্ত্তিত করিব; দেখিব, সঙ্করদোষ হইতে কিরূপ অধর্ম্ম হয়? ব্যাস বলিলেন, রাজা এই কথা বলিয়া সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণগণ বিমনায়মান হইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। নাস্তিকশ্রেষ্ঠ বেণ বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণীর সঙ্গে ক্ষত্রিয়কে সঙ্গত করিয়া পুত্রোৎপাদন করিল এবং ক্ষত্রিয়-পত্নীর সহিত ব্রাহ্মণকে, ব্রাহ্মণ-পত্নীর সহিত বৈশ্যকে সংগত করিয়া পুত্রোৎপাদন করিতে লাগিল। এইরূপে অন্য জাতীয় পুরুষের সহিত অন্য জাতির স্ত্রীকে সঙ্গত করিয়া বর্ণসঙ্করকারক রাজা বিবিধ বর্ণসঙ্কর প্রজার উৎপত্তি করিল। সঙ্কীর্ণ জাতির সহিত অন্য সঙ্কীর্ণ জাতিকে সঙ্গত করিয়া, রাজা দৌরাত্ম্য পূর্ব্বক, অন্য সঙ্কর জাতির সৃষ্টি করিল। শূদ্রার গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে যে সন্তান-উৎপত্তি হইল, তাহার নাম করণ; বৈশ্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠের জন্ম। গন্ধবণিক, কাংস্য-বণিক, শাঙ্খবণিক ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জন্মে। উগ্রক্ষত্রিয় এবং রজপুত ক্ষত্রিয়-ঔরসে শূদ্রা ও বৈশ্যার গর্ভে যথাক্রমে উৎপন্ন হয়। কুম্ভকার এবং তন্তুবায় ক্ষত্রিয়পত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে উৎপন্ন। কর্ম্মকার এবং দাস শূদ্র-পত্নীর গর্ভে * ব্রাহ্মণের ঔরসে উৎপন্ন। বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়-পত্নীর গর্ভে মাগধ জাতি ও গোপ জাতির উৎপত্তি। শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ভে নাপিত ও মোদক জাতির জন্ম। ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রের কন্যার গর্ভে বারজীবি জাতির উৎপত্তি। হে মুনে! ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে সূতজাতির উৎপত্তি। মালাকার, তাম্বূলী এবং তৈলিকজাতি বৈশ্যের ঔরসে শূদ্র-কন্যার গর্ভে উৎপন্ন। হে জাবলে! এই বিংশতি প্রকার সঙ্করজাতির উৎপত্তি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এই উত্তম সঙ্কর। মধ্যম সঙ্কর জাতির কথা আমার নিকট শ্রবণ কর। করণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে তক্ষা ও রজক জাতির উৎপত্তি। স্বর্ণকার এবং সুবর্ণবণিক অম্বষ্ঠের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে উৎপন্ন; বৈশ্যার গর্ভে গোপের ঔরসে আভীর এবং তৈলকারক জাতির উৎপত্তি। ধীবর এবং শৌণ্ডিক গোপের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন। মালাকারের ঔরসে শূদ্রপত্নীর গর্ভে নট এবং শাবক জাতির উৎপত্তি। শেখরজাতি এবং জালিকজাতি মাগধের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন। এই সকল মধ্যম সঙ্করজাতি কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে অন্ত্যজ সঙ্করজাতির কথা শ্রবণ কর। হে মুনে! স্বর্ণকারের ঔরসে বৈদ্যপত্নীর গর্ভে গৃহীজাতির উৎপত্তি। কুড়বজাতি সুবর্ণবণিকের

---

* আমাদের মুদ্রিত মূল পুস্তকে 'শূদ্রাৎ তস্যাং' এই পাঠ আছে, ইহা সমাজবিরুদ্ধ।

ঔরসে বৈদ্যপত্নীর গর্ভে উৎপন্ন ; শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণপত্নীর গর্ভে চণ্ডাল জাতির উৎপত্তি। আভীরের ঔরসে গোপকন্যা রগর্ভে বড়ুরজাতির জন্ম। তক্ষজাতির ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে শিল্পবৃত্তা চর্ম্মকার জাতির উৎপত্তি, ষট্‌জীবিজাতি ষরপজাতির ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে উৎপন্ন। বৈশ্যার গর্ভে তৈলকার জাতির ঔরসে দোলাবাহী জাতির উৎপত্তি। মল্লজাতি ধীবরের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন ; ইত্যাদি অন্ত্যজ সঙ্করজাতি বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রমধর্ম্মের বহিষ্কৃত বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইত্যাদি ৩৬ ছত্রিশ জাতির কথা তোমার নিকট বলিলাম। এতন্মধ্যে বিংশতি জাতির পুরোহিত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, চারি বর্ণ হইতে উত্তম সঙ্করজাতির উৎপত্তি। অপর জাতির সংসর্গে উত্তম সঙ্কর জাতি হইতে যে সঙ্করজাতির উৎপত্তি, হে বিপ্র! তাহারা মধ্যম সঙ্করজাতি বলিয়া কথিত। অন্য প্রকার সঙ্কর চাণ্ডাল প্রভৃতি জাতি এবং প্রতিলোম সঙ্কর-সম্ভূতজাতি অধম। গরুড় শাকদ্বীপ হইতে যে দেবল ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন, তিনি পৃথিবীতলে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া বিখ্যাত। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ হইতে হোম-পূজা-পরায়ণ গণকজাতির উৎপত্তি। বেণ রাজার অঙ্গ হইতে ম্লেচ্ছ নামে পুত্র উৎপন্ন হইল। পুলিন্দ, পুক্কশ, খস, যবন, সৌহ্ম, কাম্বোজ, শবর এবং ক্বর ইত্যাদি বিবিধ পুত্রগণ বেণপুত্র ম্লেচ্ছের ঔরসে উৎপন্ন ; তাহারা সকলেই ম্লেচ্ছবিশেষ। ঋষিগণ অধর্ম্মকর্ম্মসম্ভূত এই সকল ম্লেচ্ছদিগকে অবলোকন করিয়া সেই দুরাত্মা বেণরাজকে নিহত করিবার জন্য তাহার সন্নিধানে সকলে গমন করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠগণ তথায় গিয়া ক্রোধাবেশে সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সম্মুখাগত সেই রাজাকে হুঙ্কার দ্বারা তৎক্ষণাৎ নিহত করিলেন। হুঙ্কার দ্বারা বিনষ্ট বেণরাজের পাণিযুগল মন্থন করিয়া আদি রাজা পৃথু ও তদীয় মহিষীর আবির্ভব সম্পাদন করিলেন। নারায়ণস্বরূপ পৃথু উৎপন্ন হইলে জগৎ স্বাস্থ্যলাভ করিল। পুনরায় ধর্ম্মপ্রবৃত্ত হইল ; দেবতা, গো, ব্রাহ্মণগণ অনুকূল বায়ুযোগে নদীস্রোতের ন্যায় যথা-নিয়মে চলিতে লাগিলেন। সকলেই পৃথুকে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পৃথু তাঁহাদিকে পূজা করিলে সেই মুনিপ্রধানগণ যথাস্থানে গমন করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

জাবালি কহিলেন, হে মুনে! তৎপরে সেই বিষ্ণুস্বরূপে অবতীর্ণ রাজা পৃথু কি করিয়াছিলেন? সঙ্করজাতিদিগেরই বা কি হইল! তাহা আমাকে বলুন। ব্যাস কহিলেন, হে বিপ্রবর! পৃথুরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের পালন করিতে থাকিয়াও চিত্তের শান্তি পাইলেন না, তখন দ্বিজগণকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে

দ্বিজগণ! আমি প্রজাগণকে পালন করিতেছি, তথাপি কেন আমার মনের এরূপ অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে এবং কেনই বা প্রজাগণ অন্নাভাবে কালগ্রাসে পড়িতেছে? ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, হে মহারাজ! তোমার পিতা বেণরাজ ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া ও লোকনিবারণ অগ্রাহ্য করিয়া সকল বর্ণেরই সঙ্কর করিয়াছিলেন। সেই অধর্ম্মসম্ভূত জাতিসঙ্করেরা ভূতলে অবস্থান করিতেছে, এই দুঃখেই তোমার আত্মা কলুষিত হইতেছে। পৃথিবীও তাহাদিগের বহন করিতে অসমর্থা হইয়া, তাহাদিগকে অন্ন প্রদান করিতেছেন না, তুমি আমাদিগকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সে সকলই বলিলাম। পৃথু কহিলেন, হে মহাশয়গণ! এই কেবল অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন সঙ্কর জাতিদিগের বিনাশসাধন বা রক্ষা এতদুভয় কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য হইতেছে? কিরূপ করিলেই বা এস্থলে মঙ্গল হইবে এবং বিধাতা কেন তাহাদিগকে সৃজন করিয়াছেন? কেমনেই বা তাহাদিগকে বিনাশ করিব, না করিলেও অন্য জীবগণ রক্ষা পায় না; কারণ আমার পৃথিবী অন্ন দিতেছেন না। হে বিপ্রগণ! এই বেণপাপসম্ভূত অশান্তিতে উচিত প্রতিবিধান কিরূপ কর্ত্তব্য? কেমনেই বা অন্য প্রাণীরা শান্তি পাইবে? তাহা আমাকে বলুন। ব্যাস কহিলেন, মুনিগণ পৃথুরাজের ঈদৃশ সদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি একমাত্র আমাদিগের প্রভু, আমরা সকলে আজি তোমার আজ্ঞাবহ, অতঃপর আপনিই সাঙ্কর্য্য নিবারণ করুন; নচেৎ রাজ্যবিপ্লব হইবে। জীবগণ বিভিন্ন জাতিতে উপগত হইয়া বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করিতেছে, তাহা আপনি সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করুন এবং যাহারা সঙ্কর হইয়াছে, তাহাদের বৃত্তিবিধান করুন আর তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া, তাহাদিগের জাতি ও অনুসরণীয় ধর্ম্মমার্গের নিরূপণ করিয়া দিউন। হে রাজন্! যাহারা আপনার নির্দ্দিষ্ট মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিবে, তাহাদিগকে দণ্ডবিধান করুন, হে ভূপাল! বর্ণসঙ্করদিগের প্রতি এরূপ নিয়মই উচিত বলিয়া জানিবেন। তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন না, কারণ বিধাতাই তাহাদিগকে বাড়াইয়াছেন; সুতরাং তাহারা বধানর্হ। ইহাই আমাদিগের অভিপ্রায়, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয়, তাহা করুন। ব্যাস কহিলেন, পরাক্রমশালী পৃথু দ্বিজগণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সমুদায় বর্ণসঙ্করদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে সঙ্করগণ! তোমাদিগের আকার কেন এরূপ বিকৃত, বদন মলিন, বসন ছিন্ন, দেহ দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়াছে? তাহা আমাকে শীঘ্র বল। সঙ্করগণ কহিলেন, হে পৃথো! আমরা সকলেই সুন্দর, বলিষ্ঠ এবং আমাদিগের বদন অতি বিমল, বসন অছিন্ন ও অবয়ব অতি সুগঠিত, তবে আপনি দৃষ্টিহীন হইয়াই আমাদিগের স্বরূপ দেখিতে পাইতেছেন না। আমরা বেণ হইতে উৎপন্ন ও বেণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত বলিয়াই আমাদিগকে বেণসদৃশ জানিবেন। তিনি রাজাদিগের প্রধান ছিলেন; সুতরাং ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারাও কোন অংশে আমাদিগের অপেক্ষা অধিক নহেন। ব্যাস

কহিলেন, সমবেত ব্রাহ্মণেরা সঙ্করদিগের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলেন এবং রাজা ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া সেই অপরাধীদিগকে বন্ধন করিলেন। তখন বন্ধনে পীড়িত ম্লানবদন, মলিনবসন সেই সঙ্করেরা, হে মহাবাহো! রক্ষা কর, রক্ষা কর, এই কথা বারংবার কহিল এবং কহিল, হে মহারাজ! এক্ষণে আমাদিগকে আপনার আজ্ঞাবহ বলিয়া জানিবেন। আমাদের বিকৃত রূপ দূর করিয়া সুন্দর রূপ বিধান করুন এবং হে ধার্ম্মিক! আমরা বেণের ন্যায় দুর্বুদ্ধি ও মূর্খ; আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া জাতিনির্ণয় ও বৃত্তিবিধান করুন। পৃথু কহিলেন, অহো! মহাভাগ! দ্বিজগণ! আপনারা ধর্ম্মের নিরূপণ করিয়া থাকেন, সুতরাং এক্ষণে ইহাদিগের যথাযোগ্য জাতি ও জীবিকার নিরূপণ করিয়া দিন। ব্যাস কহিলেন, ঋষিগণ মহাত্মা পৃথু কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তৎকালে বিনীত সেই সঙ্করদিগের জীবিকাদি-নির্দ্ধারণার্থ কহিলেন। ঋষিগণ কহিলেন, হে সঙ্করগণ! তোমরা ষট্‌ত্রিংশৎ প্রকার শূদ্রজাতি হইয়াছ, এক্ষণে তোমরা নিজ-শক্তি অনুসারে কে কোন্ কর্ম্ম করিবে, তাহা বল? তাহাতে তোমরা সকলে স্ব স্ব কর্ম্মানু-রূপ নামে খ্যাত হইবে। ব্যাস কহিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া সঙ্করগণ বলিতে আরম্ভ করিল, তন্মধ্যে প্রথমে করণ কহিল, হে মহামুনে! আমরা সকলে জাতিহীন ও বুদ্ধিশূন্য মূর্খ; আপনারা সর্ব্বজ্ঞ, কর্ত্তব্য বিষয় যাহা উচিত হয়, তাহা আপনারা করুন। ব্যাস কহিলেন, সেই মুনিগণ তাহাদিগের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লমুখে রাজাকে এই কথা বলিলেন, ইহাদিগের মধ্যে এই করণই শ্রীমান্ হউক এবং ইনি বিনয় ও আচার সমন্বিত হইয়া যেরূপ উত্তম বাক্য বলিয়াছেন, তাহাতে ইহাকে নীতিজ্ঞ বলিয়া প্রতীতি হওয়ায় ইনি রাজকার্য্যই করুন এবং ব্রাহ্মণ ও দেবতায় ইহাঁর ভক্তি থাকুক, ইনিই সংসারে সচ্ছূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেন। কারণ ব্রাহ্মণে ভক্তি, দেবতার আরাধনায় বুদ্ধি ও মাৎসর্য্যবিহীন উত্তম স্বভাব, ইহাই সচ্ছূদ্রের পরিচায়ক জানিবেন। ব্যাস কহিলেন, ব্রাহ্মণেরা এই কথা বলিলে পর, করণ নামক সঙ্কর তাঁহাদিগের চরণে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিল। ব্রাহ্ম-ণেরাও তাহাকে এই কথা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, হে বৎস! তুমি এই সংসারে রাজকার্য্যে অভিজ্ঞ ও লিপিকর্ম্মে পটু হইয়া অবস্থান কর; ব্রাহ্মণে তোমার ভক্তি থাকুক, মাৎসর্য্য পরিত্যাগ কর, সর্ব্বদা স্বচ্ছন্দচিত্তে কুশলে কালাতিপাত কর, তোমার বংশ অবিলুপ্ত হউক। ব্যাস কহিলেন, তখন ব্রাহ্মণদিগের তাদৃশ আশীর্ব্বাক্যে করণের রূপ অতি সুন্দর হইল এবং ব্রাহ্মণেরা রাজাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, এই ব্যক্তি 'অপর এক সঙ্কর পূর্ব্বে বেণরাজের বশ্য ছিল, বৈশ্যাতে উপগত হইয়া অন্য এক সঙ্করের উৎপাদন করিয়াছে। হে মহারাজ! এই জন্য ইহার অম্বষ্ঠ নাম হইয়াছে। আমরা এই ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন অম্বষ্ঠের সংস্কার করিব, যাহাতে সংস্কৃত হইয়া পুনরুৎপন্নের ন্যায় হউক। ব্যাস কহিলেন, হে দ্বিজবর! কৃপালু

ব্রাহ্মণেরা এই কথা বলিয়া, স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করিলেন ও তাঁহাদের অনুগ্রহে সেই বৈদ্যকে বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ প্রদান করিলেন, তাহাতে অম্বষ্ঠ নিষ্পাপ হইয়া সংসারে প্রতিপত্তি লাভ করিল ও সুন্দর রূপ ধারণপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করত তদীয় আজ্ঞা শিরোধারণ করিয়া অবস্থান করিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা তাহাকে কহিলেন, হে সঙ্করশ্রেষ্ঠ! আমরা যে সকল শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি, তাহা তোমাকে প্রদান করিতেছি, তুমি কদাচ প্রমত্ত হইও না এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে নিপুণ হইয়া সংসারে কুশলে অবস্থান কর ও শূদ্রদিগের ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বৈদিক কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিবে। ব্যাস কহিলেন, হে অম্বষ্ঠ! ব্রাহ্মণেরা তোমাকে যে আয়ুর্ব্বেদ প্রদান করিলেন, তুমি তাহাতেই আসক্ত থাকিবে; অন্য পুরাণাদি পাঠ করিও না, কারণ আয়ুর্ব্বেদাতিরিক্ত বাক্য তোমাদের উপযুক্ত নহে, বৈদ্যাচারে ঔষধাদি নিষ্পাদন করিয়া সকলকে প্রদান করিও, তদীয় জাতির বংশানুক্রমে এই বৃত্তিই নির্দ্ধারিত রহিল। কারণ জাতিভেদ বিরহিত শুক্ররূপী পুরুষ যোনিসম্বন্ধে উৎপন্ন হইয়া জননী অনুসারে সঙ্কর হইয়া থাকে। ব্যাসাদি দ্বিজগণ কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া অম্বষ্ঠ তাহাই করিতে লাগিলেন। অশ্বিনীকুমারেরাও রাজার নিকট সম্মান পাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং তখন ব্রাহ্মণেরা পুনরায় পৃথুরাজকে কহিলেন, হে মহামতে! অপর এই বলবান্ সাহসী সঙ্কর উগ্র নামে খ্যাত সঙ্করের ক্ষত্রিয়ের ন্যায় যুদ্ধে কুশলতা থাকায় সংসারে মাগধ নামে খ্যাত হউন। মাগধ কহিলেন, হে দ্বিজগণ! আপনাদের চরণে প্রণাম করিতেছি, যুদ্ধকে আমার বৃত্তি করিবেন না, কারণ আমি তাহা সম্যক্ অবগত নহি। তদ্ভিন্ন রাজকার্য্যই জ্ঞাত আছি, সুতরাং আপনারা আমাকে রাজসন্নিধানে থাকিতে দিউন, যুদ্ধ ভিন্ন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মই আমার জাতির জীবিকারূপে নির্দ্দিষ্টা থাকুক। ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, হে মহামতে! তুমি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় বর্ণেরই সদ্গুণ বর্ণন করিয়া স্তুতিপাঠক বন্দী হও এবং সঙ্করশ্রেষ্ঠ! তুমি ক্ষত্রিয় বেদে অধিকারী হইয়া তাঁহাদের উভয়েরই লিপিপত্রের বহন করিবে, ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তোমার এইরূপ বৃত্তিই বিধান করিলেন। রাজগণ তদীয় বিশুদ্ধজাতিকে রক্ষা করিবেন, তুমি আমাদিগের এই সবাক্য লঙ্ঘন না করিয়া সুখে অবস্থান কর, তোমার বংশাবলীও এইরূপে থাকুক। ব্যাস কহিলেন, মাগধ এইরূপ কথিত হইয়া সুস্থির থাকিলেন। ব্রাহ্মণেরাও অন্য সঙ্কর-দিগের বৃত্তি নিরূপণ করিতে লাগিলেন। তন্তুবায় জাতিতে বস্ত্র সৃজন, বণিকে গন্ধবিক্রয়, নাপিতে ক্ষৌরকর্ম্ম, গোপজাতিতে লিখন ও কর্ম্মকারে লৌহকর্ম্ম জীবিকারূপে নির্দ্দেশ করিলেন। তৈলিজাতির প্রতি গুবাক বিক্রয় আদেশ করিলেন; তাম্বুলিজাতিতে তাম্বুল-বিক্রয়, কুম্ভকারে মৃত্তিকার শিল্প এবং তাম্র ও কাংস্যাদি কার্য্যে কাংসকার অর্থাৎ কাঁসারিকে নির্দ্দেশ করিলেন। শাঙ্খিক অর্থাৎ শাঁকারিকে শঙ্খভূষা, দাসে কৃষিকার্য্য, সূতে তড়িত কর্ম্ম, মোদকে গুড়কর্ম্ম, এবং মালাকারের প্রতি দেবপূজায় পুষ্পাহরণরূপ

বৃত্তি বিধান করিলেন। স্বর্ণকারে স্বর্ণ-রূপ্যাদির অলঙ্কার গঠন এবং কলিক নামক বণিক্‌দের সেই সকল ভূষণের যাথার্থ্য পরীক্ষারূপ বৃত্তি দিলেন। এইরূপে সঙ্করদিগের জাতিভেদে বিভিন্ন বৃত্তি বিধান করিলেন। তাহাতেই তাহারা সুরূপ ও সুবুদ্ধি হইল এবং ব্রাহ্মণদিগের জাতিবর্গও স্ব স্ব উচিত বৃত্তি আশ্রয় করিয়া পৃথুরাজের আজ্ঞানুসারে ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সঙ্করধর্ম্ম নিযুক্ত হইল এবং জ্যোতিঃ-শাস্ত্র সমুদায় গণকহস্তে প্রদত্ত হইল ও গ্রহবিপ্রদিগের প্রতি গ্রহগণের পূজা ও হোম বৃত্তিরূপে নির্দ্দিষ্ট রহিল। এইরূপে সঙ্করদিগের বৃত্তি সকল নির্দ্ধারিত হইলে তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহাশয়গণ! কোন্ ব্রাহ্মণ আমাদিগের স্মার্ত্ত বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপ করাইবেন? কিরূপেই বা আমাদের ঐ সকল নিষ্পন্ন হইবে? ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, শ্রোত্রিয় আমরা সকলে উত্তমজাতির পুরোহিত হইলাম; ব্রাহ্মণ অন্য জাতির পৌরোহিত্য করিলে পতিত হয় এবং ভোজন প্রভৃতি গুরুতর সংসর্গ করিলে সেই জাতির তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্যাস কহিলেন, অনন্যশাসন ব্রাহ্মণেরা এইরূপে সঙ্করদিগকে স্থাপন করিলে তাহারা ব্রাহ্মণপ্রদর্শিত পথেরই অনুসরণ করিতে লাগিল। তাহাতে রাজা পৃথুও মনের শান্তি লাভ করিয়া বিপ্রগণের পূজা করিলে ব্রাহ্মণে পূজিত হইয়া আনন্দে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে বিপ্র! রাজা পৃথু বৎস ও দোহক নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া যেরূপে শস্যহীন ধরা হইতে শস্যাদি দোহন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে সকলেই ধান্যাদি সকল বস্তুই লাভ করিয়াছিলেন, যাহা তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই সকলই তোমাকে বলিলাম। এই সঙ্করদিগের উপাখ্যান ও পৃথুরাজের নির্ম্মল কীর্ত্তি, যে ব্যক্তি শ্রবণ বা পাঠ করে, তাহার অশেষ পুণ্য হয়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন, জাবালে! দ্বাপরযুগে আমি বেদ-বিভাগ করি, তদবধি ব্রাহ্মণেরা এক-বেদী দ্বিবেদী প্রভৃতি ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। শাস্ত্র এই রূপ ভেদ প্রাপ্ত হইলে প্রজাগণের ক্রিয়ার আধিক্য এবং তপোদানে প্রবৃত্তি হইল। তখন প্রজাসমূহ রজোগুণপ্রধান। ক্রমে মানবেরা অল্পায়ু, অধার্ম্মিক, মন্দভাগ্য, উপদ্রবগ্রস্ত, বেদাচার-বিবর্জ্জিত এবং হিংসা-শীল হইল। পৃথিবী এতাদৃশ প্রজামণ্ডলের ভারে পীড়িতা হইলেন। ভগবান্ অচ্যুত বিষ্ণু, সেই ভার হরণের জন্য, দেবকীর অষ্টম গর্ভে চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শোভিত হইয়া অবতীর্ণ হন। তিনি এই অবতারে বাসুদেব নামে বিখ্যাত। সঙ্কর্ষণ তাঁহার

সহচর অবতার। ভূভারক্ষয়কারণ হরি, বাসুদেব এবং সঙ্কর্ষণ এই দুই ভাগে অবতীর্ণ হন। এই দুই ভাগে পূর্ণ ব্রহ্মের অর্দ্ধ। ব্রহ্মের অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ এই দুই ভাগে কলিযুগে অবতীর্ণ হন। পূর্ণ ব্রহ্মের এই চতুর্ব্যূহ অবতার। তন্মধ্যে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ সংকর্ষণ সমভিব্যাহারে কলিযুগে, দ্বিভুজ মূর্ত্তিতে নন্দালয়ে বিরাজ করিয়াছিলেন। অগ্রে পূতনাদিবধ করিয়া পরে তিনি কংস বধ করেন। সর্ব্বশেষে নিজ যদুকুল সংহার করিয়া ভূভার হরণ করেন, সেই দেবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরক্ষক ভগবান্ হরি, অধর্ম্ম-বুদ্ধিসময়ে অবতীর্ণ হন। হে ব্রহ্মন্! এই তোমাকে জিজ্ঞাসিত বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? জাবালি কহিলেন, হে মহাপ্রভো! কিরূপ দান করিলে শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টি হয়? তাহা আমাকে বলুন। কৃষ্ণতুষ্টিকর দানে দাতা কিরূপ? দান পাত্রই বা কিরূপ? ব্যাস বলিলেন, স্বর্ণদান পরম দান, স্বর্ণ দক্ষিণা পরম দক্ষিণা। সুবর্ণ হস্তে ধারণ করা কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে। সুবর্ণ পরম পবিত্র বস্তু, সুবর্ণধারণ পরম স্বস্ত্যয়নস্বরূপ; শত পাপ করিয়াও ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান করিলে, পূর্ব্বতন দশ পুরুষকে, অধস্তন দশ পুরুষকে এবং আপনাকে উদ্ধার করে। যে ব্যক্তি, ব্রাহ্মণকে স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বর্ণদান করে, তাহার দেবত্বলাভ হয়, সে ব্যক্তি দেবগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে সক্ষম হয়। হে দ্বিজোত্তম! সুবর্ণের দেবতা বহ্নি। সুবর্ণ দান করিলে, সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়, ইহার অন্যথা নাই। সুবর্ণ নষ্ট হইলে পাপ হয়, অতএব সুবর্ণদান করা বড়ই মঙ্গলজনক। গোদানও পরম দান, প্রদত্তা গাভী, দাতাকে উদ্ধার করিয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বকালে ভগবান্ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা, স্বীয় শক্তিপ্রভাবে লোকসৃষ্টি করিয়া সর্ব্বভূতের প্রীতির জন্য গো-সৃষ্টি করেন। আমি গো-জাতির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, এক মনে শ্রবণ কর। গৌর-কপিলা, গৌরপিঙ্গলা, কৃষ্ণকপিলা, নীলপিঙ্গলা, শুক্লপিঙ্গাক্ষী, শুক্লপিঙ্গলা, চিত্রপিঙ্গাক্ষী, রক্ত-রোহিণী, রক্তপিঙ্গাক্ষী এবং রক্তপিঙ্গলা এক এক করিয়া এই দশবিধ কপিলা গো জাতি। এতাদৃশ বৃষকপিল বৃষ। কপিল বৃষ দ্বারা লাঙ্গলাদি বহান ব্রাহ্মণের পক্ষে কেবল নিষিদ্ধ নহে। অন্য বর্ণ কদাচ এ কাজ করিবে না। বস্ত্রালঙ্কারভূষিত সবৎসা ধেনু দান করিলে, প্রদত্ত ধেনুর গাত্রে যত রোম থাকে, তত বৎসর স্বর্গলোকে সসম্মানে বাস করা বটে। যে ব্যক্তি, অন্য কাহারও নিকট গোদান গ্রহণ করিয়া সেই গোকে বিশুদ্ধ চিত্তে অপরকে প্রদান করেন, তিনি দুর্লভ স্থান প্রাপ্ত হইয়া অমরগণের সহিত আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। ত্রিলোকে অন্নদান অপেক্ষা পরম দান আর কিছুই নাই। ক্ষুধিত ব্যক্তি মাত্রেই অন্নদানের পাত্র, ক্ষুধিত ব্যক্তিকে অন্নদান করা মহাফলজনক। অন্নদাতা এবং সত্যবাদী উভয়েরই স্থান তুল্য বলিয়া বিবেচিত আছে। অন্ন, প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ, অতএব অন্নদান প্রাণদানের তুল্য। অন্ন-ভিক্ষুক আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাহাকে অন্নদান না করিয়া যাহারা ভোজন করে, তাহাদিগকে মরণের পর অনন্ত কাল

কুক্কুরী-বিষ্ঠা ভোজন করিতে হয়। অন্নদান, হরিনাম, গঙ্গাস্নান, গায়ত্রীজপ এবং অনায়াসে ধনোপার্জ্জন, যাহাদের নাই, তাহারা জীবন্মৃত। কেবল আপনার ভোজনের জন্য অন্নপাক যে করে, তাহার অন্ন-ভোজন করা, কৃমি ভোজনের সদৃশ। অতএব মানব, কিঞ্চিৎমাত্রও পরের জন্য পাক করিবে। ধর্ম্মবেত্তাগণ নিশ্চয় করিয়াছেন, ভূমিদান পরম দান। ভূমিদাতা, ষষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গবাস করেন। ভূমিদান না করায় যে ব্যক্তি অনুমোদন করে, তাহার তত বৎসরই নরকভোগ হয়। ভূমিদান, জগতে সকলের পক্ষেই অতিদান। ভূমি অক্ষয়া এবং অচলা, ভূমি সর্ব্বকামপ্রদায়িনী, ভূমিদাতা স্বর্গারোহণ করিয়া অনন্তকাল তথায় ক্রীড়া করে। তৎপরে পুনরায় জন্মলাভ করিয়া রাজা হইয়া থাকে। পৃথিবীর একটী নাম প্রিয়দত্তা, সেই নাম নিত্য এবং সকলের পূজনীয়। ভূমিদান করিবার সময়ে প্রীতিপূর্ব্বক সেই নাম সকলের কীর্ত্তনীয়। হে মহাপ্রাজ্ঞ! যে ব্যক্তি পৃথিবী দান করে, তাহার স্বর্ণ, রাজত, মণি, মুক্তা এই সকল বস্তুই দান করা হয়। তপস্যা, যজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞান, সৎস্বভাব, অলোভ, সত্যবাদিতা, গুরুপূজা, দেবপূজা এই সমস্তই ভূমিদাতা ব্যক্তির অনুগামী হয়। হে ভূদেব! ভূমি, স্বামীর মঙ্গলদায়িনী হইয়া থাকে। যে মানব বিশুদ্ধ ফল-শস্যশালিনী ভূমি দান করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন। ভূমিদাতা এবং ভূমিগ্রহীতা উভয়েই স্বর্গগামী হন। যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে ভূমিদান করে না, তাঁহার ভূমিলাভ এবং যে ব্যক্তি অন্নদান করে না, তাঁহার অন্নলাভ হয় না। বস্ত্রাদিদান না করিলেও তাহার বস্ত্রাদি লাভ হয় না। দেবগণ দানের প্রশংসা করেন, দান দুর্গতিনাশক। দান দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়, দান দ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। দরিদ্র এবং ধনী উভয়েই ব্রাহ্মণকে দান করিবে। দরিদ্রের অল্প দান এবং ধনীর প্রচুর দান উভয়ই সমান। যে ব্যক্তি দান করে না, কিন্তু পরদ্রব্য-গ্রহণেচ্ছায় ইতস্ততঃ গমন করে, সে ব্যক্তি জন্মান্তরে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হইয়া চীৎকার করত ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। ব্রাহ্মণ দানের পাত্র, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দানের পাত্র আর কোথাও নাই। হে ব্রহ্মন্! তুমি যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সে দানের কথা এই বলিলাম; এক্ষণে অন্য তোমার শ্রোতব্য বিষয় কি আছে? তাহা বল, আমি উত্তর করিতেছি।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

জাবালি বলিলেন, কলিকালে জগৎপতি বিষ্ণু, যেরূপে পৃথিবীতলে বিহার করিয়াছেন, হে মহাভাগ! তাহা এবং সর্ব্বপ্রকার কলিধর্ম্ম আমাকে বলুন। সূত বলিলেন,

হে দ্বিজগণ! জাবালি মুনি বেদব্যাসকে এই কথা বলিলে, বেদব্যাস, পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, পূর্ব্বকালে শত্রুঘ্ন নামক গৌর-শরীর, বিষ্ণু-অংশ মধুনামক অসুরকে বধ করিয়া মথুরাপুরী নির্ম্মাণ করেন। সেই মথুরায় উগ্রসেন নামক পরমধার্ম্মিক এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহামনা দেবক। দেবকের রূপবতী সুলোচনা সপ্ত কন্যা। দেবক শূরসেনপুত্র বসুদেবকে এই সপ্ত কন্যা ক্রমে ক্রমে হৃষ্টান্তঃকরণে প্রদান করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠা মূর্দ্ধা নাম্নী দেবক-নন্দিনী বিবিধ কুতূহল-সহকারে বসুদেবের হস্তে সমর্পিত হন। বসুদেব, দেবকীকে বিবাহ করিয়া, আনন্দসহকারে সুবর্ণরথে আরোহণপূর্ব্বক নিজগৃহে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গমনকালে ভেরী, মৃদঙ্গ, পণব, ঢক্কা এবং দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল। ঘণ্টারব, কাংস্য-তালাদির শব্দ এবং মঙ্গলধ্বনি উচ্চারিত হইতে লাগিল। নৃত্য গীত উৎসবে দিঙ্মণ্ডল আনন্দমগ্ন হইল। ধ্বজ-পতাকা-মণ্ডিত সুবর্ণরথ-সমূহ, হস্তী-অশ্ব-পদাতি-বৃন্দ এবং বিমলকান্তি সুকুমারী দাসী-সমূহ বসুদেবের অনুবর্ত্তী হইল। উগ্রসেন-তনয় কংস, বসুদেবে রথে প্রীতি-সারথ্য করিতেছিলেন। পরমনিন্দিত কংস, যত্নসহকারে পথে গমন করিতে করিতে, সর্ব্বজনসমক্ষে আকাশবাণী (দৈববাণী) শ্রবণ করিলেন। "হে মূঢ়বুদ্ধে কংস! তুমি কিছুই অবগত নহ; যে ভগিনীর রথে সারথ্য করিতেছ, ইহাঁরই অষ্টম পুত্র, তোমাকে নিহত করিবে।" এই আকাশবাণী শ্রবণে কংস, অত্যন্ত দুর্ম্মনায়মান হইয়া, তৎক্ষণাৎ দুর্ব্বুদ্ধি-আবেশে ভগিনীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। কংস, তখন দন্তে অধর দংশন করত, অসি নিষ্কাশিত করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং দেবকীকে নিহত করিবার জন্য তাঁহার কেশমুষ্টি হস্তে ধারণ করিলেন। তখন হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল, উৎসাহভঙ্গ হইল; কিন্তু কংসের ভয়ে কেহই তাঁহাকে নিষেধ করিতে পারিল না। হে দ্বিজোত্তম! মহামনা বসুদেব, কংসের হস্তে দেবকীর আসন্ন-বিপদ্ অবলোকন করিয়া, সবিনয়ে কংসকে বলিতে লাগিলেন, হে শাস্ত্র-ধর্ম্মার্থ-ভূষণ! মহাভাগ কংস! ভগিনীহত্যারূপ এই গর্হিত কর্ম্ম আপনার কদাচ উপযুক্ত নহে। ইনি আপনার অনুজা, অতএব প্রতিপাল্যা। ইহাঁকে বধ করা রূপ অধর্ম্ম, আপনাকে আশ্রয় করিতে যোগ্য নহে। বিশেষতঃ, এই সুকুমারমতি বালিকার কিছুমাত্র দোষ নাই। হে কংস! ইনি কি দোষাদোষবিচার কিছুমাত্র জানেন? দেখুন, ইহাঁর নির্ম্মল মুখমণ্ডল, পরিম্লান হইয়া, আপনার হস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছে। যুদ্ধে আপনার শৌর্য্য বিখ্যাত, অবলা বধ করিয়া আপনার শৌর্য্য প্রকাশ কি হইবে? ইহাঁর গর্ভোদ্ভব যে পুত্র, আপনাকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম হইবে, তাহার সহিত যুদ্ধ হইলেই আপনার অশুভ হইবার সম্ভব। (তাহাতে ভগিনীর অপরাধ কি?) আর আকাশবাণীর বিষয়ও আপনার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

জন্মান্তরেই বা এইরূপ হইবে। দেবকী হইতে,আপনার অহিত এজন্মে নহে, পুনর্জ্জন্মেই বা হইবে। যদি জন্মান্তরে, দেবকী আপনার শত্রুকে প্রসব করেন, তবে হে প্রভো! এখন ইহাঁকে বধ করিয়া কি ফল আছে? অথবা ধরিলাম, এই জন্মেই ইনি আপনার শত্রুকে প্রসব করিবেন; ইহা ত দৈববাণী, দৈববাণী সত্যই হইবে, আপনি তাহা অন্যথা করিবেন কিরূপে? জন্মিলেই মৃত্যু আছে, সকলেরই এই নিয়ম-ব্যতিচার নাই, আপনারও (এক দিন না এক দিন) মৃত্যু হইবে। তবে দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া এমন ঘোরতর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কেন? একমাত্র প্রভু হরিই শত্রু, মিত্র, গুরু এবং বন্ধু। একমাত্র তাঁহারই শরণাপন্ন হউন। মিথ্যা অনুধাবন কেন করিতেছেন? হে মহামতে! জিঘাংসা এবং ইহাঁর কেশপাশ পরিত্যাগ করুন। বরং ইহাঁর গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইবামাত্রঃ আপনাকে সমস্তই অর্পণ করিব। ব্যাস বলিলেন, বসুদেবের স্বভাব-বেত্তা কংস, বসুদেবের এই কথা শুনিয়া সকল লোককে সাক্ষী করিয়া দেবকীবধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সকলে তৎকালোচিত যথাযথ মঙ্গলকার্য্য করিলেন। বসুদেবও দেবকীর সহিত গৃহে গমন করিলেন, পরে কিয়ৎকাল গত হইলে দেবকী এক পুত্র-সন্তান প্রসব করেন। অনন্তর মহাভাগ বসুদেব সেই পুত্রকে কংসের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাহাতে কংস বসুদেবের সত্যপালন-দর্শনে বড়ই বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন, বসুদেব! পুত্রকে লইয়া গমন করুন গমন করুন, এই পুত্র হইতে আমার ভয় নাই। আপনাদিগের অষ্টম পুত্র হইতে আমার মৃত্যু নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কংসের এই বাক্য শুনিয়া বসুদেব গমন করিতে উদ্যত হইলে, নারদ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কংসকে বলিলেন, অহে রাজনন্দন কংস! এইরূপ বিবেচনা তোমার উপযুক্ত নহে। বসুদেবের পুত্রকে পরিত্যাগ করা তোমার কোন মতে উচিত নহে। বসুদেবের যত পুত্র হইবে, সকলকেই শত্রুর ন্যায় নিহত করিবে। বসুদেবের অষ্টম পুত্র এইরূপে নিঃসহায় হইলে তোমাকে মারিতে পারিবে না। ব্যাস বলিলেন, দেবর্ষি নারদ এইরূপ বলিয়া প্রস্থান করিলে, উগ্রসেন-তনয় কংস তাহা স্বীকার করিলেন এবং বসুদেব-নন্দনকে সহর্ষে নিহত করিলেন। অতি দুরাত্মা কংস, বসুদেবের ছয়টী পুত্রকে এইরূপে নিহত করিলে, পরমপুরুষ বিষ্ণু বসুদেবের সপ্তম পুত্রের রক্ষার নিমিত্ত কামরূপে অসুরনাশিনী দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন। হে নব-নীল-জলধর-রুচিরকান্তি দেবি! আপনার চরণযুগলে সুবর্ণময় উজ্জ্বল সুচারু নূপুরধ্বনি হইতেছে, চন্দ্র আপনার পদাঙ্গুলিনখরচ্ছলে আসিয়া আপনার সেবা করিতেছেন, হে বিজয়দায়িনি! আপনাকে প্রণাম করিতেছি; হে দক্ষকন্যে! দীর্ঘতর সর্প দ্বারা বিশেষরূপে বদ্ধ বিশাল-শার্দ্দূলচর্ম্ম আপনার পরিধান, ঘনজাল-নীল সুরুচির আলুলায়িত কেশপাশ আপনার জঘন দেশে নিপতিত হইয়া মহতী শোভা-সম্পাদন করিতেছে, আপনাকে স্মরণ করিতেছি। হে অমলে! আপনি

চতুর্ভুজা, খড়্গামুণ্ড * আপনার দুই হস্তে, আর এক হস্তে নর-কপাল উদীয়মান শশধরের ন্যায় শোভাসম্পন্ন; দৈত্য দানবাদি সুরারিগণের পক্ষে আপনার রূপ অতীব দুর্দ্ধর্ষ; হে বিজয়দায়িনি! আপনাকে স্মরণ করিতেছি। হে দৈত্যঘাতিনি! আপনি দেবতা ও ভক্তমানবাদির প্রতি উজ্জ্বল ত্রিনয়নের কৃপাবিলোকনরূপ অমৃতবৃষ্টি করিয়া থাকেন, আপনার নির্ম্মল-নভোমণ্ডল-প্রতিম স্বচ্ছ সুপ্রসন্ন ললাটদেশে চন্দ্রকলা-রূপ তিলক বিরাজমান, আপনাকে স্মরণ করিতেছি। আপনার উন্নত কিরীটরূপ † কমনীয় পতাকা-সুশোভিত, আপনি সুধাকর-শেখরের সতত কণ্ঠরত্ন; হে সর্ব্বপূজিতে! আপনার প্রভা অত্যুজ্জ্বল কোটিসূর্য্যের প্রভা অপেক্ষাও অধিক; হে বিজয়দায়িনি! আপনাকে স্মরণ করিতেছি। হে নিসর্গ-সুন্দরে! আপনি এইরূপ সুচারুরূপসম্পন্না এবং ভক্তের চিন্তানুরূপ রূপধারণে সমর্থা, হে জ্ঞান-স্বরূপিণি! প্রভো! আপনি নয়নাদির অধি-ষ্ঠাত্রী, কিন্তু চক্ষুরাদি-বিবর্জ্জিতা, আপনাকে স্মরণ করিতেছি। আপনি নারায়ণী আপ-নার পাদযুগল, হরিহর বিরিঞ্চি-বন্দিত; আপনি কালী, জয়া, বিজয়দায়িনী এবং জগদম্বা; আপনি দুর্গা, অভয়া, ভগবতী, গিরিজা, ভবানী এবং বৈষ্ণবী, হে নিখিল-দেবময়ি! প্রসন্ন হউন। হে লিঙ্গবিহীনে! নারায়ণ, অচ্যুত, জনার্দ্দন, পদ্মনাভ, দৈত্যারি, বিষ্ণু, ভগবান্ এবং কমলাসন, এই সকল নামই আপনার, শব্দ ও লিঙ্গভেদমাত্র। আপনি, কালকেতু ব্যাধকে বরদান করিয়াছেন, আপনি ছলে সুবর্ণগোধিকামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, আপনিই শুভা মঙ্গল চণ্ডিকা, আপনি মাতঙ্গ ভোজন ও উদ্গারণ করত 'কমলে কামিনী' রূপে শ্রীমন্ত সদাগর ও তৎপিতাকে শ্রীশালবাহন রাজার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ব্যাস বলিলেন, প্রভু বিষ্ণু, এইরূপ স্তব করিলে কল্যাণদায়িনী দেবী কালী শ্রীহরিকে দেখা দিলেন। ভগবতী বলিলেন, হে দেব! আমাকে স্তব করিতেছেন কেন? কি কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, বলুন? অন্যথা করিবেন না; আমি তাহা সম্পাদন করিব। ভগবান্ বলিলেন, হে ভুবনেশ্বরি! আমি ভূভার-হরণের জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইব, তদ্বিষয়ে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি। ভগবতী বলিলেন, ভগবন্! হরে! তুমি দেবকীর অষ্টমগর্ভে প্রবিষ্ট হও। আমি গোকুলে যশোদা গোপিনীর গর্ভে আবির্ভূত হইব। তুমি গোকুলে নন্দের সাধ পূর্ণ করিবে, আমি মথুরায় আসিয়া তোমার শত্রু কংসকে ছলিত করিব। হে হরে! আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে, দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া গোকুলে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিব। যখন যখন তুমি আমাকে স্মরণ করিবে, তখন তখনই এইরূপে তোমার কার্য্য সম্পাদন করিব। ব্রহ্মার সৃষ্টিতে পাপনাশিনী ভবদীয় নিত্যকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত

---

* 'হস্তৈশ্চতুর্ভির্দধতে ধৃতখড়্গমুণ্ডৈঃ।' মূলে এই পাঠ হইবে।

† 'উদ্যৎকিরীটকমনীয়ধ্বজং' মূলের পাঠ এইরূপ হইবে।

থাকিবে। ব্যাস বলিলেন, এই কথা বলিয়া ভগবতী সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন। অনন্তর ভগবতী, দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীতে প্রবিষ্ট করিলেন। জনরব হইল, দেবকীর গর্ভস্রাব হইয়াছে। এদিকে রোহিণী, নন্দালয়ে গর্ভবতী হইলেন। লোকমনোরম বলভদ্র নন্দালয়ে জন্মগ্রহণ করিলে পুরুষোত্তম কেশব দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। জগদীশ্বর বিষ্ণু, গর্ভে অধিষ্ঠিত হইলে, দেবকী, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অরুণোজ্জ্বলা পূর্ব্বদিকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন দেবগণ সকলে আসিয়া, গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন, হে পুরাণ-পুরুষ! আদ্য ভগবন্! বৈকুণ্ঠনাথ! হে অপ্রমেয় জ্ঞানস্বরূপ নির্ম্মল জগদীশ্বর! আপনি সত্যস্বরূপ, পূর্ণ, অনন্ত এবং ত্রিভুবনের একমাত্র অধীশ্বর; আপনাকে স্তব করিতেছি। বেদবন্দনীয় যে হরি প্রসন্ন হইলে, অমর-নরপূর্ণ ত্রৈলোক্যই প্রসন্ন হয়, আপনিই সেই সুরাসুর-নর-কিন্নর-উরগাদি-বন্দনীয় করুণাময় একমাত্র ঈশ্বর; আপনাকে ভজনা করি। হে নিখিলজীবময়! আপনি স্বেচ্ছাক্রমে, সৃষ্টি স্থিতি সম্পাদন করেন এবং প্রলয়কালে জগৎসংহার করেন, আবার সময়বিশেষে শরীর পরিগ্রহও করিয়া থাকেন; আপনি সেই স্বয়ং বিষ্ণু, পুরুষোত্তম দেহ ধারণ করিবার জন্য দৈবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; আপনাকে নমস্কার। হে হরে! যাঁহাকে স্মরণ করিলে, গর্ভবাস-পীড়াজনিত উগ্রদুঃখ ভোগ করিতে হয় না, প্রত্যুত পুনর্জ্জন্মই হয় না;—সেই আপনি দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এ কথা কোন্ সাধুর বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? হে স্বাধীন! আমাদের 'বিবেচনা হয়, আপনি নিজ ভক্তজনের প্রতি কৃপাবশেই তাহাদের উপাসনা-যোগ্য দেহ ধারণ করিয়া থাকেন; শত্রুবধাদি অপর কার্য্যের জন্য নহে; কেননা, কংস প্রভৃতি অসুর, আপনার বিদ্বেষভাজন হইলে, তাহারা কতক্ষণ জীবন ধারণ করিতে পারে? তাহারা ত আপনার নিকট কীট পতঙ্গের তুল্য। ভগবন্! আপনি এ স্থানে বিহার করিবেন, এই জন্য—দেবরূপী, ভূদেবরূপী এবং যজ্ঞরূপী আপনাকে পৃথিবী, বসুদেব দেবকী এবং নন্দ যোশদা যে সেবা করিয়াছেন, এতদ্বিষয়ে আশ্চর্য্য কি আছে? হে হরে! আপনি ধর্ম্মের নিদান, আপনার কেহ কারণ নাই, আর আপনার নাম হইল অচ্যুত। আপনার প্রিয়কামনায় আমরাও অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীতলে বিচিত্র চারুতর-লীলা-প্রকাশপরায়ণ পুরুষার্থসার আদিপুরুষ আপনাকে অবলোকন করিব। ব্যাস বলিলেন, সেই সকল ইন্দ্রাদি দেবগণ, এইরূপ স্তব করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। দেবতারা এইরূপে পুনঃপুনঃ আসিতেন। কংস, দেবকীকে পরম অদ্ভুত স্বরূপিণী অবলোকন করিয়া তৎকালেই তাঁহাকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, পরে পরামর্শ করিয়া সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন। কংস, বসুদেব ও দেবকীকে নিগড়বদ্ধ করিলেন, রক্ষক-রক্ষিত রুদ্ধদ্বার কারাগৃহে তাঁহাদিগকে রাখিলেন। অনন্তর ভাদ্রমাস কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী অর্দ্ধরাত্রে রুচির চতুর্ভুজ-সম্পন্ন কমনীয়দেহ কৃষ্ণকান্তি শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার হস্তে শঙ্খ, চক্র,

গদা, পদ্ম; পরিধানে পীতাম্বর, গলদেশে মাল্য ও কৌস্তুভ ভূষণ; তাঁহার প্রভায় সমস্ত গৃহ আলোকিত হইল। তাঁহার মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, মুখকমল স্মের ও প্রফুল্ল; তাঁহার বর্ণ নবঘনশ্যামল, জ্যোতি ইন্দ্রনীলমণির ন্যায়। সুনন্দ-নন্দ প্রভৃতি পারিষদেরা তাঁহার পূজা করিতেছে। দম্পতী বসুদেব-দেবকী, জগদীশ্বর কমল-লোচন দেবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক সহর্ষে বলিতে লাগিলেন, হে রমানাথ! প্রভো! মাধব! শ্রীধর! আমরা জানিতে পারিয়াছি, আপনি কমনীয় কলানিধি ভগবান্ পূর্ণবিষ্ণু! যাহার জ্রভঙ্গীমাত্রে ভূর্ভুবঃ প্রভৃতি ত্রৈলোক্য বিনষ্ট এবং উৎপন্ন হয়, আপনিই সেই প্রভু নারায়ণ। আপনি সেই অখিলাধার সনাতন সত্ত্বমূর্ত্তি স্বরূপ; পৃথিবীর ভারহরণের জন্ত আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা বুঝিতেছি। সমুদায় ত্রৈলোক্যের কান্তি গ্রহণ করিয়া আপনি উপস্থিত হইয়াছেন; এই আপনার রূপ আমাদের আঁখিতে না ধরে। আপনি ত্রৈলোক্যাতিশায়ী এতাদৃশ রূপ ব্যতীতও ভূভারহরণে সমর্থ, অতএব এতাদৃশ রূপ উপসংহৃত করুন। হে কেশব! হে গরুড়ধ্বজ! গোবিন্দ! হে নাথ! হে শ্রীপুরুষোত্তম! হে বিশ্বরূপ! ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া এই অলৌকিক রূপ উপসংহৃত করুন। হে দীনবন্ধো! হে জনার্দ্দন! এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য কি? ভগবান্ বলিলেন, তোমরা যাহা জানিয়াছ, তাঁহাই স্থির, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি তোমাদের স্বাভাবিক বালক স্বরূপ হইলাম, নন্দরাজের গোকুলে আমাকে লইয়া যাও। আমি যে সময়ে জন্মিয়াছি, ঠিক সেই সময়ে, নন্দগৃহিণী যশোদা রুচিরাকৃতি এক কন্যা প্রসব করিয়াছেন। সেই কল্যাণী নন্দ-নন্দিনীই আমার প্রতিনিধি হইবেন, তাঁহাকে এই স্থানে আনয়ন করিবে। সেই কন্যাই কংসকে ছলনা করিবেন, নানা দুষ্টগণকে বিনাশ করত গোকুলে আমি বিহার করিব। মথুরা ও গোকুলের মধ্যে জলপূর্ণতরঙ্গ-সঙ্কুলা যমুনা নদী বিদ্যমান; নদী তোমাকে পারের পথ দিবেন। এক্ষণে জগৎ সুষুপ্ত, কংস বা অন্য কোন লোকের নিকট তোমায় ভয় পাইতে হইবে না। এক্ষণে তোমাদের দুজনের নিগড়বন্ধন বিমুক্ত এবং দ্বারও উদ্ঘাটিত। হে মহামতে! বসুদেব! এই গোকুলে এখন সকল লোকেই নিদ্রাগত; কোথাও কোন কথা বলিতে হইবে না। তোমার নামেই আমার বিখ্যাত নাম হইল বাসুদেব। ব্যাস বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ, এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সাধারণ বালকের ন্যায় হইলেন। হে দ্বিজ! শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন, বসুদেব তদনুসারে কার্য্য করিলেন। মহামনা শূরনন্দন বসুদেব, গোকুলে গিয়া যশোদাকে প্রসববিমুগ্ধা অবলোকন করত তথায় নিজ পুত্র স্থাপন ও তৎকন্যা গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ গৃহে লইয়া আসিলে পূর্ব্ববৎ নিগড়বন্ধনে বদ্ধ হইলেন, দ্বারও অর্গল বদ্ধ হইল। আনীতা কন্যারও সেই সময়ই যেন জন্ম হইল, এইরূপে রোদনধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তাহাতে রক্ষকগণ জাগরিত হইল। কংসও মুক্তকেশে অসিহস্তে ও রোষবিঘূর্ণিত-নয়নে তথায় আসিয়া সবল পদাঘাতে

কপাট উদ্ঘাটিত করিয়া বসুদেবকে বলিল, হে শূরনন্দন। তোমার বালক ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, ইহাকে মারিয়া ফেলিব দেও; বিধাতা, ইহার জন্ম মাত্রেই মৃত্যু লিখিয়াছেন। ব্যাস বলিলেন, দেবকী ব্যাকুলনয়নে কংসের মুখের দিকে চাহিয়া 'এটী কন্যা' এই কথা বলিতে বলিতে কন্যাটীকে হস্ত দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন। কংস, তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, বালিকাকে তাঁহার হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইয়া, আনন্দে যেন হাস্য ও নৃত্য করত বসুদেবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সন্তানের বধ্যভূমিতে লইয়া গেল। কংস, তথায় বালিকা-রূপিণী দেবীর পদযুগল ধারণ করিয়া, পাষাণ-পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিবার জন্য সহর্ষে উত্তোলিত করিল। কংস-কর-গৃহীতা বালিকা-রূপিণী ভগবতী ক্ষণমধ্যে তদীয় হস্তভ্রষ্ট হইয়া আকাশে উঠিলেন, তখন তাঁহার ভীষণ আকৃতি হইল, তিনি অট্টট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন। তিনি অষ্টভুজে খড়্গ, চর্ম্ম, শূল, ছুরিকা, বাণ, নাগপাশ, পরশু এবং যষ্টি এই অষ্ট প্রহরণ-ধারিণী হইলেন, দেবদেবীগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। ঘণ্টা, শঙ্খ এবং শরাসনের নিস্বনে দশদিক্ শব্দিত করিতে লাগিলেন। তখন ভগবতী, সেই বিস্মিতচিত্ত কংসকে সাট্টহাসে বলিলেন, রে মূর্খ! কি! আমাকে নিহত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্! অরে! দৈববাণী মিথ্যা হয় না। তোর পূর্ব্ব শত্রু সেই অনঘ ব্যক্তি, তোর বিনাশের জন্য কোথাও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই কথা বলিয়া ভগবতী সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন। তখন মন্দচেতা কংস বিমনায়মান ও পরম সন্দিহান হইয়া বসুদেব ও দেবকীকে অনুনয় সহকারে কারামুক্ত করিয়া, নিজ ভবনে প্রবিষ্ট হইল। তথায় মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া, গো, ব্রাহ্মণ এবং দেব-হিংসা করা স্থির হইল। লোকে যাঁহার নিকট স্বস্ত্যয়ন কামনা করে, তাঁহাদের হিংসা করা কংসের বিবেচনাসিদ্ধ হইল। আর স্থির হইল, দুষ্টবুদ্ধি কিঙ্করগণ, জিঘাংসু হইয়া বালকগণের অনুসন্ধান ও অবধারণ করুক।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

প্রাতঃকালে গোপরাজ নন্দ পুত্রজন্ম শ্রবণ করিয়া, চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের ন্যায় আনন্দস্ফীত হইয়া বহু উৎসব করিলেন। গোকুলের ঘরে ঘরে যশোদার শুভপুত্র-জন্মের কথা প্রচারিত হইল; তথায় সকল লোকেই নন্দের পুত্র-জন্মোৎসবে সুখী হইল। গোপীগণ বস্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য, চন্দনে শোভিত হইয়া, ধান্য, তণ্ডুল, দূর্ব্বা এবং দধিপাত্র হস্তে লইয়া শুভবেশে সহর্ষে নন্দনন্দনকে দেখিবার জন্য নন্দালয়ে

সমবেত হইলেন। তাঁহারা আসিয়া উৎফুল্লনয়ন ঈষৎহাস্য-বিকসিত-বদনশোভিত শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিলেন। তাঁহার ঈষৎহাস্য দৃষ্টি এবং লাবণ্য দর্শনে গোপীগণ অদৃষ্ট এবং অশ্রুত লাভে অন্তর এবং বাহিরে পরম পরিপূর্ণতা লাভ করিলেন। সেই সকল গোপীগণ ধান্য দূর্ব্বাদি প্রদান করিয়া বালককে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বালক চিরজীবী হও চিরজীবী হও এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহারা আপনাকে কৃষ্ণস্বরূপ বিবেচনা করিয়া কৃষ্ণস্পৃষ্ট হৃদয়ে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এইরূপে গোপগণ আমোদিত হইয়া দধিভার বহন করত উৎসবস্বরূপ দধিসমুদ্রে ভাসমান হইলেন এবং সেই বালককে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। গাভী, বৃষ, বৎসতরীগণ তৈল হরিদ্রায় রঞ্জিত হইয়া পুচ্ছ উৎক্ষেপনপূর্ব্বক সহর্ষে মনোহর নৃত্য করত বিচরণ করিতে লাগিল। দধিজম্বালপূর্ণ সদানন্দময় গোকুলে এইরূপে কৃষ্ণোৎসবকার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। সেই দিন হইতে গোকুলে যে উৎসব আরম্ভ হইল, কৃষ্ণবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিনে দিনে তাহাও বাড়িতে লাগিল। কংসরাজ তাহা শুনিয়া কৃষ্ণনিধনের জন্য পুতনাকে তথায় পাঠাইলেন। কৃষ্ণ যেন অধিক বলবান্ হইয়া প্রাণের সহিত পুতনার স্তনপান করিলেন। বালকঘ্নী পুতনা নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইয়া দেহত্যাগ করিল। গোপ-গোপী সকলে বিস্মিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য স্বস্ত্যয়নাদি করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি দুষ্টগণকে নিহত করিয়া বলরামের সঙ্গে শৈশব অতিবাহিত করিলেন। রোহিণীনন্দনের নাম হয় বলরাম এবং নন্দনন্দনের নাম হয় কৃষ্ণ। শুভ বালকদ্বয় গোপগণের মন্ত্রণাক্রমে বৃন্দাবনে গমন করিলেন। বৃন্দাবনে যমুনা ও গিরি গোর্দ্ধন বিরাজমান। ব্রহ্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠানে বৃন্দাবন বড়ই রমণীয় হইল। শ্রীকৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে গোপভাবে ক্রীড়া করত গোপ গোপী এবং গোপবালকগণকে সর্ব্বদা পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে স্ব স্ব অভিপ্রায় অনুসারে কামনা করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে স্নেহভাবে ভজনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তথায় বলরাম এবং কৃষ্ণ বৎসচারণ করিয়া সময়ে বকাসুর বৎসাসুর প্রভৃতি সকলকে বধ করিলেন, তাহারা সকলই কংসাসুরের কিঙ্কর। ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ বয়ঃস্থ হইলেন, বনে গোচারণে পাণ্ডিত্য জন্মিল। হে দ্বিজ! তিনি বনমধ্যে একদিন অঘ নামক অচলাকার এক মহাসর্পকে বিনষ্ট করিলেন। ব্রহ্মা, শ্রীকৃষ্ণের পরীক্ষার জন্য দেবগণ সমভিব্যাহারে সমাগত হইয়া ভোজনপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণানুচর গোপ-বালকগণকে হরণ করিলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ গাভী অন্বেষণ করিতে একটু দূরে গিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিয়া বালকগণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে ব্রহ্মা তাঁহার সমুদয় গাভীও হরণ করিলেন। মায়ামনুষ্য শ্রীকৃষ্ণ সে সব কার্য্য ব্রহ্মারই জানিয়া সকল গোপগণের উদ্বেগ দূর করিবার জন্য আপনি সেই সকল গোপবালক এবং গাভী-রূপ ধারণ করিলেন। এইরূপে এক বর্ষ অতীত হইল। ব্রহ্মা আপনাকে অপরাধী

বিবেচনা করিলেন; তখন ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতিনতি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সর্পরাজ কালিয়কে দমন করিয়া দূষিত হ্রদ নির্ম্মল করেন। তারপর বস্ত্রহরণ করিয়া গোপকুমারীগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অনন্তর যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞিক-ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের প্রতি অনুগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়া সকল গোপবালকগণকে তাঁহাদিগের প্রদত্ত অন্ন ভোজন করাইলেন। তারপরে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের অহঙ্কার হইয়াছে জানিয়া গোবর্দ্ধন ধারণ পূর্ব্বক বাদবৃষ্টি ভয় হইতে গোকুল রক্ষা করত ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিলেন।* অনন্তর গোবিন্দ সুরভির দুগ্ধে অভিষিক্ত হন। হে দ্বিজ! ভাদ্র মাসের দ্বাদশী তিথিতে ইন্দ্র তাঁহার স্তব করেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের প্রীতির জন্য রাসোৎসব করেন। নন্দকে বরুণপাশ এবং সর্পভয় হইতে মুক্ত করেন। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার নানা উত্তম উত্তম লীলা করিতে লাগিলেন। বহু লীলা করণে সমর্থ বলরামও নানা লীলা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বলোকমনোহর পরম উদার শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ ভ্রাতৃদ্বয় বলরাম ও কৃষ্ণ এইরূপে বৃন্দাবনে শোভা পাইতে লাগিলেন। হে দ্বিজোত্তম! কংস, নারদমুখে এই সকল কথা বিশেষরূপে শ্রবণ করিয়া, উত্তম রাজমন্ত্রী অক্রূরকে তথায় প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রিসত্তম অক্রূর কংসের আদেশে বলরাম এবং কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য রথ লইয়া গোকুলে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে কংস, গর্দ্দভরূপী কেশী অসুরকে তথায় প্রেরণ করেন। কেশী অসুর গর্দ্দভরূপে, বলরাম এবং কৃষ্ণের সন্নিধানে উপস্থিত হয়। কৃষ্ণ, কেশীকে নিহত করেন, তাহাতেই তাঁহার নাম হইল কেশব। কৃষ্ণ কেশী অসুরকে নিহত করিলে নারদ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। কংসের সহিত নারদের যে সকল গোপনীয় কথা হইয়াছিল নারদ সমস্ত কথাই শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। নারদ গমন করিলে জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাশায় প্রীতিপ্রফুল্ল সুমতি অক্রূর আপনার এবং কংসের ভাগ্য সমান বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। কেননা, কংস অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাঁহার করকমল প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিবে, এই অক্রূর তাঁহারই চরণকমল লাভ ইচ্ছা করিয়া অধিক ফল কি আর প্রাপ্ত হইবে। অদ্য জন্ম সফল হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া অক্রূর গোকুলে গমন করিলেন। মহাত্মা রাম কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া অক্রূর জন্ম সার্থক করিলেন। হে দ্বিজোত্তম! রাম, কৃষ্ণ, অক্রূরকে আলিঙ্গন করিয়া বহু সমাদর করিলেন। তখন নির্ম্মল ভাগবৎ-প্রধান অক্রূর সকল বৃত্তান্ত রাম কৃষ্ণকে বলিলেন। গোপরাজ নন্দ কংসের

---

* যেরূপ পাঠ মূলে আছে, তাহার তাৎপর্য্য হইল এই। কিন্তু 'ইন্দ্রমহং হত্বা, মূলে এইরূপ পাঠ হওয়া সুসঙ্গত। তাহার তাৎপর্য্য "প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্র-যজ্ঞ বন্ধ করিয়া গোবর্দ্ধনপূজা প্রচলিত করেন, তারপর, গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রকৃত বাতবৃষ্টি-মহাভীতি হইতে গোকুল রক্ষা করেন।"

কার্য্য শ্রবণ করিয়া সহর্ষে কংসযজ্ঞে যাইবার জন্ত উদ্যত হইলেন। কংস-নিমন্ত্রিত নন্দ বহুবিধ উপঢৌকন সামগ্রী সঙ্গে লইলেন। কৃষ্ণপ্রাণা গোপীগণ কৃষ্ণের গমনসংবাদ শ্রবণে ম্লানমুখী হইল। সকলেই আকুলভাবে যেন মরণকাল উপস্থিত বিবেচনা করিতে লাগিল। কুললজ্জাভয়ে আকুল গোপীগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, কৃষ্ণ কি আর আসিবেন না? গোপরাজের যাহা কিছু আছে, সে সকল বস্তুই কৃষ্ণের প্রীতি-সম্পাদক; তবুও শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন না? হৃদয়েশ্বর কৃষ্ণ ব্যতীত আমরা প্রাণধারণ করিব কিরূপে? কৃষ্ণ কি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন? জানি না, তাঁহার মনে কি আছে? আমাদিগের সকলের এককালে মৃত্যুর জন্তই বিধাতা ইহাঁকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাই হউক, আমরা সকলে কৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইব; ত্রিলোকশরণ্য-কৃষ্ণ আমাদিগের উপায় স্বরূপ হইবেন। গোপীগণ এইরূপে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না। কৃষ্ণের গমনকালে পরম প্রিয় ধৈর্য্যকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া আকস্মিক কৃষ্ণভাবে বিভোর হইয়া প্রাণনাথ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল? হে নাথ! হে কৃষ্ণ! আমরা অবলা, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ। হে প্রভো! আপনি জগতের প্রাণস্বরূপ, এইরূপ নিষ্ঠুরতা করা আপনার উচিত নহে। আপনিই পূর্ব্বে আমাদিগকে অমৃতরূপিণী করিয়াছেন; আজ সেই আমাদিগকে মৃতরূপিণী করিতেছেন কেন? গোপীগণ সকলে এইরূপে রোদন করিতে লাগিলে, কমললোচন কৃষ্ণ তাহাদিগকে যেন চিরদিনের জন্ত প্রীতিযুক্ত করত দীর্ঘদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিলেন। ভগবচ্চেষ্টানুবর্ত্তী গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনেই আপনিই আপনাদিগকে পরিতৃপ্ত বিবেচনা করিলেন। ভাবিলেন, কৃষ্ণ আমাদিগের। হে বিপ্র! কৃষ্ণের চরিত্র যোগিগণের পক্ষেও দুর্জ্ঞেয়, দেখ, কৃষ্ণের সপ্রেম দর্শনে গোপীগণ চিরতরে সুখীত হইল। গোপীগণ ভক্ত অমরের ন্যায় স্বচ্ছন্দে প্রাণধারণ করিতে লাগিল। সত্তম, কৃষ্ণ এইরূপে গোপীগণের প্রীতি সম্পাদন করিয়া বলরাম সমভিব্যাহারে অক্রূররথে আরোহণ করিয়া সায়ংকালে মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হে দ্বিজ! নন্দ প্রভৃতি গোপগণ উপবনে অবস্থান করিলেন। অক্রূর গৃহে গমন করিলেন। তৎপরে বলরাম এবং কৃষ্ণ রাজপথে যাইতে লাগিলেন। প্রভু কৃষ্ণ পথে রজককে নিহত করিয়া দুই ভ্রাতা উত্তম বস্ত্র পরিধান করিলেন। কৃষ্ণের নিকট কুব্জা অনুগৃহীত হইল। বলরাম এবং কৃষ্ণ সর্ব্বাঙ্গে গন্ধচর্চ্চিত ও উত্তম মাল্যে বিভূষিত হইয়া পৌরগণের নির্দ্দেশানুসারে কংসরক্ষিত সভাসংস্থানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা ধনুর্ভঙ্গ করিয়া ধনুখণ্ডদ্বয় দ্বারা রক্ষক দিগকে নিহত করিলেন। অনন্তর হে দ্বিজসত্তম! মল্লাদির নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে প্রণাম করিলেন। কংস অক্রূরের নিকট বলরাম এবং কৃষ্ণের আগমনসংবাদ শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শক্রমে সকলকে আহ্বান করিলেন এবং বসুদেব ও দেবকীকে বন্ধন করিয়া

রাখিলেন। মল্লরঙ্গস্থানে মহাবল পরাক্রান্ত মল্লদিগকে স্থাপন করিয়া স্বয়ং সুতুঙ্গমঞ্চে আরোহণ পূর্ব্বক খড়্গ-চর্ম্মহস্তে অবস্থান করিলেন। মহাবল বলরাম এবং কৃষ্ণ রঙ্গস্থলের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ তথায় কুবলয়াপীড় হস্তীকে বধ করিয়া চাণূরমল্লকে বিনাশ করিলেন এবং বলরাম উত্তমমল্ল মুষ্টিকের প্রাণবধ করিলেন। উগ্রসেননন্দন কংস দেখিল, মল্লঘাতী মল্লরক্তাক্ত মঙ্গলময় প্রভু রামকৃষ্ণ নৃত্য ও হাস্য করিতেছেন। যদুনন্দন কৃষ্ণ তখন মঞ্চে আরোহণ পূর্ব্বক কংসের হস্ত হইতে অসি গ্রহণ ও বামহস্তে তাহার কেশপাশ গ্রহণ করিয়া কংসের খড়্গ দ্বারাই কিরীট মণ্ডিত কংসের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। নাল হইতে পদ্মের ন্যায়,কংসর স্কন্ধ হইতে তদীয় মস্তক নিপতিত হইল। কংসের তেজ কৃষ্ণে মিলিত হইল, তখন সকল লোকেই আনন্দলাভ করিল। প্রথমেই কংস-পীড়িত মাতাপিতাকে কারামুক্ত করিলেন। নন্দ প্রভৃতি গোপগণ, তখন সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন, বসুদেব তাঁহাদিগের বিবিধরূপে সৎকার করিলেন। সমবেত জনসাধারণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। বলরাম এবং কৃষ্ণের স্তুতিপাঠ সকলেই করিতে লাগিল; তাঁহারা উভয়ে অল্পদিনের মধ্যে বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। কিছুদিন পরে কংসের শ্বশুর মহাবল জরাসন্ধ মহাবল কৃষ্ণ ও বলরামের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলরাম এবং কৃষ্ণ স্বর্গস্থিত আপনাদের পূর্ব্বতন দিব্যরথ প্রাপ্ত হইয়া প্রচুরতর জরাসন্ধসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিলেন। পুনঃ-পুনঃ জরাসন্ধের সৈন্যমণ্ডলীকে বিনষ্ট করিলেন। পরে মগধরাজ জরাসন্ধের প্রিয় কাম-নায় কালযবন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হয়। তখন তিনি সাগরমধ্যে দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ প্রভৃতি সকলকে স্থাপন করিয়া বলরামকে তাহাদিগের রক্ষক করিলেন এবং কৃষ্ণ মথুরা হইতে নির্গত হইয়া নিমেষ মধ্যে পলায়ন করিলেন। কালযবন তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। এইরূপে কালযবনকে এক পর্ব্বতগুহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন, তথায় মুচুকুন্দ নামে সূর্য্যবংশীয় এক রাজা নিদ্রিত ছিলেন, সেই রাজার প্রতি দেবতার এইরূপ বর ছিল, যে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিবে, সেই তাঁহার দর্শনমাত্রে ভস্মসাৎ হইবে। কালযবন কৃষ্ণভ্রমে মুচুকুন্দের নিদ্রাভঙ্গ করে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার দৃষ্টিপাতে কালযবন ভস্মীভূত হয়। কালযবন ভস্মীভূত হইলে শ্রীকৃষ্ণ মুচকুন্দকে বর প্রদান পূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া প্রিয় নগরী দ্বারকাতে গমন করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন, কৃষ্ণ দ্বারকায় থাকিয়াই, রুক্মিণীর স্বয়ংবরকথা শুনিতে পাইলেন, অনন্তর ভীষ্মকনন্দিনী রুক্মিণী তাঁহাকেই পাইবার জন্ম উৎসুকা, ইহা জানিয়া শিশুপাল প্রভৃতির দর্প চূর্ণ করত রুক্মিণীকে হরণ করিয়া লইয়া যান। রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন নামক সুন্দর পুত্র উৎপাদন করেন। প্রদ্যুম্নের পুত্র মহাবাহু অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধের পত্নী উষা। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, সত্যভামা এবং জাম্ববতীকে বিবাহ করেন। সূর্য্যের সখা সত্রাজিৎ, সূর্য্যের নিকট হইতে স্যমন্তক নামক সৌভাগ্যপ্রদ অত্যুত্তম মণি প্রাপ্ত হইয়া দ্বারকায় আনিলেন। হে দ্বিজ! সেই মণি প্রতিদিন আট ভার করিয়া সুবর্ণ প্রসব করিত। সত্রাজিদ্‌ভ্রাতা প্রসেন, সেই মণি ধারণ করিয়া বনে ভ্রমণ করিতে করিতে সিংহের হস্তে নিহত হন। দৈবক্রমে মণির জন্ম জাম্ববান্ নামে ভল্লুক, যুদ্ধে বলপূর্ব্বক সিংহকে নিহত করে। কিন্তু জনাপবাদ হইল, শ্রীকৃষ্ণ মণিলোভে প্রসেনকে নিহত করিয়াছেন। এই জনাপবাদ শ্রবণে, নিষ্পাপ শ্রীকৃষ্ণ, অস্ত্র শস্ত্র লইয়া প্রসেনের পথে গমন করত এক বিস্তৃত গর্ত্তে প্রবেশ করিলেন। তখন দূর হইতে জাম্ববানের কিঙ্করী-মুখে শ্রীকৃষ্ণ এই বাক্য শুনিতে পাইলেন, 'সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়াছে, তোমার পিতা পিতা জাম্ববান্ সেই সিংহকে মারিয়াছেন। হে সুকুমারক! রোদন করিও না; এই স্যমন্তক মণি তোমারই।' ভগবান্ তৎশ্রবণে তথায় দ্রুত আগমন পূর্ব্বক, দাসীর হস্ত হইতে মণি কাড়িয়া লইয়া প্রতিগমনে উদ্যত হইলেন, কিন্তু দাসীর ক্রন্দনে স্বয়ং জাম্ব-বান্ তথায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এই যুদ্ধে বহুদিন অতি-বাহিত হইল। অনন্তর জাম্ববান্ কৃষ্ণের নিকট পরাজিত হয়। তৎপরে জাম্ববান্, শ্রীকৃষ্ণকে সেই জানকীনাথ বলিয়া জানিতে পারিয়া পূজা করত নিজকন্যা সম্প্রদান করিল এবং স্যমন্তক মণি যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিল। শ্রীকৃষ্ণ, জাম্ববতী এবং স্যমন্তক মণি লাভ করিয়া দ্বারকায় আসিলেন, নিজের অপবাদ-মোচনের জন্য সত্রাজিৎকে সেই মণি প্রদান করিলেন। সত্রাজিৎ মণি পাইয়াও লজ্জাক্রমে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু কৃষ্ণের নিকট অপরাধ-মোচনের জন্য নিজ তনয়া সত্যবতীকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে প্রদান করিলেন। হে দ্বিজ! ভগবান্ এইরূপে দুই পত্নী প্রাপ্ত হন। কালিন্দী, শৈব্যা, লক্ষ্মণা, নাগ্নজিতা এবং সপ্তবৃষ-শুল্কা মদ্রনন্দিনী; এই আট মহিষীপ্রমুখ ষোড়শ সহস্র এক শত পত্নী মহাগৃহী শ্রীকৃষ্ণের ছিলেন। যোগবলে-শ্বর শ্রীকৃষ্ণ, যত পত্নী, তত মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া প্রতি গৃহেই ক্রীড়া করিতেন। সেই সকল পত্নীর পুত্রাদি উৎপন্ন হওয়াতে সুবিপুল অনন্ত পরিবার শ্রীকৃষ্ণের হইল। প্রভু শ্রীকৃষ্ণ, পঞ্চ পাণ্ডবের সতত প্রীতি সম্পাদন করিতেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে শিশুপালকে বধ করেন। তৎপরে শিশুপালমিত্র শত্রু সৌভপতি শাল্বকে নিহত

করেন। অর্জ্জুনের সারথি হইয়া দুর্য্যোধনাদির বিনাশসাধনও তিনি করেন, পৌণ্ড্রক, কাশিরাজ এবং দন্তবক্রের বধকার্য্য সম্পাদন পুরঃসর মানবাকারে লীলাক্রমে ভূভার হরণ করিলেন। অনন্তর পৃথিবীর মহাভারভূত সমগ্র যদুকুল ব্রহ্মশাপচ্ছলে নির্ম্মূল করিয়া আত্মতন্ত্র প্রভু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংপ্রচারিত ধর্ম্ম স্থাপনপূর্ব্বক নিজ লোকে প্রবিষ্ট হইলেন। হে দ্বিজ! এইরূপে সেই পুণ্যচরিত্র দেব-দেব জনার্দ্দন কলিকালে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন। সেই অনঘ বিষ্ণুর স্মরণ করিলে মানবগণের পাপ বিনষ্ট হয়। তিনি নিজ লোকে প্রস্থিত হইলে কলি প্রবল হইল। লোক সকল অলস, অধর্ম্মিষ্ঠ এবং অল্পজীবী হইতে লাগিল। হে মুনে! কলিকাল-জাত মানবগণের চরিত্র শ্রবণ কর।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন, পূর্ব্বকালে মুনিগণ, যে কলিধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। সত্যযুগে তপস্যাই পরমধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে জ্ঞান পরমধর্ম্ম, দ্বাপরে যজ্ঞ পরমধর্ম্ম এবং কলিযুগে দানই পরমধর্ম্ম বলিয়া কথিত। মহাঘোর কলিযুগ উপস্থিত হইলে, বিষ্ণু কৃষ্ণবর্ণ হইলে, সকল বর্ণও আশ্রমাবলম্বী ব্যাজ-ধর্ম্ম-পরায়ণ হইবে। তখন সত্য সংক্ষিপ্ত হইবে; লোকে, অল্পায়ুঃ বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন এবং ক্রোধ-লোভ-পরায়ণ হইবে। সকল মানবেই কামাসক্ত এবং উদর-সর্ব্বস্ব হইবে। শত্রুতা পরস্পর বিশেষরূপে হইবে, পরস্পরের বিনাশ পরস্পরে অভিলাষ করিবে। উচ্চ ব্যক্তিগণ অধম হইয়া যাইবে, অধমেরা উচ্চতা প্রাপ্ত হইবে। কলিযুগে পুরুষের পত্নীই কেবল বন্ধু হইবে। জলদাবলী নদ-নদী এবং সরসী অল্পজল হইবে। গাভী সকলের দুগ্ধ অল্প হইবে। বৃক্ষের ফল অল্প হইবে। রাজাদিগের দান অল্প হইবে, মানবেরা অল্পায়ুঃ হইবে, ব্রাহ্মণগণের বেদজ্ঞান অল্পই হইবে এবং ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়াদিধর্ম্মে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। রমণীরা দুর্ম্মুখ, গুরুজন-নিন্দিত এবং ব্যভিচারিণী হইবে। শূদ্রেরা শ্লোকপাঠ করত ধর্ম্ম উপদেশ দিবে। শূদ্রগণ, পুরাণব্যাখ্যা করিবে, অপরে তাহা শ্রবণ করিবে। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণকে ব্যাকরণাদি শাস্ত্র পড়াইবে। ব্রাহ্মণেরা এই সকল শূদ্রকর্ম্মে হততেজা হইয়া আত্মহত্যাভাগী হইবে, আর শূদ্রেরা অক্ষয় নরক ভোগ করিবে। কলিযুগে বেদোক্ত ধর্ম্মমার্গ সমূদয় পাষাণ্ডধর্ম্মে আচ্ছন্ন হইবে। স্বীয় বুদ্ধিবলে লোকে শাস্ত্র ও দেবতা কল্পনা করিবে, ধর্ম্মশাস্ত্র পরিত্যাগ এবং তাহার নিন্দা করিবে। প্রাকৃত ভাষায় বশাস্ত্রকে শাস্ত্ররূপ কল্পনা করিয়া স্বমনর-

চিত্ত শূদ্রগণ ধর্ম্মের ভাবকীর্ত্তন করিতে থাকিবে। স্বশাস্ত্রকল্পিত কৃত্রিম দেব-মূর্ত্তি পূজা করিবে এবং কৃষ্ণাদি নাম পরিত্যাগ করিয়া, সেই দেবতারই নাম কীর্ত্তন করিবে। যবনেরা এবং সেই সকল পাষণ্ডেরা স্বধর্ম্ম নাশ করিবে। কলিকালে মানবেরা ভগলিঙ্গোপজীবী হইবে। গুরু-বেশধারী লোকেরা অর্থলোভে অসজ্জনদিগকে মন্ত্র প্রদান করিবে। তাহারা অন্তঃশঠ, মহাক্রূর এবং পরদ্রব্যাভিলাষী, বৈষ্ণব-বেশে ভ্রমণ করত অসজ্জাতিদিগকে যাজন করিবে। সেই সব দেবতা-দ্বেষী বৈষ্ণব-বেশি-গণ, পুরাণার্থ-বেত্তা সাধুশীল ব্রাহ্মণদিগের প্রতি সর্ব্বদা দ্বেষ করিবে। কৃষ্ণ ভূমণ্ডল পরিত্যাগ করিলে, কতিপয় শাস্ত্রনিন্দক বৌদ্ধ প্রাদুর্ভূত হইয়া, সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূত নিজ মত স্থাপন করিতে থাকিবে। তখন সকল পুরাণ দর্শনে পরস্পর মতভেদ উপস্থিত হইল (মত সমন্বয় করিবার প্রথা তিরোহিত হইল), তাহাতে সরস্বতী দুঃখাতিশয্যে রোদন করিতে লাগিলেন। সরস্বতীর দুঃখশান্তির জন্য শিব এবং বিষ্ণু ভূতলে কোন স্থলে আচার্য্য উপাধিধারী ব্রাহ্মণবংশে অবতীর্ণ হইবেন। সরস্বতী আচার্য্যরূপী বিষ্ণুর পত্নী হইবেন, শিব শঙ্করাচার্য্য নামে বিখ্যাত হইয়া সন্ন্যাস আশ্রম করিবেন। তাঁহারা উভয়েই নৈয়ায়িক মত দ্বারা বৌদ্ধসমূহের মত নিরাকরণ করিবেন, বৌদ্ধেরা বলপূর্ব্বক তাড়িত হইয়া মরিবে। স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদিগকে নিবারণ করিয়া দেবতাগণের দিব্য স্তব কবচাদি করিবেন। দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে নানা উত্তম গ্রন্থও প্রণয়ন করিবেন। মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা অবলম্বন করিয়া শঙ্করারাচার্য্য পুনঃপুনঃ নানাবিধ শরীর পরিগ্রহ করত, অধ্যয়নশীল মানব-গণের জন্য কাব্য ব্যাকরণাদি নানাবিধ উত্তম পবিত্র গ্রন্থ রচনা করিবেন। সেই উভয় আচার্য্য যদবধি পৃথিবী পরিত্যাগ করিবেন, তখন হইতে কলির বৃদ্ধি ও জনগণের সত্ত্বগুণ বিনষ্ট হইবে। তদবধি উত্তরোত্তর ধর্ম্মহানি হইতে থাকিবে। যে মহামতি ব্যক্তি এইরূপ অদ্ভুত কলিচরিত্র অবগত হইয়া শিব এবং নারায়ণের প্রতি ভক্তি করিবে, সে, কলিদোষপরিত্যক্ত হইয়া পরমভাব প্রাপ্ত হইবে। হে দ্বিজ! কলিযুগে, লোকে সতত দুর্ম্মতিসম্পন্ন হইবে, শিষ্য গুরুকে, ভার্য্যা স্বামীকে, পুত্রাদি পিতামাতা প্রভৃতিদের দুর্ব্বাক্যবিষে সতত অবমাননা করিবে। খল, পিশুন, দাম্ভিক এবং মাৎসর্য্যশালী লোকে, সাধুগণের অবমাননা করিবে; এই সব হইল কলির মহৎ কার্য্য। কলিকালে সকল স্ত্রীলোকেই দীর্ঘাকার, দন্তুরা, বিবর্ণা, নিতান্ত খর্ব্বাকৃতি, ক্রোধবহুলা দুষ্টা বা অলক্ষণা ইহার একটা, না, একটা হইবেই। কলিযুগে ব্রাহ্মণেরা কৃষ্ণবর্ণ, দন্তুর, ক্ষীণদেহ এবং শাঠ্যপূর্ণ হইবে। শূদ্রেরা অত্যন্ত গৌরাঙ্গ অস্মশ্রুধারী, দন্তুর এবং বিশেষরূপে শাঠ্যযুক্ত হইবে। হে দ্বিজোত্তম! কলিকালে চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে অনেকেই কুব্জ, নিম্নদৃষ্টি, দীর্ঘজঙ্ঘ, স্থূলোদর, বহ্বাশী এবং দন্তপূর্ণ হইবে।

কলিযুগে স্ত্রীলোক দুর্ভগা, উচ্চলভাটা, দুর্বাক্যভাষিণী এবং বিধবা হইবে। হে বিপ্র! এই প্রকার কলিকালে, দেবতারা পৃথিবী পরিত্যাগ করিবেন, ব্রাহ্মণেরা বেদত্যাগ করিয়া মাদকদ্রব্য সেবন করিবেন। দিন দিন পৃথিবীর শস্য অল্প হইবে, লোকক্ষয়ে বা আয়তনহ্রাসে পৃথিবী সঙ্কুচিতা হইবেন, গাভীগণের দেহ ক্ষুদ্র এবং দুগ্ধ অল্প হইবে। মানবগণের মৃত্যুকালের নিয়ম থাকিবে না। হে দ্বিজোত্তম! আশ্রমীরা আশ্রম-ভ্রষ্ট হইবে। লোক, লোভ বশত অন্যবর্ণ ও অন্য আশ্রমের বেশ ও চিহ্ন অবলম্বনপূর্ব্বক ভ্রমণ করিবে। কলিকালে, প্রথমে গ্রাম্য-দেবতা ভূতল ত্যাগ করিবেন, তার পর গঙ্গা ভূতলত্যাগকরিবেন * তৎপরে, তুলসী ও বিল্ববৃক্ষের সহিত ব্রাহ্মণেরাও পৃথিবী পরিত্যাগ করিবেন। তাহার পর পুরাণাদি শাস্ত্রও পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হইবে। চতুর্ব্বর্ণ কিছুই থাকিবে না; সতত যবন প্রাধান্য হইবে। ম্লেচ্ছসঙ্কুলা পৃথিবীকে দেবতারা পরিত্যাগ করিবেন। তারপর, পুনঃপুনঃ অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হইতে থাকিবে; পরস্পর বিরোধে সম্পূর্ণ রূপে লোকক্ষয় হইতে থাকিবে। অনন্তর বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া বলপূর্ব্বক নিখিল ম্লেচ্ছ জাতি নিহত করিয়া অন্তর্হিত হইবেন। তৎপরে, দগ্ধগোময়-পিণ্ডের ন্যায় পূর্ব্ব হইতে জীর্ণভাব প্রাপ্তা পৃথিবী ঝঞ্ঝাবাতে ক্ষীণ হইয়া জলমগ্ন হইবে। তৎপরে, সৃষ্টির জন্য পুনরায় সত্যযুগ হইবে; হে বিপ্র! তখন সকলই পুনরায় পূর্ব্ববৎ হইবে। হে বিপ্র! এই আমি তোমাকে ভয়াবহ কলিধর্ম্ম অর্থাৎ কলির স্বভাব কীর্ত্তন করিলাম। কিন্তু কলিকালে হরিনাম সতত ভীতিনাশক; এজন্য সাধুগণ, দোষনিধি কলি-যুগেরও সমাদর করিয়া থাকেন। কলিযুগে এক হরিসঙ্কীর্ত্তনে সকল ইষ্টসিদ্ধি হয়; কলিযুগে হরিনাম অশ্বমেধাদি যজ্ঞের তুল্য। কলিযুগে হরিনাম শ্রুতিসুখকর ও সর্ব্বপাপের পরমপ্রায়শ্চিত্তস্বরূপ।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯॥

বিংশ অধ্যায়।

জাবালি বলিলেন, লোকের ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপের সঙ্গে কলিধর্ম্মের বিশেষ সম্বন্ধ। হে মহাভাগ! আপনি পাপ-সম্বন্ধ-যুক্ত; সেই সব পাপের বিষয় কীর্ত্তন করুন। ব্যাস বলিলেন, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, অশীতি রত্তিকার অন্যূন ব্রাহ্মণস্বামিক স্বর্ণচৌর্য্য ও

* বরাহ-পুরাণ-বচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, অন্তিমকলি অর্থাৎ মন্বন্তরশেষে বা কল্পশেষে যে কলিযুগ হইবে, তাহাতেই গঙ্গা পৃথিবী ত্যাগ করিবেন, এ কলিযুগে নহে।

বিমাতৃগমন মহাপাতক বলিয়া কথিত। এতন্মধ্যে অন্যতম মহাপাতকীর প্রথম সংসর্গী ব্যক্তিও * পঞ্চম মহাপাতকী। স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা প্রভৃতি পাতকপদবাচ্য। শূদ্র জাতির ব্রাহ্মণীগমন মহাপাতক, শূদ্রের সুরাপান মহাপাতক নহে। ব্রাহ্মণকে প্রণাম না করা শূদ্রের পক্ষে মহাপাতক বলিয়া গণ্য। সম্মাননীয় ব্যক্তির সম্মান না করাই তাহার বধ। পুরাণ শ্লোক পাঠ শূদ্রের পক্ষে ব্রহ্মহত্যার স্বরূপ। শাস্ত্র না জানিয়া শাস্ত্রসম্বন্ধে উপদেশ দেওয়াও ব্রহ্মহত্যা। দেবগণের প্রতি তারতম্যবুদ্ধি এবং তাঁহাদের নিন্দা করা দেব-হত্যা বলিয়া কথিত। হে জাবালে! তাহারই নামান্তর আত্মহত্যা; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে কুবুদ্ধি ব্যক্তি, পরকৃত শ্লোককে নিজকৃত বলিয়া খ্যাপন করে, সে সুরাপায়ীর° মধ্যে গণ্য এবং তাহাকে 'বান্তাশী"ও † বলা যায়। যে ব্যক্তি পরকৃত কার্য্যকে আত্মকৃত বলিয়া,প্রকাশ করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাপাপ হয় এবং মহানরকভোগ হইয়া থাকে। যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি, শাস্ত্রব্যাখ্যা অন্যরূপে করে, সে ব্যক্তিও ব্রহ্মহত্যাপাতকী বলিয়া পরিগীত হইয়া থাকে। পরের কীর্ত্তিলোপ যে করে, সে ব্যক্তিও ব্রহ্মঘাতী। যে কুবুদ্ধি ব্যক্তি, পরোপকার প্রভৃতি কার্য্যের হন্তা হয়, তাহার অধর্ম্ম অত্যন্ত অধিক, তাহার মুখ দেখিতে নাই। পুণ্যকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তির সহিত বিরোধ করিয়া যে তাহার পুণ্যকার্য্যে ব্যাঘাত জন্মায়, সে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী এবং ব্রহ্মদ্বেষী বলিয়া কথিত। যে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি, ভোজন-পরায়ণ জীবের সহিত বিরোধ করে, সেই পাপকারী, আত্মহত্যার ফল প্রাপ্ত হয়। আলাপ, গাত্র-সংস্পর্শ, নিশ্বাস, একত্র ভোজন, যানে একত্রে আরোহণ এবং এক পংক্তিতে ভোজন; এই সব কারণে মানবগণের পাপ সংক্রামিত হয়। যবন-সংসর্গ ও যবন-ভাষায় কথা বলা এই দুইটাই সুরাতুল্য। যবনান্ন তদপেক্ষাও অধিক। হে মহামুনে! এইরূপেই ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিজ্ঞেয়। মহামুনে! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমস্তই আমি বলিলাম। আমি বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ নামক যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপপুরাণ পূর্ব্বে রচনা করিয়াছি, এ সমস্তই তথায় প্রকাশিত আছে। এই নির্ম্মল পুরাণ সর্ব্বদাই শ্রোতব্য, গেয় এবং পাঠ্য। এই উপপুরাণ পাপনাশক এবং মোক্ষসাধক। ত্রিলোকের মধ্যে এতদপেক্ষা পরম গোপনীয় আর কিছুই নাই। সকল মহাপুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত যেমন প্রধান, আমি সকল উপপুরাণের মধ্যেও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণকে তদ্রূপে প্রস্তুত করিয়াছি। সূত বলিলেন, পরম ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ-প্রধান বেদ-ব্যাস জাবালিকে এই কথা বলিয়া আমাকে বলিলেন, হে মহাভাগ! বৎস! সূত! তুমি এই পুরাণ সম্পূর্ণরূপেই শ্রবণ করিয়াছ; যে ব্যক্তি

---

* এই সংসর্গ গুরুলঘুভেদে নানা প্রকার; কোন্ সংসর্গ কতকালে মহাপাতক রূপে পরিণত হয়, সে সব পরিপাটী মৎকৃত 'প্রায়শ্চিত্তবিধিতে' দ্রষ্টব্য।

† বান্তাশী—বমি-ভোজী।

শুশ্রূষু নহে, তাহার নিকট কদাচ এ পুরাণ বলিবে না। ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তিকর এই শাস্ত্র গোপনীয়। হে মহামতে! * তোমার পিতা লোমহর্ষণ, আমার শিষ্য এবং পুরাণজ্ঞ। পঞ্চম বেদ মহাভারত তাহারই বস্তু। তুমি তাহার পুত্র, আমার নিকট তুমি সর্ব্বতোভাবে তোমার পিতার ন্যায় সাধু বলিয়া পরিচিত। তুমি সুবক্তা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ তোমাতেই ন্যস্ত করিলাম। সূত বলিলেন, ব্যাস, আমাকে এই কথা বলিয়া জাবালিকে বলিলেন, মহাভাগ বৎস জাবালে! সশিষ্যে গমন কর। আমি ভগবান্ সনাতন বিশ্বনাথকে স্মরণ করি। সূত বলিলেন, গুরু ব্যাস এই কথা বলিলে, মুনিসত্তম জাবালি ভক্তিসহকারে গুরুকে প্রণাম করিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন। হে বিপ্রগণ! আমি যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি, বুদ্ধি অনুসারে তাহা আপনাদিগকে বলিলাম, ব্যাসের বচনানুসারে আপনারাও গোপন রাখিবেন।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হে বিপ্রগণ! মুনিপুঙ্গবেরা যাহাকে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ বলিয়া থাকেন, তাহা এই তোমাদিগকে বলিলাম। এই গ্রন্থ পাপনাশক, পুণ্যজনক, যশোবর্দ্ধক এবং ধনবর্দ্ধক। ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে, সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। হে ভূদেবগণ! এই পুরাণ অষ্টোত্তর শতবার পাঠ বা শ্রবণ করিলে কলিকালেও অশ্বমেধযজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। এই গ্রন্থের অন্ততঃ একটী শ্লোক পাঠ করিয়াও দিন সার্থক করা উচিত। হে দ্বিজগণ! ইহা বৈষ্ণব, শৈব এবং শাক্ত শাস্ত্র। এই সাধু শাস্ত্র সাংখ্যযোগাত্মক এবং পরম আত্মজ্ঞানপ্রদ। ব্রাহ্মণ দ্বারা এই পুরাণ পাঠ করাইবে, ব্যাখ্যা করাইয়া শ্রবণ করিবে। ইহা উপপুরাণসমূহের মধ্যে প্রধান, যেমন শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণসমূহের মধ্যে। এ শাস্ত্রের শ্রবণাদিকার্য্যে কালাকালবিচার নাই। অশুশ্রূষু, অভক্ত এবং দেবতায় ভেদ-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে এই পরম জ্ঞানপ্রদ শাস্ত্র শ্রবণ করান কর্ত্তব্য নহে। এই শাস্ত্র দেবী প্রথমত ব্রহ্মাদি দেবগণসকাশে প্রকাশ করেন। ব্রহ্মা নারদকে বলেন, নারদ অমিততেজা বেদব্যাসের নিকট ইহা কীর্ত্তন করেন। ব্যাস এই শাস্ত্রকে শ্লোক-বদ্ধ করেন। আমি ব্যাসের নিকট ইহা শুনিয়াছি, তার পর আমি স্ববুদ্ধি-অনুসারে তাহা আপনাদিগকে বলিলাম, এই পুরাণ, পূজ্য, লেখ্য এবং গৃহে রক্ষণীয়। দুর্গোৎসব

---

* মূলে 'ভবিষ্যতি' পাঠ আছে, তাহা অসঙ্গত; তৎপরিবর্ত্তে সেস্থানে 'মহামতে' এইরূপ পাঠ করিবে।

সময়ে অথবা অন্ত পুণ্যদিনে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ শ্রবণ করিবে; শ্রবণ করিয়া দক্ষিণা দিতে হয়। দ্বিজ গঙ্গাতীরে, পবিত্র তীর্থস্থানে, শিবালয়ে, বিষ্ণুমন্দিরে এবং সাধুসমাগমস্থলে শুচি হইয়া এই পুরাণ পাঠ করিবেন। এই পুরাণপাঠ সময়ে যে ব্যক্তি অপর কথা বলিবে, বিশুদ্ধির জন্ত ব্রহ্মহত্যা-প্রায়শ্চিত্ত তাহার কর্ত্তব্য। আমাকে আপনারা এখানে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই আমি বলিয়াছি; এই শাস্ত্রের প্রভাবে অপার সংসারসাগর গোষ্পদসদৃশ হয়। ব্রাহ্মণগণ সুখে থাকুন, মেঘ যথাকালে বারিবর্ষণ করুক, ঋষি ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া যথাস্থানে গমন করি।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ সমাপ্ত।

অদ্ভুত। ভ্যালুপেবলে লইলে মূল্যাদি ছাড়া আরও দুই আনা অধিক লাগে (পাইকেরী দর স্বতন্ত্র।)

	বটিকার সংখ্যা	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং
১নং কৌটা	১৮	||৵০	।০	৵০
২নং কৌটা	৩৬	১৶০	।০	৵০
৩নং কৌটা	৫৪	১||৵০	।০	৶০
বিশেষ বৃহৎ—গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ				
৪নং কৌটা	১৪৪	৪।০	।০	৶০

বিজয়া বটিকা পাইবার ঠিকানা।

বিজয়া বটিকার উৎপত্তিস্থান—আদিস্থান—বর্দ্ধমানজেলাস্থ সাদীপুর পোষ্টের অধীন বেড়ুগ্রামবাসী বিজয়া বটিকার একমাত্র স্বত্বাধিকারী জে, সি, বসুর নিকট, অথবা কলিকাতা ১২ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে বি, বসু এণ্ড কোম্পানির নিকট প্রাপ্তব্য।